শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত

শ্রীশ্রীমচ্

চৈতন্যচরিতামৃত।

২য় খণ্ড—ভাষ্য সম্পূর্ণ।

শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ সম্পাদিত।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত প্রকাশিত।

ভক্তিভবন ১৮১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগৌরাব্দাঃ ৪০৯।

ঠাকুর কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ।

(১৭৬০—১৮৩৬ শকাব্দা)
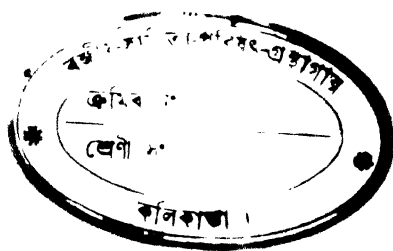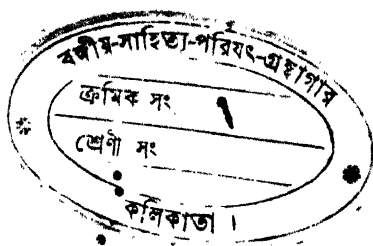
শ্রীকেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ প্রণীত

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

আদি-মধ্য-অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

প্রবোধম।

যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করেন যে, এই গ্রন্থের তুল্য বঙ্গভাষায় ভক্তিপূর্ণ ও তত্ত্বপূর্ণ আর এক খানিও পুস্তক নাই। এরূপ অপূর্ব্বগ্রন্থের সবিস্তর একখানি ভাষাভাষ্যের নিতান্ত প্রয়োজন। এই অপূর্ব্ব-গ্রন্থে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত আছে, তাহার টীকা ও অনুবাদ পূর্ব্ব মহাজনগণ করিয়াছেন। বিদ্বৎবর মদ্বন্ধু শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয় এই গ্রন্থ সটীক সানুবাদ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছিলেন। পণ্ডিতবর বৈষ্ণবজনবন্ধু শ্রীযুত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় এই গ্রন্থের বিস্তর অনুবাদ করিয়াছেন। অম্বিকা-কালনার কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণ মিলিত হইয়া এই গ্রন্থের এক প্রকার ভাষ্য প্রকাশ করিতেছেন। মদীয় সতীর্থ শ্রীযুত পণ্ডিত মাখনলাল দাস মহাশয় ও এই গ্রন্থের কিয়দংশ ব্যাখান প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সমুদয় অনুবাদ ও ভাষ্যাদি পাঠ করিয়াও বিদ্বদ্ভক্তমণ্ডলী আমাকে এই গ্রন্থের আর একটী ভাষ্য রচনা করিতে আজ্ঞা দেওয়ায় আমি বৈষ্ণব আজ্ঞা শিরো-ধার্য্য করতঃ এই ভাষাভাষ্য রচনা করিলাম।

গ্রন্থ মধ্যস্থ সংস্কৃত শ্লোকগুলির সংস্কৃত টীকা দিয়া এই ভাষা-টীকে অনাবশ্যক রূপে বৃহৎ করিতে ইচ্ছা করিলাম না। সরল বঙ্গানুবাদ পাইলেই পাঠকদিগের শ্লোকার্থ বুঝিতে কষ্ট হয় না। যাঁহারা কেবল শ্লোকগুলির টীকার সংস্কৃত-পাণ্ডিত্য আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সন্দর্ভাদি টীকা পাঠ করিতে পাবেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর প্রত্যেক পদ্যের অর্থ করিতে গেলে অনর্থক গ্রন্থ বৃদ্ধি হয়। এতন্নিবন্ধন কেবল দুর্ব্বোধ্য পদ্যগুলিরই (যতদূর সরল হইতে পারে)

।।।। সঙ্গিনী ৩য় বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা।

ব্যাখ্যা করা হইল। সহজিয়া, বাউল প্রভৃতি রসিকাভিমানীগণ যে সকল পদের মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া গৌণার্থ দ্বারা বিকৃত অর্থ প্রকাশ করেন সেই সকল পদে যে যে স্থলে সুব্যাখ্যার প্রয়োজন তাহা করিয়া দিলাম। বেদান্তাদি তত্ত্বশাস্ত্রের ও শ্রীপাদ-গোস্বামী প্রদর্শিত রসতন্ত্রের সহিত যে যে স্থলে সম্বন্ধ আছে তাহা স্বল্পাক্ষরে দেখান হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে সাধারণের পক্ষে সেই সেই শাস্ত্রের রীতিমত শিক্ষা না থাকিলে যতই সরলরূপে লেখা থাকুক না কেন, সহজে বোধগম্য হয় না। এই ভাষ্যের শেষভাগে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ব্যবহৃত দুরূহ শব্দাবলীর অর্থ করিয়া দেওয়া গেল।

পাঠকবর্গের নিকট আমার অনুনয় এই যে, তাঁহারা এই অপূর্ব্বগ্রন্থকে সামান্য কাব্য ইতিহাসের ন্যায় পাঠ করিবেন না। বেদান্তশাস্ত্র ও রসশাস্ত্র যেরূপ যত্ন সহকারে সদ্গুরুর নিকট পাঠ করিতে হয় সেইরূপ এই মহাগ্রন্থ খানি পাঠ করিবেন। আজকাল অনেকেই না পড়িয়া পাণ্ডিত্যের অভিমান করেন, কেহ কেহ বা সেইরূপ পণ্ডিতদিগের ব্যাখ্যা বিনা অনুসন্ধানে স্বীকার করত পণ্ডিতাভিমানী হইয়া পড়েন। এই গ্রন্থ অনুশীলন করিতে গেলে নিরপেক্ষ ভাবে সেই সকল দোষ পরিত্যাগ করিতে হয়। এই গ্রন্থে বেদান্ত ও রসশাস্ত্রমূলক শুদ্ধ ভক্তিতত্ত্ব শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র বর্ণনে প্রদর্শিত হইয়াছে। মায়াবাদ-মত-দূষিত ও সহজিয়া-বাউলগণ প্রচারিত বিকৃত ধর্ম্মের সহিত এই গ্রন্থের কোন সম্বন্ধ নাই। এই কথাটী সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়া ও স্মরণ রাখিয়া মহোদয়গণ এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

বৈষ্ণবজন কিঙ্কর

শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ।
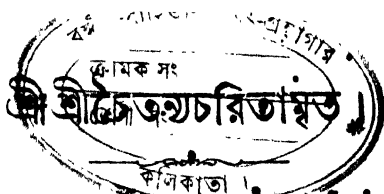
অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

আদিলীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রেমের কন্দ, হরিদাস স্বরূপ গোঁসাঞি।
শ্রীবংশীবদনানন্দ, সার্ব্বভৌম রামানন্দ, রূপ সনাতন দুই ভাই॥
শ্রীজীবগোপাল ভট্ট, দাসরঘুনাথ ভট্ট, শিবানন্দ কবিকর্ণপুর।
নরোত্তম শ্রীনিবাস, রামচন্দ্র কৃষ্ণদাস, বলদেব চক্রবর্ত্তীপুর॥
ঈশ ঈশভক্তগণে, প্রণমিয়া সযতনে, অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য সার।
চৈতন্যচরিতামৃত, করিলাম সুবিস্তৃত, ভক্তবৃন্দ করহ বিচার॥
গৌর কথা পয়োরাশি, কৃষ্ণদাস তাহে ভাসি, আনিয়াছে অমৃতের ধার।
সেই কাব্য সুধাপানে, বৈষ্ণব শীতল প্রাণে, আরো পিতে চাহে বারবার॥
এই দীন অকিঞ্চনে, আজ্ঞা দিল সর্ব্বজনে, ভাষ্য তার করিতে রচন।
সাধু আজ্ঞা শিরে ধরি, যত্নে এই ভাষ্য করি, সাধুকরে করিনু অর্পণ॥

প্রথম পরিচ্ছেদের নিষ্কর্ষ।

এই পরিচ্ছেদে তত্ত্বনির্ণায়ক ১৪টী শ্লোক প্রথমেই শ্রীমদন-মোহন, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথের মঙ্গলাচরণ ১৫-১৭ শ্লোকে দিয়াছেন। প্রথম ১৪টী শ্লোকের মধ্যে প্রথম শ্লোকে সামান্যতঃ ছয়তত্ত্বের বন্দনা। তাহার বিশেষ-ব্যাখ্যাতেই এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইয়াছে। গুরু শব্দে দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু; তাহা-

দিগকে কৃষ্ণের প্রকাশ বলিয়া শিষ্যের অভিমান করিতে হইবে। ঈশভক্ত সিদ্ধ ও সাধক ভেদে দুই প্রকার। ঈশ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ ও তাঁহার কায়ব্যূহ। অংশ-অবতার, গুণাবতার ও শক্ত্যাবেশ-অবতার, এইরূপ ত্রিবিধাবতার। কৃষ্ণের প্রকাশতত্ত্ব ও তৎসঙ্গে বিলাসতত্ত্বের বিচার। কৃষ্ণের ত্রিবিধ শক্তি; তন্মধ্যে বৈকুণ্ঠাদ্যে লক্ষ্মীগণ, দ্বারকায় মহিষীগণ এবং তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বোত্তম ব্রজগোপীগণ। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের কায়ব্যূহ ঈশতত্ত্ব, এবং ভক্ত-সমুদায় আবরণতত্ত্ব; অতএব তাঁহার শক্তি বিশেষ। শক্তি শক্তিমানের অভেদ বুদ্ধিতে নিত্য অভেদ, এবং শক্তিমান হইতে শক্তির পৃথক্ বুদ্ধিতে নিত্য ভেদ। এইরূপ এক অখণ্ডতত্ত্ব তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত হয়। এই সিদ্ধান্তের নাম বেদান্ত সম্মত অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব। এই পরিচ্ছেদের শেষাংশে শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে।

৪পৃ, ১পং। জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোরিতি। আদি, ১ম, অধ্যায় ১৫শ্লো।

আমি পঙ্গু এবং মন্দমতি যাঁহাদের পাদপদ্ম আমার সর্ব্বস্বধন, সেই পরম কৃপালু রাধামদনমোহন জয়যুক্ত হউন॥ ১৫॥

৪পৃ, ৩পং। দীব্যদ্‌বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ ইতি। আ, ১ম ১৬শ্লো।

জ্যোতির্ম্ময় শোভাবিশিষ্ট বৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষতলে রত্নমন্দিরস্থ সিংহাসনের উপরে অবস্থিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দকে প্রিয়সখীগণ সেবা করিতেছেন। আমি তাঁহাদিগকে স্মরণ করি॥ ১৬॥

৪পৃ, ৭পং। শ্রীমন্‌রাসরসারম্ভী ইতি। আ, ১ম, ১৭শ্লো।

রাসরসপ্রবর্ত্তক বংশীবট-তটস্থিত শ্রীমদ্গোপীনাথ বেণুধ্বনি দ্বারা গোপীগণকে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন্॥ ১৭॥

৫পৃ, ১পং। [এই তিন ঠাকুর গৌড়িয়াকে করিয়াছেন আত্মসাৎ।]

শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দদেব ও শ্রীগোপীনাথ এই তিন ঠাকুর বৃন্দাবনের অধিদেব গৌড়ীয় ভক্তগণকে নিজ নিজ সেবায় অধিকার দান করিয়া আপনার নিজ জন করিয়াছেন।

৬পৃ, ৬পং। [চৈতন্যকৃষ্ণের শাস্ত্র যেমত নিরূপণ।]

চৈতন্য স্বরূপ কৃষ্ণের সম্বন্ধে শাস্ত্র যেমন নিরূপণ করিয়াছেন।

৬পৃ. ১১পং। বন্দেগুরূনীশভক্তানিতি। আ, ১ম, ১৮শ্লো।

দীক্ষা-শিক্ষাভেদে গুরুদ্বয়কে, শ্রীবাসাদি ঈশভক্তগণকে, অদ্বৈত প্রভু প্রভৃতি ঈশাবতারগণকে, শ্রীনিত্যানন্দাদি তাঁহার প্রকাশ সকলকে, শ্রীগদাধরাদি ঈশশক্তিগণকে এবং ঈশস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক পরমতত্ত্বকে আমি বন্দনা করি ॥ ১৮ ॥

৬পৃ, ১৪পং। "তাহার চরণ" উভয়বিধ গুরু একতত্ত্ব বিচারে একবচন ব্যবহার। পাঠান্তরে 'তাঁসবার'।

৭পৃ, ১২পং। [সাবরণে প্রভুরে করিয়া নমস্কার।]

আবরণ, চতুর্দ্দিকবর্ত্তী ভক্তগণ প্রভুর আবরণ। সেই আবরণের সহিত তাঁহাকে নমস্কার করিলাম। সেই ছয়তত্ত্ব, গুরু, ঈশভক্ত, ঈশাবতার, ঈশপ্রকাশ, ঈশশক্তি ও ঈশস্বরূপ কৃষ্ণচৈতন্য এই ছয়তত্ত্ব যেরূপে তাঁহার স্বরূপ তাহা এক্ষণে বিচার করিতেছি।

৭পৃ, ১৭পং। [যদ্যপি আমার হইতে তাঁহার প্রকাশ পর্য্যন্ত।]

যদিও সকল জীবই কৃষ্ণদাস, সুতরাং আমার গুরু ও বস্তুতঃ কৃষ্ণদাস, তথাপি আমি আমার গুরুকে কৃষ্ণের প্রকাশ বলিয়া জানিব। শিষ্যের পক্ষে গুরুদেব কৃষ্ণেরই প্রকাশস্বরূপ। কিন্তু নিত্যানন্দ-বলদেব বস্তুত বিলাসস্বরূপ প্রকাশতত্ত্ব।

৮পৃ, ২পং। আচার্য্যং মাং বিজনীয়াদিতি। আদি, ১ম, ১৯শ্লো।

ভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন, হে উদ্ধব, গুরুদেবকে মৎস্বরূপ জানিবে। গুরুতে সামান্য বুদ্ধি করিবে না। গুরু সর্ব্বদেবময়।

৮পৃ, ৭পং। নৈবোপযন্ত্যপচিতিমিতি। আদি, ১ম, ২০শ্লো।

হে ঈশ, ব্রহ্মার আয়ুলব্ধ কবিসকলও তোমার স্মৃতিজনিত আনন্দ দ্বারা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে সক্ষম হন না। যেহেতু তুমি অপার-কৃপা-বশত দেহধারী জীবের সমস্ত অশুভ নাশ ও স্বগতি প্রকাশ করিবার জন্য বাহ্যে আচার্য্যরূপে এবং অন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত আছে ॥ ২০ ॥

৯পৃ, ২পং। তেষাং সততযুক্তানামিতি। আদি, ১ম, ২১শ্লো।

নিত্য-ভক্তিযোগ দ্বারা যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁহাদের শুদ্ধজ্ঞানজনিত বিমল প্রেমযোগ দান করি। তাঁহারা তাহাদ্বারা আমার পরমানন্দধামকে লাভ করেন।

৯পৃ, ৬পং। জ্ঞানং পরমগুহ্যমিতি॥ আদি, ১ম, ২২শ্লো।

ভগবান্ স্বয়ং ব্রহ্মাকে এইরূপ উপদেশ দ্বারা অনুভব করাইয়াছিলেন। বিজ্ঞান সমন্বিত রহস্য ও তদঙ্গযুক্ত আমার পরম গুহ্যজ্ঞান তোমাকে কৃপা করিয়া আমি বলিতেছি, তাহা তুমি গ্রহণ কর ॥ ২২ ॥

৯পৃ, ৮পং। যাবানহং যথা ভাবইতি। আদি, ১ম, ২৩শ্লো।

আমার স্বরূপ, ও আমার সত্ত্ব ও আমার রূপ, গুণ ও লীলা যে প্রকার, আমার অনুগ্রহে সেই সকলের তত্ত্ব-বিজ্ঞান তুমি প্রাপ্ত হও ॥ ২৩ ॥

৯পৃ, ১০পং। অহমেবাসমেবাগ্রে ইতি। আদি, ১ম, ২৪শ্লো।

এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল আমি ছিলাম। সৎ এবং অসৎ এবং অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত আমা হইতে

পৃথক্‌রূপে অন্য কিছুই ছিল না। সৃষ্টি হইলে পর এসমুদয় স্বরূপে আমিই আছি। এবং সৃষ্টি লয় হইলে একমাত্র আমিই অবশেষ থাকিব॥ ২৪ ॥

৯পৃ, ১২পং। ঋতেঽর্থং যদিতি। আদি, ১মপরি ; ২৫শ্লো।

পূর্ব্বশ্লোকে পরমতত্ত্বের স্বরূপজ্ঞান নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু স্বরূপ হইতে ইতর তত্ত্বের জ্ঞান দ্বারা স্বরূপতত্ত্বের জ্ঞানকে যতক্ষণ দৃঢ় না করে ততক্ষণ বিজ্ঞান হয় না। স্বরূপতত্ত্ব হইতে ইতর তত্ত্বের নাম মায়া। সেই মায়াতত্ত্বের জ্ঞান এই শ্লোকে বিস্তৃত হইতেছে। স্বরূপ তত্ত্বই অর্থ, অর্থাৎ যথার্থতত্ত্ব। সেই তত্ত্বের বাহিরে যাহা প্রতীত হয় এবং সেই স্বরূপতত্ত্বে যাহার প্রতীতি নাই তাহাকেই আত্মতত্ত্বের মায়াবৈভব বলিয়া জানিবে। সহজে বুঝা যায় না বলিয়া ইহার দুইটী প্রাদেশিক উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। স্বরূপতত্ত্বকে সূর্য্যের ন্যায় জ্ঞান কর। সূর্য্যের ইতরতত্ত্ব দুইরূপে প্রত্যয় হয়। একরূপ আভাস, অন্যরূপ তম। সূর্য্যের প্রতিচ্ছবি জল হইতে অন্য স্থানে পতিত হয়, তাহাকে আভাস বলে। সূর্য্যের প্রভাব যেদিকে দৃশ্য না হয় তাহাকে তম অর্থাৎ অন্ধকার বলে। চিজ্জগৎ ভগবৎ স্বরূপের কিরণ স্বরূপ। তাহার সাদৃশ্যাবলম্বী আভাস রূপ মায়াবৈভব ইহাই আভাসের উদাহরণ। চিত্তত্ত্ব হইতে সুদূরবর্ত্তী অন্ধকার ঐ মায়াবৈভব, এইটী দ্বিতীয় উদাহরণ। তাৎপর্য্য এই, আত্মতত্ত্ব ও মায়াতত্ত্বের পরস্পর দুই প্রকার সম্বন্ধ। প্রথম সম্বন্ধ এই যে আত্মস্বরূপ ব্যতীত ইতরস্বরূপ যাহা প্রকাশ হয় তাহা মায়া। এবং আত্মস্বরূপ হইতে সুদূরবর্ত্তী অনাত্ম অজ্ঞানও মায়া॥ ২৫ ॥

৯পৃ, ১৪পং। যথামহান্তিভূতানি ইতি। আদি, ১ম, ২৬ শ্লো।

যেরূপ মহাভূতসকল বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ভূত মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্ট রূপে স্বতন্ত্র বর্ত্তমান, সেই রূপে আমি ভূতময় জগতে 'সর্ব্বভূতে সত্তাশ্রয়রূপ' পরমাত্মভাবে প্রবিষ্ট থাকিয়াও পৃথক্ ভগবদ্রূপে নিত্য বিরাজমান, ও ভক্তজনের একমাত্র প্রেমাস্পদ। তাৎপর্য্য,—ক্ষিতি-জল-তেজ-বায়ু ও আকাশ রূপ মহাভূত সকল পঞ্চীকৃত হইয়া যেমত স্থূলজগতকে প্রকাশ করতঃ তাহার উপকরণরূপে তন্মধ্যস্থিত হইয়াও মহাভূত অবস্থায় স্বতন্ত্র আছে। তদ্রূপ চিন্ময় পরমেশ্বর স্বীয় জড়শক্তি ও জীবশক্তি দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়া একাংশে জগতে সর্ব্বব্যাপী হইয়া থাকিয়াও যুগপৎ তদীয় চিদ্ধামে পূর্ণচিদ্বিগ্রহে নিত্যবিরাজমান। আবার চিদ্বিগ্রহের কিরণপরমাণুস্বরূপ জীবগণ শুদ্ধপ্রেমমার্গে তাঁহার বিমল প্রেম আস্বাদন করেন। ইহাই রহস্য ॥ ২৬ ॥

১০পৃ, ১পং। এতাবদেব জিজ্ঞাস্যমিতি। আদি, ১ম, ২৭শ্লো।

যিনি আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু তিনি অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা এই বিষয়ের বিচারপূর্ব্বক যে বস্তু সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা নিত্য তাহারই অনুসন্ধান করিবেন। তাৎপর্য্য,—প্রেমরহস্য যে উপায়ে সাধিত হয় তাহার নাম সাধন ভক্তি। তত্ত্বজিজ্ঞাসু পুরুষ সদ্গুরু-চরণ হইতে অন্বয়ব্যতিরেকে অর্থাৎ বিধিনিষেধ শিক্ষাপূর্ব্বক তত্ত্বানুশীলন করিতে করিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবেন।

৯।১০পৃ। অহমেবাদি এতাবদন্ত এই শ্লোক চতুষ্টয়ের তাৎপর্য্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের মত সম্পূর্ণরূপে আছে। ভাগবতগ্রন্থ ১৮০০০ শ্লোক। সেই আঠারহাজার শ্লোকে যাহা কিছু আছে, তাহার মূল এই চারিশ্লোকে। 'অহমেব'

শ্লোকে ভগবত্তত্ত্ব, ভগবৎ স্বরূপ, তাঁহার গুণ ও লীলা সংক্ষেপে বর্ণিত। 'ঋতেঽর্থং' শ্লোকে ভগবৎস্বরূপতত্ত্ব হইতে পৃথকরূপে প্রতিভাত মায়াতত্ত্ব এবং সেই মায়াতত্ত্বের সম্বন্ধজনিত মায়াশক্তির বশযোগ্য জীবতত্ত্ব এবং জীবের ভোগায়তন জড়তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। এই দুইটী শ্লোকে সম্বন্ধ জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাতব্য। 'যথামহান্তি' শ্লোকে জীব ও জড় হইতে ভগবত্তত্ত্বের অচিন্ত্যভেদাভেদসত্ত্বেও ভগবানের নিত্যস্বরূপের পৃথগাবস্থান এবং জীবগণের তাঁহার চরণাশ্রয়ক্রমে মহাপ্রেম সম্পত্তি লাভরূপ পরম প্রয়োজন কথিত হইয়াছে। 'এতাবদেব' শ্লোকে সেই পরম প্রয়োজন লাভের একমাত্র উপায়স্বরূপ সাধনভক্তি উল্লিখিত হইয়াছে। সাধনভক্তির অন্তর্গত প্রাপ্তিসাধকবিধি সকলকে আনুকূল্যভাবে অন্বয় বলিয়া উক্তি করা গিয়াছে। তৎপ্রাপ্তির বাধকরূপ প্রাতিকূল্যজনক ক্রিয়াসকলকে নিষেধমধ্যে পরিগণিত করিয়া ব্যতিরেক শব্দে উক্তি করা গিয়াছে। সাধনতত্ত্বের নাম অভিধেয়, অর্থাৎ শাস্ত্রের অভিধাবৃত্তিক্রমে উপদেশ লব্ধ হয়, তাহাই অভিধেয় ॥ ২৪—২৭ ॥

১০পৃ, ৪পং। চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরিঃ ইতি ॥ আদি, ১ম, ২৮শ্লো।

চিন্তামণিস্বরূপ সোমগিরি নামা যিনি আমার গুরু, তিনি জয়যুক্ত হউন। ময়ুর পুচ্ছধারী মৎশিক্ষাগুরু ভগবান্ও জয়যুক্ত হউন। তাঁহার পদকল্পতরুপল্লবরূপ নখাগ্রের শোভাতে আকৃষ্ট হইয়া জয়শ্রী অর্থাৎ শ্রীমতীরাধিকা স্বয়ম্বরজনিত সুখ লাভ করিতেছেন ॥ ২৮ ॥

১০পৃ, ৮পং। [জীবে সাক্ষাৎ নাহি ইত্যাদি মহান্ত স্বরূপে পর্য্যন্ত।]

অন্তর্যামী গুরু চৈত্ত্যরূপে অর্থাৎ চিত্তমধ্যে অবস্থিত

সুতরাং তাঁহার সম্মুখ সাক্ষাৎকার লাভ হয় না। অতএব কৃষ্ণ মহান্ত অর্থাৎ ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে শিক্ষাগুরু॥

১০পৃ, ১১পং। ততোদুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য ইতি। আদি, ১ম, ২৯শ্লো।

অতএব দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সৎসঙ্গ করিবেন। সাধুগণ সাধু উপদেশ দ্বারা তাঁহার সমস্ত ভক্তিপ্রতিকূল বাসনা-বন্ধন ছেদন করিবেন॥ ২৯॥

১১পৃ, ২পং। সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো ইতি। আদি, ১ম, ৩০শ্লো।

সাধুসঙ্গক্রমে আমার সূচক হৃৎকর্ণ রসায়ন কথা সকল আলোচিত হয়। সেই সেই কথা শ্রবণ করিতে করিতে অপবর্গ পথস্বরূপ আমাতে শীঘ্র প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হয়॥ ৩০॥

১১পৃ, ৪পং। [ঈশ্বর স্বরূপ ভক্ত···সতত বিশ্রাম॥]

ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দস্বরূপে যাঁহার ভক্তি, তিনিই অর্থাৎ তাঁহার হৃদয় কৃষ্ণের অবস্থিতি স্থান।

১১পৃ, ৭পং। সাধবো হৃদয়ং মহ্যমিতি। আদি, ১ম, ৩১শ্লো।

সাধু সকল আমার হৃদয় এবং আমিই সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না। আমিও তাঁহাদের ব্যতীত আর আমার বলিয়া কাহাকেও জানি না।

১১পৃ, ১০পং। ভবদ্বিধা ভাগবতা ইতি॥ আদি, ১ম, ৩২শ্লো।

আপনার ন্যায় ভাগবত সকল স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। তাঁহারা স্বীয় অন্তঃস্থিত ভগবানের পবিত্রতা বলে পাপীগণের পাপ-মলিন তীর্থ সকলকে পবিত্র করেন॥ ৩২॥

১২পৃ, ১পং। [সেই ভক্তগণ হয়···পারিষদগণ এক সাধকগণ আর॥]

ভক্ত দ্বিবিধ অর্থাৎ ভগবৎপার্ষদ ও সাধক। ভগবৎপার্ষদগণ

সিদ্ধসেবকমণ্ডলী। তন্মধ্যে কেহ কেহ ঐশ্বর্য্যপর হইয়া পর-ব্যোমে অবস্থিত। কেহ কেহ মাধুর্য্যপর হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণ-সেবায় অনুরক্ত। যাঁহারা সেবাসিদ্ধি লাভের জন্য বৈধ বা রাগা-নুগা সাধনভক্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা সাধক।

১২পৃ, ৪পং। [অংশ অবতার আর গুণ অবতার...এমত]

অংশাবতারগণ বিষ্ণুর সাক্ষাৎ অবতার,—মায়াধীশ। সত্ব, রজ, তম, এই তিনটী গুণে প্রতিভাত ভগবদবতার গুণাবতার। যে সকল মহজ্জীবে কৃষ্ণশক্তি বিশেষ আবেশ হয় তাঁহারা শক্ত্যাবেশ অবতার।

১২পৃ, ৯পং। দুইরূপে হয় ভগবানের প্রকাশ...বিলাস ॥]

দুইরূপে ভগবানের প্রকাশ, অর্থাৎ প্রকাশ ও বিলাস। যে স্থলে দ্বারকায় মহিষী-বিবাহ ও শ্রীবৃন্দাবনে রাসলীলায় কৃষ্ণ যুগপৎ বহুমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আকারভেদ ছিল না। একই বিগ্রহ বহুরূপ হইয়াছিলেন। তাহাই কৃষ্ণের মুখ্যপ্রকাশ। যেখানে স্বরূপের অন্যাকার হইয়া পড়ে ও আত্ম-সাদৃশ্য প্রকাশ পায় সেই প্রকাশ স্থলে বিলাস নাম হয়। বৃন্দা-বনে বলদেব, পরব্যোমে নারায়ণ-বাসুদেব-প্রদ্যুম্ন-সংকর্ষণ ইত্যাদি ভগবৎ স্বরূপের বিলাসমূর্ত্তি।

১৩পৃ. ২পং। রাসোৎসবঃ ইতি। আদি, ১মপরি, ৩৩ শ্লো।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্যশক্তিবলে দুই দুইটী গোপীকার মধ্যে এক একটী মূর্ত্তি প্রকাশ করত গোপীমণ্ডলমণ্ডিত হইয়া রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্রূপ প্রবিষ্ট হইলে, গোপীগণ অনুভব করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কণ্ঠধারণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতেছেন। সেই সময় সস্ত্রীক দেবগণ ঔৎসুক্য

সহকারে শত শত রথে আরোহণপূর্ব্বক আকাশমার্গে পরিদৃশ্য হইলেন। তৎপরে দুন্দুভি-নাদ ও পুষ্প-বৃষ্টি হইতে লাগিল।

১৩পৃ, ৯পং। চিত্রং বতৈতদেকেন ইতি। আদি, ১ম, ৩৬শ্লো।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে একই কৃষ্ণ এক একটী স্বরূপে গৃহে গৃহে যুগপৎ ষোল হাজার স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন ॥৩৬॥

১৩পৃ, ১২পং। অনেকত্র প্রকটতা ইতি॥ আদি, ১ম, ৩৭শ্লো।

একরূপের অনেক অবিকল যুগপৎ প্রকাশকে প্রকাশ বলে।

১৪ পৃ, ৪পং। স্বরূপমন্যাকারমিতি॥ আদি, ১ম, ৩৮ শ্লোক।

অচিন্ত্যশক্তি বিলাসক্রমে তাঁহার স্বরূপ যখন আত্মসদৃশপ্রায় অন্যরূপে প্রকাশ পান, তখন তাহাকে বিলাস বলা যায়॥ ৩৮॥

১৪ পৃ, ৯ পং ["এক লক্ষ্মীগণপুরে···সবাতে প্রধান"।]

লক্ষ্মীগণ বৈকুণ্ঠে মহিষীগণপুরে অর্থাৎ দ্বারকাপুরে। ব্রজে গোপীগণ তৃতীয় প্রকার শক্তি। সবাতে, সকলের মধ্যে।

১৫পৃ, ১১পং। যাতে,—যেহেতু ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার ব্রজসঙ্গিনীগণ স্বয়ং স্বরূপশক্তি।

১৪ পৃ, ১২ পং। [স্বয়ং রূপ কৃষ্ণের কায়ব্যূহ···তাহার আবরণ]

স্বয়ংরূপ 'তদেকাত্ম' ইত্যাদি ভাগবতামৃত শ্লোক বিচারে দ্বিভুজ কৃষ্ণই স্বয়ংরূপ। তাঁহার কায়ব্যূহ তাঁহার সমান। কায়ব্যূহ, অর্থাৎ স্বীয় কায়বিস্তার। সেই স্বরূপের পার্শ্ববর্ত্তী ভক্তগণ যাঁহারা তাঁহার আবরণ। আবরণ ও বেষ্টিততত্ত্ব একত্র বিচারে পূর্ব্বোক্ত ছয়তত্ত্বের একত্ব নির্ণয়। এইরূপ নির্ণয় কেবল অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ববিচারে সিদ্ধ হইল।

'যদ্যপি আমার গুরু' (৭ম পৃ) হইতে 'পারিষদগণ এক সাধকগণ আর' পর্য্যন্ত গুরু ও ভক্ত দুইতত্ত্বের বিচার। "ঈশ্বরের

অবতার এ তিন প্রকার, (১২পৃ) 'শক্ত্যাবেশ অবতার পৃথু ব্যাস মুনি' পর্য্যন্ত ঈশ ও তদবতারবিচার। "এইরূপে হয় ভগবানের প্রকাশ" (পৃ.২) হইতে "যৈছে বাসুদেবপ্রদ্যুম্নাদি সংকর্ষণ" পর্য্যন্ত তাঁহার প্রকাশ বিচার। তৎপরে 'ব্রজেন্দ্রনন্দন যাতে স্বয়ংভগবান' (পৃ.৪) পর্য্যন্ত তাঁহার শক্তিবিচার।

১৫পৃ, ৫প। বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ ইতি। আদি ১ম ৩৯শ্লোক।

উদয়াচলরূপ গৌড়দেশে যুগপৎ দিবাকর নিশাকর স্বরূপ আশ্চর্য্যরূপে উদিত, মঙ্গলদাতা, জীবের অন্ধকারনাশী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি ॥ ৩৯ ॥

১৫পৃ, ৮পং। নিজধাম, জ্যোতিঃ।

১৫পৃ.১০প। পূর্ব্বশৈলে, গৌড়রূপউদয়াচলে গঙ্গার পূর্ব্ব তটে।

১৬পৃ. ৬পং। ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতব ইতি। আদি, ১ম, ৪০ শ্লোক।

এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ আদৌ মহামুনি শ্রীনারায়ণ কর্ত্তৃক চতুঃশ্লোকীরূপে নির্ম্মিত। ইহাতে নির্ম্মৎসর অর্থাৎ সর্ব্বভূতদয়া-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের জন্য ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ পর্য্যন্ত কৈতব শূন্য, পরম ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই ধর্ম্ম জীবের ত্রিতাপ-নাশক, শিবদ ও বাস্তব-বস্তুতত্ত্বজ্ঞানপ্রদ। ইহার শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তি-গণ ইচ্ছামাত্র ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে সক্ষম হন। অত-এব ভাগবত ব্যতীত অন্যশাস্ত্রের প্রয়োজন কি ? ॥ ৪০ ॥

১৬পৃ, ১৩পং। প্রশব্দেন মোক্ষ ইতি। আদি, ১ম, ৪০ শ্লোক।

তার মধ্যে মুক্তিবাঞ্ছাই প্রধান কৈতব। স্বামীপাদ তজ্জন্যই প্রশব্দে মোক্ষের অভিসন্ধিরূপ কৈতবরাহিত্য উল্লেখকরিয়াছেন।

১৭পৃ. ১১০পং। [কৃষ্ণভক্তির বাধক সাক্ষাৎকার।]

শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ দুইভাই সূর্য্যচন্দ্রস্বরূপ। তাঁহারা উদিত হইয়া জীবের হৃদয়ের অন্ধকার বিনাশ করেন। এইপদ্য গুলির

তাৎপর্য্য এই যে, জীব চিৎস্বরূপ তত্ত্ব। জীবে স্বধর্ম্ম কৃষ্ণ-ভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেম। শুভকর্ম্ম (পুণ্য) ও অশুভকর্ম্ম (পাপ) এবং মোক্ষাভিসন্ধি সকলই জীবের স্বধর্ম্মরূপে প্রবেশ করতঃ তাহাকে তমোধর্ম্মময় করিয়াছে। কর্ম্ম ও জ্ঞান প্রতিপাদক সমস্ত উপদেশই কৈতব অর্থাৎ ছল, অতএব তমোধর্ম্মের অনুগত। চৈতন্য ও নিত্যানন্দ উদয়ের পূর্ব্বে সেই তমোধর্ম্ম জীবের হৃদয়কে দূষিত করিতে ছিল। দুই ভাই উদিত হইয়া জীবের চিত্তগুহা হইতে সেই তমোধর্ম্মকে দূরীকৃত করতঃ বস্তুতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

১৭পৃ, ১৩পং। দুই ভাগবত, অর্থাৎ ভাগবত শাস্ত্র ও ভক্তি-রসের পাত্র ভক্ত ভাগবত। এই দুয়ের সাক্ষাৎকার করাইয়া ভক্তিরস প্রদান পূর্ব্বক জীবের প্রেমে বশ হইয়াছে।

১৭পৃ, ১৮পং। জগতের ভাগ্যে, সেই দুইভাইপ্রচারিত প্রেম-ধর্ম্ম ক্রমশঃ এইজগতে সর্ব্বত্র ব্যাপ্তহইবে ইহাই জগতের ভাগ্য।

১৭পৃ, ১৮পং। গৌড়ে,—মল্লদহজেলার অন্তর্গত প্রাচীন গৌড়-নগর হইতে সাম্রাজ্যসিংহাসন সেনবংশীয়ভূপতিগণ শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলে আনিয়াছিলেন। তজ্জন্য শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলকে গৌড়ভূমি বলা যায়। সেই গৌড়ে গঙ্গার পূর্ব্বতটে মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায় নিত্যানন্দপ্রভু আসিয়া মিলিত হইয়া উদয় হন।

১৮পৃ ৩পং। উক্তিরমিতরসারঞ্চ ইতি। আদি, ১ম, ৪২ শ্লোক।

পরিমিত সারবাক্যের উক্তিকে বাগ্মিতা বলে॥ ৪২॥

১৮পৃ, ১০পং। "কৃষ্ণের গাঢ় প্রেম হবে" এই স্থলে পাঠান্তরে "সর্ব্বতত্ত্ব জ্ঞান হইবে" পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সারকথা।

এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত একতত্ত্ব প্রকাশ করতঃ ব্রহ্মকে তাঁহার অঙ্গজ্যোতি এবং পরমাত্মাকে তাঁহার অংশ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। আবার পুরুষাবতার ও জীবসমূহের পরম আশ্রয় যে শ্রীকৃষ্ণ তাহা প্রমাণ করিয়া তাহার মূল নারায়ণত্ব সংস্থাপন পূর্ব্বক কৃষ্ণের স্বরূপ ও শক্তিত্রয় জ্ঞানের প্রয়োজনতা দেখাইয়াছেন। কৃষ্ণের স্বরূপের প্রাভব বৈভবভেদে দ্বিবিধ প্রকাশ, অংশ শক্ত্যাবেশ ভেদে দ্বিবিধাবতার এবং বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্মভেদে দুই প্রকার আদ্যলীলা দেখাইয়া কিশোর স্বরূপ কৃষ্ণের স্বয়ং অবতারীত্ব স্থাপন করিয়াছেন। চিচ্ছক্তি বৈভব বৈকুণ্ঠাদি, মায়াশক্তিবৈভব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও জীবশক্তি বৈভব অনন্ত জীব, ইহাও দেখাইয়াছেন। কৃষ্ণচৈতন্যই সকল কারণের কারণ, সকলের আদি, স্বয়ং অনাদি নিত্যসচ্চিদানন্দবিগ্রহ সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র ইহা স্থির করিয়া দিয়াছেন। কৃষ্ণের স্বরূপ জ্ঞান, শক্তিত্রয় জ্ঞান, বিলাসজ্ঞানরূপ সম্বন্ধ জ্ঞান, সকল ভক্তের জ্ঞাতব্য তত্ত্ব, ইহাও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

১৯পৃ, ১০পং। শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে ইতি। আদি, ২য়, ১শ্লোক।

নানামতবাদরূপ কুম্ভীরাদি পরিপূর্ণ সিদ্ধান্ত-সমুদ্র যাঁহার অনুগ্রহে অজ্ঞব্যক্তিও অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়, সেই শ্রীচৈতন্য প্রভুকে বন্দনা করি॥ ১॥

১৯পৃ, ১২পং। কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন গাননর্ত্তন কলা ইতি। আদি, ২য়, ২শ্লোক।

হে দয়াসমুদ্র চৈতন্যদেব, কৃষ্ণবিষয়ক উচ্চকীর্ত্তন-গীত-নর্ত্তনাদি অম্বুজশোভিত এবং হংস চক্রবাক ভ্রমররূপ সাধুভক্ত

সকলের বিহার স্থান, তথা সকলের কর্ণানন্দজনক কলধ্বনিরূপ তোমার দীপ্তিমতী লীলামৃত ভাগীরথী আমার মরু প্রাঙ্গণ স্বরূপ জিহ্বাক্ষেত্রে নিরন্তর বহিতে থাকুক ॥ ২ ॥

২০পৃ, ৭পং। যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্যইতি। আদি, ২য়, ৩শ্লোক।

উপনিষদ্‌গণ যাঁহাকে অদ্বৈত ব্রহ্ম বলেন তিনি আমার প্রভুর অঙ্গকান্তি। যাঁহাকে যোগশাস্ত্রে অন্তর্য্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন তিনি আমার প্রভুর অংশস্বরূপ। যাঁহাকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয় ও অংশী স্বরূপ ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ ভগবান বলে আমার প্রভু সেই স্বয়ং ভগবান। অতএব কৃষ্ণচৈতন্য অপেক্ষা জগতে আর পরতত্ত্ব নাই ॥ ৩ ॥

২০পৃ, ১১পং—২১পৃ, ৪পং। [ব্রহ্ম আত্মা ভগবান হইতে চৈতন্যগোসাই]

অলঙ্কার শাস্ত্রমতে প্রথমেই অনুবাদ বলিয়া পরে বিধেয় চিহ্নিত করিবে। বেদাদি শাস্ত্রে স্থানে স্থানে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান এই তিনটী বিষয়ের উক্তি থাকায় তাহা পরিজ্ঞাত তত্ত্ব; সুতরাং তাহাকেই অনুবাদরূপে স্থির করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের অঙ্গপ্রভাবে ব্রহ্ম ও অংশ যে পরমাত্মা ও স্বরূপ যে ভগবান একথা এখনও অপরিজ্ঞাত। অতএব এই তিনটী অনুবাদ সর্ব্বাগ্রে বলিয়া শাস্ত্রার্থপূর্ব্বক বিধেয় স্থাপন করিবে। শাস্ত্রসিদ্ধান্ত এই যে বিষ্ণুতত্ত্বের পরতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র। ভাগবতে নন্দসুত বলিয়া যাঁহার গান শুনা যায়, তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ। অতএব আমি কৃষ্ণ ও চৈতন্য একান্ত, অভেদপূর্ব্বক বিচার স্থলে উক্তি করিব। সুতরাং সেই পরতত্ত্ব বস্তুর ব্রহ্ম পরমাত্মা ও স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া যে প্রকাশত্রয় কথিত আছে সে সকলই শ্রীচৈতন্যের প্রকাশবিশেষ বলিয়া বলিতে পারি।

২১পৃ, ৮পং। বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং ইতি। আদি, ২য়, ৪ শ্লো।

তত্ত্ববিদ্গণ অদ্বয়জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন। সেই অদ্বয়জ্ঞানের প্রথম প্রতীতি ব্রহ্ম; দ্বিতীয় প্রতীতি পরমাত্মা; ও তৃতীয় প্রতীতি ভগবান্॥ ৪ ॥

২১পৃ, ১২পং। নির্ব্বিশেষ,—যে লক্ষণ দ্বারা কোন বস্তু পরিচিত হয়, তাহাকে বিশেষ বলে, তদ্রহিত, নির্ব্বিশেষ।

২২পৃ, ২পং। যস্যপ্রভা প্রভবতো জগদণ্ড কোটি ইতি। আদি, ২য়, ৫শ্লো।

কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ বসুধাদি ঐশ্বর্য্য দ্বারা পৃথক্-কৃত, নিষ্কল, অনন্ত, অশেষভূত ব্রহ্ম যাঁহার প্রভা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি॥৫॥

২২পৃ, ১১পং। মুনয়ো বাতবসনা শ্রমণা ইতি। আদি, ২য়, ৬ শ্লো।

দিগ্বসন, শ্রমশীল, উর্দ্ধরেতা মুনিগণ, শান্ত ও নির্ম্মল সন্ন্যাসী সকল ব্রহ্মধাম লাভ করেন॥ ৬ ॥

২২পৃ, ১৫।১৬পং। [অনন্ত স্ফাটিকে যৈছে· অংশ প্রকাশে ॥]

অনন্ত স্ফটিক খণ্ডে এক সূর্য্য প্রতিভাত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ প্রতীতি প্রকাশ করে, সেইরূপ অনন্ত সংখ্যক জীবে গোবিন্দের অংশ যে পরমাত্মা তিনি প্রকাশ পান।

২৩পৃ, ২পং। অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন ইতি। আদি, ২য়, ৭ শ্লো।

হে অর্জ্জুন, অধিক কি বলিব আমি এক অংশে পরমাত্মা রূপে অখিল জগতে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত॥ ৭ ॥

২৩পৃ, ৫পং। তমিমমহমজমিতি ভাগবত ১স্ক,৯অ, ৩১শ্লো। আদি, ২য়, ৮শ্লো

ভীষ্ম কহিলেন হে কৃষ্ণ, একই সূর্য্য যেরূপ প্রতি চক্ষুর বিষয়ীভূত ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ তোমার এক অংশরূপ পরমাত্মা প্রতি দেহীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া পৃথক্ তত্ত্ব রূপে অনুমিত হন। কিন্তু যখন তাহারা তোমার আত্মকল্পিত

হয় অর্থাৎ তোমার দাস রূপে আপনাদিগকে জানে তখন আর সে ভেদমোহ থাকে না। পরমাত্মাকে তোমার অংশ জানিয়া সেইরূপ বিগত 'ভেদমোহ হইয়া আমিও তোমার অজ স্বরূপের জ্ঞান লাভ করিলাম ॥ ৮ ॥

২৩পৃ, ৯পং। "[সেইত গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্য গোসাঞি।]"

এস্থলে সাক্ষাৎ শব্দ প্রয়োগ দ্বারা গ্রন্থকার সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং গোবিন্দ, অর্থাৎ গোবিন্দের প্রকাশ বা বিলাস নন।

২৪পৃ, ৩-৪পং। ["ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন করে অনুভব।]"

ভগবানের যে নিত্যবিগ্রহ তাহা জড়েন্দ্রিয় বা জ্ঞান চেষ্টার দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না। ভক্তিযোগে অর্থাৎ ভক্তি বৃত্তি দ্বারা ভক্তগণই কেবল তাহা দর্শন করিতে যোগ্য হন। উদাহরণ স্থল এই যে, সূর্য্য বিগ্রহ বিশিষ্ট বস্তু। সামান্য চর্ম্মচক্ষে বা আসুরিক চক্ষে সে বিগ্রহের দর্শন হয় না। দেবগণের দিব্য চক্ষু সূর্য্যের রশ্মিজাল ভেদ করতঃ তাহা দর্শন করে। যে মানবগণ জ্ঞানমার্গে ও যোগমার্গে তাঁহার অনুসন্ধান করেন তাঁহারা নিত্য বিগ্রহের রশ্মিজাল রূপ ব্রহ্ম এবং অংশরূপ পরমাত্মাকেই অনুসরণ করিতে পারেন। চিন্ময় নিত্যবিগ্রহ দেখিতে যোগ্য হন না।

২৪পৃ, ১৪পং। নারায়ণস্ত্বং নহিসর্ব্বদেহিনামিতি। আদি, ২য়, ৯শ্লো।

হে অধীশ, 'তুমি অখিললোকসাক্ষী। তুমি যখন দেহী মাত্রের আত্মা' অর্থাৎ অত্যন্ত প্রিয় বস্তু, তখন কি তুমি আমার জনক নারায়ণ নহ'? নর জাত জল শব্দে নার তাহাতে যাঁহার অয়ন তিনিই নারায়ণ। তিনি তোমার অঙ্গ অর্থাৎ অংশ। তোমার অংশরূপ কারণাব্ধিশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী ও গর্ভোদশায়ী

কেহই মায়ার অধীন নন। তাঁহারা মায়াধীশ, মায়াতীত-পরমসত্য।

২৫পৃ, ১৩।১৬পং। ["প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্ট্যে তুমি সর্ব্বাশ্রয়।"]

প্রাকৃত সৃষ্টি মায়া প্রকৃতির অন্তর্গত। "ভূমি রাপোনলো বায়ু খংমনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ংমে ভিন্না প্রকৃতি রষ্টধা। অপরেয়ং" ইতি এই গীতা বাক্যে মন বুদ্ধি অহঙ্কাররূপ লিঙ্গ জগৎ ভূম্যাদি পঞ্চমহাভূতরূপ সকলই মায়িক অথবা প্রাকৃত। শুদ্ধজীব ও চিজ্জগৎ অপ্রাকৃত। সেই প্রাকৃতাপ্রাকৃত জগৎ দ্বয়ে বদ্ধ ও শুদ্ধ উভয় প্রকার জীবের তুমি আত্মা, অতএব মৃৎ স্বরূপ ঘট সমূহের পৃথিবী যেমত কারণ ও আশ্রয়, তদ্রূপ জীবের তুমি একমাত্র নিদান অর্থাৎ কারণ এবং আশ্রয়।

২৬পৃ, ৩পং। পুরুষাদি অবতার, কারণাব্ধিশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী ও গর্ভোদকশায়ী এই তিন পুরুষাদি অবতার।

২৬পৃ, ১১।১২পং। [ইথেযত জীব তার ত্রিকালিক কর্ম্ম, তাহা দেখ সাক্ষী]

ইথে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড নিচয় এবং অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠাদি ধামে বদ্ধ ও শুদ্ধ জীবের ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান কালের সকল কর্ম্মের তুমি একসাক্ষী অর্থাৎ দ্রষ্টা।

২৬পৃ, ১৫।১৬পং ["নারের অয়ন যাতে কর দরশন· নারায়ণ।"]

যাতে অর্থাৎ যেহেতু জীবের দ্রষ্টা অতএব নারের অয়নরূপ নারায়ণ। ব্রহ্মা তিনটী যুক্তি দ্বারা কৃষ্ণকে মূল নারায়ণ স্থির করিতেছেন। ১ম, সর্ব্ব জীবের নিদান ও আশ্রয় প্রযুক্ত কৃষ্ণই মূল নারায়ণ। ২য়, সর্ব্ব জীবের ঈশ্বর কারণাব্ধিশায়ী পুরুষ, সমষ্টি জীবের অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদশায়ী পুরুষ। ব্যষ্টি জীবের অন্তর্য্যামী আত্মা ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ। এই তিন

পুরুষের ও তদবতারের দিগের মূল শক্তি দাতা রূপ নারের অয়ন হইয়া কৃষ্ণই মূল নারায়ণ। ৩য়, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বৈকুণ্ঠাদিতে বদ্ধ ও শুদ্ধ জীব সমূহের ত্রিকালিক কর্ম্ম সাক্ষীরূপ নারের অয়ন বলিয়া কৃষ্ণই মূল নারায়ণ।

২৬পৃ, ১৮পং। জীব হৃদি জলে, জীব হৃদি ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবের অন্তরে। জলে,—কারণাব্ধিতে।

২৭পৃ, ২পং। তাতে সব মায়ী,—মায়া দ্বারা সৃষ্টি করেন বলিয়া সেই তিন পুরুষ মায়ী অর্থাৎ মায়া সম্বন্ধে অধীশ্বর।

২৭পৃ, ৪পং। যে পুরুষ নামি,—যাঁহাদের নাম পুরুষ।

২৭পৃ, ৫।৬পং। হিরণ্যগর্ভ,—সমষ্টি জীব। তদন্তর্য্যামী গর্ভোদকশায়ী। ব্যষ্টি অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ জীবের অন্তর্য্যামী পুরুষ ক্ষীরোদকশায়ী। এই তিনপুরুষের অতীতপুরুষ তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের বিলাসমূর্ত্তি পরব্যোমনাথ নারায়ণ নিতান্ত মায়াগন্ধশূন্য।

২৭পৃ, ৯পং। বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণমিতি। আদি, ২য়, ১০শ্লো।

বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও কারণ এই সকল মায়া সম্বন্ধীয় উপাধি। উপাধি শূন্য তত্ত্বই তুরীয় (চতুর্থ)। ॥ ১০ ॥

২৭পৃ, ১১।১২পং। ["যদ্যপি তিনের মায়া…সবে মায়াপার।"]

হিরণ্যগর্ভাদি সমষ্টি ও ব্যষ্টি জীব মায়াবশ। উক্ত তিন পুরুষের মায়া লইয়া ব্যবহার থাকিলেও মায়া পার। তাহারা মায়াধীশ তত্ত্ব। মায়াতে ঈক্ষণ করেন, মায়া সংস্পর্শ করেন না।

২৭পৃ, ১৪পং। এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোপি ইতি। আদি, ২য়, ১১শ্লো।

প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার গুণের বশীভূত না হওয়াই ঈশ্বরের ঐশিতা। মায়া বদ্ধ জীবের বুদ্ধি যখন ঈশাশ্রয়া হয় তখন তাহা মায়া সন্নিকর্ষেও মায়া গুণে সংযুক্ত হয় না॥ ১১ ॥

২৮পৃ, ৩পং। ['সেই তিনের অংশী পরব্যোম নারায়ণ॥"]

অংশী, যাঁহার অংশ তিনি অংশী। পরব্যোম-নারায়ণ, পুরুষাবতারদিগের অংশী। তিনি তোমার বিলাসরূপ গৌণ প্রকাশ।

২৮প, ৮পং। পরিভাষা, সূত্র। সর্ব্বাত্রাধিকার, ভাগবতের সর্ব্বত্র এই লক্ষণ পাইবে।

২৮পৃ, ৯।১৪পং। [ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ..ভাগবত পদ্যদক্ষ॥]

বিহার,—প্রকাশরূপ বিহার। মূর্খগণ এরূপ অর্থ না বুঝিয়া অন্যান্য অর্থ করেন যথা অবতারী নারায়ণ, কৃষ্ণ অবতার। এই রূপ সিদ্ধান্ত সকল পূর্ব্বপক্ষরূপে দণ্ডায়মান হইলে ভাগবত পদ্য তাহাকে নির্জ্জিত করিতে বিশেষ দক্ষ হন।

২৮পৃ, ১৬পং। বদন্তি ইতি। আদি, ২য়, ১২শ্লো। অনুবাদ ১২৭১ পৃ দেখ।

২৯পৃ, ১পং। ["অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব বস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।"]

এই পদ্যে অদ্বয়জ্ঞান শব্দ কৃষ্ণ স্বরূপ স্থলীয় মূল তত্ত্ব বস্তু।

২৯পৃ, ৬পং। এতেচাংশকলা পুংসঃ ইতি। আদি, ২য়, ১৩শ্লো।

রাম-নৃসিংহাদি পুরুষাবতারের অংশ বা কলা। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ দৈত্যনিপীড়িতলোককে যুগেযুগে ইহারা রক্ষা করেন।

৩০পৃ, ৪পং। অনুবাদমনুক্ত্বাতু ন বিধেয়মিতি। আদি ২য়, ১৪ শ্লোক।

আলঙ্কারিক বিচারমতে অপরিজ্ঞাত বিষয়কে বিধেয় ও পরিজ্ঞাতবস্তুকে অনুবাদ বলে। এই বিপ্র পণ্ডিত, এই উক্তিতে এই ব্যক্তি বিপ্র ইহা সকলই জানেন, অতএব ইহা অনুবাদ। বিপ্র যে পণ্ডিত ইহা সকলে জানে না; অতএব তাহা বিধেয়। অনুবাদ না বলিয়া যিনি বিধেয় অগ্রে বলেন তাঁহার বাক্যের-আশ্রয়না থাকায় তাহার প্রতিষ্ঠা হয় না॥"১৪॥

৩০পৃ, ১৪।১৫ পং। ["তৈছে ইঁহো অবতার বস্তু অবিজ্ঞাত।"]

ইহা এই স্থলে। "তাঁহার অবতার সকল" পরিজ্ঞাত বিষয়। ঐ অবতার সকল যাঁহার অবতার সেই বস্তু এখন অবিজ্ঞাত।

৩১পৃ, ১-১৪ পং। ["এতে শব্দে অবতারের ···নাহি দোষ এই সব।"]

এতে চাংশকলাদিতে 'এতে শব্দে অবতারগণ তাহার অনুবাদ হইয়াছে। তাঁহারা যে পুরুষাবতারের অংশ তাহাই পূর্ব্ব অপরিজ্ঞাত বিধেয় সম্বাদ পরে বলা হইল। ঐ পদ্যে কৃষ্ণ অবতারের মধ্যে জানা গেল। কিন্তু কৃষ্ণের বিশেষ জ্ঞান অবিজ্ঞাত থাকায় বিধেয় সম্বাদ উপস্থিত হইল। এই জন্যই কৃষ্ণ শব্দ আগে অনুবাদ করিয়া, কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান ইহাই তাঁহার বিধেয়। কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান ইহাই এ স্থলের সাধ্য সম্বাদ অর্থাৎ বিচারদ্বারা ইহা সাধিত হইবে। সুতরাং 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং' এই কথায় কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ এই অর্থ বাধ্য হইল, অর্থাৎ এ অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থ হইতে পারে না। যদি নারায়ণ অংশী এবং কৃষ্ণ অংশ হইতেন, তাহা হইলে সূতবাক্য বিপরীত হইত। অর্থাৎ "স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ" এইরূপ বিপরীত হইত। কিন্তু আর্ষ অর্থাৎ ঋষিকৃত বিজ্ঞবাক্যে ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব এই চারিটী দোষ না থাকায় 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' লিখিয়াছেন। ভ্রম, মিথ্যাজ্ঞান। প্রমাদ, অনবধানতা। বিপ্রলিপ্সা, চিত্তের অন্যত্র বিক্ষেপ। করণাপাটব, ইন্দ্রিয়গণের অপটুতা।

৩১ পৃ, ১৬ পং। অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশদোষ 'অনুবাদ না বলিয়া বিধেয় অগ্রে বলিলে ঐ দোষ হয়। অবিমৃষ্ট, অবিচারিত।

৩২পৃ, ৩পং। অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানংপোষণমূতয়ঃ। আদি ২য়, ১১।১৬ শ্লোক।

এই ভাগবত শাস্ত্রে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, উতি, পোষণ, মন্বন্তর-

কথা, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি আশ্রয় এই দশটী বিষয় বিবৃত হইয়াছে। দশম তত্ত্ব যে আশ্রয়, তাহার বিশুদ্ধ আলোচনার জন্য পূর্ব্ব নয়টী লক্ষণ মহাত্মাগণ কোন স্থলে স্তুতি ও আখ্যান ছলে এবং কোন স্থলে সাক্ষাৎ বিচারদ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন॥

৩২পৃ, ১৩পং। দশমে দশমং লক্ষ্যমিতি। আদি, ২য়, ১৭ শ্লোক।

দশমস্কন্ধে আশ্রিতগণের আশ্রয় বিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ লক্ষিত হইয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণাখ্যপরমধাম ও জগদ্ধামকে আমি নমস্কার করি॥ ১৭॥ তাৎপর্য্য এই যে, জগতে দুইটী তত্ত্ব আছে অর্থাৎ আশ্রয় ও আশ্রিত। যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত আশ্রিত তত্ত্ব বর্ত্তমান, সেই মূলতত্ত্বই আশ্রয়। সেই তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া যে সকল তত্ত্ব আছেন, তাঁহারা সকলেই আশ্রিততত্ত্ব। সর্গ হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত আশ্রিত তত্ত্ব সুতরাং পুরুষাবতার ও তদনুগত সমস্ত অবতার, সমস্ত শক্তি তদনুগত জৈব ও জড় জগৎ সকলেই সেই কৃষ্ণরূপ আশ্রয়ের আশ্রিত। ভাগবতে স্তব ও আখ্যানচ্ছলে কিঞ্চিগৌণরূপে এবং সাক্ষাৎ উপদেশ স্থলে সাক্ষাৎ আশ্রয় তত্ত্বেরই বিচার করিয়াছেন। অতএব কৃষ্ণের স্বরূপ ও শক্তিত্রয় জ্ঞানের প্রয়োজনতা।

৩৩পৃ, ১পং। শক্তিত্রয়—চিচ্ছক্তি জীবশক্তি ও মায়াশক্তি।

৩৩পৃ ১-১০পং। কৃষ্ণের স্বরূপের হয় ষড়্‌বিধ বিলাস · নাহি কিছু ভেদ।

কৃষ্ণের স্বরূপের ছয়প্রকার বিলাস। প্রাভব ও বৈভবরূপে দুইপ্রকার প্রকাশ অংশ ও শক্ত্যাবেশরূপে দুইপ্রকার অবতার। বাল্য ও পৌগণ্ডরূপে দুইপ্রকার ধর্ম্ম। এই ছয়প্রকার। কিশোর স্বরূপ কৃষ্ণ এই ছয়প্রকার স্বরূপ বিলাসে বিশ্বভরিয়া লীলা করিয়াছেন। ইহাতে এই ছয় রূপের অনন্তবিভেদে অনন্ত হইয়াও কৃষ্ণ এক অখণ্ডতত্ত্ব।

৩৩পৃ, ৪পং। প্রাভব ও বৈভব। যাঁহাদের হরিতুল্য সচ্চিদানন্দময়মূর্ত্তি এবং যাঁহারা পরাবস্থ হইতে কিঞ্চিদূন। শক্তির তারতম্যে প্রভুতায় প্রাবল্যে প্রাভব ও বিভুতার প্রাবল্যে বৈভব সংজ্ঞা হয়। প্রাভব দুই প্রকার, এক প্রকার প্রাভব চিরকালস্থায়ী নয়। তাহার উদাহরণ, মোহিনী, হংস, শুক্ল প্রভৃতি অচিরস্থায়ী অবতার। ইহারা যুগানুগত। দ্বিতীয় প্রভাবের কীর্ত্তি অতিশয় বিস্তার হয় না,—তাহার উদাহরণ ধন্বন্তরী, ঋষভ, ব্যাস, দত্তাত্রেয়, কপিল ইত্যাদি। কূর্ম্ম, মৎস্য, নরনারায়ণ, বরাহ, হয়গ্রীব, প্রশ্নিগর্ভ, বলদেব, যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্ব্বভৌম, ঋষভ, বিষ্বক্‌সেন, ধর্ম্মসেতু, সুধামা, যোগেশ্বর, বৃহদ্ভানু, এই চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাদি বৈভবাবতার।

অংশাবেশ ও শক্ত্যাবেশ অবতার অন্যত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইঁহারাও প্রাভববৈভবের মধ্যে গণিত থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে গুণাবতারদিগেরও সেই অবস্থা।

৩৩পৃ, ৭পং। [কিশোর স্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী।]

নিত্যকিশোরস্বরূপ কৃষ্ণের বাল্য ও পৌগণ্ড বয়সে দ্বিবিধ লীলা। অতএব কিশোরস্বরূপ কৃষ্ণই স্বয়ং অবতারী।

৩৩পৃ, ১১-১৩পং। [চিচ্ছক্তি স্বরূপ শক্তি,…তটস্থাখ্যা নাহি যার অন্ত।]

চিচ্ছক্তি স্বরূপশক্তির নামান্তর অন্তরঙ্গা শক্তি হইতে বৈকুণ্ঠাদিধামে বৈভবানন্ত প্রকাশ। তটস্থাখ্য জীবশক্তি হইতে বদ্ধমুক্ত অনন্তজীব। বহিরঙ্গা মায়াশক্তি হইতে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডগণের অনন্ত বৈভব।

৩৭পৃ, ৩পং। [ঈশ্বর পরমঃ কৃষ্ণ ইতি। আদি, ২য়, ১৮ শ্লো।]

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি স্বয়ং অনাদি ও সকলের আদি এবং সর্ব্বকারণের কারণ ॥ ১৮ ॥

৩৪পৃ, ৫পং। চালাইতে, বৃথা উদ্বেগ দিবার জন্য।

৩৪পৃ, ১১-১৫ পং।[তারে ক্ষীরোদশায়ী কহি কি তাঁর মহিমা...যার মতি]

কোন কোন গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যকে ক্ষীরোদশায়ী বৈকুণ্ঠনাথ বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। তদ্দ্বারা তাঁহার মহিমা সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত হয় নাই। কিন্তু সেই সকল ভক্তের বাক্য মিথ্যা নয়। যেহেতু কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন কৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং অবতারী সুতরাং সকল অবতারই তাঁহাতে বর্ত্তমান।

৩৫পৃ, ৭-৮পং। [সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস · সুদৃঢ় মানস।]

কোন কোন ভক্তি পিপাসু ব্যক্তি এই সকল সিদ্ধান্তকে ভক্তির অঙ্গ না বলিয়া ইহাতে প্রবেশ হইতে আলস্য প্রকাশ করেন। কিন্তু তাহা মঙ্গলের বিষয় নয়। কেন না কৃষ্ণের সম্বন্ধ জ্ঞান জানিতে পারিলে, তাঁহার পাদপদ্মে চিত্ত দৃঢ়রূপে লগ্ন হয়। অতএব এরূপ সৎসিদ্ধান্ত শুদ্ধাভক্তির মূল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের কথাসার।

এই পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যাবতারের হেতু বিচারিত হইয়াছে। কৃষ্ণলীলার অন্তে সেই লীলায় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য শৃঙ্গাররূপ চারিরসের যে প্রাকট্য তাহা জগতে আস্বাদনের বিধি কিরূপে হয়, এই চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ঐ প্রেমভক্তি বিষয়ক রস সমূহের আস্বাদন প্রক্রিয়া জগতকে দেখাইবার জন্য স্বয়ং ভক্তরূপে অবতীর্ণ হন। নাম সংকীর্ত্তন কলিযুগের প্রধান ধর্ম্ম তাহা যুগাবতারই প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত চারিরসের প্রেম-

ভক্তি সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র ব্যতীত কোন অংশাদি অবতারের দান করিবার ক্ষমতা নাই। এই জন্য সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। সাক্ষাৎ কৃষ্ণ যে জন্মগ্রহণ করিবেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ ভাগবত বচনাদি উদ্ধার করিয়াছেন। মহাপুরুষের লক্ষণ দ্বারা চৈতন্যের সাক্ষাৎ ভগবত্তা স্থাপন করিয়াছেন। আরও দেখাইয়াছেন যে কৃষ্ণচৈতন্য অঙ্গোপাঙ্গ অর্থাৎ অদ্বৈতনিত্যানন্দ ও শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ সহিত অবতীর্ণ হইয়া জগতে হরিভক্তি প্রচার করিয়াছেন। চৈতন্যাবতার জগতে সর্ব্বাবতার অপেক্ষা উপাদেয়। অতএব গূঢ়। তিনি একমাত্র ভক্তিব্যঙ্গ অর্থাৎ ভক্ত তাহাকে ভক্তিদর্শনে দেখিবার যোগ্য হন। তাঁহার সেই উপাদেয় তত্ত্ব গোপনে রাখিবার জন্য তিনি অনেক যত্ন করেন। কিন্তু পরম ভক্তদিগের নিকট তিনি প্রকাশিত হইয়া পড়েন। বেদপুরাণাদি শাস্ত্রে তাঁহাকে গোপন রাখিবার জন্য কেবল ইঙ্গিত বাক্য দ্বারা তাঁহার ভাবী উদয়ের উল্লেখ আছে। তাহাতে তাহার ছন্নাবতারের গূঢ়তা ও বিশেষ উপাদেয়তাই স্পষ্ট হয়। অদ্বৈতাচার্য্য গুরুবর্গের সহিত প্রকট হইয়া দেখিলেন, যে জগত অতিশয় কৃষ্ণভক্তি হীন হইয়াছে। এ অবস্থায় কোন অংশাবতার অবতীর্ণ হইয়া জগন্মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন না। সাক্ষাৎ কৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইতে পারিলে জগতের কল্যাণ হইবে। এই বিচারে জল তুলসী কৃষ্ণ পাদপদ্মে দিয়া তিনি নিরুপাধি কৃষ্ণতত্ত্বকে অবতীর্ণ করাইবার জন্য হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ শুদ্ধ সরল ভক্তের প্রার্থনায় তাঁহার ধ্যেয় পরম স্বরূপ প্রকট করিয়া থাকেন, সুতরাং শুদ্ধভক্ত অদ্বৈত আচার্য্যের প্রেমহুঙ্কারে জগতকে প্রেমদান করিবার জন্য গৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

৩৬পৃঃ ২পং। শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে ইতি। আদি ৩য়, ১শ্লো।

যাঁহার পাদাশ্রয়-শক্তি-বলে অজ্ঞব্যক্তিও শাস্ত্ররূপ আকর সমূহ হইতে সিদ্ধান্তরূপ উৎকৃষ্ট মণিসংগ্রহ করিতে সক্ষম হন, সেই শ্রীচৈতন্য প্রভুকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

৩৬পৃ. ৯পং। অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণ ইতি। আদি, ৩য়, ২শ্লো।

সুবর্ণকান্তি সমূহ দ্বারা দীপ্তমান শচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করুন। তিনি যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বলরস জগৎকে দান করেন নাই সেই স্বভক্তি সম্পত্তি দান করিবার জন্য কলি-কালে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ২ ॥

৩৬পৃ, ১৪-১৬পং। [গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার…প্রকট বিহার।]

যে ব্রজেন্দ্রকুমার কৃষ্ণকে গত পরিচ্ছেদে পূর্ণ ভগবান বলিয়া স্থাপন করা হইয়াছে, তিনি গোকুলের বৈভবরূপ গোলকে ব্রজরসের সমস্ত উপকরণ সহ নিত্য বিহার করেন। ইহারই নাম অপ্রকট বিহার। জগতে অবতীর্ণ হইয়া প্রতিকল্পে অর্থাৎ ব্রহ্মার এক এক দিনে তিনি একবার প্রকট বিহার করেন।

৩৭পৃ, ৩-৬পং। [অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে ··কৃষ্ণ তার বশ ॥]

বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষভাগে কৃষ্ণ নিজের ব্রজতত্ত্বের সমস্ত উপকরণ লইয়া প্রকাশ হন।

রসই কৃষ্ণলীলার প্রকরণ। রস পঞ্চ প্রকার শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার। তন্মধ্যে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার এই চারি প্রকার রসের ভক্তগণের নিকট কৃষ্ণ একান্ত বশ।

৩৭পৃ, ১১-১৬পং। [চিরকাল নাহি করি প্রেম ভক্তি দান ··সার প্রীত ॥]

এযাবৎ আমি প্রেমভক্তি জগৎকে দান করি নাই। শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া, জগতে লোকে বিধি ভক্তিতে আমাকে ভজনা করে। কিন্তু আমার পরম ভাব যে ব্রজভাব তাহা বিধি ভক্তিতে পায় না। বিধিভক্তি ক্রমে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানই প্রবল। ঐশ্বর্য্যভাবে প্রেম

শিথিল হয়, অর্থাৎ প্রেমেতে গাঢ়তা থাকে না। সুতরাং ঐরূপ প্রেমে আমি প্রীত হই না।

৩৭পৃ, ১৭পং-৩৮পৃ, ৪পং। [ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে বিধি···শিখামু সবারে।]

ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে বিধিমার্গে যাঁহারা ভজন করেন তাঁহারা সাষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সালোক্যরূপ মুক্তি চতুষ্টয় লাভ করতঃ বৈকুণ্ঠে গমন করেন। ব্রহ্মের সহিত ঐক্যরূপ সাযুজ্যমুক্তি বিধিভক্তগণ ও প্রার্থনা করেন না। কিন্তু প্রেমভক্তি পাইলে উক্ত চারি প্রকার মুক্তিকেও পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তগণ আমার সেবাসুখ লইয়া থাকেন। সেই প্রকার বিধিভক্তির অতীত প্রেমভক্তি জগতে প্রচার করা আমার অভীষ্ট। আমি কলিযুগের ধর্ম্ম যে নামসঙ্কীর্ত্তন তাহা দাস্ত-সখ্য-বাৎসল্য-শৃঙ্গাররসের সহিত জগতকে দিয়া সর্ব্বলোককে নৃত্য করাইব। আপনিও ভক্তভাব অঙ্গীকার করতঃ স্বীয় আচার দ্বারা জগজ্জীবকে শিক্ষাপ্রদান করিব।

৩৭পৃ, ১৯পং। সাষ্টি, বিষ্ণুর সহিত সমান ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি। সারূপ্য, বিষ্ণুর ন্যায় চতুর্ভুজাদি অঙ্গবর্ণপ্রাপ্তি। সামীপ্য, বিষ্ণুর সমীপে অবস্থিতি। সালোক্য, বিষ্ণুলোকে বাস।

৩৮পৃ, ৮পং। পরিত্রাণায় সাধূনাং ইতি। আদি, ৩য়, ৩শ্লো।

সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য আমি প্রতিযুগে প্রকাশ হই ॥ ৩ ॥

৩৮পৃ, ১২পং। যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ইতি। আদি, ৩য়, ৪শ্লো।

হে অর্জ্জুন যখন যখন ধর্ম্মগ্লানি উপস্থিত হয়, এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় তখন তখন আমি আপনাকে প্রকট করি ॥ ৪ ॥

৩৮পৃ, ১৪পং। উৎসীদেয়ুরিমেলোকা ন কুর্য্যামিতি। আদি, ৩য়, ৫শ্লো।

যদি আমি কর্ম্মাচরণ দ্বারা কর্ম্ম ব্যবস্থা না রক্ষা করি তবে

এই লোক উৎসন্ন হয় এবং সাঙ্কর্য্যের কারণ হইয়া আমিই প্রজা বিনাশক হইয়া পড়ি ॥ ৫ ॥

৩৮পৃ, ১৭পং। যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠ ইতি। আদি, ৩য়, ৬শ্লো।

শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহা আচরণ করেন তাহাই অপর ব্যক্তি অনুকরণ করিয়া থাকেন। শ্রেষ্ঠ যাহাকে প্রমাণ বলেন, সকলেই তাহাতে অনুবর্ত্তমান হন ॥ ৬ ॥

৩৮পৃ, ১৯-২০পং। [যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হইতে· ব্রজ প্রেম দিতে

নাম সঙ্কীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্ম ও ব্রজপ্রেম এই দুইটী প্রচার করিবার জন্য আমি প্রকট হইতে ইচ্ছা করিতেছি। যদিও যুগধর্ম্ম প্রচার কার্য্য অংশাবতার দ্বারা হইতে পারে। তথাপি ব্রজপ্রেম প্রচার পূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমি ব্যতীত আর কেহই করিতে পারেন না।

৩৮পৃ, ২১পং। সন্ত্বতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য ইতি ॥ আদি, ৩য়, ৭শ্লো।

ভগবান পঙ্কজনাভের অনেক মঙ্গলময়অবতার হউন না কেন, কৃষ্ণব্যতীতলতা অর্থাৎ আশ্রিতজনেরপ্রেমদাতা আর কে আছেন।

৩৯ পৃ. ৮পং। কল্মষ, পাপ। দ্বিরদ, হস্তি।

৩৯পৃ, ১০পং। ভূতগ্রাম, জীবসমূহে।

৩৯পৃ, ১১-১২পং। [ডুভৃঞ্‌ ধাতুর অর্থ পোষণ ত্রিভুবন।]

বিশ্বম্ভর শব্দ ডুভৃঞ্‌ ধাতু হইতে সিদ্ধ হইয়াছে। সেই ধাতুর অর্থ পোষণ ও ধারণ। প্রেমদিয়া ত্রিভুবনকে পোষণ ও ধারণ করিবেন

৩৯পৃ, ১৫।১৬পং। গর্গমহাশয় কলিযুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে জানিয়া নিম্নলিখিতশ্লোকে তাঁহার বর্ণনিরূপণ করিয়াছেন

৩৯পৃ. ১৮পং। আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য ইতি। আদি, ৩য়, ৮শ্লো।

তোমার এই বালক শুক্ল রক্ত ও পীতবর্ণ অন্য তিনযুগে ধারণ করেন। অধুনা দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৮ ॥

৪০পৃ, ৪পং। দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ ইতি। আদি, ৩য়, ৯শ্লো।

দ্বাপরযুগে ভগবান শ্যামবর্ণ, পীতবাস, বংশী ইত্যাদি নিজায়ুধ-ধারী, শ্রীবৎসাদি অঙ্কযুক্ত এইরূপে উপলক্ষিত হন ॥ ৯ ॥

৪০পৃ, ১০-১২পং। [দৈর্ঘ্যবিস্তারে যেই···হয় তার নাম ॥]

যাঁহার নিজহস্তের দৈর্ঘ্য বিস্তারের পরিমাণে নিজে চারিহস্ত পরিমিত দীর্ঘ হন। তিনি মহাপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত ও তাঁহার নাম ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল।

৪১পৃ, ৬পং। সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গ ইতি। আদি, ৩য়, ১০শ্লো।

সুবর্ণবর্ণ, গলিত হেমবৎ অঙ্গ, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর গঠন, চন্দন মালা শোভিত; এই চারিটী গৃহস্থলীলায় লক্ষিত। সন্ন্যাসাশ্রম, হরি রহস্যালোচনরূপ শমগুণ বিশিষ্ট, হরি কীর্ত্তন রূপ মহাযজ্ঞে দৃঢ়তারূপ নিষ্ঠা। কেবলাদ্বৈতবাদী অভক্ত নিবৃত্তিকারিণী শান্তিলব্ধ মহাভাব পরায়ণ ॥ ১০ ॥

৪১পৃ, ১১পং। ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি ইতি। আদি ৩য়, ১১শ্লো।

হে মহারাজ, পূর্ব্বে যে সকল নানা তন্ত্র বিধান দ্বারা দ্বাপরে জগদীশ্বরকে স্তব করিয়া থাকেন, এখন কলিযুগের অর্চ্চন বিধান বলি শ্রবণ কর ॥ ১১ ॥

৪১পৃ, ১৩পং। কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং ইতি *। আদি, ৩য়, ১২ শ্লোক।

যাঁহার মুখে সর্ব্বদা কৃষ্ণবর্ণ, যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর

---

* ত্বিষা কান্ত্যা যোঽকৃষ্ণোগৌরস্তং সুমেধসো যজন্তি। গৌরত্বকাস্য আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ। শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গত ইত্যত্র পরিশেষ্যপ্রমাণলব্ধং। ইদানীমেতদবতারাস্পদত্বেনাভি-[illegible]াতে দ্বাপরে কৃষ্ণতাংগতঃ ইত্যুক্তেঃ শুক্লরক্তয়োঃ সত্যত্রেতা গতত্বেন [illegible]র্ণিতত্বাচ্চ। পীতস্যাতীতত্বং প্রাচীনাবতারাপেক্ষয়া অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য পরিপূর্ণ-রূপত্বেন বক্ষ্যমাণত্বাদযুগাবতারত্বং তস্মিন্ সর্ব্বেঽপ্যবতারা অন্তর্ভূতা ইতি

সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়যজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়া থাকেন ॥১২॥

তত্তৎপ্রয়োজনং তস্মিন্নেকস্মিন্নেব সিদ্ধ্যতীত্যপেক্ষয়া। তদেবং যদ্দ্বাপরে কৃষ্ণোঽবতরতি তদেব কলৌ শ্রীগৌরোঽপ্যবতরতীতি স্বারস্যলব্ধেঃ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ এবায়ং গৌরইত্যায়াতি। তদব্যভিচারাৎ। তদেতদাবির্ভাবত্বং তস্য স্বয়মেব বিশেষণদ্বারাব্যনক্তি। কৃষ্ণবর্ণং কৃষ্ণেত্যেতৌ বর্ণৌ চ যত্র। যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবনাম্নি কৃষ্ণত্বাভিব্যঞ্জকং কৃষ্ণেতিবর্ণযুগলং প্রযুক্তমস্তীত্যর্থঃ। তৃতীয়ে শ্রীমদুদ্ধববাক্যে সমাহূতা ইত্যাদি পদ্যেশ্রিয়ঃ সবর্ণেমেত্যত্র টীকায়াং শ্রিয়ো রুক্মিণ্যাঃ সমানবর্ণদ্বয়ং বাচকং যস্য সঃ। শ্রিয়ঃ সবর্ণো রুক্মীত্যপি দৃশ্যতে। যদ্বা কৃষ্ণং বর্ণয়তি তাদৃশ স্বপরমানন্দবিলাস স্মরণোল্লাস বশতয়া স্বয়ং গায়তি, পরম কারুণিকতয়া চ সর্ব্বেভ্যোঽপি লোকেভ্যস্তমেবোপদিশতি যস্তং। অথবা স্বয়মকৃষ্ণং গৌরং ত্বিষা স্বশোভা বিশেষেণৈব কৃষ্ণোপদেষ্টারঞ্চ। যদ্দর্শনেনৈব সর্ব্বেষাং কৃষ্ণঃ স্ফুরতীত্যর্থঃ কিম্বা সর্ব্বলোকদ্রষ্টারং কৃষ্ণং গৌরমপি ভক্তবিশেষ দৃষ্টৌ ত্বিষা প্রকাশবিশেষেণ কৃষ্ণবর্ণং। তাদৃশ শ্যামসুন্দর মেব সন্তমিত্যর্থঃ। তস্মাত্তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণরূপস্যৈব প্রকাশাৎ তস্যৈবাবির্ভাববিশেষঃ স ইতি ভাবঃ। তস্য ভগবত্বমেব স্পষ্টয়তি সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং। অঙ্গান্যেব পরমমনোহরত্বাদুপাঙ্গানি ভূষণাদীনি মহাপ্রভাবত্বাত্তান্যেবাস্ত্রাণি। সর্ব্বদৈবৈকান্তবাসিত্বাত্তান্যেব পার্ষদাঃ। বহুভির্মহানুভাবৈ রসকৃদেব তথা দৃষ্টোঽসাবিতি গৌড়বরেন্দ্রবঙ্গোৎকলাদিদেশীয়ানাং মহাপ্রসিদ্ধেঃ। যদ্বা অত্যন্ত প্রেমাস্পদত্বাত্তত্তুল্যা এব পার্ষদাঃ। শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমহানুভাবচরণপ্রভৃতয়স্তৈঃ সহ বর্ত্তমানমিতি চার্থান্তরেণ ব্যক্তং। তমেবম্ভূতং কৈর্যজন্তি। যজ্ঞৈঃ পূজাসম্ভারৈঃ ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবা ইত্যুক্তেঃ। তত্র বিশেষেণ তমেবাভিধেয়ং ব্যনক্তি। সঙ্কীর্ত্তনং বহুভির্মিলিত্বা তদ্গানসুখং শ্রীকৃষ্ণগানং তৎপ্রধানৈঃ। তথা সঙ্কীর্ত্তনপ্রাধান্যস্য তদাশ্রিতেষ্বেব দর্শনাৎ স এবাত্রাভিধেয় ইতি স্পষ্টং। অতএব সহস্রনাম্নি তদবতারসূচকানি নামানি কথিতানি। সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্ত ইত্যেতানি। দর্শিতকৈতৎ-পরমবিদ্বচ্ছিরো-

৪২পৃ, ১২পং। [কেহ তাঁরে বলে যদি কৃষ্ণবরণ;···নিবারণ।]

মূল শ্লোকে কেহ যদি কৃষ্ণবর্ণ এই শব্দ হইতে কলির উপাস্য পুরুষকে কৃষ্ণ বলিয়া বলেন, "ত্বিষাঽকৃষ্ণং" এই অপর বিশেষণ দ্বারা সে অর্থ হইতে পারে না।

৪২পৃ, ৬পং। কলৌযং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমিতি। আদি, ৩য়, ১৩ শ্লোক।

শ্রীরাধিকার ভাবরূপ দ্যুতির আতিশয্য ক্রমে অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌররূপ প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকে কীর্ত্তন ময় যজ্ঞ দ্বারা পতিত সকল কলিকালে স্পষ্ট রূপে অভিযজন করেন। তিনি সন্ন্যাসান্তর্গত পারমহংস্যরূপ চতুর্থাশ্রম সেবীগণের একমাত্র উপাস্যতত্ত্ব। চৈতন্যাকৃতি পরমপুরুষ শীঘ্র আমাদের প্রতি কৃপা করুন্ ॥ ১৩ ॥

৪২পৃ, ১১পং। তমস্ততি, অজ্ঞান রূপ অন্ধকারে বিস্তৃতি।

৪২পৃ, ১৪-১৫ পং [ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম ··মহাতমঃ।]

ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক যে স্থলে কোন কর্ম্ম ভক্তির বিরোধী হয় সেস্থলে তাহার নাম কল্মষ। তাহাই মহান্ধকার।

৪২পৃ, ১৭পং। স্মিতালোকঃ শোকং হরতি ইতি। আদি, ৩য়, ১৪ শ্লোক।

যাঁহার হাঁসি মাথা দৃষ্টি জগতের শোক সম্পূর্ণরূপে দূর করে, যাঁহার বাক্যারম্ভ কুশল সমূহের বল্লীরূপ ভক্তিলতাকে পল্লবিত করে ও যাঁহার চরণাশ্রয় সমস্ত প্রেম রহস্য প্রণয়ন করে সেই চৈতন্যাকৃতি আমাদের প্রতি কৃপা করুন ॥ ১৪ ॥

৪৩পৃ, ৬পং। সর্বোপাস্যঃ শ্রীমানদ্ভুতমনুজকায়ঃ ইতি। আদি, ৩য়, ১৫শ্লো।

মানব শরীর ধারী শিব ব্রহ্মাদি দেবতাগণের প্রণয় গৃহীতা শ্রীচৈতন্যদেব সকল জীবের সর্ব্বদা উপাস্য। স্বীয় ভক্তদিগকে

---

*রচিনা শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যেণ। কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভূতস্তস্য পদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥

বিশুদ্ধ স্বভজন মুদ্রা উপদেশ করিতে করিতে সেই চৈতন্যদেব কি আমার নয়ন গোচর পুনরায় হইবেন ॥ ১৫ ॥

৪৩পৃ, ১০-১৩পং। [অঙ্গ শব্দের অর্থ আরও···উপাঙ্গ ব্যাখ্যান ॥] ০

অঙ্গশব্দের পূর্ব্বকৃতঅর্থ ব্যতীত আর একটী অর্থ আছে, যথা অঙ্গশব্দে অংশ। পরমাণ, প্রমাণ। অঙ্গের অবয়ব উপাঙ্গ ॥

৪৩পৃ, ১৫পং। নারায়ণ ইতি। আদি,৩য়,১৬শ্লো। অনুবাদ ১২৭২ পৃষ্ঠায় ॥

৪৩পৃ, ২১পং ৪৪পৃ, ১পং, [অঙ্গ শব্দে অংশ ··দুই অঙ্গ ॥]

অঙ্গ শব্দে অংশরূপ কারণাব্ধিশায়ী প্রভৃতি পুরুষত্রয় তাঁহারা চিদানন্দময় সত্য ঈশ্বর। মায়া নির্ম্মিত তত্ত্ব নন। অতএব অদ্বৈত নিত্যানন্দ ইহাঁরা প্রভুর দুই অঙ্গ।

৪৪পৃ, ৩পং। ["অদ্বৈত আচার্য্য গোসাই সাক্ষাৎ ঈশ্বর।"]

অর্থাৎ তিনি সাক্ষাৎ কারণাব্ধিশায়ী পুরুষাবতার।

৪৪পৃ, ৯পং। বানা, চিহ্ন। তুরীভেরীর ন্যায় এক প্রকার যন্ত্র, যদ্দ্বারা পাষণ্ডদলন চিহ্ন প্রকাশ পায়।

৪৪পৃ, ১১ ১৬পং। [সেইত সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার···তারে যম ॥]

যিনি সংকীর্ত্তন যজ্ঞে কৃষ্ণচৈতন্যকে ভজনা করেন তিনিই সুমেধা অর্থাৎ সুবুদ্ধিমান আর এই সংসারে যাঁহারা তাহাকে সেইরূপ ভজন করেন না, তাহারা নিতান্ত মন্দ বুদ্ধি। কৃষ্ণনাম যজ্ঞ সর্ব্ব যজ্ঞের সার। কোটী অশ্বমেধ যজ্ঞের সহিত এক কৃষ্ণ-নামের তুলনা হইতে পারে না। যিনি সমান মনে করেন তিনি পাষণ্ডী এবং যম তাহাকে দণ্ড দেন।

৪৪পৃ, ২০পং। অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং মিতি। আদি, ৩য়, ১৭শ্লো।

• অঙ্গ উপাঙ্গাদি-বৈভব-লক্ষিত ভিতরে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বাহে গৌরস্বরূপ কৃষ্ণ চৈতন্যকে কলিকালে সংকীর্ত্তনাদি অঙ্গের দ্বারা আশ্রয় করিতেছি ॥ ১৭ ॥

৪৫পৃ, ৩পং। অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ ইতি ॥ আদি, ৩য়, ১৮শ্লো।

হে ব্রহ্মন কোন বিশেষ কলিযুগে আমি সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয় পূর্ব্বক, পাপহত মানবসকলকে হরিভক্তি প্রদান করিব।

৪৫পৃ, ৬।৭পং। [ভাগবত ভারত শাস্ত্র আগম পুরাণ ..প্রমাণ ॥]

ভাগবতে "কৃষ্ণবর্ণত্বিষাকৃষ্ণং", "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়" "চ্ছন্নকলৌ" ইত্যাদি বাক্যে, ভারতে "সম্ভবামি যুগে যুগে" "সন্ন্যাসকৃৎ সম শান্তঃ" ইত্যাদি বচনে, "মহান্ প্রভুর্বৈপুরুষঃ" "যদাপশ্য পশ্যতি-রুক্মবর্ণং" ইত্যাদি বেদ বাক্যে "মায়াপুরে ভবিষ্যামি শচীসুত" ইত্যাদি আগমানুগত বহুতর তন্ত্রবাক্যে এবং অহমেব ইত্যাদি উপ-পুরাণবাক্যে চৈতন্যকৃষ্ণের সাক্ষাৎঅবতারত্ব প্রমাণিত হইয়াছে।

৪৫পৃ; ১১পং। উলূক—দিবান্ধপেঁচকবিশেষ। সূর্য্যের কিরণ দেখিতে না পাইয়া সূর্য্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারে না।

৪৫পৃ, ১৩পং। ত্বাং শীল রূপ চরিতৈঃ পরম ইতি। আদি, ৩য়, ১৯ শ্লো।

হে ভগবন্, তোমার অবতার তত্ত্বজ্ঞ পরমার্থবিৎ ব্যাসাদি ভক্তগণ প্রবল সাত্ত্বিক শাস্ত্র দ্বারা তোমাকে তোমার শীল, রূপ, চরিত্র ও পরম সাত্ত্বিকভাব লক্ষ্য করিয়া তোমাকে জানিতে পারে কিন্তু রাজস ও তামস গুণ বিশিষ্ট অসুর প্রকৃতি জীবগণ তোমাকে জানিতে সমর্থ হয় না ॥ ১৯ ॥

৪৫পৃ, ২০পং। উল্লংঘিত ত্রিবিধ সীম ইতি। আদি, ৩য়, ২০ শ্লো।

হে ভগবন্ দেশ-কাল-চিন্তা এই তিনটী সীমা দ্বারা সমস্ত বস্তুই আবদ্ধ। কিন্তু তোমার গূঢ় স্বভাব, সম ও অতিশয় শূন্য হওয়ায় উক্ত ত্রিবিধসীমাকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে। মায়াবলদ্বারা তুমি ঐ স্বভাবকে আচ্ছাদন কর। কিন্তু তোমার অনন্যভক্তগণ সর্ব্বদা তোমাকে দর্শন করিতে যোগ্য হন।

৪৬পৃ, ৬পং। দ্বৌভূত স্বর্গৌ লোকেঽস্মিন্ ইতি। আদি, ৩য়, ২১শ্লো।

এই লোকে দৈব ও আসুর ভেদে দুইপ্রকার ভূতসৃষ্টি। বিষ্ণুভক্তগণ দৈব এবং যাহারা বিষ্ণুভক্ত নয় তাঁহারা তদ্বিপরীত অর্থাৎ আসুর স্বভাব ॥ ২১ ॥

৪৬পৃ, ১৪-১৯পং। [মাধব ঈশ্বরপুরী শচী জগন্নাথ···ভবরোগ ॥]

সাক্ষাৎ ভগবান অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই গুরুবর্গের সঞ্চার অর্থাৎ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করান। অন্যান্য গুরুবর্গের সঙ্গে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী, শ্রীঈশ্বর পুরী, শ্রীশচী, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য প্রকট হইয়াছিলেন। আচার্য্য প্রকট হইয়া দেখিলেন সকল সংসারই পাপপুণ্যে জড়িত কৃষ্ণভক্তিহীন। জীব সকল বিষয় ভোগ করিতেছে, কিন্তু যাহাতে ভবরোগ দূর হয় এমত কৃষ্ণ ভক্তিকে তাহাতে মিশ্রিত করে না।

৪৮পৃ, ১২পং। তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য ইতি। আদি, ৩য়, ২২শ্লো।

তুলসীদল ও গণ্ডূষমাত্রজল তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্পণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাৎসল্যবশত ভক্তের নিকট বিক্রীত হন।

৪৮পৃ, ১-৪পং। [তাতে আত্মাবেচি করে ঋণের শোধন ··সমর্পণ।

কৃষ্ণকে যিনি জল তুলসী দেন তাঁহার ঋণ শোধন করিতে না পারিয়া আপনার স্বরূপকে তদ্বিনিময়ে দিয়া ঋণ শোধন করেন। অতএব অদ্বৈত আচার্য্য কৃষ্ণের সাক্ষাৎ স্বরূপকে অবতীর্ণ করাইবার জন্য গঙ্গা জল তুলসী মঞ্জরীর সহিত কৃষ্ণ পাদপদ্মে অর্পণ করিতে থাকিলেন ॥

৪৮পৃ, ৭।৮পং। [চৈতন্যের অবতার এই মুখ্য হেতু···ধর্ম্ম সেতু ॥]

ধর্ম্মের সেতু স্বরূপকৃষ্ণ ভক্তেরইচ্ছায় অবতীর্ণ হন। পরম ভক্ত অদ্বৈতাচার্য্যের প্রার্থনায় চৈতন্যের অবতার ॥

৪৮পৃ, ১০পং। ত্বং ভক্তিযোগ পরিভাষিত ইতি॥ আদি, ৩য়, ২৭শ্লো।

ব্রহ্মা কহিলেন হে নাথ, তুমি ভক্তদিগের শ্রবণ ও নয়ন পথে সর্ব্বদা বিহার কর। ভক্তি যোগ পূত তাঁহাদের হৃৎ পদ্মে তুমি সর্ব্বদা অবস্থান কর। হে উরুগায়, ভক্তবৃন্দ হৃদয়ে তোমার যে নিত্য স্বরূপ বিভাব না করেন, তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তুমি সেই সেই স্বরূপ প্রকট করিয়া থাক॥ ২৩॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদের কথাসার।

এই চতুর্থ পরিচ্ছেদে ইহাই দৃঢ় করিয়া বলিতেছেন যে তিনটী গূঢ় প্রয়োজন সাধনের জন্য শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রথম তাৎপর্য্য এই, রাধিকার প্রেমের আশ্রয়ই রাধিকা। আমি সেই প্রেমের বিষয় হইয়া আশ্রয়জাতীয় সুখকে অনুভব করিতে পারি না। সুতরাং আশ্রয়স্বরূপ রাধিকার ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক তাহা আস্বাদন করিব। দ্বিতীয় প্রয়োজন এই, আমার নিজ-মাধুরী শ্রীমতীরাধিকা আস্বাদন করেন। তাহা জগদাকর্ষক হইলেও আমি তাহা আস্বাদন করিতে পারি না। সুতরাং রাধিকার ভাবকান্তি স্বীকার না করিলে আমার সে প্রয়োজন সিদ্ধি হয় না। তৃতীয় প্রয়োজন এই, শ্রীরাধিকার সঙ্গসুখ আমি যাহা লাভ করি, তদপেক্ষা রাধিকা আমার সঙ্গে অধিক সুখলাভ করেন। তবেই আমাতে এমন এক অপূর্ব্ব রস আছে যাহা ভোগ করিয়া রাধিকার সুখ অধিক হইয়াছে। সে সুখ অনুভব করা আমার পক্ষে বিজাতীয়ভাবে তাহা সম্ভব হয় না। রাধিকার ভাবকান্তি

অঙ্গীকার করিয়া রাধিকার স্বজাতীয়ভাবে আস্বাদন করিতে পারিব। এই তিনটী গূঢ় বাঞ্ছা পূরণ করিবার ইচ্ছায় চৈতন্যের অবতার। যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তনাদি এবং অদ্বৈতাদিভক্তদিগের আরাধন অবতারের বাহ্যকারণমাত্র। শ্রীস্বরূপগোস্বামী মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের মধ্যে প্রধান; তাঁহার কড়চা শ্লোকেই এই গূঢ়তত্ত্ব পাওয়া যায়। শ্রীরূপগোস্বামীকৃত শ্লোকদ্বারা সেই সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদে কাম ও প্রেমের তাত্ত্বিকভেদ প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি-কামনাকে কামতত্ত্ব হইতে পৃথক্ করিয়াছেন।

৪৯পৃ, ২পং। শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন তদ্রূপস্য ইতি। আদি, ৪র্থ, ১শ্লো।

অজ্ঞব্যক্তিও শ্রীচৈতন্যপ্রসাদে শাস্ত্রদর্শনপূর্ব্বক ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বস্বরূপ নির্ণয় করিতে সক্ষম হন ॥ ১ ॥

৪৯পৃ, ১০-১৩পং [চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই কৈলসার···আছে অন্তরঙ্গ ॥]

তৃতীয় পরিচ্ছেদে ৪র্থশ্লোকের সারার্থ এইরূপ নিরূপিত করা হইয়াছে, যে প্রেম অর্থাৎ প্রেমভক্তি ও কৃষ্ণনাম প্রচার করিবার জন্য গৌরাঙ্গের অবতার। সেই সিদ্ধান্তে যে হেতু উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা সত্য বটে, কিন্তু তাহাও বহিরঙ্গ অর্থাৎ বাহ্য, গূঢ় নয়। একটী অন্তরঙ্গ অর্থাৎ গূঢ় হেতু আছে তাহা বলিতেছি।

৪৯পৃ, ১৪পং—৫১পৃ, ২পং। [পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ··এমোর স্বভাবে ॥]

যে সময় স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন জগতের ভারহরণের কালও উপস্থিত হইয়াছিল। স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু জগতের ভারহরণের ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তা; ভারহরণ স্বয়ং ভগবানের কার্য্য নয়। কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবার সময় ভার হরণের কাল উপস্থিত হইলে পূর্ণ ভগবান কৃষ্ণে সুতরাং নারায়ণ চতুর্ব্যূহ অর্থাৎ বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ, মৎস্যাদি অংশ, অবতার

সকল, যুগাবতার ও মন্বন্তরাবতার সকলই কৃষ্ণ অঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পূর্ণ ভগবানে তাঁহার অঙ্গ ও অংশাদি খণ্ডরূপ ভগবদবতার সকল অবশ্যই আশ্রয় করিয়া থাকেন, তন্নিবন্ধন পালনকর্ত্তা বিষ্ণু কৃষ্ণের স্বরূপে ছিলেন। বিষ্ণুদ্বারাই কৃষ্ণ অসুর সকল সংহার করেন। অসুর-মারণ কেবল কৃষ্ণাবতারের আনু-সঙ্গ কর্ম্মমাত্র। কিন্তু কৃষ্ণাবতারের মূল কারণ এই, যে, প্রেমরসের নির্য্যাস আস্বাদন করার জন্য, রাগ এবং ভক্তিকে জগতে প্রচার করিবার জন্য পরমরসিক ও পরম কারুণিক কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের মনের ভাব এই যে, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে জগৎ পরিপূরিত। সেই ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে যে, শিথিল প্রেম উদয় হয়, তাহাতে আমার প্রীতি নাই। যে ভক্ত আপনাকে হীন জানিয়া আমাকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করে তাহার প্রেম ঐশ্বর্য্যগত, আমি কখনই সে প্রেমের অধীন হই না। আমাকে যে ভক্ত যে ভাবে ভজন করে আমিও তাহাকে সেই ভাবে ভজন করি, ইহাই আমার স্বভাব।

৫১পৃ, ৪পং। যে যথামাং প্রপদ্যন্তে ইতি। আদি, ৪র্থ, ২ শ্লো।

হে পার্থ, যিনি আমাকে যে ভাবে উপাসনা করেন, আমি তাহাকে সেইভাবে প্রাপ্য হই। সকল মানবই আমারি বর্ত্ম অর্থাৎ পথের অনুগামী। ২ ॥

৫১পৃ, ৬-৯পং [মোর পুত্র মোর সখা, মোর প্রাণপতি অধীন।]

কৃষ্ণ আমার পুত্র এইরূপ বাৎসল্য, কৃষ্ণ আমার সখা এইরূপ সখ্য, কৃষ্ণ আমার প্রাণপতি এইরূপ মধুরভাবে শুদ্ধ ভক্তি করে। রসভেদে আমাকে হীন জানিয়া আপনাকে বড় মনে করে, সেই ভাবে আমি তাঁর অধীন হই। শুদ্ধভক্তি জ্ঞানকর্ম্ম-আবরণ হীন, অন্যাভিলাষিতাশূন্য, আনুকূল্যসঙ্কল্পযুক্ত কৃষ্ণানুশীলনরূপ ভক্তি ॥

৫১পৃ, ১১পং। ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় ইতি। আদি, ৪র্থ, ৩শ্লো।

আমার প্রতি ভক্তিই জীবের পক্ষে অমৃত। হে গোপীগণ, আমার প্রতি তোমাদের যে স্নেহ, তাহাই একমাত্র তোমাদের পক্ষে মৎপ্রাপ্তির হেতু ॥ ৩ ॥

৫২পৃ, ১-১২পং। [বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলা···ধর্ম্ম কর্ম্ম ॥]

বৈকুণ্ঠাদ্যে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠগোলোকাদিতে যে যে লীলার প্রচার নাই, সেই সেই লীলা এই কৃষ্ণাবতারে আমি প্রচার করিব। সেই লীলাতে আমিও স্বয়ং চমৎকৃত হইব। আমার যোগমায়া স্বরূপ শক্তি অবিচিন্ত্য প্রভাবক্রমে আমার ইচ্ছায় আমার নিত্য-প্রিয়া গোপীদিগের হৃদয়ে উপপতি-ভাব সঞ্চার করিবেন। আমিও তখন রসপুষ্টির জন্য তাহা জানিতে পারিব না, অর্থাৎ আমার অবিচিন্ত্যশক্তি আমার সর্ব্বজ্ঞতাকে গোপন করিয়া তাহাতে একপ্রকার অদ্ভুত রস উৎপন্ন করিবে এবং সেই স্বরূপ শক্তিস্বরূপ হইয়াও গোপীগণও তাহা জানিতে পারিবেন না। আমার ও আমার গোপীগণের অদ্ভুতরূপগুণে পরস্পরের মনহরণ করিলে সামান্য ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধরাগমার্গে পরস্পরের মিলন সুখ উদয় হইবে। কখন মিলন, কখন বিচ্ছেদ দৈব ঘটনার ন্যায় উদয় হইবে। এই সমস্ত রসের নির্য্যাস আমি আস্বাদন করিব এবং ভক্তদিগকে প্রসন্ন হইয়া দান করিব। সর্ব্বভক্তকে সেই রস দান করিবার প্রক্রিয়া এই যে, আমি ব্রজে যে নির্ম্মল রাগ প্রকট করিব তাহা শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ ধর্ম্মকর্ম্ম ত্যাগ করতঃ আমাকে রাগমার্গে ভজন করিবে।

৫২পৃ, ১৩পং। অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষমিতি। আদি ৪র্থ, ৪শ্লো।

ভক্তদিগের অনুগ্রহের জন্য নরদেহ প্রকটপূর্ব্বক যে রাসলীলা

প্রকাশ হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করতঃ তদধিকারী ভক্তজন, সেই লীলাপর হইয়া সেই ক্রীড়া ভজন করিবেন ॥ ৪ ॥

৫২পৃ, ১৬,১৭পং [ভবেৎক্রিয়া বিধিলিঙ…অন্যথা প্রত্যবায় ॥]

উক্ত শ্লোকে "ভবেৎ" শব্দরূপ ক্রিয়াবিধিলিঙ্ ব্যবহার করা হইয়াছে। অতএব ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নিশ্চিত। অন্যথা অর্থাৎ না করিলে প্রত্যবায় অর্থাৎ দোষ আছে।

৫২পৃ, ১৮পং—৫৩পৃ, ৪পং। [এই বাঞ্ছা যৈছে কৃষ্ণের·· নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥]

কৃষ্ণাবতারে যেরূপ উক্ত বাঞ্ছাক্রমে কৃষ্ণ প্রকট হইয়াছিলেন, অসুর সংহার মূল প্রয়োজন ছিল না, কেবল আনুসঙ্গিক প্রয়োজন ছিল, সেইরূপ গৌরাবতারে কৃষ্ণচৈতন্য পূর্ণভগবান। নাম-কীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন তাহার নিজ কার্য্য ছিলনা, পরন্তু কোন গূঢ় কারণের জন্য যখন পূর্ণ ভগবান অবতীর্ণ হইতে মন করিলেন, ঘটনাক্রমে সেই সময় যুগধর্ম্মকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। সুতরাং গৌরাঙ্গের গূঢ় অন্তরঙ্গ প্রয়োজন এবং যুগধর্ম্ম প্রচার রূপ যুগধর্ম্ম প্রয়োজন এই দুই হেতুক্রমে অবতীর্ণ হইয়া, তিনি প্রেম ও নাম সঙ্কীর্ত্তন ভক্তগণের সহিত আস্বাদন করিয়াছেন।

৫৩পৃ, ৯-১৫পং। [দাস্য সখ্য বাৎসল্য· অধিক মাধুরী ॥]

দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর এই চারিপ্রকার রস প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভক্তদিগের নিকট কৃষ্ণসুখআস্বাদনে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তটস্থ হইয়া অর্থাৎ নিরপেক্ষভাবে দেখিলে মধুর অর্থাৎ শৃঙ্গাররসের মাধুরী আর তিনরস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থির হইবে।

৫৩পৃ, ১৬পং। যথোত্তরমসৌস্বাদুইতি। আদি, ৪র্থ, ৫শ্লো।

উল্লাসময়ী রতি উত্তরোত্তর আস্বাদন বিশেষে প্রতীত হয়। সেই রতি স্থলবিশেষে বাসনাক্রমে পরমাস্বাদন বিশেষ হইয়া মধুর রসরূপে প্রকাশ পায় ॥ ৫ ॥

৫৩পৃ, ১৮পং—৫৪পৃ, ৮পং। [অতএব মধুররস···গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥]

আর তিন রস অপেক্ষা শৃঙ্গাররসের মাধুরী অধিক হওয়ায় তাহাকে মধুর রস কহা যায়। সেই মধুর রসের দ্বিবিধ স্থিতি, স্বকীয় ও পারকীয়। কৃষ্ণকে বিবাহিত পতিজ্ঞানে মধুররস উদয় হইলে তাহাকে স্বকীয়-মধুররস বলি। কৃষ্ণকে উপপতি-জ্ঞানে মধুররস উপস্থিত হইলে তাহাকে পারকীয় মধুররস বলি। মধুররস বিচারকেরা ইহা এক বাক্যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পারকীয় ভাবে মধুররসের উল্লাস অধিক। ব্রজবিনা এই রসের অন্যত্র স্থিতি নাই। অনেকে মনে করেন যে শ্রীকৃষ্ণ নিত্যগোলোক-বিহারী স্বল্পকালের জন্য ব্রজে উদয় হইয়া এই পারকীয় ভাবে লীলা করিয়াছিলেন। ইহা গোস্বামীপাদদিগের মত নয়। শ্রীগোস্বামীপাদদিগের মতে ব্রজবিহারও নিত্য। নিত্য চিন্ময়ধাম গোলকের নিতান্ত অন্তরঙ্গ প্রকোষ্ঠের নামই ব্রজ। যেরূপ প্রপঞ্চাবতারে শ্রীকৃষ্ণেব লীলা হইয়াছে। নিত্যধাম ব্রজে সেই-রূপ লীলা নিত্য বিরাজমান। ব্রজে পারকীয় রসের নিত্যাবস্থান। কবিরাজ গোস্বামী তৃতীয় পরিচ্ছেদে কহিয়াছেন "অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে। ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে।" ব্রজের সহিতে এই শব্দে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ব্রজ বলিয়া একটী চিন্ময়-ধামে অচিন্ত্য পীঠ আছে। সেই পীঠের সহিত কৃষ্ণ নিজ চিচ্ছক্তি বলে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গোলোকান্তঃপুর সেই নিত্য ব্রজ ব্যতীত পারকীয় রসের অন্যত্র স্থিতি নাই। কেন না তথায় গোলোকাপেক্ষা অনন্তগুণে উৎকৃষ্ট রসের অবস্থান। প্রকটব্রজে অপ্রকটব্রজের বিচিত্রতা জীবের চক্ষে লক্ষিত হইয়াছে এই মাত্র। এই ব্রজবধূর ভাবের অবধি অর্থাৎ অত্যন্ত সীমা, শ্রীরাধার

আছে। পরিপক্ক বিমলভাবরূপ শ্রীরাধার ব্রজগত প্রেমই সর্ব্বোত্তম। কৃষ্ণের মাধুর্য্যরসের যতদূর আস্বাদন সম্ভব তৎপ্রাপ্তিই ইহারি কারণ। অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করিয়া গৌরাঙ্গ শ্রীহরি নিজ বাঞ্ছা সাধন করিয়াছেন।

৫৪পৃ, ১৯পং। সুরেশানাং দুর্গং গতি ইতি। আদি, ৪র্থ, ৬শ্লো।]

দেবতাদিগের পক্ষে দুর্গম, উপনিষদ্‌গণের কষ্টগম্য, মুনিগণের সর্ব্বস্ব, প্রণতপটলীভক্তগণের মধুরিমা, ব্রজযুবতীগণের নয়নগত প্রেমের নির্য্যাস বস্তুস্বরূপ, সেই চৈতন্যচন্দ্র কি পুনরায় আমার দৃষ্টি গোচর হইবেন! ॥ ৬ ॥

৫৪পৃ, ১৫পং। অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য ইতি। আদি, ৪র্থ, ৭শ্লো।

কৌতুকী কৃষ্ণ প্রণয়ীজনের রস সমূহ আস্বাদন করতঃ অপার কোন প্রকার মধুর রস বিশেষ ভোগ করিবার আশয়ে নিজবর্ণ গোপনকরতঃ শ্রীরাধার দ্যুতিস্বীকার পূর্ব্বক যিনি চৈতন্যাকৃতিতে প্রকট হইয়াছেন, তিনি আমাদিগকে বিশেষ কৃপা করুন ॥ ৭ ॥

৫৪পৃ, ১৯-২১পং। [ভাবগ্রহণের হেতু করিল ধর্ম্ম স্থাপন···আভাস।]

শ্রীরাধার ভাব গ্রহণের আশয়ে ধর্ম্মস্থাপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই কার্য্যের যে মুখ্য প্রয়োজন তাহা বলিতেছি। মূল হেতু বলিবার জন্য শ্লোকের আভাস এ পর্য্যন্ত বলিলাম।

৫৫পৃ, ২পং। রাধাকৃষ্ণ প্রণয়বিকৃতি ইতি। আদি, ৪র্থ, ৮শ্লো।

রাধাকৃষ্ণের প্রণয় বিকৃতিরূপ হ্লাদিনীশক্তি ক্রমে রাধাকৃষ্ণ স্বরূপতঃ একাত্মা হইয়াও বিলাসতত্ত্বের নিত্যত্বপ্রযুক্ত রাধাকৃষ্ণ নিত্যরূপে স্বরূপদ্বয়ে বিরাজমান। সেই দুই তত্ত্ব সম্প্রতি এক স্বরূপে চৈতন্য তত্ত্বরূপে প্রকট। অতএব রাধার ভাব ও দ্যুতি সেই কৃষ্ণস্বরূপকে প্রণাম করি ॥ ৮ ॥

৫৫পৃ, ৬ ১৯ পং। [রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা…জ্ঞান করি আমি।]

অন্যোন্যে পরস্পরে। এই পদগুলির বাক্যার্থ স্পষ্ট, কিন্তু ভাবার্থ গূঢ়। রাধা শক্তি, কৃষ্ণ শক্তিমান্ তত্ত্ব। "শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ" এই বেদান্তসূত্রের অর্থ এই যে, কোন বিচারে শক্তির আধার হইতে শক্তিকে পৃথক্ করা যায় না। কিন্তু অবিচিন্ত্য শক্তিক্রমে রাধাকৃষ্ণ পরস্পর বিলাসরসাস্বাদন করিতে নিত্য পৃথক্ অথচ যুগপৎ এক। রাধাপ্রকৃত প্রস্তাবে স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী। কৃষ্ণকে পরমানন্দে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া তাহার ঐ নাম। আবার কৃষ্ণের চিদ্বিভিন্নাংশরূপ জীবের স্বরূপগত প্রেমপুষ্টি ক্রিয়াদ্বারা লক্ষিতা। পূর্ণতত্ত্ব শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ। সেই একই চিচ্ছক্তি প্রথমে সদংশে সন্ধিনী অর্থাৎ সত্তাবিস্তারিণী। চিদংশে পূর্ণজ্ঞানরূপ সম্বিত্তত্ত্ব অর্থাৎ কৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্ব। আনন্দাংশে হ্লাদিনী অর্থাৎ সেই স্বরূপতত্ত্বের আহ্লাদদায়িনী॥

৫৫পৃ, ২১পং। হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিদিতি। আদি, ৪র্থ, ৯ শ্লো।

হে ভগবন্, সর্ব্বাশ্রয়, নির্গুণ যে তুমি, তোমাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ ত্রিবিধ ব্যাপরই চিন্ময়। মায়াবশযোগ্য চিৎকণ জীব মায়াবিষ্ট হইয়া, মায়ার ত্রিগুণ আশ্রয় করতঃ যে অবস্থা লাভ করিয়াছেন তাহাতে শক্তি হ্লাদকরী, তাপকরী ও মিশ্রা এই তিন প্রকার ভাব পাইয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বগুণাতীত যে তুমি তোমাতে ঐ শক্তি নির্ম্মলা ও নির্গুণ স্বরূপে একাকারা॥ ৯॥

৫৬পৃ, ১পং। [সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধ সত্ত্ব নাম ইতি]

সত্ত্বা বিস্তারিণী সন্ধিনীশক্তির সারাংশের নাম শুদ্ধসত্ত্ব। সত্ত্ব দুই প্রকার, মিশ্রসত্ত্ব ও শুদ্ধসত্ত্ব। বস্তুর সত্তারই সত্ত্ব। সন্ধিনী ক্রিয়াব্যতীত কোন সত্ত্বই হইত না। ভগবানের সত্তাও

সেই সন্ধিনীর কার্য্য। শুদ্ধচিত্তত্বে সন্ধিনীর যে ক্রিয়া তাহারই নাম শুদ্ধসত্ব। ভগবানে মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যা, আসন প্রভৃতি কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার অর্থাৎ বিশেষরূপ কার্য্য। এই স্থলে এই তত্ত্ব স্পষ্ট বুঝিবার জন্য আরও জানা উচিত যে, স্বরূপ অর্থাৎ চিচ্ছক্তিগত সন্ধিনী চিজ্জগতের সমস্ত সত্ত্বা অর্থাৎ ভগবানের চিন্ময় স্বরূপ, ভগবানের দাস, দাসী, সঙ্গিনী, পিতা, মাতা প্রভৃতি সমস্ত চিন্ময় স্বরূপের সত্ত্বা প্রকাশ করিয়াছেন। মায়াশক্তি গত সন্ধিনী জড়জগতের সমস্ত ভৌতিক সত্ত্বা বিস্তার করিয়াছেন। জীবশক্তিগত সন্ধিনী জীবের চিৎকণরূপ সত্ত্বা বিস্তার করিয়াছেন।

৫৬পৃ, ৬পং। সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিতমিতি। আদি, ৪র্থ, ১০শ্লো।

শ্রীমহাদেব বলিয়াছেন,—ভগবানের স্বরূপশক্তিগত সন্ধিনী প্রভাব হইতেই শুদ্ধসত্ত্বরূপ নিত্যতত্ত্ব আছে, তাহারই নাম বসুদেব। সেই শুদ্ধসত্ত্বে চৈতন্য স্বরূপ ভগবান্ নিত্যপ্রকাশ লাভ করিয়াছেন। তাঁহারই নাম বাসুদেব। তিনি জড়ীয় ও মায়িক সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অতীত। ভক্তিপূতচিত্তে আমার প্রণাম আমি তাহাতে বিধান করি। তাৎপর্য্য এই, কৃষ্ণ স্বরূপ ইত্যাদি তাঁহার স্বরূপশক্তিগত সন্ধিনীর নিত্যকার্য্য ॥ ১০ ॥

৫৬পৃ, ১০পং। [কৃষ্ণের ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার·· পরিবার ॥]

সম্বিতক্রিয়ার নাম জ্ঞান। দ্রষ্টা দুই জন, কৃষ্ণ ও জীব। কৃষ্ণের দর্শন পূর্ণজ্ঞান-মূলক বলিয়া তাঁহার সম্বেদন কার্য্যে অন্তর নাই। অতএব তাঁহার জ্ঞানকে ঈক্ষণ মাত্র বলা যায়। জীবের দর্শনে অনেক অন্তর আছে, অতএব তাহার দর্শনকে সম্বেদন স্বরূপ জ্ঞান বলি। সেই জ্ঞান ত্রিবিধ। সাক্ষাদ্‌জ্ঞান, ব্যতীরেক

জ্ঞান ও বিকৃত জ্ঞান। জড় বিষয়ে জীবের জড়েন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান তাহা কখনই নির্ম্মল নয়, সুতরাং বিকৃত। তাহা মায়া শক্তিগত সম্বিতের বিকৃতিময়-ক্রিয়া। জড়-ব্যতীরেক-নির্ব্বিশেষজ্ঞান জড়জ্ঞানের সম্বন্ধাশ্রিত হওয়ায় তাহা ক্ষুদ্র। তাহা কেবল জীবগত-সম্বিৎশক্তির কার্য্য, অতএব অসম্পূর্ণ। এই সকল জ্ঞানের নাম ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, নির্ব্বিশেষজ্ঞান, অভেদ জ্ঞান ইত্যাদি। চিদ্গত-সম্বিৎশক্তি যখন হ্লাদিনীর সহিত যুক্ত হইয়া জীবে কৃপা করেন, তখন কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান জন্মে। অতএব তাহাই সম্বিতের সার। ব্রহ্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান তাহার পরিবার অর্থাৎ অবস্থাভেদে আবরণ মাত্র।

৫৬ পৃ, ১২-১৪পং। [হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেম সার ভাব···শিরোমণি ॥]

হ্লাদিনীর, ক্রিয়ার নাম প্রেম। সেই প্রেম দুই প্রকার, অর্থাৎ শুদ্ধপ্রেম ও মিশ্রপ্রেম। কৃষ্ণগত হ্লাদিনীশক্তি কৃষ্ণকে আনন্দ প্রদান করিয়া জীব চৈতন্য যখন শুদ্ধ সম্বিদের সহিত একত্রে কৃপা করেন, তখনই জীবের কৃষ্ণপ্রেম হয়। হ্লাদিনীর বিকার যখন মায়াশক্তি-দ্বারা জীবকে আকর্ষণ করে, তখনই জীব বিষয়-প্রেমে মত্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম হইতে বঞ্চিত হয়। সুতরাং সুখ দুঃখের বশীভূত হইয়া পড়ে। জীবগণের প্রেমাদর্শ ব্রজের গোপীমণ্ডলী। তাহাদের মধ্যে শ্রীরাধা সর্ব্বাধিকা। চিৎ-স্বরূপগত-হ্লাদিনীর সার যে প্রেম এবং প্রেমের সার যে ভাব, আবার সেই ভাবের পরাকাষ্ঠা যে মহাভাব, তাহাই শ্রীমতী রাধিকা ঠাকুরাণী। তিনিই সর্ব্বগুণের আকর, আর কৃষ্ণকান্তা-দিগের শিরোমণি।

৫৬পৃ, ১৭ পং। তয়োরপ্যুভয়ো র্মধ্যে ইতি ॥ আদি, ৪র্থ, ১০ শ্লো।

ব্রজবিলাসিনী গোপীগণের মধ্যে চন্দ্রাবলী ও রাধিকা শ্রেষ্ঠা।

" । সজ্জিনী ৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা।

আবার সেইদুয়েরমধ্যে শ্রীমতীরাধিকা সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠা। তিনি মহাভাব-স্বরূপা তাঁহার তুল্য গুণ আর কোন গোপীকার নাই।

৫৬পৃ, ১৯।২০ পং। [কৃষ্ণপ্রেম ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয়কায়···সহায়॥]

শ্রীমতীরাধিকা চিন্ময়ী। জড়গত-জীবের ন্যায় তাহার জড়েন্দ্রিয়, জড়দেহ ও লিঙ্গদেহরূপ চিত্ত নাই। তাঁহার চিন্ময় স্বরূপে শুদ্ধ-চিন্ময়-চিত্ত চিন্ময়-ইন্দ্রিয় ও চিন্ময়-শরীর আছে। কৃষ্ণ-প্রেম কর্ত্তৃক পরিভাবিত তাঁহার চিত্তেন্দ্রিয়কায়। তিনি কৃষ্ণের নিজ-শক্তি, অতএব তাঁহার একমাত্র ক্রীড়ার সহায়। শক্তিমানতত্ত্ব কৃষ্ণ শক্তি হইতে পৃথক করিলে কোন ক্রীড়া করিতে পারেন না। স্বরূপশক্তির সন্ধিনী শ্রীকৃষ্ণে চিন্ময় কলেবরকে প্রকট করিয়াছেন। সেই কলেবরে যখন কৃষ্ণ ক্রীড়া করেন তখন শ্রীমতীর সহায়তা ব্যতীত আর কি করিবেন? অতএব রাধিকাই কৃষ্ণের ক্রীড়ার একমাত্র সহায়।

৫৭পৃ, ২পং। আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি ইতি। আদি, ৪র্থ, ১২শ্লো।

আনন্দচিন্ময়রস দ্বারা প্রতিভাবিত যে গোপী সকল তাঁহাদের সহিত স্বস্বরূপে অখিলাত্মভূত আদিপুরুষ গোবিন্দ গোলকে নিত্য নিবাস করেন তাঁহাকে আমি ভজনা করি ॥ ১২ ॥

৫৭পৃ, ১০পং। আর অর্থাৎ অন্যপ্রকার, তৃতীয়প্রকার অর্থাৎ ব্রজাঙ্গনাগণ; ইহারা সর্ব্বপ্রকার কান্তাগণের সার অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ।

৫৭পৃ, ১২পং-৫৮পৃ, ২পং ["অবতারী কৃষ্ণ যৈছে···রাসাদিক লীলাস্বাদে॥"]

অবতারী-স্বরূপ কৃষ্ণ যেরূপ, পুরুষাদিক-অবতারগণকে বিস্তার করেন, তদ্রূপ শ্রীমতীরাধিকা সমস্ত কান্তাগণের অংশিনী অর্থাৎ তাঁহার অংশ হইতে লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ ও ব্রজাঙ্গনাগণ বিস্তার হইয়াছেন। সেই সকল কান্তাগণ তাঁহার অঙ্গ বিভূতি-

রূপে বৈভবগণ মধ্যে পরিগণিত। বিম্ব-প্রতিবিম্ব রূপে মহিষী-গণের বিস্তৃতি। ইহার মধ্যে বিচার এই যে লক্ষ্মীগণ রাধিকার বৈভব-বিলাসাংশরূপ এবং মহিষীগণ তাঁহার প্রাভব-প্রকাশ স্বরূপ। ব্রজদেবীগণ তাঁহার নিজের কায়ব্যূহ-রূপ আকার স্বরূপ প্রভেদে রসের কারণ হইয়াছেন। বহু কান্তা বিনা রসের উল্লাস হয় না, এই জন্ত লীলার সহায় স্বরূপ এইরূপ অনেক প্রকাশ দেখা যায়। তন্মধ্যে ব্রজরস সর্ব্বাধিক, নানাভাব-রস ভেদে কৃষ্ণকে তথায় রাসাদিক-লীলার আস্বাদন করান্।

৫৮পৃ, ৬পং। দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তারাধিকা ইতি॥ আদি, ৪র্থ, ১০শ্লো।

পরদেবতা রাধিকাদেবী, সাক্ষাৎকৃষ্ণময়ী, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, সর্ব্ব-কান্তি, কৃষ্ণসম্মোহিনী ও পরাশক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

৫৮ পৃ, ৮-১৫ পং। ["দেবী কহি দ্যোতমানা…পুরাণে বাখানে॥"]

দ্যুতিবিশিষ্ট পরমাসুন্দরী বলিয়া, কিম্বা কৃষ্ণপূজারূপ যে ক্রীড়া তাহার বসতি স্থান বলিয়া তিনি দেবী। কৃষ্ণময়ী শব্দে দুই অর্থ এক অর্থ এই, যাঁহার ভিতরে বাহিরে কৃষ্ণ, যেখানে যেখানে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে সেইখানে কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হয় এই এক অর্থ। অথবা কৃষ্ণের স্বরূপ প্রেমরসময় তাঁহার শক্তি তাঁহার সহিত একই তত্ত্ব ও ইহাই কৃষ্ণময়ী অর্থের দ্বিতীয় অর্থ। কৃষ্ণের বাঞ্ছাপূরণ রূপ আরাধন কার্য্য হইতে তাঁহার রাধিকা নাম উক্ত হইয়াছে।

৫৮পৃ, ১৫পং। অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ ইতি। আদি, ৪র্থ, ১৪শ্লো।

হে সহচরি, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে নিভৃতে লইয়া গেলেন, তিনিই ঈশ্বর হরিকে অবশ্যই অধিক আরাধনা করিয়াছেন। গূঢ় অর্থ এই যে, তিনি কৃষ্ণকান্তাগণের শিরোমণি বলিয়া তাহার নাম রাধিকা হইয়াছে।

৫৯পৃ, ২-৪ পং। [সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তিঁহো হয় অধিষ্ঠান…শক্তিবর্য্য ॥]

সর্ব্বলক্ষ্মীগণের রাধিকা আশ্রয়স্বরূপা। অথবা সর্ব্বলক্ষ্মী শব্দে কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য ; তিনিই কৃষ্ণের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি।

৫৯পৃ, ১২পং। "অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী" এই পর্য্যন্ত 'দেবী কৃষ্ণময়ী' শ্লোকের প্রত্যেকপদের অর্থ বিচার হইল।

৫৯পৃ, ১৫-১৭ পং। [মৃগমদ তারগন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ …একই স্বরূপ ॥]

মৃগমদ ও তাহার-গন্ধ পৃথক্ দুইবস্তু হইয়াও তাহারা যেরূপ অবিচ্ছেদ, অগ্নি ও অগ্নিজ্বালাতে পৃথক্‌বস্তু হইয়াও যেরূপ অবিচ্ছেদ, রাধাকৃষ্ণরসই রূপলীলা রসাস্বাদনে নিত্যপৃথক্ হইয়াও একই স্বরূপ।

৫৯ পৃ, ২০ পং। ["রাধাভাবকান্তি দুই অঙ্গীকার করি।"]

রাধিকার ভাব ও কান্তি বর্ণ-সৌন্দর্য্য নিজে গ্রহণ করিয়া।

৬০পৃ, ৯পং। কৃষ্ণাবতারের মুখ্য-কারণ অতিশয় গূঢ়, সেই কারণ তিন প্রকার। পরে মূলে কথিত হইয়াছে।

৬০ পৃ, ১৭ পং। ["রাধিকার ভাব যেন উদ্ধব দর্শনে।"]

শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে উদ্ধবকে স্বীয় কুশল-সম্বাদ দিবার জন্য গোপীদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্রীমতীরাধিকা উদ্ধবকে দেখিয়া, কোন বিচিত্র ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন।

৬১পৃ, ৬-১২পং। [কৌমার পৌগণ্ড আর কৈশোর…করিল সরল।]

পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কৌমার। দশ বৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড। একাদশ হইতে ষোড়শ পর্য্যন্ত কৈশোর। তৎপরে যৌবন। কৌমারে বাৎসল্য, পৌগণ্ডে সখ্য এবং কৈশোরে শৃঙ্গার রস।

৬১পৃ, ১১পং। ["কৈশোর বয়সে কাম জগৎ সকল"]

কাম অর্থাৎ সাক্ষাৎমন্মথ স্বরূপ স্বেচ্ছাময় কৃষ্ণ কৈশোর

বয়সে রাসাদিলীলা করিয়া সকল জগতকে এবং বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর এই তিন বয়সকে সফল করিয়াছিলেন।

৬১পৃ, ১৪পং। সোঽপি কৈশোরক বয়ো ইতি। আদি, ৪র্থ, ১৫ শ্লো।

অমঙ্গল-শূন্য শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর-বয়সে রজনীযোগে স্ত্রীগণ মধ্যস্থিত হইয়া বিহার করতঃ কৈশোর বয়সকে বিশেষ সম্মান করিয়াছেন। মহাভাবময়ী রাধা ও ভাবময়ী গোপীগণের মধ্যস্থিত পরম চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণই কূটস্থ তত্ত্ব॥ ১৫॥

৬১পৃ, ১৭ পং। বাচা সূচিতশর্ব্বরী রতিকলা ইতি। আদি, ৪র্থ, ১৬ শ্লো।

এই কৃষ্ণ প্রগল্‌ভতা সহকারে পূর্ব্ব রজনীর রতিকলা সম্বন্ধীয় বাক্য দ্বারা শ্রীরাধিকার নয়নদ্বয়কে লজ্জার দ্বারা আবৃত প্রায় করিয়া, তাঁহার স্তনযুগলে চিত্তকেলি ভ্রমরাদি চিত্রিত করতঃ সখীদিগের মধ্যে বিশেষ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। এবম্ভূত, রসক্রীড়া দ্বারা কুঞ্জে বিহার করতঃ হরি কৈশোর বয়স সফল করিয়া থাকেন॥ ১৬॥

৬২পৃ, ২পং। হরিরেষ নচেদবাতরিষ্যৎ ইতি॥ আদি, ৪র্থ, ১৮ শ্লোক।

হে সখী যদি হরিমথুরায় ও মধুরনয়নী রাধিকাপ্রকট না হইতেন, তাহা হইলে সমস্ত সৃষ্টি বিশেষতঃ কন্দর্পসর্গ বিফল হইত।

৬২পৃ, ৯পং। রসের নিদান,—রসের মূল কারণ।

৬২পৃ, ১৭পং। কস্মাদ্‌বৃন্দে প্রিয়সখি হরেরিতি। আদি, ৪র্থ, ১৯ শ্লো।

'হে প্রিয়সখি বৃন্দে, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ।' 'রাধে, 'কৃষ্ণপাদমূল হইতে আসিতেছি।' 'কৃষ্ণ কোথায়?' 'কুণ্ডারণ্যে (রাধাকুণ্ড কাননে)।' 'তিনি কি করিতেছেন?' 'নৃত্যশিক্ষা করিতেছেন।' 'নৃত্য শিক্ষার গুরু কে?' 'তোমার মূর্ত্তি দিগ্বিদিগে তরুলতা সকলকে স্ফূর্ত্তি করিয়া শৈলূষী অর্থাৎ বাজিকরের ন্যায়

আপনার পাছে পাছে নৃত্য করিতেছে। তাহারই পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করিতেছেন।' এইটী প্রশ্নোত্তরময় শ্লোক।

৬৩পৃ, ১-৮পং। [আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়...ব্যবহার ॥]

আমি কৃষ্ণ পরস্পর-বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম সকলের আশ্রয়, যথা, নির্ব্বিকার ও স্বেচ্ছাময়, সর্ব্বব্যাপী ও সুন্দরমূর্ত্তিমান্, নিরপেক্ষ ও ভক্তপক্ষপাতী, আত্মারাম ও ভক্তপ্রেমাকাঙ্ক্ষী ইত্যাদি। রাধা-প্রেম সেইরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মে পরিপূর্ণ। যথা, চরমমহাভাব অথচ সর্ব্বদা বৃদ্ধিশীল, প্রেমগৌরবে পূর্ণ অথচ গৌরব-বিহীন, নির্ম্মল অথচ বাম্যাদি পূর্ণ।

৬৩পৃ, ১০ পং। বিভুরপি কলয়ন্ সদাভিবৃদ্ধিং ইতি ॥ আদি, ৪র্থ, ১৯শ্লো।

রাধিকার অনুরাগ বিভু অর্থাৎ শেষ সীমাবিশিষ্ট হইয়াও সর্ব্বদা বর্দ্ধনশীল, অত্যন্ত গুরু হইয়াও গৌরবাচরণ-বিহীন, শুদ্ধ নির্ম্মল হইয়াও মুহুর্ম্মুহু বক্রগতিবিশিষ্টা, এইরূপ কৃষ্ণে যে রাধিকার অনুরাগ তাহা জয়যুক্ত হউক ॥ ১৯ ॥

৬৩পৃ, ১২-১৯ পং। [সেই প্রেমার রাধিকা পরম আশ্রয় ...অনুভব হয় ॥]

যিনি প্রেম করেন তিনি প্রেমের আশ্রয়। যাঁহাকে প্রেম করা যায়, তিনি প্রেমের বিষয়। রসতত্ত্বে বিভাব, অনুভাব সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী এই চারিপ্রকার সামগ্রী আছে। বিভাবরূপ সামগ্রী দুই প্রকার, আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন পুনরায় দুই প্রকার, বিষয় ও আশ্রয়। রাধার প্রেমের আশ্রয় রাধিকা ও প্রেমের একমাত্র বিষয় কৃষ্ণ। আমি কৃষ্ণ, আমাতে যে সুখ আস্বাদিত হয়, তাহা বিষয়জাতীয় সুখ। কিন্তু আশ্রয়ে যে আহ্লাদ বা সুখ আছে, তাহা আমার বিষয়জাতীয় সুখ হইতে কোটীগুণ। আশ্রয়জাতীয় সুখ রাধিকাই ভোগ করেন; আমি কৃষ্ণরূপে তাহা ভোগ করিতে পারি না। যদি কখন

সেই প্রেমের আশ্রয় হইতে পারি, তবেই আশ্রয়জাতীয় সুখ রূপ পরমানন্দকে অনুভব করিব।• এই আশ্রয়গত প্রেমাস্বাদের লোভই আমার প্রথম বাঞ্ছা :

৬৪পৃ, ১-১৮ পং। [এই এক শুন আর লোভের প্রকার,…মনধায় ॥]

দ্বিতীয় বাঞ্ছা এই। কৃষ্ণের মাধুর্য্য অদ্ভুত, অনন্ত ও অসীম। এই মাধুর্য্য একা রাধিকা স্বীয় আশ্রয়গত প্রেমদ্বারা আস্বাদন করেন। রাধিকার শুদ্ধপ্রেম দর্পণ অত্যন্ত নির্ম্মল হইলেও তাহার স্বচ্ছতা ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধি হয়। আমার মাধুর্য্য অসীম বলিয়া বৃদ্ধির অযোগ্য হইলেও, বর্দ্ধনশীল স্বচ্ছতাপূর্ণ রাধিকার প্রেমদর্পণের অগ্রে তাহা নব নব রূপে ভাসমান। সুতরাং মদীয় মাধুর্য্য দুহেঁই পরস্পর সমস্পর্দ্ধি হইয়া পরস্পরকে বাড়িয়া যাইতে চায়, কেহ হারিতে চায় না। সেই স্বীয় মাধুরী রাধিকার প্রেমদর্পণাদিতে দেখিয়া আস্বাদন করিতে লোভ জন্মে। সেই লোভ হইতে রাধিকার স্বরূপ অঙ্গীকার করিবার জন্য আমার চিত্ত ধাবিত হয়।

৬৪পৃ, ২০পং—৬৫পৃ, ৪পং। অপরিকলিতপূর্ব্ব ইতি ॥ আদি, ৪র্থ, ২০শ্লো।

কৃষ্ণ কহিলেন, আহা! এই প্রগাঢ় মাধুর্য্য চমৎকারকারী অবিচারিত-পূর্ব্ব চিত্রিত শ্রেষ্ঠ পুরুষটী কে? ইহাঁকে দৃষ্টি করিয়া আমি ক্ষুব্ধ চিত্তে দেখিতেছি এবং বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে রাধিকার ন্যায় ইচ্ছা করিতেছি ॥ ২০ ॥

৬৫পৃ ১৪পং। অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং ইতি। আদি, ৪র্থ, ২১ শ্লো।

গোপীগণ কহিলেন, হে কৃষ্ণ তুমি দিবাভাগে যখন বনে গমন কর, তখন তোমার কুটীল-কুন্তলযুক্ত শ্রীমুখ না দেখিয়া আমাদের এক এক ত্রুটী কাল ও যুগস্বরূপ হইয়া পড়ে। যে

বিধাতা তোমার মুখ দর্শক যে আমাদের চক্ষু, তাহাকে পলক সৃষ্টি করিয়াছে, তাঁহাকে নির্ব্বোধ বলিয়া স্থির করি ॥ ২১ ॥

৬৫ পৃ, ১৭ পং। গোপ্যশ্চ কৃষ্ণ মুপলভ্য ইতি ॥ আদি, ৪র্থ, ২২ শ্লো।

গোপীগণ বহুদিনের বাঞ্ছনীয় শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া তদ্দর্শন সময়ে, চক্ষের নিমেষসৃষ্টিকারী বিধাতাকে ভৎর্সনা করিয়াছিলেন এবং দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা হৃদয়ে সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট আলিঙ্গন করতঃ পরমভাব লাভ করিয়াছিলেন; সেই ভাব ব্রহ্মধ্যাতা যোগীদিগের অপ্রাপ্য ॥ ২২ ॥

৬৬পৃ, ২পং। অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং ইতি। আদি, ৪র্থ, ২৩ শ্লো।

গোপীগণ কহিলেন, হে সখ্য, গাভিগণসহ বয়স্যগণ বেষ্টিত হইয়া নন্দনন্দনদ্বয় যখন বন প্রবেশ করেন, তখন তাঁহাদের বেণুগীতযুক্ত এবং অনুরক্ত জনের প্রতি কটাক্ষকারী বদন যাঁহারা চক্ষের দ্বারা সেবন করেন তাঁহারাই ধন্য। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লাভ আর দেখা যায় না।

৬৬পৃ, ৭পং। গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ ইতি। আদি, ৪র্থ, ২৪ শ্লো।

মথুরাবাসিনীগণ কহিলেন, আহা! গোপীগণ কি তপস্যাই করিয়াছেন! তাঁহারা শ্রী, ঐশ্বর্য্য ও যশ ইহাদের একান্ত আশ্রয়, দুর্লভ, স্বতঃসিদ্ধ সমানাধিক-রহিত লাবণ্য-সার-রূপ এই শ্রীকৃষ্ণ বদনামৃত নয়ন দ্বারা নিরন্তর পান করেন ॥ ২৪ ॥

৬৬পৃ, ১৫পং। ["এইত দ্বিতীয় হেতুর কৈল বিবরণ।"]

আশ্রয়জাতীয় প্রেমদ্বারা কৃষ্ণমাধুরী সম্যক্‌আস্বাদন করিবার লোভ হইলেও কৃষ্ণ তাহা আস্বাদন করিতে না পারিয়া ক্ষুভিত হইলেন। রাধিকার ভাবগ্রহণ করিবার দ্বিতীয় গূঢ়হেতু এই।

৬৬পৃ, ২১পং। প্রেমের রূঢ়ভাব নাম, প্রেমের নাম রূঢ়ভাব। বস্তুতঃ নির্ম্মল প্রেম কাম শব্দে দ্বারা ব্যাখ্যাত হয় না।

৬৭পৃ, ২পং। প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইতি। আদি, ৪র্থ, ২৫ শ্লো।

গোপরামাদিগের শুদ্ধপ্রেমকেই কাম বলিয়া আখ্যা দেওয়া প্রথা হইয়াছে। ভগবদভক্ত উদ্ধবাদি ঐ প্রেমের পিপাসু ॥ ২৫ ॥

৬৭পৃ, ৪-৫ পং। [কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ...বিলক্ষণ।"]

লৌহ ও স্বর্ণের যেরূপ স্বরূপ পরস্পর বিলক্ষণ, কাম ও প্রেম এক জাতীয় প্রায় হইলেও তাহাদিগের লক্ষণ পৃথক্ পৃথক্।

৬৭পৃ, ৬-১০পং। [আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা...তাড়ন ভর্ৎসন ॥]

নিজ সুখসম্ভোগ তাৎপর্য্যযুক্ত বাঞ্ছনার নাম কাম। বেদে লোকৈষণা, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ইত্যাদি শব্দ দ্বারা যে কামনাকে উক্তি করিয়াছেন, তাহাই লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম, লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, মুক্ত্যাদিরূপ আত্মসুখ, আর্য্যপথ, নিজ পরিজনপ্রীতি, স্বজনতাড়ন ভর্ৎসন ভয় এসমস্তই কামরূপ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতির বাঞ্ছা। এ সমস্ত কার্য্যে স্বীয় ইন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছাই প্রবর্ত্তক। আমি কৃষ্ণদাস এই বুদ্ধির অনুগত যে সমস্ত বাঞ্ছা তাহাই কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি বাঞ্ছা হইতে পারে। আমি ফল ভোক্তা এইবুদ্ধি হইতে যে সমস্ত বাঞ্ছার উদয় সেসমস্ত কামবাঞ্ছা।

৬৭পৃ, ১৪পং। ["সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।"]

এই সর্ব্বত্যাগের দ্বারা দেহকার্য্য মনকার্য্যাদি পরিত্যাগের পরামর্শ হয় নাই। দেহকার্য্য মনকার্য্য সকলেও যদি আমি কৃষ্ণদাস এই বুদ্ধিজনিত প্রবর্ত্তকপ্রবৃত্তি থাকে তাহাও কাম নয়।

৬৮পৃ, ২পং। যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহং ইতি ॥ আদি, ৪র্থ, ৩৬ শ্লো।

গোপীগণ কহিলেন, হে প্রিয়! তোমার সুকোমল চরণ কমল আমাদের কর্কশ স্তনে ধীরে ধীরে ধারণ করি, সেই চরণ দ্বারা তুমি এমন বনভ্রমণ করিতেছ তাহা সূক্ষ্মপাষাণাদি দ্বারা

অবশ্য ব্যথিত হইতেছে। সুতরাং আমাদের জীবন স্বরূপ তুমি তোমার সম্বন্ধে আমাদের চিত্ত অস্থির হইতেছে ॥ ২৬ ॥

৬৮পৃ, ১৩পং। যে যথা ইতি। আদি, ৪র্থ, ২৭ শ্লো। অনুবাদ ১২৯২পৃষ্ঠায়।

৬৮পৃ, ১৮ পং। এবং মদর্থোজ্ঝিত লোক বেদ ইতি। আদি ৪র্থ, ২৮শ্লো।

হে গোপীগণ, আমার জন্য তোমরা লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম ও বান্ধব সকল পরিত্যাগ করিয়াছ। তথাপি আমাতে তোমাদের অধিকতর অনুবৃত্তি হইবে বলিয়া আমি তিরোহিত হইয়াছিলাম। হে প্রিয়াগণ, তোমাদের প্রিয় সাধনে প্রবৃত্ত যে আমি, আমার প্রতি দোষারোপ করিও না ॥ ২৮ ॥

৬৯পৃ, ২পং। ন পারয়েহং নিরবদ্য সংযুজাং ইতি। আদি, ৪র্থ, ২৯ শ্লো।

হে গোপীগণ, আমার সহিত তোমাদের সংযোগ নির্ম্মল, বহুজীবনেও আমি নিজ সংকার দ্বারা তোমাদের প্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিতে পারিব না। যে হেতু তোমরা অতি কঠিন সংসারশৃঙ্খল সম্পূর্ণরূপে ছেদন করিয়া আমাকে অন্বেষণ করিয়াছ। আমি তোমাদের ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম। অতএব তোমরা নিজ কার্য্য দ্বারাই পরিতুষ্ট হও ॥ ২৯ ॥

৬৯পৃ, ১৩পং। নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যা ইতি। আদি, ৪র্থ, ৩০ শ্লো।

যে গোপী সকল তাঁহাদের নিজ শরীর কৃষ্ণের ভোগ্য বলিয়া তাহাতে যত্ন প্রকাশ করেন, হে পার্থ, সেই গোপীগণ অপেক্ষা আমার প্রেম ভাজন আর কেহ নাই ॥ ৩০ ॥

৬৯পৃ, ১৮-২০পং। ["সুখবাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটীগুণ ··আস্বাদয় ॥"]

গোপীদিগের সুখ-বাঞ্ছা নাই, তথাপি গোপী দর্শনে কৃষ্ণের যে সুখ হয়, কৃষ্ণ দর্শনে গোপীর তাহা অপেক্ষা কোটীগুণ সুখ আস্বাদন উপস্থিত হয়।

৭০পৃ, ১৩ ১৬পং। "কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয়...নাহি কামদোষ ॥]

যদিও কৃষ্ণ-দর্শনে গোপীর যে সুখ হয় তাহাকে কেহ কেহ কাম বলিয়া দোষ দিতে পারেন, তথাপি যখনি গোপীদিগের মনের ভাব এই যে, কৃষ্ণ-দর্শনে আমরা সুখী হইয়াছি, এই ভাব গ্রহণ করিলে কৃষ্ণের সুখ অধিকতর পুষ্ট হইবে। তখন কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছাই গোপীর সুখ প্রাপ্তির চরম হেতু। অতএব তাহাতে আত্মেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছারূপ কাম দোষ নাই।

৭০পৃ, ১৮পং। উপেত্যপথিসুন্দরী ততিভিঃ ইতি। আদি, ৪র্থ, ৩১শ্লোক।

বন হইতে ব্রজে আসিতেছেন যে কেশব, তাঁহাকে আমি ভজনা করি। তিনি মৃদুহাস্যযুক্তনটনশীল-ভঙ্গীশতদ্বারা ব্রজসুন্দরীগণ কর্তৃক পথিমধ্যে অর্চ্চিত হইয়াছেন। সেই গোপীগণের স্তনস্তবকে ভ্রমর তুল্য তাহার নয়নের প্রান্তভাগ বিচরণ করিতেছে।

৭১পৃ,৫-১০পং। ["প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ· মহাক্রোধে ॥"]

প্রীতির বিষয় যে কৃষ্ণ তাঁহার যে আনন্দ তাহাই প্রীতির বিষয় যে গোপী তাঁহার আনন্দ। এরূপ আনন্দ সমৃদ্ধিতে গোপীর নিজ সুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ নাই। যেখানে নিরুপাধিক প্রেম সেই স্থলে এই রীতি দেখিবে। অর্থাৎ প্রীতির বিষয়ের সুখে প্রীতির আশ্রয়ে সুখ। তবে এক কথা বলিতে পার যে যেখানে নিজের প্রেমানন্দ হয়, সেখানে কৃষ্ণসেবার আনন্দের বাধা অবশ্য হইবে। এই জন্যই যে স্থলের সেবানন্দের বাধকরূপ আনন্দের উদয় হয় সে স্থলে ভক্তের মহাক্রোধ উপস্থিত হয়।

৭১পৃ, ১২পং। অঙ্গস্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং ইতি। আদি, ৪র্থ, ৩২ শ্লো।

শ্রীকৃষ্ণকে চামরব্যজন করিবার সময় প্রেমানন্দজনিত দেহের জড়তাকে সেবারবাধাকর জানিয়া দারুক অভিনন্দনকরিলেন না।

৭১পৃ, ১২পং। গোবিন্দ প্রেষণাক্ষেপি ইতি। আদি, ৪র্থ, ৩৩শ্লো।

পদ্মলোচনী কৃষ্ণভাবিনী কৃষ্ণদর্শনের বাধাকর নেত্র জল বর্ষণশীল আনন্দকে অতিশয় নিন্দা করিলেন ॥ ৩৩ ॥

৭১পৃ, ১৭।১৮পং। ["আর শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণপ্রেম সেবা বিনা···না করে গ্রহণে ॥"

আরও দেখ কৃষ্ণপ্রেমসেবা ব্যতীত স্বসুখযুক্ত সালোক্যাদি মুক্তি শুদ্ধভক্ত কদাচ গ্রহণ করেন না।

৭১পৃ, ২০পং। মদ্গুণ শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি ইতি। আদি, ৪র্থ, ৩৪ শ্লো।

আমার গুণ শ্রবণমাত্র সর্ব্বচিত্তনিবাসী যে আমি আমাতে সমুদ্রপ্রবিষ্ট গঙ্গাজলের ন্যায় যে মনের অবিচ্ছিন্না অবস্থা উদয় হয়, তাহাই নির্গুণভক্তিযোগের লক্ষণ। পুরুষোত্তমস্বরূপে আমাতে সেই ভক্তি অহৈতুকা ও অব্যবহিতা। অহৈতুকী, হেতুরহিতা, স্বতঃসিদ্ধা। অব্যবহিতা ব্যবধান বা অবান্তর ফলানুসন্ধানরহিতা।

৭২পৃ, ৩পং। সালোক্য সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্য ইতি। আদি, ৪র্থ, ৩৫শ্লো।

সালোক্য (বৈকুণ্ঠবাস), সার্ষ্টি (ঐশ্বর্য্যসম্পত্তি), সারূপ্য (চতুর্ভুজাকার), সামীপ্য (নৈকট্যলাভ), একত্ব (সাযুজ্য বা অভেদগতিপ্রদত্ত হইলেও ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না; যেহেতু তাঁহাদের আমারঅপ্রাকৃতসেবাব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা নাই।

৭২পৃ, ৭পং। সএব ভক্তি যোগাখ্য আত্যন্তিক ইতি। আদি, ৪র্থ, ৩৬শ্লো।

ইহাকেই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ বলা যায়। সেই ভক্তিযোগ দ্বারা জীব ত্রিগুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করিয়া আমার বিমল প্রেম লাভ করেন ॥ ৩৬ ॥

৭২পৃ, ১০ পং। মৎসেবয়া প্রীতিতং তে ইতি। আদি ৪র্থ ৩৭ শ্লো।

আমার সেবাদ্বারা সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় স্বয়ং আগত হইলেও আমার সেবাতে পূর্ণমনা হইয়া সে সমুদায় গ্রহণ করেন না। তখন মায়িকভোগ ও সাযুজ্যমুক্তি যাহা কালের দ্বারা

অতি সত্বরে নাশ হয়, তাহা কেন ইচ্ছা করিবেন। সাযুজ্যমুক্তি দ্বারা জীবের সত্তাকাল অপরাধ করিলে পতিত হয়, অতএব ভুক্তি ও সাযুজ্য মুক্তি ইহাদের স্থায়িত্ব নাই ॥ ৩৭ ॥

৭২পৃ, ১৭পং। সহায়া গুরবঃ শিষ্যা ইতি। আদি, ৪র্থ, ৩৮শ্লো।

গোপী সকল আমার সর্ব্বস্ব, তাঁহারা আমার সহায় অর্থাৎ প্রিয়া, গুরুস্বরূপ স্নেহ করেন, শিষ্যের ন্যায় সেবা করেন, উপভোগযোগ্যা, বন্ধুর ন্যায় প্রেমাচরণ করেন এবং বিবাহিত স্বরূপে ব্যবহার করেন ॥ ৩৮ ॥

৭২পৃ, ২০পং। ইষ্ট সমীহিত, অভিলষিত চেষ্টা।

৭২পৃ, ২২পং। মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যা ইতি। আদি, ৪র্থ, ৩৯ শ্লো।

আমার মাহাত্ম্য, আমার সেবা, আমার প্রতি শ্রদ্ধা, আমার মনের ভাব কেবল গোপীগণই জানেন। হে পার্থ, স্বরূপতঃ ঐ সমস্ত আর কেহই জানেন না ॥ ৩৯ ॥

৭৩পৃ, ৪পং। যথা রাধাপ্রিয়া বিষ্ণোস্তস্য ইতি। আদি, ৪র্থ, ৪০ শ্লো।

রাধা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, রাধাকুণ্ডও তদ্রূপ প্রিয়স্থান। সমস্ত গোপীবর্গের মধ্যে রাধাই কৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা ॥ ৪০ ॥

৭৩পৃ, ৭পং। ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র ইতি। আদি, ৪র্থ, ৪১ শ্লো।

বৃন্দাবনধাম পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ায় ত্রৈলোক্য ধন্য হইয়াছেন। গোপীকা সকল ধন্য, যেহেতু তন্মধ্যে আমার অত্যন্ত প্রিয়া রাধা নাম্নী গোপী বর্ত্তমানা ॥ ৪১ ॥

৭৩পৃ, ১২পং। তাঁহাবিনু সুখহেতু নহে গোপীগণ; রাধিকা বিনা অন্যসকল গোপীগণ কৃষ্ণের সুখের কারণ হইতে পারেন না।

৭৩পৃ, ১৪পং। কংসারিরপি ইতি ॥ আদি, ৪র্থ, ৪২শ্লো।

কংসারি কৃষ্ণ সম্পূর্ণ সাররূপ রাসলীলা বাসনাবদ্ধা রাধাকে হৃদয়ে লইয়া অন্যান্য ব্রজসুন্দরীগণকে ত্যাগ করিয়া গেলেন ॥৪২॥

৭৪পৃ, ২পং। বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্ ইতি। আদি, ৪র্থ, ৪৩ শ্লো।

হে সখি, অঙ্গসৌন্দর্য্য দ্বারা জগতে আনন্দ জন্মাইয়া এবং ইন্দীবরসদৃশ সুন্দর কোমল করচরণাদি দ্বারা ব্রজাঙ্গনাদিগের হৃদয়ে কন্দর্পোৎসব উদয় করতঃ ব্রজসুন্দরীগণকে স্বচ্ছন্দে আলিঙ্গনমূর্ত্তিবিশিষ্ট শৃঙ্গারস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বসন্তকালে ক্রীড়া করিতেছেন।

৭৪পৃ, ১৭পং। শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা ইতি। আদি, ৪র্থ, ৪৪ শ্লো।

শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, আমায় অদ্ভুতমধুরিমা, যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ, আমার মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধার বা কি সুখ উদয় হয়, এই তিনটী বিষয়ে লোভ জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণরূপচন্দ্র শচীগর্ভসমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিলেন।

৭৫পৃ, ৯।১০ পং। তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ... না জানে ॥]

তথাপি আমার চিত্তে এই আনন্দ হইতেছে যে, অভক্তদিগের ভয় করা যায়, তাহাদের এই গ্রন্থে প্রবেশ সম্ভব নাই। সুতরাং তাহারা পড়িবে না, ইহা অপেক্ষা আর কি সুখ আছে।

৭৬পৃ, ১৪পং। জীবাতু—জীবন।

৭৬পৃ, ১৬পং। বিচারি দেখিয়ে যদি সব বিপরীত।

আমি মনেকরি আমার রাধিকারপ্রতি প্রীতি অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু বিচারকরিয়া দেখিলে ইহার বিপরীত জ্ঞান হয়, অর্থাৎ রাধিকার প্রীতি আমা-অপেক্ষা অধিক প্রীতি বলিয়া বোধ হয়।

৭৬পৃ, ১১।১২ পং। [পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে ...করে আলিঙ্গন ॥]

আমার বেণুধ্বনিতে রাধিকার চেতন হরণ করে এবং রাধিকার কোমল গীত আমার চেতন হরণ করে। রাধিকায় যখন চেতন হরণ হয়, তিনি তমালকে কৃষ্ণ ভ্রমে আলিঙ্গন করিয়া মহাসুখ লাভ করেন।

৭৭পৃ, ১১।১২পং। ["দোঁহার সে সমরস ভরত মুনি মানে···নাহি জানে॥"

ভরতমুনির মতে স্ত্রীপুরুষের রস সমান। কিন্তু তিনি মুনি হইয়াও আমার ব্রজরসের তত্ত্ব জানেন না। কেননা রাধিকার রস স্বরূপতঃ অধিক।

৭৭পৃ, ১৩পং। নির্ধৃতামৃত মাধুরী পরিমল ইতি॥ আদি, ৪র্থ, ৪৫শ্লো।

হে কল্যাণি, অমৃত মাধুরী পরিমল বিজয়ী তোমার বিম্বাধর, পদ্মগন্ধযুক্ত তোমার মুখ, কোকিলধ্বনি অপেক্ষা পূজনীয় তোমার বাক্যসকল, চন্দনের ন্যায় শীতল অঙ্গ ও সমস্ত সৌন্দর্য্যের আধারস্বরূপ তোমার শরীর। এই সমস্তসংযুক্ত তোমাকে লাভ করিয়া আমার ইন্দ্রিয়গণ পুনঃ পুনঃ মহামোদ লাভ করিতেছে।

৭৭পৃ, ২১পং। রূপে কিং সরহস্ত লুব্ধনয়নাং ইতি। আদি, ৪র্থ, ৪৬শ্লো।

শ্রীকৃষ্ণরূপে লোভযুক্ত শ্রীরাধার নয়নযুগল, স্পর্শে অতি হর্ষান্বিত তাঁহার ত্বগিন্দ্রিয়, বাক্যশ্রবণে উৎকণ্ঠিতশ্রুতি, অঙ্গ গন্ধে প্রফুল্ল নাসাপুট, অধরামৃতবশীকৃত রসনা, সর্ব্বদা প্রফুল্ল মুখাব্জ, নম্রীভূত ধৈর্য্যনাশক উৎকট রোমাঞ্চাদি বিকার সমূহে ব্যস্ত অঙ্গ সমূহ লক্ষিত হইল॥ ৪৬॥

৭৮পৃ, ১৪পং। বিজাতীয় বিষয় জাতীয়।

৭৮পৃ, ১৯পং-৭৯পৃ, ১০পং। [সর্ব্বভাবে করিল···প্রমাণ সমর্থ॥]

পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার বাঞ্ছাপূরণ ভক্তগণকে রাগমার্গীয় ভক্তি আচরণের দ্বারা শিক্ষা প্রদান করিব, এই সকল ভাবে যে সময় কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবার জন্য নিশ্চয় করিলেন সেই সময় যুগাবতারকাল উপস্থিত হইল এবং সেই সময়ে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য কৃষ্ণকে আরাধন করিলেন। এতৎপ্রযুক্ত রাধিকার ভাববর্ণ অঙ্গীকার করিয়া নবদ্বীপে শচীগর্ভে কৃষ্ণচন্দ্র গৌরাঙ্গস্বরূপে

উদয় হইলেন। স্বরূপগোস্বামীর দুইশ্লোকে যে তত্ত্ব ব্যাখ্যান করিলাম তাহা শ্রীরূপগোস্বামীর শ্লোক দ্বারা প্রমাণ করিতেছি।

৭৯পৃ, ১২পং। অপারং কস্যাপীতি। আদি, ৪র্থ, ৭৭পং। ১২৯৬পৃ অনুবাদ।

৭৯পৃ, ১৬পং। মঙ্গলাচরণং কৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব লক্ষণং। আদি, ৪র্থ, ৪৮শ্লো।

মঙ্গলাচরণ, কৃষ্ণচৈতন্য তত্ত্বলক্ষণ এবং চৈতন্যাবতারের প্রয়োজন এই তিনটী ছয়টী শ্লোক দ্বারা নিরূপিত হইল ॥ ৪৮ ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদের কথাসার।

পঞ্চমপরিচ্ছেদে পঞ্চশ্লোকে শ্রীনিত্যানন্দ মহিমা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান ; তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি অর্থাৎ দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম। প্রকৃতির অতীত পরব্যোম নামে একটী চিন্ময়ধাম আছে, সেই চিন্ময়ধামের সর্ব্বোপরিভাগে কৃষ্ণলোক। কৃষ্ণলোকে দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল। তথায় আদিচতুর্ব্যূহ কৃষ্ণ, বলদেব, প্রদ্যুম্ন অর্থাৎ কামদেব ও অনিরুদ্ধ। সেই কৃষ্ণলোকে শ্বেতদ্বীপ বলিয়া বৃন্দাবনস্থধাম। কৃষ্ণলোকের অধোভাগে পরব্যোম নামক বৈকুণ্ঠ। তথায় কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি চতুর্ভুজ নারায়ণ বিরাজমান। কৃষ্ণলোকে যিনি বলদেব, তিনি, মূল সঙ্কর্ষণ। তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি পরব্যোম-বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ। সেই মহাসঙ্কর্ষণের চিচ্ছক্তিক্রমে পরব্যোমস্থ সমস্ত শুদ্ধসত্ত্ব প্রকাশ। জীবশক্তিক্রমে শুদ্ধজীব সকল তথায় বর্ত্তমান। মায়াশক্তির তথায় অবস্থিতি নাই। নারায়ণধামে দ্বিতীয় কায়ব্যূহ। সেই পরব্যোমের বাহিরে জ্যোতির্ম্ময়ধামরূপ ব্রহ্মলোক। তাহার বাহিরে চিন্ময় জল বিশিষ্ট কারণসমুদ্র। কারণ

সমুদ্রের অপর পারে অসংস্পৃষ্টরূপে মায়ায় অবস্থিতি। কারণ সমুদ্রে মূলসংকর্ষণের অংশরূপ আদিপুরুষাবতার মহাবিষ্ণু। তিনিই দূর হইতে মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন। এক অঙ্গাভাসে, অর্থাৎ তাহা অঙ্গের ন্যায় বোধ হয় কিন্তু অঙ্গ নয়, মায়ার উপাদান-কারণে মিলিত হন। মায়া উপাদান-কারণরূপে প্রধান ও নিমিত্ত-কারণরূপে প্রকৃতি। মহাবিষ্ণুর ঈক্ষণই জড়রূপা প্রকৃতির মূলনিমিত্ত-কারণ। প্রকৃতি সুতরাং গৌণনিমিত্ত-কারণ মাত্র। সেই কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু সমষ্টিজগতে প্রবিষ্টরূপে গর্ভোদশায়ী। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে, প্রত্যেক জীবে প্রবিষ্টরূপে ক্ষীরোদশায়ী। সেই ক্ষীরোদশায়ীপুরুষ প্রতিব্রহ্মাণ্ডে একটী বৈকুণ্ঠ প্রকট করিয়া তাহাতে বিষ্ণু-পরমাত্মা-ঈশ্বরাদি রূপে বিরাজমান এবং ব্রহ্মাণ্ডের জলাংশে শেষ শয্যায় শয়ন করেন। তিনিই ব্রহ্মার পিতা। তাঁহারই একঅংশকে বিরাটরূপে কল্পনা করা যায়। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যে এক একটী শ্বেত দ্বীপ প্রকট হইয়াছে। তাহাতে বিষ্ণু অবস্থান করেন। সুতরাং শ্বেতদ্বীপ দুইটী প্রকট, একটী কৃষ্ণলোকে আর একটী প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষীরোদসমুদ্রে। কৃষ্ণলোকের শ্বেত দ্বীপ তত্রস্থ বৃন্দাবন হইতে অভিন্নরূপে কৃষ্ণের কোন পরিশিষ্ট লীলার ভূমি। ব্রহ্মাণ্ডগতশেষমূর্ত্তি বিষ্ণুকে ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন ইত্যাদিরূপে সেবা করেন। কৃষ্ণলোকস্থ বলদেবই প্রভুনিত্যানন্দ। অতএব তিনিমূল সঙ্কর্ষণ। পরব্যোমের মহাসংকর্ষণ এবং তাহার পুরুষাবতারগণ সুতরাং নিত্যানন্দপ্রভুর অংশকলা। এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার নিজের বৃন্দাবনযাত্রা ও তথায় তাঁহার সর্ব্ব-

সিদ্ধিসম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা লিখিয়াছেন। তাহাতে পাওয়া যায়, তাঁহার পূর্ব্বনিবাস কাটোয়া প্রদেশে নৈহাটীর নিকট ঝামটপুর গ্রামে। তাঁহারা দুইভাই। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পারিষদ শ্রীমীনকেতনরামদাস তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া পূজারি গুণার্ণবমিশ্রের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। কবিরাজগোস্বামীর ভ্রাতা তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া শ্রীনিত্যানন্দের মাহাত্ম্য স্বীকার করেন নাই। রামদাস নিজের বংশী ভাঙ্গিয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া যান, তাহাতে কবিরাজগোস্বামীর ভ্রাতার তৎক্ষণাৎ সর্ব্বনাশ হয়। সেইরাত্রে কবিরাজগোস্বামী স্বপ্নে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রসন্নতা ও আদেশ লাভ করিয়া পর দিবসেই বৃন্দাবন যাত্রা করেন।

৮০পৃ. ২পং। বন্দেহনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যমিতি। আদি, ৫ম, ১শ্লো।

অনন্ত, অদ্ভুতঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট ঈশ্বর নিত্যানন্দকে বন্দনা করি। মূর্খলোকেও তাঁহার ইচ্ছায়তাঁহার স্বরূপনিরূপণ করিতে সক্ষমহয়।

৮০পৃ, ৯পং। তাঁহার দ্বিতীয় দেহ ;—শ্রীকৃষ্ণের বিলাস দেহ।

৮০পৃ, ১১-১৩পং। [আদ্যকায়ব্যূহ কৃষ্ণলীলার সহায় · নিত্যানন্দ।]

শ্রীবলদেবই কৃষ্ণের আদ্যকায়ব্যূহ অর্থাৎ কায়বিস্তৃতি। তিনিই কৃষ্ণলীলার সহায়। সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র এবং আদ্যকায়ব্যূহগত সেই শ্রীবলরাম তাঁহার সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ।

৮০পৃ. ১৫পং। সংকর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী ইতি ॥ আদি, ৫ম, ২শ্লো।

সঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োব্ধিশায়ী ও শেষ যাঁহার অংশ ও কলা,সেই নিত্যানন্দরাম আমার শরণস্বরূপ হউন।

৮০পৃ, ১৭পং ৮১পৃ. ৫পং। [শ্রীবলরাম গোসাঁই···সেবানন্দ।]

আদ্যকায়ব্যূহগত শ্রীবলরামকে মূলসঙ্কর্ষণ বলা যাইতে পারে। যেহেতু তিনি তদীয় দ্বিতীয় স্বরূপ গত অংশরূপে মহাসঙ্কর্ষণ এবং

কলাস্বরূপে কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োব্ধিশায়ী ও শেষ এই পঞ্চরূপ ধারণ করিয়া কৃষ্ণের সেবা করেন। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণলীলার সহায় থাকিয়া মহাসঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োব্ধিশায়ী এই চারিরূপে সৃষ্টিলীলাদি কার্য্য করেন। শেষসংজ্ঞক অনন্তরূপে কৃষ্ণের বিবিধ সেবা করেন। এই সর্ব্বরূপে সেই বলরাম কৃষ্ণসেবানন্দ আস্বাদন করেন।

৮১পৃ, ৭পং। সপ্তমশ্লোকের অর্থ। ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১শ শ্লোকে ৭মশ্লোকে যাহা কথিত হইয়াছে তাহার অর্থ করিতেছি।

৮১পৃ, ১০পং। মায়াতীতে ব্যাপি বৈকুণ্ঠলোক ইতি॥ আদি, ৫ম, ৩শ্লো।

মায়াতীত, সর্ব্বব্যাপক বৈকুণ্ঠলোকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই পূর্ণ ঐশ্বর্য্যযুক্ত চতুর্ব্যূহতত্ত্বে যাঁহার সঙ্কর্ষণাখ্যরূপ বিরাজমান, সেই নিত্যানন্দস্বরূপ রামের প্রতি আমি প্রপন্ন হই।

৮১পৃ, ১২-১৭পং। [প্রকৃতির পার পরব্যোম নামে ধাম্য···স্থিতি]

চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব প্রকৃতির উপর পরব্যোম নামে একটী চিন্ময় ধাম আছে। সেই ধাম শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের ন্যায় সমস্ত বিভূত্যাদি গুণ যুক্ত। সেই ধামে সর্ব্বগত অনন্ত ব্রহ্মধাম ও বৈকুণ্ঠাদি ধাম বিরাজমান। সেই সমস্ত ধামে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের যত প্রকার অবতার বিশ্রাম করেন। সেই ধামের উপরি তৃতীয় ভাগে যে সর্ব্বোত্তম চিন্ময়লোক তাঁহার নাম কৃষ্ণলোক সেই কৃষ্ণ লোক দ্বারকা, মথুরা এবং গোকুল ভেদে তিনরূপে বিচিত্র।

৮১পৃ, ১৯পং। সর্ব্বোর্দ্ধে যথা সূর্য্যো ইতি॥ আদি, ৫ম, ৪শ্লো।

মধ্যাহ্ন সময়ে সূর্য্য যেমন সকলের স্বীয় স্বীয় মস্তকোপরি দৃশ্যমান হন; তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণধাম সর্ব্বোপরি চরমধাম হইয়াও পৃথিবীতেও অচিন্ত্যশক্তিবলে ঊর্দ্ধভাগে বিরাজমান॥ ৪॥

৮২পৃ, ১২পং। [সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল···শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম॥]

সেই পরব্যোমধামের সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল অর্থাৎ ব্রজলোকধাম, শ্রীগোলোক অর্থাৎ স্বকীয়ভাবযুক্তকৃষ্ণধাম; ও শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন।

৮২পৃ, ৫-৯পং। [ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়···স্বরূপপ্রকাশ।]

সেই চিন্ময় ব্রজধাম কৃষ্ণের ইচ্ছায় এই জড় ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ হইয়াও একই স্বরূপে বিরাজমান হয়। কেহ কেহ মনে করেন, যে পরব্যোমস্থ গোলোকাদিধাম প্রপঞ্চে প্রকাশিত ব্রজধাম হইতে পৃথক্, কিন্তু তাহা নয় অর্থাৎ একই স্বরূপ, একই সময়ে পরব্যোমে ও প্রপঞ্চে প্রকাশ থাকে এই মাত্র। প্রপঞ্চে প্রকাশিত ব্রজেও ভূমি চিন্তামণি, বন কল্পবৃক্ষময়, তাহার স্বরূপ প্রকাশ প্রেম-নেত্রে দৃষ্ট হয়, চর্ম্মচক্ষে তাহা প্রপঞ্চের ন্যায় প্রতিভাত হয়।

৮২পৃ, ১২পং। চিন্তামণিপ্রকর সদ্মসু ইতি। আদি, ৫ম, ৫শ্লো।

লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষ দ্বারা আবৃত, চিন্তামণিসমূহ-নির্ম্মিত স্থানে, গোসমূহ পালনকারী শতসহস্র লক্ষ্মীগণ কর্তৃক সম্ভ্রম দ্বারা সেবিত সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দচন্দ্রকে আমি ভজনা করি॥ ৫॥

৮২পৃ, ১৬।১৭পং। [মথুরা দ্বারকায় নিজরূপ প্রকাশিয়া · চতুর্ব্যূহ হঞা।]

সেই কৃষ্ণধামের মথুরা দ্বারকাখণ্ডে কৃষ্ণ বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই আদিচতুর্ব্যূহ প্রকাশকরতঃ নানারূপে বিলাস করেন। দ্বারকাগত চতুর্ব্যূহ অন্য সমস্ত চতুর্ব্যূহের অংশী ও বিশুদ্ধ চিন্ময়।

৮৩পৃ, ৫ ৮পং। [স্বরূপ বিগ্রহ কৃষ্ণের ··চরণ সেবন॥]

কৃষ্ণের স্বরূপবিগ্রহ সর্ব্বদা দ্বিভুজ। পরব্যোমে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ নারায়ণরূপে চতুর্ভুজ, শ্রী, ভূ ও লীলাশক্তিসেবিত। শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থে এই ত্রিবিধ শক্তির বিশেষ বর্ণন আছে।

৮৩পৃ, ১৫-২০পং। [বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময়মণ্ডল...আদিবিশেষ ॥]

বৈকুণ্ঠশব্দে কৃষ্ণধাম ও পরব্যোম বুঝিতে হয়। সেই পর-ব্যোমের বাহিরে কৃষ্ণের অঙ্গপ্রভা বিস্তীর্ণ হইয়া একটী জ্যোতি-র্ম্ময় মণ্ডল করিয়াছে। তাহাকে সিদ্ধলোক, ব্রহ্মলোক ইত্যাদি বলে। ব্রহ্ম সাযুজ্যমুক্তির তাহা একমাত্র স্থান। ঐ ধাম চিৎস্বরূপ বটে, কিন্তু তাহাতে চিচ্ছক্তিগত-বিকার অর্থাৎ বিচিত্রতা নাই। সূর্য্যমণ্ডল যেমন বাহিরে নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ বিচিত্রতারহিত, জ্যোতির্ম্ময় মাত্র, কিন্তু মণ্ডলের মধ্যে সূর্য্যের রথাদি সবিশেষ, অর্থাৎ অনেক বিচিত্রতা লক্ষিত হয়, তদ্রূপ। সূর্য্যমণ্ডলে বাহি-রাংশ ব্রহ্মধামের সদৃশ।

৮৪পৃ, ২পং। যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ ইতি ॥ আদি, ৫ম, ৬শ্লো।

শাস্ত্রে যে যে স্থলে ভগবৎ শত্রু ও প্রিয়ব্যক্তিদিগের একতত্ত্ব প্রাপ্তির কথা উল্লেখ আছে, সে সকল কিরণ স্থলীয় ব্রহ্ম ও সূর্য্যস্থলীয় কৃষ্ণের একত্ববিচার স্থলে কথিত হইয়াছে মাত্র। ফলকথা ভগবৎপ্রিয় ব্যক্তিগণ বৈকুণ্ঠবৈচিত্র্য এবং ভগবৎ শত্রুগণ বিলাসশূন্য সিদ্ধিলোক প্রাপ্ত হন ॥ ৬ ॥

৮৪পৃ, ৯পং। সিদ্ধলোকাস্তু তমসঃ পারে ইতি। আদি ৫ম, ৭শ্লো।

তমঃ অর্থাৎ মায়িকজগতের পারে ব্রহ্মধামরূপ সিদ্ধলোক। সেখানে ব্রহ্মসুখমগ্ন মায়াবাদীগণ ও ভগবৎ কর্ত্তৃক বিনষ্ট কংসাদি অসুরগণ বাস করেন। পাতঞ্জলযোগীগণ কৈবল্য লাভ করিয়াও সেই লোক প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৭ ॥

৮৪পৃ, ১২প,। কামাদ্ দ্বেষাৎ ভয়াৎ স্নেহাদি, ॥ আদি, ৫ম, ৮শ্লো।

অনেকেই ভক্তির ন্যায় কাম, দ্বেষ, ভয় ও স্নেহক্রমে তাঁহাতে মনকে আবিষ্ট করিয়া তাঁহার গতি লাভ করেন ॥ ৯ ॥

৮৪পৃ, ১৫পং ৮৫পৃ ৬পং। [দ্বারকার চতুর্ব্যূহ দ্বিতীয়··· জীবের আশ্রয়।]

দ্বারকায় যে কৃষ্ণ বলদেবাদি চতুর্ব্যূহ তাহারই দ্বিতীয় প্রকাশ পরব্যোমে। এই চতুর্ব্যূহের নাম দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ। ইহাও চিন্ময় বিশুদ্ধ। তথায় বলরামের স্বরূপ মহাসঙ্কর্ষণ। সেই পরব্যোমে শুদ্ধসত্ত্ব নামে চিচ্ছক্তির সন্ধিনী বিলাস, যদ্দ্বারা বৈকুণ্ঠাদি শুদ্ধসত্ত্বময় ধাম ও ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য এ সমস্তই মহাসঙ্কর্ষণের বিভূতি। মহাসঙ্কর্ষণই সকল জীবের আশ্রয়, সুতরাং তটস্থাখ্য জীব-শক্তির আশ্রয়। চিৎকণ জীবসত্তা জীবশক্তিসম্ভূত হইয়াও মায়াশক্তির অভিভাব্যরূপে নির্ম্মিত হওয়ায়, মায়া ও চিৎ এই উভয় তটস্থ ধর্ম্মজনিত তটস্থ নাম হইয়াছে।

৮৫পৃ, ১১।১২পং। [তৃতীয় বিশুদ্ধ সত্ত্ব সঙ্কর্ষণ নাম ··নিত্যানন্দরাম।]

মহাসঙ্কর্ষণ চিন্ময়বিশুদ্ধসত্ত্ব। তিনি শ্রীনিত্যানন্দ রামের অঙ্গ অর্থাৎ প্রকাশ।

৮৫পৃ, ১১পং। মায়াভর্ত্তাজাণ্ড সঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ ইতি ॥ আদি, ৫ম, ৯শ্লো।

যাঁহার একটী অংশ স্বরূপ মায়াভর্ত্তা, ব্রহ্মাণ্ড সমূহের আশ্রয়রূপ কারণাব্ধিশায়ী আদিদেব পুরুষাবতার, সেই নিত্যানন্দরামকে আমি প্রণাম করি ॥ ৯ ॥

৮৫পৃ, ২০পং ৮৭পৃ, ৬পং। [বৈকুণ্ঠ বাহিরে যেই ··চক্রদণ্ডাদি উপায়।]

পরব্যোমধামের বাহিরে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধাম। তাহার বাহিরে কারণ-সমুদ্র। চিন্ময় জগতটী কারণ শূন্য; মায়া কারণময়ী। এই দুএর মধ্যবর্ত্তী স্থলকে চিন্ময় জলনিধিভাবে কারণসমুদ্র বলা হইয়াছে, কেন না সেই স্থলস্থায়ী ভগবদীক্ষণই, তাহার বাহিরে মায়াকে লক্ষ্য করিয়া সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া করে। সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়াশূন্য কৃষ্ণ ও পরব্যোমনাথ স্বরূপে কোন মায়া-সম্বন্ধিনী ক্রিয়া হয় না। মহাসঙ্কর্ষণ স্বীয় সুদূর ঈক্ষণাংশে সেই অর্ণবে

শয়িতভাবে মহত্তত্ব সৃষ্টি করেন, ইনি আদ্যবতার। কারণাব্ধির বাহির মায়াশক্তির অবস্থিতি তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। মায়া কারণসমুদ্রকে স্পর্শ করিতে পারে না। ভগবদীক্ষণ মায়া মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মায়াকে ক্রিয়াবতী করে। মায়ার দুই প্রকার অবস্থিতি ; জগতের উপাদানরূপ প্রধান এবং জগতের নিমিত্তরূপ প্রকৃতি। প্রকৃতি বস্তুত জড়রূপা। ভগবদীক্ষণশক্তিসঞ্চারিত হইলে প্রকৃতি সেই শক্তিবলে জগত সৃষ্টির গৌণ কারণ হয়। অগ্নি প্রবেশ করিয়া লৌহকে যেরূপ দাহন শক্তি দেয়, তদ্রূপ। সুতরাং কৃষ্ণই মূল জগৎ কারণ ; অজাগলস্তনের ন্যায় প্রকৃতির নিমিত্ত কারণত্ব। মায়াঅংশে অর্থাৎ মায়ার প্রকৃতিঅংশে যে নিমিত্ত-কারণ বলা যায় তাহাতেও নারায়ণই নিমিত্ত-কারণ। ঘট নির্ম্মাণে চক্রদণ্ডাদি ও কুম্ভকার ইহারা নিমিত্ত-কারণ। নারায়ণ কুম্ভকারস্থলীয় নিমিত্ত-কারণ এবং মায়া চক্রদণ্ডাদিস্থলীয় নিমিত্ত-কারণ। সুতরাং যেমন কুম্ভকার ব্যতীত ঘট হয় না, নারায়ণ ব্যতীত জগত হয় না। চক্রদণ্ডস্থলীয় প্রকৃতিরূপ নিমিত্ত কারণ মূল-নিমিত্ত কারণ নারায়ণের সহায় রূপে কার্য্য করে।

৮৭পৃ, ৭।১২পং। [দূরে হইতে পুরুষ করে⋯সবাতে প্রবেশ ॥

কারণাব্ধিশায়ী পুরুষ দূর হইতে মায়ার প্রতি যে দৃষ্টি করেন সেই দৃষ্টি চিৎকণক স্বরূপ হইয়া দুই প্রকার কার্য্য করে। অর্থাৎ তৎকিরণকলারূপে অনন্তজীবকে মায়ামধ্যে নিবিষ্ট করে, এবং স্বয়ং অঙ্গাভাসে মায়াতে মিলিত হইয়া অগণ্য অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে। সেই প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক পুরুষাকারে প্রবিষ্ট হয়।

৮৭পৃ, ২৪পং। যস্যৈক নিশ্বসিত কালমথাবলম্ব্যইতি (আদি, ৫ম, ১০শ্লোঃ)।

ব্রহ্মাণ্ডনাথ সকল যাঁহার লোমকূপ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া

তাঁহার নিশ্বাস কাল পর্য্যন্ত অবস্থিত, সেই মহাবিষ্ণু যাঁহার কলা সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ১০ ॥

৮৮পৃ, ৪পং । ক্বাহং তমোমহদহং খচরাগ্নি ইতি । আদি, ৫ম, ১১শ্লো ।

প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার,পঞ্চভূত নির্ম্মিত সপ্ত-বিতস্তি পরিমিত এই কায়ান্তর্গত আমি বা কোথায়,আর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুরূপে যে তোমার লোমবিবরে পরিভ্রমণ করে যে তোমার মহিমাই বা কোথায়, অর্থাৎ আমার ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ তোমার মহিমার সহিত তুলনায় কিছুই নয় ॥ ১১ ॥

৮৮পৃ, ৯ ১৪পং । [গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীবলরাম···পুরুষ নাম ।]

কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি বলরাম মূলসঙ্কর্ষণ। তাঁহার স্বরূপাংশ পরব্যোমে সঙ্কর্ষণ। তাঁর অংশ কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু, তিনি অংশের অংশ বলিয়া কলা বলা যায়। গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদ-শায়ী পুরুষদ্বয় মহাবিষ্ণুর অংশ।

৮৮পৃ, ১৭পং । বিষ্ণোস্তু ত্রীণিরূপাণি ইতি ॥ আদি, ৫ম, ১২ শ্লো ।

নিত্যধামে বিষ্ণুর তিনটী রূপ। প্রথম মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা, কার-ণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু। দ্বিতীয়, গর্ভোদশায়ী ও সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডগত পুরুষ। তৃতীয়, ক্ষীরোদশায়ী ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডগত পুরুষ, তিনি প্রতি জীবের অন্তর্যামী ঈশ্বর ও পরমাত্মা, এই তিনটীর তত্ত্ব জানিতে পারিলে জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥ ১২ ॥

৮৯পৃ, ২পং । এতে চ ইতি ॥ আদি, ৫ম, ১৩শ্লো । অনুবাদ ১২৭৫ পৃষ্ঠায় ।

৮৯পৃ, ৪ পং । সেই পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী ।

৮৯পৃ, ১১-১৯পং । আদ্যাবতার ইতি । আদি, ৫ম,১৪-১৭শ্লো ।

কারণাব্ধিশায়ী পুরুষই ভগবানের আদ্যবতার। কাল, স্বভাব কার্য্যকারণরূপ প্রকৃতি, মনাদি মহত্তত্ত্ব মহাভূতাদি অহঙ্কার, সত্ত্বাদি গুণ, ইন্দ্রিয়গণ, বিরাট, স্বরাট, স্থাবর, জঙ্গম, আমি ব্রহ্মা,

ভব, বিষ্ণু, দক্ষাদি প্রজাপতি, তোমরা ঋষিগণ, স্বর্গপতি, খগ-লোকপাল, নবলোকপাল, পাতালাধিপতি, গন্ধর্ব্বপতি, বিদ্যাধর-পতি, চারণপতি, রক্ষপতি, উরগপতি, নাগনাথ, প্রধান প্রধান ঋষি, পিতৃলোক, দৈত্যেন্দ্র, সিদ্ধেন্দ্র ও দানবেন্দ্র; প্রেত, পিশাচ, ভূত, কুষ্মাণ্ড, জলজন্তু, মৃগপতি, পক্ষীরাজগণ এবং ঐশ্বর্য্যযুক্ত লোক, তেজঃযুক্ত, ইন্দ্রিয়শক্তিযুক্ত, মনশক্তিযুক্ত, বলযুক্ত, ক্ষমা-যুক্ত, শোভাযুক্ত, লজ্জাযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত, বিচিত্রবর্ণসকল এবং রূপবান্ বা কুৎসিৎ যত কিছু আছে সে সকলেই সেই পুরুষের বিভূতি, তিনি পরতত্ত্ব ও অবতার ॥ ১৪ ১৭ ॥

৮৯পৃ, ২১পং। জগৃহে পৌরুষং রূপমিতি। আদি, ৫ম ১৮শ্লো।

লোকসৃষ্টি মানসে মহদাদি দ্বারা সম্ভূত ও ষোড়শকলাবিশিষ্ট পুরুষাখ্যরূপ ভগবান ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

৯০পৃ, ১৪পং। [যদ্যপি সর্ব্বাশ্রয় তিঁহ ··নাহি স্পর্শগন্ধ ॥]

যদিও তিনি সর্ব্বাশ্রয়বলিয়া, তাহাতে সংসার অবস্থিত, তথাপি তিনি অন্তরাত্মারূপে জগতআধার। প্রকৃতির সহিত এই দুই প্রকারসম্বন্ধ থাকিলেও তিনি প্রকৃতিস্পর্শদোষ স্বীকার করেননা।

৯০পৃ, ৬পং। এতদীশনমিতি ॥ আদি, ৫ম, ১৯শ্লো। অনুবাদ ১২৭৪ পৃষ্ঠায়।

৯০পৃ, ১০।১১পং। [আমিত জগতে বসি জগত···না আমা জগতে ॥]

আমি জগতে অবস্থিত এবং জগতও আমাতে অবস্থিত। আবার আমি জগতে নাই এবং জগতও আমাতে নয়। ইহাকে অচিন্ত্য অর্থ বলে।

৯০পৃ, ১৯পং। যস্যাংশাংশঃ শ্রীলগর্ভোদশায়ী ইতি। আদি, ৫ম, ২০শ্লো।

যাঁহার নাভিপদ্মের নাল লোকস্রষ্টা বিধাতার সূতিকাধাম ও লোকসমূহের বিশ্রামস্থান সেই গর্ভোদশায়ী যাঁহার অংশের অংশ, সেই নিত্যানন্দ-রামকে আমি প্রণাম করি ॥ ২০ ॥

৯২পৃ, ৫।৬পং। [হিরণ্যগর্ভ অন্তর্য্যামী জগৎকারণ·· বিরাট কল্পন।]

গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুই হিরণ্যগর্ভ, অন্তর্য্যামী ও জগত-কারণ। তাঁহারই অংশকে বিরাট কল্পনা করা গিয়াছে।

৯২পৃ, ৯পং। দশমশ্লোকের অর্থ,—দশমশ্লোকে এবং তাহার নিম্নলিখিত পদ্যসমূহে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর বিবরণ।

৯২পৃ, ১২পং। যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং ইতি। আদি, ৫ম, ২১শ্লো।

যাঁহার অংশের অংশ তাঁহার অংশ, ক্ষীরোদশায়ী অখিল পরমাত্মা পালনকর্ত্তা বিষ্ণু; যাঁহার কলা পৃথ্বীধারী অনন্ত, সেই নিত্যানন্দ-রামকে আমি প্রণাম করি॥ ২১ ॥

৯৩পৃ, ১১-২০পং। [অবতার অবতারী অভেদ যে জানে·· মিথ্যা নহে॥]

অবতার ও অবতারীর ভেদ যে জানে না, সে যেরূপ পূর্ব্বে কৃষ্ণকে বামন ইত্যাদির তুল্য করিয়া মানিয়াছে, সেইরূপ নিত্যানন্দকেও, অভেদকারী, অনন্ত ইত্যাদি বলিয়া থাকে। বস্তুতঃ ভক্তেরা যখন এরূপ বলিয়াছেন, তখন তাহা মিথ্যা নয়। সর্ব্বোচ্চ তত্ত্বে সকলই সম্ভব।

৯৫পৃ, ১.২পং। [অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ··সবারে দেখাই।]

অতএব সর্ব্বোচ্চতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বরাহ-নৃসিংহাদি অবতার লীলা করিয়া দেখাইয়াছেন।

৯৫পৃ, ১২পং। বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ ইতি॥ আদি, ৫ম, ২২শ্লো।

প্রাকৃতব্যক্তির ন্যায় বৃষরূপ হইয়া শব্দ করিতে করিতে দুই ভাই যুদ্ধ করেন। কখন হংস-ময়ূরাদির অনুকরণ করতঃ তাহাদের শব্দ করেন॥ ২২ ॥

৯৫পৃ, ১৫পং। কচিৎক্রীড়া পরিশ্রান্তং ইতি। আদি, ৫ম, ২৩শ্লো।

কখন বা ক্রীড়াপরিশ্রমে রাখালদিগের ক্রোড়ে মাথা দিয়া, কৃষ্ণ স্বয়ং শয়ন করেন এবং বলদেবকে শয়ন করাইয়া তাঁহার পদ সম্বাহন করেন॥ ২৩ ॥

৯৫পৃ, ১৮পং। কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী ইতি॥ আদি, ৫ম, ২৪শ্লো।

এই মায়া কি দৈবী, মানুষী কি আসুরী? আমাকে বিমোহিত করিতে আমার প্রভু কৃষ্ণের মায়া ব্যতীত আর কোন প্রকার মায়া সমর্থ হয় না॥ ২৪॥

৯৫পৃ, ২১পং। যস্যাঙ্ঘ্রি পঙ্কজরজো ইতি॥ আদি, ৫ম, ২৫ শ্লো।

লোকপালসকল সমস্ততীর্থগণের তীর্থস্বরূপ যাঁহার পদরজ মস্তকে ধারণ করেন এবং ব্রহ্মা, শিব, আমি ও লক্ষ্মী, আমরা কেহ অংশ, কেহ অংশাংশরূপে যাঁহার পদরজ চিরকাল ধারণ করি, তাঁহার সম্বন্ধে সামান্য রাজসিংহাসনে কি মাহাত্ম্য?॥২৫॥

৯৭পৃ, ৮পং। রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন ইতি॥ আদি, ৫ম, ২৬শ্লো।

কলাবিভাগে রামাদিমূর্ত্তিতে ভগবান্ জগতে নানা অবতার প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু যে পরমপুরুষ স্বয়ং কৃষ্ণরূপে প্রকট হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি॥২৬॥

৯৭পৃ, ২০পৃং। উল্লাস উপরি,—অত্যন্ত উল্লাসিত হইয়া আমি তোমার প্রসন্নতার আখ্যান লিখিতেছি।

৯৮পৃ, ১পং। অবধূত গোসাঞি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু।

৯৮পৃ, ১পং। প্রেমধাম—প্রেমের আধার।

৯৮পৃ, ৯।১০পৃং। [যে নয়ন দেখিতে অশ্রু হয় মনে যার .. অশ্রুধার॥]

যাঁহার নয়ন দেখিলে মনঃ হইতে নিজনয়নে অশ্রু আইসে, সেই মীনকেতনরামদাসের নেত্রে অবিশ্রাম অশ্রুধার বহিতে থাকে।

৯৮পৃ, ১১পং। কদম্ব—সমূহ। জাড্য—স্তম্ভ।

৯৮পৃ, ১৯।২০পং। [এই ত' দ্বিতীয় সূত রোমহরষণ প্রত্যাখ্যান॥]

শ্রীমূর্ত্তিসেবক গুণার্ণবমিশ্র অঙ্গনে বসিয়া শ্রীনিত্যানন্দের দাসকে সম্ভাষণ না করায় মীনকেতনরামদাস ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, যে এই মিশ্র দ্বিতীয় রোমহর্ষণ সূত। তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপ

নৈমিষারণ্যক্ষেত্রে বলদেবকে দেখিয়া রোমহর্ষণ সূত ব্যাস-গাদি পরিত্যাগ করিয়া সম্ভাষণ করেন নাই, গুণার্ণবমিশ্রও সেইরূপ অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন।

৯৯পৃ, ৪ ৬পং। [মোর ভ্রাতা সনে তাঁহা কিছু ··বিশ্বাস আভাস ॥]

উক্তব্যবহার দেখিয়া আমার ভ্রাতা মীনকেতনের সহিত কিছু বাদানুবাদ করিয়াছিলেন। আমার ভ্রাতার শ্রীচৈতন্যপ্রভুতে সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কিন্তু নিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি সেরূপ বিশ্বাস ছিলনা।

৯৯পৃ, ১২পং। অর্দ্ধকুক্কুটীন্যায়—অর্দ্ধজরতীর ন্যায়। অর্থাৎ কুক্কুটের অর্দ্ধাংশ বৃদ্ধঅর্দ্ধাংশ যুবা একথা প্রমাণে নিতান্ত অগ্রাহ্য। সেইরূপ অর্দ্ধকুক্কুটীন্যায় অবলম্বনপূর্ব্বক এক অখণ্ড-ঈশ্বর চৈতন্য নিত্যানন্দের মধ্যে একটীকে মানিতেছ ও একটীকে মানিতেছ না, ইহাই তোমার ভণ্ডতা।

১০০পৃ, ১পং। কাটোয়া-প্রদেশে নৈহাটীগ্রামের নিকটে ঝাঁমটপুরে কবিরাজগোস্বামীর বাস ছিল।

১০১পৃ, ১১পং। হাতসান,—হস্তস্পর্শ।

১০২পৃ, ৬পং। ভক্তিরসপ্রান্ত, ভক্তিরসের নৈকট্য মাত্র।

১০৩পৃ, ৮পং। তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ ইতি। আদি,৫ম, ২৭শ্লো।

শ্রীরাসলীলায় গোপীদিগের বিচ্ছেদ বিলাপের পর সহসা পীতাম্বর বনমালী, হাস্যবদন, সাক্ষাৎ মদনমোহন তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন ॥ ২৭ ॥

১০৪পৃ, ৮পং। স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং্মিতি। আদি ৫ম, ২৮শ্লো।

হে সখে, যদি বান্ধব-সঙ্গ করিতে তোমার লোভ থাকে তবে কেশীঘাটের নিকটবর্ত্তী ঈষদ্ধাস্যযুক্ত, ত্রিবক্রতাশালী, বামঅঞ্চলে নেত্রকটাক্ষবিশিষ্ট অধরপঙ্কজে বিরাজিত বংশী কিশলয় ও ময়ূর-

পুচ্ছদ্বারা উৎকৃষ্ট শোভান্বিত গোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিও না। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তিদর্শন করিলে অন্যত্র বিরাগ উপস্থিত হইবে ॥ ২৮ ॥

১০৫পৃ, ৫পং। আয়,—আসিয়া।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের সারকথা।

শ্রীমদদ্বৈতআচার্য্যপ্রভুর স্বরূপ ও মহিমা দুইশ্লোক বিচার দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে। মায়ার দুইটীবৃত্তি, নিমিত্ত ও উপাদান। নিমিত্তরূপ প্রকৃতিতে উদিত পুরুষাবতারের নাম মহাবিষ্ণু। উপাদানরূপ প্রধানতত্ত্বে মহাবিষ্ণুর দ্বিতীয়স্বরূপই অদ্বৈত। সেই অদ্বৈত জগৎসৃষ্ট্যাদির কার্য্যে কর্ত্তাবিশেষ এবং ভক্তভাব স্বীকার করতঃ জগতে ভক্তিশিক্ষা দিয়াছেন। তিনি চৈতন্যের দাস একথা বলিতে তাঁহার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হয়। যে হেতু অন্তর্ভূত দাস্যভাবব্যতীত কোনরসেই কৃষ্ণমাধুর্য্যআস্বাদন করা যায় না।

১০৫পৃ, ১৬পং। বন্দে তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমিতি ॥ আদি, ষষ্ঠ, ১শ্লো।

যাঁহার প্রসাদে অজ্ঞব্যক্তিও তাঁহার স্বরূপনিরূপণ করিতে পারেন, সেই অদ্ভুতচেষ্টাবিশিষ্ট শ্রীমদ্অদ্বৈতাচার্য্যকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

১০৬পৃ, ৪পং। মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা ইতি ॥ আদি, ৬ষ্ঠ, ২শ্লো।

যে মহাবিষ্ণু মায়াদ্বারা এই জগতকে সৃষ্টি করেন, তিনি জগৎকর্ত্তা। ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার অবতার। হরি হইতে অভিন্ন তত্ত্ব বলিয়া তাঁহার নাম অদ্বৈত। ভক্তিশিক্ষক বলিয়া

তাঁহাকে আচার্য্য বলে। সেই ভক্তাবতার-অদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরকে আমি আশ্রয় করি ॥ ২ ॥

১০৬পৃ, ১৩,১৭পং। [সে পুরুষের অংশ অদ্বৈত…নাহিক বিচ্ছেদ ॥]

মহাবিষ্ণু মায়ার দুইবৃত্তিতে দুইরূপে বিরাজমান। মায়া উপাদান-অংশে প্রধান ও নিমিত্তাংশে প্রকৃতি। মহাবিষ্ণু এক স্বরূপে প্রকৃতিস্থ হইয়া জগতের নিমিত্তকারক, তাহাই বিষ্ণুরূপ। দ্বিতীয়স্বরূপে প্রধানস্থ হইয়া রুদ্ররূপে অদ্বৈত। অতএব পুরুষ হইতে অদ্বৈতের কিছু ভেদ নাই। কেবল শরীরভেদ।

১০৭পৃ, ৫।৬পং। [পুরুষ প্রকৃতি ঐছে দ্বিমূর্ত্তি হইয়া · উপাদান লঞা ॥]

পুরুষ ও প্রকৃতি প্রত্যেকেই দুইমূর্ত্তি অর্থাৎ পুরুষ মহাবিষ্ণু-রূপে নিমিত্ত এবং অদ্বৈতরূপে উপাদান হইয়া এবং প্রকৃতি নিমিত্ত-উপাদান দুইরূপ হইয়া বিশ্বসৃষ্টি করেন।

১০৭পৃ, ২০পং। নারায়ণস্ত্বমিতি। আদি, ৬ষ্ঠ, ৩শ্লো। অনুবাদ ·২৭২ পৃ।

১০৯পৃ, ১৩ ১৮পং। [মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য আভিমান ॥]

অদ্বৈতপ্রভু মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য এবং তাহার গুরুভাই ঈশ্বরপুরী, মহাপ্রভুর গুরু। এই সম্বন্ধে আচার্য্যগোসাঞিকে মহাপ্রভু গুরুজ্ঞান করেন। বস্তুত শ্রীচৈতন্যগোসাঁই সর্ব্বেশ্বর এবং অদ্বৈতআচার্য্যপ্রভু তাঁহার দাস। এসম্বন্ধে অদ্বৈতপ্রভু আপনাকে দাস অভিমানি করিতেন ॥

১১০পৃ, ২পং। ব্রহ্মসুখ, আমিব্রহ্ম এই অভেদবুদ্ধিতে যে সুখ।

১১০পৃ, ৯পং। আগল, অগ্রগণ্য।

১১১পৃ, ১১পং। ["তথাপি তাহাতে রহু মোর মনোবৃত্তি ॥"]

হে উদ্ধব! যদিও কৃষ্ণকে ঈশ্বর' বলিয়া মনে লয়, তথাপি সেই কৃষ্ণে আমার মনোবৃত্তি স্থিতি হউক।

১১১পৃ, ১৪পং। মনসোবৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ ইতি॥ আদি, ৬ষ্ঠ, ৪শ্লো।

নন্দ কহিলেন, হে উদ্ধব, আমাদের সমস্তমানসবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণ-পদাম্বুজকে আশ্রয় করুক্। আমাদিগের বাক্যসকল তাঁহার নামকীর্ত্তন করুক্ এবং আমাদিগের দেহ তাঁহার অভিবাদনে প্রযুক্ত হউক। কর্ম্মফলানুসারে ঈশ্বর ইচ্ছায় আমাদের যে কোন অবস্থা হউক না কেন, দানাদিশুভানুষ্ঠান কর্তৃক পরম-পুরুষ কৃষ্ণে আমাদিগের রতি পরিবর্দ্ধিত হউক॥ ৪॥

১১১পৃ, ১৮।১৯পং। শ্রীদামাদি ব্রজে যত সখায়…কেবল সখ্যময়॥

সখ্য দুই প্রকার ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত ও কেবল অথবা অমিশ্র সখ্য। শ্রীদামাদি ব্রজসখাদিগের কেবল সখ্য তাঁহারা কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য জানেন না।

১১২পৃ, ২পং। পাদসম্বাহনং চক্রুঃ ইতি। আদি, ৬ষ্ঠ, ৫শ্লো।

কৃষ্ণ শয়ন করিলে কোন সখা তাঁহার পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন, কেহবা বিশুদ্ধসখ্যভাবে পল্লবরচিত ব্যাজন দ্বারা বায়ুবীজন করিতে লাগিলেন॥ ৫॥

১১২পৃ, ৯পং। ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীরযোষিতাং ইতি। আদি, ৬ষ্ঠ, ৬শ্লো।

হে ব্রজদুঃখনাশক, হে যোষিদ্‌গণের মধ্যে পরমনায়ক, হে নিজজন-সন্দেহ-দূরকারী মন্দহাস্যময় হে সখে। আমরা তোমার কিঙ্করী তোমার মুখপদ্ম আমাদিগকে দর্শন করাও॥ ৬॥

১১২পৃ, ১২পং। অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্য পুত্রো ইতি॥ আদি, ৬ষ্ঠ, ৭শ্লো।

সম্প্রতি খেদের বিষয় এই যে, আমাদের আর্য্যপুত্র মথুরা নগরে অবস্থিতি করিতেছেন। হে উদ্ধব, পিতা নন্দের গৃহ ও গোপবান্ধবগণকে তিনি কি স্মরণ করেন? কখন তিনি এই কিঙ্করীদিগের কথা বলেন? আহা! তিনি কি আর অগুরুগন্ধযুক্ত হস্ত আমাদের মস্তকে ধারণ করিবেন?॥ ৭॥

১১২পৃ, ২১পং। হা নাথ রমণপ্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসিতি॥ আদি, ৬ষ্ঠ, ৮শ্লো।

হা নাথ! হা রমণ! হা প্রিয়তম! হে মহাবাহো! আমি তোমার অতিদীনা দাসী, আমাকে নিকটস্থ কর? ॥ ৮ ॥

১১৩পৃ, ৪পং। তপশ্চরন্তীমাজ্ঞায় ইতি। আদি, ষষ্ঠ, ৯শ্লো।

আমি শ্রীকৃষ্ণপাদস্পর্শ-লালসায় তপস্যা করিতেছিলাম, কৃপাপূর্ব্বক কৃষ্ণ স্বীয় সখার সহিত আসিয়া আমার পাণিগ্রহণ করিলেন। তদবধি আমি ইঁহার গৃহমার্জ্জনকারিণী দাসী ॥ ৯ ॥

১১৩পৃ, ৭পং। আত্মারামস্য তস্যেমাবয়ং ইতি॥ আদি ৬ষ্ঠ, ১০শ্লো।

আমরা কতকত তপস্যা দ্বারা সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক এই আত্মারাম পুরুষের গৃহদাসীত্ব লাভ করিয়াছি ॥ ১০ ॥

১১৩পৃ, ১৪পং। দশদেহ,—ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, ভূষণ, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন, এই দশদেহ।

১১৪পৃ, ১২পং। [পিতা মাতা গুরু সখা দাস্যভাব সে করয়।]

যে কোন ভাব লউন না কেন, সকলভাবের অন্তর্গত দাস্যভাব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

১১৫পৃ, ২পং। ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনি ইতি॥ আদি, ৬ষ্ঠ, ১১শ্লো।

হে উদ্ধব, ব্রহ্মা, সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী বা স্বয়ং আমি আমার তত প্রিয় নই, যেরূপ তুমি আমার ভক্ত আমার প্রিয় ॥ ১১ ॥

১১৬পৃ, ৪পং। ["কৃষ্ণ সাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্যাস্বাদন।"]

কৃষ্ণতে সমতাবুদ্ধি করিলে তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন হয় না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সপ্তম পরিচ্ছেদের কথাসার।

এই সপ্তম পরিচ্ছেদে পঞ্চতত্ত্বের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চতত্ত্বাত্মক কৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়া জগতে নাম প্রেম দান

করায় প্রেমের মহাবন্যা উদয় হইল। মায়াবাদী, নিন্দুক প্রভৃতি কএক প্রকার কুতার্কিক সেই বন্যা হইতে পলাইয়া ছিলেন। তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছায় মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ শুদ্ধভক্তি প্রচারপূর্ব্বক সেই সকল লোককে শ্রীচরণে আকর্ষণ করিলেন। কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণকে উদ্ধার করিবার বাঞ্ছায় বারাণসীধামে ভক্তদিগের অনুনয়ে কোন ব্রাহ্মণের বাটীতে ঐ সকল সন্ন্যাসীকে একত্রে পাইয়া প্রথমে স্বীয় স্বরূপের ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন; পরে তাঁহাদের জিজ্ঞাসানুসারে মায়াবাদসিদ্ধান্তের অমূলক অর্থ প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতের সর্ব্ববিধ দোষ দেখাইয়া দিলেন। ভগবদ্দর্শনরূপ সুকৃতিবলে তাহাদিগকে ভক্তিপথে আনয়নপূর্ব্বক কৃপাদান করিলেন।

১১৮পৃ, ২পং। অগত্যেক গতিং নত্বা ইতি। আদি, ৭ম, ১শ্লো।

অকিঞ্চনের-গতিপরার্থহীনব্যক্তির ও মহদর্থসাধক শ্রীচৈতন্যকে নমস্কারকরিয়া, তাঁহার প্রেমভক্তির বদান্যতা বর্ণন করিতেছি।

১১৮পৃ, ৭পং। ["গুরুতত্ত্ব কহিয়াছি এবে পাঁচের বিচার ॥"]

প্রথমপরিচ্ছেদে দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরুভেদে গুরুতত্ত্ব বর্ণন করিয়াছি। "বন্দে গুরুনীশভক্তান্" শ্লোকোক্ত এখন এই শ্লোকের গুরুতত্ত্ববাদে আর পাঁচ তত্ত্বের বিচার করিতেছি।

১১৮পৃ, ১৩পং। পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণমিতি ॥ আদি, ৭ম, ২শ্লো।

কৃষ্ণস্বরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতারস্বরূপ, ভক্তপ্রকাশস্বরূপ, ভক্তশক্তিস্বরূপী, এই পঞ্চতত্ত্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ২ ॥

১২০পৃ, ৪।৫পং। [পূর্ব্বে প্রেম ভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া আস্বাদন।]

শ্রীকৃষ্ণচরিত্রই প্রেমভাণ্ডার, তাহা জগতে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই ভাণ্ডারের দ্বারবদ্ধ হইয়া মুদ্রাঙ্কিত ছিল। শ্রীচৈতন্যাব-

তারে পঞ্চতত্ত্ব মিলিয়া সেই মুদ্রা ভঙ্গকরতঃ দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া লুটপাটের সহিত প্রেম আস্বাদন করিয়াছিলেন।

১২০পৃ, ১৬।১৭পং। [প্রেমবন্যায় জগত ডুবিল হইল জীবের বীজ নাশ।।]

প্রেমভাণ্ডার অবারিত হইলে, প্রেমরসের বন্যা প্রবলবেগে সমস্ত জগত ডুবাইয়া ফেলিল, তাহাতে বদ্ধজীবদিগের কৃষ্ণদাস্য বিস্মৃতিরূপ অবিদ্যাবন্ধন বীজ নাশ হইয়া গেল।

১২১পৃ, ১।২পং। [মায়াবাদী, কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ পড়ুয়া অধম ॥]

মায়াবাদী,—সমস্ত সদ্বিষয়ে যাঁহারা মায়া লইয়া বাদ উঠায়। ব্রহ্মকে মায়ার অতীত করিয়া ঈশ্বরকে মায়াসঙ্গী করে এবং ঈশ্বরের অবতার সকলের দেহকে মায়িক বলে। জীবের গঠনে মায়ার কার্য্য আছে, অর্থাৎ জীবের সর্ব্বপ্রকার অহংবুদ্ধি মায়ানির্ম্মিত, একরূপ বলে। সুতরাং জীবমুক্ত হইলে, শুদ্ধজীব বলিয়া আর কোন অবস্থা থাকে না একরূপ সিদ্ধান্ত করে। মুক্তি হইলে জীব ব্রহ্মের সহিত অভেদ হয়, একরূপ শিক্ষা দেয়।

কর্ম্মনিষ্ঠ,—কর্ম্মজড়, স্মার্ত্তগণ অর্থাৎ যাঁহারা কর্ম্ম ও কর্ম্মফলকে জীবের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া উক্তি করে।

কুতার্কিকগণ,—নিরীশ্বর তার্কিকগণ।

নিন্দুক,—যাহারা ভক্তদিগকে ও ভক্তিতত্ত্বের নিন্দা করে।

পাষণ্ডী,—ভগবানেরসহিতঅন্যান্যদেবতার ব্যাখ্যানকারীগণ।

অধমপড়ুয়া,—যে সকল পড়ুয়া বিদ্যাকে তর্কেরকারণ বলিয়া নির্ণয় করে, এবং বিদ্যা যে ঈশ্বরপ্রাপ্তির উপায় তাহা জানে না।

১২২পৃ, ১।২পং। তবে নিজভক্ত... সবে এড়াইল মাত্র কাশীর মায়াবাদী।

প্রভু সন্ন্যাস করিবামাত্রই কুতার্কিক, কর্ম্মনিষ্ঠ, নিন্দুক, পাষণ্ডী ও অধম পড়ুয়াগণ ক্রমে ক্রমে তাঁহার পাদাশ্রয় করিলেন

এবং অনেক ম্লেচ্ছগণও তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিল। কেবল বারাণসীধামের মায়াবাদীগণ প্রেমবন্যা হইতে পলাইয়া রহিল।

১২২পৃ, ১৩।১৪পং। [কাশীতে লেখক শূদ্র চন্দ্রশেখর···স্বতন্ত্র ঈশ্বর।"]

বৈদ্য চন্দ্রশেখর শূদ্রবর্ণ। শূদ্রবর্ণের ঘরে সন্ন্যাসীদিগের রাত্রি-যাপন উচিত নয়। কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়া তাহার বাটীতে রহিলেন, কারণ তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর; তাহার কৃপার নিকট ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই সমান। তপনমিশ্রের ঘরে ভিক্ষা অর্থাৎ ভোজন স্বীকার করেন। কোনস্থলেই অন্যসন্ন্যাসী-দের সহিত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন না।

১২৩পৃ, ১৮পং। [তাহার প্রেরণায় তাঁরে অত্যাগ্রহ করে।"

তথাপি প্রভু সন্ন্যাসীদিগকে কৃপা করিবেন বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রেরণ করায়, তিনি অতিশয় আগ্রহের সহিত সেরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

১২৪পৃ, ১৭পং। সম্প্রদায়ীসন্ন্যাসী,—শ্রীশঙ্করাচার্য্যের উপদেশ-মতে যে ব্রাহ্মণসকল সন্ন্যাসগ্রহণ করেন তাঁহারই জগন্মান্য সন্ন্যাসী যথার্থ শাস্ত্র সম্মত সন্ন্যাসী।

১২৫পৃ, ১৬পং। হরেনাম হরের্নাম হরির্নাম ইতি॥ আদি ৭ম, ৩শ্লো।

কলিতে হরিনাম বৈআরগতি নাই। হরিনামইএকমাত্রগতি।

১২৬পৃ, ১২ ১৫পং। [কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা পরম···সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥]"

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিপ্রকারপুরুষার্থ। কৃষ্ণ প্রেম পঞ্চমপুরুষার্থ। মোক্ষের প্রথমাবস্থা ব্রহ্মানন্দাদি তাহার একবিন্দুর সহিত তুলনা হইতে পারে না। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ কৃষ্ণনামের ফল নয়। সর্ব্বশাস্ত্রমতে কৃষ্ণপ্রেমই কৃষ্ণনামের একমাত্র ফল।

১২৭পৃ, ১২পং। এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা ইতি॥ আদি, ৭ম, ৪শ্লো।

কৃষ্ণসেবাব্রত-পুরুষ অবশচিত্ত হইয়া স্বীয় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের

নামকীর্ত্তনে জাতানুরাগ বশত শ্লথহৃদয় হন। উন্মত্তের ন্যায় লোক বাহ্যশূন্য হইয়া কখন হাঁস্ত, কখন রোদন, কখন চিৎকার-কখন গাননৃত্যাদি করেন ॥ ৪ ॥

১২৭পৃ, ২১পং। খাদোদক,—খালের অল্প জল।

১২৭পৃ, ২পং। ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধি ॥ আদি, ৭ম, ৫শ্লো।

হে জগদ্‌গুরো, আমি তোমার স্বরূপ সাক্ষাৎলাভ করিয়া আহ্লাদরূপ-বিশুদ্ধসমুদ্রে অবস্থিতি করিতেছি। আর সমস্ত সুখ আমার নিকট গোষ্পদস্বরূপ বোধ হইতেছে। ব্রহ্মলয়ে জীবের যে সুখ তাহাও গোষ্পদস্বরূপ। গোষ্পদে অর্থাৎ গরুর পদচিহ্নে যে গর্ত্ত হয়, তাহাতে যে জল থাকে তাহা সমুদ্রের তুলনায় অতিক্ষুদ্র॥ ৫ ॥

১২৯পৃ, ১পং। উপনিষদ্—ঈশ, কেন, কঠ প্রশ্ন, মণ্ডু, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরিয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক এবং শ্বেতাশ্বতর এই একাদশ বেদশিরোমণি উপনিষদ্। সূত্র,—ব্রহ্ম-সূত্র, চারি অধ্যায় ১৬ পাদ। এই দুইটী শাস্ত্রমধ্যে প্রধান।

১২৯পৃ, ১৫পং। [উপনিষৎ সহিত সূত্র · ঈশ্বরের আজ্ঞাপাঞা।]

এই প্রধানশাস্ত্র মুখ্যবৃত্তি অর্থাৎ অভিধাবৃত্তি দ্বারা, যে তত্ত্ব শিক্ষা দেন তাহাই পরমমহৎ। শ্রীশঙ্করাচার্য্য ঐ শাস্ত্রের মুখ্যবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৌণবৃত্তি অর্থাৎ লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা কেবলাদ্বৈতবাদ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া যে ভাষ্য লিখিয়াছেন তাহা শ্রবণ করিলে পারমার্থিক সমস্ত কার্য্য নাশ হয়। যদি বল, সাক্ষাৎ শিবাবতার শঙ্করস্বামী এরূপ অবৈধ কার্য্য কেন করি-লেন, তবে শুন। তিনি ঈশ্বর আজ্ঞায় ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ায় তাঁহার দোষ নাই। যথা পদ্মপুরাণে শ্রীমহাদেব বাক্যে, "মায়া-

বাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নংবৌদ্ধমুচ্যতে। ময়ৈবকল্পিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা (পৃ ৩৮৫) ॥ ব্রহ্মণশ্চাপরং রূপং নির্গুণং বক্ষ্যতে ময়া। সর্ব্বস্ব জগতোপ্যস্য মোহনার্থং কলৌ যুগে ॥ বেদান্তেতু মহাশাস্ত্রে মায়াবাদ মবৈদিকং। ময়ৈব বক্ষ্যতে দেবি জগতাং নাশকারণাৎ ॥ শিবপুরাণে ভগবদ্বাক্য "দ্বাপরাদৌ যুগেভূত্বা- কলয়ামানুষাদিষু। স্বাগমৈঃকল্পিতৈস্তঞ্চ জনান্‌মদ্বিমুখান্ কুরু ॥"

১২৯পৃ, ১৬পং। [ব্রহ্ম শব্দে মুখ্য অর্থে কহে…বিষ্ণু কলেবর ॥]

বিষয়টী পাঠ-করিবামাত্র যে অর্থ মুখ্যরূপে অর্থাৎ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় তাহাকে মুখ্যার্থ বলা যায়। "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎপূর্ণমুদচ্যতে" বৃহদারণ্যকে। "বিচিত্রশক্তিঃপুরুষঃ পুরাণঃ" "সবৃক্ষ কালাকৃতিঃ পরোন্য, যস্মাৎপ্রপঞ্চ পরিবর্ত্ততেয়ং ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং" ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরে। "তদ্বিষ্ণোঃপরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" ইতি ঋগ্বেদে "স ঈক্ষাংচক্রে" ইতি প্রশ্নে। "স ঐক্ষত লোকানস্‌জত" ইতি ঐতরিয়ে। "পরাস্য শক্তিৰ্বিবিধৈব শ্রূয়তে" শ্বেতাশ্বতরে। "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" "পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ," "মহান্ প্রভুর্বৈপুরুষঃ" "তদ্বৈষাং বিযজ্ঞৌ তেভ্যোহ প্রাদুর্বভূব" ইতি তলবকারে এবম্প্রকার বহু বহু বেদ বাক্য পাঠ করিবামাত্র ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ, অনূর্দ্ধ, সমরহিত, এক পরমতত্ত্ব ভগবানই প্রতীত হয়। তবে যে "অপাণি পাদ" ইত্যাদি আকার-নিষেধকবাক্য পাওয়া যায় তদ্দ্বারা সেই ভগবানের আকার চিদাকার, তাঁহার দেহ চিদ্দেহ ও তাঁহার বিভূতি চিদ্বি- ভূতি,' এই মাত্র বুঝিতে হইবে। চিদ্বিভূতি আচ্ছাদন করিয়া তাহাকে নিরাকার বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যখন তিনি, তাঁহার

স্থান ও তাঁহার পরিবার সকলই প্রকৃতির অতীত চিদানন্দস্বরূপ তখন তাঁহাকে কিরূপে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার বলিয়া উক্তি হইতে পারে বস্তুতঃ অপ্রাকৃত চিদ্বিভূতিময় তাঁহার আকার ও সত্য। এরূপ বর্ণন করায় আচার্য্যের দোষ কি? যেহেতু তিনি আজ্ঞাকারী দাস। যথা নারদ পঞ্চরাত্রে "মাঞ্চগোপয়সে নস্তাৎ স্বষ্টিরেবোত্তরত্তরা।" কিন্তু অপর যে ব্যক্তি ওরূপ ব্যাখ্যান শ্রবণ করেন তাঁহার সর্ব্বনাশ হয়। বিষ্ণু কলেবরকে প্রাকৃত করিয়া মানার ন্যায়, বিষ্ণুনিন্দা আর হইতে পারে না।

১২৯পৃ, ১৭।১৯পং। [তত্ত্ব যেন ঈশ্বরের জ্বলিত জ্বলন ··শক্তিমান্ ॥]

ঈশ্বরের তত্ত্ব জ্বলিত-জ্বলনের সহিত তুলনা করিলে অনন্তজীব গণকে তাহার স্ফুলিঙ্গের কণাস্বরূপ তুলনা করা যায়। তাৎপর্য্য এই যে ঈশ্বর চিন্ময়, অসীম, জ্বলিতঅগ্নি বিশেষ। অনন্তজীব সকল তাঁহা হইতে স্ফুলিঙ্গের কণ স্বরূপ পৃথক্‌তত্ত্ব হইয়া নিঃসৃত হইয়াছে। এস্থলে জীবের স্বরূপগঠনে মায়ার কোন ক্রিয়া নাই, অর্থাৎ তাহাতে কোন প্রাকৃত ব্যাপার নাই। যদি বল এরূপ চিৎকণ গঠনের প্রয়োজন কি? তবে শুন,—ঈশ্বরের বিচিত্র স্বরূপশক্তির দুইপ্রকার প্রবৃত্তি। অসীমক্রিয়াপ্রবৃত্তি ও অণুক্রিয়াপ্রবৃত্তি। অসীমক্রিয়াপ্রবৃত্তি হইতে ঈশ্বর স্বরূপ ও চিজ্জগৎরূপ বৈকুণ্ঠতত্ত্ব। এই প্রবৃত্তিকেই চিচ্ছক্তি বলে। অণুক্রিয়াপ্রবৃত্তি হইতে অণুচৈতন্যরূপ অনন্তজীব। এই প্রবৃত্তিকে জীবশক্তি বলে। স্বরূপশক্তির যদি এই উভয় বৃত্তি না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার পূর্ণতার হানি হইত। পূর্ণৈশ্বর্য্য ভগবানের শক্তিগত অণুক্রিয়ারূপ জীবের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাব্য ও অপরিহার্য্য। অতএব জীবতত্ত্ব হইতেই কৃষ্ণ তত্ত্বে শক্তিমত্তা। জীব তত্ত্ব না থাকিলে কৃষ্ণের পূর্ণ শক্তিমত্তা স্বীকৃত হইত না।

১৩০পৃ, ২পং। অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিমিতি ॥ আদি, ৭ম, ৬শ্লো।

ভূমি, জল, তেজ, বায়ু, ও আকাশ এই পঞ্চভূতরূপ স্থূল জগত্। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার রূপ লিঙ্গজগত্। এই অষ্ট প্রকারে বিভক্ত প্রকৃতি অপরা বা জড়া। ইহার নাম মায়াপ্রকৃতি। ইহা হইতে পৃথক্ আমার আর একটী পরাপ্রকৃতি আছে। সেই প্রকৃতিই জীবস্বরূপ হইয়া এই জগতে পরিপূর্ণ ॥ ৬ ॥ তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান একমাত্রবস্তু। তাঁহার একটী স্বরূপ বা আত্মশক্তি আছে। সেই স্বরূপশক্তি হইতে পৃথক্প্রায় অথচ তাহার ছায়ার ন্যায় যে শক্তি প্রতীয়মান হয়, তাহার নাম মায়া শক্তি। স্থূল ও লিঙ্গময় জড়ব্রহ্মাণ্ড সেই মায়াপ্রসূত। তাহার অতীত জীবতত্ত্ব। জীবের শুদ্ধসত্তা, শুদ্ধ অহঙ্কার ও মনোবৃত্তি সমস্তই মায়ার অতীত কোন পরাশক্তি গঠিত। অতএব জীব নির্ম্মাণ কার্য্যে মায়ার কোন অধিকার ছিল না। মায়াপ্রবিষ্ট হইয়া জীবের যে জড় ভাবান্বিত অণুবুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রতীত হইতেছে, তাহাই কেবল মায়ার কার্য্য। এই মায়া সম্বন্ধ হইতে পরিস্কৃত হইয়া স্ব স্ব রূপে জীবের অবস্থানকে মুক্তি বলি। মুক্তি হইলে, মায়ানির্ম্মিত অহঙ্কার পর্য্যন্ত থাকে না। কিন্তু জীবের স্বতঃসিদ্ধ যে সকল চিন্ময়ীবৃত্তি আছে, তাহা শুদ্ধরূপে কার্য্য করিতে পারিবে। অতএব জীব একটী ভগবানের শক্তি বিশেষ।

১৩০পৃ, ৫পং। বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ইতি ॥ আদি, ৭ম, ৭শ্লো।

বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার। ক্ষেত্রজ্ঞা, পরা ও অবিদ্যাসংজ্ঞাবিশিষ্টা। বিষ্ণুর পরাশক্তি চিচ্ছক্তি। ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তি জীবশক্তি (যাহাকে মায়ারূপ অপরা হইতে পরা বলিয়া উক্তি হইয়াছে)। অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞারূপা শক্তির নাম মায়া ॥ ৭ ॥

১৩০পৃ, ৭পং—১৩১পৃ, ২পং। [হেনজীব তত্ত্বলৈয়া…ইথে কি বিস্ময় ॥]

জীবতত্ত্ব শক্তিবিশেষ। প্রকৃতিতত্ত্বও শক্তিবিশেষ। সেই জীবতত্ত্বকে অণুচৈতন্য রূপে সিদ্ধ না করিয়া ব্রহ্মরূপে সিদ্ধ করিতে গেলে অবশ্যই ভ্রমময় সিদ্ধান্ত হইবে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য ঈশ্বর আজ্ঞা ক্রমে ঈশ্বরতত্ত্ব আচ্ছাদন করিবার অভিপ্রায়ে জীব তত্ত্বের সহিত পরতত্ত্বের ঐক্য স্থাপনপূর্ব্বক, ভ্রমময় সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন। ব্যাসসূত্রে বস্তুতঃ পরিণামবাদ, স্বীকৃত। আচার্য্য, পরিণামবাদে ঈশ্বরকে বিকারী বলিতে হয়, এই বিতর্ক উঠাইয়া, পরিণামবাদ মানিলে ব্যাসকে ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, এই যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়অধ্যায়ের প্রথমপাদে "তদনন্যত্বমারম্ভন শব্দাদিভ্যঃ" ইতি ১৪শ সূত্রের ভাষ্যে "বাচারম্ভনং বিকারো নামধেয়ং" ইত্যাদি বেদ বাক্যের উদাহরণ দিয়া, পরিণাম বাদকে দোষযুক্ত বিকারবাদ বলিয়া বিতর্ক করিয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে ব্রহ্মসূত্রে ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র তাঁহার অবিচিন্ত্যশক্তির কার্য্যবিকাররূপে এই বিশ্ব এইরূপ পরিণামবাদ শিক্ষিত হইয়াছে। পরিণামের লক্ষণ এই; "সতত্ত্বতোঽন্যথাবুদ্ধি বিকার ইত্যুদাহৃতঃ"। একটী সত্যতত্ত্ব হইতে অন্যএকটী সত্যতত্ত্ব উদয় হইলে, তাহাতে অন্যবস্তু বলিয়া যে বুদ্ধি, তাহাই বিকার অর্থাৎ পরিণাম। ব্রহ্ম একটী সত্যবস্তু। তাঁহা হইতে জীবরূপ একটী সত্যবস্তু, মায়িকব্রহ্মাণ্ডরূপ একটী সত্যবস্তু পৃথক্‌রূপে হইয়াছে, এইরূপ বুদ্ধিকে ব্রহ্মের বিকার বা পরিণাম বলি। বিকার বা পরিণামের উদাহরণ এই যে, দুগ্ধ একটী সত্যপদার্থ তাহাই দধিরূপ অন্য সত্যপদার্থভাবে বিকৃত হয়। ঐতদাত্ম্যমিদং

সর্ব্বং" এইরূপ বেদবাক্যের দ্বারা ব্রহ্মই যে জগৎ, ইহাতে কোন সন্দেহ হয় না। ব্রহ্মের একটি অচিন্ত্যশক্তি আছে, তাহা "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" এই বেদবাক্যে সিদ্ধ হয়। সেই শক্তিক্রমে ব্রহ্মের সত্যধর্ম্মই জগদ্রূপে পরিণত হয়, এরূপ সিদ্ধান্তে কোনপ্রকার দোষ হইতে পারে না। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয় সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" ইত্যাদি ছান্দোগ্যবাক্যে সেই ব্রহ্ম স্বীয় পরাশক্তিক্রমে এই চিজ্জড়াত্মক জগদ্রূপে পরিণত ইহাই প্রসিদ্ধ। জগৎ ও জীব উপাদেয়, ব্রহ্ম উপাদান। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" এই বেদবাক্যে ব্রহ্মের উপাদানত্ব এবং জীব ও জড়ের উপাদেয়ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। পরিণামবাদের যথার্থ মর্ম্ম না বুঝিতে পারিলে এই জগৎ ও জীবকে পৃথক্ সত্যতত্ত্ব বলিয়া বোধ হয় না "সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ" ইত্যাদি বাক্যে জানা যাইতেছে যে জীব ও জীবায়তন জড়জগৎ সত্যবস্তু ঘটে। এস্থলে ব্রহ্মের বিকারীত্ব হইবে এই নিরর্থক ভয়ে, রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি ও শুক্তিতে রজতবুদ্ধির ন্যায় মিথ্যা স্বরূপ জীব ও জগৎকে কল্পনা করা প্রতারণা মাত্র। তবে যে মাণ্ডুক্যাদি বেদে রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি ও শুক্তিতে রজতবুদ্ধি এই সকল উদাহরণ দেখা যায়, তাহার বিশেষ বিশেষ স্থল আছে। জীব শুদ্ধচিৎকণ। মানবদেহবিশিষ্ট জীব এই জড়দেহে আত্মবুদ্ধি করে, ইহাই বিবর্ত্তের স্থল। বিবর্ত্ত এইরূপে ব্যাখ্যাত;—"অতত্ত্বতোঽন্যথাবুদ্ধির্বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ।" যে বস্তু যাহা নয় তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া প্রতীতি করার নাম বিবর্ত্ত। জীবের পক্ষে বিবর্ত্ত একটী মহাদোষ।

বদ্ধজীব সেই বিবর্ত্তবুদ্ধি দোষে দূষিত। এইরূপ বিবর্ত্তদোষকে মূলবিশ্বতত্ত্বে ও জীবতত্ত্বে আরোপ করা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। অবিচিন্ত্যশক্তিকে ভুলিয়াগেলেই এইরূপ-ভ্রমের উদয় হয়। "ভগবান যেরূপে জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন, তাহার একটী সামান্য দৃষ্টান্ত আছে; অনেকে বলেন, প্রাকৃত জগতে চিন্তামণি বলিয়া একটি নিধি আছে, তাহা নানারত্নরাশিকে প্রসব করিয়াও স্বয়ং অবিকৃতস্বরূপে অবস্থান করে। প্রাকৃতবস্তুতে যদি এরূপ অচিন্ত্যশক্তি থাকে, তাঁহা হইলে ঈশ্বরের তদপেক্ষা অনন্তগুণ বিশিষ্ট, একটী অচিন্ত্যশক্তি আছে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি?"

১৩১পৃ, ৩ ১২পং। [প্রণব সে মহাবাক্য বেদের নিদান···প্রমাণতা হানি ॥]

বেদের মূলবাক্য প্রণব, সুতরাং তাহাই একমাত্র মহাবাক্য। প্রণব ঈশ্বরের স্বরূপব্যঞ্জক শব্দ। সর্ব্ববিশ্বধাম, সর্ব্বাশ্রয়, ঈশ্বরের উদ্দেশ করে। তবে যে "তত্ত্বমসি" "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং" "আত্মৈবেদং সর্ব্বং" "নেহনানাস্তিকিঞ্চন" ইত্যাদি বাক্যগণকে মহাবাক্য বলা একটী বিষমভ্রম। কেন না, তন্মধ্যে প্রধানবাক্যরূপ "তত্ত্বমসি" বাক্য প্রাদেশিক মাত্র। যেহেতু তত্ত্বমসিশব্দে যাহা উপদিষ্ট হয়, তাহা কেবল বেদের একদেশব্যাপী উপদেশ, যাহা বেদের সর্ব্বদেশব্যাপী তাঁহাই মহাবাক্য, সুতরাং প্রণব বৈ আর কোনটীই মহাবাক্য হইতে পারে না। এই তত্ত্বকে আচ্ছাদন করিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্য "তত্ত্বমসি"কে মহাবাক্য বলিয়াছেন। তদ্রূপ কল্পিত মহাবাক্য অবলম্বন পূর্ব্বক বেদের সর্ব্বত্র মুখ্যবৃত্তি অর্থাৎ অভিধাবৃত্তি ছাড়িয়া যে লক্ষণাদ্বারা ব্যাখ্যান করা হইয়াছে তাহাতে 'সর্ব্ববেদসূত্রের কৃষ্ণতত্ত্বব্যাখ্যানকে অকারণ তিরস্কৃত করা হইয়াছে। বেদ যখন

স্বতঃপ্রমাণ তাহার শব্দার্থসকল লক্ষণা যোজনা করা স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণের প্রমাণতা হানি করা মাত্র।

১৩২পৃ, ৩-৮পং। [বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান...পূর্ণতাতে হানি ॥]

বৃহদারণ্যকে পূর্ণমদঃ ইত্যাদি বাক্যে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ পরতত্ত্বকে বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। পুরাণসকলে ভগবৎশব্দে সেই সকল লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, অতএব বেদে যেখানে যেখানে ব্রহ্ম বলিয়া উক্তি আছে, সেই সেই স্থলে শ্রীভগবানশব্দ দিলেই শব্দ চরিতার্থ হয়। অতএব সম্পূর্ণ বেদে ভগবানই এক মাত্র সম্বন্ধ। ভগবান নির্ব্বিশেষগুণকে ক্রোড়ীভূত করিয়া নিত্য সবিশেষ। তাহাকে নির্ব্বিশেষ বলা চিৎশক্তি নামানা। চিৎশক্তি-বিশিষ্ট সবিশেষ ব্রহ্ম অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতার হানি হয়।

১৩২পৃ, ৯-১২পং। [ভগবান প্রাপ্তি হেতু যে করি ..প্রেমে উদগম ॥]

সেই ভগবত্তত্ত্বের চরণাশ্রয় পাইবার জন্য সর্ব্ববেদে সাধন ভক্তিকে অভিধেয় বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রবণাদি নববিধ সাধনভক্তি হইতেই কৃষ্ণপ্রেমের উদ্গম হয়।

১৩২পৃ, ১৯ ২০। [সম্বন্ধঅভিধেয়প্রয়োজননাম...পর্য্যবসান ॥]

আমি কে? এই জড় ব্রহ্মাণ্ডই কি? ভগবদ্বস্তুই কি? এবং আমাদের পরস্পর সম্বন্ধই বা কি? এই চারিটী প্রশ্নের সদর্থ পাইলে সম্বন্ধজ্ঞান হয়। সম্বন্ধজ্ঞানপ্রাপ্ত পুরুষের কর্ত্তব্য কি? ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া সেই কর্ত্তব্যাবলম্বনকেই সর্ব্বশাস্ত্রের অভিধেয় বলিয়া জানিতে হইবে। কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের পর যে রকম ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারই নাম প্রয়োজন। ব্রহ্মসূত্রে এই তিনঅর্থ উপদিষ্ট হইয়াছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অষ্টমপরিচ্ছেদের কথা সার।

অষ্টমপরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দের মাহাত্ম্য এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে যে, জন্মে জন্মে কৃষ্ণনাম করিলেও নামাপরাধ থাকিলে প্রেমধন লাভ হয় না। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে নামাপরাধীর সাত্ত্বিকবিকারাদি কেবল ছলমাত্র। যিনি অকপটে চৈতন্যনিত্যানন্দের নাম লইয়া আনন্দপ্রকাশ করেন, প্রভুদ্বয় তাঁহার হৃদয়কে সাক্ষাৎ নিরপরাধ করিয়াছেন। তখন তাহার কৃষ্ণনামে প্রেমোদ্গম হয়। শ্রীবৃন্দাবনদাসঠাকুরকৃত শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে তদীয় সূত্রধৃত শেষলীলা বর্ণিত হইতে বাকি ছিল, শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণের আজ্ঞায়, শ্রীল মদনমোহনের আজ্ঞামালা প্রাপ্ত হইয়া কবিরাজগোস্বামী এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

১৩৫পৃ, ১৫পং। বন্দে চৈতন্যদেবং তং ভগবন্তমিতি ॥ আদি, ৮ম, ১শ্লো।

যে ভগবানচৈতন্যদেবের ইচ্ছায় আমি মূর্খ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় হইয়াও হঠাৎ এই গ্রন্থ লিখনরূপ নৃত্য কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি, তাঁহাকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

১৩৬পৃ, ৭পং। এই সব—এই পঞ্চতত্ত্ব না মানিয়া যাঁহারা কৃষ্ণভক্তি করেন, তাঁহাদের প্রতি কৃষ্ণকৃপা হয় না।

১৩৭পৃ, ৫।৬পং। [বহু জন্মে করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন·· প্রেমধন।]

দশবিধ নামাপরাধযুক্ত পুরুষ যদিও বহু জন্ম শ্রবণ কীর্ত্তন করেন, তথাপি কৃষ্ণপদে প্রেমধন লাভ করেন না।

১৩৭পৃ, ৮পং। জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তি রিতি ॥ আদি, ৮ম, ২শ্লো।

জ্ঞানচেষ্টাদ্বারা সহজে মুক্তি হয়, যজ্ঞাদিপুণ্যদ্বারা স্বর্গভোগাদি সুলভ হয়; কিন্তু সহস্র সহস্র সাধন করিলেও সহজে হরিভক্তি

লাভ হয় না। তাৎপর্য্য এই, সাধনের সহিত আরও কিছু প্রক্রিয়া আছে, তাহা অবলম্বন করিলে হরিভক্তি লাভ হয়।

১৩৭পৃ. ১০।১১পং। [কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে...রাখেন লুকাইয়া ॥]

ভক্তগণ যদি ভুক্তিমুক্তি আশা করেন, কৃষ্ণ শুদ্ধভক্তিতত্ত্বকে লুকাইত রাখিয়া তাহাদিগকে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া অবসর লাভ করেন। ছুটে অর্থাৎ ছাড়িয়া যান।

১৩৭পৃ, ১৩পং। রাজন্‌পতি গুরুর্বলং ভবতামিতি। আদি, ৮ম, ৩শ্লো।

নারদ কহিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! ভগবানকৃষ্ণচন্দ্র, তোমাদের ও যদুদের সম্বন্ধে কখন পতি, গুরু, দেবতা, প্রিয়বন্ধু, কুলপতি বা কখন কিঙ্কর হন। এস্থলে ইহাই জ্ঞাতব্য যে ভজনশীল লোকদিগকে মুকুন্দ সহজেমুক্তিদান করেন। কিন্তু ভজনে কোনপ্রকার নিষ্ঠাচাতুর্য্য আছে তাহা দেখিলে সেই ভক্তকে ভক্তিযোগ দেন।

১৩৭পৃ. ১৯পং-১৩৮পৃ, ২পং। [স্বতন্ত্র ঈশ্বর...বিহ্বল যে হয় ॥]

শ্রীচৈতন্য-অবতারের এই এক আশ্চর্য্য বিশেষ যে, যে কেহ তাঁহার নিকটস্থ হইবে তাহাকে পাত্রাপাত্র-বিচার না করিয়াই নিগূঢ় প্রেমভাণ্ডার দিয়া থাকেন, যেহেতু তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। আরও দেখ চৈতন্যচন্দ্র জগদ্‌গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অপরাধী হউক বা নিরপরাধীই হউক, হে গৌরাঙ্গ! হে চৈতন্য! বলিয়া যে তাঁহাকে আহ্বান করে, কৃষ্ণপ্রেমের পুলকাশ্রুতে সে বিহ্বল হইয়া পড়ে।

১৩৮পৃ, ৫ ৬পং। [কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার ..বিকার ॥]

নামাপরাধ যথা,—পাদ্মে;—(১) সতাংনিন্দা, (২) শ্রীবিষ্ণু সকাশাৎ শিবনামাদেঃ স্বাতন্ত্র্যমননং, (৩) গুর্ব্ববজ্ঞা, (৪) শ্রুতি-তদনুযায়িশাস্ত্রনিন্দা, (৫) হরিনামমহিম্নি অর্থবাদমাত্রমেতাদিতি মননং, (৬) তত্র প্রকারান্তরেনার্থকল্পনং, (৭) নামবলেন পাপে প্রবৃত্তিঃ, (৮) অন্য শুভক্রিয়াভিনাম্নাং সাম্যমননং, (৯) অশ্রদ্দধানে

বিমুখেচ নামোপদেশঃ(১০) শ্রুতেপিনাম্নাং মাহাত্ম্যে তত্রাপ্রীতির্হি।
এই দশটী অপরাধ থাকিলে কৃষ্ণ কৃপা করেন না। অপরাধী ব্যক্তির কৃষ্ণনামে প্রকৃত সাত্ত্বিক বিকারাদি হয় না।

১৩৮পৃ, ৮পং। তদশ্মসারং হৃদয়ং-বতেদমিতি॥ আদি, ৮ম, ৪শ্লো।

হরিনাম গ্রহণকরিলে যাহার হৃদয়ে বিকার, নেত্রে জল ও গাত্রে লোমাঞ্চ না হয়, তাহার হৃদয় কঠিন প্রস্তরময়। অপরাধ দ্বারা তাহার হৃদয় কঠিন হইয়াছে, নামে গলিত হয় না।

১৩৮পৃ, ১১পং। ["প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥"]

প্রেমের উদয়কারী যে সাধনভক্তি তাহা প্রকাশ করেন।

১৩৮পৃ, ২০।২১পং। [চৈতন্যে নিত্যানন্দে নাই এ সব...প্রেম দেন।]

যদি কেহ চৈতন্যনিত্যানন্দকে শ্রদ্ধা করিয়া আশ্রয় করেন, তাহাহইলে তাঁহার ক্ষণকালেই পূর্ব্বাপরাধসকল মার্জ্জিত হয় এবং তাঁহার মুখে কৃষ্ণনাম উদয় হইতে হইতেই তিনি প্রেম দেন।

১৩৯পৃ, ৩পং। চৈতন্যমঙ্গল,—বর্দ্ধমানজেলায়, মন্থেশ্বর থানার অন্তর্গত দেন্নুড় গ্রাম নিবাসী শ্রীবৃন্দাবনঠাকুরের চৈতন্য ভাগবত। ঐ গ্রন্থের পূর্ব্বে চৈতন্যমঙ্গল নাম ছিল। লোচনদাস ঠাকুর নিজকৃত চৈতন্যমঙ্গল গান আরম্ভ করিলে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর নিজ গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করিলেন এরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

১৩৯পৃ, ১৮পং। নারায়ণী—শ্রীবাসপণ্ডিতের ভ্রাতৃকন্যা। তিনি শিশুকালে মহাপ্রভুর কীর্ত্তনান্তে ভোজনউচ্ছিষ্ট প্রাপ্ত হইতেন।

১৪১পৃ, ১১পং। কৃষ্ণের সাধারণসদ্গুণ পঞ্চাশ। "অয়ংনেতাসুরম্যাঙ্গ" ইত্যাদি ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে ঐ পঞ্চাশৎগুণ বর্ণিত আছে। (৮২৮ পৃষ্ঠা)

১৪১পৃ, ১৪পং। যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা ইতি। আদি, ৮ম, ৫শ্লো।

শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার কেবলাভক্তি সমস্তগুণসহিত দেবতাবর্গ

তাঁহাতে অবস্থিত। যিনি হরিভক্তিবিহীন তাঁহার মন সর্ব্বদা অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত হয়। তাঁহার পক্ষে মহদ্গুণসকল অসম্ভব।

১৪১পৃ, ১৮পং। পণ্ডিত গোসাঞি, শ্রীগদাধর পণ্ডিত।

১৪৩পৃ, ১৬-১৭পং। [এই গ্রন্থ লেখায় মোরে···শুকের পঠন।]

আমি যে চৈতন্যচরিতামৃত লিখিলাম তাহা শ্রীমদনমোহনের প্রেরণাক্রমে অতএব আমাতে শুকপক্ষী পাঠের ন্যায়ে নিজের কোন মাহাত্ম্য নাই।

নবম পরিচ্ছেদ।

নবমপরিচ্ছেদের কথাসার।

নবমপরিচ্ছেদে ভক্তিকে তরুরূপে বর্ণন করতঃ একটী রহস্যের উদ্ভাবন করিয়াছেন। গৌরাঙ্গকে বিশ্বম্ভর মালী করিয়া ভক্তিতরুর মালাকার ও তৎফলের দাতা-ভোক্তা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপধামে ঐ ফলবৃক্ষরোপনের আরম্ভ পরে পুরুষোত্তম, বৃন্দাবন ইত্যাদি অন্য স্থানে ঐরূপ প্রেমফলোদ্যান বাড়ান হইয়াছিল। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ঐ বৃক্ষের প্রথম অঙ্কুর। তাঁহার শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী ঐ অঙ্কুর পুষ্ট করিলেন। প্রভু চৈতন্যদেব মালী হইয়া আবার নিজ অচিন্ত্যশক্তিবলে ঐ বৃক্ষের স্কন্ধ। পরমানন্দপুরী প্রভৃতি নয়জন সন্ন্যাসী ঐ বৃক্ষের মূল। মূল স্কন্ধের উপর শ্রীঅদ্বৈত ও নিত্যানন্দ রূপ আর দুইস্কন্ধ হইল। সেই স্কন্ধ নব হইতে নানাপ্রকার শাখা-উপশাখাগণ বাহির হইয়া জগতকে বেষ্টন করিল। এই বৃক্ষের প্রেমফল সর্ব্বত্র যাহাকে তাহাকে দান করা হইল। এই প্রকার ভক্তিবৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহার ফলাস্বাদন দ্বারা জগতকে মাতয়াল করিলেন। এই বর্ণন রূপক।

১৪৪পৃ, ১৪পং। তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে ইতি॥ আদি, ৯ম, ১শ্লো।

যাঁহার অনুকম্পালাভ করিয়া কুকুরও মহাসমুদ্রসন্তরণ করিতে সমর্থ হয়, সেই জগদ্গুরু কৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি।

১৪৫পৃ, ৪পং। আপন শোধন ;—নিজের শুদ্ধির জন্য।

১৪৫পৃ, ৫পং। মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণঃ ইতি। আদি, ৯ম, ২শ্লো।

কৃষ্ণস্বয়ংই প্রেমরূপ-দেবতরু, স্বয়ংকৃষ্ণই তাহার মালাকার। সেই বৃক্ষের ফল সমূহের দাতা ও ভোক্তা যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যকে আমি আশ্রয় করি॥ ২॥

১৪৫পৃ; ১৩পং। শ্রীমাধবপুরী ;—ইহাঁর নাম মাধবেন্দ্রপুরী ইনি শ্রীমধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়ে একজন প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী। ইহাঁর প্রশিষ্য শ্রীচৈতন্যদেব। মধ্বসম্প্রদায়ে ইঁহার পূর্ব্বে প্রেমভক্তির কোন লক্ষণ ছিল না। ইহাঁর কৃত "অয়ি দয়ার্দ্রনাথ" শ্লোকে মহাপ্রভুর শিক্ষিত তত্ত্ব বীজরূপে ছিল।

১৪৫পৃ, ১৫পং। ঈশ্বরপুরী ;—মহাপ্রভুর মন্ত্রগুরু ঈশ্বরপুরী কুমারহট্টে অর্থাৎ হালিসহরগ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য।

১৪৬পৃ, ১পং। পুরীসন্ন্যাসীগণ সকলেই শ্রীঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধে আত্মীয়বর্গ। ভারতীসন্ন্যাসীগণ মহাপ্রভুর সন্ন্যাসদাতা গুরু কেশব ভারতীর সম্বন্ধে আত্মীয়বর্গ।

১৪৮পৃ, ১৮পং। এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিতি॥ আদি, ৯ম, ৩শ্লো।

প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা পরের প্রতি নিরন্তর শ্রেয়-আচরণ করাই দেহধারী জীবের জন্মসাফল্য॥ ৩॥

১৪৯পৃ, ২পং। প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ ইতি॥ আদি, ৯ম, ৪শ্লো।

কর্ম্ম,মন ও বাক্যদ্বারা ইহকাল ও পরকালসম্বন্ধে প্রাণীদিগের যাহা উপকারার্থ হয়, তাহাই বুদ্ধিমানলোক আচরণ করেন॥ ৪॥

১৪৯পৃ, ৯পং। অহো এষাং বরং জন্ম ইতি ॥ আদি, ৯ম, ৫শ্লো।

বৃক্ষদিগকে উদ্দেশ করিয়া কহিতেছেন, অহো! ইহাঁরা সকল প্রাণীর উপজীবন। ইহাঁদের জন্ম সফল। ইহাঁদের নিকট হইতে অর্থীসকল বিমুখহইয়া যায়না। ইহাঁরা সুজনগণের ব্যবহারকরেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

দশম পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজশাখা বর্ণন।

১৫০পৃ, ১৫পং। শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজ মধুপেভ্যো ইতি ॥ আদি, ১০ম, ১শ্লো।

শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মমধুপদিগকে আমি বারবার নমস্কার করি। তাঁহাদিগকে একটুআশ্রয়করিলে কুক্কুরও সেই পদ্মগন্ধলাভ করে।

১৫১পৃ, ৫পং। বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রেমামরতরোঃ ইতি ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রেম কল্পবৃক্ষের কৃষ্ণপ্রেমফলদাতা, শাখারূপ তৎপ্রিয় ভক্তগণকে আমি বন্দনা করি ॥ ২ ॥

১৫১পৃ, ১৭পং। শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন, কোন কোন গ্রন্থমতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মেসো।

১৫১পৃ, ১৯পং। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি চট্টগ্রামবাসী।

১৫২পৃ, ৯পং। বোলে,—কহিলেন।

১৫২পৃ, ১১।১২পং। [প্রভু বলেন, তুমি মোর…আর পাখা ॥]

প্রভু বলেন তুমি আমার একটী পক্ষ, আর একটী তোমার মত পক্ষ পাইলে আমি আকাশে উড়িয়া যাইতাম।

১৫৪পৃ, ১৮পং। অপতিত,—বিধিভঙ্গ রহিতরূপে।

১৫৫পৃ, ১২পং। আত্মবৃত্তি, স্ববর্ণবৃত্তি। মুরারীগুপ্তেরক বিরাজী

১৫৫পৃ, ১৭পং। গদাধর দাস,—এড়িয়াদহবাসী।

১৫৬পৃ, ২-৩পং। [ভক্তে কৃপা করেন প্রভু…আবির্ভাব রূপে।]

সকলভক্তের নিকট এরূপ দর্শন দিয়া সাক্ষাৎ কৃপা

করিতেন, নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে সময় সময় আবিষ্ট হইতেন; প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর দেহেতে চৈতন্যের আবির্ভাব হইত।

১৫৯পৃ, ৯-১০পং। [পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার···সদাচার॥]

পশ্চিমপ্রদেশের লোক সব যবনসংসর্গে একটু কর্ত্তব্য বিমূঢ় এবং বঙ্গদেশীয়সদাচারেরতুলনায় অনেকটা আচাররহিত। তাঁহারা ঐ সময় মুসলমানদিগের সংসর্গে একটু অধিকঅনাচারী হইয়াছিলেন। রূপসনাতনের কৃপায় তাঁহাদের সদাচার প্রবৃত্ত হইল।

১৫৯পৃ, ১১পং। লুপ্ততীর্থ শ্রীরাধাকুণ্ডাদি লুপ্ততীর্থ।

১৫৯পৃ, ১২পং। শ্রীমূর্ত্তি—শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ প্রভৃতি ৭মূর্ত্তি পূজা প্রচার করেন।

১৫৯পৃ, ১৬পং। গুপ্তসেবা,—যে সকল সেবা কার্য্যে বাহিরের লোকের অধিকার থাকে না।

১৫৯পৃ, ২০পং। ভৃগুপাত পর্ব্বতের উচ্চসানু হইতে পড়িয়া।

১৬০পৃ, ১১পং। [রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস সেবন। হরিনামের সহিত অষ্টকালীন সেবায় মনন]

১৬১পৃ, ৪পং। শঙ্করারণ্যআচার্য্য,—শ্রীমহাপ্রভুর দাদা বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিয়া ঐ নাম পাইয়া ছিলেন।

১৬১পৃ, ৫পং। শ্রীনাথ পণ্ডিত,—কাঁচড়াপাড়া নিবাসী।

১৬১পৃ, ৮পং। গঙ্গাবাস,—শ্রীনবদ্বীপান্তবর্ত্তী অলকানন্দার তটে গঙ্গাবাস নামক গ্রামের পত্তন করেন।

১৬১পৃ, ১৮পং। ভাগবতাচার্য্য,—বরাহনগর নিবাসী। এখনও তাঁহার আশ্রমকে ভাগবতাচার্য্যের পাঠ বলে।

১৬০পৃ, ১৭পং। ঠাকুর সারঙ্গ দাস আমগাছি নিবাসী।

১৬১পৃ, ২০পং। বাণীনাথ বিপ্র,—চম্পাহাটী নিবাসী।

১৬২পৃ, ১পং। 'গোবিন্দ, অগ্রদ্বীপে গোপীনাথের স্থাপক।

১৬২পৃ, ৩পং। অভিরাম,—খানাকুল কৃষ্ণনগরবাসী।

১৬৪পৃ, ৭-১০পং। [ঈশ্বর পুরীর শিষ্য ব্রহ্মচারী···মিলিলা আসিয়া ॥ ;

গোবিন্দ ও কাশীশ্বর ঈশ্বরপুরীর শিষ্য। ঈশ্বরপুরীর সিদ্ধিপ্রাপ্তি কালে তাঁহার আজ্ঞামতে নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট আসেন।

১৬৪পৃ, ১৫পং। অপরশ,—বিনা স্পর্শ করিয়া।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

একাদশপরিচ্ছেদে প্রভুনিত্যানন্দের গণসকল বর্ণিত হইয়াছে।

১৬৭পৃ, ২পং। নিত্যানন্দ পদাম্ভোজ ভৃঙ্গান্ ইতি ॥ আদি, ১১শ, ১শ্লো।

প্রেমরূপমধুপানোন্মত্ত নিত্যানন্দপাদপদ্মের ভৃঙ্গসকলকে নমস্কার করিয়া তন্মধ্যে কএকটী মুখ্যভক্তের নামোল্লেখ করিতেছি।

১৬৭পৃ, ৮পং। তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসৎপ্রেমামর শাখিনঃ। আদি, ১১শ, ২শ্লো

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপ প্রেমকল্পতরুর উর্দ্ধস্কন্ধস্বরূপ অবধূত চন্দ্র নিত্যানন্দের শাখারূপগণ সকলকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

১৬৭পৃ ১২পং। মালাকারের, শ্রীমহাপ্রভুর।

১৬৭পৃ, ১৮পং। [ঈশ্বর হইয়া কহে মহাভাগবত ॥]

বীরচন্দ্রপ্রভু পয়োব্ধিশায়ী সঙ্কর্ষণের যে ব্যূহ তৎস্বরূপ সাক্ষাৎ ঈশ্বর হইয়া ও আপনাকে বৈষ্ণবাভিমান করিতেন।

১৬৮পৃ, ৮-১১পং। [চৈতন্য গোসাঞির ভক্ত··· দুঁহার গণন।

ইহারা নিত্যানন্দের পার্ষদস্বরূপ। যে সময় মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড়ে যাইতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন তখন, রামদাস ও গদাধর দাসকে সঙ্গে দিয়াছিলেন। অতএব সেই দুইজনকে একবার মহাপ্রভুর গণের মধ্যে ধরাগিয়াছে। আবার নিত্যানন্দের গণেও ধরাগেল। মাধব ও বাসুঘোষের সেইরূপ দুইগণে গণনা।

১৬৮পৃ, ১৩পং। রামদাস, অভিরাম দাস।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদের কথাসার।

এই দ্বাদশ পরিচ্ছেদে অদ্বৈত প্রভুর শাখা সকল বর্ণন করিয়া তন্মধ্যে শ্রীঅচ্যুতানন্দের মতানুযায়ী বৈষ্ণবগণকে সারগ্রাহী ও অপর সকলকে অসার বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। অবশেষে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শাখা বর্ণন করিয়া এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতনন্দন গোপাল মিশ্র ও অদ্বৈতদাস কমলাকান্ত বিশ্বাসের আখ্যায়িকা দ্বয় বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম জীবনে গুণ্ডিচা মন্দির সংস্কার সময়ে শ্রীগোপালের প্রেমমূর্চ্ছা এবং শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় মূর্চ্ছাভঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। আচার্য্য কিঙ্কর কমলাকান্ত বিশ্বাস রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকট শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ঋণশোধের জন্য তিনশত টাকা ভিক্ষা করেন। তাহা জানিতে পারিয়া মহাপ্রভু ঐ বাউলিয়া বিশ্বাসকে দণ্ড প্রদান পূর্ব্বক অদ্বৈতাচার্য্যের অনুরোধে শোধন করেন।

১৭৩পৃ, ৮পং। অদ্বৈতাংঘ্রাব্জভৃঙ্গাংস্তান্ ইতি ॥ আদি, ১২শ, ১শ্লো।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অনুগতজন দুই প্রকার অর্থাৎ সারগ্রাহী ও অসারবাহী। তন্মধ্যে অসারবাহীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত সারগ্রাহী চৈতন্যদাসদিগকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

১৭৩পৃ, ১২পং। শ্রীচৈতন্যামরতরো রিতি ॥ আদি, ১২শ, ২শ্লো।

শ্রীচৈতন্য অমরতরুর দ্বিতীয়স্কন্ধরূপী অদ্বৈত প্রভুর শাখাস্বরূপ গণ সকলকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

১৭৪পৃ, ৩-১২পং। [প্রথমেত আচার্য্যের একমতগণ·· সংস্কার করিতে ॥]

প্রথমে অদ্বৈতপ্রভুর সকলগণেরই একমত ছিল, পরে কতকগুলি লোকের দৈববিপাকে পৃথক্‌মত হইয়া পড়িল। আচার্য্যের

নিজমতে যাঁহারা চলিলেন তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণব। যাঁহারা দৈবপরতন্ত্র হইয়া আচার্য্যোপদিষ্টমত হইতে স্বতন্ত্র কোন প্রকার স্বমত কল্পনাকরিলেন, তাঁহারা অসার। অসার ব্যক্তিদিগের নামে আমাদের কিছু প্রয়োজন নাই, তথাপি সারগ্রাহী বৈষ্ণবদিগকে অসারবাহীগণ হইতে পৃথক্ রাখিবার অভিপ্রায়ে একত্রে গণন করত পাতনাউড়াইয়া ধান্য পৃথক্করারন্যায় উল্লেখ করিতেছি।

১৭৬পৃ,২০পং। বাউলিয়া বিশ্বাস, কমলাকান্তবিশ্বাসের সিদ্ধান্ত পাগলের ন্যায় বলিয়া তাহাকে বাউলিয়াবিশ্বাস বলা হইয়াছে।

১৭৭পৃ, ৭পং। ["মুক্তি শ্রেষ্ঠ করি কৈল বাশিষ্ঠ ব্যাখ্যান।"]

যোগবাশিষ্ঠ ব্যাখ্যান করিতে করিতে কোন ছলে অদ্বৈত প্রভু ভক্তি অপেক্ষা মুক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছিলেন।

১৭৮পৃ, ৫পং। [প্রভু কহে বাউলিয়া ··ধর্ম্ম কীর্ত্তি হয় হানি ॥]

কমলাকান্ত আচার্য্যকে ঈশ্বর বলিয়া স্থাপন করতঃ রাজার নিকট অর্থ যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। এরূপ কার্য্যে মহাপ্রভু অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। আচার্য্য ঈশ্বর হইলেও তাঁহার জগৎশিক্ষকতারূপ মানবলীলা প্রসিদ্ধ। ঋণগ্রস্তহইয়া রাজারনিকট অর্থ যাচ্ঞাকরা আচার্য্যদিগের পক্ষে নিলজ্জ ব্যবহার। অর্থলালসা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। তাহাতে আবার বিদেশীয়রাজারনিকট ঋণপরিশোধের জন্য অর্থলালসা প্রকাশকরিলে ধর্ম্মের হানি হয়। রাজা স্বভাবতঃ বিষয়ীলোক, বিষয়ীর অন্নখাইলে চিত্ত দুষ্টহয়। চিত্ত দুষ্টহইলে কৃষ্ণস্মৃতি অভাবে জীবন নিষ্ফল হয়। সকললোকের পক্ষেই ইহা নিষিদ্ধ। ধর্ম্মাচার্য্যদিগের ইহা বিশেষরূপে নিষিদ্ধ। নামোপদেশ আচার্য্যের কর্ত্তব্য কি অর্থ লইয়া যাহারা নামোপদেশকরে তাহারা নামোপদেষ্টা পদের যোগ্য নন, বরং নামাপরাধী। এরূপ কার্য্য করিলে তাঁহাদের লোক লজ্জা ও ধর্ম্ম কীর্ত্তিতে অত্যন্ত হানি হয়।

১৮০পৃ, ১-১৪পং। [ইহার মধ্যে মালি পাছে···মহাভাগবত ॥]

অদ্বৈতপ্রভু ভক্তি কল্পতরুর একটী স্কন্ধ। শ্রীচৈতন্য মালীরূপে জলসেচন করিয়া সেই স্কন্ধকে ও তাহার শাখাগণকে পুষ্ট করিতেছেন। তথাপি দুর্দ্দৈব বশতঃ কোন কোন শাখা মালির পশ্চাতে মালিকে না মাখিয়া স্কন্ধকেই কল্পতরুর কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তাহাতে স্কন্ধরূপ অদ্বৈততরুর সৃষ্টিকর্ত্তা ও পালয়িতাকে কৃতঘ্নতার সহিত না মানায় ঐ সকল পাপিষ্ঠ শাখায় জল সঞ্চার করিলেন না। তন্নিবন্ধন জলাভাবে কৃশ শাখাগণ শুষ্ক হইয়া মরিতে লাগিল। সেই শাখাগণ প্রতিই যে এইরূপ দণ্ড হইল যে তাহা নয়, সামান্যতঃ কি পণ্ডিত, কি তপস্বী কি গৃহী, যতি, চৈতন্য বিমুখ হইলে পাষণ্ড হইয়া পড়ে। যে সকল মহাত্মা শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর গণের মধ্যে মহাভাগবত।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের সারকথা।

এই ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর জন্ম বিবৃত। আদি লীলা গার্হস্থ, অন্ত্যলীলায় সন্ন্যাস। তাহার প্রথম ছয় বৎসরে মধ্য লীলা নামে দক্ষিণদেশে বৃন্দাবনাদি তীর্থে গমনাগমন ও নাম প্রচার। শ্রীহট্ট নিবাসী, উপেন্দ্র মিশ্রের পুত্র জগন্নাথ মিশ্র। তিনি নবদ্বীপে বাস করিয়া নীলাম্বর চক্রবর্ত্তিকন্যা শচীদেবীকে বিবাহ করিলেন। তাঁহার প্রথমে আট কন্যা হয়। সেই কন্যা গুলি জন্মিবার পর পরলোক গমন করিলে নবম গর্ভে বিশ্বরূপের জন্ম হয়। ১৪০৭শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে সিংহ লগ্নে

সিংহ রাশিতে চন্দ্র গ্রহণের সময় কৃষ্ণ নাম কীর্ত্তনের সহিত গৌর চন্দ্র অবতীর্ণ হইলেন। শিশুর জন্ম শুনিয়া আর্য্যাগণ অনেক উপায়নের সহিত শিশু দর্শনে আসিলেন। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তি, তাহাঁর কোষ্ঠি ও করগণনা করিয়া. তাঁহাতে মহাপুরুষের চিহ্ন পাইলেন।

১৮৩পৃ, ২পং। স প্রসীদতু চৈতন্যদেবো ইতি॥ আদি, ১৩শ, ১শ্লো।

যাঁহার প্রসন্নতাক্রমে এই অধমজন ও তল্লীলাবর্ণনেসদ্যই যোগ্যতা লাভ করিতেছে, সেই চৈতন্যদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

১৮৪পৃ, ১৭পং। [এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া।]

শ্রীমুরারীগুপ্তের আদিলীলারসূত্র এখনও বর্ত্তমান, তাহা দেখিয়া এবং শ্রীরূপ গোস্বামীর কড়চা সূত্র শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মুখে শুনিয়া বৈষ্ণব সকল বর্ণনা করেন।

১৮৫পৃ, ১পং। সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ইতি॥ আদি, ১৩শ, ২শ্লো।

সেই সর্ব্বসদ্গুণসম্পূর্ণ ফাল্গুণীপূর্ণিমাকে আমি বন্দনকরি, যে পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণনামসহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণহইয়াছিলেন।

১৮৬পৃ, ৫পং। [সূত্রবৃত্তি টীকা কৃষ্ণনামের তাৎপর্য্য।]

ব্যাকরণ সূত্র, তাহার বৃত্তি ও টীকা শিষ্য দিগকে পড়াইবার সময় কৃষ্ণ নামের তাৎপর্য্য শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই শিক্ষা অবলম্বন করিয়া গোস্বামী মহোদয়গণ পরে লঘু ও বৃহৎ দুই খানি ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন। সেই দুই খানি ব্যাকরণ পাঠ করিলে জীবের শব্দ জ্ঞান ও কৃষ্ণ ভক্তি উদয় হয়।

১৮৬পৃ, ১১পং। [নগরে নগরে ভ্রমে কীর্ত্তন · প্রেমভক্তি দিয়া॥]

শ্রীনবদ্বীপধাম জাহ্নবীবেষ্টিতা, ষোলক্রোশপরিধির অন্তর্গত। তাহাতে নববিধভক্তির পীঠস্বরূপ অন্ত, সীমন্ত, গোদ্রুম, মধ্য, কোল, ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম ও রুদ্র এই নয়বিধ দ্বীপ

বিরাজমান। অন্তর্দ্বীপ মধ্যস্থলে শ্রীমায়াপুর গ্রামে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের নিকেতন। এই সকল নগরে নগরে কীর্ত্তন করিয়া ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দ্বারা প্লাবিত করিলেন।

১২০পৃ, ১৭পং। [বলদেব প্রকাশ পরব্যোম সঙ্কর্ষণ।]

বিশ্বরূপ পরব্যোমস্থ মহাসঙ্কর্ষণের অবতার।

১২১পৃ, ২পং। নৈতচ্চিত্রং ভগবতিহ্যনন্তে ইতি॥ আদি, ১৩শ, ৩শ্লো।

অনন্ত ভগবান জগদীশ্বরে কিছুই বিচিত্র নয়। যাঁহাতে এই বিশ্ব বস্ত্রে তন্তু ব্যাপারের ন্যায় ওতপ্রোত রূপে প্রতীত হয় ॥৩॥

১২১পৃ, ৪পং। [অতএব প্রভু তারে বলে বড় ভাই॥]

যেহেতু মহাসঙ্কর্ষণ উপাদান ও নিমিত্ত কারণরূপে বিশ্বে ওত-প্রোতভাবে বিরাজমান, এইজন্য তাঁহাকে মহাপ্রভু বড়ভাইবলিয়া উক্তি করেন। পরন্তু কৃষ্ণলোকে যে কৃষ্ণবলরাম তাঁহারা চৈতন্য-নিতাই। সুতরাং নিত্যানন্দ প্রভু মূলসঙ্কর্ষণ অর্থাৎ বলদেব।

১২২পৃ, ৫-৭পং। [চৌদ্দশত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন ··গ্রহগণ॥]
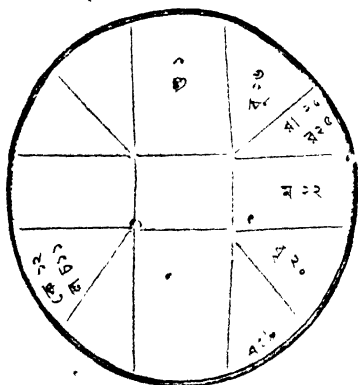
জন্মকোষ্ঠি যথা ;—

শক ১৪০৭।১০।২২।২৮।৪৫

দিনং

৭	১১	৮
১৫	৫৪	৫০
৪০	৩৭	৫০
১৩	৬	২১

নবমাধিপতি মঙ্গল উচ্চ, শুক্র ও শনি উচ্চপ্রায়, বৃহস্পতি স্বগৃহে, ধর্ম্ম স্থানগত শুক্রকে দৃষ্টি করিতেছেন। দশমাধিপতি গুরু দৃষ্টি শুক্র নবমে।

১৯৩পৃ ১৬পং। দেখি কিছু কার্য্যে আছে ভাস;—কোন বিশেষ কার্য্যের প্রকাশ ইহাতে বোধ হইতেছে।

১৯৭পৃ, ১পং। পুত্র মাতাস্নান দিনে,—অর্থাৎ পঞ্চম দিন পাঁচটি। নবম দিন নত্তা দিবসে।

১৯৭পৃ, ১৫পং। লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন। লগ্নে অর্থাৎ জাতক কুণ্ডলাতে, অঙ্গে অর্থাৎ শরীরে সামুদ্রিক মতে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদের সারকথা।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে প্রভুর বাল্য লীলা বর্ণিত হইয়াছে। প্রভুর হামা গুড়ি, ক্রন্দন চ্ছলে নাম প্রচার, মৃত্তিকা ভক্ষণ চ্ছলে মাতাকে জ্ঞান দান, অতিথি বিপ্রকে প্রসাদ দিয়া নিস্তার, চোরের স্কন্ধে চড়িয়া তাহাকে ভুলাইয়া নিজ গৃহে আনয়ন, ব্যাধি চ্ছলে হিরণ্য জগদীশের নৈবেদ্য একাদশী দিনে ভক্ষণ, বাল্য চাপল্য, মাতাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া নারিকেল আনিয়া দেওয়া, গঙ্গাতীরে কন্যা গণের সহিত পরিহাস, লক্ষ্মী দেবীর পূজা গ্রহণ উচ্ছিষ্ট ভাণ্ড, গর্ত্তে বসিয়া মাতাকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান, মাতৃ আজ্ঞা পালন; মিশ্রের শুদ্ধ বাৎসল্য এই সকল বাল্য লীলার প্রকরণ।

১৯৮পৃ, ১৩পং। কথঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্ দুষ্করং ইতি। আদি, ১৪শ, ১শ্লো।

যাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎস্মরণকরিলে, দুষ্করবিষয় সুকরহইয়া পড়ে, বিস্মৃতি স্মৃতি হইয়া পড়ে, সেই চৈতন্যকে আমি ভজনা করি।

১৯৯পৃ, ১পং। বন্দে চৈতন্যকৃষ্ণস্য বাল্যলীলামিতি। আদি, ১৪শ, ২শ্লো।

চৈতন্য কৃষ্ণের মনোহরা বাল্য লীলা আমি বন্দনা করি। সেই বাল্যলীলা লৌকিকী লীলার ন্যায় হইয়াও তাহা ঈশচেষ্টামিশ্র।

২০০পৃ, ২পং। পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ইতি ॥ আদি, ১৪শ, ৩শ্লো।

নাসা, ভুজ, হনু, নেত্র ও জানু এই পাঁচটী দীর্ঘ, ত্বক্, কেশ, অঙ্গুলী, পর্ব্ব, দন্ত ও রোম এই পাঁচটী সূক্ষ্ম। নেত্র, পাদতল, করতল, তালু, অধর, ওষ্ঠ ও নখ এই সাতটী রক্ত। বক্ষ, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটি ও মুখ এই ছয়টী উন্নত। গ্রীবা, জঙ্ঘা ও মেহন এই তিনটী হ্রস্ব। কটী, ললাট ও বক্ষ এই তিনটী বিস্তীর্ণ। নাভি স্বর ও স্বত্ব এই তিনটী গম্ভীর। যিনি এই বত্রিশটী লক্ষণযুক্ত তিনি মহাপুরুষ ॥ ৩ ॥

২০০পৃ, ৭পং। দুই কুলের,—পিতৃকুল ও মাতৃকুল

২০২পৃ, ৫পং। [অতিথি বিপ্রের অন্ন খাইল তিনবার।]

একটী তৈর্থিক শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহে অতিথী হইলে, তিনি রন্ধন সামগ্রী আনিয়া দিয়া রন্ধন করাইলেন। তৈর্থিক ব্রাহ্মণ যখন ধ্যানে গোপালকে ভোগ দেন তখন নিমাই আসিয়া তাঁহার অন্ন খাইতে লাগিলেন। নিমাই স্পৃষ্ট অন্ন পরিত্যাগ করিয়া অতিথী ব্রাহ্মণ আর একবার পাক করিলেন। সেবারেও ধ্যানে নিবেদন কালে সেই ঘটনা হইল। তৃতীয়বার পাক হইল! সে সময় বাটীর সকলেই সুপ্ত, ব্রাহ্মণ ধ্যানে গোপালকে পক্কান্ন নিবেদন করিতেছিলেন, এমত সময় নিমাই আসিয়া সেই অন্ন খাইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ দৈবহত হইয়া হাহা করিতে লাগিল, তখন নিমাই বলিলেন হে বিপ্র আমি যখন ব্রজে যশোদা দুলাল ছিলাম, তখনও তোমার এরূপ ঘটনা হইয়াছিল। এবারও তোমার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তোমাকে আমি কৃপাকরিয়া দেখা দিলাম। তখন ব্রাহ্মণ নিজইষ্টদেবকে দর্শন করিয়া মহাপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া আপনাকে ধন্য মানিয়া অবশিষ্ট প্রসাদ সেবা করিল। প্রভু তাহাকে এই গুপ্তলীলাটী প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন।

২০২পৃ, ৭।৮পং। [চোরে লঞা গেল প্রভু বাহিরে পাইয়া…ভুলাইয়া ॥

মহাপ্রভু অতি শিশুকালে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া দ্বারের বহির্দ্দেশে খেলা করিতেছিলেন। দুইটী চোর তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া সন্দেশ খাওয়াইতে খাওয়াইতে লইয়া চলিল। চোরেরা মনে করিল যে বনের ভিতর লইয়া বালকটীকে বিনষ্ট করতঃ ইহার অলঙ্কার সকল লইব। মহাপ্রভু স্বীয় মায়া বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে পথ ভুলাইয়া পুনরায় নিজ গৃহের দ্বারে তাহাদের স্কন্ধে চড়িয়া আসিলেন। যে সকল আত্মীয়বর্গ তাঁহার অন্বেষণে দৌড়াদৌড়ি করিতেছিল তাহাদের সম্মুখে চোরেরা শিশুকে রাখিয়া পলাইয়া গেল। শিশুটীবহুযত্নে শচীরঅঙ্গনে নীত হইলেন।

২০২পৃ, ৯।১০পং। [ব্যাধি ছলে জগদীশ হিরণ্য… একাদশী দিনে ॥]

জগদীশ ও হিরণ্য পণ্ডিতের বাটীতে একাদশী দিবসে বিষ্ণু নৈবেদ্য প্রস্তুত হইতেছিল। মহাপ্রভু তাঁহার জনককে সেই নৈবেদ্য খাইবার আশয়ে হিরণ্য জগদীশের বাটীতে পাঠান। হিরণ্য জগদীশ বালকের প্রার্থনা শুনিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন যে, অদ্য একাদশী এবং আমাদিগের গৃহে বিষ্ণু নৈবেদ্য প্রস্তুত হইতেছে, একথা সেরূপ শিশু কিরূপে জানিলেন। অবশ্য তাহাতে কোন বৈষ্ণবী শক্তি আছে। তাঁহারা সেই নৈবেদ্য দ্রব্য বালকের খাইবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। মহাপ্রভু শরীরের পীড়া হইয়াছে, বিষ্ণু নৈবেদ্য খাইলে সে পীড়া আরোগ্য হইবে, এই ছল করিয়া নৈবেদ্য আনাইয়া ছিলেন। আনীত নৈবেদ্য বালকদিগকে খাওয়াইলেন ও আপনি কিছু খাইলেন। তাহাতে তাঁহার ব্যাধি ভাল হইল। জগন্নাথমিশ্রের গৃহ হইতে হিরণ্যজগদীশের বাড়ী একটু দূরে, প্রায় এক ক্রোশ, দক্ষিণ পূর্ব্ব। শিশুরপক্ষে অতদূরের সম্বাদ অবগত হওয়া অসম্ভব।

২০৪পৃ, ১৯।২০পং। [সাহজিক প্রীতি দুহার...হইল নিশ্চয়॥]

লক্ষ্মী ভগবানের নিত্য পত্নী ও ভগবান লক্ষ্মীর নিত্যপতি। অতএব তাঁহাদের মধ্যে যে নিত্য প্রীতি আছে, তাহা সাহজিক সহজাত। সেইপ্রীতি বাল্যভাবে প্রচ্ছন্নস্বরূপ হইয়া প্রতীত হইল।

২০৫পৃ, ১০পং। সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ইতি। আদি, ১৪শ, ৪র্থ।

হে সাধ্বীগণ, তোমাদের পূজার তাৎপর্য্য আমি জানিয়াছি, তাহাতে আমার বিশেষ আনন্দ আছে। তোমাদের আশয় সিদ্ধ হইবার যোগ্য বটে।

২০৬পৃ, ১-৪পং। [ইহা শুনি মাতাকে কহিল ব্রহ্ম জ্ঞান · স্নান।]

প্রভু বলিলেন, মাতা, উচ্ছিষ্ট, অনুচ্ছিষ্ট এই দুইটী মনের ভাব মাত্র বস্তুত ইহাতে কিছু মাত্র সত্য নাই। এই সকল ভাণ্ডে তুমি বিষ্ণুর জন্য ভোগ দ্রব্য পাক করিয়াছ এবং তাহা বিষ্ণুকে অর্পণ করিয়াছ, অতএব এই সকল ভাণ্ড কখন উচ্ছিষ্ট হইতে পারে না। আত্মা নিত্য পবিত্র বস্তু, তাহার পক্ষে উচ্ছিষ্টাদি বিচার কি? এই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞান শুনিয়া মাতা বিস্মিতা হইয়া তাহাকে স্নান করাইলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের কথাসার।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে গঙ্গাদাসপণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ পড়েন, পঞ্জী টীকাতে প্রবীনতা লাভ করেন, মাতাকে একাদশীতে অন্ন খাইতে নিষেধ করেন। বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাস করিতে আহ্বান করেন এবং তিনি তাহা না শুনিয়া পিতা মাতার সেবায় ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহাতে বিশ্বরূপ তাঁহাকে পুনরায়

গৃহে পাঠাইয়া দেন এইরূপ একটী আখ্যায়িকা বলেন পুরন্দর মিশ্রের পরলোক, বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মী দেবীর পাণিগ্রহণ ইত্যাদি বিবরণ সূত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

২০৮পৃ, ১২পং। কুমনাঃ সুমনস্ত্বংহি যাতি ইতি॥ আদি, ১৫শ, ১শ্লো।

যাঁহার পাদপদ্মে সুমনো (জাতিপুষ্প) অর্পণকরিবামাত্র, কুমনা-পুরুষও সুমনত্ব লাভকরে সেই চৈতন্য প্রভুকে আমি ভজনা করি।

২০৮পৃ, ১৭পং। মুখ্য অধ্যয়ন,—মুখ্য কার্য্যই অধ্যয়নলীলা।

২০৮পৃ, ১৮পং। পৌগণ্ডলীলা চৈতন্যকৃষ্ণস্য ইতি॥ আদি, ১৫শ, ২শ্লো।

কৃষ্ণচৈতন্যের বিদ্যারম্ভ হইতে পাণিগ্রহণ পর্য্যন্ত মনোহর পৌগণ্ডলীলা অত্যন্ত বিস্তৃত॥ ২॥

২০৮পৃ ১৯পং। [গঙ্গাদাস পণ্ডিত স্থানে পড়েন ব্যাকরণ।]

প্রথমে বিষ্ণু ও সুদর্শনের নিকট সামান্য বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ পড়েন।

২০৯পৃ, ৩পং। পঞ্জী টীকা,—ব্যাকরণের পঞ্জী টীকা নামে একটী প্রসিদ্ধ টীকা ছিল মহাপ্রভু তাহার টিপ্পনী প্রস্তুত করেন।

২১১পৃ, ৬পং। ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণী ইতি॥ আদি, ১৫শ, ৩শ্লো।

গৃহকে গৃহ বলে না, গৃহিণীকে গৃহ বলা যায়, গৃহিণীর সহিত সমস্ত পুরুষার্থভোগ করিবে॥ ৩॥

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদের কথাসার।

ষোড়শ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর কৈশোরলীলা বর্ণিত। অধ্যাপন, পণ্ডিত বিজয়, জাহ্নবীজলকেলি, অর্থ সঞ্চয়ের জন্য বঙ্গদেশে গমন, তথায় বিদ্যাপ্রচার ও নাম সংকীর্ত্তন, তপন মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ, তাঁহাকে সাধ্যসাধন উপদেশ ও বারাণসী গমনের

আজ্ঞাপ্রদান ইত্যাদি লীলা বর্ণিত। মহাপ্রভুর বঙ্গবিজয় সময়ে লক্ষ্মীদেবীর সর্পাঘাত ছলে বৈকুণ্ঠ গমন। প্রভুর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন। শচীদেবীকে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা শান্ত করিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করিলেন। দিগ্বিজয়ী কেশবকাশ্মীরের সহিত আলাপ। তৎকৃত গঙ্গামাহাত্ম্য শ্লোক বিচারপূর্ব্বক তাহাতে পঞ্চালঙ্কার গুণ ও পঞ্চালঙ্কার দোষ দেখাইয়া তাহার গর্ব্বচূর্ণ করিলেন। দিগ্বিজয়ী সরস্বতীর নিকট রাত্রে প্রভুর তত্ত্ব জানিয়া পরদিন প্রাতে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন।

২১২পৃ, ৬পং। কৃপাসুধাসরিদ্যস্য বিশ্বমিতি ॥ আদি, ১৬শ, ১শ্লো।

যাঁহার কৃপা-সুধা-স্রোতস্বতী বিশ্বকে আপ্লাবনকরিয়াও সর্ব্বদা নীচগারূপেপ্রকাশপাইতেছেন,সেইচৈতন্যপ্রভুকেআমিভজনাকরি।

২১২পৃ, ১০পং। জীয়াৎ কৈশোর চৈতন্য ইতি ॥ আদি, ১৬শ, ২শ্লো।

গৃহাগত মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীদেবী কর্ত্তৃক অর্চ্চিত এবং দিগ্বিজয়ী জয়চ্ছলে বাগ্দেবীকর্ত্তৃক অর্চ্চিত কিশোরচৈতন্যদেবজয়যুক্ত হউন।

২১২পৃ, ১৬-১৭পং। [সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বপণ্ডিত দুঃখ নাহি হয় ॥]

পণ্ডিতদিগকে সর্ব্বশাস্ত্রে পরাজয় করিলেন তাঁহার বিনয়ভঙ্গী কৌশলে পণ্ডিতদিগের দুঃখ হয় না।

২১৩পৃ, ৮পং। সাধ্যসাধন,—সাধনাদ্বারা যাহা সাধিত হয়, তাহার নাম সাধ্য। সাধ্য বস্তু যে উপায় অবলম্বন করিলে পাওয়া যায় তাহার নাম সাধন।

২১৩পৃ, ৯-১৪পং। [বহু শাস্ত্রে বহু বাক্যে নাহিক সংশয় ॥]

শাস্ত্র অনেক। ঐ ঐ শাস্ত্রে যাহাকে সাধ্য ও যাহাকে সাধন বলিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে তাহা পৃথক্ পৃথক্ দেখা যায়। বহু শাস্ত্র পড়িতে গেলে, "কোনসাধ্য শ্রেষ্ঠ, কোন সাধন শ্রেষ্ঠ," তাহা স্থির করিতে না পারিয়া চিত্তে ভ্রম হয়। তপনমিশ্রের এরূপ

চিত্তে ভ্রম হওয়ায় নিমাইপণ্ডিতের নিকট যাইতে ও তাহার নিকট সাধ্যসাধন নিশ্চয় করিয়া লইতে স্বপ্নাদেশ হইয়াছিল। স্বপ্ন আরও বলিয়াছিল যে নিমাইপণ্ডিত যে সাক্ষাৎ ঈশ্বর তাহাতে কোন সংশয় করিও না।

২১৩পৃ, ১৭।১৮পং। [প্রভু তুষ্ট হইয়া সাধ্যসাধন উপদেশ কৈল ॥]

প্রভু কহিলেন, অভেদ-ব্রহ্মজ্ঞান বা স্বর্গাদি-ভুক্তি জীবের সাধ্যবস্তু নয়। কৃষ্ণপ্রেমই জীবের একমাত্র সাধ্যবস্তু। কর্ম্ম ও জ্ঞান ইহারা উক্ত সাধ্যবস্তু প্রাপ্তির সাধন বা উপায় নহে, শুদ্ধ কৃষ্ণনামাশ্রয়া ভক্তিই সাধ্যবস্তু পাইবার একমাত্র উপায়।

২১৪পৃ, ৬পং। নাম দিয়া অর্থাৎ "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥" এই কৃষ্ণ নাম দিয়া বঙ্গবাসীগণকে ভক্ত করিলেন এবং শাস্ত্র পড়াইয়া অনেককে পণ্ডিত করিলেন।

২১৪পৃ, ৯।১০পং। [প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল · পরলোক হৈল ॥]

প্রভুর বিচ্ছেদক্লেশ সর্পমূর্ত্তিধারণ করিয়া লক্ষ্মীকেদংশন করিলে পরলোক অর্থাৎসর্ব্বশ্রেষ্ঠলোকরূপস্বীয়বৈকুণ্ঠধামে গমনকরিলেন।

২১৪পৃ, ১৪পং। তত্ত্বজালে,—"কে কস্য পতিপুত্রাদ্যাঃ" অর্থাৎ কে কাহার পতি, কে কাহার পুত্র, কে কাহার পত্নী; এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানরূপ জাল বিস্তার করিয়া শচীর দুঃখ বিমোচন করিলেন।

২১৪পৃ, ১৮পং। দিগ্বিজয়ী,—কাশ্মীর দেশীয় কেশব মিশ্র নামক পণ্ডিত। তিনি মহাপ্রভুর নিকট শিক্ষিত হইবার পর নিম্বাদিত্যের সম্প্রদায়ে আচার্য্যত্ব লাভ করিয়া, বেদান্তপারিজাতাদি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

২১৫পৃ, ১১।১২পং। [ব্যাকরণ মধ্যে জানি পড়াহ কলাপ···সংলাপ ॥]

তুমি কলাপ নামক ব্যাকরণ পড়াইয়া থাক এবং তোমার

শিষ্যদিগের ব্যাকরণের ফাঁকিতে অর্থাৎ জটীল প্রশ্ন বিষয়ে সঙ্কল্প অর্থাৎ বিশেষ আলাপ থাকে তাহা শুনিয়াছি।

২১৫পৃ, ২০পং। ঘটি একে,—এক ঘটিকার মধ্যে।

২১৬পৃ, ১পং। করিল্ সৎকার,—সম্মান করিলেন।

২১৬পৃ, ৪পং। কিবা,—অথবা।

২১৬পৃ, ৭পং। [তবে দিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যার শ্লোক পুছিল।]

কোন শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিল।

২১৬, ২০পং। মহত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি॥ আদি, ১৬শ, ৩শ্লো।

এই গঙ্গাদেবীর মহত্ব সর্ব্বদা দেদীপ্যমান, যেহেতু ইনি অতি সৌভাগ্যবতী। শ্রীবিষ্ণুর চরণ-কমল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, আর ইনি লক্ষ্মীদেবীর দ্বিতীয় স্বরূপের ন্যায় সুরনরগণ দ্বারা অর্চ্চিত চরণ হইয়াছেন। ইনি অদ্ভুত গুণবতী, ভবানীস্বামী মহাদেবের উপর প্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন॥ ৩॥

২১৭পৃ,৪পং। উপমালঙ্কার,—উপমা দেখাইয়া আলঙ্কারিকগুণ প্রকাশকরা। অনুপ্রাস,—শেষপদে অনেকগুলি 'ভ' সন্নিকট সন্নিবেশ দ্বারা যে শব্দচাতুর্য্য দেখান হইয়াছে।

২১৭পৃ, ৭।৮পং। [প্রতিভার বাক্য তোমার দেবতা · গুণ দোষে॥]

নূতননূতনপ্রকারে বাক্যবিন্যাসকরিবার যে বুদ্ধিশক্তি তাহাকে প্রতিভা বলি। তুমি এইশ্লোকে সেইবুদ্ধির পরিচয় দিয়া দেব-গণকেও সন্তোষকরিয়াছ। অর্থাৎ তোমারপ্রতিভাশক্তি এইকাব্যে প্রচুর। কিন্তু ভালকরিয়া বিচারকরিলে গুণদোষ দেখা যাইবে।

২১৭পৃ, ১০পং। ব্যাকরণী অর্থাৎ বাল্যবিদ্যায় বিশারদ। অলঙ্কারাদি শাস্ত্র বিচারে অসমর্থ।

২১৭পৃ, ১৫।১৬পং। [নাহি পড়ি অলঙ্কার করিয়াছি শ্রবণ···দোষ গুণ॥]

আমি অলঙ্কার পড়ি নাই, কিন্তু পণ্ডিতদের মুখে শ্রবণ করি-য়াছি, তাহাতেই এই শ্লোকে অনেক দোষ গুণ দেখিতেছি।

২১৭পৃ, ১৮পং—২২১ পৃ, ২পং। [পঞ্চ দোষ এই…অনুমান অলঙ্কার।]

"মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ" এই শ্লোকে পাঁচটী অলঙ্কার আছে তাহা গুণ এবং পাঁচটী দোষ আছে, অর্থাৎ দুই স্থানে অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ, আবার তিন স্থানে বিরুদ্ধমতি, পুনরুক্তি ও ভগ্নক্রম দোষ আছে। প্রথম অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ এই যে এই শ্লোকে গঙ্গার মহত্ত্ব মূল বিধেয় এবং ইদং শব্দ অনুবাদ; এই স্থলে গঙ্গার মহত্ত্ব আগে লিখিয়া ইদং শব্দ পশ্চাৎ লেখায় অবৈধ হইয়াছে। অনুবাদ অর্থাৎ পরিজ্ঞাত বিষয় আগে না লিখিলে অর্থের হানি হয়। দ্বিতীয় অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ এই যে,'দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব' এই প্রয়োগে দ্বিতীয়ত্ব বিধেয় অর্থাৎ অপরিজ্ঞাত বিষয়, তাহা অগ্রে লিখিয়া, সমাস করায় অর্থগৌণ হইয়া নষ্ট হইল। লক্ষ্মীর সমতাপ্রকাশই অর্থের তাৎপর্য্য ছিল। তাহা সমাস দোষে বিনষ্ট হইয়া গেল। তৃতীয় দোষটী বিরুদ্ধ মতিকৃত, তাহা 'ভবানীভর্ত্তু' এই শব্দে দৃষ্ট হইবে। এরূপ প্রয়োগে ভবানী শব্দে মহাদেবের পত্নীকে বুঝায়, ভবানীভর্ত্তা শব্দে ভবানীর দ্বিতীয়ভর্ত্তা এইরূপ দ্বিতীয় মতি উদয় হয়। এইরূপ শব্দ-ব্যবহারে কাব্য বিরুদ্ধমতিকৃতদোষে দূষিত হইয়া পড়ে। চতুর্থ দোষ এই যে 'বিভবতি' ক্রিয়ায় বাক্য শেষ হইল, সে স্থলে 'অদ্ভুতগুণ' বিশেষণ দেওয়া পুনরুক্তি দোষ হইল। পঞ্চম দোষ, ভগ্নক্রম। ১ম, ৩য় ও ৪র্থ এই তিনপাদে তকার, রকার ও ভকারের অনুপ্রাস আছে, দ্বিতীয়পাদে অনুপ্রাস নাই, ইহাই ভগ্নক্রম দোষ॥ পঞ্চালঙ্কার গুণ সত্ত্বেও এই পাঁচ দোষে শ্লোকটী ছারখার হইল। দশালঙ্কারযুক্ত শ্লোকে যদি একটী দোষ থাকে, তাহা হইলে শ্বেতকুষ্ঠযুক্ত ভূষণ-ভূষিত সুন্দর শরীরের ন্যায় তাহা

বিগীত অর্থাৎ নিন্দিত হয়। এখন গুণের কথা বলি। তোমার এই শ্লোকে দুইটী শব্দালঙ্কার ও তিনটী অর্থালঙ্কার আছে। ১ম তিন পাদে যে অনুপ্রাস আছে তাহা শব্দালঙ্কার। ২য় "শ্রীলক্ষ্মী" এই প্রয়োগে পুনরুক্তি দোষ হয় না, পুনরুক্তিবদাভাস রূপ শব্দালঙ্কার হয়। শ্রীলক্ষ্মী একবস্তু জ্ঞান করিলে কোন প্রকার দোষ নাই। শ্রীযুত-লক্ষ্মী এরূপ অর্থ করিলে অর্থের বিভেদ হয় বটে, তাহাতে যে পুনরুক্ত্যাভাস হয় না, শব্দালঙ্কার বিশেষ। ৩য়, লক্ষ্মীরিব এই প্রয়োগে উপমালঙ্কার রূপ অর্থালঙ্কার। ৪র্থ, আর একটী বিরোধাভাস রূপ অর্থালঙ্কার আছে তাহা বিষ্ণুচরণকমলোৎপন্ন গঙ্গা। জল হইতে কমলের উৎপত্তি হইয়া থাকে, কমল হইতে জলের উৎপত্তি এইরূপ বিরুদ্ধ কথা হইতে বিরোধালঙ্কার উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তিতে গঙ্গার প্রকাশ হওয়ায় ইহাতে বিরোধমাত্র নাই, কেবল বিরোধাভাস আছে, তাহাই অলঙ্কার। ৫ম, গঙ্গার মহত্ত্বরূপ সাধ্যবস্তুকে সাধন করিতেছে যে বাক্যে অর্থাৎ বিষ্ণুপাদোৎপত্তি বাক্যে সেই বাক্যই অনুমান অলঙ্কার।

২১৮পৃ, ৮পং। অনুবাদমনুক্ত্বৈব। ১৬অ, ৪শ্লো। অনুবাদ ১২৭৩ পৃষ্ঠায়।

২১৯পৃ, ১৬পং। রসালঙ্কারবৎ কাব্যং দোষযুক্ত ইতি ॥ আদি, ১৬শ, ৫শ্লো।

বিভূষিত সুন্দর বপু শ্বিত্রযুক্ত হইলে যেরূপ দুর্ভগ হয়, রসালঙ্কারযুক্ত কাব্য দোষযুক্ত হইলে তদ্রূপ ॥ ৫ ॥

২২০পৃ, ১৯পং। "অম্বুজমম্বুনিজাতং কচিদপি ॥ আদি, ১৬শ, ৬শ্লো।

জলেই পদ্ম জন্মে, পদ্ম হইতে কখন জলের জন্ম হয় না, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণে ইহার বিপরীত দেখা যায়, তাঁহার পাদপদ্ম হইতে মহানদী গঙ্গা জন্মলাভ করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

২২৩পৃ, ১০পং। বন্ধন,—পণ্ডিতাভিমান রূপ মায়া বন্ধন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সপ্তদশপরিচ্ছেদের কথাসার।

সপ্তদশপরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর ষোলবর্ষ বয়স হইতে সন্ন্যাসগ্রহণ পর্য্যন্ত সমস্ত লীলা সূত্ররূপে লিখিত হইয়াছে। সূত্ররূপে লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে ঐসকল ব্যাসাবতার বৃন্দাবনদাসঠাকুর শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বিশেষরূপে বর্ণন করিয়াছেন। তবে যে যে স্থলে বৃন্দাবনদাসঠাকুর কোন অংশ ছাড়িয়াছেন তাহারই কিছু বিশেষবর্ণন এইপরিচ্ছেদে দেখাবার। আম্রমহোৎসব-লীলাটী ও কাঁজির সহিত মহাপ্রভুর কথোপকথন বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে। অবশেষে দেখাইলেন যে, যশোদানন্দন শচীনন্দন হইয়া চতুর্ব্বিধভক্তভাব আস্বাদন করিয়াছেন। রাধার প্রেমরসের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে রাধার ভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক একান্তরূপে গোপীভাবস্বীকার করিয়াছেন। যতপ্রকার ভক্তভাব আছে, তন্মধ্যে গোপীভাব শ্রেষ্ঠ। যেহেতু গোপীভাবে ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্যতীত আর কাহারও ভজনীয়ত্ব প্রকাশ নাই। শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকক্রমে চতুর্ভুজ হইলে গোপীসকল তাঁহাকে নমস্কার মাত্র করিয়া নিরস্ত হইলেন। সাধারণগোপীভাবে কৃষ্ণমূর্ত্তিব্যতীত অন্যান্য মূর্ত্ত্যাদির পরিত্যাগ মাত্র। গোপীজনশিরোমণি শ্রীমতী রাধিকার ভাব সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। রাধাকে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজতা রাখিতে পারিলেন না। ব্রজেশ্বর নন্দ এ লীলায় পিতা জগন্নাথ। ব্রজেশ্বরী যশোদা শচীমাতা। চৈতন্যগোঁসাই সাক্ষাৎ নন্দসুত অর্থাৎ নন্দসুতের প্রকাশ বা বিলাস নহেন, স্বয়ং নন্দসুত। নিত্যানন্দপ্রভুর বাৎসল্য, দাস্য ও সখ্য এই তিন ভাব। অদ্বৈতপ্রভুর সখ্য ও

দাস্য এই দুইটী ভাব। আর আর সকলে নিজ নিজ পূর্ব্বাধিকারক্রমে মহাপ্রভুর সেবা করেন। একই তত্ত্ব বংশীমুখ, গোপবিলাসী, শ্যামরূপে কৃষ্ণ ; কভু দ্বিজ, কভু সন্ন্যাসী, গৌররূপে কৃষ্ণ চৈতন্য। এখন বিরোধের স্থল এই যে যিনি কৃষ্ণ তিনিই গোপী হইতেছেন। অবশ্য এই চিন্তাটী সুদুর্ব্বোধ বটে; কিন্তু কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিতে ইহাও সম্ভব হয়। ইহাতে তর্ক করা বৃথা, যেহেতু অচিন্ত্য ভাবেতে তর্কের যোজনা করা নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য। এই পরিচ্ছেদের শেষে কবিরাজগোস্বামী ব্যাস যেরূপ ভাগবতে করিয়াছেন, তদনুকরণে এই আদিলীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদের অনুবাদ পৃথক্ পৃথক্ লিখিয়াছেন।

২২৪পৃ, ২পং। বন্দে স্বৈরাদ্ভুতেহং তমিতি। আদি, ১৭শ, ১শ্লো।

যাঁহার প্রসাদে যবনগণ ও সচ্চরিত্র হইয়া কৃষ্ণনাম জপ করিয়া থাকেন, সেই স্বচ্ছন্দ অদ্ভুতচেষ্টাবিশিষ্ট সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি॥ ১ ॥

২২৪পৃ, ৮পং। বিদ্যা সৌন্দর্য্য সদ্বেশ সম্ভোগ ইতি। আদি, ১৭শ, ২শ্লো।

বিদ্যা, সৌন্দর্য্য, সদ্বেশ, সম্ভোগ, নৃত্য, কীর্ত্তন, প্রেম ও নাম দান দ্বারা গৌরচন্দ্র যৌবনকালে শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছেন॥২॥

২২৪পৃ, ১৪পং। [বায়ু ব্যাধি ছলে কৈল প্রেম পরকাশ।]

অধ্যয়ন অধ্যাপন সমাপ্ত করিয়া শুদ্ধভক্তি প্রচার করিবার জন্য গৌরচন্দ্র কিছুদিন বায়ু ব্যাধি ছল করিয়া ছাত্রদিগকে সর্ব্বত্র কৃষ্ণনাম ব্যাখ্যা করিয়া, সকলব্যাকরণসূত্রে কৃষ্ণসম্বন্ধ দেখাইয়া, তাহাদিগকে অধ্যয়ন কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

২২৪পৃ, ১৬ ১৯পং। [তবেত করিলা প্রভু গয়াতে…প্রেমের বিলাস।]

পরলোকগত পিতার গয়াশ্রাদ্ধ করিব এই মানসে মহাপ্রভু

অনেকগুলি ছাত্রের সহিত গয়াযাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে জ্বর হওয়ায় ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করতঃ সেই ব্যাধি হইতে মুক্ত হইলেন। এই লীলাদ্বারা সংসারীলোকের পক্ষে ব্রাহ্মণসম্মানের কর্ত্তব্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গয়ায় পৌছিয়া শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকটে কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। সেই মন্ত্রগ্রহণ হইতে মহাপ্রভুর প্রেম প্রকাশ হইতে লাগিল। গয়া কার্য্য সমাপ্ত করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া প্রেম প্রচার করিতে লাগিলেন।

২২৫পৃ, ১পং। শচীকে প্রেমদান,—একদিবস মহাপ্রভু শ্রীবাসের বাটীতে বিষ্ণুখট্টার উপর বসিয়া বলিলেন, যে মদীয় জননী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নিকট বৈষ্ণবাপরাধ করিয়াছেন। সে অপরাধ না ক্ষমাইলে তিনি প্রেমভক্তি প্রাপ্ত হইবেন না। ভক্তগণ তাহা শুনিয়া অদ্বৈতপ্রভুকে আনিলে পর, অদ্বৈত প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। শচীদেবী সেই অবসরে অদ্বৈতের চরণধূলি লইয়া নিরপরাধিনী হইলেন। তখন প্রসন্ন হইয়া প্রভু বলে জননীরে, এখন সে বিষ্ণুভক্তি হইল তোমারে, অদ্বৈতের স্থানে অপরাধ নাহি আর; সেই হইতে শচীদেবী প্রেমভক্তি পাইলেন।

২২৫পৃ, ২পঃ। [অদ্বৈত পাইল বিশ্বরূপ দরশন ॥]

একদিবস প্রেমাবিষ্টঅদ্বৈত শ্রীবাসঅঙ্গনে প্রভুকে কহিলেন যে, পূর্ব্বে আপনি অর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহা আমাকে দেখান। তাহাতে প্রভু দয়াকরিয়া বিশ্বরূপ দেখাইলেন।

২২৫পৃ, ৩।৪পং [প্রভুর অভিষেক তবে করিল ··ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ॥]

একদিবস শ্রীবাসের বাটীতে সকল ভক্তলোক মিলিয়া মহাপ্রভুকে অভিষেক করিলেন। মহাপ্রভু বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া তাঁহার রাজরাজেশ্বর ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। অনেক ভক্তগণ সেই সময় কীর্ত্তন করিলেন। এদিকে অদ্বৈতাদিভক্তগণ মহা-

প্রভুকে ষোড়শ উপচারে পূজা করিতে লাগিলেন। প্রভু যাহার যে অভিলাষ তাঁহাকে সেইরূপ বরদান করিতে লাগিলেন।

২২৫পৃ, ৫পং। [তবে নিত্যানন্দ স্বরূপের আগমন।]

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বীরভূমজেলায় একচক্রাগ্রামে পদ্মাবতী গর্ভে হাড়াইপণ্ডিতের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ একটু বড় হইলে একটী সন্ন্যাসী আসিয়া, হাড়াইপণ্ডিতের নিকট হইতে নিত্যানন্দকে ভিক্ষা করিয়া লইলেন। তদবধি সেই সন্ন্যাসীর সহিত নিত্যানন্দ বহুদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে মথুরামণ্ডলে অনেক দিন বাস করিলেন। মহাপ্রভুর আকর্ষণে প্রভুনিত্যানন্দ শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া নন্দনআচার্য্যের গৃহে অবস্থিতি করিলেন। মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দের সহিত নিত্যানন্দকে তথা হইতে স্বীয় স্থানে আনয়ন করিলেন।

২২৫পৃ, ৬-১১পং। [প্রভুকে মিলিয়া পাইলা ষড়্‌ভুজ দর্শন...বংশীবদন॥]

একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দপ্রভুকে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শার্ঙ্গ ও বেণু ধারী ষড়ভুজ দেখাইয়া পরে দুইহাতে শঙ্খ, চক্র ও দুই হাতে বংশী ধারণপূর্ব্বক চতুর্ভুজ দেখাইলেন। অবশেষে কেবল বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি দেখাইলেন।

২২৫পৃ, ১২পং। [তবে নিত্যানন্দ গোস্বামীর ব্যাসপূজন।]

মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু পূর্ণিমা রজনীতে ব্যাসপূজা করিবেন বলিয়া শ্রীবাসের দ্বারা দ্রব্যাদির আয়োজন করাইলেন। সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে নিত্যানন্দ প্রভু পুষ্পমালা মহাপ্রভুর গলায় অর্পণ করিলেন। সেই সময় নিত্যানন্দপ্রভু ষড়্‌ভুজ দেখিয়াছিলেন। ব্যাস পূজার আর কিছুই হইল না।

২২৫পৃ, ১৩পং। [নিত্যানন্দাবেশে কৈল মুষল ধারণ।]

বলরামআবেশে, ব্যাসপূজার পূর্ব্বরাত্রে শ্রীবাসের গৃহে সঙ্কীর্ত্তন

সময়ে মহাপ্রভু বিষ্ণুখট্টার উপর বসিয়া নিত্যানন্দের নিকট হলমূষল মাগিলেন। নিত্যানন্দপ্রভু নিজের হাত তাঁহার হস্তে দিলে ভক্তগণ সে সময় হল ও মূষল প্রত্যক্ষ করিলেন।

২২৫পৃ, ১৫পং। [তবে শচী দেখিল রামকৃষ্ণ দুই ভাই।]

একরাত্রে শচীদেবী স্বপ্নে দেখিলেন যে তাঁহার গৃহস্থিত কৃষ্ণ বলরাম দুইমূর্ত্তি গৌরাঙ্গনিত্যানন্দের সহিত নৈবিদ্য কাড়াকাড়ি করিতেছেন। পরদিন গৌরাঙ্গের ইচ্ছাক্রমে শচীদেবীনিত্যানন্দকে তাঁহার গৃহে ভোজন করিতে বলিলেন। বিশ্বম্ভর ও নিত্যানন্দ যখন ভোজন করিতেছিলেন, শচীদেবী দেখিলেন, সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ও বলরাম ভোজন করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে শচীর প্রেমমূর্চ্ছা হয়।

২২৫পৃ, ১৬পং। [তবে নিস্তারিল প্রভু জগাই মাধাই॥]

জগাই মাধাই শ্রীনবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়া বহুবিধ পাপে রত ছিল। মহাপ্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ ও হরিদাস গৃহে গৃহে নাম প্রচার করিতে গিয়া ঐ দুই মদ্যপব্যক্তির কোপে পড়িলেন। তাহারা উন্মত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে তাড়া করিলে তাঁহারা পলাইলেন। অন্যদিবসে মাধাই নিত্যানন্দের মস্তকে ভগ্নভাণ্ড মারিয়া আঘাত করিল। জগাই সে কার্য্যে কিছু দুঃখিত হইল। মহাপ্রভু তাহা শুনিয়া সশিষ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া জগাই মাধাইকে দণ্ড দিবার জন্য উদ্যত হইলেন। করুণাময় গৌরাঙ্গ জগাইর ভদ্র ব্যবহার শ্রবণ করতঃ তাহাকে প্রেমালিঙ্গন দিলেন। ভগবৎদর্শন ও স্পর্শন ক্রমে সেই দুইপাপীর চিত্ত পরিবর্ত্তন হইলে প্রভু তাহাদিগকে হরিনাম দিয়া উদ্ধার করিলেন।

২২৫পৃ, ১৭পং। [তবে সপ্তপ্রহর ছিলা প্রভু ভাবাবেশে।]

একদিন শ্রীবাসের গৃহে মহাপ্রভু বিষ্ণুখট্টায় বসিলে ভক্তগণ 'সহস্রশীর্ষপুরুষঃ সহস্রপাত' ইত্যাদি পুরুষসূক্ত পাঠ করিয়া গঙ্গা

জলে তাঁহার অভিষেক ও বিবিধোপচারে পূজা করিয়া বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য তাঁহাকে ভোজন করিতে দিলেন। প্রভু সেই ভক্ত দত্ত সামগ্রী সকল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই দিবস তাঁহার সপ্ত প্রহর ঐ ভাবের আবেশ ছিল এবং সর্ব্বাবতারের ভাব দেখাইয়াছিলেন। ভক্তগণের পূর্ব্বগুহ্যসম্বাদসকল ব্যক্ত করিয়া সকলের সন্দেহ দূর করিয়া সকলকেই বর দান করিলেন। এই ভাবকে কেহ কেহ সাতপ্রহরিয়াভাব কেহ কেহ মহাপ্রকাশ বলে।

২২৫পৃ, ১৯।২০পং। [বরাহ আবেশ হৈলা মুরারী ভবনে ···অঙ্গনে ॥]

একদিন মহাপ্রভু 'শূকর শূকর!' বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে স্বয়ং বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক মুরারীগুপ্তের ভবনে প্রবেশ করিলেন। জলপূর্ণ একটী পাত্রকে পৃথিবী উত্তোলনের ন্যায় দশনে উঠাইয়া জলপান করিয়াছিলেন। কোন দিন প্রভু মুরারীর স্কন্ধে চড়িয়া বহুনৃত্য করিয়াছিলেন।

২২৬পৃ, ১পং। [তবে শুক্লাম্বরের কৈল তণ্ডুল ভক্ষণ।]

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী শ্রীনবদ্বীপের গঙ্গাতীরবাসী। মহাপ্রভুর নৃত্যকালে তিনি ভিক্ষার চালের ঝুলির সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভক্তবাৎসল্যবশতঃ প্রভু তাঁহার ঝুলি হইতে ভিক্ষার চাল সকল লইয়া মহাপ্রেমে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

২২৬পৃ, ৪পং। হরের্নাম ইতি ॥ আদি, ১৭শ, ৩শ্লো। অনুবাদ ১৩৩৩ পৃষ্ঠায়।

২২৭পৃ, ৫পং। তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব ইতি ॥ আদি, ১৭অ, ৪শ্লো।

যিনি তৃণাপেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য ও অপরলোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনিই হরিকীর্ত্তনের অধিকারী ॥ ৪ ॥

২২৭পৃ, ৭।১০পং। [ঊর্দ্ধবাহু করিকহো শুন···শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥]

গ্রন্থকার কহিতেছেন, ওহে সর্ব্বজনগণ আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া

বলিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর। কৃষ্ণনামমালায় এই শ্লোককে গাঁথিয়া লইয়া কণ্ঠে ধারণ কর। তাৎপর্য্য এই যে, অধিকারী না হইয়া নামগ্রহণ করিলে নামাভাস বা নামাপরাধ হয়। তাহাতে জীবের পক্ষে নামের ফল যে প্রেম তাহা লাভ হয় না। মহাপ্রভুকৃত এই 'তৃণাদপি' শ্লোকে যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসারে আচরণ করিতে করিতে হরিনাম কর, তাহা হইলে অবশ্য শ্রীকৃষ্ণচরণ পাইবে।

২২৭পৃ, ১৩পং -২২৮পৃ, ১৪পং। [কপাট দিয়া কীর্ত্তন করে... রক্তধার ॥]

যে সময়ে মহাপ্রভু শ্রীবাসের অঙ্গনে দ্বার রুদ্ধ করিয়া কীর্ত্তনানন্দ আস্বাদন করিতেন, সেই সময় নগরবাসী বহির্ম্মুখ অনেক ব্রাহ্মণগণ বৈষ্ণবদিগকে পরিহাস করিবার জন্য অনেক প্রকার চেষ্টা করিতেন। গোপাল চাপাল নামক কোন বাচাল ভট্টাচার্য্য দেবীপূজার সজ্জ, কলাপাত, জবাফুল, রক্তচন্দন ইত্যাদি মদ্য ভাণ্ডের সহিত রুদ্ধদ্বারের বহিরে রাখিয়া গিয়াছিল। প্রাতঃকালে শ্রীবাসপণ্ডিত তাহা দেখিয়া পরিহাসপূর্ব্বক সকলকে কহিলেন, দেখ দেখ, আমি নিত্যরাত্রে ভবানীপূজা করিয়া থাকি, ইহাতে আমার শাক্ত পরিচয়ের যে মহিমা তাহা জানিতে পারিলে। শিষ্ট লোকসকল তাহা দৃষ্টি করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং হাড়ি ডাকাইয়া সেই মদ্যাদি কদর্য্য দ্রব্যসকল দূরে নিক্ষেপ করতঃ জল-গোময় দ্বারা সেই স্থান পরিশুদ্ধ করিলেন। সেই বৈষ্ণবাপরাধে গোপাল-চাপালের গলদ্‌কুষ্ঠ রোগ হইয়াছিল।

২২৯পৃ, ১৪পং। কুলিয়াগ্রাম, গঙ্গার পূর্ব্বপারে তৎকালে নবদ্বীপ ছিলেন, অপরপারে কুলিয়াগ্রাম এক্ষণে নবদ্বীপনামে খ্যাত।

২৩০পৃ, ১৩পং। [মুকুন্দদত্তেরে কৈল দণ্ড পরসাদ।]

মহাপ্রকাশের দিবস মুকুন্দদত্ত দ্বারের বাহিরে পড়িয়া

ছিলেন। এক এক করিয়া অন্য ভক্তগণকে প্রসাদ করিলে, তাঁহারা মুকুন্দদত্ত বাহিরে আছে এরূপ প্রভুকে জানাইলেন। প্রভু কহিলেন, আমি মুকুন্দদত্তের প্রতি শীঘ্র প্রসন্ন হইব না, কেন না, সে ব্যক্তি ভক্তগণের নিকটে শুদ্ধভক্তির কথা বলে এবং মায়াবাদীদের নিকটে বসিয়া যোগবাশিষ্ঠ লিখিত মায়াবাদ স্বীকার করে। তাহাতে আমার সর্ব্বদা দুঃখ হয়। মুকুন্দদত্ত বাহির হইতে সেই কথা শুনিয়া কহিল, ধন্য আমি, যেহেতু জগ-ত্তারণ মহাপ্রভু শীঘ্র না করুন কোন কালেও আমার প্রতি কৃপা করিবেন। মুকুন্দদত্তের মায়াবাদী সঙ্গ পরিত্যাগে দৃঢ়তা জানিতে পারিয়া প্রভু তাহাকে তৎক্ষণাৎ নিকটে আনাইয়া প্রসন্নতা প্রকাশ করিলেন। এই কার্য্যে মায়াবাদী সঙ্গরূপ অপরাধের দণ্ডদান পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তসঙ্গের ফলস্বরূপ প্রসাদ করিলেন।

২৩০পৃ, ১৯।২০পং। [আচার্য্য গোসাঞিরে প্রভু করে গুরুভক্তি...করিল।]

অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুর গুরু ঈশ্বরপুরীর গুরুভাই। তন্নি-বন্ধন স্বায়দাস হইলেও তাহাকে গুরুভক্তি করেন। অদ্বৈত সেইরূপ গৌরব কার্য্যে দুঃখিত হইয়া, মহাপ্রভুর দণ্ডপ্রসাদ লইবার জন্য শান্তিপুরে গিয়া কতকগুলি দুর্ভাগাব্যক্তির নিকট জ্ঞানমার্গ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তচ্ছ্রবণে প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শান্তিপুরে গিয়া অদ্বৈতপ্রভুকে উত্তমরূপে প্রহার করিলেন। সেই প্রহারলাভকরিয়া অদ্বৈতপ্রভু এইবলিয়া নাচিতে লাগিলেন। "দেখ আজ আমার বাঞ্ছা সফলহইল। মহাপ্রভু কৃপণতাপূর্ব্বক গুরুজ্ঞানকরিতেন অদ্যনিজদাস ও শিষ্যজ্ঞানে আমাকে মায়াবাদ-রূপ দুর্ম্মতি হইতে রক্ষাকরিবার চেষ্টা করিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যের এইভঙ্গি দেখিয়া প্রভু লজ্জিত হইয়া তাহার প্রতি প্রসন্নহইলেন।

২৩১পৃ, ১.২পং। [মুরারি গুপ্ত মুখে শুনি রাম গুণ গ্রাম···রামদাসনাম ॥]

একদিন মহাপ্রভু রামমন্ত্রোপাসক মুরারীগুপ্তকে শ্রীরামের স্তবপাঠ করিতে বলিলেন। মুরারী মহাপ্রেমে রামাষ্টকপাঠ করিলেন, 'ইত্থং নিশম্য রঘুনন্দনরাজসিংহশ্লোকাষ্টকং স ভগবান্ চরণং মুরারেঃ। বৈদস্য মূর্দ্ধ্নি বিনিধায় লিলেখ ভালে তং রামদাস ইতি ভো ভব মৎপ্রসাদাৎ।'

২৩১পৃ, ৩পং। [শ্রীধরের লৌহ পাত্রে কৈল জলপান।]

প্রথম নগরকীর্ত্তন রাত্রে কাজিকে উদ্ধার করিলে পর চাঁদকাজি কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীধরের অঙ্গন পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। সেইখানে কীর্ত্তনবিশ্রাম হইলে মহাপ্রভু কৃপাকরিয়া শ্রীধরেরফুটা লৌহপাত্রে যে জল ছিল, তাহা ভক্তদত্তজলবলিয়া পান করিলেন। কাজি সেইস্থল হইতে ফিরিয়াগেলেন। মায়াপুরের উত্তরপূর্ব্বাংশে সেইস্থানটীকে এ পর্য্যন্ত কীর্ত্তনবিশ্রামস্থান বলিয়া থাকে।

২৩১পৃ, ৫পং। [হরিদাস ঠাকুরেব করিল প্রসাদ।]

মহাপ্রকাশ-দিবসে হরিদাসকে মহাপ্রভু আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে প্রহ্লাদের অবতার নির্দ্দেশ করতঃ বরদান করেন।

২৩১পৃ, ৬পং। [আচার্য্য স্থানে মাতার খণ্ডাইল অপরাধ]

বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করায় শচীমাতা অদ্বৈতআচার্য্যকে দোষারোপ করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার যে বৈষ্ণবাপরাধ হয়, তাহা জননীকে আচার্য্যের পদধূলি লওয়াইয়া খণ্ডন করেন।

২৩১পৃ, ৭-১১পং। [ভক্তগণে প্রভু নাম মহিমা কহিল···গঙ্গা স্নান।]

একদিন মহাপ্রভু ভক্তগণের নিকট নামেরঅপারমহিমা বর্ণন করিলেন, তাহা শুনিয়া কোন দুর্ভাগাপড়ুয়া কহিল, এই সকল নামমহিমা প্রকৃত নয়; শাস্ত্রে নামের স্তুতিবাদ মাত্র করিয়াছেন। এই প্রকার নামমহিমার অন্যার্থ করায় নাম অর্থবাদরূপ নামাপ-

রাধ। নামাপরাধ তুল্য অন্য কোনপ্রকার অপরাধ ভয়ঙ্কর নহে। সেই অপরাধী পড়ুয়ার মুখদর্শন করিতে নিষেধ করিয়া স্বগণে সচৈলে অর্থাৎ সবস্ত্রে গঙ্গাস্নান করিলেন। তাৎপর্য্য এই নামাপরাধীর মুখ দেখিলে সবস্ত্রে স্নানকরা উচিত ইহাই শিক্ষা।

২৩১পৃ, ১৭প'। ন সাধয়তি মাংযোগো ন সাংখ্যং ইতি আদি, ১৭, ৫শ্লো।

হে উদ্ধব, আমার প্রতি প্রবলাভক্তি যেরূপ আমাকে বাধ্য করিতে পারে সেরূপ অষ্টাঙ্গযোগ, অভেদ-ব্রহ্মবাদরূপ সাংখ্যজ্ঞান, ব্রাহ্মণের স্বশাখা-অধ্যয়নরূপ স্বাধ্যায় সর্ব্ববিধ তপস্যা ও ত্যাগরূপ সন্ন্যাসাদি দ্বারা আমি সেরূপ বাধ্য হই না ॥ ৫ ॥

২৩২পৃ, ২পং। কাহং দরিদ্র পাপীয়ান্ ক কৃষ্ণ ইতি। আদি, ১৭শ, ৬শ্লো।

কোথায় আমি অতি পাপিষ্ঠ দরিদ্র, কোথায় শ্রীনিকেতন কৃষ্ণ? ব্রাহ্মণ সন্তান জানিয়া তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিলেন, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় ॥ ৬ ॥

২৩২পৃ, ৪-১১পং। [একদিন প্রভু সব ভক্তগণ লৈয়া...লাগাইল।]

কোনদিবস প্রভু ভক্তগণের সহিত নগরকীর্ত্তনে শ্রমযুক্ত হইয়া যে স্থানে পৌঁছিয়াছিলেন তথাকার সেই ভক্তের অঙ্গনে এক আম্রবীজ রোপণ করিলে তৎক্ষণাৎ ফল হইয়া আম্রমহোৎসব হইল। সেই স্থানটী সম্প্রতি আম্রঘট্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ।

২৩২পৃ, ২১৩পং। [কীর্ত্তন করিতে প্রভু আইলা মেঘগণ ..নিবারণ।]

একদিন মহাপ্রভু দূরভূমিতে সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময় অত্যন্ত মেঘাড়ম্বর হইল, প্রভু ইচ্ছা করিয়া সেই মেঘকে যাইতে আজ্ঞা দেওয়ায় মেঘ তৎক্ষণাৎ অপসারিত হইল। সেই কারণ সেই গঙ্গাচরভূমিকে মেঘের-চর বলিয়া বলিত। সম্প্রতি গঙ্গার স্রোত পরিবর্ত্তন ক্রমে বেলপুখুরিয়াগ্রাম সেই

মেঘের চরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। বেলপুখুরিয়া পূর্ব্বে যেখানে ছিল সে স্থানের বর্ত্তমান নাম তারণবাস ও টোটা হইয়াছে।

২৩৫পৃ, ৭।৮পং। [গোপগৃহে জন্ম ছিল গাভীর রাখাল…ছাওয়াল॥]

গাভীদিগকে সেবা করিলে পুণ্য হয়, আমি রাখাল হইয়া পূর্ব্বজন্মে গাভী সেবা করিয়া পূর্ব্বে যে পুণ্যার্জ্জন করিয়াছিলাম তজ্জন্য আমি এবার ব্রাহ্মণ হইয়াছি।

২৩৫পৃ, ২০পং। যমুনাকর্ষণলীলা,—বলদেব একদিন যমুনার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া হলমুষলদ্বারা যমুনাকে কর্ষণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু বলদেবাবেশে যখন "মধু আন, মধু আন", বলিলেন, সেসময়ে অপরসকলে পূর্ব্বোক্ত-যমুনাকর্ষণ লীলা দেখিতেছিল।

২৩৬পৃ, ৭।৮পং। [নগরীয়া লোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিলা…লাগিলা॥]

নগরে নাম প্রচার করিবার সময় প্রভু শ্রীবাসঅঙ্গনের নিকটবর্ত্তী নগরবাসীদিগকে প্রথমে করতালির সহিত হরিনাম করিতে আজ্ঞা দেন। ক্রমশঃ মৃদঙ্গকরতালাদি বাজিতে লাগিল। সেইহইতে দ্বারেদ্বারে সঙ্কীর্ত্তন প্রচারিত হইয়া চলিয়া আসিতেছে।

২৩৬পৃ, ১৭।১৮পং [এতকাল প্রকটে কেহনা কৈল হিন্দুয়ানী · জানি॥]

বক্তেয়ারখিলিজির আগমনের পর চাঁদকাজী পর্য্যন্ত নবদ্বীপে হিন্দুয়ানী অত্যন্ত খর্ব্বহইয়া পড়িয়াছিল। যাঁহাদের বাস্তবিক হিন্দু ধর্ম্মে আস্থা ছিল, তাঁহারা চুপচাপে একবার "হরিহরি" বলিয়া চুপ করিয়া থাকিতেন। কাজি এইজন্য বলিয়াছিলেন এতকাল হিন্দু-য়ানি প্রকট ছিলনা, এখন কাহারবলে এরূপ উদ্যম চালাইতেছ।

২৩৮পৃ, ৬পং। শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের বলে লোকেরা তখন প্রশ্রয় প্রাপ্ত পাগল হইয়াছিল।

২৩৯পৃ, ১পং। [গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় আমার চাচা।]

ব্রাহ্মণপুষ্করণীগ্রামের একাংশে কাজিদিগের বাটী এখনও

বর্ত্তমান। সেই গ্রামের অপরাংশে তারণবাস, যাহা পূর্ব্বে বিপ্র পুষ্করণী ছিল। সেই গ্রাম ও কাজিদিগের ব্রাহ্মণপুষ্করণী একই গ্রাম হওয়ায় চাঁদকাজি মহাপ্রভুর মাতুল সম্বন্ধ হইলেন।

২৩৯পৃ, ১৭পং—২৪০পৃ, ১২পং। [সেই শাস্ত্রে কহে না করে এখনে ॥]

সেই কোরাণশাস্ত্রে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুইপ্রকার মার্গের ভেদ আছে। নিবৃত্তিমার্গে জীব-বধের নিষেধ আছে, কিন্তু আমাদের ন্যায় যাহারা প্রবৃত্তিমার্গে স্থিত তাহারা শাস্ত্র আজ্ঞায় গোবধ করিয়া পাপী হয় না। আবার দেখ, তোমাদের বেদশাস্ত্রে গোবধের বিধিবাক্য পাওয়া যায়, এই জন্যই বড় বড় মুনিগণ চিরদিন গোবধ করিয়া আসিয়াছেন। মহাপ্রভু কহিলেন, বেদশাস্ত্রে গোবধের বিধি নাই, তবে যে গোবধের দ্বারা যজ্ঞ করিবার বাক্য দেখা যায়, সে সকল জরদ্গব অর্থাৎ অত্যন্ত বৃদ্ধগরু সম্বন্ধে। মুনিগণ জরদ্গব মারিয়া বেদমন্ত্রে তাহাদিগকে যুবাকারে পুনর্জীবিত করিতেন। সেরূপ বধ বধ নহে, জরদ্গবের উপকার মাত্র। কলির ব্রাহ্মণদিগের সেরূপ শক্তি না থাকায় এখন গোবধ হইতে পারে না।

২৪০পৃ, ১৩পং। অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং ইতি॥ আদি, ১৭শ, ৭শ্লো।

অশ্বমেধ, গোবধ, সন্ন্যাস, মাংস দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ, দেবর দ্বারা সুতোৎপত্তি কলিকালে এই পাঁচটী নিষিদ্ধ হইয়াছে॥ ৭॥

২৪১পৃ, ৯পং। [সহজে যবন শাস্ত্রে অদৃঢ় বিচার॥]

যবনশাস্ত্র তিনপ্রকার অর্থাৎ য়ুদিগের পুরাতনপুঁথি, কোরাণ ও বাইবেল। এ সমস্তপুঁথিরই আদি পাওয়াযায়। কেহই বেদ বাক্যের ন্যায় অনাদি নহে, সুতরাং সেই সকল শাস্ত্রে যে বিচার আছে তাহার মূলে দৃঢ় না হওয়াস সন্দেহপ্রবণ।

২৪৩পৃ,১৮পং। পাতসাহা তোমার আত্মীয় হইলেও তোমাকে দণ্ড দিতে পারেন। পাৎসাহ, গৌড়ের পাৎসাহ হোসেন সা।

২৪৩পৃ, ১৯পং—২৪৪পৃ, ১১পং। [তবে সেই যবনেরে ··না মানে বর্জন,।]

কাজি কহিলেন, হে গৌরহরি; আমি যে ম্লেচ্ছপেয়াদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম সে এই উত্তর করিল 'আমি হিন্দুদিগকে বলিলাম তোমরা কেহ কেহ কৃষ্ণদাস, রামদাস, হরিদাস এই নাম পরিচয়ে হরি হরি বল। হরি হরি শব্দে চুরি করি, চুরি করি, এই অর্থ হয়, তাহাতে বোধ হয় অন্যের ঘরে ধন চুরি করিবার অভিপ্রায়ে হরি হরি (হরণ করি, হরণ করি) এইকথাবলিয়া থাক। আমি এই পরিহাস যে দিন তাহাদিগের সহিত করিয়াছি সেই দিন হইতেই আমার জিহ্বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও হরি হরি বলিতেছে। ইহার উপায় কিছু করিতে পারি না।

২৪৫পৃ,৯পং। নীচবাড়বাড় ;—অনেকনীচজাতি লইয়া কৃষ্ণের কীর্ত্তন করিতেছে, ইহাতে নীচজাতির বাড় অর্থে বৃদ্ধিহইতেছে।

২৪৬পৃ, ১২পং। তালাক, গম্ভীররূপে যাহা প্রতিজ্ঞা।

২৪৭পৃ, ১৬পং। [একদিন শ্রীবাসের মন্দিরে·· শ্রীবাস নন্দন।]

এক রাত্রে মহাপ্রভু অঙ্গনে কীর্ত্তন করিতেছেন, এমত সময় শ্রীবাসের একটী পুত্রপরলোকপ্রাপ্তহইল। শ্রীবাস কীর্ত্তনের রসভঙ্গ ভয়ে সকলকে শোকপ্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া অধিক রাত্র পর্য্যন্ত মহাপ্রভু নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। কীর্ত্তন ভঙ্গহইলে মহাপ্রভু বুঝিতেপারিলেনযে এইগৃহেকোনবিপদহইয়াছে। শ্রীবাসের পুত্রের মৃত্যুসম্বাদ পাইয়া প্রথমে সম্বাদ পূর্ব্বে না দেওয়াতে দুঃখপ্রকাশ করিলেন এবং মৃতশিশুকে সম্মুখস্থ করাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে বালক, তুমি শ্রীবাসকে কেন পরিত্যাগকরিতেছ।

মৃতশিশু বলিল, আমার যে কয়দিন শ্রীবাসের গৃহে নির্ব্বন্ধছিলসে কয়দিন অতিবাহিত হওয়ায় এখন তোমারইচ্ছামতে অন্যত্র যাইতেছি। 'আমি তোমার নিত্যানুগত অস্বতন্ত্র জীব। তোমার ইচ্ছার অতিরিক্ত আমার কিছু করিবার অধিকার নাই। মৃত শিশুর এইবাক্যশুনিয়াশ্রীবাসেরপরিবারবর্গের দিব্যজ্ঞানহইলেআর শোক রহিলনা। তদনন্তরমৃতশিশুরসংকারহইল। প্রভু শ্রীবাসকে কহিলেন, তোমার যে পুত্র ছাড়িবার সে ছাড়িয়া গেল আমি ও নিত্যানন্দ তোমারনিত্যপুত্রতোমাকে কখনইছাড়িতেপারিবনা।

২৪৭পৃ, ৯।১২পং। [শ্রীবাসের বস্ত্রসিয়ে দরজী যবন · আগল ॥]

শ্রীবাসের নিকটবর্ত্তী কোন যবনদর্জি তাঁহার বস্ত্রশেলাই করিতেন। সে শ্রদ্ধার সহিত মহাপ্রভুর নৃত্য দেখিয়া, মুগ্ধ হইলে, প্রভু তাহাকে নিজরূপের চিন্ময় ভাব দর্শন করাইলেন। সেই দরজি "আমি দেখিনু আমি দেখিনু" এই বলিয়া প্রেমে পাগল হইয়া নাচিতে লাগিল। আগল, অগ্রগণ্য ॥

২৪৮পৃ, ৯।১০পং। [তবে আচার্য্যের ঘরে কৈল · আপনে হৈলা।]

শ্রীচন্দ্রশেখরআচার্য্যরত্নের ঘরে এক রাত্রে প্রভু রুক্মিণ্যাদি রূপধারণপূর্ব্বক একটী লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। তাহাতে অদ্বৈত হরিদাস প্রভৃতি অনেকে সাজ সাজিয়াছিলেন।

২৪৯পৃ, ৭পং। দোঁষাগার,—পরিহাসপূর্ব্বক দোষারোপ।

২৫০পৃ, ১৮।১৯পং। [সন্ন্যাসীবুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব…ক্ষয়।]

শাস্ত্রমত কোন ব্রাহ্মণ সন্ন্যাস করিলে সন্ন্যাসী বুদ্ধিতে অর্থাৎ সন্ন্যাসীকে প্রণম্য জানিয়া গৃহস্থ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলেই প্রণাম করিয়া থাকেন। আমি সন্ন্যাস করিলে নিন্দুক ব্রাহ্মণগণ অবশ্য প্রণাম করিয়া আমা হইতে সুবুদ্ধি লাভ করিবে।'

২৫১পৃ, ১১-১২পং। [এতবলি ভারতী গোসাঞি...সন্ন্যাস করিলা।]

মহাপ্রভুর চব্বিশবর্ষের শেষে যে মাঘী শুক্লপক্ষ পড়িল সেই উত্তরায়ণ সময়ে সংক্রমন দিনে মহাপ্রভু রাত্র শেষে শ্রীনবদ্বীপ-ত্যাগ করিয়া নিদয়ার ঘাটে গঙ্গা সন্তরণ পূর্ব্বক কণ্টকনগর বা কাটোয়াগ্রামে পৌছিয়া কেশবভারতীর নিকট দণ্ডগ্রহণ করি-লেন। চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন সন্ন্যাসের কর্ম্মাঙ্গ সকল মহাপ্রভুর আজ্ঞামতে অনুষ্ঠান করিলেন। সমস্তদিন কীর্ত্তন করিতে করিতে দিবা অবসানপ্রায়ে ক্ষৌরকার্য্য সমাপ্ত হইল। পরদিন প্রাতে দণ্ডধারী সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রাঢ়দেশ ভ্রমণ আরম্ভ করিলেন। কেশবভারতী কতকদূর সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলেন।

২৫১ পৃ, ১৮পং। চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব,—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসাশ্রিত চারিপ্রকার ভক্তভাব।

২৫২পৃ, ১০পং। গোপীনাং পশুপেন্দ্র নন্দনজুষো ইতি। আদি, ১৭শ ৮শ্লো,

কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ কৌতুক সহকারে অদ্ভুত রুচিযুক্ত চতু-র্ভুজনারায়ণ মূর্ত্তি প্রকাশ করিলে গোপীদিগের রাগোদয় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সুতরাং নন্দনন্দনে অনন্য ভজনশীল দুর্গম পার-কীয় পথাবলম্বিনী গোপীগণের ভাবক্রিয়া কোন্ পণ্ডিত বুঝিতে পারে? ৮॥"

২৫৩পৃ, ১৬পং। রাসারম্ভবিধৌ নিলীয়বসতা ইতি। আদি, ১৭শ, ৯শ্লো।

কুঞ্জে রাসারম্ভে কৃষ্ণ কৌতুক করিয়া লুক্কায়িত ছিলেন। মৃগ-নয়নী গোপীদিগের আগমন দেখিয়া সঙ্কিতভাবে স্বীয় মনোহর চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন। সাধারণ গোপী এই মাত্র কহিলেন যে ইনি আমাদের প্রেম বিষয় শ্রীকৃষ্ণ নহেন। কিন্তু রাধাপ্রেমের কি আশ্চর্য্য মহিমা রাধার আগমন মাত্রেই কৃষ্ণ চেষ্টা করিয়াও সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি রাখিতে পারিলেন না। ৯॥

। সজ্জিনী ৩য়, বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা।

২৫৫পৃ, ৮পং। অচিন্ত্যা খলু যে ভাবানতামিতি ॥ আদি, ১৭শ, ১০শ্লো।

প্রকৃতির অতীত যে তত্ত্ব তাহাই অচিন্ত্যলক্ষণ। তর্ক প্রাকৃত সুতরাং সেতত্ত্বকে স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব অচিন্ত্যভাব সকলে তর্ক যোজনা করিবে না॥ ১০ ॥

ইতি আদিলীলা সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

মধ্যলীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রথম পরিচ্ছেদের কথাসার।

এই পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর সমস্ত মধ্যলীলার ও শেষলীলার প্রথম ছয় বৎসরের লীলার সূত্র কথিত হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদে "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোক পাঠ করিয়া মহাপ্রভু যে ভাব প্রকাশ করেন, তাহা শ্রীরূপগোস্বামীর "সোঽয়ং কৃষ্ণ" শ্লোকে স্পষ্টীকৃত হওয়ায় মহাপ্রভু রূপের প্রতিবিশেষ কৃপা করেন। রূপসনাতন ও জীব গোস্বামীদিগের বিরচিত গ্রন্থ সকলের উল্লেখ আছে। মহাপ্রভু রামকেলি গ্রামে রূপসনাতনকে দয়া করেন।

২৫৯পৃ, ৫পং। যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি সদ্য ইতি॥ মধ্য, ১ম, ১শ্লো॥

অজ্ঞজন ও যাঁহার প্রসাদে সদ্য সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করে, সেই ভগবান চৈতন্যদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

২৫৯পৃ, ৭পং। বন্দে ইতি। মধ্য, ১ম, ২শ্লো। অনুবাদ ১২৬৭ পৃষ্ঠায়।

২৫৯, ৯পং। জয়তামিতি। মধ্য, ১ম, ৩ শ্লো। অনুবাদ ১২৫৮ পৃষ্ঠায়।

২৫৯পৃ- ১১পং। দীব্যদিতি। মধ্য, ১ম, ৪শ্লো। অনুবাদ ১২৫৮ পৃষ্ঠায়।

২৫৯পৃ, ১৩পং। শ্রীমান্ ইতি। মধ্য, ১ম, ৫শ্লো। অনুবাদ ১২৫৮ পৃষ্ঠায়।

২৬২পৃ, ১৬পং। নিগূঢ়ভক্তি, পাঠান্তরে নিগূঢ় রস।

২৬২পৃ, ১৭পং। ভাগবতামৃত, বৃহৎ ভাগবতামৃত।

২৬২পৃ, ১৮পং। দশমটিপ্পনী, দশমস্কন্ধের বৃহৎতোষণী বলিয়া টীকা। দশমচরিত দশম বর্ণিত কৃষ্ণলীলা চরিত।

২৬২পৃ, ২পং। গ্রন্থ, অনুষ্টুপ একশ্লোক পরিমাণে শব্দসংখ্যা।

২৬৩পৃ, ৫পং। বহুস্তবাবলী—স্তবমালা গ্রন্থ।

৭পং। গোবিন্দ বিরুদাবলী—স্তবমালার অন্তর্গত।

২৬৩পৃ, ৮পং। নাটকবর্ণন—নাটকচন্দ্রিকা।

২৬৪পৃ, ৪পং। গুণ্ডিচা—শ্রীজগন্নাথদেব রথযাত্রায় সুন্দরাচলনামক স্থানে গুণ্ডিচানামক মন্দিরে গমনকরিয়া নবরাত্র লীলা করেন, সেই জন্য রথযাত্রাকে উড়িষ্যাবাসীগণ গুণ্ডিচা যাত্রা বলে।

২৬৪পৃ, ৮পং। [অন্যোন্যে দুহাঁর দুহাঁ বিনা নাহি স্থিতি।]

প্রভু ও প্রভুভক্তগণ পরস্পর মিলন ব্যতীত সুখী হইতেন না।

২৬৪পৃ, ১০পং। ["কৃষ্ণের বিরহ লীলা প্রভুর অন্তর।"]

গোপীদিগের কৃষ্ণবিরহ লীলা প্রভুর অন্তরে অর্থাৎ অন্তঃকরণে সর্ব্বদা জাগরিত।

২৬৪পৃ, ১৪পং। [যে কালে করেন জগন্নাথ দরশন…মিলন॥]

কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করিয়া ব্রজবাসীদিগকে নিমন্ত্রণ করিলে গোপীগণ তথায় গিয়া কৃষ্ণদর্শন সুখলাভ করেন। প্রভুর অন্তঃকরণে কৃষ্ণবিরহভাব উদ্দীপিত ছিল কেবল যে যে সময়ে জগন্নাথ দর্শন করিতেন সেই সব সময়ে কুরুক্ষেত্র-মিলন ভাব তাঁহার হৃদয়ে উদয় হইত।

২৬৪পৃ, ২০পং। ["কৃষ্ণ লঞা ব্রজে যাই এভাব অন্তর॥"]

কুরুক্ষেত্রের মিলনে সন্তোষ না হইয়া কৃষ্ণকে ব্রজে লইয়া গিয়া তাহার সহিত মিলনকরি এই ভাবটী তাহার হৃদয়ে সর্ব্বদা উঠিত।

২৬৫পৃ, ৪পং। যঃ কৌমারহরঃ স এব ইতি। মধ্য, ১ম, ৬শ্লো।

যিনি কৌমার-কালে রেবানদীতীরে আমার চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন, তিনিই আমার এখন পতি হইয়াছেন; সেই মধু-মাসের রাত্রিও উপস্থিত; উন্মীলিত-মালতীপুষ্পের সৌগন্ধও আছে; কদম্বকানন হইতে বায়ুও মধুররূপে বহিতেছে; সুরত ব্যাপারলীলাকার্য্যে আমিও সেই নায়িকা উপস্থিত; তথাপি আমার চিত্ত এ অবস্থায় সন্তুষ্ট না হইয়া রেবাতটস্থ তরুতলের জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে ॥ ৬ ॥

২৬৫পৃ, ৮পং। একেলা স্বরূপ,—উক্ত শ্লোকটী নিতান্ত হেয় নায়কনায়িকা সম্বন্ধে বিরচিত। মহাপ্রভু ইহার যে এত আদরে পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য স্বরূপদামোদর ব্যতীত আর কেহও জানিতেন না।

২৬৫পৃ, ৯৬।১৭পং। [হরিদাস ঠাকুর শ্রীরূপ সনাতন···তিন জন ॥]

হরিদাসঠাকুর কাজিপুত্র মন্দিরের মর্য্যাদা ভঙ্গ আশঙ্কায় শ্রীমন্দিরে যাইতেন না। রূপ সনাতন আপনাদিগকে "তৃণাদপি সুনীচ" জ্ঞান করতঃ নীচজাতির সহিত অধিকার-সামান্য-বুদ্ধি ক্রমে শ্রীমন্দিরে যাইতেন না।

২৬৫পৃ, ১৮পং। উপল ভোগ,—ছত্র-ভোগ। জগন্নাথদেবের অন্য সমস্ত ভোগ মণিকোঠার মধ্যে হইয়া থাকে। দিবা দুই প্রহরের পর যে বৃহৎ ভোগ হয়, তাহা গরুড়ের পশ্চাতে একটা বৃহৎ প্রস্তরময় স্থান আছে, তাহার উপর হইয়া থাকে। উপল শব্দে প্রস্তর। সেই প্রস্তরময় ভূমির উপর ঐ ভোগটী হয় বলিয়া তাহার নাম উপল ভোগ।

২৬৬পৃ, ৫পং। উঠি, কোন পাঠে উঠাই।

২৬৭পৃ, ২পং। প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি ইতি। মধ্য, ১ম ৭শ্লো।

হে সহচরি, আমার সেই অতিপ্রিয় কৃষ্ণ অদ্য কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইলেন, আমিও সেই রাধা; আবার আমাদের উভয়ের মিলন সুখ তাই বটে; তথাপি এই কৃষ্ণের বনমধ্যে ক্রীড়াশীল মুরলীর পঞ্চমস্বরে আনন্দ প্লাবিত কালিন্দি পুলিন গত বনের জন্য আমার চিত্ত স্পৃহা করিতেছে ॥ ৭ ॥

২৬৭পৃ, ১৫পং। আহুশ্চতে ইতি ॥ মধ্য, ১ম, ৮শ্লো।

গোপীগণ বলিলেন, হে কমলনাভ, সংসার-কূপে পতিতজনের উত্তরণের এক মাত্র অবলম্বনস্বরূপ, তোমার পাদপদ্ম যাহা অগাধ বোধ যোগেশ্বরদিগের হৃদয়েই সর্ব্বদা চিন্তনীয়, তাহা গৃহসেবী আমাদিগের মনে উদয় হউক ॥ ৮ ॥

২৬৮পৃ, ৬পং। যা তে লীলা রসপরিমলোদ্গারি ইতি। মধ্য, ১ম ৯শ্লো।

হে কৃষ্ণ, তোমার যে লীলা-রস-গন্ধে বিস্তারী বন সমূহ পরিবৃত মাথুরমণ্ডলায় মাধুরী দ্বারা পরিবৃত এবং ভাব দ্বারা মুগ্ধ মন গোপীগণ যে আমরা, আমাদের কর্তৃক পরিসেবিত ধন্য বৃন্দাবন ভূমি বিলাস করিতেছেন। বংশীবদন তুমি আমাদের সহিত মিলিত হইয়া সেই লীলা বিহার কর ॥ ৯ ॥

২৬৮পৃ, ১৫পং। উদ্‌ঘূর্ণা প্রলাপ,—নানাপ্রকার বিবশ চেষ্টা হইতে যে প্রলাপাদি উদয় হয়।

২৬৯পৃ, ৭পং। প্রথমভিক্ষা—সন্ন্যাসের কএক দিন ভ্রমণ করিয়া অদ্বৈতপ্রভুর ঘরে প্রথম অন্নভিক্ষা গ্রহণ করিলেন।

২৭০পৃ, ১৯পং। চাতুর্ম্মাস্য,—আষাঢ়মাসের শুক্লদ্বাদশী হইতে কার্ত্তিকমাসের শুক্লদ্বাদশী পর্য্যন্ত।

২৭১পৃ, ৪পং। রামজপী, যে বিপ্র রামনাম জপ করিতেছিল।

২৭৩পৃ, ২পং। অনবসর,—স্নানযাত্রার পর নবযৌবন দর্শনের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত কএকদিবস জগন্নাথের দর্শন হয় না। সেই সময়কে অনবসর বলে।

২৭৪পৃ, ৭পং। উপবন,—যে পথ দিয়া রথ গুণ্ডিচাবাড়ি যায়, তাহার নাম বড়দাঁড়। তাহার দুইপার্শ্বে যে সকল উদ্যান তাহাকে উপবন বলিয়া কথিত হইয়াছে।

২৭৪পৃ, ১৯পং। ["আসি বিদ্যা বাচস্পতির গৃহেতে রহিলা।"]

বৃন্দাবন যাইবার সময় গৌড় মণ্ডলে আসিয়া বিশারদের পুত্র অর্থাৎ সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে অর্থাৎ বিদ্যা নগরে প্রভু রহিলেন।

২৭৫পৃ, ২পং। ["লোক ভয়ে প্রভু আইলা কুলিয়া গ্রাম।"]

বিদ্যানগরে পাঁচদিন থাকিয়া অনেক লোক সমারোহ দৃষ্টি পূর্ব্বক প্রভু রাত্রযোগে কুলিয়াগ্রামে আসিলেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে, অন্ত্যখণ্ডে, তৃতীয় অধ্যায়ে লেখা আছে।

"গঙ্গা প্রতি মহা অনুরাগ বাড়াইয়া।
অতি শীঘ্র গৌড়দেশে আইলা চলিয়া॥"
সার্ব্বভৌম ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি নাম;
আচম্বিতে আসি উত্তরিলা তার ঘর"
নবদ্বীপ আদি সর্ব্বদিকে হৈল ধ্বনি।
বাচস্পতি ঘরে আইলেন ন্যাসীমণি॥
"কুলিয়ায় আইলেন বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
"সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়;
শুনিমাত্র সর্ব্বলোকে মহানন্দে ধায়॥"

চৈতন্যভাগবতের এই অধ্যায়টী লোচনদাসের বর্ণনের সহিত পাঠ করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে, বর্ত্তমান নবদ্বীপ বলিয়া

যে স্থানটী পরিচিত আছে, তাহাই প্রাচীন নবদ্বীপের অপর-পারস্থ তৎকালের কুলিয়াগ্রাম। সেই স্থানেই দেবানন্দপণ্ডিত, গোপালচাপাল এবং অন্যান্য কয়েক ব্যক্তির অপরাধভঞ্জন হইয়াছিল। তখন বিদ্যানগর হইতে কুলিয়া আসিতে গঙ্গার একধারা পার হইতে হইত এবং কুলিয়া হইতে নবদ্বীপ যাইতে মূল ভাগীরথী পার হইতে হইত। অদ্যাপিও ঐ সকল স্থান দৃষ্টি করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, তখনকার কুলিয়াগ্রামে চিনাডাঙ্গা প্রভৃতি পল্লী এবং কুলিয়ার গঞ্জ যাহাকে কোলেরগঞ্জ এখন বলে সেই সমস্ত ভূমি তখনকার কুলিয়ার অবশেষাংশ আছে।

২৭৫পৃ, ১৮পং—২৭৬পৃ, ৩পং। [আগে মন নাহি…আসিব ফিরিয়া।]

যে সময়ে মহাপ্রভু কুলিয়া হইতে বৃন্দাবন যাইবেন এরূপ কথা হইল, তদীয় পরমভক্ত শ্রীনৃসিংহানন্দ ধ্যানে কুলিয়া হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত পথ বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন। গৌড়ের নিকট-বর্ত্তী কানাইনাটশাল পর্য্যন্ত সেই পথ বাঁধা হইল, তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইয়া ধ্যানভঙ্গ হইল, তাহাতে নৃসিংহানন্দ কহিলেন, এবার মহাপ্রভু কানাইনাটশাল পর্য্যন্ত যাইবেন মাত্র বৃন্দাবন পর্য্যন্ত যাইবেন না।

২৭৬ পৃ, ১১পং। রামকেলিগ্রাম,—গৌড়ের নিকট গঙ্গাতীরে রামকেলিগ্রাম, তথায় শ্রীরূপসনাতনের তৎকালিন বাসস্থান ছিল।

২৭৬পৃ, ৫পং। গৌড়াধ্যক্ষযবনরাজা,—হুসেনসাহা বাদসাহা।

২৭৭পৃ, ১২পং। [কেশব ছত্রীরে রাজা বার্ত্তা পুছিল…উড়াইয়া দিল।]

ক্ষত্রিয় কেশব মহাপ্রভুর তত্ত্ব অবগত ছিল, পাছে বাদসাহা অনুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহার শত্রুতা আরম্ভ করে এই আশঙ্কায় বাদসাহে কথা বাড়িতে দিল না।

২৭৭পৃ, ৭.৮পং। [রাজারে প্রবোধি কেশব…কহিল যাইয়া ॥]

রাজাকে সেইরূপ প্রবোধ দিয়া সৈনিক কর্ম্মচারী কেশব ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া প্রভুকে স্থান ছাড়িবার জন্য অনুরোধ করিল।

২৭৭পৃ, ৯পং। দবিরখাস,—শ্রীরূপের তাৎকালীন যবনরাজ প্রদত্ত নাম।

২৭৮পৃ, ৮পং। সাকরমল্লিক,—শ্রীরূপের নাম দবির খাশ যেরূপ হইয়াছিল শ্রীসনাতনেরও তৎকালে রাজপ্রদত্ত নাম সাকরমল্লিক প্রসিদ্ধ ছিল।

২৭৮পৃ, ১৭পং। ["নীচ জাতি নীচ সঙ্গী করি নীচকায।"]

নীচ জাতিতে জন্মিয়াছে যে সকল নীচ লোক তাহাদের সঙ্গী এবং তাহাদের সেবারূপ নীচ কায করিয়া থাকি।

২৭৮পৃ, ২০পং। মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা ইতি ॥ মধ্য, ১ম, ১০শ্লো।

আমার ন্যায় পাপী নাই, আমার ন্যায় অপরাধীও নাই। হে পুরুষোত্তম, মৎকৃত পাপ ও অপরাধের উল্লেখ করিয়া পরিহার চেষ্টা করিতে আমার লজ্জা হইতেছে ॥ ১০ ॥

২৭৯প, ৩ ১০পং [জগাই মাধাই দুই…মুক্তির কারণ ॥]

জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিতে আপনার অধিক শ্রম হয় নাই। আমরা ততোধিক অধম আমাদিগকে উদ্ধার করাই বিশেষ কার্য্য। জগাই মাধাই অপতিত ব্রাহ্মণজাতি ছিল এবং মহাতীর্থ নবদ্বীপে তাহাদের বাসস্থান। আমাদের ন্যায় তাহারা কথন নীচসেবা করে নাই, তাহারা নীচলোকের কূর্পর ছিল না! অর্থাৎ নীচলোকের দ্বারা পালিত হয় নাই। তাহারা কেবল পাপাচারী ছিল মাত্র। পাপ সকল তোমার নামাভাসে দগ্ধ হয়; তাঁহারা তোমার নাম লইয়া তোমাকে নিন্দা করিয়াছিল বলিয়া সেই নামই তাহাদের পাপমুক্তির কারণ হইল।

২৭৯প, ১৩।১৪পং। [ম্লেচ্ছ জাতি ম্লেচ্ছ সঙ্গী…আমার সঙ্গম ॥]

ম্লেচ্ছ দুইপ্রকার, অর্থাৎ জন্মদ্বারা ম্লেচ্ছ ও সঙ্গদ্বারা ম্লেচ্ছ। জন্ম হইতে যে ম্লেচ্ছ হয়, সেইরূপ ম্লেচ্ছসঙ্গী আমরা। পতিত হইয়া অনেক ম্লেচ্ছব্যবহার করিয়াছি, বিশেষতঃ গোব্রাহ্মণদ্রোহী যে ম্লেচ্ছ তাহাদের সহিত আমাদের সঙ্গম।

২৮০পৃ, ৩পং। ["মোরে দয়া করি কর সদয় সফল।"]

আমাদের ন্যায় অত্যন্ত পতিত জনকে দয়া করিয়া তোমার সদয় অর্থাৎ দয়ালু নাম সফল কর।

২৮০পৃ, ৬পং। নমৃষাপরমার্থমেব মে শৃণু ইতি ॥ মধ্য, ১ম, ১১শ্লো।

আপনার নিকট আমি একটী বিজ্ঞাপন করিতেছি তাহা কিছুমাত্র মিথ্যা নয়, পরমার্থ পরিপূর্ণ, তাহা এই যে যদি আমার প্রতি দয়া না কর তাহা হইলে হে নাথ তোমার উপযুক্ত দয়ার পাত্র আর কোথায় পাইবে ॥ ১১ ॥

২৮০পৃ, ১৩পং। ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরং ইতি। মধ্য, ১ম, ১২শ্লো।

আপনার নিরন্তর সেবার দ্বারা অন্য মনোরথ নিঃশেষিত হইয়া প্রশান্তভাবে আমি কবে আপনার নিত্যকিঙ্কর বলিয়া দাসজীবনের সহিত আনন্দে প্রফুল্ল হইব ॥ ১২ ॥

২৮১পৃ, ৪পং। পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি ইতি ॥ মধ্য, ১ম, ১৩শ্লো।

পরপুরুষানুরক্ত রমণী গৃহকর্ম্ম সকল ব্যগ্র হইয়াও অন্তঃকরণে নূতন সঙ্গরস আস্বাদন করিতে থাকে ॥ ১৩ ॥

২৮২পৃ, ১৬পং। কৃষ্ণচরিত্র লীলা,—তৎকালে গৌড়ের অনেক অনেক স্থানে কানাইনাটশাল বলিয়া একটী স্থানের ব্যবস্থা ছিল। গৌড়ের সন্নিকটে যে কানাইনাটশাল তথায় কৃষ্ণলীলার নানাবিধ চিত্রবর্ণন দেখিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয়পরিচ্ছেদের সার কথা।

এই দ্বিতীয়পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর শেষ দ্বাদশবর্ষের ভাবাস্বাদন লীলার সূত্র বর্ণন করিয়াছেন। মধ্যে শ্লোক উদ্ধার করিবার হেতু ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ভাব গাম্ভীর্য্যের তত্ত্ব সহজে লোকে বুঝিতে পারে না। এই গ্রন্থ বর্ণিত শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণন শুনিতে শুনিতে সহজ ভাবতত্ত্ব জীবের উদয় হইবে। কবিরাজ গোস্বামী বৃদ্ধাবস্থায় এই গ্রন্থ লিখিতেছিলেন, অতএব অন্ত্যলীলার সূত্র পর্য্যন্ত ভক্তগণের উপকারার্থ এই পরিচ্ছেদে সংগ্রহ করিলেন। কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন, শ্রীস্বরূপগোস্বামীর মতেই ভজন সম্বন্ধে প্রধান মত। রঘুনাথদাসগোস্বামী তাঁহার কৃপায়, তৎকৃত কড়চা কণ্ঠস্থ করিয়া স্বরূপের অন্তর্দ্ধানের পর ব্রজে আগমন করেন। তথায় কবিরাজগোস্বামী উপস্থিত হইলে শ্রীরূপ ও রঘুনাথের কৃপায় সেই কণ্ঠস্থ কড়চার তাৎপর্য্য জানিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিলেন।

২৮৯ পৃ, ২পং। বিচ্ছেদস্মিন্ প্রভোঃ ইতি ॥ মধ্য, ২য়, শ্লো।

প্রভুর অন্ত্যলীলার সূত্র অনুবর্ণনে তাঁহার বিচ্ছেদভাবে কৃষ্ণবিচ্ছেদ-প্রলাপাদি বর্ণন করিতেছি ॥ ১ ॥

২৮৯পৃ, ৭পং। বিয়োগ—বিচ্ছেদ।

২৮৯পৃ, ১১পং। বাদ—বাক্য।

২৮৯পৃ, ১২পং। হালে—নড়ে।

২৮৯পৃ, ১৪পং। গম্ভীরা,—অলিন্দের পর দালান তার ভিতরের ক্ষুদ্র গৃহকে গম্ভীরা বলে।

২৮৯পৃ, ১৮পং। চটকপর্ব্বত,—সমুদ্রতীরে যে সকল বালুর পাহাড় আছে, তাহাকে চটকপর্ব্বত বলে। গুণ্ডিচামন্দির ও সমুদ্রের মধ্যে একটী বড় চটকপর্ব্বত আছে, সেই স্থানে অনেক সময় গোবর্দ্ধনভ্রমে মহাপ্রভু চলিয়া যাইতেন।

২৯০ পৃ, ১৮ পং। প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি ইতি॥ মধ্য, ২য়, ২ শ্লো।

আমাদের কৃষ্ণপ্রেমদত্ত আঘাতজনিত রোগ অনুভব করিতেছেন না। প্রেমের কথাই বা কি বলিব, তাহা স্থানাস্থান না জানিয়া আঘাত করে। মদনের কথাত নাই, কেননা আমরা যে অতিশয় দুর্ব্বলা তাহা সে বুঝিল না। কাহাকেই বা কি বলিব, কেহই অন্যের অখিল দুঃখ বুঝে না। আমাদের জীবন আমাদের বশে নয়। যৌবনও দুই তিন দিনের ন্যায় অল্পক্ষণ স্থায়ী। হায়! এরূপ অবস্থায় হে বিধাত আমাদের কি গতি হইবে॥ ২॥

২৯১ পৃ, ২ প-২৯২ পৃ, ১২ পং। [উপজিল প্রেমাঙ্কুর…ভারে।]

শ্রীমতী কহিতেছেন, আহা! দুঃখের কথা কি বলিব। কৃষ্ণসম্মিলনে আমার প্রেমাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছিল। আবার কৃষ্ণবিচ্ছেদে সেই প্রেমাঙ্কুরে আঘাত লাগিয়া এখন দুঃখের প্রবাহ বহিতেছে। এ রোগের কৃষ্ণই একমাত্র চিকিৎসক, কিন্তু কৃষ্ণ সেই প্রেমাঙ্কুর রক্ষা করিবার কোন যত্ন করিতেছেন না। কৃষ্ণের ব্যবহার কি বলিব তিনি বাহ্যে নাগররাজ, অন্তরে শাঠ্যপরিপূর্ণ, পরনারী বধ বিষয়েই তাঁহার চেষ্টা। কৃষ্ণের সহিত প্রীতি করার এইরূপ ফল। সখি হে! এই বিধির বিধান না বুঝিতে পারিয়া সুখের জন্য প্রীতি করিয়াছিলাম, কিন্তু এ দুঃখিনীর পক্ষে তদ্বিপরীত মহাদুঃখ উপস্থিত হইয়াছে; এমত কি এখন-তখন প্রাণযায় এরূপ অবস্থা। আমাদের কৃষ্ণত

সেইরূপ, আবার প্রেম বলিয়া যে একটী তত্ত্ব আছেন তাঁহার কথাই বা কি বলিব। প্রেম স্বভাবত, কুটীল, ও অগেয়ান (অন্ধ)। স্থানাস্থান না বুঝিয়া এবং মন্দফলাফল না বিচার করিয়া সেই কৃষ্ণরূপ ক্রূরশঠের গুণরজ্জুতে আমাকে হাতেগলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, ছাড়াইতে পারিতেছি না। কৃষ্ণ ও প্রেম, ইহাঁদের এরূপ কার্য্য। এই প্রীতিকার্য্যে মদন বলিয়া আর একটী তত্ত্ব আছেন। তাহার গুণ এই; তিনি স্বয়ং তনুহীন, অথচ পর-দ্রোহে বড়ই প্রবীণ। পঞ্চবাণ সন্ধান করিয়া অবলাজনের শরীর বিঁধিয়া জর জর করেন। একেবারে যদি জীবন লইতেন ত ভাল হইত, তাহা না করিয়া কেবল দুঃখ দিয়া থাকেন। শাস্ত্রে বলেন যে একের দুঃখ অন্যে জানিতে পারে না। এ সম্বন্ধে অপরের কথা কি বলিব, আমার ললিতাদি প্রাণসখি সকল আমার দুঃখ বুঝিতে না পারিয়া, হে সখি! ধৈর্য্য ধর, এই কথা বারম্বার বলিতে থাকেন। হে সখি, তুমি যে বলিতেছে কৃষ্ণ কৃপাসমুদ্র কখন না কখন তোমাকে অঙ্গীকার করিবেন, তোমার এ কথা কাযে লাগিবে না। কেননা পদ্মপত্রের জলের ন্যায় জীবের জীবন চঞ্চল। কৃষ্ণকৃপা যতদিনে হইবে, ততদিন কে বাঁচিয়া থাকিবে। মানব শতবর্ষের অধিক বাঁচে না, আবাব বিচার করিয়া দেখ, কৃষ্ণচিত্তহারী রমণীর যৌবনধন অতি স্বল্পদিনস্থায়ী। যদি বল কৃষ্ণ গুণসমুদ্র অবশ্যই কৃপা করিবেন, তবে বলি অগ্নি যেমন নিজের আলোক দেখাইয়া পতঙ্গীসকলকে আকর্ষণ করিয়া মারিয়া ফেলে, কৃষ্ণগুণ ও তদ্রূপ। গুণের চাকচিক্য দেখাইয়া নারীগণের মন আকর্ষণ করত আবার বিচ্ছেদরূপ দুঃখসমুদ্রে ডুবাইয়া দেয়॥

, ।। সঙ্গিনী ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

২৯২পৃ, ১৮পং। শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং ইতি। মধ্য, ২য়, ৩শ্লো।

হে সখি শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাসেবন না করিয়া আমার অখিলেন্দ্রিয়সকল ব্যর্থ হইতেছে, এখন সেইসকল পাষাণও শুষ্ককাষ্ঠভারের ন্যায় ইন্দ্রিয়কে নির্লজ্জ হইয়া আমি কিরূপে ধারণ করিতে সক্ষম হই ॥ ৩ ॥

২৯২পৃ, ২০পং। ["বংশীগানামৃতধাম, লাবণ্যামৃত জন্মস্থান।"]

বংশীগানের অমৃতধামস্বরূপ, লাবণ্যরূপ অমৃতের জন্মস্থানস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রবদন।

২৯৪পৃ, ৮পং। যদাযাতো দৈবান্মধুরিপুরসৌ ইতি। মধ্য, ২য়, ৪শ্লো।

দৈবাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপ আমার নয়নগোচর হইলে আমার চিত্ত-দর্শনসৌভাগ্যমদকর্ত্তৃক হতহওয়ায়, আনন্দনামক কোন তত্ত্ব তাহা অপহরণ করিয়াছিল, আমাকে প্রাণভরিয়া সেইরূপ সৌন্দর্য্য দেখিতে দেয় নাই। আবার যথন পুনরায় সেই কৃষ্ণস্বরূপ দেখিতে পাইব, তখন সেই সময়কে বহুরত্ন দিয়া অলঙ্কৃত করিব ॥ ৪ ॥

২৯৪পৃ, ২০পং। আগে দেখে দুই জন,—স্বরূপদামোদর ও রায়রামানন্দ। তাঁহাদিগকে দেখিয়া একটু বাহ্য চেষ্টা হইলে রাধাভিমান ছাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আমিনা সেই চৈতন্য ?

২৯৪পৃ, ১১পং। কই অবরহিদং ইতি *। মধ্য, ২য়, ৫শ্লো।

প্রেম কৈতবরহিত। মনুষ্যলোকে কখনই উদয় হয় না। যদি উদয় হয় তবে বিরহ হয় না। যদি বিরহ হয় তবে জীবন থাকে না।

২৯৬পৃ, ২পং। ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি ইতি। মধ্য, ২য়, ৬শ্লো।

হে সখি, কৃষ্ণে আমার সামান্য প্রেমগন্ধও নাই। তবে যে

---

* এই প্রাকৃতের সংস্কৃতে পরিণতি,—কৈতবরহিতং প্রেম নহি ভবতি মানুষে লোকে; যদি ভবতি কস্য বিরহো বিরহে ভবতি কো জীবতি।

আমি ক্রন্দন করি, তাহা কেবল নিজের সৌভাগ্যাতিশয্য প্রকাশ করিবার জন্য। বংশীবদন কৃষ্ণ দর্শন বিনা আমি যে প্রাণ পতঙ্গ ধারণ করি তাহা বৃথা ॥ ৬ ॥

২৯৬পৃ, ২১পং। পাতিয়ায়—প্রত্যয় করে।

২৯৭পৃ, ১০পং। পীড়াভির্নবকালকূটকটুতাগর্ব্বস্ত ইতি। মধ্য, ২য়, ৭শ্লো।

শ্রীনন্দনন্দন সম্বন্ধীয় সুন্দরী প্রেমা যাঁহার অন্তরে জাগিয়াছে, তাহার বক্র মধুরভাব বিক্রম সকল স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যে প্রেম দুইরূপে কার্য্য করে, অর্থাৎ নূতন সর্পবিষের কটুতার গর্ব্বকে স্বজাত পীড়ার দ্বারা নির্ব্বাসিত করে, অর্থাৎ যাহার পর নাই এরূপ দুঃখ উদয় করায়। আবার আনন্দের অমৃত মাধুর্য্যের যে অহঙ্কার তাহার সঙ্কোচনকারী পরম সুখ প্রদান করে ॥ ৭ ॥

২৯৮পৃ, ১৪পং। অমূল্যধন্যানি দিনান্তরাণি ইতি। মধ্য, ২য়, ৮শ্লো।

হে হরি! হে অনাথ বন্ধু! হে করুণার একমাত্র সমুদ্র! তোমার দর্শন বিনা আমার এই অধন্য দিবারাত্রি সকল আমি কিরূপে যাপন করিব ॥ ৮ ॥

২৯৮পৃ, ২০পং। চাপল,—চাপল্য, চপলতা।

২৯৯পৃ, ৪পং। ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিতি। মধ্য, ২য়, ৯শ্লো।

হে বংশী বিলাসী কৃষ্ণ, তোমার শৈশব মাধুর্য্য ত্রিভুবনের মধ্যে অদ্ভুত। আমার চাপল্য তুমিই জান ও আমিই জানি, আর কেহ জানে না। এই চক্ষুদুইটী দ্বারা বিরলে তোমার মুখাম্বুজ দর্শন করিবার জন্য এখন কি করিব? ॥ ৯ ॥

২৯৯পৃ, ১৮পং। দিব্যোন্মাদ, মোহনভাবে ভ্রমের ন্যায় কোন প্রেম বৈচিত্রী দশার নাম দিব্যোন্মাদ।

২৯৯পৃ, ২১পং। হে দেব হে দয়িত ইতি। মধ্য, ২য়, ১০শ্লো।

হে দেব! হে দয়িত! হে ভুবনের একবন্ধু! হে কৃষ্ণ! হে

চপল! হে করুণাসিন্ধু! হে নাথ! হে রমণ! হে নয়নরঞ্জন! আহা! তুমি কবে আবার আমাকে দর্শন দিবে! ॥ ১০ ॥

৩০০পৃ, ৫পং। সোল্লুণ্ঠ, স্তুতিবাক্যে নিন্দা।

৩০১পৃ, ১৬পং। মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলমিতি। মধ্য, ২য়, ১১শ্লো।

সখিহে, সাক্ষাৎ-কন্দর্পস্বরূপ, দ্যুতিকদম্বমাধুর্য্যস্বরূপ, মূর্ত্তিমান মাধুর্য্যস্বরূপ, মনোনয়নের অমৃতস্বরূপ, গোপীজনের আনন্দ-প্রদস্বরূপ, আমার প্রাণবল্লভস্বরূপ ইনিই যে সাক্ষাৎনন্দনন্দন আমার দর্শনপথে অভ্যুদিত হইলেন ॥ ১১ ॥

৩০২পৃ, ১১পং। পুরীর, শ্রীপরমানন্দপুরী।

৩০২পৃ, ১৩পং। মুখ্যরস,—মধুর রস।

৩০২পৃ, ১৫পং। লীলাশুক—শ্রীবিল্বমঙ্গলগোস্বামী। ইনি শিহ্লণমিশ্রনামক দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ। গার্হস্থে ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে জীবনযাপন করিতে করিতে চিন্তামণিবেশ্যার উপদেশ ক্রমে বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক শান্তিশতক রচনা করেন। পরে কৃষ্ণ বৈষ্ণব কৃপায় ভক্তিলাভ করতঃ বিল্বমঙ্গলগোস্বামী নাম প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার প্রেমোন্মত্ত ভাব দেখিয়া লোকে তাহাকে লীলাশুক বলিতেন।

৩০৩পৃ, ৪পং। [প্রেমচিন্তামণির প্রভু ধনী]।

প্রভু চৈতন্যদেবের প্রেমচিন্তামণিই ধন, সেই ধনে তিনি ধনী। প্রাকৃতচিন্তামণির কার্য্যের ন্যায় প্রেমচিন্তামণি বহু বহু প্রেমচিন্তামণি উৎপন্ন করিয়াও প্রভুর ভাণ্ডারে তাহা পূর্ণ রূপে বিরাজমান। আবার ভক্তগণ প্রভুদত্ত-প্রেম-চিন্তামণি হইতে অনন্ত কোটী চিন্তামণি সর্ব্ব জগতে বিস্তার করিয়াছেন ॥

৩০৩পৃ, ১১পং। [কহিবার কথা নহে, কহিলে কেহ না বুঝয়ে]।

এই রাধানুগত ভাবতত্ত্বে সাধারণের অধিকার নাই। অযোগ্য

পাত্রে কহিলে তাহা সহজিয়া-বাউল প্রভৃতির বিকৃত ভাবের ন্যায় রূপান্তর লাভ করে। পণ্ডিতাভিমানী এই রসতত্ত্বে প্রবেশ করিবার যোগ্য নহেন।

৩০৩পৃ, ১৫।১৬পং। [চৈতন্যলীলারত্ন সার ··তিহোঁ থুইল রঘুনাথের কণ্ঠে]

স্বরূপগোস্বামী মহাপ্রভুর শেষলীলা কড়চাসূত্র করিয়া শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামীর কণ্ঠে রাখিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার কণ্ঠস্থ করাইয়া কবিরাজগোস্বামীর দ্বারা জগতে প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং স্বরূপকৃত কড়চা পৃথক্ পুস্তকাকারে লিখিত হয় নাই। এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতই স্বরূপের কড়চার নিষ্কর্ষ।

৩০৪পৃ, ৩৬পং। [নাহি কাঁহা সবিরোধ···না যায় লিখন]।

আমার এই গ্রন্থে কোন স্থলে সবিরোধ সিদ্ধান্ত নাই। অথবা অন্য কোন ব্যক্তির মতের অনুরোধ নাই। আমি সহজতত্ত্ব বিচার করিয়া লিখিয়াছি। জীবের পক্ষে রাগতত্ত্বই সহজ, বিচারতত্ত্ব সহজ নয়। রাগতত্ত্বে যাহা উদিত হয় তাহাই শ্রীমহাপ্রভুর প্রদর্শিত ভজনতত্ত্ব। যদি অন্যমতে বা অন্য প্রকার তর্কসিদ্ধান্তে রাগোদ্দেশ হয়, তাহাতে আবিষ্ট হইয়া নিরপেক্ষতা দূর হয়। সুতরাং জীবের স্বতঃসিদ্ধ সহজত্ব লিখিত হইতে পারে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয়পরিচ্ছেদের কথাসার।

কাটওয়াগ্রামে সন্ন্যাসগ্রহণের পর তিনদিবস রাঢ়দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে নিত্যানন্দপ্রভুর চাতুরীক্রমে শ্রীমহাপ্রভু শান্তিপুরের পশ্চিমপারে আগমন করিলেন। গঙ্গাকে যমুনাভ্রমে স্তব

করিলে পর অদ্বৈতপ্রভু নৌকা লইয়া মহাপ্রভুকে স্নান করাইয়া নিজগৃহে লইয়া গেলেন। তথায় নবদ্বীপধামবাসীদিগের ও শ্রীশচীমাতার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাদের সহিত মিলনান্তে শচীমাতা পাকাদি করিলে প্রভুদিগের ভোজনে নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত অদ্বৈতপ্রভুর নানাবিধ কৌতুক হইল। অপরাহ্নে সমুদায় ভক্তগণের সহিত সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। এইরূপে তথায় কয়েকদিন অতিবাহিত হইলে ভক্তগণ শচীমাতার সহিত পরামর্শ করিয়া মহাপ্রভুকে নীলাচলে থাকিবার অনুরোধ করেন। মহাপ্রভু তাহা অঙ্গীকার করিয়া নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, জগদানন্দ দামোদরকে সঙ্গে করিয়া শান্তিপুরের ভক্তগণকে ও শচীমাতাকে বিদায় দিয়া ছত্রভোগপথে শ্রীপুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন।

৩০৬পৃ, ৮পং। ন্যাসং বিধায়োৎ প্রণয়োঽথ ইতি। আদি, ৩য়, ১ শ্লো।

সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেমে বৃন্দাবনগমনেচ্ছা করিলেও, ভ্রান্তচিত্ত হইয়া রাঢ়দেশেভ্রমণ করিতে করিতে শান্তিপুর পৌছিয়া ভক্তগণের সহিত উল্লাসপ্রাপ্ত গৌরচন্দ্রকে আমি নমস্কার করি।

৩০৬পৃ, ১৩পং। রাঢ়দেশ,— রাষ্ট্রশব্দ হইতে রাঢ় শব্দ। গঙ্গার পশ্চিমপার গৌড় ভূমিকে রাঢ়দেশ বলে। ইহার অন্যতর নাম পৌণ্ড্রদেশ। পৌণ্ড্র শব্দের অপভ্রংশ পেঁড়ো তথায় রাষ্ট্রদেশের রাজধানী ছিল।

৩০৬পৃ, ১৭পং। এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠাং ইতি। মধ্য, ৩য়, ২শ্লো।

অবন্তীদেশীয় ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রাচীন মহজ্জনের উপাসিত এই পরাত্মনিষ্ঠারূপ ভিক্ষাশ্রম আশ্রয়পূর্ব্বক কৃষ্ণপাদপদ্ম নিসেবন দ্বারা এই দুরন্তপারিরূপ সংসারতমকে, আমি উত্তীর্ণ হইব॥ ২ ॥

৩০৭পৃ, ১-৩পং। [প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুক বচন...বেশধারণ]।

সন্ন্যাসবেশ গ্রহণপূর্ব্বক মহাপ্রভু কহিলেন, এই ভিক্ষুক বচনটী সাধু। কেননা, ইহাতে কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবারূপ ব্রত নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহাতে যে সন্ন্যাস বেশ আছে, জড়াত্মনিষ্ঠা নিষেধপূর্ব্বক পরাত্মনিষ্ঠাই ইহার তাৎপর্য্য হইয়াছে।

৩০৯পৃ, ৪পং। চিদানন্দভানো ইতি। মধ্য, ৩য়, ৩শ্লো।

চিদানন্দসূর্য্যস্বরূপ নন্দনন্দনের সর্ব্বদা প্রেমের পাত্রী, ব্রহ্মদ্রবস্বরূপিনী, পাপনাশিনী, জগতের মঙ্গলকারিণী, সূর্য্যপুত্রী যমুনা আমাদের শরীরকে পবিত্র করুন্॥ ৩॥

৩১০পৃ, ১৩পং। বত্তিশাআঠিয়াকলার আঙ্গটীয়া, বত্রিশ ছড়ার কাঁদি পড়ে এমত আঁটিয়াকলাগাছে। আঙ্গটীয়া অর্থাৎ অখণ্ড কলাপাতে।

৩১২পৃ,১১পং। কৃত্যনাহিসরে,কর্ত্তব্যকার্য্য কিছুবাকি আছে;

৩১৩পৃ, ১০পং। ভারি ভূরি—গোপ্যকথা।

৩১৪পৃ, ১৯পং। মান, চারসেরী কাঠাকে মান বলে।

৩১৫পৃ, ৭পং। দোনা, টোঙ্গা।

৩১৫পৃ, ৭পং। করেন প্রার্থনা, খাইতে প্রার্থনা করেন।

৩১৬পৃ, ১০পং। স্মৃতিধর্ম্ম—স্মার্ত্তধর্ম্ম।

৩১৬পৃ, ১৩পং। রসবাস,—রসযুক্তগন্ধ।

৩১৭পৃ, ১৫পং। ওর, সীমা। এই পদটী বিদ্যাপতির।

৩২০পৃ, ১৭পং। আই, আর্য্যা, শচীমাতা।

৩২৭পৃ, ২০পং। ছত্রভোগ পথে,—গঙ্গা ধারে ধারে আড়িয়াড়া, পানিহাটী, বরাহনগর হইয়া চলিলেন। সে সময়ে গঙ্গা কলিকাতার দক্ষিণ কালিঘাট হইয়া বারুইপুর প্রভৃতি স্থান দিয়া

ডায়মণ্ডহারবার সবডিভিসনে মথুরাপুর থানা হইয়া শতধারা রূপে সমুদ্রে পড়িলেন। মহাপ্রভু সেই পথ দিয়া মথুরাপুর থানার অন্তর্গত অম্বুলিঙ্গ স্থান ছত্রভোগপথে গিয়াছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদের সারকথা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ছত্রভোগপথে বৃদ্ধমন্ত্রেশ্বর দিয়া উৎকলরাজ্যের একসীমায় উঠিলেন। পথে নানাপ্রকার আনন্দ কীর্ত্তন ভিক্ষাদি করিতে করিতে রেমুণাগ্রামে শ্রীগোপীনাথ দর্শন করিলেন। পরমানন্দে স্বীয় ভক্তগণকে শ্রীঈশ্বরপুরী কথিত শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর বিষয় বর্ণন করিলেন। শ্রীমাধবপুরী বৃন্দাবনে গিয়া গোবর্দ্ধনে রাত্রি-কালে বনমধ্যে গোপাল আছেন, এই স্বপ্ন দেখিলেন। সেই স্বপ্ন দেখিয়া পরদিন প্রাতে গোবর্দ্ধনবাসীদিগকে লইয়া বন হইতে শ্রীগোপালমূর্ত্তি বাহির করতঃ পর্ব্বতোপরি স্থাপনকরিলেন। মহাসমারোহে গোপালের পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব হইল। প্রচার হইলে গ্রাম গ্রাম হইতে বহুজন আসিয়া গোপালের মহোৎসব করিতে লাগিল। গোপাল একরাত্রে পুরীকে এই স্বপ্নদিলেন যে, তুমি অবিলম্বে নীলাচল গিয়া মলয়জ চন্দনসংগ্রহ-পূর্ব্বক আমাকে মাথাইয়া আমার তাপ দূর কর। সেই আজ্ঞা পাইয়া পুরীগোস্বামী গৌড় হইয়া উৎকলদেশে রেমুণাগ্রামে পৌঁছিলেন, তথায় শ্রীগোপীনাথের প্রদত্ত ক্ষীরপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীপুরুষোত্তম গমন করিলেন। মাধবেন্দ্রপুরীকে, গোপী-নাথ চুরি করিয়া ক্ষীর প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম

ক্ষীরচোরা গোপীনাথ হইয়াছে। নীলাচলে পৌঁছিয়া শ্রীজগন্নাথের সেবকদিগের দ্বারা রাজপাত্রদিগের নিকট হইতে একমণ চন্দন ও বিশতোলা শ্রীকর্পূর সংগ্রহপূর্ব্বক দুইজন লোক করিয়া ঐ দ্রব্যদ্বয় রেমুণা পর্য্যন্ত আনিলে, গোবর্দ্ধনধারী গোপাল তাহাকে পুনরায় স্বপ্নে আজ্ঞা করিলেন যে, এই চন্দন ও কর্পূর গোপীনাথের অঙ্গে মাখাইলে আমার তাপ দূর হইবে। মাধবেন্দ্রপুরী সেই আজ্ঞা পালন করিয়া পুনরায় নীলাচলে গমন করিলেন। মহাপ্রভু এই আখ্যায়িকা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণকে শুনাইয়া শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির অনেক প্রশংসা করিলেন। পুরীকৃত শ্লোক পাঠ করিয়া মহাপ্রভুর প্রেমোন্মাদ উপস্থিত হইল। লোকসংঘট দেখিয়া প্রভুর বাহ্য হইলে ক্ষীর (পরমান্ন) প্রসাদ পাইয়া সে রাত্র তথায় যাপন করতঃ পরদিন নীলাচল যাত্রা করিলেন।

৩২৮পৃ, ১০ প' যস্মৈদাতুং চোরয়ন্ ক্ষীরভাণ্ডং। মধ্য ৪র্থ, ১ শ্লো।

যাঁহাকে ক্ষীর অর্পণ করিবার জন্য ক্ষীরভাণ্ড চুরী করিয়া শ্রীগোপীনাথের ক্ষীরচোরা নাম হইয়াছিল এবং যাঁহার ভক্তিতে বশ হইয়া শ্রীগোপালদেব প্রকাশ হইয়াছিলেন সেই মাধবেন্দ্রপুরীকে আমি নমস্কার করি ॥ ১ ॥

৩২৮ পৃ, ১৬।১৭ পং। "এ সকল লীলা" শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৩২৯পৃ, ১৫পং। দানী ঘাটের মাঝি।

৩২৯পৃ, ১৬পং। রেমুণা, বালেশ্বরের নিকটে রেমুণানামে গ্রাম আছে। তথায় ক্ষীরচোরা গোপীনাথ বিরাজমান।

৩৩০ পৃ, ৪পং। মাধবপুরী, মাধবেন্দ্রপুরী।

৩৩১ পৃ, ৪পং। ভোগ শোষ, আহার বাসনা।

৩৩১ পৃ, ১৮পং। বাট—পথ। উৎকল শব্দ।

৩৩২পৃ, ৫পং। কাঢ়—বাহির কর।

৩৩২পৃ, ১৯পং। বজ্রের স্থাপিত,—শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্র, যাঁহাকে পাণ্ডবগণ দ্বারকা হইতে আনিয়া মথুরায় রাজা করিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণলীলার স্থান সকল আবিষ্কার করিয়া কয়েকটী শ্রীমূর্ত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীগোবর্দ্ধনধারী গোপাল ঐ মূর্ত্তির মধ্যে একটী মূর্ত্তি।

৩৩৪পৃ, ১৩পং। পঞ্চগব্য,—দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, গোমূত্র এবং গোময়। পঞ্চামৃত,—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু এবং চিনি।

৩৩৪পৃ, ১৬পং। শঙ্খ গন্ধোদক। শঙ্খোদক, শঙ্খে রাখা জল। গন্ধোদক, পুষ্পচন্দন দ্বারা গন্ধজল।

৩৩৫পৃ, ১৯পং। মাঠা, ঘোল। শিখরিণী ; দধি, দুগ্ধ, চিনি, কর্পূর এবং মরীচ এই পঞ্চদ্রব্য মিশ্রিত করিয়া শিখরিণী প্রস্তুত করে।

৩৩৫পৃ, ২০পং। মথনি, নবনীত ও হৈয়ঙ্গব।

৩৩৬পৃ, ১১পং। বিড়ক, পানের বিঁড়ে। সঞ্চয়, সংগ্রহ।

৩৩৭পৃ, ৪পং। [পূর্ব্ব অন্নকূট যেন হইল সাক্ষাৎকার]।

দ্বাপরে ব্রজবাসী গোপসকল ইন্দ্রপূজা করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ ঐ পূজা রহিত করিয়া গিরিগোবর্দ্ধনের পূজা ও তাঁহাকে অন্নকূট ভোজন করান ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাহাতে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া নয়দিন বর্ষণ করতঃ গোকুল বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিল। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনপর্ব্বতকে স্বীয় কনিষ্ঠাঙ্গুলীর উপর বর্ষাতপত্ররূপ ধারণ করতঃ গোকুলরক্ষা করিয়াছিলেন। সেই গোবর্দ্ধনপূজায় যে বৃহৎ অন্নকূট হইয়াছিল, মাধবেন্দ্রপুরীও সেইরূপ অন্নকূট করিয়াছিলেন।

৩৩৯পৃ;১৭পং। জগমোহন, মন্দিরের সম্মুখে যে দালান হইতে ভগবদ্দর্শন হয়, তাহার নাম জগমোহন।

৩৩৯পৃ, ১৮পং। কাহাঁ কাহাঁ,—ইহার মৎলব "ক্যেয়া কোয়া" (কি, কি,) ভোগ লাগে।

৩৪০পৃ, ৫পং। ক্ষীর,—পরমান্ন।

৩৪৩পৃ, ২-৩পং। প্রতিষ্ঠায় স্বভাব এই···জগতে বিদিত নির্ম্মিত।

যিনি প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছা না করিয়া সৎকার্য্য করেন, তাঁহারই সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠা বিধাতা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি প্রতিষ্ঠার আশায় সৎকর্ম্ম করেন তাহার প্রতিষ্ঠা হয় না ইহাই প্রতিষ্ঠার রহস্য।

৩৪৩পৃ, ১১ ১৬পং। [রাজপাত্রসনে···সঙ্গে দিল সম্বল সহিতে]।

কর্পূর, শ্রীকর্পূর ; যাহাতে শ্রীজগন্নাথদেবের আরাত্রিক হয়। সেই শ্রীকর্পূর ও মলয়জচন্দন জগন্নাথের সেবকগণ রাজপাত্রগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া পুরীগোঁসাইর সহিত একজন বিপ্র ও একজন সেবক ও তাহাদের পথ খরচ দিলেন।

৩৪৩পৃ, ১৭-১৮পং। [ঘাটীদানী ছাড়াইতে রাজপাত্রদ্বারে করে]।

ঘাটী, ঘাটওয়াল যাহারা পথের শুল্ক আদায় করে। দানী, যাহারা পারের পয়সা লয়। সেই সকলকে ছাড়াইবার জন্য অর্থাৎ তাহাদিগকে পয়সা না দিয়া যাইবার জন্য, রাজপাত্র দ্বারা রাজলেখা অর্থাৎ পরওয়ানা পুরীগোসাঁইর হস্তে দেওয়া হইয়াছে।

৩৪৫পৃ, ৩পং। এই দুই, পুরীর সহিত যাঁহারা আসিয়াছেন।

৩৪৬পৃ, ৩-৬পং। [ম্লেচ্ছদেশ কর্পূর চন্দন···করিল সকল]।

ম্লেচ্ছদেশে,—মেদিনীপুর জেলার অনেকাংশ পর্য্যন্ত উৎকল রাজাদিগের রাজ্য ছিল। তাহা হিন্দু রাজার দেশ। তাহার পর

প্রায় সমস্ত দেশই ম্লেচ্ছ রাজার অধীন। স্থানে স্থানে ম্লেচ্ছ-রাজের চর সকল পথিকগণের সহিত ভাল দ্রব্য থাকিলে কাড়িয়া লইত। গৌড়দেশে সে কর্পূর চন্দন দুর্ল্লভ। ঐরূপ জঞ্জাল ঘটিবে এই আশঙ্কায় পুরীগোসাঞি বৃন্দাবন পর্য্যন্ত যাইতে অনেক কষ্ট মনেকরিবেন, সেই কষ্ট দূব করিবার জন্য রেমুণাস্থ শ্রীগোপীনাথকে চন্দন অর্পণ করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন।

৩৪৬পৃ, ১৩পং। ভোকে রহে—ক্ষুধিত থাকে।

৩৪৬পৃ, ১২পং। জগাতি,—জগাইত, যাহারা প্রহরীচ্ছলে পথে জাগিয়া থাকে।

৩৪৭পৃ, ১পং। বট,—কড়ি। কপর্দ্দক।

৩৪৮পৃ, ২পং। চৌঠজন,—চতুর্থজন অর্থাৎ, রাধাঠাকুরাণী, মাধবেন্দ্রপুরী ও মহাপ্রভু ও তিনজনেই এই শ্লোকের আস্বাদন করিয়াছেন। অন্য চতুর্থব্যক্তি ইহা আস্বাদনের যোগ্য ছিলেন না।

৩৪৮পৃ, ৬পং। অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে ইতি। মধ্য, ৪র্থ, ২শ্লো।

ওহে দীনদয়ার্দ্র নাথ! ওহে মথুরানাথ! কবে আপনাকে দর্শন করিব। তোমাব দর্শনাভাবে আমার কাতর হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। হে দয়িত! আমি এখন কি করিব? ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য। শুদ্ধভক্তিবাদী বেদান্তমূলক বৈষ্ণবগণ চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে শ্রীমধ্বাচার্য্যসম্প্রদায় স্বীকারপূর্ব্বক শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী বৈষ্ণবসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধ্বাচার্য্য হইতে মাধবেন্দ্রের গুরু লক্ষ্মীপতি পর্য্যন্ত ঐ সম্প্রদায়ে শৃঙ্গাররসময়ীভক্তি ছিল না। তাঁহাদের যেরূপ ভক্তি ছিল তাহা মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণসময়ে তত্ত্ববাদীগণের সহিত যে বিচার হয়, তাহাতে জানিতে পারা যায়। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী এই অপূর্ব্ব

শ্লোক রচনা দ্বারা শৃঙ্গাররসময়ীভক্তির বীজবপনকরেন। ইহাতে ভাব এই যে, শ্রীমতীরাধিকা মথুরারাজ্যপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে মহাপ্রেমের যে উচ্ছাস করিয়াছিলেন; সেই ভাবের অনুগত হইয়া যে কৃষ্ণভজন করা যায় তাহাই সর্ব্বোত্তম। এই রসের ভক্ত আপনাকে অত্যন্ত দীনজ্ঞানে দীনদয়ার্দ্রনাথকে এই ভাবে ডাকিবেন। জীবের পক্ষে কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভাবই স্বাভাবিক ভজন। কৃষ্ণ মথুরায় গমন করিয়াছেন, তাঁহার অদর্শনে শ্রীমতীর হৃদয় নিতান্ত কাতর হইয়া তাঁহার দর্শন লালসায় বলিতেছেন, হে কান্ত, তোমার দর্শনাভাবে আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল। বল, আমি কি করিলে তোমার দর্শন পাই। আমাকে দীনজন জানিয়া তুমি দয়ার্দ্র হও। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর এই ভাবের সহিত শ্রীমহাপ্রভুর প্রকাশিত শ্রীমতীর উদ্ধব দর্শনে যে ভাববৈচিত্র্যের বর্ণন হইয়াছে, তাহার সাদৃশ্য অনায়াসেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই মহাজনগণ বলিয়াছেন যে, শৃঙ্গাররসতরুর মূল মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরী তাহার প্ররোহ, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহার মূলস্কন্ধ। প্রভুর অনুগত ভক্তগণ তাহার শাখাপ্রশাখা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদের কথাসার।

মহাপ্রভু যাজপুর হইয়া কটকনগরে পৌছিলে, তথায় শ্রীসাক্ষীগোপাল দর্শনে গিয়া নিত্যানন্দপ্রভুর মুখে গোপালের আখ্যায়িকা শ্রবণ করিলেন। বিদ্যানগরনিবাসী দুইটী ব্রাহ্মণ বহুতীর্থ ভ্রমণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে পৌছিলে, বৃদ্ধবিপ্র যুবাবিপ্রের

সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকে কন্যা দিতে অঙ্গীকার করিলেন। যুবাবিপ্র বৃদ্ধবিপ্রকে বৃন্দাবনস্থ গোপালের সম্মুখে ঐ বিষয় অঙ্গীকার করাইয়া গোপালকে সাক্ষী রাখিলেন। স্বদেশে আসিয়া যুবাবিপ্র বিবাহের প্রস্তাব করিলে বৃদ্ধবিপ্র স্বীয় পুত্র কলত্রাদির অনুরোধে কহিলেন আমার প্রতিজ্ঞা স্মরণ নাই। তাহাতে যুবাবিপ্র গোপালের নিকট পুনরায় গিয়া সমস্ত নিবেদন করতঃ ভক্তিদ্বারা তাঁহাকে বাধ্য করিয়া দক্ষিণদেশে আনিলেন। গোপাল যুবাবিপ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নূপুরের ধ্বনি করিয়া বিদ্যানগরের নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া তথায় স্থিত হইলেন। যুবাবিপ্র তদ্দেশস্থ ভদ্রগণকে বৃদ্ধবিপ্র ও তাহার পুত্রকে তথায় উপস্থিত করাইয়া গোপালের সাক্ষ্য দেওয়াইলে তাহারা চমৎকৃত হইয়া বৃদ্ধবিপ্রের কন্যার সহিত যুবাবিপ্রের উদ্বাহ কার্য্য নির্ব্বাহ করাইল। তদ্দেশীয় রাজা গোপালের প্রতি ভক্তি করিয়া মন্দিরাদি করিয়াছিলেন। বহুদিন পরে উৎকলাধিপতি পুরুষোত্তমদেবকে বিদ্যানগরের রাজা জগন্নাথের ঝাড়ুদার বলিয়া তাচ্ছল্য করিয়া স্বীয় কন্যা দিতে অস্বীকার করায় পুরুষোত্তমদেব শ্রীজগন্নাথের সহায়তালাভ করতঃ ঐ রাজার সহিত যুদ্ধ করিলেন। পরাজিত করিয়া তাঁহার কন্যা ও রাজ্য গ্রহণ করিলেন। সেই সময় হইতে বৈষ্ণবরাজপুরুষোত্তমদেবের ভক্তিডোরে বদ্ধ হইয়া গোপাল কটকনগরে আনীত হন। এই আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু মহাপ্রেমের সহিত গোপাল দর্শন করিলেন। কটক হইতে ভুবনেশ্বরে শিবদর্শন করতঃ কমলপুরে ভার্গীনদীতীরে কপোতেশ্বর-শিব-দর্শনছলে মহাপ্রভু নিত্যানন্দের হস্তে স্বীয়দণ্ড রাখিয়া যান। তিনি দণ্ডটীকে তিনখণ্ড করিয়া

ভাঙ্গিয়া ভার্গীনদীতে ভাসাইয়া দিলেন। আঠারনালার নিকটে গিয়া মহাপ্রভু দণ্ড না পাইয়া সঙ্গীগণ রাখিয়া শ্রীমন্দিরে গেলেন।

৩৫০পৃ, ২পং। পদ্ভ্যাং চলন্ যঃ প্রতিমা স্বরূপে ইতি॥ মধ্য; ৫ম, ১শ্লো।

যে ব্রহ্মণ্যদেব প্রতিমারূপ হইয়াও ব্রাহ্মণের উপকারের জন্য শতদিবস চলিলে যে দেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় তথায় পদচালনপূর্ব্বক গমনকরিয়াছিলেন সেই অদ্ভুতচেষ্ট সাক্ষীগোপালকে আমি প্রণাম করি॥ ১॥

৩৫০পৃ, ৬পং। যাজপুরগ্রাম—উৎকলদেশে বৈতরণী নদীতীরে বিরজাক্ষেত্র নাভিগয়ারূপ তীর্থবিশেষ।

৩৫০পৃ,১৭পং। সাক্ষীগোপাল,—কটক, মহানদীতীরে প্রধান নগর। তথায় সে সময়ে সাক্ষীগোপাল বিরাজমান ছিলেন। সাক্ষীগোপাল দক্ষিণদেশ হইতে আনীত হইলে প্রথমে কটকে কিছু দিন থাকিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে জগন্নাথমন্দিরে কিছুদিন রহিলেন। তথায় কোন প্রকার প্রেমকলহ উপস্থিত হওয়ায় উৎকলপতি মহারাজ পুরুষোত্তম হইতে তিনক্রোশ দূরে একটী সত্যবাদী নামে গ্রাম স্থাপনকরিয়া তথায় গোপালকে রাখেন। এখন সেই গ্রামে একটী পাকামন্দিরে সাক্ষীগোপাল বিরাজমান।

৩৫১পৃ, ৮পং। দ্বাদশবন,—যথা, ভদ্র, বিল্ব, লোহ, ভাণ্ডির ও মহাবন এই পাঁচটীবন যমুনার পূর্ব্বে। মধু, তাল, কুমুদ বহুলা, কাম্য, খদির ও বৃন্দাবন এই শেষ সাতটীবন যমুনার পশ্চিমে। এই দ্বাদশবন দেখিয়া শেষে পঞ্চক্রোশী বৃন্দাবননামক স্থানে গমনকরিল। তাৎপর্য্য এই যে, দ্বাদশবন মধ্যে যে বৃন্দাবন তাহা এই বৃন্দাবন হইতে আরম্ভ হইয়া নন্দগ্রাম, বর্ষাণ পর্য্যন্ত ষোলক্রোশ ব্যাপৃত। তন্মধ্যে পঞ্চক্রোশ বৃন্দাবন নামক গ্রাম।

৩৫৪.পৃ, ১১।১২ পং। [আহি কহি না কহি এ মিথ্যা বচন···স্মরণ।]

'আমি কন্যা দিব বলি নাই' এরূপ মিথ্যা বচন না কহিবে, কেবল এই মাত্র কহিবে ইহা স্মরণ নাই।

৩৫৯পৃ, ১৬পং। [বিপ্রলাগি কর তুমি অকার্য্যকরণ।]

বিপ্রের উপকারের জন্য তুমি তোমার অকরণীয় কার্য্য সকল করিয়া থাক।

৩৬৪পৃ, ৬পং। [ভুবনেশ্বর পথে যৈছে·· দাস বৃন্দাবন।]

চৈতন্যভাগবত অন্ত্যলীলা,২য়অধ্যায়ে। কটকহইতে রাজপথে বাহিরহইয়া বালিহস্তা বা'বালকাটীচটিহইয়া ভুবনেশ্বর২।৩ক্রোশ।

৩৬৪ পৃ, ৭ পং। ভার্গীনদী, এক্ষণে দণ্ডভাঙ্গানদী বলিয়া বিখ্যাত। পুরীর তিন ক্রোশ উত্তর।

৩৬৪পৃ, ৯পং। কপোতেশ্বর, দণ্ডভাঙ্গা নদীর নিকটে।

৩৬৪পৃ, ১১পং। দণ্ড,—সন্ন্যাস করিয়া মহাপ্রভু যে দণ্ডটী পাইয়াছিলেন, তাহা নিত্যানন্দপ্রভুর হস্তে রাখিয়া কপোতেশ্বর যান, নিত্যানন্দপ্রভু ঐ দণ্ডকে তিনখণ্ড করিয়া ভার্গীর জলে ভাসাইয়া দেওয়ায়, ভার্গীর নাম দণ্ডভাঙ্গা হইয়াছে। কায়, বাক ও মনকে দণ্ড করিবার জন্য সন্ন্যাসীরা ত্রিদণ্ড ধারণ করিতেন। শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতে একদণ্ড ধারণবিধি হইয়াছে। শ্রীমহাপ্রভুর সেরূপ দণ্ডধারণের নিষ্প্রয়োজনতা বিবেচনা করিয়া নিত্যানন্দপ্রভু তাহা ভাঙ্গিয়াফেলেন।

৩৬৪পৃ, ১২পং। আঠারনালা, পুরীনগরে প্রবেশ হইবার যে সেতু আছে তাহারনাম আঠারনালা। তাহাতে১৮টীখিলান আছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠপরিচ্ছেদের কথাসার।

মহাপ্রভু জগন্নাথদর্শনে মহাপ্রেমে মহাভাবরূপে সাত্ত্বিক বিকার লাভ করিলে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে নিজগৃহে উঠাইয়া লই-লেন। সার্ব্বভৌমের ভগ্নীপতি গোপীনাথাচার্য্য মুকুন্দকে দেখিয়া পূর্ব্বপরিচয়সূত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ ও নীলাচল আগ-মনের কথা শুনিলেন। লোকপরম্পরায় মহাপ্রভুর মহাভাবের কথা শ্রবণ করতঃ সকলেই সার্ব্বভৌমের ভবনে গমন করিলেন। নিত্যানন্দাদি সকলে সার্ব্বভৌমের পুত্র চন্দনেশ্বরের সহিত জগ-ন্নাথদর্শন করিয়া আসিলে, তৃতীয়প্রহরে মহাপ্রভুর চৈতন্য হইল। সার্ব্বভৌম যত্নপূর্ব্বক সকলকে মহাপ্রসাদ সেবা করাইলেন। সার্ব্বভৌমের সহিত মহাপ্রভুর পরিচয় হইলে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে স্বীয় মাতৃস্বসাগৃহে বাসাঘর করিয়া দিলেন। গোপীনাথাচার্য্য মহাপ্রভুকে ঈশ্বর-বলিয়া স্থাপনকরিলে সার্ব্বভৌম ও তাঁহার শিষ্যদিগের সহিত অনেক বিতর্ক হইল। পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতীত পরমেশ্বরতত্ত্ব জানা যায় না এবং পাণ্ডিত্যক্রমে ঈশ্বর পরিজ্ঞাত হন না; এইসকল কথা গোপীনাথ ভালকরিয়া বুঝাইয়া দিলেন। মহাপ্রভু যে সাক্ষাৎভগবান্, তাহা ভাগবত ও ভারত হইতে প্রতিপন্ন করিলেন। তথাপি সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য সে কথার প্রতি পরিহাস করিলে ঐ সব কথা মহাপ্রভুর কর্ণগোচর হইল। মহাপ্রভু কহিলেন, ভট্টাচার্য্য আমাদের গুরু, স্নেহ করিয়া যাহা বলেন তাহা আমাদের মঙ্গলজনক। ভট্টাচার্য্যের সহিত মহাপ্রভুর সাক্ষাৎহইলে, ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে বেদান্ত শ্রবণ করিতে আজ্ঞা

দিলেন। মহাপ্রভু তাহা স্বীকারপূর্ব্বক সপ্তদিনপর্য্যন্ত মৌনভাবে বেদান্ত শ্রবণ করিলেন। ভট্টাচার্য্য কহিলেন, হে কৃষ্ণচৈতন্য তুমি বেদান্ত বুঝিতে পার না। প্রভু উত্তর করিলেন, আপনি শ্রবণ করিতে বলিয়াছেন, আমি শ্রবণ করিতেছি। ব্যাসকৃত সূত্রগুলি আমি বেশ বুঝিতে পারি, কেবল আপনি যে মায়াবাদিভাষ্য পড়িতেছেন তাহা বুঝিতে পারি না। ভট্টাচার্য্যের প্রশ্নোত্তরে মহাপ্রভু উপনিষদ্ ও বেদান্তব্যাখ্যা পূর্ব্বক সবিশেষবাদ স্থাপন করিলেন। তিনি কহিলেন মায়াবাদীর মতে ব্রহ্ম নিরাকার ও শক্তিহীন। মায়াবাদীদিগের এই দুইটী মহাভ্রম। বেদে সর্ব্বত্র ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার সচ্চিদানন্দঅপ্রাকৃত বিগ্রহ স্বীকৃত হইয়াছে। বেদমতে ঈশ্বর ও জীব যুগপৎ স্বরূপতঃ ও স্বভাবতঃ নিত্যভিন্ন এবং নিত্যঅভিন্ন। অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তই বেদ ও বেদান্তের মত। মায়াবাদীগণ প্রকৃত প্রস্তাবে নাস্তিক। ভট্টাচার্য্য অনেক বিচার করিয়া পরাস্ত হইয়া গেলেন। ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনানত আত্মারামশ্লোকের অষ্টাদশপ্রকার অর্থ করিলেন। ভট্টাচার্য্যের যখন জ্ঞানোদয় হইল প্রভু তাঁহাকে নিজরূপ দেখাইলেন। ভট্টাচার্য্য শতশ্লোক পাঠকরিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিলেন। প্রভুর অলৌকিক কৃপা দেখিয়া গোপীনাথ প্রভৃতি সকলেই হর্ষযুক্ত হইলেন। পরে একদিবস মহাপ্রভু অরুণোদয়কালে শয্যোত্থানলীলা দর্শনপূর্ব্বক পাকালপ্রসাদ লইয়া ভট্টাচার্য্যকে দিলেন। ভট্টাচার্য্য তখন মতবাদজনিত জাড্যশূন্য হইয়া পরমানন্দে মহাপ্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন। অন্যদিবস ভট্টাচার্য্য ভক্তির শ্রেষ্ঠসাধনাঙ্গ জানিতে ইচ্ছা করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে নামসঙ্কীর্ত্তন করিতে উপদেশ দিলেন। আর একদিবস সার্ব্বভৌম

'তত্তেহনুকম্পাং' শ্লোকের শেষাংশে মুক্তিপদের পরিবর্তন করিয়া ভক্তিপদে, এই শব্দযোজনপূর্ব্বক মহাপ্রভুকে শুনাইলেন। প্রভু কহিলেন শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠ-পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন নাই। 'মুক্তিপদ' শব্দে কৃষ্ণকে বুঝায়। ভট্টাচার্য্য যে সময়ে শুদ্ধভক্তির পাত্র হইয়া কহিলেন যদিও 'মুক্তিপদ' শব্দে কৃষ্ণ এই অর্থ হয়, তথাপি আশ্লিষ্যদোষে 'মুক্তিপদ'শব্দটা ব্যবহার করিতে রুচি হয় না। 'ভক্তিপদ' বলিলে ভক্তের বড় সুখ হয়। ভট্টাচার্য্যের মায়াবাদ হইতে নিস্তার কথা শুনিয়া নীলাচলবাসী পণ্ডিতগণ প্রভুর শরণাগত হইলেন।

৩৬৬পৃ, ১২পং। নৌমিতং গৌরচন্দ্রং যঃ ইতি। মধ্য, ৬ষ্ঠ, ১শ্লোক।

যে সর্ব্বভূমাপুরুষ কুতর্ক কর্কশ হৃদয় সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যকে ভক্তিপূর্ণ করিয়াছিলেন, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি প্রণাম করি।

৩৬৭পৃ, ২পং। পড়িছা, শ্রীমন্দিরের দারোগার ন্যায় কর্ম্মচারী বিশেষ। সেই পড়িছা সার্ব্বভৌমের শিক্ষাশিষ্য ছিল।

৩৬৯পৃ, ১৭পং। দর্শন করিতে, জগন্নাথদেব দর্শন করিতে।

৩৭১পৃ, ৫।৬পং। [আজ্ঞামাগি ··ভোজন করিয়া।]

প্রভুর ভোজনের পর সার্ব্বভৌম তাঁহার আজ্ঞা লইয়া গোপীনাথাচার্য্যের সহিত ভোজন করিয়া পুনরায় প্রভুর নিকট আসিলেন।

৩৭৩পৃ, ৬পং। শয্যোত্থান ;—জগন্নাথদেবের শয্যোত্থান।

৩৭৪পৃ, ২পং। বৈরাগ্য অদ্বৈত মার্গে প্রবেশ করাইব।]

এই মায়িকজগতকে কাকবিষ্ঠাবৎ তুচ্ছ জ্ঞানমূলক কেবল অদ্বৈতপথে প্রবেশ করাইয়া দিব।

৩৭৪পৃ, ৩।৪পং। [কহেন যদি পুনরপি যোগপট্ট·· সম্প্রদায় আনিয়া।]

যোগপট্ট, সন্ন্যাসীদিগের বেশবিশেষ। উত্তমসম্প্রদায়যোগ্য যোগপট্ট অর্থাৎ সন্ন্যাসীদিগের ব্যবহার্য্য বস্ত্র দিয়া পুনরায় সংস্কার করিয়া দিব।

৩১৪পৃ, ১১৮পং। [ভট্টাচার্য্য, তুমি ইঁহার ··জানিবারে পারে।]

বিজ্ঞের যে তত্ত্বগোচর হয় তাহা অজ্ঞলোকের নিকট কিছুই নয়, এই কারণেই তুমি ইহাঁকে সামান্য মনুষ্য বলিয়া স্থির করিতেছ। বস্তুত ইহাঁতে ভগবত্তালক্ষণের সীমা আছে। সর্ব্বভৌমের শিষ্যগণ গোপীনাথকে কহিল, তুমি কোন প্রমাণে ইহাঁকে ঈশ্বর বল? গোপীনাথ উত্তর করিলেন। বিজ্ঞজন যে লক্ষণে ঈশ্বর স্থাপন করেন আমি সেই লক্ষণে ইহাঁকে ঈশ্বর বলি। শিষ্যগণ কহিল, ঈশ্বরতত্ত্ব অনুমানের দ্বারা জানা যায়। ব্যাপ্তিজ্ঞান লক্ষণ অনুমান। যথা 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্‌ধূমাৎ' যেখানে ধূম দেখা যাইবে সেখানে অগ্নি আছে জানিতে হইবে। ধূম দেখা যাইতেছে, অতএব পর্ব্বতে অগ্নি আছে, এইটী সাধিত হয়। ঈশ্বরবিষয়ে অনুমান এরূপ কার্য্য করে; যত বস্তু দেখা যায় সকলেরই কারণ আছে। এই পরিদৃশ্য জগৎ একটী বস্তু। সুতরাং ইহার একটী কারণ না থাকিলে হয় না। ঈশ্বর বিশ্বের কারণ, এই তত্ত্বটী সাধিত হইল। আমরা এই প্রণালীতে ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ করি। আপনি দেখান যে এই সন্ন্যাসী এই যুক্তিক্রমে ঈশ্বর হইতে পারেন, তবে মানিতে পারি। গোপীনাথ উত্তর করিলেন, ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে হইলে অনুমান প্রমাণরূপে কার্য্য করিতে পারে না, কেননা ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত কেহই তাঁহাকে জানিতে পারে না।

৩১৪পৃ, ২০পং। তথাপিতে দেবপদাম্বুজদ্বয়ং। মধ্য, ৬ষ্ঠ, ২ শ্লো।

হে দেব, তোমার পদাম্বুজদ্বয় প্রসাদ লেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি কেবল তোমার মহিমার তত্ত্ব জানিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা চিরদিন অনুমানদ্বারা শাস্ত্রবিচার পূর্ব্বক অন্বেষণ করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে কেহই সে তত্ত্ব জানিতে পারে না। ২।

৩৭৫পৃ, ৫পং—৩৭৬পৃ, ১২পং। [তোমার নাহিক···নাহিক বিচার ॥]

গোপীনাথ কহিলেন, শাস্ত্রে ইহাই নিরূপণ করিয়াছেন যে পাণ্ডিত্যাদিগুণে ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যায় না, সুতরাং তোমার ইহাতে দোষ কি ? এইসিদ্ধান্ত শুনিয়া সার্ব্বভৌম কহিলেন, আচার্য্য তুমি একটু সাবধানে কথা কও। তোমার প্রতি ঈশ্বরের যে কৃপা হইয়াছে, ইহার প্রমাণ কি ? গোপীনাথ উত্তরকরিলেন, পরমতত্ত্ব বস্তুবিষয়ে যেজ্ঞান তাহাকেই বস্তুজ্ঞান বলে এবং বস্তুতত্ত্বজ্ঞানই ঈশ্বরের কৃপার প্রমাণ। তুমিই ইহাঁর মহৎপ্রেমাবেশরূপ ঈশ্বরলক্ষণ দেখিয়াছ। তবুও ঈশ্বরের মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া ইহাঁকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারিলে না। বহির্ম্মুখজন তাঁহাকে দেখিলেও দেখে না। ঈশ্বরের কৃপাভাবই ইহার একমাত্র কারণ। সার্ব্বভৌম হাস্য করিয়া বলিলেন, কেবল বিতর্ক ছাড়িয়া অভিলষিত সত্যবিচারকারীদিগের মতে শাস্ত্রদৃষ্টি পূর্ব্বক বিচার করিয়া বলিতেছি শুন, এই চৈতন্যগোসাঞি পরমভাগবত বটে, কেন না কলিকালে বিষ্ণুর অবতার হয় না, এজন্যই ত্রিযুগ একটী বিষ্ণুর নাম। গোপীনাথ উত্তরকরিলেন, তুমি শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া অভিমান করিতেছ, কিন্তু শাস্ত্রের মধ্যে প্রধান যে ভাগবত ও মহাভারত সেই দুই গ্রন্থবাক্যে তোমার মনোযোগ নাই। সেই দুই গ্রন্থে কলিতে সাক্ষাৎ অবতার আছে এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কলিতে ভগবানের লীলাবতার নাই সত্য এই জন্যই তাঁহাকে ত্রিযুগ বলিয়াছেন। প্রতিযুগেই কৃষ্ণের যুগাবতার হয় তাহা তোমার তর্কনিষ্ঠহৃদয়ে তুমি বুঝিতে পার না।

৩৭৬পৃ, ১৪পং। আসন্ বর্ণাইতি ॥ মধ্য, ৬ষ্ঠ অ, ৩শ্লো। পৃ ১২৮৩ দ্রষ্টব্য।

৩৭৬পৃ, ১৭পং। ইতি দ্বাপর। মধ্য, ৬অ, ৪শ্লো। পৃ ১২৮৪ দ্রষ্টব্য।

। সঙ্গিনী ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

৩৭৬পৃ, ২০পং। কৃষ্ণবর্ণ মিতি। মধ্য, ৬অ, ৫শ্লো। ১২৮৪ পৃ দ্রষ্টব্য।

৩৭৭পৃ, ২পং। সুবর্ণবর্ণো ইতি। মধ্য, ৬ষ্ঠ, ৬শ্লো॥ ১২৮৪ পৃ দ্রষ্টব্য।

৩৭৭পৃ, ১১পং। যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনামিতি॥ মধ্য, ৬অ, ৭শ্লো।

গজরাজ কহিলেন, বাদীদিগের সম্বন্ধে যাঁহার শক্তিসকল বিবাদ ও সম্বাদ উৎপত্তি করে এবং উহাদের আত্মমোহ মুহুর্মুহু জন্মাইয়া দেয়, সেই অনন্তগুণস্বরূপ ভূমাপুরুষকে আমি নমস্কার করি ॥৭॥

৩৭৭পৃ, ১৪পং। যুক্তঞ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষান্তে ইতি॥ মধ্য, ৬অ, ৮শ্লো।

ব্রাহ্মণগণ যাহা বলিয়াছেন সর্ব্বত্র যুক্ত হইয়াছে, কেন না, মদীয় মায়া অবলম্বনপূর্ব্বক যাঁহারা বলেন, তাহাদের পক্ষে দুর্ঘট কিছুই নয়। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের মায়া অঘটনপটীয়সী শক্তি; সুতরাং অনেক স্থলে সত্যকে গোপন করিয়া মিথ্যাকে প্রতিপন্ন করিতে পারেন, সেই মায়ার আশ্রয়ে কপিল গৌতম জৈমিনী কণাদাদি ব্রাহ্মণগণ বহুতর অসার বাক্য যুক্তবাক্যের ন্যায় প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

৩৭৮পৃ, ৭পং। মত নাহি। মৎকহ, বলিবেন না।

৩৭৯পৃ, ১৭।১৮পং। [সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া আচ্ছাদিয়া।]

সূত্রের যে যথার্থভাষ্য তাহা সূত্রের অর্থ প্রকাশ করিয়া বলিবে, তুমি যে ভাষ্য কহিতেছ তাহা সূত্রের অর্থ আচ্ছাদন করিয়া রাখিতেছে।

৩৮০পৃ, ১-১৮পং। [উপনিষদ্ শব্দে যেই মুখ্য·· অপ্রাকৃত স্থাপন।]

উপনিষদ্‌বাক্যসমূহের যে মুখ্য অর্থ বেদব্যাস তাহাই নিজ-কৃতসূত্রে উদ্দেশ করিয়াছেন। সেই মুখ্যঅর্থই জ্ঞাতব্য। তাহা ছাড়িয়া যে গৌণার্থ কল্পনা করা যায় এবং শব্দের অভিধাবৃত্তি ছাড়িয়া যে লক্ষণা কয়া যায় তাহা অমঙ্গলজনক। প্রত্যক্ষ,অনুমান

ঐতিহ্য ও শব্দ এই চারিপ্রকার প্রমাণের মধ্যে, শ্রুতিপ্রমাণ অর্থাৎ শব্দপ্রমাণ সকলের প্রধান। শ্রুতিবাক্যের যে মুখ্যার্থ তাহাই প্রমাণ। দেখ, পশুদিগের অস্থি ও বিষ্ঠা নিতান্ত অপবিত্র, কিন্তু শঙ্খ ও গোময় তন্মধ্যে গণিত হইয়াও শ্রুতিবাক্য বলে মহা-পবিত্র হইয়াছে। বৈদিক বাক্যের লক্ষণা করিতে গেলে, তাহাকে অনুমানের অধীন করিয়া তাহার স্বতঃপ্রামাণ্য নষ্ট করা হয়। ব্যাসসূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণের ন্যায় দেদীপ্যমান। মায়াবাদীগণ স্বকল্পিত ভাষ্যরূপ-মেঘদ্বারা, তাহাকে আচ্ছাদন করিয়াছে। বেদে এবং তদনুগত পুরাণসমূহে একমাত্র ব্রহ্মকে নিরূপণ করিয়াছেন। সেই ব্রহ্ম স্বীয় বৃহত্ত্বধর্ম্মবশতঃ ঈশ্বরলক্ষণে লক্ষিত হন। আবার সেই ঈশ্বরকে তাঁহার সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণতারসহিত দেখিলে, সেই বৃহদ্‌ব্রহ্মবস্তু স্বয়ং ভগবান হইয়া পড়ে। অতএব ব্রহ্ম ও ঈশ্বর ইঁহারা ভগবত্তত্ত্বের অন্তর্গত ব্যাপার বিশেষ। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান সর্ব্বদা পরিপূর্ণশ্রী সংযুক্ত সুতরাং তাহা নিত্য সবিশেষ। তাঁহাকে নিরাকার বলিয়া ব্যাখ্যান করিলে বেদার্থ বিকৃত হইয়া পড়ে। যে সকল শ্রুতিগণ তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া বলে তাহারা কেবল প্রাকৃতবিশেষ নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃতবিশেষ স্থাপন করে। অপাণিপাদো জবনোগ্রহীতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণ। সবেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তিবেত্তা, তমাহুরগ্র্যং ইত্যাদি বহুবিধ শ্রুতিতে অপ্রাকৃত-সাকার-সচ্চিদানন্দতত্ত্বের বর্ণন আছে। হয়শীর্ষে—

৩৮০পৃ, ২০পং। যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষং ইতি ॥ মধ্য, ৬ষ্ঠ, ৯শ্লো।

যে যে শ্রুতি প্রথমে নির্ব্বিশেষ করিয়া কল্পনা করে, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষতত্ত্বকেই প্রতিপাদন করে। নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ সেই ভগবানের দুইটী গুণই নিত্য ইহা বিচার করিলে

সবিশেষতত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে। কেন না জগতে সবিশেষতত্ত্বই অনুভূত হয় নির্ব্বিশেষতত্ত্ব অনুভূত হয় না ॥ ৯ ॥

৩৮১পৃ, ১-১২পৃ,। [ব্রহ্ম হইতে জন্মে বিশ্ব...করয় নিশ্চয় ॥]

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে এই পাওয়া যায় যে এই চরাচর বিশ্বব্রহ্ম হইতে জন্মে, ব্রহ্মেতে জীবিত থাকে এবং সেই ব্রহ্মেতে পুনরায় লয় হয়। এইসব বেদবাক্যদ্বারা পরব্রহ্মের অপাদানকারণ ও অধিকরণকারকত্বরূপ তিনপ্রকার লক্ষণ আছে। এই তিনপ্রকার নিত্যলক্ষণের দ্বারা ভগবান নিত্য সবিশেষরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। "বহুস্যাম" "ইত্যাদি শ্রুতি-মতে ভগবান যখন অনেক হইতে ইচ্ছা করিলেন তখন "স ঐক্ষত" এই বাক্যমতে প্রাকৃতশক্তিতে তিনি দৃষ্টিপাত করিলেন। সেসময় প্রাকৃতমননয়নের সৃষ্টি হয় নাই। তবে ভগবান যে মনে চিন্তা করিলেন, যে নয়নে প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিলেন, সে মন নয়ন প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্ব্বেই ছিল; সুতরাং পরব্রহ্মের স্বরূপগত অপ্রাকৃত নেত্রমন ছিল ইহা সর্ব্ববেদসম্মত। উপনিষদ্‌বাক্যে সর্ব্বত্র প্রায় ব্রহ্মশব্দ পাওয়া যায়। সেই ব্রহ্ম পূর্ণ অবস্থায় হয় স্বয়ং ভগবান ইহাই বেদসম্মত। এবং শাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা কৃষ্ণই সেই স্বয়ং ভগবান তাহা সিদ্ধ হইতেছে। যদি বল, বেদে এরূপ স্পষ্টবাক্য নাই তবে বিচার করিয়া দেখ, বেদবাক্যের অর্থসমূহ অত্যন্ত নিগূঢ়। মহর্ষিগণ বেদবাক্য তাৎপর্য্য জগতে বুঝাইবার জন্য পুরাণবাক্যে বেদতাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন।

৩৮১পৃ, ১৭পং। অহোভাগ্যমহোভাগ্য' ইতি ॥ মধ্য, ৬ষ্ঠ, ১০শ্লো।

নন্দ গোপব্রজবাসীদিগের ভাগ্যের সীমা নাই, যেহেতু পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্মসনাতন তাঁহাদের মিত্ররূপে প্রকট হইয়াছেন॥১০॥

৩৮১পৃ, ১৬পং—৩৮২পৃ, ২পং। অপাণি পাদবর্জ্জে···করহ নিশ্চয়।]

"অপাণিপাদোজবনো গ্রহীতা" এই শ্রুতি আদৌ প্রাকৃত হস্ত পদ ব্রহ্মের নাই বলিয়া পরে শীঘ্র চলে এবং সকল বস্তু গ্রহণ করে এই বাক্য দ্বারা অপ্রাকৃত হস্ত পদ আছে বলিয়া ব্রহ্মকে সবিশেষ করিতেছে। শ্রুতির মুখ্যার্থ ছাড়িয়া লক্ষণাবৃত্তিতে ব্রহ্মের সবিশেষ নিষেধক নির্ব্বিশেষত্ব অন্যায়রূপে স্থাপন করিতেছে। মায়াবাদীগণ ব্রহ্মকে নিত্য নিরাকার বলিয়া সংস্থাপন করেন পরন্তু শাস্ত্রমতে সেইব্রহ্ম ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দবিগ্রহবিশিষ্ট ভগবৎস্বরূপে নিত্য বিরাজ-মান। মায়াবাদীগণ ব্রহ্মকে নিঃশক্তি বলিয়া স্থির করেন কিন্তু "পরাস্য শক্তি বিবিধৈবশ্রূয়তে" এই বেদবাক্যমূলক বহুশাস্ত্র-বাক্যে সেই ব্রহ্মের তিনটী স্বাভাবিক শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে।

৩৮২পৃ, ৫পং। বিষ্ণুশক্তিঃ। মধ্য, ৬, ১১শ্লো। অনুবাদ ১৩৩৭ পৃ।

৩৮২পৃ, ৯পং। যয়া ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তিঃ সা॥ মধ্য, ৬ষ্ঠ, ১২।১৩শ্লো।

ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিই জীবশক্তি। সেই জীবশক্তি সর্ব্বগ হইয়াও মায়াবৃত্তিরূপ অবিদ্যাদ্বারা আবৃত হইয়া সংসারগত অখিলতাপ নিত্য ভোগ করেন॥ ১২॥ আবার সেই ক্ষেত্রজ্ঞনামাশক্তি অবিদ্যা কর্ষ্ঠাবৃত হইয়া, হে ভূপাল, সর্ব্বভূতে তারতম্যের সহিত বর্ত্তমান থাকেন॥ ১৩॥ তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের চিচ্ছক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, জীবশক্তি মধ্যমা এবং অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞিত মায়াশক্তি অধমা। জীবশক্তি মায়াদ্বারা আবরিত হইয়া অর্থাৎ চিৎশক্তির বৃত্তি হইতে দূরীভূত হইয়া সংসারতাপ লাভ করেন। সেইরূপ দূরীভূত ক্রমে আবিষ্কৃতকর্ম্মচক্রে প্রবেশকরতঃ উচ্চনীচ অবস্থা প্রাপ্ত হন।

৩৮২পৃ, ১৫পং। হ্লাদিনী ইতি। মধ্য, ৬ষ্ঠ, ১৪শ্লো। অনুবাদ ১২৯৭ পৃ।

বেদবেদান্তমতে ঈশ্বর, জীব ও মায়া এই তিন তত্ত্বের স্বরূপ

ও সম্বন্ধ জানা আবশ্যক। প্রথমে ঈশ্বরস্বরূপ জানা প্রয়োজন। সচ্চিদানন্দময়ত্বই ঈশ্বরের স্বরূপ। ভগবানের চিচ্ছক্তি সৎ, চিৎ ও আনন্দ এইরূপ তিনঅংশে তিনরূপে প্রকাশ পান আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সচ্চিদ্, সেই সম্বিদই কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান। ঈশ্বরের স্বরূপশক্তি তিনস্বরূপে প্রকাশ হয়। অন্তরঙ্গা অর্থাৎ চিচ্ছক্তি স্বয়ং, তটস্থা অর্থাৎ জীবশক্তি, বহিরঙ্গা অর্থাৎ মায়াশক্তি। এই তিন প্রকাশে হ্লাদিনী সন্ধিনী ও সম্বিতের ক্রিয়ানুসারে তিন তিনভাব বুঝিতে হইবে। [ইহার বিশেষ বিবরণ ১২৯৭ ও ১৩০৮ পৃ দ্রষ্টব্য] চিচ্ছক্তি, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ সমবেতসার জীবকে প্রদান করিয়া, জীবশক্তি তাহা গ্রহণ করিয়া এবং মায়াশক্তি নিষ্কপট চিচ্ছক্তিভাবে দূরীভূত হইয়া জীবকে কৃষ্ণপ্রেমভক্ত্যধিকারী করেন। পরমেশ্বরের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যই তাঁহার ঐশ্বর্য্যবিলাস। তাহাকে নিরাকার নিঃশক্তি বলিলে নিতান্ত অবৈদিক বাক্য প্রয়োগ হয়, ঈশ্বর স্বভাবতঃ মায়ার অধীশ্বর; জীব স্বভাবতঃ অণুচৈতন্যতা প্রযুক্ত মায়াবশ। মুণ্ডকে বলেন, "দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া, সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোভিচাকশীতি॥" "সমানেবৃক্ষে পুরুষোনিমগ্নোহনীশয়া শোচতিমুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্যমহিমানমেতিবীতশোকঃ॥" অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভুলিলে জীব দণ্ডনীয় হন। মায়া ঈশ্বরের কারাকর্ত্রী সেই অপরাধে জীবকে কারাবদ্ধ করিবা দণ্ডবিধান করেন। এস্থলে ঈশ্বরের স্বভাবে মায়ার অধীশ্বরতাই প্রতিপন্ন হয়, মায়াবশ্যতা নয়।

জীবের স্বভাবে নির্ম্মায়িকসত্তা থাকিলেও মায়াবশ্যতারূপ একটী ধর্ম্ম আছে। ইহারই নাম তটস্থ। যখন স্বভাবগত ও স্বরূপ-

গত এরূপ নিত্যভেদ আছে, তখন কোন অবস্থায়ই জীব ও ঈশ্বরকে অভেদ বলিতে পার না। আবার গীতাশাস্ত্রে জীবকে শক্তি বলিয়াছেন, তখন "শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ" এই বেদান্ত সূত্রমতে ঈশ্বরের সহিত জীবকে অভেদ করিতে বাধ্য আছে। জীবতত্ত্বের এই অচিন্ত্যভেদাভেদ রহস্য।

৩৮৩পৃ, ৮পং। ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ ইতি। মধ্য, ৬ষ্ঠ, ১৫শ্লো।

ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আটটী আমার অপরাশক্তির বৃত্তিবিশেষ। জীবতত্ত্ব ইহা হইতে পৃথক্॥ ১৫॥

৩৮৩পৃ, ১১পং। অপরেযমিতি। মধ্য, ৬ষ্ঠ, ১৬শ্লো। ১৩৩৭পৃ, অনুবাদ।

৩৮৩পৃ, ১৩।১৫পং। [ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ · পাষণ্ডী।]

বেদশাস্ত্রমতে ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দবিগ্রহ নিত্য, নিরাকার ধর্ম্ম প্রাকৃতসত্ত্বগুণের বৈপরীত্যরূপ বিকার বিশেষ। অর্থাৎ জড়ীয়-সত্বে যে আকার আছে তন্নিষেধক ভাববিশেষ। প্রকৃতির অতীত যে চিন্ময়বিগ্রহ তাহার আকার ও চিন্ময়। মায়িকসত্বের নিরা-কারত্ব তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এরূপ শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সে পাষণ্ডী মধ্যে গণ্য।

৩৮৩পৃ, ১৭।১৮পং। [বেদনা মানিঞা বৌদ্ধ · অধিক।]

বৌদ্ধ শাক্যসিংহ বেদবিধি না মানায় তাঁহাকে, বৈদিক আর্য্যগণ নাস্তিক বলিয়া নিন্দা করেন, কিন্তু মায়াবাদী বেদকে আশ্রয় করিয়া যে নাস্তিকবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধ-বাদ অপেক্ষা অধিক নিন্দনীয়। কেন না স্পষ্টশত্রু অপেক্ষা মিত্র-রূপে সমাগত প্রচ্ছন্নশত্রু অতিশয় ভয়ঙ্কর।

৩৮৩পৃ, ১৯।২০পং। [জীবের নিস্তার লাগি···হয় সর্ব্বনাশ।]

ব্যাসের সূত্রে শুদ্ধভক্তিবাদ আছে। মায়াবাদী সেই সূত্রের

যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতে পরব্রহ্মের চিন্ময়বিগ্রহ অস্বীকৃত। এবং জীবের ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ সত্তাও অস্বীকৃত হওয়ায় তাহা শুদ্ধভক্তিতত্ত্বের অত্যন্ত বিরুদ্ধ। সুতরাং মায়াবাদীর ভাষ্য শুনিলে জীবের সর্ব্বনাশ হয়। কেন না, ব্রহ্মের সহিত অভেদ-বাঞ্ছারূপে দুরাশাপ্রদত্ত অভিমান দ্বারা শুদ্ধভক্তিনাশ হইবার এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে ঈশ্বর মানা হয় না।

৩৮৪পৃ, ৫।৬পং। [ব্যাস ভ্রান্ত বলি সেই সূত্রে···কল্পনা করিয়া।]

পরিণামবাদ মানিলে ঈশ্বর বিকারী হইবেন এবং ব্যাসকে সুতরাং তখন ভ্রান্ত বলিতে হইবে, এই বলিয়া সূত্রের মুখ্যার্থে দোষদিয়া গোণার্থকরতঃ বিবর্ত্তবাদস্থাপন করিয়াছেন (১৩৩৯পৃ)।

৩৮৪পৃ, ১১পং। [তত্ত্বমসি জীবহেতু প্রাদেশিক বাক্য। (১৩৪০পৃ)]

জীবের চিন্ময়সত্তা বুঝাইবার জন্য তত্ত্বমসি বাক্যটী বেদের এক প্রদেশে পাওয়া যায়। তাহা মহাবাক্য নয়।

৩৮৫পৃ, ৪পং। স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ ইতি। মধ্য, ৬ষ্ঠ, ১৭শ্লো।

ভগবান শ্রীমহাদেবকে কহিলেন, কল্পিত স্বাগমদ্বারা মনুষ্য-গণকে আমা হইতে বিমুখ কর, আমাকে এরূপ গোপন কর, যদ্দ্বারা বহির্মুখজীবের জীববৃদ্ধিকার্য্যে বিরক্তি না জন্মে ॥ ১৭ ॥

৩৮৫পৃ, ৭পং। মায়াবাদ মসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং। মধ্য, ৬ষ্ঠ, ১৮শ্লো।

মহাদেব কহিলেন, আমি কলিকালে ব্রাহ্মণমূর্ত্তি ধারণকরিয়া অসৎশাস্ত্রদ্বারা মায়াবাদরূপ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বিধান করিব ॥ ১৮ ॥

৩৮৫পৃ, ১৬পং। আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা ইতি। মধ্য, ৬ষ্ঠ, ১৯শ্লো।

আত্মাতে যাহাদিগের রতি এরূপ বাসনা গ্রন্থিশূন্য মুনিসকলও বৃহৎকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকীভক্তি করিয়া থাকেন। কেন না, জগতের চিত্তহারী হরির এইরূপ একটী গুণ আছে ॥ ১৯ ॥

৩৮৬পৃ,১৮পং। তিনে, ভগবান, ভগবচ্ছক্তি ও ভগবদ্‌গুণ গণ।

৩৮৬পৃ, ১১-১৪পং। [আত্মারামাদি শ্লোকে···অভিপ্রায় ঐক্য।]

শ্লোকের এগারটী শব্দের এগারটী অর্থ এবং শ্লোকমধ্যে মুনয়ঃ, নির্গ্রন্থা, উরুক্রমে, অহৈতুকী, ভক্তি, গুণ ও হরি এই সাতটী প্রধানপদে আত্মারাম যোগকরিয়া সাতটী অর্থ একত্রে ১৮ অর্থ।

৩৮৯পৃ, ১৪পং। শুষ্কং পর্য্যুসিতং বাপি ইতি॥ মধ্য, ৬ষ্ঠ, ২০।২১শ্লো।

মহাপ্রসাদ শুষ্কই হউক, পর্য্যুসিতই হউক বা দূরদেশ হইতে আনিত হউক, প্রদত্তমাত্রে ভক্ষণ করাই বিধি, ইহাতে কালবিচারের প্রয়োজন নাই। শ্রীকৃষ্ণের অন্নপ্রসাদ প্রাপ্তমাত্র শিষ্টলোক ভোজন করিবেন ইহাতে দেশ ও কালের কোন নিয়ম নাই। ভগবান এই আজ্ঞা করিয়াছেন॥ ২০-২১॥

৩৯০পৃ, ১৪পং। যেষাং সএব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ ইতি। মধ্য, ৬ষ্ঠ,২২শ্লো।

সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার পাদপদ্মআশ্রয় করিলে অনন্তস্বরূপ ভগবান, যাহাদের প্রতি অকপট দয়া করেন তাঁহারা এই দুষ্পার দেবমায়াকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। যাঁহাদের শৃগাল-কুক্কুর-ভক্ষ্য এই প্রাকৃতশরীরে আমি আমার বুদ্ধি আছে তাহাদের প্রতি ভগবান দয়া করেন না॥ ২২॥

৩৯১পৃ, ৭।৮পং। [ভক্তি সাধন শ্রেষ্ঠ শুনিতে হইল মন···সংকীর্ত্তন॥]

চতুঃষষ্টি সাধনভক্তির মধ্যে কোন অঙ্গ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এরূপ প্রশ্ন করিলে, মহাপ্রভু কহিলেন, নামসঙ্কীর্ত্তনই একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ।

৩৯১পৃ, ১০পং। হরের্নাম ইতি। মধ্য, ৬ষ্ঠ, ২৩শ্লো। অনুবাদ ১৩৩৩পৃ।

৩৯২পৃ, ১৯পং। বৈরাগ্যবিদ্যা নিজভক্তিযোগশিক্ষার্থমিতি। মধ্য,৬,২৪শ্লো।

বৈরাগ্যবিদ্যা ও নিজভক্তিযোগশিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ-

চৈতন্যরূপধারী একটী সনাতন পুরুষ, সর্ব্বদা কৃপাসমুদ্র, তাঁহার প্রতি আমি প্রপন্ন হই ॥ ২৫ ॥

৩৯২পৃ, ১৮পং। কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ ইতি। মধ্য, ৬ষ্ঠ,৬২৫শ্লো

কালে নিজভক্তিযোগকে বিনষ্টপ্রায় দেখিয়া যে কৃষ্ণচৈতন্য নামাপুরুষ তাহা পুনরায় প্রচার করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মে মদীয় চিত্তভৃঙ্গ গাঢ়রূপে লীন হউক ॥ ৫॥

৩৯৩পৃ, ১০পং। তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো ইতি। মধ্য, ৬ষ্ঠ, ২৬শ্লো।

যিনি তোমার অনুকম্পা লাভের আশয়ে স্বকর্ম্মের মন্দফল ভোগ করিতে করিতে মন, বাক্য ও শরীর দ্বারা তোমাতে ভক্তিবিধান করিয়া জীবনযাপন করেন, তিনি মুক্তিপদে দায়ভাক্ অর্থাৎ তিনি মুক্তিপদ লাভ করেন ॥২৬॥ এই শ্লোকটী পাঠ কালে সার্ব্বভৌম "ভক্তিপদেসদায়ভাক্" এইরূপ উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

৩৯৩পৃ, ১৪।১৫পং [ভট্টাচার্য্য কহে ভক্তিসম নহে·· দণ্ড কেবল ।]

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, ভক্তিই ভক্তির সর্ব্বোত্তম ফল, মুক্তি ভক্তির ফল নয়। ভগবদ্ভক্তি বিমুখ পুরুষের পক্ষে সাযুজ্যমুক্তি কেবল এক প্রকার দণ্ড।

৩৯৪পৃ, ১ ৩পং। [সালোক্যাদি চারি যদি হয়·· ঘৃণা ভয়।]

সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্য এই পঞ্চপ্রকার মুক্তির মধ্যে প্রথম সালোক্যাদি চারিটী তত নিন্দনীয় নয়, কেন না তাহারা ভগবৎ সেবার দ্বারস্বরূপ। তথাপি কৃষ্ণভক্ত উক্ত চারি প্রকার মুক্তিও অঙ্গীকার করেন না। কেন না তাঁহারা জন্মে জন্মে কৃষ্ণভক্তির বাসনাই করিয়া থাকেন। সাযুজ্য শব্দ শুনিবামাত্র ভক্তের তাহাকে তুচ্ছ বলিয়া ঘৃণা, ভক্তিবিরোধরূপে অপরাধ বলিয়া ভয় হয়।

৩৯৪পৃ, ৫।৬পং। [ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুইত প্রকার...ধিকার।]

সাযুজ্য দুইপ্রকার। ব্রহ্মসাযুজ্য ও ঈশ্বরসাযুজ্য। মায়াবাদী বৈদান্তিকেরমতে জীবের চরমফল ব্রহ্মসাযুজ্য। পাতঞ্জলমতে কৈবল্য অবস্থায় ঈশ্বরসাযুজ্য। এই দুই সাযুজ্যের মধ্যে ঈশ্বর-সাযুজ্য অধিকতর ঘৃণার্হ। ব্রহ্মসাযুজ্য নির্ব্বিশেষজ্ঞান দ্বারা নির্ব্বি-শেষগতি লাভ। কিন্তু সবিশেষ ঈশ্বর ধ্যান করিয়া যে কৈবল্যরূপ ঈশ্বরসাযুজ্য, লাভ হয়। তাহা বাসনা দোষে অতিরিক্ত পতনরূপ ফল। ক্লেশ কর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। "সপূর্ব্বেষামপিগুরুঃ কালানবচ্ছেদাৎ।" এতদ্দ্বারা সবিশেষ ঈশ্বরের নিত্যত্ব দেখা যায়। পুনরায় কৈবল্যপাদে "পুরুষার্থপুণ্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি।" এই সূত্রদ্বারা সাধকের সিদ্ধাবস্থায় অন্যপুরুষ ঈশ্বরের অবস্থানাভাব। সবিশেষতত্ত্ব নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাৎপর্য্য এই যে সবিশেষ-তত্ত্বের উপাসনায় সবিশেষ ফল না হইয়া অত্যন্ত সুদূরবর্ত্তীধিকার যোগ্য ফল হইল।

৩৯৪পৃ, ৮পং। সালোক্যং ইতি। মধ্য, ৬ষ্ঠ, ২৭শ্লো। অনুবাদ ১৩১০পৃ।

৩৯৪পৃ, ১১।১২পং। [মুক্তিপদে যার সেই...কিম্বা সমাশ্রয়।]

যাঁহার চরণে মুক্তি আছে তিনি মুক্তিপদ অর্থাৎ দশমপদার্থ শ্রীকৃষ্ণ। অথবা নবমপদার্থ যে মুক্তি তাহা যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে তিনি শ্রীকৃষ্ণ।

৩৯৪পৃ, ১৭পং। আশ্লিষ্যদোষ—দুইপ্রকার অর্থ হইতে পারে, তাহাতে মুখ্য অর্থের কিছু হানি এই দোষ।

৩৯৪পৃ, ১৯পং। রূঢ়িবৃত্তি,—মুখ্যবৃত্তি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সপ্তম পরিচ্ছেদের কথাসার।

মাঘমাসের শুক্লপক্ষে মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া ফাল্গুনমাসে নীলাচলে বাস করিলেন। ফাল্গুনমাসে দোলযাত্রা দর্শন করিয়া চৈত্রমাসে সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার করিলেন। বৈশাখমাসে দক্ষিণযাত্রা করিলেন। একক দক্ষিণভ্রমণ করিবেন এই প্রস্তাব করায় নিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার সহিত কৃষ্ণদাস বলিয়া একটী ব্রাহ্মণকে দিলেন। গমনসময়ে সার্ব্বভৌম প্রভুর সহিত চারি কৌপিন-বহির্ব্বাস দিয়া রামানন্দরায়ের সহিত গোদাবরীতীরে সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আলালনাথ পর্য্যন্ত নিত্যানন্দ প্রভু প্রভৃতি কএকটী ভক্তসঙ্গে গিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে স্বীকার করতঃ মহাপ্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে বলিতে চলিতে লাগিলেন, যে গ্রামে রাত্রিবাস করেন তথায় শরণাগত ব্যক্তিকে শক্তি সঞ্চার করিয়া সর্ব্বদেশ বৈষ্ণব করিতে আজ্ঞা দেন। তাঁহারা আবার অন্যান্য লোককে ভক্তিশিক্ষা দিয়া অন্যান্য গ্রামে পাঠাইয়া ভক্তসংখ্যাবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। এইরূপে কূর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইলে, তথায় কূর্ম্ম-নামক ব্রাহ্মণকে কৃপা করিলেন, এবং বাসুদেব নামক বিপ্রকে গলিতকুষ্ঠ রোগ হইতে উদ্ধার করিলেন। বাসুদেবকে উদ্ধার করিয়া বাসুদেবামৃতপ্রদ বলিয়া প্রভুর একটী নাম হইল।

৩৯৬পৃ, ৬পং। ধন্যং তং নৌমি চৈতন্যং বাসুদেবমিতি। মধ্য, ৭ম, ১ শ্লো।

যিনি দয়ার্দ্রবুদ্ধি হইয়া বাসুদেব নামক ভক্তকে কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত করিয়া সুন্দররূপে পুষ্ট করতঃ ভক্তিতুষ্ট করিয়াছিলেন। সেইধন্য চৈতন্যদেবকে আমি নমস্কার করি ॥ ১ ॥

৩৯৭পৃ, ১১।১২পং [বিশ্বরূপসিদ্ধিপ্রাপ্তি…করেন এই ছল ॥]

মহাপ্রভু সর্ব্বজ্ঞ, বিশ্বরূপের যে তৎপূর্ব্বে সিদ্ধিপ্রাপ্তি হইয়াছে তাহা তিনি সমুদায় জানিতেন, পরন্তু দক্ষিণদেশ উদ্ধারিবার জন্য বিশ্বরূপের অনুসন্ধান করিবেন এই ছল বাহির করিলেন।

৩৯৮পৃ, ১৬।১৭পং। [সদা রহে আমার উপর…জানি ব্যবহার।]

দামোদর আমাকে সর্ব্বদা এরূপ শিক্ষাদণ্ড দেন যাহাতে এরূপ প্রতীত হয় যে, আমি ইহাঁর সম্মুখে যেন একজন ব্যবহার জ্ঞান-শূন্য ব্যক্তি।

৩৯৮পৃ, ১৯।২০পং। [লোকাপেক্ষা নাহি ইহাঁর …নাপারি ছাড়িতে ॥]

দামোদরপণ্ডিত প্রভৃতির প্রতি কৃষ্ণকৃপা অধিক বলিয়া ইহাঁরা লোকাপেক্ষা না করিয়া আমাকে অনেক প্রকার বিষয় ভোগ করাইতে চাহেন, কিন্তু আমি দীন সন্ন্যাসী, লোকাপেক্ষা ছাড়িতে না পারিয়া, যথাধর্ম্ম ব্যবহার করিয়া থাকি।

৪০২পৃ, ৩পং। [সমুদ্র তারে তীরে আলালনাথ পথে।]

সমুদ্র তীর দিয়া দক্ষিণ যাইতে পুরী হইতে চারি ক্রোশ পরে আলালনাথ, চতুর্ভুজ বাসুদেববিগ্রহ। বনমধ্যে একটী ক্ষুদ্রগ্রামে তাঁহার মন্দির; তথায় অতি উৎকৃষ্ট পরমান্ন ভোগ হয়। উষ্ণ পরমান্নের দাগ এখনও সেই বিগ্রহে দেখাইয়া থাকে।

৪০২পৃ, ১০পং। অধিকারী,—রাজার প্রধানকর্ম্মচারী।

৪০২পৃ, ১০পং। বিদ্যানগরকে আজকাল পুরবন্দর বলে।

৪০৩পৃ, ১২পং। বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনিইতি। মধ্য, ৭ম, ২শ্লো।

অলৌকিক পুরুষদিগের চিত্তগুলি বজ্রঅপেক্ষা কঠোর, আবার কুসুম অপেক্ষা মৃদু। অন্যে তাঁহা বুঝিবার যোগ্য হয় না ॥ ২ ॥

৪০৬পৃ, ১পং। রক্ষমাং,—আমাকে রক্ষা করুন।

।। সঙ্গিনী ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

৪০৬পৃ, ২পং । পাহিমাং,—আমাকে পালন করুন।

৪০৬পৃ, ১০পং । শক্তি সঞ্চারিয়া,—হ্লাদিনীশক্তির সারভাগ ও সম্বিৎশক্তির সারভাগ দুই একত্রে ভক্তিশক্তি হয়। কৃষ্ণ বা ভক্ত কৃপা করিয়া সেই শক্তি যাঁহাকে সঞ্চার করেন তিনি পরম ভক্ত হন। মহাপ্রভু যাহাকে কৃপা করিতেন তাহাকে সেইরূপ শক্তি সঞ্চার করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার ভার অর্পণ করিতেন।

৪০৭পৃ, ৭পং । সেতুবন্ধ,—সেতুবন্ধরামেশ্বর, সমুদ্রতীরে সিংহলের অপর পার। (ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে।)

৪০৭পৃ, ৯।১০পং । [নবদ্বীপে যে শক্তি না কৈলা· দক্ষিণদেশে ॥]

নবদ্বীপ ধাম হইলেও তথায় তৎকালে ন্যায় ও স্মৃতির বিশেষ প্রবলতা থাকায় সেই সেই শাস্ত্রের অধ্যাপকদিগের মধ্যে অনেক গুলি বহির্ম্মুখ ছিল, তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রভু কোন বিশেষ শক্তি প্রকাশ করেন নাই। এইজন্য গ্রন্থকার এই রূপ বলিয়াছেন।

৪০৭পৃ, ১৭পং । কূর্ম্মস্থান,—বলিয়া তীর্থ আছে। তথায় কূর্ম্মদেবের মন্দির আছে। প্রপন্নামৃতে কথিত আছে, যে জগন্নাথদেব শ্রীপুরুষোত্তম হইতে শ্রীরামানুজস্বামীকে কূর্ম্মতীর্থে রাত্রে টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন।

৪০৭পৃ, ১৮পং । কাহম্মিতি। মধ্য, ৭ম, ৩শ্লো। অনুবাদ ৩৭৪পৃ দ্রষ্টব্য।

৪১১পৃ, ১২পং । বাসুদেবামৃতপ্রদ,—শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য কৃত শ্রীচৈতন্যের শতনামে এই নামটী আছে।

———

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অষ্টম পরিচ্ছেদের কথাসার।

মহাপ্রভু জিয়ড়নৃসিংহ দর্শনপূর্ব্বক গোদাবরীতীরে বিদ্যানগরে স্নান জন্য আগত রায়রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পরিচিত হইয়া রামানন্দ তাঁহাকে সেইগ্রামে কয়েকদিন থাকিতে অনুরোধ করিলেন। তদনুরোধে কোন বৈদিকবৈষ্ণবব্রাহ্মণের বাটিতে তিনি অবস্থিত হইলেন। সন্ধ্যাকালে রামানন্দরায় দীনবেশে মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া দণ্ডবৎ করিলে, মহাপ্রভু তাঁহাকে সাধ্য নির্ণয়ের জন্য শ্লোক পড়িতে আজ্ঞা দিলেন। রামানন্দরায় প্রথমে বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপ সজ্জন সামান্য ধর্ম্ম উল্লেখ করিয়া কর্ম্মার্পণ, পরে আসক্তিশূন্যকর্ম্ম, পরে জ্ঞানমিশ্রাভক্তি ও অবশেষে জ্ঞানশূন্যা-শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে কএকটী শ্লোক পাঠ করিলে মহাপ্রভু শেষটীকে সাধ্যবস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন। আবার ভক্তিসম্বন্ধে উচ্চ অধিকার বর্ণিতে বলিলে, প্রথমে শুদ্ধাকৃষ্ণরতিরূপা প্রেমভক্তি, পরে দাস্যপ্রেম, পরে সখ্যপ্রেম, পরে বাৎসল্যপ্রেম এবং কান্তভাবগত প্রেমকে সাধ্যসার বলিয়া বর্ণন করিলেন। কান্তপ্রেম কিরূপে সাধ্যসার হয়, তাহাও বিবিধরূপে কহিলেন। প্রভু তাহাকে সাধ্যাবধি বলিয়া অস্বীকার করিলে রাধিকার প্রেম বর্ণিত হইল। পরে কৃষ্ণের স্বরূপ, রাধার স্বরূপ, রসতত্ত্বের স্বরূপ ও প্রেমতত্ত্ব বর্ণন করিলেন। তাহার পর মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসাক্রমে, প্রেমবিলাসবিবর্ত্তরূপ বিপ্রলম্ভগত-অধিরূঢ়ভাবময় স্বীয়কৃত একটী গীত রামানন্দরায় বলিলেন। অবশেষে, রাধাকৃষ্ণ প্রেমসেবারূপ পরমসাধ্যবস্তু পাইবার উপায়স্বরূপ ব্রজসখীর আনুগত্য, বিশেষ-

রূপে বিচারিত হইল। একদিবস প্রতিরাত্রে নানাবিধ কৃষ্ণালাপের পর, মহাপ্রভুর মূলতত্ত্ব ও স্বস্বরূপ দেখিতে পাইয়া রামানন্দ মূর্চ্ছিত হইলেন। কয়েকদিন পরে রামানন্দকে রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তম যাইতে আজ্ঞাকরতঃ প্রভু দক্ষিণযাত্রা করিলেন। এই সমস্ত বিবরণ স্বরূপদামোদরের কড়চা অনুসারে কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন।

৪১২পৃ, ৬পং। সঞ্চার্য্য রামাভিধভক্তমেঘে ইতি। মধ্য, ৮ম, ১ শ্লো।

সিদ্ধান্তামৃতসমুদ্ররূপ শ্রীগৌরাঙ্গ রামানন্দনামক ভক্তমেঘে স্বভক্তিসিদ্ধান্তামৃত সঞ্চরণ করিয়া, তৎকর্ত্তৃক বিস্তীর্ণ সেই ভক্তি সিদ্ধান্তদ্বারা পুনরায় স্বয়ং ভক্তিতত্ত্বজ্ঞতা রূপ সমুদ্রতা লাভ করিলেন।

৪১২পৃ, ১৭পং। উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানামিতি। আদি, ৮ম, ২শ্লো।

কেশরী যেরূপ উগ্রবিক্রম হইয়াও, স্বীয় সন্তানদিগের প্রতি অনুগ্র, নৃসিংহদেব সেইরূপ হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি অসুরদিগের প্রতি উগ্র হইয়াও প্রহ্লাদাদি স্বভক্তের প্রতি স্নেহপূর্ণ ॥ ২ ॥

৪১৪পৃ, ১৩পং। [স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় করিলা।]

রাধাকৃষ্ণের বিশাখাসখীর প্রতি ও বিশাখাসখীর রাধাকৃষ্ণের প্রতি যে স্বাভাবিক প্রেম তাহাই উদয় হইল।

৪১৫পৃ, ১১।১২পং। [রায় কহে সার্ব্বভৌম করে···হয় সাবধান ॥]

রামানন্দরায় কহিলেন, সার্ব্বভৌম আমাকে স্বীয়দাস জানিয়া পরোক্ষেও অর্থাৎ অনুপস্থিতিতেও আমার হিতচেষ্টা করেন।

৪১৬পৃ, ৮পং। মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণামিতি মধ্য, ৮ম, ৩ শ্লো।

হে ভগবান্, দীনচেতা গৃহালোকদিগের নিত্যমঙ্গল সাধনের জন্য মহৎব্যক্তিগণ গিয়া থাকেন, অন্যকারণে গমন করেন না ॥৩॥

৪১৬পৃ, ১৪পং। [আকৃতে প্রকৃতে তোমার ঈশ্বর লক্ষণ।]

আকৃতিতে অর্থাৎ ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল আকারে, প্রকৃতিতে পরমদয়ালু স্বভাবে তুমি ঈশ্বর বলিয়া লক্ষিত হইতেছ।

৪১৭পৃ, ১৭পং [প্রভু স্নানকৃত্য করি আছেন বসিয়া।]

সন্ন্যাসীরা ত্রিসবন স্নান করিয়া থাকেন। সেইবিধি অনুসারে সন্ধ্যাকালে প্রভু স্নান করিয়া বসিয়াছিলেন।

৪১৮পৃ, ১২পং। [প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয় বিষ্ণুভক্তি হয়।]

প্রভু কহিলেন, হে রামানন্দরায়, সাধ্যতত্ত্বনির্ণয়কারী শাস্ত্রশ্লোক পাঠ কর। রায় কহিলেন মানবদিগের স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়।

৪১৮পৃ, ৪পং। বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ ইতি। মধ্য ৮ম, ৪ শ্লো।

পরমেশ্বর বিষ্ণু বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম আচার যুক্ত পুরুষকর্ত্তৃক আরাধিত হন। বর্ণাশ্রমাচার ব্যতীত তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিবার অন্য কোন কারণ নাই ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্‌কে পরিতুষ্ট করাই সাধ্যতত্ত্ব। মানবগণ স্বায় স্বায় স্বভাব অনুসারে নির্ণীত বর্ণধর্ম্ম ও অবস্থানুসারে নির্ণীত আশ্রমধর্ম্ম পালন করিলেই ভগবান্ বিষ্ণু সন্তুষ্ট হন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ। প্রতিবর্ণের যে ধর্ম্ম শাস্ত্রে নির্ণীত আছে, তাহাই আচরণ করিয়া মনুষ্য জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ, ও সন্ন্যাস এই চারিটী আশ্রম। স্বায় স্বায় আশ্রম-বিহিত ধর্ম্মাচরণ করিয়া ভগবানকে সন্তুষ্ট করিবে। ইহাতে ব্যভিচার হইলে মানবের প্রত্যবায় ও নরক গমন হয়। পরমার্থ পথ ধরিতে হইলে প্রথমেই ধর্ম্ম জীবনের প্রয়োজন। জীবননির্ব্বাহকারী ধর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ স্বভাবের ব্যক্তিদের জন্য স্বভাবতঃ পৃথক্ পৃথক্।

মানুষের জন্ম, সংসর্গ, শিক্ষা হইতে স্বভাব উদয় হয়। স্বভাব অনুসারে বর্ণ স্বীকার না করিলে জীবনযাত্রায় চতুর হইতে পারে না। স্বভাব বহুবিধ হইলেও মূলবিভাগে চারিপ্রকার। ঈশ্বর ও বিদ্যা যাঁহাদের স্বভাব-গত-বিষয় তাঁহারা ব্রাহ্মণ। শৌর্য্য ও রাজ্য শাসন যাঁহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাঁহারা ক্ষত্রিয়। কৃষি, পশু-পালন ও বাণিজ্যক্রিয়া যাঁহাদের স্বভাবগত কর্ম্ম তাঁহারা বৈশ্য। ত্রিবর্ণের সেবা মাত্রই যাঁহাদের স্বভাব তাঁহারা শূদ্র। নিজ নিজ বর্ণধর্ম্মে এবং অবস্থাক্রমে আশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া সুন্দররূপে জীবন নির্ব্বাহদ্বারা বিষ্ণুকে আরাধন করিতে করিতে মানবের নৈসর্গিক উন্নতি হয়। বিপরীত আচারে নৈসর্গিক পতন হয়। সুতরাং ধর্ম্মজীবনই মানবের সকল উৎকর্ষের মূল।

৪১৮পৃ, ৯পং। যৎকরোষি যদশ্নাসি যদিতি॥ মধ্য, ৮ম, ৫শ্লো।

গীতায় বলিয়াছেন, হে কৌন্তেয়, তুমি যাহাই কর, যাহাই ভক্ষণ কর, যাহাই হবণ কর, যাহাই দান কর, এবং যে তপস্যাই কর, সে সমস্তই আমি যে কৃষ্ণ আমাতে আপনি অর্পণ কর ॥৫॥

রায়ের প্রথম উত্তরে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মান্তর্গত কৃষ্ণারাধনাকে সাধ্য বলিয়া নির্ণীত হওয়ায় প্রভু তাহাকে বাহ্য বলিয়া তাঁহার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিবার জন্য সমান্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যাহা আছে তাহা বলিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহাতে রায় উত্তর করিলেন, সেই বর্ণাশ্রমগত সকলকর্ম্মই কৃষ্ণার্পণ করাই সকল সাধ্যের সার বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

৪১৮পৃ, ১১।১২পং। [প্রভু·· স্বধর্ম্মত্যাগ এই সাধ্যসার ॥]

একথা শুনিয়াও প্রভু কহিলেন; ইহাও বাহ্য, আমার প্রশ্নের উত্তর ইহাকে অতিক্রমকরিয়া বর্ত্তমানআছে, তাহা বল। তদুত্তরে

রায়কহিলেন,স্বধর্ম্মত্যাগই সাধ্যসার। অর্থাৎ বর্ণচতুষ্টয়মধ্যে ব্রাহ্মণ স্বীয় ধর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসগ্রহণ করেন এবং অপর বর্ণসকল তদনুসারেবৈরাগ্যলক্ষণ গ্রহণকরিয়া গৃহত্যাগকরেন। এইসন্ন্যাসের নাম স্বধর্ম্মত্যাগ বা কর্ম্মত্যাগ। ত্যাগধর্ম্মে হরিতোষণ লাভ হয়।

৪১৮পৃ, ১৪পং। আজ্ঞায়ৈবংগুণান্ দোষানিতি ॥ মধ্য, ৮ম, ৬ শ্লো।

ধর্ম্মশাস্ত্রে আমি ভগবান যাহা ধর্ম্ম বলিয়া আদেশ করিয়াছি তাহার গুণদোষ বিচারপূর্ব্বক সেইসকল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ছাড়িয়া যিনি আমাকে ভজন করেন তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ॥ ৬ ॥

৪১৮পৃ, ১৭পং। সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকমিতি। মধ্য, ৮ম, ৭শ্লো।

সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমি যে ভগবান আমার শরণাপন্ন হও। তাহা হইলে আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব। তুমি শোক করিও না ॥ ৭ ॥

৪১৮পৃ, ১৯।২০পং। [প্রভু · জ্ঞানমিশ্রাভক্তি সাধ্যসার ॥]

প্রভু এইউত্তর শুনিয়া ইহাকেও বাহ্য বলিয়া, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কথা কহিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহাতে রায় কহিলেন, জ্ঞানমিশ্রাভক্তিকে সাধ্যসার বলা যায়। গীতায় বলিয়াছেন,—

৪১৮পৃ, ২২পং। ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতীতি। মধ্য ৮ম, ৮শ্লো।

অভেদব্রহ্মবাদরূপ জ্ঞানচক্ষুদ্বারা স্বয়ং প্রসন্নাত্মা, শোক ও বাঞ্ছা রহিত ও সর্ব্বভূতে সমভাবযুক্ত ব্রহ্মতা লাভ করিয়া আমার পরাভক্তি প্রাপ্ত হয় ॥ ৮ ॥ তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বে কর্ম্মমিশ্রা-ভক্তির উল্লেখ হইয়াছিল তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞানমিশ্রাভক্তি।

৪১৯পৃ, ১২পং। [প্রভু · জ্ঞানশূন্যভক্তি সাধ্যসার ॥]

একথা শুনিয়া প্রভু কহিলেন, ইহাও বাহ্য। ইহার পরে যাহা আছে তাহা বল। রায় কহিলেন, যে জ্ঞানশূন্যভক্তি সাধ্যগণের সার। ভাগবতে কহিয়াছেন,—

৪১৯পৃ, ৪পং। জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্তএবইতি। মধ্য, ৮ম, ৯ শ্লো।

হে ভগবান্, নির্ভেদ ব্রহ্মচিন্তারূপ জ্ঞানচেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া যে ভক্তগণ সাধুমুখবিগলিত আপনার কথা শ্রবণ করেন ও কায়মনবাক্যে সাধুপথে স্থিত হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, ত্রৈলোক্য মধ্যে আপনি দুর্লভ হইয়াও তাঁহাদের নিকট সুলভ হইয়া পড়েন॥ ৯ ॥

৪১৯পৃ, ৮।৯পং। [প্রভু…প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার॥]

এইকথা শুনিয়া প্রভু কহিলেন, এখন সাধ্য নির্ণীত হইল বটে, ইহা অপেক্ষা অধিক যাহা আছে তাহা বল। তাৎপর্য্য এই যে, কেবল বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন অপেক্ষা কর্ম্মার্পণ শ্রেষ্ঠ, কেবল কর্ম্মার্পণ অপেক্ষা স্বধর্ম্মত্যাগ অর্থাৎ স্বীয় বর্ণ ধর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসগ্রহণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা ব্রহ্মানুশীলনরূপ জ্ঞানমিশ্রাভক্তি শ্রেষ্ঠ হইলেও সে সমুদায় বাহ্য। কেন না, সাধ্যবস্তু যে শুদ্ধা-ভক্তি তাহা সেই চারিপ্রকার সিদ্ধান্তে নাই। আরোপসিদ্ধা ও সঙ্গসিদ্ধাভক্তি কখনই শুদ্ধাভক্তি বলিয়া পরিচিত হয় না। স্বরূপসিদ্ধাভক্তি একটীপৃথক্ তত্ত্ব। তাহা কর্ম্ম, কর্ম্মার্পণ, কর্ম্ম-ত্যাগরূপসন্ন্যাস ও জ্ঞানমিশ্রাভক্তি হইতে নিত্যপৃথক্। সেই শুদ্ধাভক্তির লক্ষণ এই যে, অন্যাভিলাষিতা শূন্য, জ্ঞানকর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত, আনুকূল্য ভাবে যে কৃষ্ণানুশীলন, ইহাই সাধ্যবস্তু কেন না সাধ্যঅবস্থায় ইহাকে দেখিতে পাইলেও সিদ্ধাবস্থায় ইহা নির্ম্মলরূপে লক্ষিতহয়। প্রভুর শেষপ্রশ্নের উত্তরে রায় কহিলেন, প্রেমভক্তিই সর্ব্বসাধ্যসার। শুদ্ধভক্তি প্রথমাবস্থায় শান্তভক্তিরূপে প্রতীত। তাহাতে কৃষ্ণের প্রতি মমতা বুদ্ধি থাকে না।

৪১৯পৃ, ১১পং। নানোপচার কৃতপূজনং ইতি। মধ্য, ৮ম, ১০ শ্লো।

যেমত জঠরে যে পর্য্যন্ত ক্ষুধা পিপাসা থাকে ততক্ষণই ভক্ষ্য-

পেয় বস্তুসকল সুখদায়ক হয়। সেইরূপ আর্ত্তবন্ধুর নানা উপচারে পূজা হইলেও ভক্তগণের হৃদয়ে তাহা প্রেমযুক্ত হইলে আনন্দে গলিত হয়।

৪১৯পৃ, ১৬পং। কৃষ্ণভক্তি রসভাবিতামতিঃ ইতি। মধ্য, ৮ম, ১১ শ্লো।

কোটীজন্মকৃত সুকৃতিদ্বারা যাহা পাওয়া যায় না, আবার লোভরূপ একটীসামান্য-মূল্য দিয়া যাহা পাওয়া যায়; এরূপ কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতমতি যাহা হইতেই পাও ক্রয় করিয়া ফেল ॥ ১১ ॥ উক্ত দুইটী কবিতার মধ্যে প্রথমটী শ্রদ্ধামূলক প্রেমভক্তির সূচনা করিতেছে। দ্বিতীয়টী লোভমুলক রাগানুগাভক্তির সূচনা করিতেছে। এই রাগানুগা ভক্তি অবলম্বন করিয়াই রায়রামানন্দের ইহার পরে কথিত বচনগুলি ব্যবহৃত হইবে, অর্থাৎ এখন হইতে তিনি রাগভক্তিসিদ্ধান্ত অবলম্বন করিতেছেন। বৈধীভক্তির কথা পরিত্যাগ করিলেন।

৪১৯পৃ, ১৮।১৯পং। [প্রভু · দাস্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার ॥]

এপর্য্যন্ত শুনিয়া প্রভু কহিলেন, ইহাই বটে; কিন্তু ইহার পরে যাহা আছে তাহা বল। রায় তদুত্তরে কহিলেন, দাস্যপ্রেমই সর্ব্বসাধ্যসার। প্রেমলক্ষণভক্তিতে মমতা সংযুক্ত হইলে দাস্যপ্রেম হয়। প্রেম সাধারণে ভগবান ও ভক্তের মধ্যে কোন সম্বন্ধ স্থাপন হয় না। ভগবান আমার প্রভু, এইরূপ মমতাভাব তাহাতে যুক্ত হইলে, সাধারণপ্রেম দাস্যপ্রেম হইয়া পড়ে। ইহা সাধারণ প্রেম অপেক্ষা উচ্চ। শ্রীভাগবতে কহিয়াছেন,—

৪১৯পৃ, ২১পং। যন্নাম শ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ইতি ॥ মধ্য, ৮ম, ১২শ্লো।

যাঁহার নাম শ্রবণমাত্রেই জীব নির্ম্মল হন, সেই তীর্থপদ ভগবানের যাঁহারা দাস, তাঁহাদের আর কি অবশিষ্ট প্রাপ্য থাকে।

৪২০পৃ, ২পং । স্তবস্তুতি । মধ্য, ৮ম, ১৩শ্লো । অনুবাদ পৃ ১৩৮৮ ।

৪২০পৃ, ৪।৫পং । [প্রভু -সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার ।]

এইকথা শুনিয়া প্রভু কহিলেন, আর কিছু আগে যাইতে পারিলেই সর্ব্বসার মিলিবে। রায় তাহাতে উত্তর করিলেন, শ্রীকৃষ্ণে সখ্যপ্রেমই সর্ব্বসাধ্যসার। রায়ের তাৎপর্য্য এই যে, দাস্যপ্রেমে মমতা থাকিলেও তাহাতে ভগবান প্রভু এইবুদ্ধিজনিত একটী ভয় ও সম্ভ্রম সহজে উদয় হয়। সেইভয় ও সম্ভ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিস্রম্ভ অর্থাৎ একান্তবিশ্বাসকে বরণ করিতে পারিলে প্রেম সখ্যপ্রেম হয়। এইপ্রেমে কৃষ্ণে এবং তৎসখ্যগণের মধ্যে একটী সমতা ভাব উদয় হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে কহিয়াছেন,—

৪২০পৃ, ৭পং । ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা ইতি ॥ মধ্য, ৮ম, ১৪শ্লো ।

যিনি জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মসুখানুভূতিস্বরূপে, দাস্যরসের ভক্তগণের নিকট পরদেবতারূপে এবং মায়াশ্রিত ব্যক্তিদিগের নিকট নরবালকরূপে প্রকাশ পান, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজ-রাখালগণ বহুসুকৃতিফলে সখ্যরসে বিহার করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

৪২০পৃ, ৯।১০পং । [প্রভু - বাৎসল্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার ॥]

প্রভু কহিলেন, সখ্যরস দাস্যরস অপেক্ষা উত্তম বটে তথাপি আর একটু অগ্রগামী হইলে সাধ্যসার পাওয়া যাইবে। রায় তদুত্তরে কহিলেন, বাৎসল্যভাবের প্রেমই সর্ব্বসাধ্যসার। সখ্য-রসের যে বিস্রম্ভাত্মক প্রেম তাহাতে অধিকতর স্নেহসংযুক্ত হইলে বাৎসল্যরসের উদয় হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে কহিয়াছেন,—

৪২০পৃ, ১২পং । নন্দঃ কিমকরোদ্‌ব্রহ্মন্ ইতি । মধ্য, ৮ম, ১৫শ্লো ।

হে ব্রহ্মন্, নন্দ এমন কি সুকৃতি করিয়াছিলেন, যে কৃষ্ণ তাহার পুত্ররূপে উদয় হইয়াছিলেন। যশোদাই বা কি সুকৃতি

করিয়াছিলেন, যাহা হইতে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম কৃষ্ণ তাঁহাকে মা বলিয়া তাঁহার স্তনপান করিয়াছিলেন॥ ১৫॥

৪২০পৃ, ১৫পং। নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ইতি॥ মধ্য, ৮ম, ১৭শ্লো।

যশোদা গোপী সাধারণের মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে যে প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মা, শিব বা বক্ষস্থলাশ্রয়া লক্ষ্মীও পান নাই॥ ১৬॥

৪২০পৃ, ১৮পং। [প্রভু ··কান্তভাব প্রেম সাধ্যসার॥]

প্রভু কহিলেন ইহা পরপর হইয়া উত্তম হইয়াছে বটে, তথাপি ইহাকে অতিক্রম করিয়া আর একটি রস আছে, যাহাকেই সাধ্য-সার বলিতে পার। রায় উত্তর করিলেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কান্ত-ভাবই প্রেমের পরাকাষ্ঠারূপ সাধ্যগণের সার। তাৎপর্য্য এই, সাধারণ প্রেমের মমতা অভাব, দাস্যরসের বিশ্বাস অভাব, বাৎসল্য রসের সংকোচ অভাবরূপ, তত্তদ্রসে সাধ্যপ্রেমের পূর্ণতা হয়নাই। কৃষ্ণেতে যখন কান্তভাব উদয় হয় তখন ঐসকল অভাবশূন্য একটি অখণ্ডপ্রেমতত্ত্বরূপ সকলসাধ্যের সার পাওয়া যায়। শ্রীভাগবতে ;

৪২০পৃ, ২০পং। নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উনিতান্তরতেঃ ইতি। মধ্য, ৮ম, ১৭শ্লো।

শ্রীবৃন্দাবনে, রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডদ্বারা গৃহীতকণ্ঠ ব্রজসুন্দরীদিগের যে প্রসাদ উদিত হইয়াছিল, তাহা পরব্যোমস্থ নিতান্ত অনুগত বক্ষঃস্থিত লক্ষ্মীপ্রভৃতি শক্তিগণের প্রাপ্য হয় নাই, পদ্মগন্ধপ্রভাবা স্বর্গীয় রমণীগণেরও সেরূপ হয় নাই, তখন অন্য স্ত্রীর সম্বন্ধে কি বলিব॥ ১৭॥

৪২১প, ২পং। তাসামিতি। মধ্য, ৮ম, ১৮শ্লো। দ্রষ্টব্য অনুবাদ ১৩২৬ পৃ।

৪২১পৃ, ৪-১৪পং। [কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়·· মধুরেতে বৈসে॥]

প্রভো, আমি পূর্ব্বে পূর্ব্বে সাধ্য অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তির বহুবিধ

উপায় কহিয়াছি, তাহাতে এইমাত্র ভেদ আছে যে, উপায় বিশেষ অনুসারে কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য বিচার করিতে হইবে। মানবগণ যে যে উপায় অবলম্বন করিবার অধিকারী সেই উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক তদবস্থা-যোগ্য সাধ্যবস্তু যে কৃষ্ণপ্রাপ্তি তাহাই তাহাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ। বিশেষতঃ রসলাভের অধিকারীদিগের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিপ্রকার রসই উত্তম। যিনি যে রসের অধিকারী তাঁহার পক্ষে সেইরসই সর্ব্বোত্তম। রস বিষয়ে যে রাগোদয় হয় তাহাতে আবিষ্ট হইয়া রসচতুষ্টয়ের তারতম্য দেখা যায় না। কিন্তু তটস্থ অর্থাৎ নিরপেক্ষ ভাবে দেখিলে ঐ রসের তারতম্য আছে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চ বিধ রসে ক্রমশঃ তারতম্য আছে। শান্তরসে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতারূপ গুণটী, দাস্যরসে মমতা যুক্ত হইয়া অধিক সমৃদ্ধ। আবার সখ্য রসে কৃষ্ণৈকান্তনিষ্ঠতা ও মমতা বিস্রম্ভের সহিত যুক্ত হইয়া অধিকতর প্রফুল্ল হইয়াছে, বাৎসল্যরসে আবার শান্ত-দাস্য সখ্যের গুণত্রয় স্নেহাধিক্যেরসহিত যুক্তহইয়া প্রতীয়মানহয়। কান্তভাবরূপ মধুর রসে ঐ চারিটী গুণ সঙ্কোচ শূন্য হইয়া অতিশয় মাধুরী লাভ করে। ইহাতে গুণাধিক্য ক্রমে স্বাদাধিক্য বৃদ্ধি হয়। সুতরাং তটস্থবিচারে মধুর রস সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

৪২১পৃ, ৯পং। যথেতি। মধ্য, ৮ম, ১৯শ্লো। অনুবাদ ১১৯৪ পৃ।

৪২১পৃ, ১৫-১৮পং। [আকাশাদির গুণ · কহে ভাগবতে ॥]

রসের তারতম্য বুঝাইবারজন্য একটী প্রাকৃত উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পাঁচটী মহাভূত। আকাশে শব্দরূপ একটি গুণ আছে। বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ দুইটীগুণ আছে। অগ্নিতে-শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিনটী

গুণ আছে। জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিটীগুণ আছে। মৃত্তিকায় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এইপাঁচটীগুণ আছে। এখন দেখুন, আকাশাদি পর-পর-ভূতে ক্রমশঃ গুণসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। পঞ্চগুণই পৃথিবীতে লক্ষিত হইল। সেইরূপ শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুরে ক্রমশ গুণবৃদ্ধি হইয়া মধুররসে পাঁচটীগুণই পরিপূর্ণরূপে পাওয়া গেল। অতএব পরিপূর্ণকৃষ্ণ প্রাপ্তি মধুর বা শৃঙ্গাররসরূপ-প্রেমেতেই পাওয়া যায়। ভাগবতে বলেন, মধুর রসোৎফুল্ল-প্রেমে কৃষ্ণ নিতান্ত বশ হন।

৪২১পৃ, ২০পং। ময়িইতি ॥ মধ্য, ৮ম, ২০শ্লো। অনুবাদ ১২৯৩পৃ।

৪২২পৃ, ১-৪পং। [কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকাল ··ভাগবতে ॥]

কৃষ্ণের একটী সাধারণ প্রতিজ্ঞা যে, যিনি তাঁহাকে যেরূপে ভজন করিবেন, কৃষ্ণ তাঁহাকে সেইরূপে ভজন করিবেন। অন্যান্য রসে ভক্তের ভজনানুরূপ প্রতিভজনে কৃষ্ণ সক্ষম হন। কিন্তু মধুরসোৎফুল্লপ্রেমেব ভজনের অনুরূপ প্রতিভজন না দেখিতে পাইয়া কৃষ্ণ কহিলেন, হে ব্রজসুন্দরীগণ, আমি তোমাদের ঋণ শোধ করিতে পারিলাম না।

৪২২পৃ, ৬পং। ন পারয়েতি ॥ মধ্য, ৮ম, ২১। অনুবাদ ১৩০৮পৃ।

৪২২পৃ, ৮।৯পং। [যদ্যপি সৌন্দর্য্য কৃষ্ণমাধুর্য্যে·· মাধুর্য্য ॥]

কৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-সৌন্দর্য্যেই কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা, তথাপি ব্রজদেবীর সঙ্গ হইলে সে মাধুর্য্য অনন্তগুণে বৃদ্ধি হয়। সুতরাং গোপীবল্লভ-প্রেমই, সর্ব্বভক্তের সাধ্যসার। ইহাতে ভক্তের যেরূপ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এরূপ আর রসের কোন অবস্থাতেই নয়। ভাগবতে,—

৪২২পৃ, ১১পং। তত্রাতিশুশুভে তাভি র্ভগবান্ ইতি। মধ্য, ৮ম, ২২শ্লো।

দেবকীসুত ভগবান্ সর্ব্বসৌন্দর্যের সার হইলেও ব্রজদেবীর

সঙ্গে হৈমমণিদিগের মধ্যে মহামারকতের স্থায় অতিশয় শোভা পাইয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

৪২২পৃ,১৩-১৪পং। [প্রভু কহে এইসাধ্যাবধি সুনিশ্চয়···আগে কিছু হয় ॥]

এতাবৎ সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু কহিলেন, শ্রীগোপী-জনবল্লভ-প্রেমই সাধ্যতত্ত্বের অবধি বটে। তথাপি যদি কিছু আরও থাকে তাহা বল।

৪২২পৃ, ১৭পং। ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি,—গোপীসাধারণের যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম তন্মধ্যে শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য-শিরোমণি তত্ত্ব। সাধারণজীবের পক্ষে শ্রীরাধার ভাবস্থলীয় ভাবগ্রহণের উপদেশ নাই। কিন্তু সেইভাবের অনুগত অর্থাৎ তদনুরূপ কৃষ্ণপ্রেমের অত্যুচ্চভাব গ্রহণ করিতে সিদ্ধাবস্থায় জীবের যোগ্যতা হইতে পারে। সাধনাবস্থায় রাধিকার সখী ও তৎপরিচারিকাগণের ভাব অনুকরণীয়। উদ্ধব-দর্শনে রাধিকার যে ভাব মহাপ্রভুতে লক্ষিত হয় তাহা জীবের সাধ্য নয়। কিন্তু কথঞ্চিৎ অন্যাকারে অনুকরণীয়।

৪২২পৃ, ২০পং। যথা রাধা ইতি ॥ মধ্য ৮ম, ২৩শ্লো। অনুবাদ ১৩১১পৃ।

৪২৩পৃ, ২পং। অনয়া ইতি। মধ্য, ৮, ২৪শ্লো ; অনুবাদ ১৩০১পৃ।

৪২৩পৃ, ৬-৯পং। [চুরি করি রাধাকে···গাঢ় অনুরাগ ॥]

রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, অন্যসমস্ত গোপীর সহিত একত্রে রাধিকার সহিত নিরপেক্ষ প্রেম হইল না, অন্যাপেক্ষা বশতঃ প্রেমের গাঢ়তার স্ফূর্ত্তি হইল না। তন্নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণ গোপী-গণেরভয়ে রাধিকাকে রাসস্থলী হইতে চুরী করিয়া অন্য গোপীগণ হইতে পৃথক্ হইয়া গেলেন। "কংসারিরপি" শ্লোকটী (২৬শ্লো) এই স্থলের উদাহরণীয়।

৪২৩পৃঃ ১২।১৩পং [গোপীগণের রাস নৃত্যমণ্ডলী...বিলাপ করিয়া ॥]

শ্রীরাধিকা রাসমণ্ডলীতে গোপীগণের সাধারণপ্রেমের মমতা দৃষ্টিপূর্ব্বক কৌটিল্যবামতাপ্রযুক্ত রাসমণ্ডলী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণের ইচ্ছা শ্রীমতা রাসলীলার রসপুষ্টি করেন, তদভাবে শ্রীকৃষ্ণ খিন্ন হইয়া বিলাপ করিতে করিতে শ্রীমতীর অন্বেষণে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

৪২৩পৃ, ১৫পং। ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকাং ইতি ॥ মধ্য, ৮ম, ২৫শ্লো।

অনঙ্গবাণব্রণদ্বারা খিন্নমানস কৃতানুতাপ হইয়া মাধব কলিন্দনন্দিনীতটস্থিত বনে ইতস্তত রাধিকাকে অন্বেষণে না পাইয়া কুঞ্জ মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বিষাদ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

৪২৩পৃ, ১৮পং। কংসারি ইতি। মধ্য, ৮ম, ২৬শ্লো। অনুবাদ ১৩১১পৃ।

৪২৪পৃ, ২ ৪পং। [তার মধ্যে একমূর্ত্তো...হইল বামতা ॥]

দুই দুই গোপীর মধ্যে রাসমণ্ডলে একমূর্ত্তি কৃষ্ণ শ্রীরাধিকার পার্শ্বে একমূর্ত্তি কৃষ্ণ এইরূপ প্রকাশ হইয়াছিল। রাধিকা তাহাতে স্বীয় কুটীল প্রেমের বামতা প্রকাশ করিলেন। উজ্জলনীলমণিতে,—

৪২৪পৃ, ৬পং। অহেরিবগতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটীলাইতি ; মধ্য,৮ম, ২৭শ্লো।

সর্পের ন্যায় প্রেমের স্বভাবকুটীলাগতি ; এতন্নিবন্ধন, যুবক যুবতীর মধ্যে অহেতু ও সহেতু এই দুইপ্রকার মান উদয় হয়।

৪২৫পৃ, ১৯ ২০পং। [কিবা বিপ্র কিব্যা সন্ন্যাসী...সেই গুরু হয় ॥]

প্রভু কহিলেন, আমি ব্রাহ্মণঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছি। শূদ্রদিগের নিকট ধর্ম্মশিক্ষা আমার অনুচিত এরূপ মনে করিওনা। কেননা বর্ণাশ্রমরূপ ধর্ম্মশিক্ষা ও দীক্ষাতে ব্রাহ্মণগুরুর প্রয়োজনতা। কিন্তু কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞান সর্ব্বজীবের পরমার্থ। এই তত্ত্বজ্ঞানের গুরু হইবার অধিকার বিচারে এইমাত্র

সিদ্ধান্তিত আছে যে, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা বিপ্রই হউন বা শূদ্রজাতিই হউন, গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসী হউন, গুরু হইতে পারেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উচ্চবর্ণে যোগ্যপুরুষ থাকিতে, হীনবর্ণ ব্যক্তির নিকট হইতে কৃষ্ণমন্ত্র লওয়া উচিত নয়, এরূপ যে কথা আছে, তাহা লোকাপেক্ষী বৈষ্ণব পর। অর্থাৎ সংসারে যাঁহারা প্রচলিত বিধিমতে কথঞ্চিৎ পরমার্থের উদ্দেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে। পরন্তু যাঁহারা বৈধী ও রাগানুগাভক্তির তাৎপর্য্য জানিয়া বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে উপযুক্ত কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যে বর্ণে বা যে আশ্রমে পাওয়া যায় তাঁহাকে গুরু বলিয়া রচনা করেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত বচন,—(পদ্মপুরাণে)

ন শূদ্রাঃ ভগবদ্ভক্তা স্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রাঃ যে ন ভক্তাঃ জনার্দ্দনে॥ ষট্‌কর্ম্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ। অবৈষ্ণবো গুরুর্নস্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ॥ মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ। সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুস্যাদবৈষ্ণবঃ॥ বিপ্রক্ষত্রিয়-বৈশ্যাশ্চ গুরবঃ শূদ্রজন্মনাং। শূদ্রাশ্চ গুরবঃ স্তেষাং ত্রয়াণাং ভগবৎপ্রিয়াঃ।

৪২৬পৃ, ১৮পং। ঈশ্বরঃ ইতি। মধ্য, ৮ম, ২৮শ্লো। অনুবাদ ১২৭৮পৃ।

৪২৬পৃ, ২০পং—৪২৭পৃ, ২পং। [বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত...মন্মথমদন।]

চিন্ময়ধামরূপ বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির অতীত অভিনব মদনস্বরূপে বিরাজমান। মদনশব্দে সামান্যত জড়কবি সকল যাহাকে অর্থ করেন, তাহা প্রাকৃত-জগতে মাংসপিণ্ডের পরস্পর আকর্ষী নিতান্ত প্রাকৃত ও হেয়, কামতত্ত্ব। জীবসকল জড়ে বদ্ধ হইয়া দেহে আত্মাভিমান করতঃ সেই কামের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। কৃষ্ণসম্বন্ধতত্ত্ব জানিতে পারিলে জীবের অপ্রাকৃত

চিন্ময় অবস্থাতে অবস্থিতি হয়। সেই অবস্থা দুইপ্রকার। স্বরূপগত ও বস্তুগত। তত্ত্বপ্রতীতি হইয়াছে কিন্তু বস্তুতঃ এখনও জড়সম্বন্ধবিগত হয় নাই এমত অবস্থায় চিন্ময়তত্ত্ব কথঞ্চিদুদয় হইলে স্বরূপতঃ বৃন্দাবনাবস্থিতি হয়। কিন্তু বস্তুতঃ হয় না। স্থূল ও লিঙ্গময় জড়তত্ত্বের সহিত কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে সম্বন্ধগন্ধ রহিত হইলে বস্তুতঃ বৃন্দাবন অবস্থিতি হয়। স্বরূপ-অবস্থিতিতে সাধনা আছে। সেইসময় চিন্ময় কামগায়ত্রী ও চিন্ময় কামবীজে কৃষ্ণের উপাসনা হইতে থাকে। পুরুষ বা স্ত্রী, স্থাবর বা জঙ্গম, সকলকেই সেই সর্ব্বচিত্তাকর্ষক মন্মথমন্মথ রূপ কৃষ্ণ আকর্ষণ করিয়া থাকেন। কামগায়ত্রী, ২৪½ অক্ষরে একটী বেদমন্ত্রবিশেষ। কামবীজ, কৃষ্ণোপাসনায় যে বীজ জপিত হয় তাহাই।

৪২৭পৃ, ৪পং। তাসামাবিরভূদিতি। মধ্য ৮ম, ২৯শ্লো। অনুবাদ ১৩২৬পৃ।

৪২৭পৃ, ৬।৭পং। [নানাভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়·· আশ্রয় ॥]

পূর্ব্বকথিত পঞ্চপ্রকাররসামৃত উপাসনায় ভক্তই সেইরসের আশ্রয় এবং উপাস্য শ্রীকৃষ্ণই সেইরসের বিষয়। ভক্তিরসামৃতে ;—

৪২৭পৃ, ৯পং। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি · বিধুর্জ্জয়তি ॥ মধ্য, ৮ম, ৩০শ্লো।

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি প্রসরণশীল কান্তিদ্বারা তারকা-পালি-নাম্না সখীদ্বয়ের অবরুদ্ধকারী, শ্যামা ও ললিতাসখীর বশকারী, এবম্বিধ রাধার অত্যন্তপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জয়যুক্ত হউন॥ তাৎপর্য্য এই, যিনি যে রসেই তাঁহাকে ভজন করুন্ শ্রীকৃষ্ণ সেই রসামৃতমূর্ত্তি হইয়াও রাধিকার রসের একমাত্র পরম বিষয় ॥ ৩০ ॥

৪২৭পৃ, ১১।১২পং। [শৃঙ্গার রসরাজময়মূর্ত্তিধর···সর্ব্বচিত্ত হর ॥]

শৃঙ্গার রসরাজ। তন্ময়মূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণ। এতন্নিবন্ধন কৃষ্ণরূপ কৃষ্ণের পর্য্যন্ত চিত্ত হরণ করে।'

৪২৭পৃ, ১৪পং। বিশ্বষামিতি। মধ্য, ৮ম, ৩১শ্লো। অনুবাদ ১৩১২পৃ।

৪২৭পৃ, ২০পং। দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা ময়া। মধ্য, ৮ম, ৩২শ্লো।

ভূমাপুরুষ কহিলেন, হে কৃষ্ণার্জ্জুন, তোমাদিগকে দেখিবার মানসে আমি ব্রাহ্মণকুমারদিগকে এখানে আনিয়াছি। তোমরা জগতের ধর্ম্মরক্ষার জন্য কলার সহিত অবতীর্ণ হইয়াছ। অবনীর ভাররূপ অসুরদিগকে মারিয়া পুনরায় শীঘ্র আগমন কর॥ ৩২॥ তাৎপর্য্য এই, ভূমাপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার রূপ দেখিবার মানসে দ্বিজকুমারদিগকে অপহরণ ছল করিয়া কৃষ্ণকে দর্শন করিলেন।

৪২৮পৃ, ২পং। কস্যানুভাবোস্য ন দেব বিদ্মহে ইতি। মধ্য, ৮ম, ৩৩শ্লো।

হে দেব, যাঁহার চরণরেণু লাভ করিবার বাসনায় কমলা বহুকাল সমস্তকাম পরিত্যাগপূর্ব্বক ধৃতব্রত হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই চরণরেণু এই কালীয়সর্প যে কি সুকৃতিদ্বারা লাভ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল, তাহা আমরা জানি না॥ ৩৩॥

৪২৮।৪২৯পৃ। এইস্থলে আদিলীলার ৪র্থ পরিচ্ছেদ আলোচনা করিলে এই সকল ভালরূপ বুঝা যাইবে।

৪২৮পৃ, ৭পং। অপরিকলিতপূর্ব্বঃ। মধ্য, ৮ম, ৩৪শ্লো। অনুবাদ ১৩০৫পৃ।

৪২৮পৃ, ১৯পং। বিষ্ণুশক্তিঃ ইতি। মধ্য, ৮ম, ৩৫শ্লো। অনুবাদ ১৩৩৭পৃ।

৪২৯পৃ, ৫পং। হ্লাদিনীসন্ধিনী ইতি। মধ্য, ৮ম, ৩৬শ্লো। অনুবাদ ১২৯৭পৃ

৪২৯পৃ, ১৬পং। তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে ইতি। মধ্য, ৮ম, ৩৭শ্লো। অনুবাদ ১২৯৯পৃ

৪২৯পৃ, ২১পং। আনন্দচিন্ময়-ইতি। মধ্য, ৮ম, ৩৮শ্লো। অনুবাদ ১৩০০পৃ।

৪৩০পৃ ৭পং ৪৩১পৃ, ১৮পং। [রাধাপ্রতি কৃষ্ণ স্নেহ… পূর্ণ কলেবর।

শ্রীরাধিকার গুণবর্ণনায় কবিরাজগোস্বামী শ্রীরঘুনাথগোস্বামীকৃত প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য স্তবটীকে অবলম্বন করিয়াছেন;—

মহাভাবোজ্জ্বলচ্চিন্তা রত্নোদ্ভাবিতবিগ্রহাং।

সখীপ্রণয়সদ্গন্ধঃ বরোদ্বর্ত্তন সুপ্রভাং ॥ ১ ॥*
কারুণ্যামৃতবীচীভিস্তারুণ্যামৃতধারয়া।
লাবণ্যামৃতবন্যাভিঃ স্নপিতাং গ্লপিতেন্দিরাং ॥ ২ ॥
হ্রীপট্টবস্ত্রগুপ্তাঙ্গাং সৌন্দর্য্যঘুসৃণাঞ্চিতাং।
শ্যামলোজ্জ্বলকস্তূরী বিচিত্রিতকলেবরাং ॥ ৩ ॥
কম্পাশ্রুপুলকস্তম্ভস্বেদগদ্গদরক্ততা।
উন্মাদোজাড্যমিত্যেতৈ রত্নৈর্নবভিরুত্তমৈঃ ॥ ৪ ॥
ক্লৃপ্তালঙ্কৃতি সংশ্লিষ্টাং গুণালীপুষ্পমালিনীং।
ধীরাধীরাত্বসদ্বাস পটবাসৈঃ পরিষ্কৃতাং ॥ ৫ ॥
প্রচ্ছন্নমান ধম্মিল্লাং সৌভাগ্যতিলকোজ্জ্বলাং।
কৃষ্ণনাম যশঃ শ্রাববতংসোল্লাসি কর্ণিকাং ॥ ৬ ॥
রাগতাম্বূলরক্তৌষ্ঠীং প্রেম কৌটিল্য কজ্জলাং।
নর্ম্মভাষিত নিঃস্যন্দ স্মিত কর্পূরবাসিতাং ॥ ৭ ॥

---

* মহাভাবে উজ্জ্বলচিন্তামণিভাবিতবিগ্রহ, কৃষ্ণপ্রতি সখির যে প্রণয় তাহাই সদ্গন্ধকুমকুমাদি দ্বারা সুন্দর কান্তিপ্রাপ্ত ॥ ১ ॥ পূর্ব্বাহ্নে কারুণ্যামৃত, মধ্যাহ্নে তারুণ্যামৃতে ও সায়াহ্নে লাবণ্যামৃতে স্নাত যাঁহার বিগ্রহ ॥ ২ ॥ লজ্জারূপ-পট্টবস্ত্রপরিধানে, সৌন্দর্য্যরূপ কুমকুমশোভিত শ্যামবর্ণ, শৃঙ্গাররসরূপ-কস্তুরী দ্বারা চিত্রকলেবর ॥ ৩ ॥ কম্প-অশ্রু পুলক-স্তম্ভ স্বেদ গদ্গদস্বর-রক্ততা উন্মাদ ও জড়তারূপ নয়টী উত্তমরত্নে অলঙ্কৃত ॥ ৪ ॥ সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাদিগুণ সকল পুষ্পমালারূপে যাঁহার শরীরে বিরাজমান। ধীরা ও অধীরা ভাবকে তিনি পট্টবাস অর্থাৎ কর্পূরাদি দ্বারা পরিষ্কৃত করিয়াছেন। ৫ ॥ প্রচ্ছন্নরূপে মানই যাঁহার ধম্মিল্য অর্থাৎ বদ্ধকেশপাশ, সৌভাগ্যরূপতিলকে যাঁহার কপাল উজ্জ্বল। কৃষ্ণনাম ও যশঃ শ্রবণই যাঁহার কর্ণভূষণ ॥ ৬ ॥ অনুরাগরূপ-তাম্বুল দ্বারা যাঁহার ওষ্ঠ রক্তিমায় রঞ্জিত। প্রেমকৌটিল্যকেই যিনি কজ্জলরূপে ধারণ

সৌরভান্তঃপুরে গর্ব্বপর্য্যঙ্কোপরি লীলয়া।
নিবিষ্টাং প্রেমবৈচিত্ত্য বিচলত্তরলাঞ্চিতাং ॥ ৮ ॥
প্রণয়ক্রোধ সচ্চোলী-বন্ধ গুপ্তীকৃত স্তনাং।
সপত্নী বক্ত্র হৃচ্ছোষি যশঃ শ্রীকচ্ছপীরবাং ॥ ৯ ॥
মধ্যতাত্মসখীস্কন্ধ লীলান্যস্ত করাম্বুজাং।
শ্যামাং শ্যামস্মরামোদমধূলী পরিবেশিকাং ॥ ১০ ॥
ত্বাং নত্বা যাচতে ধৃত্বা তৃণং দন্তৈরয়ং জনঃ।
স্বদাস্যামৃতসেকেন জীবয়ামুং সুদুঃখিতং ॥ ১১ ॥
নমুঞ্চেচ্ছরণায়াতমপি দুষ্টং দয়াময়ঃ।
অতো গান্ধর্ব্বিকে, হাহা মুঞ্চৈনং নৈব তাদৃশং ॥ ১২ ॥
প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্যং স্তবরাজমিমং জনঃ।
শ্রীরাধিকা কৃপাহেতুং পঠং স্তদাস্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩ ॥ *

৪৩১পৃ, ৫পং। কিলকিঞ্চতাদিভাব বিংশতি, বিংশতিভাব যথা ;—আঙ্গজ,—ভাব, হাব, হেলা। আত্মজ,—শোভা, কান্তি,

---

করিয়াছেন। নর্ম্ম অর্থাৎ উপহাস হইতে মৃদু হাসিরূপ-কর্পূরদ্বারা যিনি সুবাসিত ॥ ৭ ॥ সৌরভরূপ-অন্তঃপুরে যিনি গর্ব্বরূপ পর্য্যঙ্কেশায়িত হইয়া বিপ্রলম্ভরূপ-প্রেমবৈচিত্ত্যরূপ হাব তরলরূপে দোলাইত ॥ ৮ ॥ প্রণয়ক্রোধরূপ-কাঁচুলী দ্বারা যাঁহার স্তনযুগল আবৃত। সপত্নীগণের মুখবক্ষ শোষণকারী যশশ্রী যাঁহার কচ্ছপীবীণা ॥ ৯ ॥ যৌবনরূপ-সখীর স্কন্ধে স্বীয় লীলারূপ-করকমল রাখিয়াছেন। যিনি বহুগুণযুক্তা হইয়াও কৃষ্ণকন্দর্পানন্দী মধু পরিবেশন করিতেছেন। এবম্ভূত শ্রীরাধাকে দন্তে তৃণধারণপূর্ব্বক প্রার্থনা করি এই সুদুঃখিতজনকে স্বীয়দাস্যরূপ-অমৃত দানে জীবিত করুন ॥ ১১ ॥ হে গান্ধর্ব্বিকে, দয়াময়কৃষ্ণ শরণাগতজনকে যেমন পরিত্যাগ করেন না তুমিও তদ্রূপ আশ্রিতজনকে ত্যাগ করিও না ॥ ১২ ॥

দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্‌ভতা, ঔদার্য ও ধৈর্য্য। স্বভাবজ—কিল-কিঞ্চিত, লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত ও বিকৃত।

৪৩১পৃ, ৬পং। গুণশ্রেণীপুষ্পমালা,—শ্রীমতীর গুণ তিন প্রকার,—শারারিক, বাচিক, মানসিক। কৃতজ্ঞতা, ক্ষমা, কারুণ্য ইত্যাদি মানসিক, কর্ণের আনন্দদায়কবাক প্রয়োগাদি বাচিকগুণ, বয়স, রূপ, লাবণ্য, ও সৌন্দর্য্য প্রভৃতি কায়িকগুণ।

৪৩১পৃ, ১০পং। কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী,—কৃষ্ণলীলানন্দরূপ শ্রীমতীর অষ্টমনোবৃত্তি অষ্টসখী ও তদনুবৃত্তি অপরাপর মঞ্জরীগণ।

৪৩১পৃ,২০পং। কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতীরাধিকেতি মধ্য ৮ম, ৩৯শ্লো।

শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের জন্মভূমি কে? একা শ্রীমতীরাধিকা। কৃষ্ণের অনুপমগুণা প্রিয়া কে? একা রাধিকা, অন্যে নয়। কেশে কুটিলতা, চক্ষে তরলতা, কুচদ্বয়ে নিষ্ঠুরতা, রাধিকারই আছে। একা রাধিকাই হরির বাঞ্ছাপূর্ত্তির জন্য সমর্থা আর কেহই নয়।

৪৩২পৃ,১০পং। বিলাসমহত্ত্ব,—উভয়ের প্রেমবিলাসের মহিমা।

৪৩২পৃ, ১৪পং। বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ ইতি। মধ্য, ৮ম, ৪০ শ্লো।

চতুর, নবতরুণ, পরিহাস-বিশারদ, চিন্তা শূন্য প্রেয়সীবশ যে পুরুষ তিনি ধীর-ললিত॥ ৪০॥

৪৩২পৃ, ১৯পং। বাচাইতি। মধ্য, ৮ম, ৪১ শ্লো। অনুবাদ ১৩০৩পৃ দ্রষ্টব্য।

৪৩৩পৃ, ১৬পং। [প্রভু কহে এই হয়… মুখ আচ্ছাদিল॥]

হে রামানন্দ, তুমি যে সাধ্য নির্ণয় করিলে, রাধাকৃষ্ণবর্ণন করিলে, এবং উভয়ের বিলাসমহত্ত্ব বলিলে তাহাই সত্য। কিন্তু ইহার পর যে আর কিছু আছে, তাহা বল। রায় কহিলেন, ইহার পর বুদ্ধির আর গতি দেখিতে পাই না। তবে প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত

বলিয়া একটী ভাব আছে, তাহা বলিতেছি, ইহা শুনিয়া তোমার সুখ হয় কিংনা বলিতে পারি না। তাৎপর্য্য এই, এ পর্য্যন্ত আমি প্রেমবিলাসের স্বরূপ বর্ণন করিলাম। প্রেমবিলাসতত্ত্বে দুই প্রকার ভাব আছে অর্থাৎ সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের স্ফূর্ত্তি হয় না। বিচ্ছেদের নাম বিপ্রলম্ভ। তাহাই প্রেমবিলাসের বিবর্ত্ত অর্থাৎ বিচ্ছেদকালে অধিরূঢ়ভাববশতঃ সম্ভোগ-অভাবেও সম্ভোগস্ফূর্ত্তি। রায়রামানন্দ নিজকৃত ঐরূপের একটী সঙ্গীত গান করিতে করিতে মহাপ্রভু স্বীয়ভাবে বিহ্বল হইয়া তাঁহার মুখ আচ্ছাদন করিলেন। গীতটী বিচ্ছেদকালে শ্রীমতীর উক্তি, সুতরাং বিপ্রলম্ভ দশায় সম্ভোগস্ফূর্ত্তি।

৪৩৩পৃ, ৮ ১৭পং। [পহিলহিরাগনয়নভঙ্গ···ঐছন রীতি॥]

আহা! মীলনের পূর্ব্বরাগসময়ে পরস্পরের নয়নঈক্ষণ হইতে রাগ বলিয়া একটী ভাব উদয় হয়। সেই রাগ বাড়িতে বাড়িতে অবধি বা ইয়ত্তা প্রাপ্ত হইল না। সেইরাগ আমাদের উভয়ের স্বভাবজনিত। রমণস্বরূপ কৃষ্ণই যে তাহার কারণ তাহা নহে, বা রমণীস্বরূপ আমিই যে তাহার কারণ তাহা নহি। পরস্পর দর্শনে যে রাগ উদিত হইল তাহাই মনোভব, অর্থাৎ মদন হইয়া আমাদের উভয়ের মনকে পেষণ করিয়া একত্র করিয়াছিল। এখন বিচ্ছেদের সময়, যে সব প্রেমকাহিনী, হে সখী! কৃষ্ণ যদি ভুলিয়া থাকেন এরূপ বুঝিতে পার, তবে তাঁহাকে কহিও মিলন সময়ে আমরা কোন দূতীকে অন্বেষণ করি নাই। অথবা অন্য কাহাকেও কোন অনুরোধ করি নাই। অনঙ্গরূপ পঞ্চবাণই আমাদের দুই জনের মিলনের মধ্যস্থ ছিল। আবার এমন বিচ্ছেদ সময়ে সেইরাগ বিরাগ হইয়া 'অর্থাৎ বিশিষ্টরাগ বা বিচ্ছেদগত-

রাগ বা অধিরূঢ়ভাবরূপে, হে সখী, তুমি দূতীরূপে কার্য্য করিতেছ। সুপুরুষের প্রেমেতে এই রীতিই সর্ব্বত্র দেখিবে। তাৎপর্য্য এই, সম্ভোগকালে রাগ অনঙ্গরূপে মধ্যস্থ, বিপ্রলম্ভকালে সেই রূপ অধিরূঢ়ভাবাপন্না দূতী হইয়া প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত অর্থাৎ বিপ্রলম্ভে সম্ভোগস্ফূর্ত্তি কার্য্যে দূতীস্বরূপ হইলে তাহাকে শ্রীমতী সখী বলিয়া সম্বোধন করতঃ এই কথাটী বলিতেছেন। মূল তাৎপর্য্য এই, প্রেমবিলাস সম্ভোগেও যেরূপ আনন্দ, বিপ্রলম্ভেও সেইরূপ। বিশেষতঃ বিপ্রলম্ভে অধিরূঢ়মহাভাবরূপ সর্পেরজ্জু ভ্রমের ন্যায় তমালাদিতে কৃষ্ণভ্রমজনিত বিবর্ত্তভাবাপন্ন একরূপ সম্ভোগ উদয় হয়।

৪৩৩পৃ, ১৯পং। রাধায়া ভবতশ্চচিত্তজতুনীস্বেদৈঃ ইতি। মধ্য, ৮ম,৪২শ্লো।

হে গোবর্দ্ধনপর্ব্বতনিকুঞ্জবাসী করিরাজ, রাধিকাও তোমার চিত্তলাক্ষাকে অন্তরবাহ্য সাত্বিক বিকাররূপ ধর্ম্মদ্বারা দ্রবীভূত করতঃ পরস্পরের ভেদভ্রম দূর করিয়া শৃঙ্গারশিল্পশাস্ত্র নিপুণ বিধাতা ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যমধ্যে নবরাগ হিঙ্গুলদ্বারা স্বয়ং জগতের আশ্চর্য্য সম্বর্দ্ধনার্থ অতিশয় রঞ্জিত করিয়াছেন।

৪৩৪পৃ, ১৭-২০পং। [সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহিক উপায় ॥]

মহাপ্রভু এতাবৎ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সাধ্যবস্তু সমগ্র কথিত হইল, এখন এই চরমসাধ্যবস্তু পাইবার যে সাধন বা উপায় আছে, তাহা বল। রায়রামানন্দ তদুত্তরে বলিলেন, দাস্য বাৎসল্যাদি-রসে এই গূঢ়তত্ত্ব পাওয়া যায় না, ব্রজসখীবিনা এই লীলায় অন্যের প্রবেশ অসম্ভব। ব্রজসখীর ভাবগ্রহণপূর্ব্বক সখীর আনুগত্যে সাধন করিতে পারিলে রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবারূপ সাধ্য বস্তু পাওয়া যায়, অন্য উপায় নাই।

৪৩৫পৃ, ২পং। বিভুরপি সুখরূপঃ স্বপ্রকাশোপিভাবঃ। মধ্য, ৮ম, ৪৩শ্লো।

রাধাকৃষ্ণের ভাবস্বপ্রকাশ ও সুখ বিভু অর্থাৎ অনন্ত হইলেও সখীগণ ব্যতীত এককক্ষণও রসপুষ্টি বহন করিতে পারে না, যেহেতু সখিগণ তাঁহাদের চিদ্বিভূতিস্বরূপ। অতএব তৎপ্রবিষ্ট কোন রসজ্ঞ সখীদিগের পদাশ্রয় না করেন ? ॥ ৫৩ ॥

৪৩৫পৃ, ১০-১৩পং। [রাধার স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা·· সুখ হয় ॥]

শ্রীরাধাই কৃষ্ণের প্রেমকল্পলতা স্বরূপ। এবং সখীগণ সেই লতার পল্লবপুষ্পপাতা। লতারূপ রাধিকার পদাশ্রয়পূর্ব্বক লতাকে জলসিঞ্চন করিলে পল্লবাদির অত্যন্ত প্রফুল্লতা হয়। পল্লবাদিতে জলসিঞ্চনে যেরূপ পল্লবাদির প্রফুল্লতা হয় না। সেইরূপ গোপীদের কৃষ্ণমিলনসুখ হইতে, রাধাকৃষ্ণমিলনদ্বারা অধিক সুখ হয়।

৪৩৫পৃ, ১৫পং। সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধোরিতি ॥ মধ্য, ৮ম, ৫৪শ্লো।

ব্রজসখিগণ শ্রীরাধার তুল্য এবং ব্রজকুমুদচন্দ্রের হ্লাদিনীনাম শক্তিস্বরূপা শ্রীরাধিকার সারাংশপ্রেমবল্লীর কিসলয়দল পুষ্পাদি স্বরূপ কৃষ্ণলীলামৃতরসসমূহদ্বারা পরমোল্লাসময়ী শ্রীরাধিকা সিক্তা হইলে সখীগণ আপনাদিগের সিঞ্চন হইতে শতগুণ অধিক জাতোল্লাস হন। ইহা বিচিত্র নয় ॥ ৪৪ ॥

৪৩৬পৃ ৬পং। প্রেমৈবেতি। মধ্য, ৮ম, ৪৫শ্লো। অনুবাদ ১৩০৭পৃ।

৪৩৬পৃ, ১৩পং। যত্তেম্ব-ইতি। মধ্য, ৮ম, ৪৬শ্লো। অনুবাদ ১৩০৮পৃ।

৪৩৬পৃ, ১৭ ২০পং [সেই গোপীভাবামৃতে· ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥]

৬৪অঙ্গভজনরূপ বৈধিভক্তি। তৎপ্রতি নির্ম্মলশ্রদ্ধা থাকিলেই তাহাতে অধিকার জন্মে। ব্রজজনের কৃষ্ণপ্রতি যে স্বাভাবিক-রাগ, তদ্দৃষ্টে সেই পথে যাঁহাদের লোভ হয়, সেই গোপীভাবামৃত লোভই রাগানুগামার্গের অধিকার দিয়া থাকে। রাগানুগামার্গ ভজনে বর্ণাশ্রমাদিবৈদিকধর্ম্মে আসক্তি ত্যাগ সহজে প্রয়োজন।

৪৩৬পৃ, ২১পং-৪৩৭পৃ, ২পং। [ব্রজলোকের কোন ভাব·· ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥]

ব্রজে রক্তকপত্রকাদি কৃষ্ণদাস, শ্রীদামসুবলাদি কৃষ্ণসখা, নন্দ যশোদাদি কৃষ্ণের পিতামাতা, ইহাঁরা নিজ নিজরসভাবে কৃষ্ণকে ভজন করেন। ব্রজরসভজনে প্রবৃত্ত হইলে উক্ত কোন রসবিশেষে যাঁহার লোভ হয় তিনি সেইভাবযোগ্য চিৎস্বরূপ লাভ করিয়া সিদ্ধকালে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন। উপনিষদ্ শ্রুতিগণই ইহার দৃষ্টান্ত। শ্রুতিগণ দেখিলেন, গোপীগণের আনুগত্য না করিলে ব্রজে কৃষ্ণ ভজনের অধিকার পাওয়া যায় না, তখন তাঁহারা গোপীর আনুগত্য-গ্রহণ করত রাগমার্গে গোপীদেহে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে ভজিয়াছিলেন।

৪৩৭পৃ, ৪পং। নিভৃতমরুন্মনোক্ষদৃঢ়যোগযুজঃ ইতি। মধ্য, ৮ম, ৪৭শ্লো।

মুনিগণ প্রাণায়ামদ্বারা নিশ্বাসজয়পূর্ব্বক মন ও ইন্দ্রিয়দিগকে দৃঢ়রূপে যোগযুক্ত করিয়া হৃদয়ে যে ব্রহ্মের উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মে ভগবানের শত্রু সকলও তাহার অনুধ্যানবলে প্রবেশ করিয়াছিল, ব্রজস্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণের সর্পশরীরতুল্য ভুজদণ্ডের সৌন্দর্য্যরূপ তীব্র বিষ কর্ত্তৃক হৃতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার পাদপদ্মসুধা লাভ করিয়াছিলেন। আমরাও সেই গোপীদেহ লাভ করিয়া গোপীভাবে তাঁহার পাদপদ্মসুধা পান করিয়াছি ॥ ৪৭ ॥

৪৩৭পৃ, ৮-১১পং। [সমাদৃশশব্দে কহে সেই···কৃষ্ণচন্দ্র ॥]

শ্লোকের চতুর্থপদে সমাদৃশশব্দে গোপীভাবে অনুগতি ব্যাখ্যা করে এবং সমাশব্দে শ্রুতিগণের গোপীদেহ প্রাপ্তি ব্যাখ্যা করে। অংঘ্রি সরোজসুধা শব্দে কৃষ্ণসঙ্গানন্দ ব্যাখ্যা করে।

৪৩৭পৃ, ১৩পং। নায়ং সুখাপোভগবান্ দেহিনামিতি। মধ্য ৮ম, ৪৮শ্লো।

যশোদাপুত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিমান দেহীদিগের পক্ষে যেরূপ সুলভ; আত্মভূত জ্ঞানীদিগের পক্ষে সেরূপ নন। ৪৮ ॥

। সজ্জনী ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

৪৩৮পৃ, ২প'। নায়ং শ্রিয়ঃ ইতি। মধ্য, ৮ম, ৪৯শ্লো। অনুবাদ ১৪৩১পৃ।

৫৫৬পৃ, ৯পং ৪৪ পৃ, ১৪পং। "প্রভু কহে কোন বিদ্যা" আরম্ভ হইয়া "স্থাবর দেহ দেব দেহ যৈছে অবস্থিতি" পর্য্যন্ত প্রত্যেকপদ্যের প্রথমপংক্তি প্রভুর প্রশ্ন ও দ্বিতীয়পংক্তি রায়ের উত্তর। চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৭মঅঙ্কে এই কথোপকথনটী আছে।

৪৪১পৃ, ১২পং। জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতি॥ মধ্য, ৮ম, ৫০শ্লো॥

এই বিশ্বের জন্মস্থিতি ও লয় যে তত্ত্ব হইতে হইয়াছে বলিয়া নিশ্চিত হয়, অন্বয়ব্যতিরেক দ্বারা বিচার করিলে যিনি সমস্ত অর্থে বা ব্যাপারে একমাত্র পরম ভ্তত্ত্ব অর্থাৎ স্বরূপ-তত্ত্ব বলিয়া স্থির হন; যিনি দৃশ্যমানজগতে একমাত্র স্বরাট্ অর্থাৎ স্বতন্ত্ররাজা; যিনি আদিকবি ব্রহ্মাকে অন্তর্য্যামীরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন; যাঁহাতে সমস্ত বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতের মুহুর্মুহু মোহ জন্মিয়া থাকে; যাঁহাতে তেজ-বারি মৃত্তিকা প্রভৃতি ভূতনিচয়ের বিনিময় অর্থাৎ পৃথক্‌রূপ সত্তা; যাঁহাতেই তিন প্রকার সৃষ্টি অর্থাৎ চিৎউদয়রূপ সৃষ্টি, জীব প্রকটরূপ সৃষ্টি ও মায়িক ব্রহ্মাণ্ডরূপ সৃষ্টি সত্যরূপে বর্ত্তমান; সেই আত্মশক্তিদ্বারা নিত্যকুহকশূন্য পরমসত্যতত্ত্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমরা ধ্যানকরি॥৫০॥

৪৪১পৃ: ১৮পং—৪৪২পৃ, ৮পং। [পহিলে দেখিল তোমা…শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ।

প্রভো, তোমাকে আমি প্রথমে একটী সন্ন্যাসীর ন্যায় দেখিলাম। এখন তোমাকে শ্যাম গোপরূপ দেখিতেছি। আবার তোমার সম্মুখে একটী কাঞ্চন পুত্তলিকা দেখিতেছি। সেই পুত্তলিকার গৌর কান্তিদ্বারা তোমার সমস্ত দেহ আবৃত রহিয়াছে, তথাপি তোমার রং যেমন প্রকটভাবে প্রতীত। আবার তোমার কমললোচন অনেক ভাবেতে চঞ্চল। প্রভো, তোমার ঐরূপ

চমৎকার ভাবের কারণ কি তাহা অকপটে বল। প্রভু কহিলেন, যাঁহাদের কৃষ্ণে গাঢ়প্রেম সুতরাং তাঁহারা ভাগবতোত্তম। তাঁহাদের প্রেমের স্বভাব এই যে, তাঁহারা স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু দেখেন তাহাতে স্থাবর জঙ্গমের মূর্ত্তি না দেখিয়া সর্ব্বত্র ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তিরূপ শ্রীকৃষ্ণ ভাবই দেখেন।

৪৪২পৃ, ১২পং। সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ইতি। মধ্য, ৮ম, ৫১শ্লো।

যিনি ভাগবতোত্তম তিনি সর্ব্বভূতে আত্মার আত্মারূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেই দেখেন। আত্মার আত্মাস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সমস্তভূতকে দেখিতে পান ॥ ৫১ ॥

৪৪২পৃ, ১৫পং। বনলতাস্তরব আত্মনি ইতি। মধ্য, ৮ম, ৫২শ্লো।

পুষ্পফলাঢ্য বনলতা, তরুসকল, ও ভারদ্বারা অবনত প্রেমপুলকিত শরীরময় বনস্পতি সকল আত্মগত কৃষ্ণকে প্রকট করতঃ মধুধারা বর্ষণ করিয়াছিল ॥ ৫২ ॥

৪৪৩পৃ, ৫ ৬পং। [তবে হাসি তাঁরে প্রভু দেখাইল স্বরূপ...রূপ]

রসরাজরূপ শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাবরূপা শ্রীমতীরাধিকা দুই মিলিত হইয়া যে একতত্ত্ব সেই স্বরূপ দেখাইলেন। অর্থাৎ "রাধাভাব দ্যুতিসুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ" দেখাইলেন। ইহাতে যে একতত্ত্বে দুই এবং দুই তত্ত্বই এক এরূপ একটী অপূর্ব্ব স্বরূপ দেখাইলেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব অবগত হইতে সক্ষম হন, তাঁহারাই শ্রীস্বরূপগোস্বামীর কৃপায় সেই নিত্যস্বরূপ সেবা করিতে পান।

৪৪৩পৃ, ১৫ ১৮পং। [গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন...আস্বাদন ॥]

হে রামানন্দ, তুমি আমাকে পৃথক্ একটী গৌরপুরুষ বলিয়া দেখিতেছ আমি তাহা নয়। আমি সেই গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ,

রাধাঙ্গস্পর্শনরূপ আমার এই গৌরভাবই নিত্য। রাধিকা কৃষ্ণ ব্যতীত্ আর কাহাকেও স্পর্শ করেন না। শ্রীরাধিকার ভাবে আমার স্বরূপ ও মন ভাবিত করিয়া আমি আমার কৃষ্ণমাধুর্য্যরস আস্বাদন করিয়া থাকি।

৪৪৪পৃ, ৯পং। [তামা কাঁসা রূপা সোণা রত্ন চিন্তামণি ॥]

শ্রীরামানন্দরায় শ্রীমহাপ্রভুর প্রশ্নে প্রথমে পাঁচটী (৪১৮পৃ) উত্তর দিয়াছেন। তাহার প্রথমটী তামার ন্যায় সাধারণ ধাতু। ২য়টী কাঁসার ন্যায় তদুৎকৃষ্ট ধাতু। ৩য়টী রূপার ন্যায় তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধাতু। ৪র্থটীও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধাতু। ৫মটী জ্ঞানশূন্যভক্তিরত্ন-চিন্তামণি সাধ্যবস্তু। যাহার প্রভাবে অন্য চারিটী ধাতুত্বলাভ করে। আবার ৬ষ্ঠ উত্তরকে (৪২০ পৃ) প্রথম স্থান করিলে, তাহার পর পর যে পাঁচটী প্রেমবিষয়ক উত্তর আছে, তাহাতেও সেইরূপ তুলনা বুঝিতে হইবে।

৪৪৫পৃ, ১পং। হনুমান,—বিদ্যানগরে হনুমানের মূর্ত্তি পূজা হয়। সেই গ্রাম্যদেবতাকে নমস্কার করিয়া দক্ষিণে গেলেন।

৪৪৫পৃ, ৯পং। [সহজে চৈতন্য চরিত্র ঘন দুগ্ধপুর · কর্পূর মিলন ॥]

শ্রীচৈতন্যের চরিত্র ঘনাবৃত দুগ্ধস্বরূপ, রামানন্দচরিত্র তাহাতে খণ্ড অর্থাৎ খাঁড় অর্থাৎ চিনি বিশেষ, এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা খণ্ডযুক্ত দুগ্ধ শ্রীকর্পূর।

নবম পরিচ্ছেদ।

নবমপরিচ্ছেদের কথাসার।

এই পরিচ্ছেদে বিদ্যানগর হইতে মহাপ্রভুর গৌতমীগঙ্গা, মল্লিকার্জ্জুন, অহোবল নৃসিংহ, সিদ্ধবট, স্কন্দক্ষেত্র, ত্রিমট, বৃদ্ধ-

কাশী, বৌদ্ধস্থান, ত্রিপদী, ত্রিমল্ল, পানানৃসিংহ, শিবকাঞ্চি, বিষ্ণুকাঞ্চি, ত্রিকালহস্তি, বৃদ্ধকোল, শিয়ালীভৈরবী, কাবেরীতীর, কুম্ভকর্ণকপাল, শ্রীরঙ্গক্ষেত্র পর্যাস্ত গিয়া শ্রীবেঙ্কটভট্ট সপরিবারে কৃষ্ণভক্ত করিলেন। শ্রীরঙ্গ হইতে ঋষভপর্ব্বতে গিয়া পরমানন্দ-পুরী গোঁসাইর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পুরীগোস্বামী পুরুষো-ত্তম যাত্রা করিলেন এবং মহাপ্রভু সেতুবন্ধ লক্ষ্য করিয়া চলি-লেন। শ্রীশৈলপর্ব্বতে ব্রাহ্মণবেশে অবস্থিত শিবদুর্গার সহিত আলাপন করিলেন। তথা হইতে কামকোষ্টিপুরী ছাড়াইয়া দক্ষিণমথুরা পৌছিলেন। তথায় রামভক্ত বিরক্ত ব্রাহ্মণের সহিত কথোপকথন হইল। পরে কৃতমালায় স্নান করিয়া মহেন্দ্রশৈলে পরশুরাম দর্শন করিলেন। তথা হইতে সেতুবন্ধ গিয়া ধনুস্তীর্থে স্নান ও রামেশ্বর দর্শন করিয়া কূর্ম্মপুরাণের মায়াসীতা সম্বন্ধীয় পুরাতনপত্র সংগ্রহপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত রামদাসবিপ্রকে আনিয়া দিলেন। তদনন্তর পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণী, পরে নয়ত্রিপদী, চিয়ড়তল, তিলকাঞ্চি, গজেন্দ্রমোক্ষণ, পানাগড়ি, চামতাপুর, শ্রীবৈকুণ্ঠ, মলয়পর্ব্বত, কন্যকুমারী হইয়া মল্লারদেশে ভট্টমারী-গণকে দেখিলেন। তাঁহাদিগের হস্ত হইতে কালাকৃষ্ণদাসকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন। পরে পয়স্বিনীতীরে ব্রহ্মসংহিতা সংগ্রহ করিলেন। তথা হইতে পয়োষ্ণি, সিংহারীমঠ, মৎস্যতীর্থ হইয়া উড়ুপকৃষ্ণগ্রামে মধ্বাচার্য্যের গোপাল দর্শন করিলেন। তত্ত্ব-বাদীদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া ফল্গুতীর্থ, ত্রিকূপ, পঞ্চাপ্সরা, সূর্পারক, কোলাপুর হইয়া পাণ্ডারপুরে পৌছিয়া শ্রীরঙ্গপুরীর নিকট শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তির সম্বাদ পাইলেন। কৃষ্ণবেণাতীরে বৈষ্ণবব্রাহ্মণদিগের সমাজে শ্রীবিল্বমঙ্গল বিরচিত কৃষ্ণকর্ণামৃতগ্রন্থ

সংগ্রহ করিলেন। তথা হইতে তাপি, মাহিষ্মতীপুর, নর্ম্মদা-তীর, ধনুতীর্থ ঋষ্যমুখপর্ব্বত হইয়া দণ্ডকারণ্যে সপ্ততাল উদ্ধার করিলেন। তথা হইতে পম্পাসরোবর, পঞ্চবটী, নাসিক, ব্রহ্ম-গিরি, গোদাবরীর জন্ম স্থান, কুশাবর্ত্ত প্রভৃতি বহুতীর্থ দর্শন করিয়া বিদ্যানগরে উপস্থিত হইলেন। বিদ্যানগর হইতে পূর্ব্ব-পথ দিয়া আলালনাথ দর্শনপূর্ব্বক শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন।

৪৪৬পৃ, ১২পং। নানামত গ্রহগ্রস্তান্ ইতি ॥ মধ্য, ৯ম, ১শ্লোঃ

বৌদ্ধ-জৈন-মায়াবাদাদি বহুবিধমতরূপ কুম্ভীরগ্রস্ত গজেন্দ্র-স্থলীয় দাক্ষিণাত্যবাসী মনুষ্যদিগকে কৃপাচক্রদ্বারা গৌরচন্দ্র উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

৪৪৭পৃ,১০পং। পাষণ্ডী,—শুদ্ধভক্তিবিরুদ্ধ জ্ঞান ও কর্ম্মবাদী।

৪৪৭পৃ, ১৩পং। রাম উপাসক,—রামাৎ বৈষ্ণব।

৪৪৭পৃ, ১৪পং। তত্ত্ববাদী,—মাধ্বমতের তত্ত্ব স্বীকারপূর্ব্বক যাঁহারা শুদ্ধদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন। শ্রীবৈষ্ণব,—রামানুজ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ।

৪৪৭পৃ, ২০পং। [গৌতমী গঙ্গায় যাই কৈল গঙ্গাস্নান ॥]

শ্রীকবিরাজগোস্বামী যে তীর্থদর্শন বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে ভৌগলিকক্রম নাই তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীগোবিন্দ দাসকৃত কড়চায় যে ক্রম পাওয়া যায়, তাহা অনেকটা ভৌগলিক বিবরণের সহিত ঐক্য হয়। পাঠকবর্গ সেই গ্রন্থের ক্রম দেখিয়া বিচার করিবেন। গোবিন্দ দাসের মতে রাজমাহেন্দ্রী হইতে মহাপ্রভু ত্রিমন্দ গিয়াছিলেন ও তথা হইতে ঢুণ্ডীরাম তীর্থ যান। এই গ্রন্থে রাজমাহেন্দ্রী হইতে গৌতমী গঙ্গায় গমন করিয়া মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে গমন করেন।

৪৪৯পৃ, ২পং। ["তোমা দেখি গেল মোর আজন্ম স্বভাব ॥"]

জন্ম হইতে রামনামজপা যে স্বভাব হইয়াছিল তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া কৃষ্ণনামজপাস্বভাব হইয়া পড়িল।

৪৪৯পৃ, ১০পং। রমন্তে যোগিনোঽনন্তে ইতি। ॥ মধ্য, ৯ম, ৩শ্লো।

অনন্ত সত্যানন্দচিদাত্মাস্বরূপ পরমতত্ত্বে যোগী সকল রমণ করেন। এইজন্যই পরমব্রহ্মবস্তুকে রামনামে অভিহিত করা যায়।

৪৪৯পৃ, ১৩পং। কৃষির্ভূর্বাচকঃ শব্দোণশ্চ নির্বৃতি ইতি। মধ্য, ৯ম, ৪শ্লো।

কৃষধাতু ভূ অর্থাৎ আকর্ষক সত্ত্বা বাচক; ণ শব্দে নির্বৃতি অর্থাৎ পরমানন্দ বাচক। কৃষ্ ধাতুতে ণ প্রত্যয় করিয়া উভয়ের ঐক্যে কৃষ্ণ শব্দে পরমব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

৪৪৯পৃ, ১৫-১৬পং। [পরংব্রহ্ম দুই নাম সমান হইল · পাইল ॥]

পূর্ব্বোক্ত দুই শ্লোকের তাৎপর্য্য লইলে, রাম ও কৃষ্ণনামে পরমব্রহ্ম সমানার্থ তথাপি শাস্ত্রে আরও কিছু বলিয়াছেন, তাহা পরে বলা যাইতেছে।

৪৪৯পৃ, ১৯পং। রাম রামেতি রামেতি রাম ইতি। মধ্য, ৯ম, ৫শ্লো।

রাম রাম রাম বলিয়া মনোরম যে রাম তাহাতে আমি রমণ করি। হে বরাননে, একটী রামনাম সহস্রনামের তুল্য ॥ ৫ ॥

৪৪৯পৃ, ২২পং। সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিবাবৃত্ত্যা ইতি। মধ্য, ৯ম, ৬শ্লো

পবিত্র সহস্রনাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফল হয়, কৃষ্ণনাম একবার উচ্চারণ করিলে সেই ফল দিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥ তাৎপর্য্য এই, এক রামনাম সহস্রনামের তুল্য; এক কৃষ্ণনাম তিনবার সহস্র নামের তুল্য। সুতরাং তিনবার রামনামের যে ফল একবার কৃষ্ণনামেই পাওয়া যায়।

৪৫০পৃ, ৭।১৮পং। [তার্কিক মীমাংসক···আগম ॥]

তার্কিক গোতমীয় নৈয়ায়িক ও কণাদীয় বৈশেষিক।

মীমাংসক, জৈমিনীমত স্থাপক। মায়াবাদী, শাঙ্করী মত স্থাপক। সাংখ্য,—কাপিলমত। পাতঞ্জল,—যোগশাস্ত্র। স্মৃতি,—মন্বত্রি প্রভৃতি বিংশতিধর্ম্মশাস্ত্রীয় সংহিতা। পুরাণ;—মহাপুরাণ অষ্টাদশ ও উপপুরাণ অষ্টাদশ। আগম,—তন্ত্রশাস্ত্র।

৪৫০পৃ, ১৯পং। শাস্ত্রোদ্‌গ্রাহে,—শাস্ত্র সংস্থাপনে।

৪৫১পৃ, ৩পং। প্রভুমতে,—বেদ, বেদান্ত ও ব্রহ্মসূত্র স্থাপিত অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্তই প্রভুর মত।

৪৫১পৃ, ৫পং। পাষণ্ডীগণ,—বেদ, স্মৃতি, দর্শন পুরাণ ও আগম প্রভৃতি শাস্ত্রবহির্ভূত মতবাদীগণকে পাষণ্ডী বলা যায়।

৪৫১পৃ, ৯পং। [যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ, অযুক্ত দেখিতে।

অসম্ভাষ্য,—সম্ভাষযোগ্য নয়, যে হেতু বেদ বিরুদ্ধ, ভক্তি-বহির্মুখ। দেখিতে অযুক্ত,—নিরীশ্বর বৌদ্ধাদিকে দর্শন করিলে "সচেলজলমাবিশেৎ"শাস্ত্রবাক্যে নাস্তিক বৌদ্ধাদির দর্শন অযুক্ত।

৪৫১পৃ, ১১পং। বৌদ্ধমতে হীনায়ন ও মহায়ন দুইপ্রকার পন্থা। সে পন্থা গমনের প্রস্থানস্বরূপ নয়টীসিদ্ধান্ত যথা;—(১) বিশ্ব অনাদি অতএব ঈশ্বর শূন্য; ( ) জগৎ অসত্য (৩) অহংতত্ত্ব (৪) জন্মজন্মান্তর ও পরলোক প্রকৃত, (৫) বুদ্ধইতত্ত্ব লাভের উপায়, (৬) নির্ব্বাণই পরম তত্ত্ব, (৭) বৌদ্ধদর্শনই দর্শন, ( ) বেদ মানব রচিত (৯) দয়াদি সদ্ধর্ম্মাচরণই বৌদ্ধ জীবন।

৪৫১পৃ, ১৯পং। অপবিত্র,—বৈষ্ণবের গ্রহণের অযোগ্য।

৪৫৩পৃ, ৬পং। পানা নৃসিংহ,—চিনির পানা অর্থাৎ শরবৎ যেখানে ভোগহয়।

৪৫৪পৃ, ৯পং। কুম্ভকর্ণ কপালে, কুম্ভকর্ণের মস্তকের খুলিতে যে সরোবর হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া।

৪৫৪পৃ, ১৭পং। বেঙ্কটভট্ট ও তদীয় ভ্রাতা ত্রিমল্লভট্ট ও প্রবোধানন্দসরস্বতী ইঁহারা পূর্ব্বে শ্রীসম্প্রদায়ে আচার্য্যস্বরূপছিলেন বেঙ্কটভট্টের পুত্রের নাম শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী।

৪৫৫পৃ, ১৯পং। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ—গোবিন্দের কড়চায় এই ব্রাহ্মণের নাম যুধিষ্ঠির বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

৪৫৮পৃ, ২পং। কস্যানুভবঃ ইতি। মধ্য, ৯ম, ৭শ্লো। অনুবাদ ১৪৪০ পৃ।

৪৫৮পৃ, ৫-৭পং। [কৃষ্ণেতে অধিক লীলা বৈদগ্ধ্যাদিরূপ…কৃষ্ণেরমঙ্গল]

নারায়ণ কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি সুতরাং কৃষ্ণ হইতে তাঁহার স্বরূপদ্বিভূজচতুর্ভুজভেদ হইলেও পৃথক্ নয়। নারায়ণে কৃষ্ণের ন্যায় লালিত্য থাকিলেও কৃষ্ণের বৈদগ্ধ্যাদিরূপ লীলা নাই। কৃষ্ণই যখন বিলাসমূর্ত্তিতে নারায়ণ, তখন নারায়ণপত্নী লক্ষ্মীর শ্রীকৃষ্ণস্পর্শে পতিব্রতা ধর্ম্ম যায় না। অতএব কৃষ্ণসঙ্গমে লক্ষ্মীর কৌতুক হওয়া স্বাভাবিক।

৪৫৮পৃ, ৯পং। সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেপি শ্রীশ কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ। মধ্য ৯ম, ৮শ্লো।

নারায়ণ ও কৃষ্ণের স্বরূপদ্বয়ে সিদ্ধান্ততঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি শৃঙ্গার রসবিচারে শ্রীকৃষ্ণরূপ রসের দ্বারা উৎকর্ষতালাভ করিয়াছে। এইরূপেই রসতত্ত্বের সংস্থান হয়॥ ৮॥

৪৫৮পৃ, ১১।১২পং। [কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতা…রাস বিলাস]।

লক্ষ্মীদেখিলেন যে কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতা ধর্ম্মের নাশহয় না. অথচ রাসবিলাসরূপ অধিকলাভ কৃষ্ণসঙ্গেই পাওয়া যায়, নারায়ণ সঙ্গে তাহা পাওয়া যায় না।

৪৫৮পৃ, ১৯পং। নায়ং শ্রিয়ঃইতি। মধ্য, মধ্য ৯ শ্লো। অনুবাদ ১৪৩৩ পৃ।

৪৫৯পৃ, ৪পং। নিভৃত ইতি মধ্য, ৯ম, ১০শ্লো। অনুবাদ ১৪৪৭ পৃ।

৪৫৯পৃ ১৪পং। [প্রভু কহে কৃষ্ণের এক স্বজীব (স্বভাব) লক্ষণ।]

'স্বজীবলক্ষণ,' ক্রিয়ালক্ষণ। পাঠান্তর, 'স্বভাবলক্ষণ,' ইহার অর্থস্পষ্ট। ৩য় পাঠ, 'স্বভাববিলক্ষণ,' কৃষ্ণের স্বভাব অন্যের স্বভাব হইতে অন্য প্রকার, অথবা বিলক্ষণ শব্দে বিশিষ্টলক্ষণ।

৪৫৯পৃ, ১৮পং। উদূখল,—উথলি অর্থাৎ ঢেঁকির কার্য্য করে এরূপ কার্য্যের একটী যন্ত্রবিশেষ।

৪৫৯পৃ, ২০পং ৪৬০পৃ, ১পং। [ব্রজেন্দ্র নন্দন তাঁরে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥]

ব্রজবাসীগণ নন্দনন্দন বলিয়া তাঁহাকে জানেন। পরম ঐশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বর বলিয়া তাঁহার সহিত যে একটী অন্য সম্বন্ধ আছে তাহা তাঁহারা মানেন না। ব্রজবাসীদিগের দাস্য সখ্য-বাৎসল্য ও মধুর এই চারিপ্রকারের কোন ভাব গ্রহণ করিয়া যিনি পরমতত্ত্বকে ভজন করেন, তিনি চরমঅবস্থায় ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণকে শুদ্ধরূপে ব্রজধামে প্রাপ্ত হন।

৪৬০পৃ, ৪পং। নায়ং সুখাপো ইতি। মধ্য ৯ম ১১শ্লো অনুবাদ ১৪৪৭।

৪৬০পৃ, ৬পং-৪৬১পৃ, ২পং। [শ্রুতিগণ · এতেক বচন।]

শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণের রাসমণ্ডলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়া যখন সফল হইলেন না, এবং কেবল হৃদ্গত গোপীভাব লইয়া ও যখন প্রবেশ হইতে পারিলেন না। তখন বাহ্যে গোপীদেহ ও অন্তরে গোপীভাব গ্রহণকরতঃ গোপীগণের অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ রাসে প্রবেশ হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণগোপজাতি, গোপীগণই তাঁহার প্রেয়সী, দেবারূপে কি অন্য স্ত্রীরূপে কৃষ্ণসঙ্গম পাওয়া যায় না। লক্ষ্মী নিজ দেবদেহে কৃষ্ণের সঙ্গমপ্রার্থনা করিয়াছিলেন। গোপীদিগের স্বাভাবিক অনুরাগের অনুগত হইয়া ভজন করেন নাই। এইজন্যই গোপী হইতে পৃথক্‌দেহে রাসবিলাস লাভকরিতে পারেন নাই। এতন্নিবন্ধন ব্যাসদেব "নায়ং সুখাপো"

ভগবান এইশ্লোকটী লিখিয়াছেন। বেঙ্কটভট্টের মনে একটী অভি-মানছিল এই যে পরব্যোমস্থ নারায়ণই স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার ভজনই সর্ব্বোপরিস্তন স্তরবিশেষ। সুতরং শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের ভজনই সর্ব্বোপরি। এইবৃথাগর্ব্ব খণ্ডন করিবার অভিপ্রায় মহা-প্রভু পরিহাস দ্বারা এই বিচারটী উঠাইয়াছিলেন।

৪৬১পৃ, ৮পং। এতে চাংশ ইতি। মধ্য, ৯ম, ১২শ্লো। অনুবাদ ১২১৫ পৃ।

৪৬১পৃ, ১০পং-৪৬২পৃ, ২পং। [নারায়ণ হৈতে…অনুরাগে]

শ্রীনারায়ণে ষাট্ গুণ; (৮২৮পৃ,) সেই ষাট্ গুণের উপরে আরও শ্রীকৃষ্ণের ৪টী অসাধারণ গুণ আছে, তাহা শ্রীনারায়ণে নাই, যথা,—সর্ব্বাদ্ভুত চমৎকার লীলসমুদ্র বিশিষ্টতা, অতুল্য মধুর প্রেম পরিশোভিত প্রিয়মণ্ডলযুক্ততা ত্রিজগৎ মনসাকর্ষীগীতপরা-য়ণতা ও সমোর্দ্ধরহিত চরাচর বিস্ময়কারী রূপ শ্রীযুক্ততা। এই অসাধারণ গুণচতুষ্টয় প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যস্বরূপিণী লক্ষ্মীর অনুক্ষণ তৃষ্ণা জন্মে। 'সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেপি' যে শ্লোক তুমি পড়িলে তাহাতে কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা স্থির হয় কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা প্রযুক্ত লক্ষ্মীর মনহরণ করেন। গোপীকার মনহরণ উপযোগী গুণচতুষ্টয় শ্রীনারা-য়ণে না থাকায়, তিনি গোপীকার মনহরণ করিতে পারেন না। নারায়ণেরকথা দূরে থাকুক শ্রীকৃষ্ণ পরিহাস করিয়া স্বয়ং নারায়ণ-রূপ প্রকাশ হইলে গোপীগণের তাহাতে অনুরাগ হয় নাই।

৪৬১পৃ, ১৫পং। সিদ্ধান্ততঃ ইতি। মধ্য ৮ম ১৩ শ্লো। অনুবাদ ১৪৫৫ পৃ।

৪৬২পৃ, ৪পং। গোপীনামিতি। মধ্য অষ্টম ১৪শ্লোক অনুবাদ ১৩৭৯ পৃ।

এ স্থলে বিবেচ্য এই যে, শ্রীরূপগোস্বামীকৃত ভক্তিরসামৃত সিন্ধু তাহার অনেক দিবস পরে বিরচিত হয়। তখন শ্রীবেঙ্কটভট্ট কিরূপে ঐ গ্রন্থের শ্লোক প্রমাণস্থলে পাঠ করিয়াছিলেন? আমরা সিদ্ধান্ত করি এই যে ভক্তিরসামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের যে যে শ্লোক

ঐ গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া এই গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সেই শ্লোক বহু প্রাচীন কৃষ্ণভক্তদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। শ্রীরূপগোস্বামী তাহাই নিজগ্রন্থমধ্যে ব্যবহারে আনিয়াছেন। এবং কবিরাজ গোস্বামীর রচনার পূর্ব্বে শ্রীরূপের গ্রন্থসকল প্রণীত হওয়ায় সেই সেই গ্রন্থোদ্ধৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অনেকস্থলে কবিরাজগোস্বামী ভাবমাত্র অবলম্বন-পূর্ব্বক পূর্ব্বগোস্বামীদিগের শ্লোক কথোপকথনে প্রবেশ করাইয়াছেন।

৪৬২পৃ, ৯।১৯পং। [তারে সুখ দিতে কহে ··করে নানাকাররূপ।]

মহাপ্রভু পরিহাস বাক্য পরিত্যাগপূর্ব্বক অবশেষে কহিলেন, ওহে ভট্ট তুমি দুঃখ করিও না। কৃষ্ণ ও নারায়ণে যেরূপ অভেদ, গোপী ও লক্ষ্মীতেও সেইরূপ অভেদ। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী রাধিকা একই বিগ্রহে নানাকাররূপ প্রকাশ করেন। গোপীদ্বারে লক্ষ্মী কৃষ্ণ সঙ্গাস্বাদন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ স্বরূপ শক্তি মাধুর্য্যস্বরূপে গোপীদেহে কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ করেন এবং ঐশ্বর্যদেহে লক্ষ্মীরূপে নারায়ণ সঙ্গাস্বাদন করে। ঈশ্বরতত্ত্বে ভেদ নাই। ভক্তদিগের ভাবভেদে একই চিদ্বিগ্রহে নানাকাররূপের ধ্যানভেদ মাত্র জানিতে হইবে।

৪৬২পৃ, ২১পং। মণির্যথাবিভাগেন নীলপীতদিভিঃ ইতি॥ মধ্য,৮ম, ১৫শ্লো

বৈদূর্য্যমণি যেরূপ দ্রব্যান্তর সম্বন্ধ স্থিতিভেদে নীলপীতাদি বর্ণভেদে দৃষ্ট হইয়া রূপভেদ লাভ করে, সেইরূপ ভক্তভাবানুসারে ধ্যানভেদে একঅদ্বিতীয় অচ্যুতের ধ্যানে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা লক্ষিত হয়॥ ১৫॥

৪৬৬পৃ, ২পং। অগ্নিজলে,—অগ্নিতে বা জলেতে।

৪৬৬পৃ, ৯-১২পং। [ঈশ্বর প্রেয়সী সীতা…হরিল রাবণ।]

সীতা স্বয়ং চিদানন্দমূর্ত্তি তাঁহার চিদাকৃতির ছায়াস্বরূপ মায়াসীতা রাবণ হরণ করিয়াছিল।

৪৬৮পৃ, ৮পং। সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়াইতি। মধ্য, ৯ম, ১৬-১৭শ্লো।

সীতা কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া অগ্নি ছায়াসীতা প্রস্তুত করিলেন। দশগ্রীব রাবণ সেই ছায়াসীতা হরণ করিয়াছিল। মূলসীতা বহ্নিপুরে রহিলেন। রামচন্দ্র যখন পরীক্ষা করেন, ছায়াসীতা বহ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন, অগ্নিদেব মূলসীতাকে আনিয়া রামচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত করিলেন ॥ ১৬-১৭ ॥

৪৬৮পৃ, ১২পং। [পত্র পাইয়া বিপ্রের আনন্দিত হইল মন।]

কূর্ম্মপুরাণগ্রন্থে নূতনপত্র লিখাইয়া রামদাসের প্রতীতির জন্য যে পুরাতনপত্র মহাপ্রভু আনিয়াছিলেন, সেইপত্র পাইয়া বিপ্রের মন আনন্দিত হইল।

৪৬৯পৃ, ১৪পং। ভট্টমারি,—যাহাদিগকে ভাষায় কোন কোন দেশে ভাটওয়ারী বলে। ইহাদের ঘর দ্বার নাই। যেখানে যখন থাকে তথায় শিরকী অর্থাৎ সামান্য শিবিরে বাস করে। বহিরে সন্ন্যাসীর বেশ, চৌর্য্য ও প্রতারণা ব্যবসা। প্রতারণা করিয়া সংগ্রহ করতঃ অনেক স্ত্রীলোককে শিরকির মধ্যে রাখে। অপর অপর লোককে স্ত্রীলোক দেখাইয়া ভুলাইয়া আপনাদের দল বাড়াইয়া থাকে। বঙ্গদেশে যেরূপ বেদের টোল, পাশ্চত্য ও দাক্ষিণাত্য ভারতে সেরূপ ভাটওয়ারীদিগের শিরকি।

৪৭০পৃ, ২০পং। ব্রহ্ম সংহিত্যাধ্যায়,—ব্রহ্মসংহিতা পঞ্চম-অধ্যায় যাহা এখন বঙ্গদেশে শ্রীজীবগোস্বামীর টীকার সহিত পাওয়া যায়।

।। সজ্জনী ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

৪৭১পৃ, ১৫-২০পং [মাধ্বাচার্য্য স্থানে আইলা কোন মতে।]

দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে উড়ুপকৃষ্ণাগাঁও গ্রামে মধ্বাচার্য্যের গাদি, সেই সম্প্রদায়ী আচার্য্যদিগকে তত্ত্ববাদী বলে। সেইস্থানে নর্ত্তক-গোপাল শ্রীমূর্ত্তি আছেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য স্বপ্ন পাইয়া জলমগ্ন ডিঙ্গা অর্থাৎ ছোট নৌকার মধ্যে গোপীচন্দনের তলে গোপালকে পাইয়াছিলেন।

৪৭২পৃ, ৫পং—৪৭৩পৃ, ২পং। [তত্ত্ববাদীগণ প্রভুকে...পরমসাধন]।

মহাপ্রভুর শাঙ্কর-সন্ন্যাসলিঙ্গ দেখিয়া শুদ্ধদ্বৈতবাদপরায়ণ তত্ত্ব-বাদীগণ প্রথমে প্রভুকে সম্ভাষণ করে নাই. পরে তাঁহার প্রেমা-বেশ দেখিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণব বোধে সৎকার অর্থাৎ সেবা করিয়া ছিল। তত্ত্ববাদীগণের অন্তঃকরণে বৈষ্ণবাভিমান ছিল, তদ্দর্শনে প্রভু ঈষদ্ হাঁসিয়া তাহাদের সহিত আলাপন করিয়াছিলেন। প্রভু কহিলেন, আমি সাধ্যসাধন ভালরূপ জানিনা। আপনারা কৃপাকরিয়া তাহা আমাকে শিক্ষা দিন। তত্ত্ববাদাচার্য্য উত্তর করি-লেন যে. বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ করাই কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠসাধন, এবং সেই সাধনবলে শ্রেষ্ঠসাধ্যরূপ পঞ্চবিধমুক্তি লাভ করিয়া সিদ্ধব্যক্তি বৈকুণ্ঠে গমন করে। প্রভু তাহাতে বলিলেন যে, শাস্ত্র-মতে শ্রবণকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ সাধন। সেই সাধনবলে কৃষ্ণপ্রেমসেবা-রূপ সাধ্যফলের লাভ হয়।

৪৭৩পৃ, ৪পং। শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণমিতি ॥ মধ্য, ৯ম,১৮।১৯ শ্লো।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নবলক্ষণসম্পন্না ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইয়া সাধিত হইলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়। ইহাই শাস্ত্রের উত্তম তাৎপর্য্য ॥ ১৮-১৯ ॥

৪৭৩পৃ, ৮।৯পং। [শ্রবণ কীর্ত্তন হইতে কৃষ্ণে…পুরুষার্থের সীমা ॥]

শ্রবণকীর্ত্তনরূপ নববিধসাধনভক্তি হইতে কৃষ্ণে যে প্রেমভক্তি উদয় হয় তাহাই পঞ্চমপুরুষার্থ এবং তাহাই পুরুষার্থের সীমা। তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চারিটী সকৈতব পুরুষার্থ; প্রেমরূপ পুরুষার্থ অকৈতব পুরুষার্থ॥

৪৭৩পৃ, ১১পং। এবং ব্রতঃ ইতি। মধ্য, ৯ম, ২০ শ্লো। অনুবাদ ১৩৩৩পৃ।

৪৭৩পৃ, ১৫।১৬পং। [কর্ম্মনিন্দা…কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে ॥]

কর্ম্মপ্রতিপাদকশাস্ত্রে কর্ম্মের উপদেশ ও প্রশংসা বহুস্থানে থাকিলেও চরমে কর্ম্মের নিন্দা ও কর্ম্মত্যাগের ব্যবস্থা সর্ব্বশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণ দ্বারা কৃষ্ণে কখনই প্রেমভক্তি হইতে পারেনা। তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মার্পণ ইত্যাদি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্তশুদ্ধ হইলে সৎসঙ্গবলে অনন্য কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধোদয় হইলে শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ সাধনভক্তি হয়। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তিসাধন করিতে করিতে অনর্থ যত নিবৃত্তি হয়, প্রেমের ততই অভ্যুদয় হয়। সুতরাং কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণ হইতে অনিবার্য্যরূপে কৃষ্ণভক্তি উদয় হইবার সর্ব্বত্র সম্ভাবনা নাই। কেননা সৎসঙ্গজনিত শ্রবণাপত্তিলক্ষণা শ্রদ্ধার অপেক্ষা করে।

৪০৩পৃ, ১৮পং। আজ্ঞায়ৈবমিতি। মধ্য, ৯ম, ২১শ্লো। অনুবাদ ১৪২৯পৃ।

৪৭৩পৃ, ২১পং। সর্ব্বধর্ম্মান্ ইতি। মধ্য, ৯ম, ২২শ্লো। অনুবাদ ১৪২৯পৃ।

৪৭৪পৃ, ২পং। তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেতইতি। মধ্য,৯ম,২৩শ্লো।

যেপর্য্যন্ত কর্ম্মমার্গে নির্ব্বেদউদয় না হয়, অথবা সৎকথাশ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সেইপর্য্যন্ত নিত্যনৈমিত্তাদিকর্ম্মকৃত হউক।

৪৭৪পৃ, ৪।৫পং। [পঞ্চবিধ মুক্তিত্যাগ…মুক্তিদেখে নরকের সম ॥]

ভক্তিসাধক-কর্ম্মসম্বন্ধে শাস্ত্রের সিদ্ধান্তও শুনিলেন, এখন

দেখুন ভক্তগণ পঞ্চবিধমুক্তি-পিপাসা অবশ্য ত্যাগ করিবেন। কেন না তাঁহারা মুক্তিকে নরকের ন্যায় তুচ্ছজ্ঞান করিয়া থাকেন।

৪৭৪পৃ, ৭পং। সালোক্য সার্ষ্টি ইতি ॥ মধ্য, ৯ম, ২৪ শ্লো। অনুবাদ১৩১০পৃ

৪৭৪পৃ,১০পং। যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্ইতি। মধ্য,৯ম,২৪শ্লো

অপরিত্যাজ্য সম্পত্তি, পুত্র, স্বজন, অর্থ ও পত্নী, এবং প্রধান প্রধান দেবতাদিগের প্রার্থনীয় সদয় দৃষ্টিযুক্ত রাজ্য-শ্রীকেও যে ভরতমহারাজা অভিলাষ করেন নাই, তাহা তাঁহার পক্ষে উচিত। যেহেতু তাঁহার ন্যায় কৃষ্ণসেবানুরক্ত মন সাধুদিগের পক্ষে যখন নির্ব্বাণমুক্তিও তুচ্ছ তখন পার্থিব সুখেরত কথাই নাই ॥ ২৫ ॥

৪৭৪পৃ, ১৫পং। নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন ইতি ॥ মধ্য,৯ম, ২৬শ্লো।

স্বর্গ, অপবর্গ ও নরকে তুল্যার্থদর্শী নারায়ণ ভক্তগণ কিছুতেই ভীত হন না ॥ ২৬ ॥

৪৭৪পৃ, ১৭।১৮পং। [মুক্তিকর্ম্ম দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ⋯সাধ্য সাধন ॥]

হে তত্ত্ববাদাচার্য্য, শুদ্ধভক্তমাত্রেই মুক্তি ও কর্ম্ম এই দুইটীকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় এই যে, আপনি সেই মুক্তিকে সাধ্য ও কর্ম্মকে সাধন বলিয়া স্থাপনা করিলেন।

৪৭৫পৃ, ৭।৮পং। [সবে এক গুণ দেখি তোমার⋯করহ নিশ্চয়ে ॥]

প্রভু কহিলেন, ওহে তত্ত্ববাদীআচার্য্য, তোমার সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তগুলি প্রায়ই শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধ। তথাপি ঈশ্বরের সত্য ও নিত্যবিগ্রহ স্বীকারকরা একটী মহদ্‌গুণ তোমার সম্প্রদায়ে দেখিতেছি। তাৎপর্য্য এই যে, মদীয় পরমগুরু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী এই প্রধানসিদ্ধান্ত অবলম্বনকরিয়া মাধ্বসম্প্রদায়স্বীকারকরিয়াছিলেন।

৪৭৫পৃ, ১৭পং॥ পাণ্ডুপুর,—ভীমানদীতীরে পাণ্ডুপুর বা পাণ্ডারপুর নগর। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, এইস্থানে মহাপ্রভু

তুকারামআচার্য্যকে হরিনাম দিয়া কৃপা করিয়াছিলেন। তুকারাম কৃত অভঙ্গে তিনি নিজে স্বীকার করিয়াছেন। তুকারাম হইতে সেপ্রদেশে মৃদঙ্গাদি-বাদ্যের সহিত কীর্ত্তনের প্রচার হইয়াছে।

৪৭৭পৃ, ১৩।১৪পং। [এইতীর্থে শঙ্করারণ্যের···শ্রীরঙ্গপুরী এতেক কহিল ॥]

মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপ সন্ন্যাসগ্রহণকরতঃ শঙ্করারণ্য-স্বামী নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি দেশভ্রমণ করিতে করিতে পাণ্ডারপুর তীর্থে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন, অর্থাৎ চিন্ময়ধামে প্রবেশ করেন। মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য এবং ঈশ্বরপুরীর গুরুভাই শ্রীরঙ্গ-পুরী এই সম্বাদ মহাপ্রভুকে দিলেন।

৪৮২পৃ, ৮পং। পাণ্ডাপাল,—শ্রীজগন্নাথকে যাঁহারা পূজা করেন, তাঁহারা পাণ্ডা। যাঁহারা অন্যপ্রকার টহল করেন তাঁহারা পশুপাল। এই দুয়ের একত্রে পাণ্ডাপাল হইয়াছে।

৪৮৩পৃ, ৩।৮পং। [সার্ব্বভৌম সঙ্গে···মিলিতে কহিল ॥]

সার্ব্বভৌম ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কথোপকথন শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ৮মাঙ্কে এইরূপ কথিত আছে যথা ;—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সার্ব্বভৌম, এতাবদ্দূরং পর্য্যটিতং ভবৎসদৃশঃ কোঽপি ন দৃষ্টঃ, কেবলমেব রামানন্দরায়ঃ, সত্বলৌকিক এব ভবতি ॥

সার্ব্বভৌম। দেব, অতএব নিবেদিতং সোঽবশ্যমেব দ্রষ্টব্যঃ ইতি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। কিয়ন্তএববৈষ্ণবা দৃষ্টা স্তেঽপি নারায়ণোপাসকা এব। অপরে তত্ত্ববাদিনস্তে তথাবিধাএব নিরবদ্যং ন ভবতি তেষাংমতং। অপরেতু শৈবা এব বহবঃ, পাষণ্ডা স্তু মহাপ্রবলা ভূয়াংস এব। কিন্তু ভট্টাচার্য্য, রামানন্দ মতমেব মে রুচিতং ॥

৪৮৩পৃ, ১৬-১৮পং। [মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে বোল হরি হরি···ধর্ম্ম।]

অন্যজীবের প্রতি স্বাভাবিক দয়ার সহিত অর্থাৎ তাহাদিগের

প্রতি হিংসাবৃত্তি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া মুখে হরি হরি বল। এই কলিকালে অন্যধর্ম্ম নাই শুদ্ধবৈষ্ণবসেবা, শুদ্ধবৈষ্ণব শাস্ত্র পাঠ করাই একমাত্র ধর্ম্ম।

দশম পরিচ্ছেদ।

দশমপরিচ্ছেদের কথাসার।

মহাপ্রভু দক্ষিণ-যাত্রা করিলে সার্ব্বভৌমের সহিত রাজা-প্রতাপরুদ্রের অনেক কথোপকথন হয়। রাজা মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলে, সার্ব্বভৌম কহিয়াছিলেন যে মহাপ্রভু দক্ষিণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহার সহিত কোনপ্রকারে সাক্ষাৎ করাইয়া দিবেন। মহাপ্রভু প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কাশীমিশ্রের গৃহে বাস করিলেন। সার্ব্বভৌম শ্রীমহাপ্রভুর নিকট ক্ষেত্রবাসীবৈষ্ণবদিগের পরিচয় করাইয়া দিলেন। রামানন্দের পিতা ভবানন্দরায় মহাপ্রভুর নিকট বাণীনাথপট্টনায়ককে রাখিলেন। মহাপ্রভু কালাকৃষ্ণদাসের ভট্টমারি সংযোগ দোষ ব্যক্ত করিয়া তাহাকে বিদায় দিবার প্রস্তাব করিলে, নিত্যানন্দ প্রভু ও অন্যান্য ভক্তগণ যুক্তি করিয়া তাহার দ্বারা শ্রীনবদ্বীপে এবং গৌড়দেশ সর্ব্বত্রে প্রভুর প্রত্যাগমন সম্বাদ পাঠাইলেন। নবদ্বীপাদি স্থানে সম্বাদ গেলে ভক্তবৃন্দ প্রভুর দর্শনে আসিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে পরমানন্দপুরী নদীয়া-নগরে আসিয়া প্রভুর নীলাচল পৌঁছান সম্বাদ শ্রবণে দ্বিজ কমলা-কান্তকে সঙ্গে করিয়া পুরুষোত্তমে মহাপ্রভুর নিকট পৌঁছিলেন। নবদ্বীপবাসী পুরুষোত্তমাচার্য্য বারাণসীতে চৈতন্যানন্দ গুরুর

নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ করতঃ স্বরূপ নাম গ্রহণপূর্ব্বক নীলাচলে মহাপ্রভুর চরণে উপস্থিত হইলেন। শ্রীঈশ্বরপুরীর দেহান্তে তদীয় দাস গোবিন্দ তদাজ্ঞায় মহাপ্রভুর নিকট পৌঁছিলেন। কেশব ভারতীর সম্পর্কে ব্রহ্মানন্দভারতী প্রভুর মান্য; তিনি উপস্থিত হইলে প্রভু কৃপা করিয়া তাঁহার চর্ম্মাম্বর ছাড়াইলেন। প্রভুর প্রভাবে ব্রহ্মানন্দ মহাপ্রভুর মহাত্ম্য জানিতে পারিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করায় মহাপ্রভু সে কথাকে অতিস্তুতি বলিয়া অনাদর করিলেন। কাশীশ্বর গোস্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইপরিচ্ছেদে সমুদ্রে নদনদীমীলনের ন্যায় বহুদেশস্থিত ভক্তগণের মহাপ্রভুর সহিত মিলন বর্ণিত হইয়াছে।

৪৮৪পৃ, ৮পং। বন্দে তংগৌরজলদং স্বস্যযঃইতি। মধ্য, ১০ম, ১শ্লো।

যিনি স্বীয় দর্শনামৃত বর্ষণ দ্বারা বিচ্ছেদরূপ অনাবৃষ্টি দ্বারা ম্লান হইয়া থাকা ভক্ত-শষ্যগণকে জীবিত করিয়াছিলেন, যেই গৌররূপ মেঘকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

৪৮৫পৃ, ১২পং। ভবদ্বিধা ইতি। মধ্য ১০ম, ২শ্লো। অনুবাদ ১২৬৪ পৃ।

৪৮৫পৃ, ১৪।১৫পং। [বৈষ্ণবের হয় এই স্বভাব নিশ্চল…স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥]

তীর্থ পবিত্র করিবার জন্য তীর্থভ্রমণ এবং সেইছলে সাংসারিক জনকে নিস্তার করা বৈষ্ণবের এই একটী নিশ্চল স্বভাব। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জীব নন, তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তথাপি প্রচ্ছন্নরূপে ভক্তাবতার হইয়া বৈষ্ণবদিগের স্বভাব গ্রহণকরিয়াছেন।

৪৮৭পৃ, ১২পং। [গৃহসহিত আত্মতার কৈল নিবেদন ॥]

কাশীমিশ্র স্বীয়গৃহ ও স্বীয় সেবাযোগ্যশরীর প্রভুর চরণে নিবেদন করিয়া দিলেন।

৪৮৭পৃ, ২০পং। [তুমি অঙ্গীকার কর কাশীমিশ্রের আশা।]

কাশীমিশ্রের আসা এই যে আপনি তাঁহার গৃহে বাসা করেন ইহা আপনি কৃপাকরিয়া অঙ্গীকার করুন্।

৪৮৮পৃ, ৮পং। [তৈছে এইসব সবাকার অঙ্গীকার।]

পাঠান্তরে ;—তৈছে এই সব, সবা কর অঙ্গীকার। অর্থং যেমন তৃষিতচাতক জলের জন্য হাহাকার করে, তদ্রূপ এইসকল উৎকলবাসী তোমার দর্শনের জন্য তৃষিত। প্রভো, সবে অর্থাৎ সকলকে অঙ্গীকার করু।

৪৮৮পৃ, ১০পং। অনবসরে,—স্নানযাত্রার পর নবযৌবন পর্য্যন্ত দর্শন অনবসর সময়।

৪৮৮পৃ, ১২পং। লিখন অধিকারী,—দেয়ুলকরণ পদপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী, যিনি মাতলা পাঁজি লিখিয়া থাকেন।

৪৮৮পৃ, ১৮পং। মহাসোয়ার, মহাসূপকার। প্রধান পাক কর্ত্তা। মহানষাধিকারী।

৪৮৮পৃ, ১৯পং। প্রহররাজ ;—পহারাজ।

৪৯০পৃ, ১পং। [আত্মীয় জ্ঞানে মোরে সঙ্কোচ না করিবে।]

আমাকে আত্মীয় জানিবেন, আত্মীয় বলিয়া কৃপা করিবেন। কোন্‌বিষয়ে সঙ্কোচ করিবার আবশ্যক নাই।

৪৯১পৃ ২পং। অন্তর ;—গোপনে বা দূরে গিয়া।

৪৯৫পৃ,৩।৪পং। [সন্ন্যাস করিলা…যোগপট্ট না হইল নাম হৈল স্বরূপ॥]

পুরুষোত্তমাচার্য্য প্রভুর সন্ন্যাস দেখিয়া শিখাসূত্রত্যাগরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। স্বরূপদামোদর তাঁহার সন্ন্যাস নাম হইল। যোগপট্ট লইবার যে প্রকরণ তিনি স্বীকার করিলেন না। কেননা তাঁহার সন্ন্যাস কোন প্রকার আশ্রমাহঙ্কার বৃদ্ধি

করিবার জন্য ছিল না। কেবল নিশ্চিন্তে কৃষ্ণভজন করিব এই মানসেই স্বীকৃত হইল।

৪৯৫পৃ, ৯।১০প'। [কৃষ্ণরস তত্ত্ববেত্তা দেহ প্রেমরূপ···দ্বিতীয় স্বরূপ ॥]

কৃষ্ণরসের তত্ত্ববেত্তা। তাঁহার দেহ সাক্ষাৎ প্রেমরূপ। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ উদয় হইয়াছেন।

৪৯৫পৃ, ১৩।১৪পং। [ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ আর রসাভাস···উল্লাস ॥]

ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ,—অচিন্ত্যভেদাভেদই ভক্তিসিদ্ধান্ত, ইহার বিরুদ্ধ যাহা তাহাই ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। রসাভাস অর্থাৎ রসের ন্যায় প্রতীত হইতেছে কিন্তু রস নয়। এই দুইপ্রকার হইতে বৈষ্ণবদিগের দূরে থাকা কর্ত্তব্য। কেন না, মায়াবাদাদি ভক্তি-সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধবাক্য শুনিতে শুনিতে জীবের পতন হয়। রসাভাস আলোচনা করিতে করিতে সহজিয়া, বাউল ও জড় রসাসক্ত হইয়া পড়ে। এই দোষে যাঁহারা দূষিত, তাঁহাদের সঙ্গ নিষেধ করিবার জন্য শ্রীমহাপ্রভু ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাসকে দূরে রাখিবার প্রথা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

৪৯৫পৃ, ১৭পং। [বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ।]

বিদ্যাপতি, মিথিলাদেশস্থ প্রাচীন বৈষ্ণবকবি। চণ্ডীদাস, নান্নুরগ্রামস্থ প্রাচীন বঙ্গীয় কবিবিশেষ। শ্রীগীতগোবিন্দ,—শ্রীজয়দেবপ্রণীত কৃষ্ণরসাশ্রিত সংস্কৃত গীত সমূহ।

৪৯৫পৃ, ১৯।২০পং। [সঙ্গীতে গন্ধর্ব্বসম শাস্ত্রে বৃহস্পতি···মহামতি ॥]

স্বরূপগোস্বামী সঙ্গীতশাস্ত্রে ও সাধারণশাস্ত্রে বিশেষ পটু ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে গানবিদ্যায় পটু দেখিয়া পূর্ব্বেই দামোদর নাম দিয়া ছিলেন। সন্ন্যাসগুরুর প্রদত্ত স্বরূপ নামে

দামোদর সংযুক্ত হইয়া তাঁহার নাম স্বরূপদামোদর হইয়াছিল। 'সঙ্গীতদামোদর' নামে সঙ্গীতশাস্ত্রের একখানি গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন।

৪৯৬পৃ, ৭পং। হেলোদ্ধূলিত খেদয়াবিশদয়া ইতি। মধ্য ১০ম, ৩শ্লো।

হে দয়ানিধে, শ্রীচৈতন্য, যাহা হেলায় সমস্ত খেদদূর করে, যাহাতে সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা আছে, যাহার পরমানন্দ আর সকল বিষয় আচ্ছাদন করিয়া প্রকাশিত হয়, যদুদয়ে শাস্ত্রবিবাদ শেষ হয়, যাহার রসবর্ষণদ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যাহার ভক্তিবিনোদনক্রিয়া সর্ব্বদা সমতা দান করে, সেই মাধুর্য্য মর্য্যাদা দ্বারা তোমার অতি বিস্তারিণীদয়া আমার প্রতি উদয় হউক।

৪৯৭পৃ, ১৯।২০পং। [কাশীশ্বর আসিবেন তীর্থদেখিয়া...থাকা।]

কাশীশ্বর ও গোবিন্দ দুইজনে শ্রীঈশ্বরপুরীর সঙ্গে ছিলেন কাশীশ্বর অন্যান্য তীর্থ ভ্রমণ করিয়া মহাপ্রভুর নিকট পরে আসিবেন। গোবিন্দ শ্রীঈশ্বরপুরীর সিদ্ধিপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরে প্রভুর চরণাশ্রয় করিয়াছিলেন।

৪৯৮পৃ, ৯।১০পং। [স্নেহ সেবাপেক্ষা মাত্র শ্রীকৃষ্ণকৃপার...আচার ॥]

শ্রীকৃষ্ণকৃপার আর কিছু অপেক্ষা নাই, কেবল স্নেহসেবাকেই অপেক্ষা করে। সেবা দুইপ্রকার, স্নেহসেবা ও মর্য্যাদাসেবা। যে স্থলে স্নেহসেবা সেইস্থলেই কেবল কৃষ্ণকৃপা হইয়া থাকে। যেখানে মর্য্যাদাসেবা সেখানে কৃষ্ণকৃপা সহজ নয়। কৃপার জাতিকুলের বিচার থাকে না।

৪৯৮পৃ,১৮।১৭পং। [গুরুর কিঙ্কর...আপন সেবা করিতে না জুয়ায়।

গুরুর কিঙ্কর সহজে মাননীয়, তাঁহাকে নিজের সেবা দেওয়া উচিত নয়।

৪৯৯পৃ, ২পং। সগুশ্রুবামাতরি ভার্গবেণ পিতুঃ ইতি। মধ্য, ১০ম, ৪ শ্লো।

পিতৃআজ্ঞায় পরশুরামকর্ত্তৃক উন্মাতা শত্রুর ন্যায় নিহত হইয়াছিলেন, ইহা শ্রবণ করিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতার আজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলেন, যেহেতু গুরুর আজ্ঞা অবিচারণীয়া ॥ ৩ ॥

৪৯৯পৃ,৬পং। নির্ব্বিচারং গুরোরাজ্ঞা ময়াকার্য্যা ইতি॥ মধ্য, ১০ম, ৫শ্লো।

মাহাত্মাগুরুর আজ্ঞা নির্ব্বিচারপূর্ব্বক আমার অনুষ্ঠেয়, ইহাতে আপনার শ্রেয় আছে, এবং আমারও বিশেষতঃ শ্রেয় আছে ॥ ৫ ॥

৪৯৭পৃ, ১১পং। সমাধান,—সেবাকার্য্য।

৫০০পৃ, ৩পং। ছদ্ম ;—ছল, কপট।

৫০০পৃ, ১০পং। না ভায়,—শোভা পায় না।

৫০০পৃ,১৯পং। সম্প্রতিক—বর্ত্তমান কালে। এই পুরুষোত্তমে চল ও অচল দুইটী ব্রহ্ম দেখিতেছি।

৫০১পৃ, ৮-১২পং। [ইহার সনে আমার ন্যায়···এইত কারণ॥]

ইহাঁর সহিত আমার বিচার মন দিয়া শুন। ব্রহ্ম ব্যাপক অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক, জীব অণু অর্থাৎ ব্রহ্মেরদ্বারা ব্যাপ্য। যিনি চর্ম্ম ঘুঁচাইয়া আমাকে শোধন করিলেন তিনি ব্যাপক ও আমি-ব্যাপ্য। এস্থলে ব্রহ্মানন্দভারতীরূপ আমি বা কৃষ্ণচৈতন্যরূপ উনি ব্রহ্ম হইলেন বিচার করিয়া দেখ।

৫০১পৃ, ১৪পং। সুবর্ণবর্ণঃ ইতি। মধ্য, ১০ম, ৬ শ্লো। অনুবাদ ১২৮৪পৃ।

৫০১পৃ, ১৬।১৭পং। [এই সব নামের ইহ হয়···বিভুজ অঙ্গদ॥]

'সুবর্ণবর্ণঃ' শ্লোকে যে সকল নাম আছে তাহার শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যই আস্পদ অর্থাৎ তাঁহাতে স্থান পাইয়াছে। চন্দনমাখা প্রসাদ ডোর ইহাঁর দুইবাহুতে বলয় স্বরূপ।

৫০২পৃ, ১১পং । অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ ইতি । মধ্য, ১০ম, ৭ শ্লো ।

অদ্বৈতমার্গের পথিকগণদ্বারা উপাস্য আর আত্মানন্দসিংহাসন হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াও কোন গোপবধু লম্পট শঠ কর্ত্তৃক হঠক্রমে দাসরূপে কৃত হইয়াছি ॥ ৭ ॥

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

একাদশপরিচ্ছেদের কথাসার ।

সার্ব্বভৌম প্রতাপরুদ্রকে মহাপ্রভুর সহিত মিলন করাইবার চেষ্টা করিলে, মহাপ্রভু তাহা অস্বীকার করিলেন। গজপতি-মহারাজের সহিত রামানন্দরায় পুরুষোত্তমে আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজার বহুবিধ বৈষ্ণবগুণব্যাখ্যা করিলে প্রভুর চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইল। সার্ব্বভৌমের নিকট রাজা নিজের দৈন্যপ্রতিজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন। সার্ব্বভৌম রাজাকে মহাপ্রভুর চরণ দর্শনের একটী উপায় বলিয়া দিলেন। অনবসরকাল উপস্থিত হইলে ভগবদ্দর্শন বিরহে ব্যাকুল হইয়া মহাপ্রভু আলাল-নাথ গেলেন। গৌড় হইতে ভক্তসকল আসিতেছেন শুনিয়া মহাপ্রভু পুরুষোত্তমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাদি ভক্ত-গণ আসিবার সময় স্বরূপ ও গোবিন্দ প্রভু-দত্ত মালা লইয়া তাঁহাদিগকে আনিতে গেলেন। রাজা অট্টালিকা হইতে বৈষ্ণবা-গমন দেখিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌমের ইচ্ছামত শ্রীগোপী-নাথাচার্য্য ঐ সকল বৈষ্ণবের পরিচয় দিলেন। সার্ব্বভৌমের সহিত রাজার শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণত্ব ও সমাগত বৈষ্ণবদিগের ক্ষৌরোপবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রসাদান্ন-সেবন সম্বন্ধে অনেক

বিচার উপস্থিত হইল। তদনন্তর রাজা বৈষ্ণবদিগের বাসাবাটী ও প্রসাদান্নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। মহাপ্রভু বাসুদেবদত্তাদি বৈষ্ণবগণের সহিত অনেক আনন্দজনক কথোপকথন করিলেন। হরিদাসের দৈন্য দেখিয়া টোটা মধ্যে তাঁহাকে একটু নিভৃত স্থান দিলেন এবং হরিদাসের স্বীয় মহিমা বলিলেন। তাহার পর জগন্নাথের মন্দিরে চারিসম্প্রদায় বিভাগপূর্ব্বক মহাসঙ্কীর্ত্তন হইলে বৈষ্ণবগণ প্রভুর আজ্ঞায় নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন।

৫০৪পৃ, ২পং। অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং গৌরচন্দ্রঃ ইতি ॥ মধ্য, ১১শ, ১ শ্লো।

শ্রীজগন্নাথের গৃহে ভক্তগণের সহিত নানাভাবে অলঙ্কৃত শরীর শ্রীগৌরচন্দ্র অতিশয় উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়া স্বমাধুর্য্যদ্বারা এই বিশ্বকে প্রেমের বন্যায় ডুবাইয়া ছিলেন ॥ ১ ॥

৫০৪পৃ, ১৮পং। নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্যেতি। মধ্য, ১১শ, ২ শ্লো।

শ্রীচৈতন্যদেব খেদের সহিত কহিলেন হায়! ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার যাঁহাদের ইচ্ছা এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তির পক্ষে বিষয়ী ও স্ত্রী-সন্দর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষা অসাধু ॥২॥

৫০৫পৃ, ৩-৬পং। [সার্ব্বভৌম কহে সত্য তোমার···উপজে বিকার ॥]

সার্ব্বভৌম কহিলেন প্রভো, তুমি যাহা কহিলে তাহা সত্য বটে, কিন্তু রাজা প্রতাপরুদ্র দেব জগন্নাথ সেবক এবং ভক্তোত্তম। প্রভু কহিলেন, জগন্নাথের সেবক ও ভক্তোত্তম হইলেও রাজা কাল সর্পাকার। দেখ, কাষ্ঠনির্ম্মিতা নারীকে স্পর্শ করিলে যেরূপ কোনপ্রকার বিকার জন্মিতে পারে তদ্রূপ ভক্তোত্তম রাজার সন্দর্শনে বিরক্ত-ব্যক্তির অনর্থ জন্মিতে পারে।

৫০৫পৃ, ৯পং। আকারাদপি ভেতব্যমিতি। মধ্য, ১১শ, ৩ শ্লো।

যেরূপ সর্প ও তাহার আকৃতি দেখিলে মনের ক্ষোভ জন্মে

সেইরূপ স্ত্রীলোক ও বিষয়ীর আকার দেখিলেও ভয় হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

৫০৫পৃ, ১৭পং। গজপতি,—যেরূপ অন্যান্য কোন কোন বিশেষ রাজাদিগের ছত্রপতি, নরপতি, অশ্বপতি ইত্যাদি পদ ছিল গজপতি সেইরূপ উড়িষ্যার সম্রাট রাজাদিগের উপাধি।

৫০৬পৃ, ১১পং। [তোমার যে বর্ত্তন তুমি খাও সে বর্ত্তন]

রাজমাহেন্দ্রীর শাসনকর্ত্তৃত্বপদে তুমি যে বর্ত্তন অর্থাৎ পরিশ্রমের অর্থ বা বেতন পাইতে এখন তোমাকে কার্য্য হইতে অবসর করিয়া দেওয়া গেল, তথাপি তুমি সেই বেতন পাইবে।

৫০৬পৃ, ১৭।১৮পং। [যে তাহার প্রেম আর্ত্তি দেখিল ; নাহিক আমাতে ॥]

রামানন্দ কহিলেন, প্রভো রাজার যে প্রেমবেদনা তাঁহাতে দেখিলাম, তাহার একদেশ আমাতেও নাই।

৫০৭পৃ, ৫পং। যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাঃ ইতি। মধ্য,১১শ, ৪শ্লো।

হে পার্থ যাহারা কেবল আমার ভক্ত তাহারা বস্তুত আমার ভক্ত নয়। কিন্তু যাহারা আমার ভক্তের ভক্ত তাহাদিগকে আমার উত্তম ভক্ত বলিয়া জানি ॥ ৪ ॥

৫০৭পৃ,৯পং। আদরঃ পরিচার্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরিতি। মধ্য, ১১শ,,৫।৬শ্লো।

"আমার পরিচর্য্যার আদর, সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা অভিবন্দন, আমার ভক্তের বিশেষপূজা, সর্ব্বভূতে মৎসম্বন্ধবুদ্ধি, আমার জন্য অঙ্গচেষ্টা, আমার গুণব্যাখ্যা করাই যথেষ্ট কার্য্য, আমাতে মন অর্পণ এবং সর্ব্বকাম বিসর্জ্জন, এই সকল ভক্তের লক্ষণ ॥ ৫ । ৬ ॥

৫০৭পৃ, ১৫পং। আরাধনানাং সর্ব্বেষামিতি ॥ মধ্য, ১১শ, ৭ শ্লো।

অন্যান্য দেবতার আরাধনাপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠা, হে দেবী, বিষ্ণু আরাধনা অপেক্ষা ভক্তের অর্চ্চন শ্রেষ্ঠ ॥ ৭ ॥

৫০৭পৃ, ১৯পং। দুরাপাহ্যল্পতপসঃ সেবাইতি ॥ মধ্য, ১১শ, ৮ শ্লো।

দেব দেব জনার্দ্দনকে যাঁহারা নিত্য গান করেন, সেই বৈকুণ্ঠ পথগামীকৃষ্ণদাসদিগেরসেবা অল্পতপস্যাবান্‌ব্যক্তির পক্ষে অপ্রাপ্য।

৫০৭পৃ, ২১।২৩পং। [পুরী· ·নিত্যানন্দ কৈল রায় চরণ বন্দন।]

পুরী—পরমানন্দপুরী। ভারতী—ব্রহ্মানন্দভারতী। স্বরূপ—প্রসিদ্ধ স্বরূপদামোদর। নিত্যানন্দ,—প্রভু নিত্যানন্দ। এই চারি গোসাঁইর রামানন্দ চরণ বন্দনা করিলেন।

৫০৮পৃ, ৯।১০পং [প্রভু কহে শীঘ্র ·ঐছে ঘর যাই কর কুটুম্ব মিলন।]

জগন্নাথ দর্শন করিয়া একেবারে নিজ ঘরে গিয়া কুটুম্বদিগকে মিলন কর।

৫০৯পৃ, ৭পং। অদর্শনীয়ানপি নীচজাতীন্‌ ইতি ॥ মধ্য, ১১শ, ৯ শ্লো।

অদর্শনীয় নীচজাতিসকলকে দর্শন দিতেছেন তথাপি আমাকে দর্শন দিবেন না। আমি বিনা সকল জীবকে কৃপা করিবেন, ইহাই স্থির করিয়া কি তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন? ॥ ৯ ॥

৫১০পৃ, ৫।৬পং। [কৃষ্ণরাসপঞ্চাধ্যায়ী করিতে পঠন···ধরিবে চরণ।]

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০মস্কন্ধে, ২৯-৩৩ অধ্যায়) শ্রীকৃষ্ণের রাস পঞ্চাধ্যায়ের কবিতাগুলি পাঠ করিতে করিতে আপনি একলা গিয়া মহাপ্রভুর চরণ ধরিবেন।

৫১০পৃ, ১৯।২০পং। [গোপীভাবে প্রভু বিরহে ব্যাকুল···ছাড়িয়া ॥]

অনবসরসময়ে, জগন্নাথদর্শন না পাইয়া প্রভু বিরহে ব্যাকুল অবস্থায় আলালনাথ গিয়া থাকিতেন।

৫১১পৃ, ৯পং। নরেন্দ্র,—নরেন্দ্রনামক পুষ্করণী, যাহাতে চন্দন যাত্রায় উৎসব হয়। আজও গৌড়ীয়ভক্তগণ পুরুষোত্তমে প্রবেশ করতঃ নরেন্দ্রপুষ্করণীর জলে হস্তপদ ধৌত করিয়া শ্রীমন্দিরে যান।

৫১১পৃ, ১৭পং। [আমি কাহু নাহি চিনি চিনিতে মন হয়।]

আমি কাহাকেও চিনি না, চিনিতে ইচ্ছা হয়।

৫১২পৃ,১৯পং। আচার্য্য কহে,—গোপীনাথাচার্য্য কহিলেন।

৫১৩পৃ ৯পং। গোবিন্দ ঘোষ, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ, ইহাঁকেই ঘোষঠাকুর বলে। ঘোষঠাকুরের মেলা অগ্রদ্বীপে হইয়া থাকে।

৫১৩পৃ, ৯পং। বাসুঘোষ, মহাপ্রভুর সম্বন্ধে অনেক গীত প্রস্তত করিয়াছেন, তাহা মহাজনী গীতের মধ্যে অগ্রগুণ্য।

৫১৪পৃ, ১১।১২পং [সংকীর্ত্তন যজ্ঞে…সুমেধা আর কলিহত জন।]

কলিকালে সংকীর্ত্তনযজ্ঞে যিনি কৃষ্ণচৈতন্যকে আরাধনা করেন তিনি সুমেধা। যাহারা সেরূপ ভজন করে না, সেসকল ব্যক্তি কলিহত অর্থাৎ কলিকর্ত্তৃক হতবুদ্ধি।

৫ ৪পৃ,১৫পং। কৃষ্ণবর্ণং। ১১শ, ১০ শ্লো। অনুবাদ ১২৮৪পৃ।

৫১৫পৃ, ১২পং। [তাঁর কৃপা নহে যারে…ঈশ্বর না মানে॥]

যাহার প্রতি তাঁহার কৃপা নাই সে পণ্ডিত হউক না কেন, তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য দেখিলে শুনিলেও তাঁহার কৃপা অভাবে কৃষ্ণ চৈতন্যকে ঈশ্বর বলিয়া মানিতে পারে না।

৫১৫পৃ,৫পং। তথাপিতে দেবইতি। মধ্য,১১শ, ১১শ্লো। অনুবাদ ১৪১০পৃ।

৫১৫পৃ, ১৯পং—৫১৬পৃ, ৪পং। [রাজা কহে উপবাস…প্রসাদ ভোজন॥]

রাজা কহিলেন, 'তীর্থে প্রবেশ করিলে সে দিন উপবাস করিতে হয় ও তথায় ক্ষৌর করিতে হয়, এরূপ শাস্ত্রের বিধান আছে। এই বৈষ্ণবসকল কি কারণে অন্ন জল সেবা করিবেন।' ভট্টাচার্য্য কহিলেন, 'আপনি যাহা কহিলেন তাহাই বৈধধর্ম্ম, কিন্তু রাগমার্গে ধর্ম্মের আর একটী সূক্ষ্মমর্ম্ম আছে। ক্ষৌরোপোষণ ভগবান ঋষিদিগের দ্বারা পরোক্ষরূপে শাস্ত্রে আজ্ঞা দিয়াছেন, কিন্তু স্বয়ং প্রসাদ ভোজনের আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন।'

৫১৬পৃ, ১৫পং। যদা যস্যানুগৃহ্নাতিভগবানিতি ॥ মধ্য, ১১শ, ১২ শ্লো।

যে কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে যখন আত্মভাবিত ভগবান হৃদয়ে প্রেরণাদ্বারা অনুগ্রহ করেন। তিনি লোক ও বেদের প্রতি যে পরিনিষ্ঠিত বুদ্ধি তাহা পরিত্যাগ করেন ॥ ১২ ॥

৫১৬পৃ ১৮পং। পড়িছা,—পরীক্ষাশব্দ হইতে পড়িছাশব্দ; অতএব তত্ত্বাবেক্ষণ করাই পড়িছার কর্ম্ম।

৫১৮পৃ, ১৭পং। বাসু কহে মুকুন্দ,—বাসুদেব দত্তের কনিষ্ঠ মুকুন্দ দত্ত। মুকুন্দ মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন।

৫১৮পৃ, ১৮।১৯পং। [তোমার চরণ পাইল সেই পুনর্জন্ম…আমার জ্যেষ্ঠ॥]

বাসুদেব কহিলেন মুকুন্দ আমার পূর্ব্বেই অপনার চরণাশ্রয় করিয়াছে, আমি পরে করিলাম, সুতরাং মুকুন্দের পারমার্থিক জন্ম পূর্ব্বে হইয়াছে এবং তজ্জন্য আমি কনিষ্ঠ হইয়া পড়িলাম।

৫১৯পৃ, ১১।১৬পং। [শঙ্করে দেখিয়া প্রভু　বড়ভাই তোমার কৃপাতে ॥]

দামোদরপণ্ডিত জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও শঙ্করপণ্ডিত কনিষ্ঠভ্রাতা। প্রভু কহিলেন, দামোদর, তোমার প্রতি আমার সগৌরব প্রীতি অর্থাৎ মান্যের সহিত প্রীতি, কিন্তু শঙ্করের প্রতি কেবল শুদ্ধপ্রেম। তুমি এখন শঙ্করকে আপনার সঙ্গে রাখ। দামোদর কহিলেন প্রভু আপনার স্নেহাধিক্য প্রাপ্ত হইয়া শঙ্কর আমার ছোটভাই হইয়াও বড়ভাই হইয়া পড়িল।

৫২০পৃ, ২পং। নিমজ্জতোঽনন্তভবার্ণবান্তঃ ইতি। মধ্য, ১১শ, ১৩ শ্লো।

হে অনন্ত, ভবার্ণবে নিমগ্ন থাকিয়া বহুদিন পরে আপনাকে কূলস্বরূপ লাভ করিয়াছি। হে ভগবান্ আপনি আমাকে লাভ করিয়া আপনার দয়ার অতি উত্তম পাত্র পাইলেন। এই শ্লোকটী যামুনাচার্য্য কৃত আলমন্দারু স্তোত্রান্তর্গত ॥ ১৩ ॥

৫২১পৃ, ১৩পং। টোটা মধ্যে,—উদ্যান মধ্যে।

৫২২পৃ, ১৭।১৮পং। [আমি দুই হই···আজ্ঞা দেহ কৃপা করি।]

আপনার যাহা চাই কৃপা করিয়া তাহা আজ্ঞা করিয়া দিন। আমরা দুই জন আপনার আজ্ঞাকারী ভৃত্য।

৫২৩পৃ, ৭পং। চূড়া,—জগন্নাথ-মন্দিরের চূড়া।

৫২৪পৃ, ৬পং। অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ ইতি। মধ্য, ১১শ, ১৪শ্লো।

হে ভগবন্, যাঁহাদের মুখে আপনার নাম বর্ত্তমান, তাঁহারা শ্বপচ হইলেও শ্রেষ্ঠ। আপনার নাম যাঁহারা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সমস্তপ্রকার তপ করিয়াছেন, সমস্তযজ্ঞ করিয়াছেন, সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়াছেন, সুতরাং আর্য্যমধ্যে পরিগণিত ॥ ১৪ ॥

৫২৪পৃ, ২০পং। যোগ্যক্রম করি,—যাঁহার পর যাঁহার বসা উচিত, সেরূপ করিয়া।

৫২৬পৃ, ৯-১২পং। [সন্ধ্যা মধ্যে নৃত্য করে শচীর নন্দন ··করেন কীর্ত্তন ॥]

পাঠান্তরে,—সন্ধ্যা ধূপ দেখি আরম্ভিল সঙ্কীর্ত্তন। পড়িছা আনিয়া দিল মাল্য চন্দন॥ চারি দিকে চারিসম্প্রদায় করে সঙ্কীর্ত্তন। মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন॥

৫২৭পৃ, ৮পং। লোকসব করয়ে সিনানে– চারিদিগের লোক সব অশ্রুজলে স্নান করে।

৫২৭পৃং, ৯পং। বেড়া নৃত্য,—মন্দির বেড়িয়া নৃত্য।

৫২৮পৃ, ৭।৮পং। [পুলিন ভোজন যেন কৃষ্ণ মধ্য···আমারে নিহানে ॥]

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ যখন পুলীনভোজন করিয়াছিলেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকে রাখালগণ বসিয়া সকলেই দেখিতেছিল, কৃষ্ণ তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া ভোজন করিতেছেন। সেইরূপ মহাপ্রভু যখন নৃত্য করিতেছিলেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ ভক্তগণ তাঁহার সম্মুখে

থাকিয়া মুখ দর্শন করিতেছিলেন, ইহাই একটী ঐশ্বর্য্য প্রকাশ। নেহানে,—দেখে।

৫২৮পৃ, ১৭পং। পুষ্পাঞ্জলি,—জগন্নাথদেবের পুষ্পাঞ্জলি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বাদশপরিচ্ছেদের কথাসার।

শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে রাজা অনেক চেষ্টা করিলেন। প্রভু নিত্যানন্দ সকলভক্ত সঙ্গে লইয়া রাজার চিত্ত ভাব প্রভুকে জানাইলেন। মহাপ্রভু তথাপি অস্বীকার করায় নিত্যানন্দপ্রভু একটি বহির্ব্বাস মহাপ্রভুর নিকট হইতে লইয়া রাজাকে পাঠাইয়া দিলেন। রামানন্দরায় অন্যদিবসে রাজাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য মহাপ্রভুকে জানাইলে মহাপ্রভু তাহাতে সম্মত না হইয়া, রাজার পুত্রকে আনিতে আজ্ঞা দিলেন। রাজপুত্রের কৃষ্ণোদ্দীপক বেশ দেখিয়া মহাপ্রভু তাহাকে কৃপা করিলেন। রথযাত্রার পূর্ব্বেই স্বীয়ভক্তগণ সহিত মহাপ্রভু গুণ্ডিচাবাড়ী ধৌত ও মার্জ্জিত করিলেন। তদনন্তর ইন্দ্রদ্যুম্নস্নান করিয়া উপবনে সমস্তবৈষ্ণব লইয়া মহাপ্রভু প্রসাদসেবা করিলেন মন্দিরমার্জ্জনসময়ে কোন গৌড়ীয় মহাপ্রভুর চরণে জল দিয়া সেইজল পান করায় একটী প্রেমরহস্য উদয় হইল। আবার অদ্বৈত-পুত্র শ্রীগোপাল মূর্চ্ছিত হইলে তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয় না দেখিয়া, মহাপ্রভু তাহাকে চেতন করিলেন। প্রসাদ সেবনী সময়ে অদ্বৈতপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভুতে একটু প্রেমকলহ হইয়াছিল। অদ্বৈতপ্রভু কহিলেন, অজ্ঞাতকুল-শীল নিত্যানন্দের সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করা গৃহস্থব্রাহ্ম-

ণের কর্ত্তব্য নয়। তদুত্তরে প্রভু নিত্যানন্দ বলিলেন, অদ্বৈতাচার্য্য অদ্বৈতসিদ্ধান্তে নিপুণ। ভক্তলোকে তাঁহার সঙ্গে ভোজন করিলে চিত্ত কিরূপ হইয়া উঠে? এই উভয় প্রভুর কথায় অত্যন্ত গূঢ় রহস্য আছে; তাহা সদ্ভক্ত লোকে অনায়াসে বুঝিতে পারেন। স্বরূপাদি সজ্জন বৈষ্ণবদিগের সেবা হইলে পরে গৃহমধ্যে প্রসাদ সেবা করিলেন। শ্রীনবযৌবন দর্শন দিনে ভক্তগণ লইয়া মহাপ্রভু জগবন্ধু দর্শনে বিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন।

৫২৯পৃ, ১২পং। শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরমাত্মবৃন্দৈরিতি। মধ্য, ১২শ, ১শ্লো।

গৌরচন্দ্র আত্মীয় ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীগুণ্ডিচামন্দির সম্মার্জন করতঃ স্বীয় শীতল ও উজ্জ্বল চিত্তের ন্যায় পরিষ্কার করিয়া কৃষ্ণের উপবেশন যোগ্য করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

৫৩১পৃ, ১২পং। [সার্ব্বভৌম কহে…কহিব রাজব্যবহার।]

সার্ব্বভৌম কহিলেন আমরা সকলে একত্র হইয়া মহাপ্রভুর নিকটে রাজার সুবৈষ্ণব ব্যবহার কীর্ত্তন করিব। রাজাকে দর্শন দিবার জন্য অনুরোধ করিব না।

৫৩১পৃ. ১১পং। কাণে মুদ্রা,—পশ্চিমদেশে যোগীদিগকে কাণ-ফাটা যোগী বলে। যোগীরা কাণে শম্বুকের অস্থিদ্বারা একটী চিহ্ন ধারণ করেন।

৫৩১পৃ, ১২পং। [রাজ্য ভোগ নহে চিত্তে বিনা গৌরহরি।]

রাজা বলিলেন, গৌরহরির দর্শন বিনা রাজ্য ভোগচিত্তে নহে, অর্থাৎ ভাল লাগে না।

৫৩১পৃ. ১৯পং—৫৩২পৃ, ২পং। [পরমার্থ থাকুক…মিলি তবে তারে।]

পরমার্থবিচারে, সংন্যাসীর পক্ষে রাজসন্দর্শন দোষাবহ। সে দোষেরত কথাই নাই, আবার সন্ন্যাসীর স্বল্পদোষ দেখিলে

লোকে নিন্দা করে। লোকনিন্দা পরিত্যাগের একটু তাৎপর্য্য আছে। জগতে ধর্ম্মপ্রচার সন্ন্যাসীর কর্ম্ম। জগতে যদি নিন্দা হইল তাহা হইলে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য ভালরূপে হয় না। সুতরাং এতন্নিবন্ধন লোকরক্ষা করাও প্রয়োজন। লোকনিন্দার কথা দূরে থাকুক আমার নিকট এই যে দামোদর বসিয়া আছেন, ইঁহার হাতে নিস্তার পাওয়া কঠিন, ইনি অবশ্য ভর্ৎসন করিবেন। তোমাদের আজ্ঞায় রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি না। যদি দামোদর মিলন করিতে বলেন তাহা হইলে পারি। প্রভুর এই বাক্যে অনেক গূঢ় অর্থ আছে। দামোদরের ভক্তিবশ হইলেও ও তাহার বাক্‌দণ্ড অনেক সময় প্রভুর পক্ষে অযোগ্য, এই কথায় দামোদরের সেই প্রবৃত্তি ছাড়িতে হইবে।

৫৩২পৃ, ১৩-১৬পং। [কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব…ছাড়িলেক প্রাণ।]

একদিন শ্রীকৃষ্ণ রাখাল ও গরুপাল লইয়া মথুরার নিকটবর্ত্তী হইলে রাখালদিগের ক্ষুধা হইল। কৃষ্ণ কহিলেন, নিকট বনে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ করিতেছেন, তাঁহাদের নিকটগিয়া আমার নামে অন্নভিক্ষা কর। রাখালগণ গিয়া অন্ন যাচ্ঞা করিলে কর্ম্মজড় যাজ্ঞিকব্রাহ্মণেরা অন্ন দিলেন না। ব্রাহ্মণপত্নীগণ কৃষ্ণের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃ রাখালদিগের যাচ্ঞা শ্রবণ করতঃ পতিগণের যজ্ঞপরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে অন্নদিবার জন্য অনেক বিভ্রাট স্বীকার করিলেন। তাৎপর্য্য এই যে ভগবত্তত্ত্বে অনুরাগ থাকিলে তাঁহার সেবাভাবে ভক্ত প্রাণ ছাড়িতে প্রস্তুত হয়।

৫৩৩পৃ, ১১।২০পং। [রাজমন্ত্রী রামানন্দ ব্যবহারে নিপুণ…প্রভুরমন ॥]

রামানন্দ রাজমন্ত্রীত্বে রাজকীয় ব্যবহার ইত্যাদি সকল বিষয়ে

বড়ই নিপুণছিলেন, সুতরাং রাজার যে মহাপ্রভুর প্রতি প্রীতি তাহা বর্ণন করিয়া প্রভুর চিত্ত দ্রব করিয়াছিলেন।

৫৩১পৃ, ৭পং। প্রণালিকায়,—নর্দামায়।

৫৪৩পৃ, ৩পং। নৃসিংহ মন্দির,—গুণ্ডিচাবাড়ির সন্নিকটে একটী সুন্দর ও পুরাতন নৃসিংহমন্দির আছে। তথায় নৃসিংহচতুর্দ্দশীর দিবস বৃহৎমহোৎসব হয়। মুরারীগুপ্তরচিত শ্রীচৈতন্যচরিত গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপধামে নৃসিংহমন্দির সংস্করণলীলা বর্ণিত আছে।

৫৪৪পৃ, ১৪ ১৬পং। [স্নান করিবারে গেলা ভক্তগণ···উপবন।]

ইন্দ্রদ্যুম্নপুষ্করিণী ও গুণ্ডিচাবাড়ীর নিকট সেই পুষ্করণীতে প্রভু স্নান করিয়া নৃসিংহদেবকে নমস্কার করত উপবনে গেলেন।

৫৪৬পৃ, ৫পং। লাফরা ব্যঞ্জন,—সামান্য চচ্চড়ীর ন্যায় এক প্রকার ব্যঞ্জনবিশেষ। মোটাঅন্নের সহিত তাহা মিলাইয়া দুঃখীলোককে পরিবেশন করে।

৫৪৬পৃ, ৬পং। অমৃতগুটীকা,—ক্ষীরে ফেলা মোটা পুরি, তাহাকে সচরাচর অমৃতরসাবলি বলে।

৫৪৮পৃ, ১৩পং। নান্ন দোষেণ মস্করী,—মস্করী অর্থাৎ সন্ন্যাসীর অন্নদোষ লাগে না।

৫৪৮পৃ, ১৭পং—৫৪৯পৃ, ২পং। [নিত্যানন্দ কহে তুমি···হয় মন ॥]

নিত্যানন্দ কহিলেন, তুমি অদ্বৈতআচার্য্য। তোমার সিদ্ধান্ত সকল অদ্বৈতবাদ। তাহাতে শুদ্ধভক্তিকার্য্যের বাধা হয়। তোমার সিদ্ধান্তে যিনি আসক্তি করেন তিনি একবস্তু ব্রহ্মবই আর কিছুই দেখিতে পান না। এবম্বিধ তোমার সঙ্গ আমাদের ত্যজ্য হইলেও তোমার সহিত একত্র ভোজন ঘটিতেছে। ইহাতে আমার মন লয় না।

৫৪৯পৃ, ৪পং। ব্যাজস্তুতি,—ছলস্তুতি অর্থাৎ বাহিরে নিন্দা-বাক্য ভিতরে মাহাত্ম্যসূচক।

৫৪৯পৃ, ৬পং। [মহাপ্রসাদ দেন মহা অমৃত সিঞ্চিয়া।]

মহাপ্রভু বৈষ্ণবদিগকে মহাপ্রসাদ দেওয়াইলেন তাহাতে প্রভুর কৃপারূপ-অমৃত সিঞ্চিত হওয়ায় ততোধিক উপাদেয় হইল।

৫৪৯পৃ, ১৮পং। ধোয়াপাখলা,—এই গুণ্ডিচা মার্জন লীলার নাম উৎকল ভাষায় ধোয়াপাখলা বলে।

৫৪৯পৃ, ১৯পং। নেত্রোৎসব,—স্নানের সময় জগন্নাথের বর্ণ-ধৌত হওয়ায় অনবসর কালে শ্রীমূর্ত্তিত্রয়ের অঙ্গরাগ হয়। নব-যৌবন দিবসেই প্রাক্‌কালে নেত্রোৎসব অর্থাৎ চক্ষুর অঙ্গরাগ হয়।

৫৫০পৃ, ১পং। পক্ষদিন,—পনর দিবস।

৫৫০পৃ, ১১পং। মর্য্যাদা লঙ্ঘন,—শাস্ত্রের যে বিধি অনুসারে দেব দর্শন করিতে হয় সেই বিধির নাম মর্য্যাদা। দর্শন লোভে অনেকেই সে মর্য্যাদা লঙ্ঘনপূর্ব্বক নবযৌবন দর্শনে গেলেন।

৫৫০পৃ, ১৬পং। [নীলমণি দর্পণ কান্তি গণ্ড ঝলমল।]

নীলমণি অর্থাৎ ইন্দ্রনীলমণি নির্ম্মিত দর্পণের কান্তির ন্যায় জগন্নাথদেবের গণ্ডস্থল ঝলমল করিতেছিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের কথাসার।

প্রাতস্নান করিয়া প্রভু জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রার পাণ্ডু-বিজয়ের সহিত রথারোহণ দর্শন করিলেন। সেইসময় রাজা সুবর্ণ-মার্জ্জনীর দ্বারা পথসম্মার্জ্জন করিতেছিলেন। লক্ষ্মীর অনু-মতি লইয়া জগন্নাথ গুণ্ডিচাবাড়ী চলিলেন। বালুকাময় সুপ্রশস্ত

পথ দুইদিকে গৃহউদ্যানাদি, সেই পথমধ্য দিয়া গৌড়গণ রথ টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। মহাপ্রভু নিজগণকে সাত সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া চৌদ্দমাদল কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তন সময়ে মহাপ্রভুর বহুবিধ ভাব উদয় হইতে লাগিল। এমত কি যেন জগন্নাথ ও মহাপ্রভু পরস্পর ভাব বিনিময়ের পরিচয় দিতে লাগিলেন। বলগণ্ডি পর্য্যন্ত রথ আসিলে তথায় সাধারণের একটী ভোগ নিবেদন হইতে লাগিল। উদ্যানের নিকটবর্ত্তী উপবনে মহাপ্রভু নৃত্য পরিশ্রমের কিছু শান্তি করিলেন।

৫৫২পৃ, ২প'। সজীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রে ইতি। মধ্য, ১৩শ, ১ শ্লো।

জগন্নাথের রথাগ্রে যিনি নৃত্য করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্য জয়যুক্ত হউন। তাঁহার সেই নৃত্য দেখিয়া সমস্ত জগৎ এবং জগন্নাথ স্বয়ং বিস্মিত হইয়াছিলেন॥ ১॥

৫৫২প, ১০পং। পাণ্ডুবিজয়—জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা এই শ্রীমূর্ত্তিত্রয়কে পট্টডোর বাঁধিয়া সেবকগণ মন্দির হইতে যে প্রণালীতে সিংহদ্বারের নিকট রথে উঠাইয়া দেন, তাহাকে পাণ্ডুবিজয় বলে।

৫৫২পৃ, ১৬পং। দয়িতাগণ—দয়িত শব্দ হইতে দয়িতা হইয়াছে। দয়িতানামে একশ্রেণীর সেবক আছে। ইহারা জাতিতে ভদ্র নয়, কিন্তু জগন্নাথের সেবা প্রাপ্ত হইয়া ভদ্রবর্ণের সম্মান লাভ করিয়াছে। স্নানের দিন হইতে রথ হইতে ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত দয়িতাগণের শ্রীজগন্নাথে বিশেষ অধিকার থাকে। দয়িতাগণকে ক্ষেত্রমাহাত্ম্যে শবর বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে আবার যাঁহারা ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহাদের দয়িতাপতি বলে। ইহাঁরা জগন্নাথদেবকে অনবসর কালে মিষ্টান্ন ভোগ

দেন এবং সকল সময়ে প্রাতঃকালে বালভোগ মিষ্টান্ন অর্পণ করেন। ইহাঁরা অনবসর-কালে জগন্নাথদেবের জ্বর হইয়াছে বলিয়া ঔষধি অর্পণ করেন। কথা এই যে শ্রীজগন্নাথ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে শবরদের মধ্যে শ্রীনীলমাধবমূর্ত্তি ছিলেন সেই নীলমাধবমূর্ত্তি পরে জগন্নাথে পরিণত হওয়ায় শবরদয়িতাদিগের জগন্নাথের অন্তরঙ্গ সেবায় অধিকার জন্মিয়াছে।

৫৫৩পৃ, ৫পং। তুলি,—আবরিত তুলা। তুলার ছোট ছোট গদি; বালিসের ন্যায়।

৫৫৩পৃ, ১১পং। মণিমা,—উৎকলীয় লোকেরা পূজনীয়পাত্র ও রাজাকে মণিমা বলিয়া সম্বোধন করে।

৫৫৪পৃ, ৯।১০পং। [পঞ্চদশ দিন ঈশ্বর···ক্রীড়া কৈল নিভৃতে বসিয়া॥]

স্নানের পর যে একপক্ষ নিভৃতে থাকেন তাহাকে অনবসর নিভৃত কাল বলে। তাহার পর লক্ষ্মীর অনুমতি লৈয়া রথে গমন করিয়া থাকেন।

৫৫৪পৃ,১৭পং। গৌড়,—উৎকল গোয়ালাদিগকে গৌড় বলে।

৫৫৫পৃ, ১৬পং। পালিগান,—দোহার।

৫৫৬পৃ, ১৭পং। সাতসম্প্রদায়—পূর্ব্বোক্ত চারি সম্প্রদায়ের সহিত কুলীনগ্রামের সম্প্রদায়, শান্তিপুরের সম্প্রদায় ও শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় মিলিত হইয়া সাত সম্প্রদায় হইলে, দুই দুই মাদল (খোল) হিসাবে চৌদ্দমাদল কীর্ত্তন হইল।

৫৫৭পৃ, ৭-১০পং। [আর এক শক্তি প্রভু···আমারে দয়ায়॥]

যেরূপ রাসে ও মহিষীবিলাসে শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎ বহু হইয়া প্রকাশ হইয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও তদ্রূপ সেইশক্তিপ্রকাশ পূর্ব্বক প্রত্যেক সম্প্রদায়ে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

। সঙ্গিনী ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।

প্রত্যেক-সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করিতেছিলেন যে, প্রভু আমার সম্প্রদায়ে আছেন, অন্য সম্প্রদায়ে নাই।

৫৫৯পৃ, ১৯পং। নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় ইতি ॥ মধ্য, ১৩শ, ২ শ্লো।

ব্রহ্মণ্যদেব, গোব্রাহ্মণের হিতস্বরূপ, জগতের মঙ্গলস্বরূপ, কৃষ্ণস্বরূপ ও গোবিন্দস্বরূপ সেই পরমতত্ত্বকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

৫৬০পৃ, ২পং। জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোসৌ ॥ মধ্য,১৩শ,৩শ্লো।

এই দেবকীনন্দন দেবতা জয়যুক্ত হউন। এই বৃষ্ণিবংশপ্রদীপ কৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন। এই নবজলধরশ্যাম কোমলাঙ্গ কৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন। পৃথিবীর ভারনাশী মুকুন্দ জয়যুক্ত হউন ॥ ৩ ॥

৫৬০পৃ, ৭পং। জয়তিজননিবাসো দেবকীজন্মবাদো ইতি। মধ্য,১৩শ,৪শ্লো।

জননিবাস, দেবকীজন্মবাদ, যদুদিগের সভাপতি, নিজবাহু দ্বারা অধর্ম্মনাশকারী, স্থাবরজঙ্গমের পাপহারী, মধুর-হাস্য-মুখের দ্বারা ব্রজপুরবণিতাদিগের কামবর্দ্ধনকারী কৃষ্ণচন্দ্র জয়যুক্ত হউন।

৫৬০পৃ, ১২পং। নাহং বিপ্রো নচ নরপতিঃ ইতি। মধ্য, ১৩শ, ৫ শ্লো।

আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় রাজা নই, বৈশ্য বা শূদ্র নই, ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বানপ্রস্থ নই, সন্ন্যাসীও নই। কিন্তু উন্মীলিত নিখিলপরমানন্দপূর্ণ অমৃতসমুদ্র রূপ শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসানুদাস বলিয়া পরিচয় দিই ॥ ৫ ॥

৫৬০পৃ, ১৯পং। চক্রভ্রমি ভ্রমে যৈছে আলাতআকার,—দগ্ধ অঙ্গারচক্রের ন্যায় চক্রভ্রমী রূপ ভ্রমিতে লাগিলেন।

৫৬৩পৃ, ১৮।১৯পং। [সেইত পরাণ নাথ পাইনু···ঝুরি গেনু ॥]

তাণ্ডব-নৃত্য ছাড়িয়া মহাপ্রভুর কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীরাধার ভাব উদয় হইল। বহুদিন বিচ্ছেদের পর, এই গানটী স্বভাবত আসিয়া উপস্থিত হইল।

৫৬৪পৃ, ৭।৮পং। [গৌর যদি পাছে চলে শ্যাম হয় স্থিরে...ধীরে ধীরে ॥]

যে সময় গৌরচন্দ্র গীতের অভিনয় করিতে করিতে পেছু হাটেন, জগন্নাথ তখন স্থির হইয়া দাঁড়ান। গৌর যখন আগে চলেন, জগন্নাথ তখন ধীরে ধীরে অগ্রগত হন।

৫৬৪পৃ, ১৪পং। যঃ কৌমার হরঃ ॥ মধ্য, ১৩শ, ৬ শ্লো। অনুবাদ ১৩৮৩পৃ।

৫৬৬পৃ, ৬পং। আহুশ্চতে ইতি। মধ্য, ১৩শ, ৭ শ্লো। অনুবাদ ১৩৮৪পৃ।

৫৬৬পৃ, ১১।১২পং। [অন্যের হৃদয় মন...মনেবনে এককরি জানি ॥]

অন্যলোকের মনই হৃদয়; কিন্তু আমার মন বৃন্দাবন হইতে পৃথক্ নয়। মন ও বৃন্দাবনকে এক করিয়া আমি জানি।

৫৬৬পৃ, ১৮পং—৫৬৮পৃ, ৮পং। [পূর্ব্বে উদ্ধবদ্বারে...কভু নাহি ভায় ॥]

হে কৃষ্ণ, তুমি যখন মথুরায় ছিলে, তখন উদ্ধব হস্তে জ্ঞানযোগ উপদেশ দিয়া জ্ঞানযোগে তোমাকে পাওয়া যায় এই কথা বলিয়াছিলে। সম্প্রতি এই কুরুক্ষেত্রে সাক্ষাৎ মিলনেও সেইরূপ জ্ঞানযোগ বলিতেছ। প্রেমময় আমার হৃদয়, ইহাতে জ্ঞানযোগের স্থল নাই। এইরূপ জানিয়াও তোমার এরূপ উপদেশ দেওয়া উচিত নয়। আমি তোমা হৈতে চিত্ত উঠাইয়া লইয়া বিষয়ে লাগাইতে চাহিলেও তাহা করিতে পারি না। তোমার এরূপ অনুরক্তই যখন আমার স্বভাব তখন আমাকে ধ্যানশিক্ষা দেওয়া কেবল লোকহাস্য মাত্র। অতএব তুমি স্থানাস্থান বিচার কর নাই। গোপী যোগেশ্বর নয়, যে তোমার পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া আনন্দ লাভ করিবে। তোমার বাক্যের পারিপাট্য যথেষ্ট থাকিলেও গোপীকে ধ্যান শিখান একটী কুটীনাটী। ইহা শুনিয়া গোপীর অধিক অভিমান জন্মে। গোপীগণের স্বভাবতঃ দেহস্মৃতি নাই, তখন সংসার কূপ বলিয়া তাহাদের কিছুই নাই; সুতরাং

মুক্তিজনক ধ্যান পদ্ধতি তাহাদের পক্ষে বিফল। তোমার বিরহ সমুদ্রে পতিত গোপীগণকে কেবল তোমার সেবা-কামরূপ তিমিঙ্গিল (মৎস্যবিশেষ) গিলিতেছে; তাহা হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার কর। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তুমি তোমার সেই ব্রজজন অর্থাৎ মাতা পিতা বন্ধুগণকে কিরূপে ভুলিয়া গেলে। তুমি বিশুদ্ধপুরুষ, সুহৃৎ সদ্‌গুণদ্বারা সর্ব্বদা সুশীল স্নিগ্ধকরুণ, অতএব তোমার এরূপ ব্যবহার দোষাভাবও নয়; তবে যে তুমি ব্রজজনকে আর স্মরণ কর না তাহা কেবল আমার দুর্দ্দৈববিলাস। আমি নিজের দুঃখ দেখিতেছি না, ব্রজেশ্বরী যশোদার দুঃখ দেখিয়া ব্রজজনের হৃদয় বিদারিত হয়। তুমি ব্রজবাসীকে বিচ্ছেদের দ্বারা কখন মৃতবৎকর কখন সংযোগের দ্বারা জীবিত কর। কেন যে দুঃখ সহিবার জন্য জীবিত রাখ বলিতে পারি না। তোমার যে মাথুর ও রাজবেশাদি এবং ব্রজ হইতে পৃথক্ স্থানে অবস্থান এবং মহিষীগণের সঙ্গ তাহা ব্রজজনের ভাল লাগে না। ব্রজজনের এই এক বিচিত্র কথা যে তাহারা ব্রজভূমি ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারে না। অথচ তোমাকে না দেখিলে মরিয়া থাকে। অতএব ব্রজজনের কি উপায় হইবে তাহা তুমিই জান।

৫৬৮পৃ, ১৭পং। ঝুরে—রোদন করিয়া থাকি।

৫৬৯পৃ, ৯-১২পং। [প্রিয়া প্রিয়সঙ্গহীনা·· দুঁহে রাখে প্রাণ ॥]

প্রিয়সঙ্গহীনা প্রিয়া স্ত্রী, প্রিয়াসঙ্গহীন প্রিয়পুরুষ বাঁচিতে পারে না ইহাই সত্যপ্রমাণ, তথাপি এইজন্য বাঁচিয়া থাকে, যে আমি মরিয়াছি শুনিলে তাহারও মৃত্যু হইবে।

৫৫০পৃ, ১৭-২০পং। [রাখিতে তোমার জীবন···আমা স্ফুর্ত্তি ॥]

তুমি আমার নিত্যপ্রিয়া, আমার বিরহে তুমি বাঁচিবে না,

ইহা জানিয়া আমি নারায়ণের সেবা করতঃ তাঁহার বিভুতাশক্তি-বলে প্রতিদিন ব্রজে আসিয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করিয়া পুনরায় যদুপুরী ফিরিয়া যাই, অতএব ব্রজে থাকিয়া তুমি আমার স্ফূর্ত্তিলাভ মনে করিয়া থাক।

৫৭১পৃ, ৩পং। মন্নিভক্তি রিতি। মধ্য, ১৩শ, ৮শ্লো। অনুবাদ ১২৯৩পৃ।

৫৭১ পৃ, ১১।১২পং। [স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে…করে গান আস্বাদন ॥]

স্বরূপদামোদর যখন এই সকল ভাবের গান করেন তখন প্রভুর নিজেন্দ্রিয়গণ অর্থাৎ চক্ষুকর্ণপ্রভৃতি স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে আবিষ্ট হইয়া গান আস্বাদন করিতে থাকে। অর্থাৎ একচিত্ততা ও একতানতা প্রকৃষ্ট রূপে উদয় হয়।

৫৭২পৃ, ৪পং। ঝঞ্ঝাবাত—মাঝে মাঝে তেজ বাতাস।

৫৭২পৃ, ৭পং। ভাবোদয় ভাবশান্তি সন্ধিসাবল্য ;—ভাবোদয়, ভাবশান্তি, ভাবসন্ধি, ভাবসাবল্য।

৫৭২পৃ, ১৮পং। চৌগুণমঙ্গল,—চতুর্গুণ মঙ্গলধ্বনী।

৫৭২পৃ, ২০পং। মন্থর, ধীরে ধীরে গমন।

৫৭৪পৃ, ৯পং। বলগণ্ডি স্থানে,—শ্রদ্ধাবালু ও অর্দ্ধাসনীদেবীর মধ্যে যে স্থানটী তাহার নাম বলগণ্ডি।

৫৭৫পৃ, ১০পং। আসিয়া আরাম,—উদ্যানে আসিয়া।

৫৭৫পৃ, ১৮পং। রথারূঢ়স্যারাদধিপদবিনীলাচলপতেঃ। মধ্য ১৩শ, ৯ শ্লো।

রথারূঢ় নীলাচলপতির সম্মুখে অধিক প্রেমোর্ম্মিস্ফুরিত নাট্যোল্লাসে বিবশ হইয়া আনন্দের সহিত সঙ্কীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবদিগের দ্বারা পরিবৃত সেই চৈতন্যদেব কি পুনরায় দৃষ্টিপথে আসিবেন? ॥ ১ ॥

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

চতুর্দ্দশপরিচ্ছেদের কথাসার।

বলগণ্ডি-উদ্যানে প্রভুর প্রেমাবেশ হইলে রাজা প্রতাপরুদ্র-দেব একা বৈষ্ণববেশ ধারণপূর্ব্বক ভাগবতশ্লোকপাঠ করিতে করিতে প্রভুর পদসম্বাহন করিতে লাগিলেন। প্রেমাবেশে প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া কৃপা করিলেন। বলগণ্ডি-ভোগের প্রসাদ মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত সেবন করিলেন। তদনন্তর রথ না চলায় রাজা অনেক মত্তহস্তি লাগাইয়া রথ চালাইতে না পারিলে মহাপ্রভু স্বয়ং মাথা দিয়া রথ ঠেলিয়া চালাইলেন। ভক্তগণ সেই সময় কাছি টানিতে লাগিল। গুণ্ডিচার নিকটে আইটোটায় মহাপ্রভুর বিশ্রাম স্থান হইল। জগন্নাথ সুন্দরাচলে বসিলে মহা-প্রভুর বৃন্দাবনলীলা স্ফূর্ত্তি হইল। গণসহিত ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে প্রভুর জলখেলা হইয়াছিল। নবরাত্রযাত্রায় মহাপ্রভুর জগন্নাথ-বল্লভে অবস্থিতি। পঞ্চমীদিবসে হেরাপঞ্চমীর লীলা দর্শনে লক্ষ্মী ও গোপীগণের স্বভাব লইয়া অনেক কথোপকথন হইয়াছিল। রাধিকার ভাবের সর্ব্বোৎকর্ষতা শ্রীস্বরূপের মুখ হইতে শুনিয়া মহাপ্রভু পরমানন্দ লাভ করিলেন। পুনর্যাত্রা সময় কীর্ত্তনাদি হইলে কুলীনগ্রামী রামানন্দ-সত্যরাজকে প্রতিবৎসর পট্টডোরী আনিবার জন্য মহাপ্রভু আজ্ঞা দিলেন।

৫৭৬পৃ, ৮পং। গৌরঃ পশ্যন্নাত্মবৃন্দৈঃ ইতি। মধ্য, ১৪শ, ১শ্লো।

লক্ষ্মীদেবীর বিজয়োৎসব স্বীয় ভক্তবৃন্দের সহিত দর্শন করতঃ এবং গোপীদিগের রসোল্লাস শ্রবণ করতঃ হৃষ্ট চিত্ত হইয়া গৌর-চন্দ্র নৃত্য করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

৫৭৭পৃ, ৪পং। জয়তিতেঽধিকং অধ্যায়,—রাসপঞ্চাধ্যায়ের মধ্যে গোপীগীতা। ১০স্ক, ৩২অধ্যায়।

৫৭৭পৃ, ১৪পং। তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরিতি ॥ মধ্য,১৪শ,২শ্লো।

হে প্রিয়, বহুজন্মের বহুসুকৃতিকারী পুরুষগণ, জগতে আসিয়া তোমার প্রেমতপ্ত ব্যক্তিদিগের জীবন স্বরূপ, কবিদিগের সঙ্গীত কলুষনাশী, শ্রবণমঙ্গল, সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সর্ব্বব্যাপক তোমার কথামৃত গান করিয়া থাকেন।

৫৭৮পৃ, ১৮পং। নিসকড়ি—দধি, ক্ষীর, ফল, মূল প্রভৃতি যাহা সগৃড়ি নয়।

৫৭৮পৃ, ১৯পং। পৈড়—ডাব।

৫৭৯পৃ, ১পং। নারঙ্গ ছোলঙ্গ—চিনিতে প্রস্তুত নারঙ্গ ছোলঙ্গ প্রভৃতি নেবু ও আম্রবৃক্ষের আকার।

৫৮১পৃ, ১৮পং। আইটোটা,—গুণ্ডিচার নিকটে একটী উদ্যান বিশেষ।

৫৮২পৃ, ২০পং—৫৮৩পৃ, ২পং। [মুখ্য মুখ্যনবজন...করিল বণ্টন।]

গৌড় হইতে যে সকল অদ্বৈতাদি ভক্তগণ আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রভুকে এক এক দিন নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা দিলেন। গুণ্ডিচাবাটীতে নয়দিন উৎসব হয়। ইহার নাম নবরাত্র যাত্রা সেই নবদিবস প্রভু ভক্তবৃন্দের সহিত আইটোটাতে বাসা লন। অদ্বৈতাদি প্রধান প্রধান নয়জনভক্ত ঐ নবদিবস প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। আর ভক্তগণ চাতুর্মাস্যের এক এক দিন করিয়া বাঁটীয়া লইয়াছিলেন

৫৮৪পৃ, ১২পং। কৃষ্ণ এক মণ্ডল...সনে বাজায় করতল।]

জলমধ্যে ভেক যেরূপ ডাকে সেইরূপ যে যন্ত্রের ধ্বনি হয়, সেই যন্ত্র বাজাইয়া মণ্ডলাকারে জলকেলী হইতে লাগিল।

৫৮৬পৃ, ১৭পং। জগন্নাথবল্লভ,—গুণ্ডিচাবাড়ী ও মন্দিরের প্রায় মাঝামাঝি জগন্নাথবল্লভ নামক একটী উদ্যান আছে। সেই উদ্যানে দনাচুরীলীলা হইয়া থাকে। অর্থাৎ শ্রীমদনমোহন গিয়া দনা-নামক সুগন্ধ বৃক্ষচুরী করিয়া আনেন।

৫৮৬পৃ, ১৯পং। হোরা পঞ্চমীর দিন,—রথযাত্রার পরে পঞ্চমীতে হেরাপঞ্চমী বলে। লক্ষ্মীদেবী জগন্নাথের অন্বেষণে গুণ্ডিচাতে গিয়া জগন্নাথকে হেরিয়া আসেন। এজন্য উৎকলদেশীয় লোকেরা হেরাপঞ্চমী বলে। ঐ দিন জগন্নাথে হারাইয়া লক্ষ্মী তাঁহাকে খুঁজিতে যান বলিয়া আবার অতিবাড়ীরা উহাকে হারাপঞ্চমী বলে। যাহাই হউক, কবিরাজগোস্বামী ঐ পঞ্চমীকে হোরাপঞ্চমী বলিয়া লিখিয়াছেন।

৫৮৭পৃ, ১৪পং। সুন্দরাচল,—শ্রীমন্দিরকে যেরূপ নীলাচল বলা যায় গুণ্ডিচামন্দিরকে সেইরূপ সুন্দরাচল বলিয়া থাকে।

৫৮৯পৃ, ১১ ১৩পং। [জগন্নাথের মুখ্য মুখ্য···লক্ষ্মীর চরণে ॥]

জগন্নাথ যে সময়ে রথে যাত্রা করেন, সেই সময় লক্ষ্মীকে এই বলিয়া যান যে আমি কল্যই ফিরিয়া আসিব। ২।৩ দিন বিগত হইলে জগন্নাথের না আসায় প্রেমবতী লক্ষ্মীর কান্তের উদাস্য লেশ দেখিয়া স্বভাবতঃ ক্রোধ উদয় হয়। লক্ষ্মীর যে সকল দাসী আছেন তাঁহাদের দ্বারা বিমানে সজ্জীভূত হইয়া শ্রীমন্দির হইতে বাহির হইয়া পড়েন। এই সময়ে, জগন্নাথের মন্দিরে একটী পরম রহস্য হইয়া উঠে। লক্ষ্মীর পরিচারিকাগণ জগন্নাথের প্রধান প্রধান পরিচারকগণকে বাঁধিয়া আনিয়া ফেলেন।

৫৮৯পৃ, ১৮পং—৫৯০পৃ, ৬পং। [দামোদর কহে ঐছে···দৈন্য সাজিয়া ॥]

স্বরূপগোস্বামী লক্ষ্মীর এই প্রাগল্‌ভ্য দর্শন করিয়া ব্রজজনের

প্রেমসম্পত্তির উৎকর্ষ জানাইবার জন্য কহিলেন, প্রভো, লক্ষ্মীর এই মানের প্রকার আমি কখন ত্রিজগতে শুনি নাই। [প্রিয়া মানিনী হইলে উৎসাহ হীন হইয়া ভূষণাদি পরিত্যাগ করতঃ মলীন বদনে ভূমে বসিয়া নখে যাহা তাহা লিখিয়া থাকেন। ব্রজে গোপীগণের মান এই প্রকার, পুরবাসিনী সত্যভামার মান এইরূপ শুনা গিয়াছে। কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর মান বিপরীত দেখিতেছি। ইনি নিজ সম্পত্তি প্রকট করিয়া সৈন্য সাজাইয়া প্রিয়ের উপর আক্রমণ করিতে যাইতেছেন।

৫৯০পৃ, ৯।১০পং। [নায়িকার স্বভাব প্রেমবৃত্তি···মানের উভেদ॥]

নায়িকার স্বভাব ও প্রেমবৃত্তি নানাপ্রকার সেই ভেদক্রমে প্রতি নায়িকার মানের উদয় হয়।

৫৯০পৃ, ১৩।১৪পং। [মানে কেহ হয় ধীরা কেহত অধীরা···ধীরাধীরা॥]

মানিনীগণ সংক্ষেপতঃ তিনভাগে বিভক্তা,—ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা।

৫৯১পৃ, ৫ ৬পং। [মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভা তিন···বৈদগ্ধী বিভেদ॥]

নায়িকা তিনপ্রকার,—মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা। মুগ্ধাগণ মান-চাতুর্য্যের কোনপ্রকারই জানে না। মধ্যা ও প্রগল্‌ভা ইঁহারাই ধীরাদি ভেদে তিনপ্রকার।

৫৯২পৃ,৪পং। এবং শশাঙ্কাংশু বিরাজিতা নিশাঃ ইতি। মধ্য, ১৪শ, ৩শ্লো।

এইপ্রকারে শরৎকালীয় ও কাব্যসম্বন্ধীয় সমস্ত কথায় রসা-শ্রয়-রূপ সত্যকাম অবলাগণ দ্বারা অনুরত চন্দ্রকিরণশোভিত সেই সকল নিশিতে চিন্ময় ভাবাবরুদ্ধ শৃঙ্গাররসময় পুরুষ রাস-লীলা করিয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই যে গোপীসকল শুদ্ধচিন্ময়ী, শ্রীবৃন্দাবন শুদ্ধচিন্ময়ধাম, সে আনন্দময় রাত্রিসকলও চিন্ময়রাত্র।

যে রাসলীলা হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়। তাহাতে জড়-ব্যাপার কিছুমাত্র স্পৃষ্ট হয় নাই। কৃষ্ণ কখনই জড়ময় রতি ঈক্ষণ করেন না। চিজ্জগতে তাঁহার সমস্ত লীলা অবরুদ্ধ। তাঁহার সৌরতকার্য্য সমস্তই চিন্ময় ব্যাপার মাত্র ॥ ৩ ॥

৫৯২পৃ, ৮-১৪পং। [বামা এক গোপীগণ দক্ষিণা··· নিরন্তর ॥]

গোপীগণ দুইপ্রকার, – বামা ও দক্ষিণা। গোপীদিগের মধ্যে নির্ম্মল উজ্জ্বল রস প্রেমরত্নের খনি-স্বরূপা রাধাঠাকুরাণীই শ্রেষ্ঠা, তিনি বয়সে মধ্যমা, স্বভাবেতে সমা এবং নিরন্তর বামা। তাঁহার বাম্য স্বভাব হইতেই মানের উদয় হয়।

৫৯২পৃ, ১৭পং। অহোরিবইতি। মধ্য, ১৪শ, ৪শ্লো। অনুবাদ ১৪৩৭পৃ।

৫৯২পৃ, ২২পং। দগ্ধবান হেম—জ্বলিত অর্থাৎ তপ্তকাঞ্চন।

৫৯৩পৃ, ৩,৪পং। [অষ্টসাত্ত্বিক হর্ষাদি ব্যভিচারি···বিংশতিভাব অলঙ্কার।]

অষ্টসাত্ত্বিক,—সাত্ত্বিকবিকার আটপ্রকার;—(১) স্তম্ভ, (২) স্বেদ, (৩) রোমাঞ্চ, (৪) স্বরভঙ্গ, (৫) বেপথু, (৬) বৈবর্ণ্য, (৭) অশ্রু ও (৮) প্রলয়।

ব্যভিচারি,—ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ৩৩টী। (১) নির্ব্বেদ, (২) বিষাদ, (৩) দৈন্য, (৪) গ্লানি, (৫) শ্রম, (৬) মদ, (৭) গর্ব্ব, (৮) শঙ্কা, (৯) ত্রাস, (১০) আবেগ, (১১) উন্মাদ, (১২) অপস্মার, (১৩) ব্যাধি, (১৪) মোহ, (১৫) মৃতি, (১৬) আলস্য, (১৭) জাড্য, (১৮) ব্রীড়া, (১৯) অবহিত্থ, (২০) স্মৃতি, (২১) বিতর্ক, (২২) চিন্তা, (২৩) মতি, (২৪) ধৃতি, (২৫) হর্ষ, (২৬) ঔৎসুক্য, (২৭) ঔগ্র্য, (২৮) অমর্ষ, (২৯) অসূয়া, (৩০) চাপল, (৩১) নিদ্রা, (৩২) সুপ্তি ও (৩৩) প্রবোধ।

ভাব,—বিংশতি অলঙ্কার এই—অঙ্গজা,—(১) ভাব, (২) হাব,

(৩) হেলা। অযত্নজা,—(৪) শোভা, (৫) কান্তি, (৬) দীপ্তি, (৭) মাধুর্য্য, (৮) প্রগল্‌ভতা, (৯) ঔদার্য্য, (১০) ধৈর্য্য। স্বভাবজা,—(১১) লীলা, (১২) বিলাস, (১৩) বিচ্ছিত্তি, (১৪) বিভ্রম, (১৫) কিলকিঞ্চিত; (১৬) মোট্টায়িত, (১৭) কুট্টমিত, (১৮) বিব্বোক, (১৯) ললিত ও (২০) বিকৃত।

৫৯৩পৃ, ১১-১৩পং। [রাধা দেখি কৃষ্ণ যদি ছুঁইতে...উঠাইতে ॥]

যখন শ্রীমতীর ভাবভূষা দেখিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিবার ইচ্ছা জন্মে তখন হয় দানঘাটিপথে কিম্বা পুষ্পকাননে সেইলীলা সম্পাদন করেন। দানঘাটিপথ এইপ্রকার, যে পথে শ্রীমতী পসার লইয়া গমন করিতেছেন, সেই পথে বা পারঘাটে থাকিয়া কৃষ্ণ বলেন যে, তুমি যে পর্য্যন্ত শুল্ক না দিবে সে পর্য্যন্ত এইপথে তোমার যাইতে নিষেধ, এই ছলে একটী দানকেলীরূপ লীলা উদ্গম করেন। আবার রাধিকা যখন পুষ্প উঠাইতে যান তখন কৃষ্ণ পুষ্পবনের অধিকারী হইয়া, আমার পুষ্প চুরী করিতেছ বলিয়া একটী লীলা উদ্গম করেন। এই সব সময়ে কিলকিঞ্চিত ভাবের উদ্গম হয় ॥ ৫ ॥

৫৯৩পৃ, ১৮পং। গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতসূয়া-ইতি ॥ মধ্য, ১৪শ, ৫শ্লো।

গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ এই সাতটী ভাবের হর্ষক্রমে শঙ্করীকরণ অর্থাৎ মিশ্রকরণকে কিলকিঞ্চিত বলে।

৫৯৪পৃ,১০পং। অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণ পক্ষ্মাঙ্কুরা। মধ্য,১৪শ ৬শ্লো।

শ্রীরাধার গর্ব্বাদি সপ্তভাবমিলিত হর্ষজনিত কিলকিঞ্চিতভাবোত্থিত দৃষ্টি তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন। দানঘাটিপথে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাঁহার গতিরোধ করিলে রাধার অন্তঃকরণে হাঁসির

উদয় হইল। তখন তাঁহার নয়ন উজ্জ্বল হইল, নবোদগত পক্ষ্ম-গুলি নেত্রজলে পূর্ণ হইল; অপাঙ্গ দুইটী ঈষৎ রক্তবর্ণ হইল, রসোচ্ছাস হেতু চক্ষুতে উৎসাহ উদয় হইল। নয়নাশ্রু স্বল্পনিমীলিত হইতে লাগিল এবং অতি সুন্দরভাবে নয়নতারা দুইটী ঊর্দ্ধ-গতি লাভ করিল ॥ ৬ ॥

৫৯৪পৃ, ১৫পং। বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলনেত্রমিতি। মধ্য, ১৪শ, ৭ শ্লো।

রাধিকার বাষ্পদ্বারা অকুলিত অরুণাঞ্চল চঞ্চল হইল; রসোল্লাস ও কন্দর্পভাবে অধর কম্পিত হইল, ভ্রূযুগল কুটীল হইল। মুখপদ্মে ঈষৎ হাঁসি উপস্থিত হইল। এবং কিলকিঞ্চিত ভাব-জনিত সুখ ব্যক্ত হইতেছে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার মুখদর্শনে সঙ্গম অপেক্ষা কোটীগুণ যে সুখলাভ করিলেন তাহা বাক্যে বর্ণন করা যায় না ॥ ৭ ॥

৫৯৫পৃ, ৮পং। গতিস্থানাসনাদীনাং ইতি॥ মধ্য, ১৪শ, ৮ শ্লো।

প্রিয়সঙ্গ হইতে উৎপন্ন প্রিয়সঙ্গমস্থানে গমন, অবস্থিতি ইত্যাদির এবং মুখনেত্রাদি অঙ্গের সেই সময় যে বৈশিষ্ট্য উদয় হয় তাহাকে বিলাস বলে ॥ ৮ ॥

৫৯৫পৃ, ১৩পং। পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ স্থগিতকুটিলাস্যা ইতি ॥ মধ্য,১৪শ,৯শ্লো।

শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দর্শন করিয়া রাধিকার গমন স্থির হইয়া কুটীল ভাব ধারণ করিল। তাঁহার বদনারবিন্দ নীলবস্ত্রে স্বল্প আচ্ছাদিত হইলেও নয়ন তারাদ্বয় বিস্ফারিত, চঞ্চল ও বক্র হইল। এবং বিলাসাখ্যালংকারে মণ্ডিত হইয়া কৃষ্ণ সুখোৎপাদন করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

৫৯৫পৃ, ২২পং। বিন্যাস ভঙ্গিরঙ্গানাং ইতি। মধ্য, ১৪শ, ১০শ্লো।

যেস্থলে অঙ্গের বিন্যাসভঙ্গি ও ভ্রূবিলাস মনোহর ও সুকুমার হয় সেইস্থলে ললিতালঙ্কার উক্ত হয় ॥ ১০ ॥

৫৯৬পৃ, ৪পং । হ্রিয়াতির্য্যগ্‌ গ্রীবা চরণকটি ভঙ্গী সুমধুরা । মধ্য, ১৪শ, ১১শ্লো

যখন রাধিকা ললিতালঙ্কারে ভূষিত হইয়া কৃষ্ণের প্রীতিবর্দ্ধন করিতেছেন, তখন তাঁহার গ্রীবা লজ্জায় বক্রভাব, চরণ ও কটির ভঙ্গি সুমধুর। ভ্রূলতার চাঞ্চল্যে কামদেবের তেজস্বী ধনু ও পরাজিত হইতেছে এবং প্রিয়তমের প্রতি প্রেমোল্লাস কর্ত্তৃক উল্লসিত ললিতভাবে অঙ্গ লক্ষিত হইতেছে ॥ ১১ ॥

৫৯৬পৃ, ১৩পং । স্তনাধরাদি গ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপিইতি । মধ্য, ১৪শ, ১২শ্লো ।

কঞ্চুলী ও মুখবস্ত্র ধারণসময়ে হৃদয় প্রফুল্ল হইলেও সম্ভ্রমক্রমে যাহে ক্রোধব্যথিতের ন্যায় লক্ষণকে কুট্টমিত বলে ॥ ১২ ॥

৫৯৬পৃ, ২০পং । পাণিরোধ মবিরোধিত বাঞ্ছিতি । মধ্য, ১৪শ, ১৩শ্লো ।

কৃষ্ণের হস্তরোধকরণে অনিচ্ছাসত্ত্বেও করভোরু রাধিকা তাহা মধুরস্মিতগর্ভা ভৎর্সনা ও শুষ্করোদনের সহিত রোধ করিলেন ।

৫৯৭পৃ, ৮পং । আসোয়াথ—অসূয়াযুক্ত, স্বল্প ঈর্ষাযুক্ত ।

৫৯৭পৃ, ১১ ১৪পং । [তোমার ঠাকুর দেখ এত সম্পত্তি…দেহ আনি ॥]

লক্ষ্মীর দাসীগণ বলিতেছেন, ওহে জগবন্ধুসেবকসকল, দেখ এত সম্পত্তি ছাড়িয়া ফল-পত্র-ফুল লোভে তোমাদের ঠাকুর পুষ্প-বাড়ী গেলেন ।, লক্ষ্মীদেবীর সম্মুখে নিজপ্রভুকে আনিয়া দেও ।

৫৯৭পৃ, ১৯পং । [রথের উপরে করে দণ্ডের তাড়ন ।]

দণ্ড অর্থাৎ লাঠির দ্বারা গুণ্ডিচাদ্বারস্থিত রথের উপর তাড়ন করেন ।

৫৯৮পৃ, ১৮পং—৫৯৯পৃ, ২পং । [কৃষ্ণ যাঁহা ধনী…না মাগে অঙ্গন ॥]

কৃষ্ণ যেস্থলে ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পত্রপুষ্পাদির মাধুর্য্যে আপনাকে ধনী মনে করেন, তাহারই নাম বৃন্দাবনধাম । সেই বৃন্দাবনধামে চিন্তামণিময়ভূমি অর্থাৎ চিন্ময়ভূমি, চিন্ময়রত্নের

ভবন, চিন্ময়ী চরণপরিচারিকা, চিন্ময়কল্পবৃক্ষলতাকীর্ণ সহজসিদ্ধ-বন, যেথানে ফলপুষ্পবিনা অন্য কোন ধন কাহারও বাঞ্ছা নাই।

৫৯৯পৃ, ৯পং। [লক্ষ্মী জিনি গুণ যাঁহা লক্ষ্মীর সমাজ।]

ঐশ্বর্য্যবতী লক্ষ্মীকে পরাজয়পূর্ব্বক অনন্তকোটী মাধুর্য্যলক্ষ্মী যথায় বিরাজমানা।

৫৯৯পৃ, ১২পং। শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরম পুরুষঃ ইতি॥ মধ্য,১৪শ,১৪শ্লো

সেই বৃন্দাবনের কান্তা ব্রজলক্ষ্মী গোপীগণ, কান্ত পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। বৃক্ষ সকলই কল্পতরু, সমস্ত ভূমিই চিন্ময়। জল অমৃত, কথা সঙ্গীত, গমন নাট্য এবং বংশী প্রিয়সখী এবং চিদানন্দ-জ্যোতি সর্ব্বত্র অনুভূত, অতএব শ্রীবৃন্দাবনই পরম আস্বাদ্য ॥১৪॥

৫৯৯পৃ, ১৮পং। চিন্তামণিশ্চরণভূষণ মঙ্গনানামিতি। মধ্য, ১৪শ, ১৫শ্লো।

শ্রীবৃন্দাবন ব্রজাঙ্গনাদিগের চিন্তামণিচরণভূষা, লীলানুকুল পুষ্পতরু কল্পবৃক্ষ এবং কামধেনুই ব্রজের পরম ধন। এই সকলের দ্বারা শ্রীবৃন্দাবন পরমানন্দবিভূতিস্বরূপ প্রকাশ পাইতেছেন।

৬০০পৃ, ১৩-১৯পং। [রাধা প্রেমাবেশে প্রভু...সবার শ্রম জানাইল]

প্রভু রাধাপ্রেমাবেশে রাধিকামূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন দেখিয়া অধিকার বিরোধ প্রযুক্ত প্রভুনিত্যানন্দ দূরে রহিলে স্বরূপ-গোস্বামী ভঙ্গিক্রমে প্রভুর ভাবাবেশ ভঙ্গ করাইলেন।

৬০১পৃ, ৪।৫পং। [লক্ষ্মীর প্রসাদ...নানারঙ্গে করিলা ভোজন ॥]

কোন কোন বিটলব্যক্তি লক্ষ্মীদেবীর প্রসাদ পাইতে বিতর্ক করেন, এস্থলে দেখুন শ্রীমহাপ্রভু ভক্তগণ লইয়া সেই প্রসাদ পাইয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই, লক্ষ্যাদি সমস্ত শক্তিই ভগবানের পরিচারিকা। যখন যে ভক্তগণে তাঁহাদিগকে সুখাদ্য দ্রব্য অর্পণ করেন, শক্তিগণ স্বীয় প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে তাহা নিবেদন করিয়া

সেবন করেন। এতন্নিবন্ধন ভগবদ্দাসদাসীর প্রসাদান্ন ভগবদ্‌প্রসাদান্ন বলিয়া সর্ব্বদা সেবনীয়। এস্থলে একটু বিচার্য্যবিষয় রহিল, মায়াবাদী আস্তিকদিগের নিবেদিত খাদ্যদ্রব্য ভগবৎ-শক্তিগণ গ্রহণ করেন কি না, ইহা সন্দেহের বিষয়। সুতরাং শুদ্ধবৈষ্ণবার্পিত ভগবদ্দাসদাসীর প্রতি নিবেদিতান্ন সেবন করাই বৈষ্ণবদিগের যোগ্য।

৬০১পৃ, ১১পং। ভিতর বিজয়,—গুণ্ডিচামন্দিরে রত্নবেদী হইতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা তিনমূর্ত্তি জগমোহনে থাকিলে তাঁহাদিগকে একসময়ে রথে তোলা হয়। রত্নবেদী হইতে নামাইয়া জগমোহনে যেকাল পর্য্যন্ত থাকেন তাহার নাম ভিতর বিজয়।

৬০২পৃ, ১২পং। [এই পট্ট ডোরীর তুমি হও যজমান...নির্ম্মাণ ॥]

যে সকল পট্টডোরী দ্বারা শ্রীমূর্ত্তিত্রয়ের পাণ্ডুবিজয় হয় সেই সকল ডুরী বহুদেশ হইতে আসিত ও আসিয়া থাকে। বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত কুলীনগ্রামের নিকটবর্ত্তি অনেক গ্রামে পট্টবস্ত্র নির্ম্মাণের স্থান থাকায় পট্টডোরী আনিবার জন্য রামানন্দ-সত্য-রাজখাঁকে মহাপ্রভু যজমান নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

৬০২পৃ; ৫পং। শেষ অধিষ্ঠান,—অনন্তদেবের অধিষ্ঠান।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের কথাসার।

রথযাত্রা পরিসমাপ্ত হইলে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুকে পুষ্প-তুলসী দিয়া পূজা করিলেন, মহাপ্রভুও পূজাপাত্রের শেষ পুষ্প-তুলসী দিয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে 'যোসি সোসি' মন্ত্রে পূজা করিলেন।

তাহার পর অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইলেন। নন্দোৎসবদিবসে প্রভু সগণে গোপবেশ ধারণপূর্ব্বক আনন্দোৎসব করিলেন। বিজয়াদশমী দিবসে লঙ্কাবিজয় উৎসবে নিজের ভক্তগণকে বানরসৈন্য সাজাইয়া স্বয়ং হনুমান আবেশে অনেক আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তদনন্তর অন্যান্য যাত্রা দেখিয়া সমাগত ভক্তদিগকে গৌড়দেশে যাইতে আজ্ঞা করিলেন। প্রভু নিত্যানন্দকেও রামদাস গদাধর দাস প্রভৃতি কএকটী বৈষ্ণবের সহিত গৌড়দেশে পাঠাইলেন। স্বীয় জননীর প্রতি অনেক দৈন্যোক্তির সহিত প্রসাদ বস্ত্রাদি পাঠাইলেন। রাঘবপণ্ডিত, বাসুদেব দত্ত, কুলীনগ্রামবাসী ভক্তগণ প্রভৃতি সকল বৈষ্ণবের অনেক গুণব্যাখ্যানপূর্ব্বক তাহাঁদিগকে বিদায় দিলেন। রামানন্দ ও সত্যরাজের প্রশ্নমতে গৃহস্থবৈষ্ণবের পক্ষে শুদ্ধনাম পরায়ণবৈষ্ণব সেবায় অনুমতি দিলেন। খণ্ডবাসীদিগের বৈষ্ণবমাহাত্ম্য, সার্ব্বভৌম বিদ্যাবাচস্পতির যশঃ সঙ্কীর্ত্তন এবং মুরারিগুপ্তের রামচরণনিষ্ঠা ব্যাখ্যা করিয়া বাসুদেবের সম্পূর্ণ বৈষ্ণব প্রার্থনা অনুসারে কৃষ্ণের জগন্মোচন সামার্থ্য বিচার করিলেন। তদনন্তর সার্ব্বভৌমের ভিক্ষাগ্রহণ সময়ে অমোঘের কিছু দুর্ব্বুদ্ধি হইলে সে পরদিন প্রাতে বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইল। প্রভু তাহাকে কৃপা করিয়া রোগমুক্ত করতঃ কৃষ্ণনামে রুচি প্রদান করিলেন।

৬০৩পৃ, ২পং। সার্ব্বভৌম গৃহে ভুঞ্জন্ স্বনিন্দকমিতি। মধ্য, ১৫শ, ১শ্লো।

সার্ব্বভৌমের গৃহে ভোজন করিয়া স্বীয়নিন্দক অমোঘভট্টাচার্য্যকে স্পষ্ট অঙ্গীকার করতঃ গৌরচন্দ্র নিজের ভক্তে বশ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

৬০৪পৃ, ৩পং। ["যোঽসি সোঽসি নমস্তুতে" এই মন্ত্র পড়ে।]

'তুমি যে হও, তাহাকেই আমি নমস্কার করি,' এই মন্ত্র পড়িয়া আচার্য্যের পূজা করিলেন।

৬০৪পৃ, ৭।৮পং। [আচার্য্যের নিমন্ত্রণ আশ্চর্য্য কথন...দাস বৃন্দাবন।]

শ্রীচৈতন্যভাগবতে, অন্ত্যখণ্ড, নবম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৬০৭পৃ, ৭পং। গদাধর,—আড়িয়াদহ বাসী গদাধর দাস।

৬১১পৃ, ১৭পং। হুড়ুম—শস্যবিশেষ। ইহার খই উৎকল প্রদেশে বিশেষ প্রচলিত।

৬১২পৃ, ১পং। কাশমর্দ্দি, কাসুন্দি।

৬১২পৃ, ১৪পং। সরখেল, তত্ত্বাবধায়ক।

৬১২পৃ, ১৯পং। শ্রীকৃষ্ণবিজয়,—গ্রন্থবিশেষ। অনেকে বিবেচনা করিয়াছেন যে, এই গ্রন্থই আদি বঙ্গীয় পদ্যগ্রন্থ।

৬১৩পৃ, ৫-১৫পং। [তবে রামানন্দ...পূজ্যশ্রেষ্ঠ সবাকার ॥]

বসু-রামানন্দ ও তৎপিতা সত্যরাজখাঁন ইহাঁরা বঙ্গদেশোজ্জ্বল কায়স্থ বসুবংশজাত গৃহস্থবৈষ্ণব। প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য সাধন কি? প্রভু উত্তর করিলেন, কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবা এবং নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন। তাহাতে সত্যরাজ প্রশ্ন করেন, কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন সহজে বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু বৈষ্ণবসেবন কার্য্যটী বৈষ্ণব চিনিতে না পারিলে বড়ই কঠিন হয়। অতএব হে প্রভো, বৈষ্ণব কে. এবং তাঁহার সামান্যলক্ষণ কি? প্রভু উত্তরকরিলেন, যাঁর মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনা যায়, সেই সবাকার শ্রেষ্ঠ পূজ্যবৈষ্ণব।

৬১৪পৃ, ২পং। আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমনসামিতি ॥ মধ্য, ১৫শ, ২শ্লো।

সুকৃত সাধুদিগের চিত্তের আকর্ষণ স্বরূপ, পাপনাশক, চণ্ডাল

হইতে আরম্ভ করিয়া সকল লোকের সুলভ মুক্তিরূপ ঐশ্বর্য্যের বশকারী এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণনামস্বরূপ এই মন্ত্র রসনা স্পর্শ মাত্রেই ফলদান করে, দীক্ষা, সৎকার্য্য বা পুরশ্চরণ এ সকলকে কিঞ্চিৎ মাত্র অপেক্ষা করে না।

৬১৪পৃ, ৬।৭পং। [অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণ নাম···সম্মান ॥]

সুতরাং গৃহস্থলোকের বৈষ্ণবসেবার জন্য এক কৃষ্ণনামপরায়ণ বৈষ্ণব হইলেই কার্য্যসিদ্ধি হয়, মন্ত্রদীক্ষিত বৈষ্ণবকে এস্থলে বিচারে আনা হয় নাই। ইহার কারণ এই, বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষিত অনেকে তত্ত্বজ্ঞান শূন্যতাবশতঃ মায়াবাদাদি দোষে দূষিত থাকিতে পারেন। কিন্তু নামাপরাধশূন্য কৃষ্ণনামোচ্চারণকারী বৈষ্ণবের সে সব দোষ থাকিবার সম্ভব নাই। মন্ত্রদীক্ষিত ব্যক্তি বৈষ্ণবপ্রায়, কিন্তু যিনি নিরপরাধে একবার কৃষ্ণনাম করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ হইলেও শুদ্ধবৈষ্ণব। গৃহস্থবৈষ্ণব সেইরূপ বৈষ্ণবকেই সেবা করিবেন।

৬১৬পৃ, ১৫।১৬পং। [সার্ব্বভৌম কর দারুব্রহ্ম· জল ব্রহ্মের সেবন ॥]

হে সার্ব্বভৌম, তুমি দারুব্রহ্মরূপ জগন্নাথদেবকে আরাধনা কর; হে বিদ্যাবাচস্পতি, তুমি শ্রীনবদ্বীপধামান্তর্গত বিদ্যানগরে বসিয়া জলব্রহ্মরূপ গঙ্গার সেবা কর।

৬১৬পৃ, ১৯।২০পং। [পূর্ব্বে আমি ··গুপ্ত ব্রজেন্দ্রকুমার।]

এই কথা বলিয়া আমি কৃষ্ণভজনে অধিক লোভ দিয়াছিলাম আমি বলিয়াছিলাম, গুপ্ত, ব্রজেন্দ্রকুমার পরম মধুর।

৬২০পৃ, ৪পং। যস্ত্বিন্দ্র গোপমথবেন্দ্র মহো স্বকর্ম্ম-ইতি ॥ মধ্য, ১৫শ, ৩শ্লো।

যিনি ইন্দ্রগোপরূপ কীটসকল হইতে দেবেন্দ্র পর্য্যন্ত জীবনিচয়ের স্বকর্ম্মবন্ধনানুরূপ ফল ভাজন বিস্তার করেন, কিন্তু যিনি

ভক্তিমান পুরুষের সমস্ত কর্ম্মনির্দ্দহন করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ৩ ॥

৬২০পৃ, ৮পং-৬২১পৃ, ৪পং। [তোমার ইচ্ছামাত্র হবে···মায়া কিবা করে।]

এই পদ্যসকলের শব্দার্থ সরল। ভাবার্থ কঠিন। ভাবার্থ এই যে, জীব কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া মায়াবন্ধনে পড়িলে মায়া অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া সেই জীববৃন্দকে কৃষ্ণবৈমুখ্যের ফলস্বরূপ কর্ম্মভোগ করান। কৃষ্ণবহির্ম্মুখলোকের কর্ম্মফল অবশ্য ভোগ করিতে হইবে। কৃষ্ণসাম্মুখ্য ব্যক্তিদিগের সেই কর্ম্মবন্ধন কৃষ্ণের ইচ্ছায় একেবারে বিনষ্ট হয়। ইহাতে যদি বিতর্ককরা যায় যে, ভক্ত হইলেই যদি কর্ম্মচ্ছেদ হইল এবং কোন ভক্ত বাঞ্ছা করিলেই যদি বিনাদণ্ডে সর্ব্বজীব উদ্ধার হয়, তবে ভক্তের ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ড থাকে না থাকে, এরূপ হইয়া পড়ে। এরূপ হইলে কৃষ্ণের জগৎ কিরূপে সুষ্ঠু নিয়মিত হইতে পারে। প্রভু কহিলেন, কৃষ্ণের চিজ্জগৎ অনন্ত ও অপরিমেয়; স্বরূপশক্তির গণসকল কামধেনুস্বরূপে পতিরূপ কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকে, সেই চিজ্জগৎ ত্রিপাদ। সেই চিজ্জগতের ছায়ারূপ মায়ায় অধিকৃত জড়জগৎ একপাদ। মায়া স্বরূপশক্তির ছায়ামাত্র। অতএব কামধেনুপতি কৃষ্ণের পক্ষে একটী ছাগীমাত্র। শুদ্ধভক্তের ইচ্ছাক্রমে বা শুদ্ধভক্তের অনুরোধে যদি একটী মায়িক ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার হইয়া যায়, তাহাতে কৃষ্ণের ক্ষতি উপলব্ধ হয় না। তাহা দূরে থাকুক যদি সমস্ত মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের সহিত ছাগীরূপ মায়ার অস্তিত্ব লোপ হয়, তাহা হইলেও কোটী কামধেনুর পতি ষড়ৈশ্বর্য্যেশ্বর কৃষ্ণের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না অর্থাৎ ছায়া নষ্ট হইলে কি স্বরূপ বস্তুর ক্ষতি হইতে পারে।

৬২১পৃ, ৬পং। জয় জয় অহজ্জামজিতদোষগৃভীতগুণাং। মধ্য, ১৪শ, ৪শ্লো।

যাহার সত্ব-রজগুণ দোষরূপে গৃহীত হইয়াছে, হে অজিত, সেই অজা অর্থাৎ মায়াকে তুমি বিনষ্ট কর। কেন না, আত্ম-শক্তিক্রমে মায়াতীত তোমাতে সমস্ত ঐশ্বর্য্য অবরুদ্ধ আছে। তুমিই মায়িক জগতের চরাচরের অখিল ব্যক্তির অবরোধক। তুমি আত্মশক্তিতেই বিপুল চিজ্জগতে লীলা করিয়া থাক, কোন কারণবশত তোমার ছায়াশক্তি মায়া প্রতিঈক্ষণ করিয়া তাহাতে কোন প্রকার লীলা করিয়া থাক। বেদ তোমার এই দুইপ্রকার লীলা বর্ণন করেন॥ ৪ ॥

৬২১পৃ, ১৫পং। [জলেশ্বরে প্রভু যারে করাইলা-আবেশে।]

পাঠান্তরে যমেশ্বরে আছে। এই পাঠ শুদ্ধ ও সার্থক বলিয়া বোধ হয়। কেননা জলেশ্বরগ্রামে গদাধরপণ্ডিতের কোন লীলার উল্লেখ নাই। সমুদ্রবালুকার নিকট যমেশ্বরটোটায় শ্রীটোটা-গোপীনাথের মন্দির, তথায় গদাধরপণ্ডিত গোপীনাথের সেবায় ও মহাপ্রভুর সেবায় আবিষ্ট হইয়া থাকিতেন।

৬২৩পৃ, ৩পং। নিজছায়ে ;—একলা নিজছায়া লইয়া।

৬২৭পৃ, ২পং। ত্বয়োপযুক্ত স্রগ্‌গন্ধবাসোলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ॥ মধ্য,১৪শ,৫শ্লো।

তোমাকে মাল্য, গন্ধবস্ত্র, অলঙ্কার ইত্যাদি যাহা অর্পিত হই-য়াছে, তাহাতে ভূষিত হইয়া তোমার দাসস্বরূপ আমরা তোমার উচ্ছিষ্ট সকল ভোজন করিতে করিতে তোমার মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হইব॥ ৫ ॥

৬২৭পৃ, ১৫পং। মাধুকরী,—মাধুকর বৃত্তিদ্বারা লব্ধ গ্রাস।

৬২৮পৃ, ৬পং। অবধান—মনোযোগ।

৬২৮পৃ, ১৬পং। এলাচি রসবাস,—রস ও সৌগন্ধযুক্ত এলাচ।

৬২৯পৃ, ১২।১৩পং। [দুই যোগ্য নহে দুই শরীর ব্রাহ্মণ ··দেখিব ॥]

অমোঘ ব্রাহ্মণ, তাহাকে বধ করা যাইতে পারে না। নিজেও ব্রাহ্মণ আত্মহত্যাও অনুচিত, দুই কার্য্যই অযোগ্য। সুতরাং সেই নিন্দুকের মুখ না দেখাই কর্ত্তব্য।

৬২৯পৃ, ১৮পং। পতিঞ্চ পতিতং ত্যজেদিতি ॥ মধ্য, ১৫শ, ৬ শ্লো।

পতিতপতিকে পরিত্যাগ করিবে ॥ ৬ ॥

৬৩০পৃ, ৮পং। মহতা হি প্রযত্নেন হস্ত্যশ্ব-ইতি ॥ মধ্য, ১৫শ, ৭শ্লো।

হস্তি, অশ্ব, রথ, পতাদিক প্রচুররূপে সংগ্রহ করিয়া যত্নপূর্ব্বক আমাদের যাহা করিতে হইত গন্ধর্ব্বগণ তাহা করিয়া রাখিয়াছে।

৬৩০পৃ, ১১পং। আয়ুঃশ্রিয়ং যশো ধর্ম্মমিতি ॥ মধ্য, ১৫শ, ৯শ্লো।

আয়ু, শ্রী, যশ, ধর্ম্ম, লোক ও আশীর্ব্বাদ এ সমস্ত শ্রেষ্ঠ বস্তুই মনুষ্যের মহদতিক্রম হইতে নাশ হইয়া যায় ॥ ৯ ॥

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ষোড়শপরিচ্ছেদের কথাসার।

মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইতে চাহিলে রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম অনেক প্রকার বাধা জন্মাইতে লাগিলেন। ক্রমে গৌড়ীয় ভক্তগণ তৃতীয়বৎসর নীলাচলে আসিলেন। এবার বৈষ্ণবদিগের গৃহিণী সকল মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য তাঁহার প্রিয় বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য বঙ্গদেশ হইতে আনিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীক্ষেত্রে পৌছিলে মহাপ্রভু মালা পাঠাইয়া তাঁহাদের সম্মান করিলেন। সে বৎসরও গুণ্ডিচামন্দির প্রক্ষালনাদি কার্য্য পূর্ব্ববৎ হইয়াছিল। ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্য অতিবাহিত হইলে, দেশে চলিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দপ্রভুকে প্রতিবৎসর নীলাচলে আসিতে

নিষেধ করিলেন। কুলীনগ্রামীর প্রশ্নমতে পুনরায় বৈষ্ণব লক্ষণ বলিলেন। এ বৎসর বিদ্যানিধি নীলাচলে থাকিয়া ওড়নষষ্ঠী দর্শন করিলেন। ভক্তগণ বিদায় হইলে, মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাই-বার দৃঢ়তা প্রকাশ করিলেন। বিজয়াদশমী দিবসে প্রস্থান করিলেন। প্রতাপরুদ্র রাজা মহাপ্রভুর গমনপথে অনেক প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চিত্রোৎপলানদী পার হইলে রামানন্দ, মঙ্গরাজ ও হরিচন্দন মহাপ্রভুকে সঙ্গে করিয়া চলিলেন। গদাধর-পণ্ডিতকে মহাপ্রভু নীলাচলে যাইবার অনুরোধ করিলে তিনি তাহা শুনিলেন না। কটক হইতে মহাপ্রভু পণ্ডিতগোস্বামীকে শপথ দিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে পাঠাইলেন। ভদ্রক হইতে রামানন্দকে বিদায় দিলেন। ওড্রদেশসীমায় পৌঁছিয়া নৌকাযোগে যবনাধি-কারীর সাহায্যে পাণিহাটি পর্য্যন্ত গেলেন। তদনন্তর রাঘবপণ্ডি-তের বাটী হইতে কুমারহট্ট হইয়া কুলিয়াগ্রামে অনেকের অপ-রাধ ভঞ্জন করিলেন। তথা হইতে রামকেলী দিয়া রূপ ও সনা-তনকে অঙ্গীকার করিলেন। রামকেলি হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক রঘুনাথদাসকে শিক্ষা দিয়া স্বীয় গৃহে পাঠাইলেন। পুনরায় নীলা-চলে আসিয়া একক বৃন্দাবন যাইবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

৬৩৪পৃ, ২পং। গৌড়োদ্যানং গৌরমেঘঃ সিঞ্চন্ ইতি। মধ্য, ১৫শ; ১শ্লো।

গৌড়োদ্যানে স্বীয় দর্শনামৃত সিঞ্চন দ্বারা ভবাগ্নিদগ্ধ লোক-রূপ লতাকে গৌররূপ পর্য্যন্ত জীবিত করিয়াছিলেন।

৬৩৯পৃ, ২পং। বাপী, ইঁদারা।

৬৩৯পৃ, ১১।১২পং। [আচার্য্য গোসাঞি... কৈল যৈছে ঝড় বরিষণ।]

চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৮ম অধ্যায়। "এক দিন শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া মনে করিলেন, যদি অন্য কোন

সন্ন্যাসী প্রভুর সঙ্গে না আইসেন, তবে প্রভুকে ভাল করিয়া খাওয়াইব। অন্য সন্ন্যাসী সকল মধ্যাহ্ন ক্রিয়ায় বাহির হইয়াছেন, এমন সময় ঝড়বৃষ্টি হওয়ায় তাঁহারা আসিতে না পারিলে প্রভু একক আসিয়া শ্রীঅদ্বৈতের অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিলেন।

৬৪০পৃ, ২পং। তর্জ্জা, পয়ারাদি ছন্দের কথা, যাহা অন্য লোকে সহজে বুঝিতে পারে না।

৬৪০পৃ, ৫পং। [কিবা প্রার্থনা কিবা আজ্ঞা কেহ না বুঝিল ॥]

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তর্জ্জা দ্বারা কি প্রার্থনা করিলেন, এবং শ্রীশচীনন্দনের হাস্যে কি অর্থ হইল তাহা আর কেহ বুঝিতে পারিলেন না।

৬৪০পৃ, ১০।১১পং। [গৌড়ে রহি…সিদ্ধি করে হেন অন্য না দেখিয়ে ।]

গৌড়দেশে শ্রীমহাপ্রভুর অনুপস্থিতে আচণ্ডাল নাম প্রেমদান রূপ তাঁহার উদ্দেশ্য প্রভু নিত্যানন্দ বিনা আর কেহই সিদ্ধি করিতে পারেন না।

৬৪০পৃ, ১৩-১৫পং। [নিত্যানন্দ কহে আমি দেহ তুমি প্রাণ…ঘটন ॥]

নিত্যানন্দ কহিলেন, আমি দেহ, তুমি প্রাণ, এই দুই কখন পৃথক নয়। তবে যে তুমি নীলাচলে, আমি গৌড়ে, এই যে পৃথক করা কার্য্য সে কেবল তোমার অচিন্ত্যশক্তিতে ঘটনা হয়।

৬৪০পৃ, ১৯পং—৬৪১পৃ, ১২পং। [কুলীনগ্রামী পূর্ব্ববৎ…বৈষ্ণবতম ॥]

কুলীনগ্রামীর পূর্ব্ববৎসরের প্রশ্নোত্তর অর্থাৎ যার মুখে এক বার শুনি কৃষ্ণনাম ইত্যাদি ইহা শুনিয়াও কুলীনগ্রামী সেই প্রশ্ন করিলে প্রভু কহিলেন, যাঁহার বদনে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুন তাঁহাকে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ জানিয়া তাঁহার চরণে নিরন্তর ভজন কর। আবার পরবর্ত্তী বর্ষে কুলীনগ্রামীগণ সেই একই প্রশ্ন

করিলে, প্রভু উত্তর করিলেন, যাহাকে দর্শন করিবামাত্র দর্শকের মুখে কৃষ্ণনাম সহজে আইসে তাঁহাকে তুমি বৈষ্ণবপ্রধান বলিয়া জানিবে। এই প্রকার তিন বৎসরে তিন প্রকার উত্তর বিচার করিয়া দেখিলে প্রভুর বাক্যে, বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর এবং বৈষ্ণবতম এই তিন প্রকার বৈষ্ণবের লক্ষণ পাওয়া যায়। এই তিন প্রকার বৈষ্ণবের সেবা গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। ইহাতে অনুমিত হয় যে, প্রভুর তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা কেবল বৈষ্ণবদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ একবারও নিরপরাধে কৃষ্ণনাম করেন নাই, তাঁহার প্রতি বৈষ্ণবসেবা প্রযোজ্য নয়। কেবল সুহৃদতিথি বলিয়া তাঁহাকে সম্মান করা আবশ্যক।

৬৪১পৃ, ১৪পং। বিদ্যানিধি,—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।

৬৪১পৃ, ১৮পং। ওড়ন-ষষ্ঠী—শীতাগমের প্রথম ষষ্ঠীকে ওড়ন-ষষ্ঠী বলে। সেইদিন জগন্নাথদেবের অঙ্গেশীতবস্ত্র অর্পিতহয়। সেই শীত বস্ত্র মাড়ুয়া বসন অর্থাৎ অধৌত তন্তুবায়ের মাড়যুক্তবসন। পৌণ্ডরীকবিদ্যানিধি সে সম্বন্ধে একটু কুটীনাটী প্রকাশপূর্ব্বক দেবতাকে মাড়ুয়া বসন দেওয়ায় উৎকলভক্তদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ ঘৃণা প্রকাশকরতঃ তাহার উপযুক্ত ফললাভ করিয়াছিলেন।

৬৪২পৃ, ৩।৪পং। [গাল ফুলিল···বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস।] চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ডে, দশমঅধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৬৪৩পৃ, ১৬পং। ভবানীপুর—জানকীদেইপুর অর্থাৎ জানকী-দেবীপুরের অগ্রে ভবানীপুর।

৬৪৫পৃ, ২পং। বিষয়ী,—যে রাজকর্ম্মচারী গ্রাম তহশিল করে।

৬৪৫পৃ, ১৩পং। চতুর্দ্বার,—কটক হইতেমহানদী পার হইয়া চতুর্দ্বার গ্রামে যাওয়া যায়। তাহাকেই সাধারণে চৌদার বলে।

৬৪৫পৃ, ১৯পং। চিত্রোৎপলানদী,—কটক হইতে যে স্থানে মহানদীকে পাওয়া যায় তাহাকে চিত্রোৎপলা নদী বলে। উৎকলপণ্ডিতগণ কোন তন্ত্র হইতে এইকথাটী বলিয়া থাকেন,—'কলৌ চিত্রোৎপলা গঙ্গা।'

৬৪৭পৃ, ২পং। ক্ষেত্রসন্ন্যাস,—যাঁহারা স্বীয় স্বীয় পূর্ব্ববাস গৃহ ত্যাগ করিয়া কোন বিশেষ তীর্থে অর্থাৎ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বা নবদ্বীপধামে অথবা মথুরাদিমণ্ডলে একক বা সপরিবারে পরমার্থবুদ্ধির সহিত বাস করেন, তাঁহাদের আশ্রমকে ক্ষেত্রসন্ন্যাস বলে। এই আশ্রম কলিকালের উপযুক্ত বানপ্রস্থ ধর্ম্ম।* সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যের এইরূপ ক্ষেত্রসন্ন্যাস উক্ত হইয়াছে।

৬৪৭পৃ, ১২পং। [প্রতিজ্ঞা সেবাত্যাগ দোষ তার আমি ভাগী।]

শ্রীগদাধরপণ্ডিতগোস্বামী শ্রীগোপীনাথের সেবা প্রাপ্ত হইয়া সেই সেবায় জীবনযাপন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। প্রভুর সঙ্গে গৌড়দেশ যাইতে হইলে সেই প্রতিজ্ঞাভঙ্গদোষ এবং সেবা ত্যাগদোষ, এই দুইটী দোষ হয়। অনুরাগমার্গে এইসকল দোষ মহাত্মাগণ স্বীকার করিয়া থাকেন।

৬৪৮পৃ, ১২পং। স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞামৃতমিতি॥ মধ্য, ১৬শ, ২শ্লো।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণ করিব না, এই নিজের প্রতিজ্ঞাত্যাগপূর্ব্বক আমার প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার অভিপ্রায়ে রথ হইতে নামিয়া চক্রধারণপূর্ব্বক কৃষ্ণচন্দ্র ত্যক্তউত্তরীয় লইয়াও আমাকে বধ করিবার জন্য চলিয়াছিলেন॥ ২॥

৬৪৯পৃ, ৭।৮পং। [এইমত চলি প্রভু রেমুণা আইলা…বিদায় দিলা॥]

এইপ্রকারে মহাপ্রভু রামানন্দরায়ের সঙ্গে আসিতে আসিতে বালেশ্বরের নিকট রেমুণা পৌছিবার পূর্ব্বেই ভদ্রক হইতে রামানন্দরায়কে বিদায় দিলেন। এইরূপ বর্ণন অনেক স্থানে আছে।

।।। সজ্জিনী ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।

৬৪৯পৃ, ১৯পং। পিছলদা,—তমলুকের নিকটবর্ত্তী রূপনারায়ণনদের ধারে পিছলদা নামক গ্রাম আছে।

৬৫০পৃ, ৪পং। উড়িয়া কটক,—উৎকল দেশীয় রাজার রাজ্য সীমায় যে সৈন্যকটক অর্থাৎ ছাঁউনী ছিল, তাহাকেই উড়িয়া কটক বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

৬৫০পৃ, ২০পং। বিশ্বাস,—গৌড়দেশীয় যবনরাজার বিশ্বাসখানা বলিয়া একটী দপ্তর ছিল। তাহাতে অত্যন্ত বিশ্বস্ত কায়স্থগণই কার্য্যভার প্রাপ্ত ছিলেন। রাজার যখন যেখানে প্রধান কার্য্য পড়িত, তথায় কায়স্থবিশ্বাসগণ প্রেরিত হইতেন।

৬৫২পৃ, ১৪পং। যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাদিতি। মধ্য, ১৬শ, ৩শ্লো।

হে ভগবন্, যাঁহার নাম, শ্রবণ, অনুকীর্ত্তন, উচ্চারণ ও স্মরণ করিবামাত্র চণ্ডাল ও যবন যজ্ঞের যোগ্য হইয়া উঠে, এমন সেই প্রভু যে তুমি, তোমার দর্শন হইতে কি না হয়?

৬৫৩পৃ, ১৯পং। মন্ত্রেশ্বর,—ডায়মণ্ডহারবারের সন্নিকট বৃহৎ নদের নাম মন্ত্রেশ্বর। সেই নদ দিয়া নৌকা রূপনারায়ণ তীরবর্ত্তী পিছলদাগ্রামেলাগিল। পিছলদাগ্রামের একদিক মন্ত্রেশ্বরেরসংলগ্ন।

৬৫৪পৃ, ৫পং। পানিহাটী,—গঙ্গাতীরে শ্রীপাঠ খড়দহের অনতিদূরে পানিহাটী গ্রাম।

৬৫৪পৃ, ১২পং—৬৫৫পৃ, ১পং। [প্রাতে কুমারহট্টে···ঐছে আইলা॥]

কুমারহট্টের বর্ত্তমাননাম হালিসহর। মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিলে কিছুদিনের মধ্যে শ্রীবাসপণ্ডিত নবদ্বীপে বাস ত্যাগপূর্ব্বক কুমারহট্টে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কুমারহট্ট হইতে কাঞ্চনপাড়ায় অর্থাৎ কাঁচড়াপাড়ায় শিবানন্দসেনের গৃহে গমন করিলেন। শিবানন্দের গৃহের নিকটবর্ত্তী স্থানে বাসুদেবদত্তের গৃহে তদনন্তর

গিয়াছিলেন। তথা হইতে শ্রীনবদ্বীপের পশ্চিমপাড়ে শ্রীবিদ্যা-নগরে প্রভু গমন করিলেন। বিদ্যানগর হইতে কুলিয়া গ্রামে মাধবদাসের গৃহে থাকিলেন। তথায় সাতদিন থাকিয়া দেবানন্দ প্রভৃতির অপরাধ ভঞ্জন করিলেন। কবিরাজগোস্বামী এইস্থানে শান্তিপুরাচার্য্যের গৃহে ঐরূপে আগমনের কথা উল্লেখ করায় বহু লোকের মনে এরূপ সন্দেহ হয় যে, কাঁচড়াপাড়ার নিকটেই বা কোন কুলিয়া থাকিবে। এই মিথ্যা আশঙ্কায় কোন নবীনকুলি-য়ারপাঠ উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ অনুমান হয়। বস্তুতঃ মহাপ্রভু বাসুদেবের ঘর হইতে শান্তিপুরাচার্য্যের গৃহে গিয়াছিলেন। তথা হইতে নবদ্বীপের অপরপারে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে ও কুলিয়া-গ্রামে গিয়াছিলেন, এরূপ উক্তি চৈতন্যভাগবতে, চৈতন্যমঙ্গলে চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে, প্রেমদাসের ভাষায় এবং চৈতন্যচরিত-কাব্যে স্পষ্ট বর্ণিত আছে। কবিরাজগোস্বামী এই যাত্রার রীতি-মত বর্ণন করেন নাই বলিয়া এই সকল উৎপাত ঘটনা হইয়াছে।

৬৫৫পৃ, ৬।৭পং। [বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস…বিস্তার॥]

শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্তখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৬৫৭পৃ, ১৭পং। মর্কট বৈরাগ্য,—হৃদয়ে বিষয় চিন্তা এবং গোপনে স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস, বাহিরে কৌপিন বহির্ব্বাস ইত্যাদি বৈরাগ্যের চিহ্ন। এই সকল মর্কট বৈরাগীর লক্ষণ।

৬৫৮পৃ, ৬।৮পং। [ঘরে আসি মহাপ্রভু শিক্ষা…অনাসক্ত হঞা॥]

রঘুনাথদাস শান্তিপুর হইতে সপ্তগ্রামে আসিয়া মহাপ্রভুর শিক্ষা আচরণ করিতে লাগিলেন। অন্তরে বৈরাগ্য করিয়া, বাহিরে কোন বৈরাগ্য চেষ্টা ও বাতুলতা রাখিলেন না। অনাসক্ত ভাবে যথাযোগ্য গৃহস্থ কার্য্য করিতে লাগিলেন।

৬৬০পৃ, ১২পং। প্রহেলী,—প্রহেলিকা, তর্জ্জা।

৬৬১পৃ, ৫।৬পং। [বাদিয়ার বাজি পাতি চলিলাম...না করে।]

বাদিয়া অর্থাৎ বেদেগণ বাজি করিবার জন্ত স্থান পাতিলে যে রূপ লোক সংঘট্ট হয় সেই রূপ লোক সংঘট্ট লইয়া আমি বৃন্দাবন যাইতেছি ইহা ভাল নয়।

৬৬২পৃ, ১৫।১৬। [ভিক্ষাতে পণ্ডিতের স্নেহ প্রভু...না যায় বর্ণন।]

গদাধরপণ্ডিতের নিকট প্রভুর ভিক্ষায় পণ্ডিতের যে স্নেহ এবং প্রভু সেই স্নেহযুক্ত প্রসাদান্ন আস্বাদন করেন এই দুই বিষয়ই মনুষ্যের শক্তিতে বর্ণন হয় না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সপ্তদশপরিচ্ছেদের কথাসার।

সেবৎসর শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রা দেখিয়া মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবার স্থির করিলেন। রামানন্দ ও স্বরূপ, বলভদ্রভট্টাচার্য্য ও তৎসঙ্গী একটী ব্রাহ্মণ সঙ্গে দিলেন। রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে কটক যাত্রা করিয়া দক্ষিণে কটক রাখিয়া নির্জ্জন বনপথে চলিলেন। বনপথে ব্যাঘ্র হস্তী প্রভৃতিকে প্রেমে কৃষ্ণনাম গান করাইলেন। যেখানে গ্রাম পান সেখানে ভিক্ষা করিয়া অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হয়। গ্রাম শূন্যস্থলে সঞ্চিত তণ্ডুল পাক হয় এবং বন্যশাকাদি সংগৃহীত হয়। বলভদ্রভট্টাচার্য্যের সুব্যবহারে প্রভু অত্যন্ত প্রীত হইলেন। এইরূপে ঝারিখণ্ড বনপথে চলিয়া বারাণসীধামে উপস্থিত হইলেন। মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিবার সময় তপনমিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল প্রভুকে তিনি নিজঘরে লইয়া যত্ন করিয়া রাখিলেন। বারাণসীতে চন্দ্রশেখর-বৈদ্য প্রভুর পূর্ব্বপরিচিত

ভক্ত, প্রভুর সেবা করিতে লাগিলেন। কোন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ প্রভুর ব্যবহার দেখিয়া সন্ন্যাসী প্রধান প্রকাশানন্দসরস্বতীকে কহিলে, তিনি প্রভুর অনেক নিন্দা করিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ তাহাতে দুঃখিত হইয়া প্রভুকে গিয়া সেই কথা বলিলে এবং প্রকাশানন্দাদি সন্ন্যাসীদিগের মুখে কৃষ্ণনাম না আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, প্রভু তদুত্তরে মায়াবাদকে অপরাধ বলিয়া নির্ণয় করিলেন এবং মায়াবাদীর সঙ্গকরিতে নিষেধ করিয়া তাহাকে কৃপা করিলেন। কাশীহইতে প্রয়াগ পথে মথুরা উপস্থিত হইলেন। মথুরায় শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য সানুড়িয়া ব্রাহ্মণের ঘরে, তাহাকে কৃপা করিয়া ভিক্ষা করিলেন। বনভ্রমণে মহাপ্রেমে ও শারীশুক বার্ত্তা শ্রবণ করত চলিতে লাগিলেন।

৬৬৩পৃ, ৬পং। গচ্ছন্ বৃন্দাবনং গৌরো ব্যাঘ্রেভৈণখগান্। মধ্য,১৭শ,১শ্লো।

শ্রীগৌরচন্দ্র বৃন্দাবন যাইতে যাইতে বনে ব্যাঘ্র, হস্তি, মৃগ ও পক্ষীদিগকে কৃষ্ণজল্পনায় প্রেমোন্মত্তকরতঃ নৃত্য করাইয়াছিলেন।

৬৬৪ পৃ, ৯পং। ভোজ্যান্নব্রাহ্মণ,—অন্নভোজ্য, অর্থাৎ যাহার অন্নভোজনে দোষ নাই, এরূপ ব্রাহ্মণ।

৬৬৪পৃ, ১৩পং। [নূতনসঙ্গী হইবেক স্নিগ্ধ যার মন।]

পূর্ব্বের ন্যায় কালাকৃষ্ণদাস আদি আমার সঙ্গে যাইবার প্রয়োজন নাই, পরন্ত স্নিগ্ধঅন্তঃকরণ কোন নূতন সঙ্গীকে লইতেপারি।

৬৬৫পৃ, ৩পং। বস্ত্রাম্বুভাজন,—বস্ত্র ও জলপাত্র।

৬৬৬পৃ, ১৮পং। ধন্যাঃ স্মমূঢ়মতয়োপিহরিণ্যএতা ইতি। মধ্য, ১৭শ,২শ্লো।

এই মূঢ়মতি হরিণী সকল ধন্য, যেহেতু উহারা বিচিত্রবেশ-নন্দনন্দনকে পাইয়া এবং তাঁহার বেণুনাদ শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণসার দিগের প্রণয়াবলোকন দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন।২॥

৬৬৭পৃ, ৬পং। যত্র নৈসর্গ দুর্বৈরাঃ ইতি ॥ মধ্য, ১৭শ, ৩শ্লো।

—নর ব্যাঘ্রাদি যেস্থলে নিসর্গবশতঃ পরস্পর বিরুদ্ধ চেষ্ট হইয়াও একত্র মিত্র ভাবে বাস করিয়াছিল, সেই কৃষ্ণের আরাম স্থান বৃন্দাবন পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রোধতৃষ্ণাদি পলায়ন করিয়াছিল ॥৩॥

৬৬৭পৃ, ২০পং। ঝারিখণ্ড ;—তন্নাম প্রসিদ্ধ বন্যপথ বিশেষ।

৬৭১পৃ, ৮পং। মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুমিতি। মধ্য, ১৭শ, ৪শ্লো।

যাঁহার কৃপা বোবাকে বাচাল করিতে এবং পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘাইতে পারে,সেই পরমানন্দস্বরূপ মাধবকে আমি বন্দনাকরি।

৬৭২পৃ, ৮পং। [মিশ্রপুত্র-রঘু করে পাদ সম্বাহন।]

তপনমিশ্রের পুত্র রঘুনাথ (যিনি পরে ভট্ট গোস্বামী হইয়াছিলেন) প্রভুর পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন।

৬৭২পৃ, ১২পং। লিখনবৃত্তি,পুঁথিনকল করিয়া অর্থোপার্জ্জন।

৬৭৩পৃ, ৪পং। তার ;—উদ্ধার কর। ভৃত্য দুই জন ;—চন্দ্রশেখর ও তপনমিশ্র, এই দুই জন।

৬৭৫পৃ, ৮ পং। ভাবকালী ;—ভাবুকের স্বভাব।

৬৭৫পৃ, ১০পং। [উচ্ছৃঙ্খল লোক সঙ্গে দুই লোক নাশ।]

যে সকলব্যক্তি শাস্ত্রবিধির শৃঙ্খল উৎসন্ন করিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে থাকিলে ইহলোক ও পরলোক দুই লোকই নাশ হয়।

৬৭৬পৃ, ৫-১২পং। [প্রভু কহে মায়াবাদী কৃষ্ণ অপরাধী···বিভেদ ॥]

প্রভু কহিলেন, মায়াবাদী জীবতত্ত্বকে অপ্রাকৃত না মানিয়া মায়াচ্ছন্ন ব্রহ্মখণ্ডকে জীব বলিয়া স্থির করে। এবং ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ জানিয়া ভগবদ্বিগ্রহকে মায়াময় বিগ্রহ বলে। ইহাতেই মায়াবাদী কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকে অনিত্য জানিয়া মহা অপরাধী হইয়াছে। কৃষ্ণের মুখ্যনাম

পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম, আত্মা, চৈতন্য ইত্যাদি গৌণ নাম সকল উচ্চারণ করিয়া থাকে। যদিবা কখন গোবিন্দ, মাধব, কৃষ্ণ, এই নামসকল তাহার মুখে বাহির হয় তথাপি তাহার জ্ঞান দোষে শুদ্ধচিদ্বিগ্রহ কৃষ্ণের নাম হয় না। বস্তুতঃ কৃষ্ণের নাম ও কৃষ্ণের স্বরূপ দুইই চিদ্বস্তু। নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ তিনই চিদানন্দময়। বদ্ধজীবের দেহটী জীবরূপ দেহী হইতে পৃথক্ এবং পিতৃদত্ত নামও পৃথক ও জড়াশ্রিত। কৃষ্ণে সেরূপ নয়। কৃষ্ণের যে দেহ সেই দেহী। যে নাম সেই নামী। কৃষ্ণে মায়া বা মায়াপ্রসূত জড়সম্বন্ধ না থাকায়, দেহ দেহী, নাম নামীর ভেদ অসম্ভব। বদ্ধজীবের পক্ষেই দেহ দেহী, নাম নামীর অর্থাৎ নাম, দেহ ও স্বরূপ জীব হইতে পৃথক্ ধর্ম্ম।

৬৭৬পৃ,১৪পং। নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ ॥ মধ্য,১৭শ, ৫ শ্লো।

কৃষ্ণনাম চিৎস্বরূপ চিন্তামণিবিশেষ, তাহা কৃষ্ণচৈতন্য রসের বিগ্রহ স্বরূপ, তাহা পূর্ণ অর্থাৎ মায়িকবস্তুর ন্যায় আবদ্ধ ও খণ্ড নয়, তাহা শুদ্ধ অর্থাৎ মায়া-মিশ্র নয়; তাহা নিত্যমুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বদা চিন্ময়, কখন জড়সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় না। যে হেতু নাম ও নামীর স্বরূপে কোন ভেদ নাই।

৬৭৬পৃ, ২১পং। অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদিতি। মধ্য, ১৭শ, ৬ শ্লো।

অতএব, শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রকৃত চক্ষুকর্ণরসায়নাদি গ্রাহ্য নয়, যখন জীব সেবোন্মুখ হন অর্থাৎ চিৎস্বরূপ কৃষ্ণোন্মুখ হন তখন জিহ্বাদিইন্দ্রিয়ে নামাদি স্বয়ং স্ফূর্ত্তিলাভ করে ॥৬॥

৬৭৭পৃ, ১২পং। [ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ লীলারস...আত্মবশ ॥]

আমিই ব্রহ্ম, 'এই বুদ্ধি যাহাদের উদয় হয় তাহাদের মায়া চিন্তা দূরীভূত হইয়া চিৎস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিতি রূপ একটু সুখো-

দয় হয়। কিন্তু যাঁহারা কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণলীলা রূপ চিন্ময় রসবিলাস হৃদয়ে উদয় করিতে পারেন, তাঁহারা ব্রহ্মানন্দ হইতে অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ পূর্ণানন্দলীলারস ভোগ করেন। অতএব পূর্ণানন্দলীলারসরূপ কৃষ্ণলীলা সহসা ব্রহ্মজ্ঞানীকে আকর্ষণ করিয়া আত্মবশ করিয়া ফেলে।

৬৭৭পৃ,৪পং। স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো। মধ্য ১৭শ,৭শ্লো।

যিনি প্রথমে ব্রহ্মসুখে নিভৃতচিত্তছিলেন এবং পরে সেই সুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণের মাধুর্য্যময়লীলাকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণসম্বন্ধীয় তত্ত্বদীপস্বরূপ শ্রীভাগবতপুরাণ বিস্তার করিয়াছিলেন; সেই অখিলপাপনাশী ব্যাসপুত্র শুকদেবকে আমি নমস্কার করি॥৭॥

৬৭৭পৃ,১১পং। আত্মারাম ইতি॥ মধ্য,১৭শ,৮শ্লো। অনুবাদ ১৪১৮পৃ।

৬৭৭পৃ,১৬পং। তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-ইতি॥ মধ্য, ১৭শ,৯শ্লো।

সেই অরবিন্দ-নেত্র ভগবানের পদকমল কিঞ্জল্ক মিশ্রিত তুলসীগন্ধ বায়ু চতুঃসনের নাসিকারন্ধ্র যোগে অন্তর্গত হইয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপরায়ণ রূপ তাহাদিগের চিত্ত ও তনুর ক্ষোভ উৎপত্তি করিয়াছিল ॥ ৯ ॥

৬৭৮পৃ,১২পং। [ভারি বোঝা লঞা আইলাম কেমনে···বেচিব।]

চিন্ময় নামরসের ভাজন অতিশয় ভারি বোঝা; পূর্ণশ্রদ্ধামূল্যে তাহা আমি জীবের নিকট বিক্রয় করি। ব্যাপারীর পক্ষে এতভারী বোঝা ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া সুকঠিন, সুতরাং অল্প সল্প মূল্য অর্থাৎ শ্রদ্ধাভাস রূপ মূল্য পাইলেই এই স্থলে বেচিয়া যাইব।

৬৭৮পৃ, ১০পং। মাধব—বেণীমাধব।

৬৭৯পৃ, [illegible]পং। বিশ্রামতীর্থ, প্রসিদ্ধ বিশ্রামঘাট।

৬৭৯পৃ, ৪পং। জন্মস্থানে কেশব,—শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে কেশবজীর মূর্ত্তি দেখিয়া।

৬৮১পৃ, ৮পং। যদ্‌যদিতি। মধ্য, ১৭শ, ১০ শ্লো। অনুবাদ ১২৮৩ পৃ।

৬৮১পৃ, ১০।১১পং [যদ্যপি সানোড়িয়া হয় সেইত…নাকরে ভোজন ॥]

পশ্চিমদেশে বৈশ্যগণ কএক ভাগে বিভক্ত; আগরওয়ালা, কালওয়ার, সানোড়িয়া ইত্যাদি। তন্মধ্যে আগরওয়ালা অতি-শুদ্ধ। কালওয়ার, সানোড়িয়া প্রভৃতি নিজ নিজ কার্য্য দোষে পতিত। ঐ কালওয়ার ও সানোয়াড়দিগকে যাহারা যাজন করে, তাহাদিগকে সানোড়িয়া ইত্যাদি ব্রাহ্মণ বলে। সানো-ড়িয়া শব্দে সুবর্ণবণিক। তাহাদের ব্রাহ্মণেরা সানোড়িয়াব্রাহ্মণ। যাজনদোষে পতিত হওয়ায় সেই ব্রাহ্মণদিগের গৃহে সন্ন্যাসীগণ ভোজন করেন না।

৬৮০পৃ, ৪পং। তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়োবিভিন্নাঃ ইতি। মধ্য,১৭শ,১১শ্লো।

তর্ক সহজেই প্রতিষ্ঠাশূন্য, শ্রুতি সকল ভিন্ন ভিন্ন, যাঁহার মত ভিন্ন নয় তিনি ঋষি হইতে পারেন না। এতন্নিবন্ধন ধর্ম্মতত্ত্ব গূঢ়-রূপে আচ্ছাদিত আছে। শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব পাওয়া কঠিন। সুতরাং যাঁহাকে মহাজন বলিয়া মনে স্থির করা যায়, তিনি যে পন্থাকে শাস্ত্রপন্থা বলিয়াছেন, সেই পথেই অপর ব্যক্তির গমন করা উচিত ॥ ১১ ॥

৬৮২পৃ, ১২পং। যমুনার চব্বিশ ঘাট—(১) অবিমুক্ত (২) অধিরূঢ়, (৩) গুহ্যতীর্থ (৪) প্রয়াগতীর্থ, (৫) কনখলতীর্থ, (৬) তিন্দুক, (৭) সূর্য্যতীর্থ, (৮) বটস্বামী, (৯) ধ্রুবঘাট, (১০) ঋষিতীর্থ, (১১) মোক্ষতীর্থ, (১২) বোধতীর্থ, (১৩) গোকর্ণ, (১৪) কৃষ্ণগঙ্গা, (১৫) বৈকুণ্ঠ, (১৬) অসিকুণ্ড, (১৭) চতুঃসামুদ্রিককূপ, (১৮)

অক্রূরতীর্থ, (১৯) যাজ্ঞিক-বিপ্রস্থান, (২০) কুব্জাকূপ, (২১) রঙ্গস্থল, (২২) মঞ্চস্থল, (২৩) মল্লযুদ্ধস্থান ও (২৪) দশাশ্বমেধ।

৬৮২পৃ,১৬পং। বন,—দ্বাদশবন। শ্রীযমুনার পূর্ব্বভাগস্থিত.— ভদ্রবন, বিল্ববন, লৌহবন, ভাণ্ডীরবন ও মহাবন এই ৫টী। যমুনার পশ্চিমভাগে স্থিত ;—মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন, কাম্যবন, খদিরবন, বৃন্দাবন এই সাতটি।

৬৮৪পৃ, ১২পং। সৌন্দর্য্যং ললনাদিধৈর্য্যদলং ইতি॥ মধ্য,১৭শ, ১২ শ্লো।

শুক বলিলেন, যাঁহার সৌন্দর্য্য রমণীগণের ধৈর্য্য হরণ করে ; যাঁহার লীলা লক্ষ্মীদেবীকে স্তম্ভিত করে ; যাঁহার বীর্য্য গোবর্দ্ধনগিরিকে কন্দুখেলা করে ; যাঁহার অমলগুণসকল পরার্দ্ধাতীত ; যাঁহার শীলধর্ম্ম সর্ব্বজনের অনুরঞ্জন করে ; সেই আমার প্রভু জগন্মোহন কৃষ্ণের বিশ্বজনীনকীর্ত্তি বিশ্বকে পালন করুন্॥ ১২ ॥

৬৮৪পৃ, ১৯পং। শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা ইতি॥ মধ্য, ১৭শ, ১৩ শ্লো।

শারী কহিলেন; শ্রীমতী রাধিকার প্রিয়তা, স্বরূপতা, সুশীলতা, নৃত্যগানচাতুরী, কবিতা ইত্যাদি গুণসকল জগন্মোহন কৃষ্ণের চিত্ত বিমোহিনী হইয়া শোভা পাইতেছে॥ ১৩ ॥

৬৮৫পৃ, ২পং। বংশীধারী জগন্নারীচিত্তহারী ইতি। মধ্য, ১৭শ, ১৪ শ্লো।

শুক কহিলেন, হে সারিকে, সেই বংশীধারী জগন্নারীর চিত্তহারী গোপনারীবিহারী মদনমোহন জয়যুক্ত হউন॥ ১৪ ॥

৬৮৫পৃ, ৫পং। রাধাসঙ্গে যদাভাতি তদাইতি। মধ্য, ১৭ শ, ১৫ শ্লো।

শারি পরিহাস করিয়া উত্তর করিল, কৃষ্ণ যখন রাধার সহিত শোভা পান তখনই তিনি মদনমোহন। রাধিকা সঙ্গে না থাকিলে বিশ্বমোহন হইয়াও তিনি স্বয়ং মদন কর্ত্তৃক মোহিত হন॥ ১৫ ॥

৬৮৬পৃ ১৯পং। পাথার,—জলবৃদ্ধিরূপ বন্যা।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের কথাসার।

আরিটগ্রামে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড আবিষ্কারপূর্ব্বক মহাপ্রভু গোবর্দ্ধনে হরিদেব দর্শন করিলেন। গোবর্দ্ধনের উপরে উঠিয়া গোপাল দর্শন করিবেন না, এই জন্য অন্নকুটগ্রাম হইতে ম্লেচ্ছ-ভয়ের ছল বাহির করিয়া গোপাল গাঠুলীগ্রামে আসিলেন। তথায় গিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন। ভক্তবর শ্রীরূপ-গোস্বামীকে কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দিবার জন্য গোপাল তাহার অনেক-দিন পরে মথুরায় বিঠলেশ্বরের মন্দিরে আসিয়া একমাস ছিলেন। এই প্রস্তাব কবিরাজগোস্বামী এইস্থলে লিখিয়াছেন। মহাপ্রভুর নন্দীশ্বর, পাবনসরোবর, শেষশায়ী, খেলাতীর্থ, ভাণ্ডীরবন, ভদ্র-বন, লোহবন, মহাবন ইত্যাদি দর্শন হইল। গোকুল দর্শন করিয়া মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অক্রূরঘাটে বাসা করিয়া প্রতি দিন বৃন্দাবনে গিয়া কালিয়হ্রদ, দ্বাদশাদিত্য ঘাট, কেশীঘাট, রাসস্থলী, চিরঘাট, আমলিতলা ইত্যাদি দর্শন করিতে লাগিলেন। কালিয়হ্রদে রাত্রে মৎস্যধারী ধীবরকে কৃষ্ণ ভ্রমে অনেক লোক আসিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিল, মহাপ্রভু দর্শন করিয়া সকলের কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইলে সন্ন্যাসীর চিৎকণত্ব স্থাপন করিলেন। অক্রূর-ঘাটে অনেকক্ষণ ডুবিয়া থাকায় বলভদ্রভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে ব্রজ-মণ্ডল হইতে প্রয়াগে লইবার স্থির করিলেন। সোরক্ষেত্রে গঙ্গা-স্নান করিয়া প্রয়াগ যাইবেন এই চিন্তায় যাত্রা করিলেন। পথি-মধ্যে কোনগ্রামে পাঠান ঘোড়সোয়ারগণ লইয়া বিজলী খাঁ প্রভুকে প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত দেখিল। তাঁহার সঙ্গীগণ তাঁহাকে

ধুতরা খাওয়াইয়া মারিয়া তাঁহার ধন লইতেছে, এই কথা বলিয়া প্রভুর সঙ্গীগণকে বাঁধিয়া ফেলিল। প্রভুর প্রেমাবেশ ভঙ্গ হইলে ম্লেচ্ছাচার্য্যের সহিত তাঁহার কথোপকথন ও বিচার হইলে কোরাণশাস্ত্র হইতে কৃষ্ণভক্তি স্থাপন করিলেন। বিজলী খাঁ ও তাঁহার অনুগত সোয়ারগুলি মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করতঃ কৃষ্ণভক্ত হইলেন। সেইস্থানে এখনও পাঠানবৈষ্ণবের গ্রাম বলিয়া একটী গ্রাম দেদিপ্যমান। সোরোতে গঙ্গাস্নান করিয়া ত্রিবেণীতে পৌছিলেন।

৬৮৭পৃ, ৬পং। বৃন্দাবনে স্থিরচরান্নন্দয়ন্ ইতি ॥ মধ্য, ১৮শ, ১ শ্লো।

বৃন্দাবনে স্বীয় দর্শনদান করিয়া স্থাবর-জঙ্গমকে আনন্দ প্রদান করতঃ এবং তাহাদিগকে দর্শন করিয়া স্বয়ং আনন্দ লাভ করিয়া গৌরাঙ্গচন্দ্র চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

৬৮৭পৃ, ১১ ১৬পং। [অরিঠগ্রামে আসি বাহ্য···অল্পজলে কৈল স্নান ॥]

অরিঠগ্রাম, যথায় অরিষ্টাসুর বধ হইয়াছিল, তথায় আসিয়া 'রাধাকুণ্ড কোথায় ?' এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু কেহই বলিতে পারিল না, এবং সঙ্গের ব্রাহ্মণও তাহা জানিত না। তাহাতে সেই তীর্থ লুপ্ত হইয়াছে জানিয়া নিকটস্থ দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্প অল্প জল ছিল তাহাতে সর্ব্বজ্ঞ ভগবান স্নান করিলেন। সেই ধান্যক্ষেত্র যে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড ছিল তাহা সূচিত হইল।

৬৮৮পৃ, ২পং। যথা রাধা ইতি ॥ মধ্য, ১৮শ, ২ শ্লো। অনুবাদ ১৩১১ পৃ।

৬৮৮পৃ, ১১পং। শ্রীরাধেব হরেস্তদীয় সরসী ইতি। মধ্য, ১৮শ, ৩ শ্লো।

সেই রাধাকুণ্ড-সরসী কৃষ্ণের শ্রীরাধার ন্যায় স্বীয়গুণে অত্যন্ত প্রিয়। সেইকুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বদা রাধার সহিত ক্রীড়া করেন। সেইকুণ্ডে একবার স্নান করিলে রাধিকার ন্যায় প্রেমলাভ হয়;

অতএব এই জগতে রাধাকুণ্ডের মহিমা ও মধুরিমা কে বর্ণনা করিতে পারেন ? ॥ ৩ ॥

৬৮৮পৃ, ১৯পং। সুমন সরোবর,—কুসুম সরোবর।

৬৮৯পৃ, ৯পং। পাক যাত্রা, অন্নপাক।

৬৮৯পৃ, ১৮পং। অনারুরুক্ষবে শৈলং স্বস্মৈ ইতি ॥ মধ্য, ১৮শ, ৪ শ্লো।

গোবর্দ্ধনশৈল আরোহণ করিব না এরূপ প্রতিজ্ঞাযুক্ত এবং আমি কৃষ্ণভক্ত এই অভিমানযুক্ত গৌরচন্দ্রকে গোবর্দ্ধন হইতে অবরোহণ করিয়া গোপাল স্বয়ং দর্শন দিলেন ॥ ৪ ॥

৬৯০পৃ, ২পং। তুড়ুক—মুসলমান সৈন্যবিশেষ।

৬৯০পৃ, ১৬পং। হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যঃ ইতি ॥ মধ্য, ১৮শ, ৫শ্লো।

এই গোবর্দ্ধনপর্ব্বত বৈষ্ণবপ্রধান, যেহেতু ইনি রামকৃষ্ণচরণ স্পর্শানন্দে প্রফুল্ল হইয়া গো এবং গোপগণের পানীয় জল ও খাদ্য ঘাস কন্দর মূলাদি দ্বার তর্পন করিতেছেন ॥ ৫ ॥

৬৯১পৃ, ৬পং। বামস্তামরসাক্ষস্য ভুজদণ্ডঃ ইতি ॥ মধ্য, ১৮শ, ৬শ্লো।

পুণ্ডরীক-নয়ন শ্রীকৃষ্ণের বামভুজদণ্ডদ্বারা উত্তোলনপূর্ব্বক গিরি-গোবর্দ্ধনকে ক্রীড়া-কন্দুকের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। সেই বামভুজদণ্ড তোমাদিগকে পালন করুন ॥ ৬ ॥

৬৯১পৃ, ২০পং ৬৯২পৃ, ৪পং। [পর্ব্বতে না চড়ে···বিঠলেশ্বর ঘরে ॥]

পরে যখন রূপ-সনাতন আসিয়া ব্রজবাস করেন, তাঁহারাও গোবর্দ্ধনপর্ব্বতকে সাক্ষাৎ ভগবৎমূর্ত্তি জানিয়া তাহার উপরে চড়িতেন না। গোপাল যেরূপ মহাপ্রভুকে দর্শন দিলেন, তাঁহাদিগকেও দর্শন দিয়াছিলেন। বৃদ্ধকালে রূপগোসাই গোবর্দ্ধনে যাইতে অপারক হইলেও গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে তাহার বাঞ্ছা হইয়াছিল। গোপাল রূপগোসাইকে কৃপা করি-

বার আশয়ে ঐরূপ ম্লেচ্ছভয় ছল উঠাইয়া মথুরানগরে বিঠ্‌ঠলেশ্বরের ঘরে একমাস ছিলেন।

৬৯২পৃ, ১৪পং। লঘু হরিদাস ;—অনেক বৈষ্ণবদিগের নাম হরিদাস থাকিত। এই জন্য লঘু মধ্যম ইত্যাদি বিশেষণ হরিদাসদিগের নামে অপর বৈষ্ণবগণ প্রয়োগ করিতেন। মহাপ্রভুর সময় যে লঘু হরিদাস ছিলেন, তিনি প্রয়াগে দেহত্যাগ করেন। এই লঘু হরিদাস অন্য একজন।

৬৯৩পৃ, ২০পং। যংত্রস্থ ইতি। মধ্য, ১৮শ, ৭শ্লো। অনুবাদ, ১৩০৭পৃ।

৬৯৫পৃ, ২পং। তেঁতুলিতলাতে ;—এইস্থানকে এক্ষণে আমলিতলা বলে।

৬৯৮পৃ, ৩পং। [নৌকাতে কালিয় জ্ঞান· বিপরীত জ্ঞান ॥]

স্থাণু, পল্লবরহিত বৃক্ষ। কিছু দূরে পল্লবহীন বৃক্ষকে দেখিয়া একটী পুরুষ আসিতেছে বলিয়া বিপরীত জ্ঞান হয়। ব্রজবাসীদিগের সেইরূপ জালিয়ার নৌকাকে কালিয়জ্ঞান, তাহার উপর দীপকে রত্নজ্ঞান এবং মৎস্যধারী জালিয়াকে কৃষ্ণজ্ঞান রূপ ভ্রম উদয় হইয়াছিল।

৬৯৮পৃ, ১৫-১৮পং। [সন্ন্যাসী চিৎকণ জীব কিরণ কণসম কণ ॥]

মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণ আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া মুখে 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' বলিয়া থাকেন। স্মার্ত্ত প্রথা যে, গৃহস্থ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলেই সেই সন্ন্যাসীকে দেখিলে নারায়ণ জ্ঞানে প্রণাম করিয়া থাকেন। এই ভ্রম প্রথা নিবারণের জন্য মহাপ্রভু কহিলেন, সন্ন্যাসী কখনই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সূর্য্যসম কৃষ্ণ হইতে পারেন না। তিনি চিৎকণ মাত্র, অতএব জীব কৃষ্ণ-সূর্য্যের কিরণকণ সম। তাঁহাকে নারায়ণ বলিয়া প্রণাম করা উচিত নয়।

৬৯৮পৃ, ২০পং। হ্লাদিন্যাসম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ইতি ॥ মধ্য,১৮শ,৮শ্লো।

ঈশ্বর সর্ব্বদা সচ্চিদানন্দ, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ শক্তি দ্বারা আশ্লিষ্ট। কিন্তু জীব সর্ব্বদাই স্বীয় অবিদ্যা দ্বারা সংবৃত। সুতরাং সংক্লেশ সমূহের আকর ॥ ৮ ॥

৬৯৯পৃ, ৪পং। যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি ইতি। মধ্য, ১৮শ, ৯শ্লো।

যিনি ব্রহ্ম রুদ্রাদি দেবতার সহিত নারায়ণকে সমান করিয়া দেখেন, তিনি নিশ্চয় পাষণ্ডী ॥ ৯ ॥

৭০০পৃ, ২পং। যন্নামধেয়-ইতি ॥ মধ্য, ১৮শ, ১০শ্লো। অনুবাদ ১৫০৮পৃ।

৭০০পৃ, ৪।৫পং। [এইমত মহিমা তোমার তটস্থলক্ষণ ··ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥]

অন্যবস্তুর সহিত তুলনা না করিয়া যে স্বতঃসিদ্ধলক্ষণে বস্তু পরিচিত হয় তাহাই তাহার স্বরূপলক্ষণ। অন্যবস্তুর সহিত তুলনা করিয়া যে লক্ষণে বস্তুর নিজ পরিচয় হয় সেই লক্ষণকে তটস্থ বলে। পূর্ব্বোক্ত মহিমা তটস্থলক্ষণে তোমাকে ব্রজেন্দ্র-নন্দন বলিয়া স্থির করিয়াছেন, আবার তোমাকে দেখিবামাত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়া বোধোদয় হয় ইহাই স্বরূপলক্ষণ। স্বরূপলক্ষণ দ্বারা তোমাকে কৃষ্ণ বলিয়া স্থির হয়।

৭০১পৃ, ১পং। অক্রূরঘাট ;—বৃন্দাবন ও মথুরার মধ্যে অর্দ্ধ পথে সেই ঘাট, যেখানে রথ লাগাইয়া রামকৃষ্ণ লইয়া অক্রূর যমুনাস্নান করিয়াছিলেন। স্নানসময়ে অক্রূর জলমধ্যে বৈকুণ্ঠ দর্শন করিয়াছিলেন এবং ব্রজবাসীলোক সেই ঘাটের জলের মধ্যে গোলোক দর্শন করিয়াছিলেন।

৭০১পৃ, ১৯পং। সোরোক্ষেত্রে ;—মথুরা হইতে সর্ব্ব নিকট-বর্ত্তী গঙ্গাতীরেই সোরক্ষেত্র।

৭০৪পৃ, ১২পং। [এই পথে বাটোয়ার···মারি ডারিয়াছে ॥]

বাটওয়ার ;—পথে যাহারা ডাকাতি করিয়া লয়।

মারি ডারিয়াছে,—মারিয়া ফেলিয়াছে।

১০৪পৃ, ১২পং। আবহি, এখনি।

১০৪পৃ, ২০পং। ঘোড়া পিড়া;—ঘোড়া ও তৎপৃষ্ঠস্থিত আসনাদি দ্রব্য।

১০৬পৃ, ৪।৫পং। [নির্বিশেষ ব্রহ্ম স্থাপে স্বশাস্ত্র... স্থাপন ॥]

স্বশাস্ত্র, কোরাণ। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ও অদ্বয় ব্রহ্মবাদ ইহা মুসলমানদিগের এক সম্প্রদায় সুফি বলিয়া আছে তাহাদের মত। ইহাদিগের মহাবাক্য."অনলহক্"। এই সুফি মত শাঙ্করমত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই।

১০৬পৃ, ১১পং। [তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে একই ঈশ্বর।]

তোমার মহম্মদীয় শাস্ত্রে মহম্মদের সপ্তসর্গে ঈশ্বর দর্শন বর্ণনে ঈশ্বরের পূর্ণবিগ্রহ স্বীকৃত হইয়াছে।

১০৬পৃ, ১৯।২০পং। [তাঁর সেবা বিনে জীবের...প্রীতি পুরুষার্থসার ॥]

সেই ঈশ্বরের "এবাদৎ" অর্থাৎ পাঁচসময় নমাজাদি সেবা না করিলে জীবের পুরুষার্থলাভ হয় না। তোমার শাস্ত্রেই প্রীতিকে পুরুষার্থ বলিয়াছেন। তাহাতে কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদি স্থাপন পূর্ব্বক সব শেষে খণ্ডন করতঃ ঈশ্বরের এবাদৎ অর্থাৎ সেবার শ্রেষ্ঠতা স্থাপিত আছে।

১০৭পৃ, ৯-১২পং। [ম্লেচ্ছ কহে যেই কহ সেই সত্য হয়...যাহি জ্ঞান ॥]

পীরের ন্যায় কালবস্ত্রধারী ম্লেচ্ছাচার্য্য কহিল, যে আমাদের শাস্ত্রের গূঢ় কথা সাধারণ পণ্ডিতে বুঝিতে পারে না। এই জন্যই আমাদের "আল্লার" নিরাকারভাব লইয়া লোকে ব্যাখ্যান করেন। তাঁহার সচ্চিদানন্দ আকার যে চরমে সেব্য তাহা জানে না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ঊনবিংশপরিচ্ছেদের কথাসার।

রূপসনাতন রামকেলিগ্রামে মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া অবধি বিষয়ত্যাগের উপায় সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। চৈতন্যপাদাশ্রয় পাইবার জন্য কৃষ্ণমন্ত্রে দুইটী পুরশ্চরণ করাইলেন। রূপগোস্বামী গৌড়ে দশহাজার মুদ্রা রাখিয়া নিজের সঞ্চিত সমস্ত ধন নৌকায় উঠাইয়া বাকলা-চন্দ্রদ্বীপে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণে, বৈষ্ণবে ও কুটুম্বগণে এবং দণ্ডবন্ধের জন্য অর্থ বিভাগ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু বনপথে বৃন্দাবন কোন দিন যাত্রা করিবেন ইহা জানিবার জন্য দুইজন চর পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে পাঠাইলেন। এ দিকে সনাতনগোস্বামী পীড়াচ্ছলে পণ্ডিতগণলইয়া ভাগবতাদি আলোচনা করিতে লাগিলেন। গৌড়েশ্বর পাতসাহা, হোসেনসাহা প্রথমে বৈদ্যদ্বারা, পরে নিজে স্বচক্ষে দেখিয়া সনাতনের রাজকার্য্য পরিত্যাগ ছল জানিতে পারিয়া তাঁহাকে জেলখানায় আবদ্ধ করতঃ উড়িষ্যাদেশে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

মহাপ্রভু বনপথে যাত্রা করিলে রূপগোস্বামী গৃহত্যাগ সময়ে সনাতনগোস্বামীকে সম্বাদ পাঠাইয়া নিজ ভ্রাতা অনুপমমল্লিকের সহিত মহাপ্রভুর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। প্রয়াগে পৌঁছিয়া মহাপ্রভুর নিকট দশদিন রহিলেন। ইত্যবসরে বল্লভভট্ট মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিশেষ সম্মান করিলেন। শ্রীরূপকে মহাপ্রভু বল্লভভট্টের সহিত পরিচয় করিয়াদিলেন। তাহার পর রঘুপতিউপাধ্যায় তথায় পৌঁছিলে মহাপ্রভুর সহিত অনেক রসালাপ হইল। এইস্থলে কবিরাজগোস্বামী শ্রীরূপ ও সনাতনের

ব্রজজীবন কতকটা বর্ণন করিয়াছেন। প্রয়াগে দশদিবস থাকিয়া মহাপ্রভু রূপকে ভক্তিরসতত্ত্ব সূত্ররূপে শিক্ষা দিয়া রসামৃতসিন্ধু রচনার আজ্ঞা দিলেন। রূপকে তথা হইতে বৃন্দাবন পাঠাইয়া মহাপ্রভু কাশী গিয়া চন্দ্রশেখরের গৃহে বাসা গ্রহণ করিলেন।

৭১০পৃ, ১৪পং। বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্ত্তামিতি ॥ মধ্য,১৯শ, ১ শ্লো।

সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মার হৃদয়ে যেরূপ প্রেরণা করিয়াছিলেন, সেই রূপ শ্রীরূপ গোস্বামীতে সমুৎসুক হইয়া নিজ শক্তি সঞ্চারপূর্ব্বক কালে লুপ্ত হইয়াছে যে বৃন্দাবনের রসকেলিবার্ত্তা তাহা বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

৭১১পৃ, ৯পং। দণ্ডবন্ধ,—উপস্থিত বিপদ, —রাজদণ্ড ও বন্ধনাদি নিবারণের জন্য।

৭১২পৃ, ৩পং। ছদ্ম—ছল।

৭১২পৃ, ৫পং। [লোভী কায়স্থগণ রাজকার্য্য করে।]

যে সময়ে সনাতনগোস্বামী রাজমন্ত্রীছিলেন, তৎকালে তাঁহার অধীনে কতকগুলি কায়স্থকর্ম্মচারীছিল। সনাতনের বৈরাগ্য ভাব দেখিয়া তন্মধ্যে কোন কোন জন সনাতনের পদ পাইবার লোভে রাজকার্য্যে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইতে লাগিলেন। কিম্বদন্তি এই যে সনাতনগোস্বামী পদ ত্যাগ করিলে তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী প্রসিদ্ধ পুরন্দর খান ঐ পদ পাইয়াছিলেন।

৭১৩পৃ, ২-৭পং। [তোমার বড় ভাই করে দস্যু⋯দরে গেলা।]

কথিত আছে সনাতনগোস্বামীকে হোসেন সাহা বাদসাহ কনিষ্ঠ ভাই বলিয়া মনে করিতেন। যখন সনাতন কর্ম্মত্যাগের নিতান্ত দৃঢ়তা দেখাইলেন, তখন হোসেন সা প্রণয়রোষে বলিলেন যে, আমি তোমার বড় ভাই ; আমি কিছু রাজ্যপালন করি

না, আমি সৈন্যগণ লইয়া যুদ্ধদ্বারা দেশবিদেশ লুটিয়া বেড়াই এবং জাতিতে যবন হওয়ায় গৌড় চাকলার মধ্যে সমস্ত পশু মৃগয়া করিয়া বহুবিধ জীব নাশ করি, এইমাত্র। আমার ভরসাই তুমি। তোমার বড় ভাই যে আমি যদি কেবল দস্যু ব্যবহার ও জীব-নাশ কার্য্যে রহিলাম, ছোট ভাই যে তুমি কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সবকার্য্য নাশ করিলে, এখন রাজ্য কিরূপে চলিবে। সনাতন রহস্য করিয়া বলিলেন, তুমি গৌড়েশ্বর স্বতন্ত্র রাজা, দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। যিনি যে দোষ করিয়াছেন, তাহাতে তাহার ফল দান কর। এইবাক্যে গূঢ়রহস্য আছে। রাজা নিজে দস্যু ব্যবহার করেন তিনি তাহার ফল গ্রহণ করুন্ এবং মন্ত্রী যখন কার্য্যে আলস্য করেন তখন তাহার কর্ম্মচ্যুতিরূপ ফল হউক। গৌড়েশ্বর সনাতনের অভিলাষিত বুঝিয়া উঠিয়া গেলেন।

৭১৩পৃ, ১৯পং। আমি দুই ভাই,—আমি রূপ ও মদ্‌ভ্রাতা অনুপম বা নামান্তর বল্লভ।

৭১৫পৃ, ১৪পং। ন মে ভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ ইতি ॥ মধ্য, ১৯শ, ২শ্লো।

চতুর্ব্বেদপাঠী অর্থাৎ চৌবে ব্রাহ্মণ হইলেই ভক্ত হয়, এরূপ নয়। আমার ভক্ত চণ্ডাল হইলেও আমার প্রিয়, ভক্তই যথার্থ দান পাত্র এবং গ্রহণ পাত্র। ভক্ত আমার ন্যায় পূজ্য॥ ২ ॥

৭১৫পৃ, ২১পং। নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় ॥ মধ্য, ১৯শ, ৩শ্লো।

মহাবাদান্য কৃষ্ণপ্রেমদাতা কৃষ্ণস্বরূপ কৃষ্ণচৈতন্যনামা গৌরাঙ্গ রূপধারী প্রভুকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

৭১৬পৃ, ২পং। যোঽজ্ঞানমত্তং ভুবনং দয়ালুঃ ইতি ॥ মধ্য, ১৯শ, ৪ শ্লো।

যে দয়ালু পুরুষ অজ্ঞানমত্ত জগতকে অজ্ঞানব্যাধি হইতে মোচন করতঃ স্বীয় প্রেমসম্পৎসুধাদ্বারা প্রমত্ত করিয়াছিলেন, সেই অদ্ভুত চেষ্টা এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আমি শরণাপন্ন হই ॥ ৪ ॥

৭১৬পৃ, ১৬পং। অম্বুলীগ্রাম,—সঙ্গমের নিকট যমুনার অপর পারস্থিত অম্বুলীগ্রাম বা আড়াইল গ্রাম।

৭১৬পৃ, ১৬পং। বল্লভভট্ট,—ইনি বৈষ্ণবপণ্ডিত। প্রথমে শ্রীমহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়াও অধিক সম্মান না পাইয়া বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ে আচার্য্যত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাকেই লোকে বল্লভাচার্য্য বলে। গোকুলে এবং বোম্বাই প্রদেশে ইঁহার অনেক আধিপত্য। ইঁহার কৃত অণুভাষ্য, ষোড়শগ্রন্থ প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ আছে।

৭১৭পৃ, ১৮পং। অহোবত ইতি। মধ্য, ১৯শ, ৫ শ্লো। অনুবাদ ১৪৭৬ পৃ,

৭১৮পৃ, ২পং। শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিইতি ॥ মধ্য, ১৯শ, ৬ষ্ঠ, ৭ম শ্লো।

সচ্চরিত্র, সদ্ভক্তিরূপদীপ্তাগ্নি দ্বারা দুর্জাতি কল্মষ, এবংভূত চণ্ডালও পণ্ডিতের দ্বারা সম্মানিত। নাস্তিক বেদজ্ঞো হইলেও সম্মানযোগ্য নন। ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তির সজ্জাতি, শাস্ত্রজ্ঞান, জপ ও তপ মৃতদেহের অলঙ্কারের ন্যায় কোন কাযের নয়, লোক রঞ্জন মাত্র ॥ ৬-৭ ॥

৭১৮পৃ, ২০পং। [দেশ পাত্র দেখি মহাপ্রভু ধৈর্য্য হইলা।]

সে দেশ অনেকটা প্রেমশূন্য ও সম্মুখাস্থিত বল্লভ ভট্টও অনেকটা তর্কপ্রিয় ব্যক্তি ইহা দেখিয়া মহাপ্রভু ধৈর্য্য হইলেন।

৭১৯পৃ, ১৭পং। রঘুপতি উপাধ্যায়, কৃত কএকটী শ্লোক পদ্যাবলীতে পাওয়া যায়। তাঁহার নিবাস তিরহুত, মিথিলাদেশ।

৭২০পৃ, ৬পং। শ্রুতিমপরে স্মৃতিমপরে ইতি। মধ্য, ১৯শ, ৮ শ্লো।

ভবভীত ব্যক্তিসকল কেহ কেহ শ্রুতিকে, কেহ স্মৃতিকে, কেহ মহাভারতকে ভজনা করুন। আমি শ্রীনন্দের বন্দনা করি, যাঁহার অলিন্দে পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ খেলা করেন ॥ ৮ ॥

৭২০পৃ, ১০পং। কম্প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি ইতি ॥ মধ্য, ১৯শ, ৯শ্লো।

কাহাকেই বলিতে পারি, এখন কেবা তাহা প্রতীতি করিবে, সূর্য্যতনয়াকুঞ্জে গোপবধূদিগের লম্পট ব্রহ্ম লীলা করেন ॥ ৯ ॥

৭২১পৃ, ৬পং। শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরীতি। মধ্য, ১৯শ, ১০শ্লো।

শ্যামরূপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ, মধুপুরীই শ্রেষ্ঠা পুরী, কৈশোর বয়সই ধ্যেয়, আদ্য অর্থাৎ শৃঙ্গাররসই শ্রেষ্ঠ রস ॥ ১০ ॥

৭২২পৃ, ৩পং। প্রান্ত,—সীমা।

৭২২পৃ, ১২পং। কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তালুপ্তেতি ॥ মধ্য, ১৯শ, ১১শ্লো।

কালে বৃন্দাবনকেলীবার্ত্তা লুপ্ত হইয়াছিল, সেই লীলা বিশেষ করিয়া বিস্তার করিবার জন্য কৃপামৃতের দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গদেব তথায় রূপকে এবং সনাতনকে অভিসিঞ্চন করিয়াছিলেন ॥

৭২২পৃ, ১৫পং। যঃ প্রাগেবপ্রিয়গুণগণৈঃ ইতি ॥ মধ্য, ১৯শ, ১২শ্লো।

যিনি পূর্ব্বে প্রিয়গুণসমূহের দ্বারা গাঢ়বদ্ধ হইয়াও গৃহচর্য্যা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীরূপকে, তাঁহার কনিষ্ঠ অনুপমের সহিত স্বয়ং রসতুল্য অমূর্ত্ত হইয়াও শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তিমান্ গৌরাঙ্গদেব প্রয়াগে প্রেমালাপ ও দৃঢ়তর আলিঙ্গনদ্বারা অনুগ্রহ করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

৭২২পৃ, ২০পং। প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে ইতি ॥ মধ্য, ১৯শ, ১৩শ্লো।

নিজের প্রিয়স্বরূপ দয়িতস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, স্বাভাবিক মনোজ্ঞরূপবিশিষ্ট, নিজের অনুরূপ এবম্ভূত স্বরূপ রূপগোস্বামীতে প্রভু স্বীয় বিলাসরূপ বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

৭২৩পৃ, ১৩পং। কারোঁয়া,—সন্ন্যাসীদিগের হাতের জলপাত্র।

৭২৪পৃ, ৪পং। হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতো ইতি ॥ মধ্য, ১৯শ, ১৪শ্লো।

যাঁহার হৃদ্‌প্রেরণাদ্বারা সামান্য বালকরূপী রূপ আমি ভক্তি

গ্রন্থ রচনে প্রবর্ত্তিত হইয়াছি, সেই চৈতন্যদেব হরির পদকমল আমি বন্দনা করি ॥ ১৪ ॥

৭২৪পৃ, ১৭পং। কেশাগ্রশতভাগস্য ইতি ॥ মধ্য, ১৯শ, ১৫শ্লো।

কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিলে তাহার শতশতাংশ-সদৃশস্বরূপ জীবের সূক্ষ্মস্বরূপ। জীবচিৎকণ ও সংখ্যাতীত ॥ ১৫ ॥

৭২৪পৃ, ২০পং। বালাগ্রশতভাগস্য শতধা ইতি ॥ মধ্য, ১৯শ, ১৬শ্লো।

কেশাগ্রের শতভাগকে বহুশতবার বিভাগ করিলে যে সূক্ষ্মভাগ হয়, সেইরূপ জীবসূক্ষ্ম। প্রধানশ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন ॥

৭২৫পৃ, ২পং। সূক্ষ্মাণামপ্যয়ং জীবঃ ইতি ॥ মধ্য, ১৯শ, ১৭শ্লো।

এই জীব সূক্ষ্মজীবের মধ্যে সূক্ষ্ম ॥ ১৭ ॥

৭২৫পৃ, ৭পং। অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো ইতি ॥ মধ্য, ১৯শ, ১৮শ্লো।

হে ধ্রুব, তনুভৃতজীবসকল অপরিমিত ধ্রুব অর্থাৎ পরম নিত্য ও সর্ব্বগত যদি হইত তাহা হইলে তোমার শাসনাধীন থাকায় নিয়ম থাকিত না। যদি জীবকে অণু. সামান্যত নিত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তোমার অধীন হয়। যন্ময় হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাঁহার অপরিত্যাগেই নিযন্তৃ হইতে পারে। অতএব জীব এবং তোমাকে যাহারা এক করিয়া জানে তাহাদের মত মতবাদে দূষিত ॥ ১৮ ॥

৭২৫পৃ, ৮পং-৭২৬পৃ, ২পং। [তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম—সকলি অশাস্ত্র ॥]

জীব দুইপ্রকার, নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ। নিত্যবদ্ধগণ এই স্থাবর জঙ্গমভেদে দুইপ্রকার। যাহারা অচল (বৃক্ষাদি) তাহারা স্থাবরজীব। যাহারা সচল তাহারা জঙ্গম। জঙ্গম তিনপ্রকার তির্য্যক্ পক্ষীগণ, জলচর ও স্থলচর। স্থলচরের মধ্যে মানবজাতি অত্যন্ত অল্পসংখ্যক। সেই অল্পসংখ্যক মানবদিগের মধ্যে ম্লেচ্ছ-

পুলিন্দ-বৌদ্ধশবর পরিত্যক্ত হইলে বাকি বেদনিষ্ঠ মনুষ্য থাকে। বেদনিষ্ঠগণ দুই প্রকার, ধর্ম্মাচারী ও অধর্ম্মাচারী। ধর্ম্মাচারী মধ্যে অনেকেই কর্ম্মনিষ্ঠ, কেহ বা জ্ঞাননিষ্ঠ, কোটী জ্ঞাননিষ্ঠের মধ্যে একজন বস্তুত মুক্ত; এস্থলে, জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত যাঁহারা তাঁহাদিগকে মুক্ত বলা যায়। সেইসকল মুক্তদিগের মধ্যে যিনি শ্রদ্ধালু হইয়া কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত তিনি কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণভক্তের কামনা নাই। পূর্ব্বোক্ত মুক্ত পর্য্যন্ত কামনাযুক্ত, ধর্ম্মাচারী পর্য্যন্ত ভুক্তিকামী ও মুক্ত পর্য্যন্ত মুক্তিকামী; তন্মধ্যে কেহ কেহ যোগ ফলের সিদ্ধিকামী। যতদিন তাঁহাদের হৃদয়ে এই তিনপ্রকার কামনা থাকে, তাঁহাদিগকে শান্তিদান করে না। এতন্নিবন্ধন তাঁহারা সকলেই অশান্ত। সুতরাং একমাত্র নিষ্কাম-কৃষ্ণভক্তই শান্ত অর্থাৎ শান্তি প্রাপ্ত।

৭২৬পৃ, ৪পং। মুক্তানামপি সিদ্ধানামিতি॥ মধ্য, ১৯শ, ১৯শ্লো।

হে মহামুনে, কোটী কোটী মুক্ত ও সিদ্ধদিগের মধ্যে নারায়ণপরায়ণ প্রশান্তাত্মা পুরুষ অত্যন্ত দুর্লভ॥ ১৯॥

৭২৬পৃ, ৫পং—৭২৭পৃ, ২পং [ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে···তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥]

জীবসকল আপন আপন কর্ম্মসূত্রে নানাযোনিতে ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করিতেছেন। তন্মধ্যে যাঁহার ভক্তিজন্মোপযোগী সুকৃতিরূপ ভাগোদয় হয়, তিনি গুরু-কৃষ্ণপ্রসাদে ভক্তিলতার বীজ যে শ্রদ্ধা, তাহা লাভ করেন। সেই বীজ পাইবামাত্র মালীস্বরূপ হইয়া নিজ হৃদয়ক্ষেত্রে তাহা রোপণ করেন। বীজরোপিত হইয়া অঙ্কুরিত হইতে হইতে ভগবৎকথা ভক্তকথা শ্রবণকীর্ত্তনরূপ জলে সেই ক্ষেত্রকে সিঞ্চন করেন। ভক্তিলতা উৎপন্ন হইয়া বাড়িতে বাড়িতে এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বিরজা ও

জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোক ভেদকরতঃ পরব্যোম স্থান প্রাপ্ত হয়। সেই পরব্যোমে লতা বৃদ্ধি হইয়া তদুপরি গোলোকবৃন্দাবন পর্য্যন্ত গমন করতঃ কৃষ্ণচরণরূপ কল্পবৃক্ষে আরোহণ করে। কৃষ্ণচরণারূঢ় ভক্তিলতায় প্রেমফল ফলে। এযাবৎ মালী শ্রবণকীর্ত্তনাদি জল সেচন করিতে থাকেন। এই প্রক্রিয়া সময়ে জলসিঞ্চন ব্যতীত আর একটী প্রক্রিয়া আছে। কিছুদিন জলসিঞ্চন করিতে করিতে লতা যখন বৃদ্ধি হইতে থাকে, তখন অপর জন্তু আসিয়া তাহার পাতা ছিঁড়িয়া ফেলে বা উত্তাপাদিতে পাতা শুখাইয়া যায়। এই প্রক্রিয়ায় বৈষ্ণব অপরাধী দুষ্ট জন্তু স্থলীয় বস্তু। সেই বৈষ্ণব অপরাধীই হাতির ন্যায় মত্ত হইয়া ঐ সমস্ত ক্ষতি করে। সে সময়ে মালী বেড়া দিয়া বা আবরণ করিয়া বিশেষ যত্ন করিতে থাকে, তাহাতে অপরাধ হস্তি উদ্গম হয় না। বৈষ্ণবঅপরাধ বা নাম অপরাধ দশবিধ (১৩৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এই সময় আর একটী উৎপাত আছে। যে সময় ভক্তিলতা উঠিতে থাকে সে সময় যদি উপশাখা অধিক বৃদ্ধি হয়, তাহাতে দোষ জন্মে। উপশাখা ভুক্তিবাঞ্ছা, মুক্তিবাঞ্ছা, নিষিদ্ধাচার, কুটীনাটী, জীবহিংসা প্রবৃত্তি, লাভেচ্ছা, নিজের সম্মান ও নিজের প্রতিষ্ঠার আশা। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সেকজলে উপশাখাগণ অত্যন্ত বাড়িতে থাকে তাহাতে মূলশাখা স্তব্ধ হইয়া বাড়িতে পারে না। অতএব মালী এই উপশাখারূপ অনর্থগুলিকে শ্রবণ কীর্ত্তন জলসেচন সময়েই প্রথম হইতে ছেদন করিতে থাকেন। তাহা হইলে, মূলশাখা বৃদ্ধি হইয়া বৃন্দাবন যায়। এই প্রেমই জীবের পরম পুরুষার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারি পুরুষার্থ ইহার নিকট তৃণতুল্য।

৭২৭পৃ, ১৪পং। [ঋদ্ধাসিদ্ধি ব্রজবিজয়িতা ইতি ॥ মধ্য, ১৯শ, ২০শ্লো।

যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণবশীকরণসিদ্ধ ঔষধিরূপ দাস্যাদি প্রেমের লেশমাত্র অন্তঃকরণপথের পথিক না হয়, সে পর্য্যন্ত সমৃদ্ধি-শালী সিদ্ধি সমূহের বিজয়িতা, সত্যাদি ধর্ম্মসমূহ, সমাধি ও উৎকৃষ্ট ব্রহ্মানন্দ নিজ নিজ চাকচিক্যে জীবকে চমৎকৃত করে ॥

৭২৭পৃ, ১৮-২১ পং। [শুদ্ধ ভক্তি হৈতে হয়···সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন ॥]

ভক্ত্যাভাসে প্রেমের উৎপত্তি হয় না, শুদ্ধভক্তি হইতেই প্রেমের উৎপত্তি হয়। শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ এই ; শুদ্ধ ভক্তিতে স্বীয় উন্নতি বাঞ্ছা ব্যতীত অন্য কোন বাঞ্ছা থাকিতে পারে না। কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন পরমাত্মা, ব্রহ্মাদি স্বরূপের পূজা থাকিতে পারে না, জ্ঞান ও কর্ম্ম তৎতৎস্বরূপে থাকিতে পারে না। এই সমস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া জীবন যাত্রায় শুদ্ধভক্তির অনুকূল যাহা তাহাই মাত্র গ্রহণপূর্ব্বক সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন করার নাম শুদ্ধভক্তি।

৭২৮পৃ, ৪পং। সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তমিতি। মধ্য, ১৯শ, ২১শ্লো।

সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা হৃষীকেশ সেবনের নাম ভক্তি। সেই সেবার দুইটী তটস্থ লক্ষণ। অর্থাৎ সকল উপাধি হইতে মুক্ত থাকিবে এবং কেবল কৃষ্ণপর হইয়া স্বয়ং নির্ম্মল থাকিবে ॥ ২১ ॥

৭২৮পৃ, ৭পং। মদ্‌গুণ ইতি। ১৯শ, ২২শ্লো। ১৩১০পৃ অনুবাদ।

৭২৮পৃ, ১১পং। সালোক্য ইতি। ২৩শ্লো। অনুবাদ ১৩১০ পৃ।

৭২৮পৃ, ১৩পং। সএব ইতি। ২৪শ্লো। অনুবাদ ১৩১০পৃ দ্রষ্টব্য।

৭২৮পৃ, ১৮পং। ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবদিতি ॥ মধ্য, ১৯শ, ২৫শ্লো।

ভুক্তিস্পৃহা ও মুক্তিস্পৃহা এই দুইটী পিশাচী। যে পর্য্যন্ত ইহারা কোন ব্যক্তির হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে সে পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে ভক্তিসুখের অভ্যুদয়ও হইতে পারে না।

১২৮পৃ, ২০পং—১২৯পৃ, ৬পং। [সাধনভক্তি হৈতে···অমৃত আস্বাদনে॥]

ভক্তির তিনটী অবস্থা ; সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা। শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধ প্রথমে সাধনভক্তিতেই ক্রিয়মান হয়। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণাদি কীর্ত্তন করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত অনর্থসকল যত হ্রাস হইতে থাকে ততই শ্রদ্ধাবৃত্তি উচ্চোচ্চভাব ধারণ করতঃ নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও রতি এই সকল নামে পরিচিত হয়। ভাব অনর্থশূন্য হইলে রতিনামে পরিচিত। সাধনভক্তি হইতে রতি উদয় হয়, সেই রতি শ্রবণ কীর্ত্তনাদি আলোচনায় যত গাঢ় হইতে থাকে, ততই প্রেমাদি নাম ধারণ করে। প্রেম-বৃদ্ধি ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হয়। উদাহরণ স্থল এই যে, ইক্ষুরস রতিস্থানীয় বীজস্বরূপ, তাহা যত গাঢ় হয় ততই প্রথমে গুড়ত্ব, পরে খণ্ড-সারত্ব, শর্করাত্ব, অসিতমিছরিত্ব ও উত্তমমিছরিত্ব এই সকল অবস্থা লাভ করে। রতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত কৃষ্ণ ভক্তিরসে স্থায়ীভাব বলিয়া পরিচিত। রতিকেই সর্ব্বত্র স্থায়ীভাব বলিয়া থাকেন। সেই স্থায়ীভাবে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী এই চারিটী ভাব মিলিত হইলে রসোদয় হয়। কৃষ্ণভক্তিব্যাপারে স্থায়ীভাবে ঐসকল সামগ্রীসংযুক্ত হইলে কৃষ্ণভক্তিরস হয়। স্থায়ীভাবই রসোদ্দীপনকার্য্যে মুখ্য আধার। তাহার সহিত বিভাবাদি চারিটীসামগ্রী সংযোজিত হয়। অতএব স্থায়ীভাবই রসের মূল, বিভাবরসের হেতু, অনুভাব রসের কার্য্য, সাত্ত্বিকভাবও রসের কার্য্যবিশেষ এবং সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব সকল রসের সহায়। বিভাব দুই প্রকারে বিভক্ত, আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন পুনরায় দুই

প্রকারে বিভক্ত, বিষয় ও আশ্রয়। কৃষ্ণভক্তিরসে ভক্ত আশ্রয় এবং কৃষ্ণ বিষয়। উদ্দীপন কৃষ্ণের গুণগণ।

অনুভাব ১৩ প্রকার,—

১। নৃত্য	৬। হুঙ্কার	১১। অট্টহাস
২। বিলুণ্ঠিত	৭। জৃম্ভন	১২। ঘূর্ণা
৩। গীত	৮। শ্বাসবৃদ্ধি	১৩। হিক্কা
৪। ক্রোষণ	৯। লোকাপেক্ষাত্যাগ	
৫। তনুমোড়ন	১০। লালাস্রাব	

এককালেই সমস্ত অনুভাব লক্ষণ উদিত হয় না। রসের কার্য্য যেরূপ হইতে থাকে সেইরূপ কোন কোন লক্ষণ সময় সময় উদয় হয়। সাত্ত্বিকভাব ৮ প্রকার [১৪৯২ পৃষ্ঠা]। সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ৩৩টী [১৪৯২ পৃষ্ঠা]।

৭২৯পৃ, ১৬পং। হাস্যোঽদ্ভুতস্তথা বীরঃ ইতি ॥ মধ্য, ১৯শ, ২৬শ্লো।

মুখ্যরস পঞ্চবিধ, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস এই সাত প্রকার গৌণরস ॥ ২৬ ॥

৭২৯পৃ, ২০/২১পং। [পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপী···পাইয়ে কারণ ॥]

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চমুখ্যরস স্থায়ীভাবে ভক্ত হৃদয়ে থাকে, হাস্যোদ্ভুত ইত্যাদি গৌণরসগুলি কারণ উপস্থিত হইলে ভক্তহৃদয়ে আগন্তুক ভাবে উদয় হইয়া মুখ্যরসকে পুষ্টি করিয়া নিবৃত্ত হয়।

৭৩০পৃ, ৩পং। [সখ্যভক্ত শ্রীদামাদি পুরে ভীমার্জ্জুন।]

ব্রজে শ্রীদামাদি পুরে দ্বারকা-লীলায় ভীমার্জ্জুন।

৭৩০পৃ, ৭ ১২পং। [পুনঃ কৃষ্ণরতি হয়···ঐশ্বর্য্য কেবলার রীতি ॥]

কৃষ্ণরতি দুইপ্রকার। অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা এবং কেবলা

যা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা। পুরীদ্বয়ে, দ্বারকা ও মথুরায় এবং বৈকুণ্ঠাদিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রাভক্তি। এই জন্য তথায় প্রেম সংকোচিত। কিন্তু গোকুলে কেবলা রতিতে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিলেও তাহা মানিতে চায় না।

৭৩০পৃ, ১৩পং। কাঁহা, স্থলবিশেষে।

৭৩০প, ১৮পং। দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় ইতি। মধ্য, ১৯শ, ২৭শ্লো।

দেবকী ও বসুদেব, বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণকে জগদীশ্বর জানিয়া শঙ্কিত হইয়া আলিঙ্গন করিতে পারিলেন না ॥ ২৭ ॥

৭৩১পৃ, ২পং। সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তমিতি। মধ্য, ১৯শ, ২৮শ্লো।

হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা এইশব্দ ব্যবহারপূর্ব্বক তোমাকে সখাজ্ঞানে তোমার মহিমা না জানিয়া বলপূর্ব্বক বলিয়াছি, অপ্রমেয় স্বরূপ তোমাকে তাহা ক্ষমা করিতে প্রার্থনা করি ॥২৮॥

৭৩১পৃ, ৪পং। [কৃষ্ণ যদি রুক্মিণীকে করিল পারহাস।]

৭৩১পৃ, ৭পং। তস্যাঃ সুদুঃখ ভয়শোকবিনষ্টবুদ্ধেরিতি ॥ মধ্য, ১৯শ, ২৯শ্লো

দ্বারকায় রুক্মিণীকে কৃষ্ণ পরিহাস করিলে দুঃখভয়শোকবিনষ্টবুদ্ধিরুক্মিণীর হস্ত ও বলয় হইতে শ্লথ হইয়া পাখাখানি পড়িয়া গেল। তাঁহার দেহ সহসা বিক্লব হইয়া বাতবিহত কলাগাছের ন্যায় চুল আলাইয়া পড়িয়া মোহপ্রাপ্ত হইল ॥ ২৯ ॥

৭৩১পৃ, ১৪পং। ত্রয্যাচোপনিষদ্ভিশ্চ ইতি। মধ্য, ১৯শ অ, ৩০-৩১শ্লো।

বেদত্রয়, সাংখ্যযোগ ও ভক্তিশাস্ত্রের দ্বারা উপগীয়মান মহাত্মা সেই কৃষ্ণকে আপনার পুত্র জানিয়া এবং মর্ত্ত্যশরীরের ন্যায় ব্যক্ত অব্যক্ত অধোক্ষজ ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুকে স্বীয় আত্মজ বুদ্ধিতে যশোদা উদূখলে প্রাকৃত বালকের ন্যায় দড়িদ্বারা বন্ধন করিলেন ॥৩০-৩১॥

৭৩১পৃ, ২০পং। উবাহ ভগবান্ কৃষ্ণঃ শ্রীদামানমিতি ॥ মধ্য, ১৯শ, ৩২শ্লো।

ভগবান কৃষ্ণ পরাজিত হইয়া শ্রীদামকে স্কন্ধে বহন করিলেন। ভদ্রসেন বৃষভকে বহন করিলেন, আর প্রলম্ব রোহিণী পুত্র বলদেবকে বহন করিল ॥ ৩২ ॥

৭৩১পৃ, ২৩পং। হিত্বা গোপীঃ কামযানা মামসৌ ইতি ॥ মধ্য,১৯শ,৩৩শ্লো।

কামযান্ গোপীদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক এই প্রিয় কৃষ্ণ আমাকে ভজন করিতেছেন এইরূপ অহঙ্কারে বনাবশেষে গমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে রাধিকা বলিয়াছিলেন, হে কৃষ্ণ, আমি আর চলিতে পারি না, তোমার যেখানে ইচ্ছা আমাকে লইয়া চল। রাধিকা এইরূপ বলিলে, কৃষ্ণ কহিলেন, আমার স্কন্ধে আরোহণ কর। এই বলিয়াই কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হইলে সেই কৃষ্ণবধূ রাধিকা অনুতাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

৭৩২পৃ, ৫পং। পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবাঃ ইতি ॥ মধ্য, ১৯শ, ৩৪শ্লো।

হে কৃষ্ণ, পতি, পুত্র, অন্বয়, ভ্রাতা, ও বান্ধব সকলকে অতিক্রম করিয়া তোমার নিকটে আগমন করিয়াছি, তোমার গীতে মোহিত হইয়া আমরা আসিয়াছি। হে ধূর্ত্ত, রাত্রিকালে যোষিৎবর্গকে এরূপে পরিত্যাগ কে করে ? ॥ ৩৪ ॥

৭৩২পৃ, ৭পং। [শান্তিরসে স্বরূপ বুদ্ধ্যা কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা ॥]

মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধি হইতে সমধর্ম্মটী উদয় হয়। শমধর্ম্ম হইতে শান্ত, সুতরাং শান্তরসে কৃষ্ণই এক পরমার্থস্বরূপ। সমস্ত বিশ্বই ইতর বস্তু এই নিষ্ঠা লক্ষিত হয়।

৭৩২পৃ, ১০পং। শমোমন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি ॥ মধ্য, ১৯শ, ৩৫শ্লো।]

মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধি হইতে শম এই ভগবদ্বাক্যক্রমে বুঝিতে হইবে যে শান্তিরতি বিনা তন্নিষ্ঠা দুর্ঘট ॥ ৩৫ ॥

৭৩২পৃ, ১৩পং। শমোমন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ইতি ॥ মধ্য, ১৯শ, ৩৬শ্লো।

মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধি হইতে শমগুণ, ইন্দ্রিয়সংযমকে দম, দুঃখসহনের নাম তিতিক্ষা, জিহ্বা ও উপস্থজয়ের নাম ধৃতি ॥ ৩৬ ॥

৭৩২পৃ, ১৯পং। নারায়ণপরাঃ ইতি ॥ ১৯শ, ৩৭শ্লো। অনুবাদ ১৪৬২পৃ।

৭৩২পৃ, ২১পং—৭৩৪পৃ, ২পং। [কৃষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণা ত্যাগ…অমৃত সমান।

কৃষ্ণে একনিষ্ঠা আর ইতর বস্তুতে তৃষ্ণাত্যাগ এই দুইটী শান্ত রসের গুণ। আকাশের শব্দমাত্রগুণ, যেমন বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই সকল ভূতে ব্যপ্ত, সেইরূপ শান্তরসের গুণ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসে আছে। শান্তরসে এই দুইটী গুণ থাকিলেও মমতা, আমার তিনি, এই ধর্ম্মটী নাই সুতরাং সেই রসের উপাস্য বস্তু পরব্রহ্ম পরমাত্মা ইত্যাদি। এই উপাসনা ক্রিয়াটী জ্ঞান-প্রধান। সেই পরমাত্মা আমার প্রভু এবং আমি তাঁহার নিত্য দাস, এইরূপ মমতাজ্ঞান যখন তাহাতে সংযুক্ত হয় তখন শান্তরস বিকশিত হইয়া দাস্যরসে পরিণত হয়। তথাপি তাহাতে ঈশ্বর জ্ঞান ও সম্ভ্রমরূপ গৌরব প্রচুর ভাবে থাকে। শান্তরসে সেবা ছিল না, দাস্যরসে সেবা আরম্ভ হয়। দাস্যরসে শান্তের গুণ ও মমতা এই দুইটী গুণ দেখা যায়। আবার সখ্যরসে শান্তের গুণ ও দাস্যের গুণও আছেই, তাহাতে বিশ্বাস-ময় প্রেম একটু সংযুক্ত। বিশ্বাসের নাম বিশ্রম্ভ। সেই বিশ্রম্ভ প্রধান সখ্যরসে গৌরব সম্ভ্রম নাই। সুতরাং সখ্যরসে তিনটী গুণ। দাস্যে যে মমতা ছিল সখ্যে আত্মসম হইয়া তাহাই বৃদ্ধি হইল। বাৎসল্যে শান্তের গুণ দাস্যের সেবন পালনরূপে পরিণত সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব জনিত তাড়ন ভর্ৎসন ব্যবহার এবং আপনাকে পালক জ্ঞান ও কৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান এবংবিধ চারিরসের গুণে বাৎসল্য অমৃতসমান হইয়াছে।

৭৩৪পৃ, ৬পং। ইতীদৃক্ স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে ইতি॥ মধ্য, ১৯শ, ৩৮শ্লো।

হে ভগবন্ আমি তোমাকে শত শতবার প্রেমপূর্ব্বক বন্দনা করি। এই প্রকার স্বীয় লীলাদ্বারা আনন্দকুণ্ডে গোপীদিগকে তুমি নিমজ্জন করিতেছ এবং তোমার ঐশ্বর্য্য জ্ঞানাপন্ন ভক্তদের দ্বারা তুমি স্বয়ং পরাজিত হইতেছ॥ ৩৮॥

৭৩৪পৃ, ১০-১৮পং। [মধুর রসে কৃষ্ণ নিষ্ঠা ..দিগ দরশন॥]

শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের অতিশয় সেবা, সখ্যের অসঙ্কোচ সেবা ও বাৎসল্যে মমতাধিক্য লালন এই সকল ভাবে কান্তভাব গত নিজাঙ্গদানরূপ সেবা দৃঢ়রূপে সংযুক্ত হইলে পঞ্চগুণবিশিষ্ট মধুর রস হয়। এই মধুররসে সমস্ত ভাবের সমাহার আছে। অতএব আস্বাদাধিক্যক্রমে অত্যন্ত চমৎকারিত্ব লক্ষিত হয়। এই সংক্ষেপে কথিত ভক্তিরসের সূত্রবিচারপূর্ব্বক ভক্তিরস সিন্ধু রূপ শাস্ত্র উদয় করাইবে।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

বিংশতিপরিচ্ছেদের কথাসার।

সনাতনগোস্বামী গৌড়ের বন্দিশালে আছেন, এমত সময় রূপগোস্বামী লিখিলেন মহাপ্রভু মথুরা গিয়াছেন। বন্দীরক্ষককে মিষ্টবাক্যে এবং ৭০০০ মুদ্রা দিয়া সনাতন গঙ্গা পার হইয়া

পলায়ন করিলেন। সঙ্গী ঈশানের নিকট আটটী স্বর্ণমুদ্রা থাকায় পাতড়া পর্ব্বতের ভৌমিক সেই মুদ্রা মারিয়া লইবার আশয়ে সনাতনের আতিথ্য করিলেন। সনাতন ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন স্বর্ণমুদ্রা আছে। সেই মুদ্রাকে অনর্থ জানিয়া ভুঞাকে দিয়া পর্ব্বতময় দেশ অতিবাহিত করিলেন। ঈশানকে পর্ব্বত পার হইয়া দেশে বিদায় দিলেন। হাজিপুরে পৌছিলে রাজকর্ম্মচারী ও তদীয় ভগ্নিপতি শ্রীকান্ত তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহাকে গঙ্গাপার করিয়া দিলেন। তিনি চলিয়া চলিয়া কাশীধামে চন্দ্রশেখরের দ্বারে পৌছিলেন, মহাপ্রভু তাঁহাকে ডাকাইয়া তাঁহার প্রতি কৃপাপূর্ব্বক বেশ পরিবর্ত্তন ও ভদ্র করিবার আজ্ঞা দিলেন। সনাতন ভদ্র হইয়া আসিলে, তপনমিশ্র প্রদত্ত পুরাতন বস্ত্রকে কৌপিন বহির্ব্বাস করিয়া পরিধান করিলেন। সঙ্গের ভোট কম্বলটী বদল করিয়া গঙ্গাতীর হইতে একখানি ছেঁড়া কাঁথা ধারণপূর্ব্বক প্রভুর আনন্দ উৎপত্তি করিলেন। সনাতন তথায় অবস্থিতি করিয়া মহাপ্রভুকে তত্ত্বজিজ্ঞাসা করিলে তিনি প্রথমে জীবের স্বরূপ ও কৃষ্ণশক্তি বুঝাইলেন। সম্বন্ধ জ্ঞান শিখাইয়া অভিধেয় রূপ ভক্তির ব্যাখ্যা করিলেন। কৃষ্ণের স্বরূপ বিচারে, ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবানের বিচার, স্বয়ংরূপ, তদেকাত্ম ও আবেশ; তন্মধ্যে বৈভব ও প্রাভব বিলাসাদিক্রমে ভগবানের মূর্ত্তিভেদ সকলের বিচার করিয়া দিলেন। পুরুষাবতারের মায়াবৈভব, মন্বন্তরাবতার, গুণাবতার, শক্ত্যাবেশ অবতার ও বাল্যপৌগণ্ড বয়সভেদে লীলা সকল এবং কিশোরলীলার নিত্যতা ব্যাখ্যা করিলেন।

৭৩৭পৃ, ৬পং। বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যমিতি। মধ্য, ২০শ, ১ম শ্লো।

যাঁহার প্রসাদে নীচব্যক্তিও ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক হইতে পারেন, সেই অনন্ত অদ্ভুতঐশ্বর্য্যশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে আমি বন্দনা করি।

৭৩৭পৃ, ১১পং। পত্রী ;—উদ্ভটচন্দ্রিকাগ্রন্থের টীকাকার লিখিয়াছেন, যে নিম্নলিখিত শ্লোকটী শ্রীরূপ বাকলা হইতে লিখিয়া গৌড়ের বন্দীশালে সনাতনকে পাঠাইয়াছিলেন। এই শ্লোক মহাপ্রভুর মথুরা গমনের সঙ্কেত থাকায়, রূপগোস্বামীর পত্রী বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে। "যদুপতেঃ ক্বগতা মথুরাপুরী রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা। ইতি বিচিন্ত্য কুরুস্ব মনঃ স্থিরং ন সদিদং জগদিত্যবধারয়।

৭৩৭পৃ, ১৪পং। জিন্দাপীর ;—জীবিত পীর।

৭৩৮পৃ, ১৬পং। দাড়ুক—বেড়ী।

৭৪০পৃ, ১৯পং। হাজিপুর,—গঙ্গা ও গণ্ডক নদীর সঙ্গম স্থলে পাটনার অপর পারে হাজিপুর।

৭৪২পৃ, ২৫পং। ভবদ্বিধা ইতি। মধ্য, ২০শ, ২শ্লো। অনুবাদ ১২৬৪পৃষ্ঠায়।

৭৪৩পৃ, ৩পং। ন মে ভক্তঃ ইতি। মধ্য, ২০শ, ৩শ্লো। অনুবাদ ১৫২৫পৃষ্ঠায়।

৭৪৩পৃ, ৭পং। বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ ইতি। মধ্য, ২০শ, ৪শ্লো।

কৃষ্ণপাদাব্জবিমুখ দ্বাদশগুণবিশিষ্টব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্বপচও শ্রেষ্ঠ, কেননা আমি মনে করি কৃষ্ণেতে অর্পিত মন, বচন, চেষ্টা ও অর্থ যাঁহার তিনি স্বীয় কুলের সহিত নিজ প্রাণকে পবিত্র করেন। ভূরিমানবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ তাহা করিতে পারেন না॥ ৪ ॥

৭৪৩পৃ, ১৪পং। অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশদর্শনমিতি॥ মধ্য, ২০শ, ৫শ্লো।

হে বৈষ্ণব, তোমার মত ব্যক্তিকে দর্শন করাই চক্ষুর ফল ; তোমার মত ব্যক্তির গাত্র স্পর্শ করাই শরীরের ফল ; তোমার

মত ব্যক্তির কীর্ত্তন করাই জিহ্বার ফল; কেননা জগতে ভাগবতেরাই সুদুর্লভ ॥ ৫ ॥

৭৪৪পৃ, ৯পং। ভদ্রকরাইয়া;—ক্ষৌর করাইয়া। দরবেশী দাড়ী চুল ক্ষৌর করাইয়া; সুবৈষ্ণব করাইয়া।

৭৪৭পৃ, ৪পং। কৃষ্ণস্বরূপমাধুর্য্যৈশ্বর্য্য ইতি ॥ মধ্য, ২০শ, ৬শ্লো।

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপমাধুর্য্য ও স্বরূপঐশ্বর্য্য ভক্তিরসাশ্রয়রূপ তত্ত্ব ভগবান কৃপাপূর্ব্বক সনাতনকে উপদেশ করিলেন ॥ ৬ ॥

৭৪৭পৃ, ১৪-১৮ পং। [কে আমি কেনে আমায়…কহত আপনি ॥]

সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কে? আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এই তাপত্রয় আমাকে কেন জর্জ্জর করিতেছে, এবং আমার কিরূপে হিত হয়? সাধ্যসাধন তত্ত্ব আমি জিজ্ঞাসা করিতে অক্ষম, আপনি কৃপা করিয়া আমায় জ্ঞাতব্য বলুন।

৭৪৮পৃ, ২পং। সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষামিতি। মধ্য, ২০শ, ৭শ্লো।

সদ্ধর্ম্মের উদয় করাইবার জন্য যাঁহাদের দৃঢ়া মতি তাঁহাদের শীঘ্রই অভীপ্সিত সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়।

৭৪৮পৃ, ৬-৯পং। [জীবের স্বরূপ হয়…শক্তি হয় ॥]

"কে আমি?" এই প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু আজ্ঞা করিতেছেন যে, তুমি জীব। এই জড়সম্ভূত শরীরটী যে তুমি, তাহা নও; অথবা তোমার মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার স্বরূপ লিঙ্গ-শরীর তুমি নও, তুমি স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস, তুমি কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণের চিজ্জগৎ ও মায়িক জগৎ এই দুএর মধ্যগত সীমায় স্থিত হইয়া তোমার উভয় জগতের সম্বন্ধ থাকায় তুমি তটস্থা শক্তি। কৃষ্ণের সহিত তোমার ভেদাভেদ-প্রকাশরূপ উভয়বিধ

সম্বন্ধ। চিন্ময় ধর্ম্ম সম্বন্ধে কৃষ্ণের তুমি অভেদ প্রকাশ এবং অণু-চৈতন্যরূপ ধর্ম্মবশতঃ বৃহৎ চৈতন্যরূপ কৃষ্ণের ভেদ প্রকাশ। ভেদ ও অভেদ যুগপৎ সিদ্ধ। জীবের তটস্থ স্বভাব হইতে এই যুগপৎ ভেদাভেদ প্রকাশ সিদ্ধ হইয়াছে। সূর্য্যস্বরূপ কৃষ্ণের জীব অংশকিরণ। উদ্দীপ্ত অগ্নি বিস্ফুলিঙ্গরূপ জ্বালাচয় জীবসমূহের উদাহরণ স্থল।

৭৪৮পৃ, ১২পং। একদেশস্থিতস্যাগ্নে র্জ্যোৎস্না ইতি ॥ মধ্য, ২০শ, ৮শ্লো।

একস্থান স্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না বা আলোক যেরূপ বিস্তৃত, পরব্রহ্মের শক্তি সেইরূপ অখিল জগতকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে।

৭৪৮পৃ, ১৭পং। বিষ্ণুশক্তিঃ ইতি ॥ মধ্য, ২০শ, ৯শ্লো। অনুবাদ ১৩৩৭পৃ।

৭৪৮পৃ, ২০পং। শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্য ইতি ॥ মধ্য,২০শ, ১০।১১শ্লো।

সমস্তভাবের অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর শক্তিসকল ব্রহ্মে বর্ত্তমান। এই কারণে সেই ব্রহ্মশক্তিসকল সৃষ্ট্যাদিভাব-শক্তিরূপে ক্রিয়া করে। হে তাপস শ্রেষ্ঠ, অগ্নির যেরূপ উষ্ণতা স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম, ব্রহ্মের সেইরূপ শক্তিসকল স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম ॥ ১০ । ১১ ॥

৭৪৯পৃ, ২পং। যয়া ইতি ॥ মধ্য ২০শ, ১২শ্লো। অনুবাদ ১৪১৫ পৃ।

৭৪৯পৃ, ৪পং। তয়া ইতি ॥ মধ্য, ২০শ, ১৩শ্লো। অনুবাদ ১৪১৫পৃ।

৭৪৯পৃ, ৭পং। অপরেয়মিতি ॥ মধ্য, ২০শ, ১৪ শ্লো। অনুবাদ ১৩৩৭পৃ।

৭৪৯পৃ, ৯পং। [কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।]

কৃষ্ণের নিত্যদাস আমি, এই কথা ভুলিয়া জীবের মায়াবন্ধন। তটস্থশক্তিরূপ জীব চিজ্জগৎ ও মায়িকজগতের সন্ধিসীমায় অবস্থিতিকালে মায়াভোগ বাসনা করায় তাঁহার মায়া প্রবেশ হয়। মায়া প্রবেশ হইতেই মায়িককালের গণন। সেই কাল-গণনার অগ্রে বহির্ম্মুখতা হওয়ায় তাহাকে অনাদি বলা যায়। যেহেতু তাহা মায়িক কালের পূর্ব্বে হইয়াছে।

৭৪৯পৃ, ১৫পং। ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ ইতি ॥ মধ্য, ২০ শ, ১৫শ্লো ॥

কৃষ্ণ হইতে ইতর যে মায়া তাহাতে অভিনিবিষ্টতা প্রযুক্ত জীবের ভয় উপস্থিত হয়। এবং সেই ঈশ হইতে বহির্ম্মুখ হওয়ায় মায়াজনিত বিপরীত স্মৃতি। এতন্নিবন্ধন পণ্ডিত ব্যক্তি গুরুকে দেবতা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া অনন্য ভক্তির সহিত সেই পরমেশ্বরকে ভজনা করেন ॥ ১৫ ॥

৭৪৯পৃ, ১৭।১৮পং। [সাধুশাস্ত্র কৃপায় যদি···তাহারে ছাড়য় ॥]

কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা হইতেই জীবের পতন, ইহা সাধু ও শাস্ত্র কৃপায় জানা যায়। তাহা জানিয়া যে জীব পুনরায় কৃষ্ণোন্মুখ হয় সেই নিস্তার লাভ করে এবং মায়া তাহাকে পরিত্যাগ করে।

৭৪৯পৃ, ২০ পং। দৈবী হেষা গুণময়ী মমইতি ॥ মধ্য, ২০শ, ১৬শ্লো।

এই ত্রিগুণময়ী মদীয় মায়া অত্যন্ত কষ্টে পার হওয়া যায়। আমাকে যিনি প্রপত্তি করেন, তিনই কেবল এই মায়া পার হইতে পারেন ॥ ১৬ ॥

৭৫০পৃ, ১-৫পং। [শাস্ত্র গুরু আত্মারূপে···প্রেম প্রয়োজন ॥]

জীব মায়ামুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইলেন দেখিয়া, অপার করুণাময় কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ-শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া সেই শাস্ত্ররূপে এবং শাস্ত্রার্থ প্রদর্শক গুরু এবং অন্তর্যামী আত্মারূপে জীবকে নিজতত্ত্ব অবগত করান। সর্ব্ববেদশাস্ত্রে সম্বন্ধ জ্ঞান, অভিধেয় জ্ঞান ও প্রয়োজনজ্ঞানের শিক্ষা আছে। জীবের কৃষ্ণপ্রাপ্তি যে তত্ত্ব তাহা সম্বন্ধজ্ঞানে পাওয়া যায়। সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধনের নাম ভক্তি তাহাকে অভিধেয় বলে। কৃষ্ণ প্রাপ্তিতে প্রেম নামে একটী বিচিত্র ব্যাপার আছে তাহার নাম প্রয়োজন।

৭৫০পৃ, ৯পং। [ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে।]

জীবের কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাক্রমে নিজের স্বরূপস্মৃতি লুপ্ত হইলে কৃষ্ণ বেদপুরাণাদি করিয়া আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছেন। দরিদ্র ও সর্ব্বজ্ঞের কথা তাহার উপমা।

৭৫১পৃ, ৫-৮পং। [পূর্ব্বদিগে তাতে খাটী…তাঁরে ভজি ॥]

বেদপুরাণ শাস্ত্র অনেক প্রকার উপায়ের কথা স্থানে স্থানে লিখিয়াছেন। তাহাতে কোন দিকে ভীমরুল-বরুলী অর্থাৎ বোলতারূপ কর্ম্মকাণ্ড, কোন দিকে জ্ঞানকাণ্ডরূপ যক্ষ, কোন দিকে কৃষ্ণ অজাগর রূপ যোগগত-কৈবল্য আছে। কোন দিকে অল্প পরিশ্রমে রক্ষিত ধনের পাত্র হইতে আইসে। অতএব বেদ শাস্ত্রেই কর্ম্ম জ্ঞান যোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তিপথে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় ইহা বলিয়াছেন।

৭৫১পৃ, ১০পং। ন সাধয়তি ইতি। মধ্য, ২০শ, ১৭শ্লো। অনুবাদ ১২৭৪পৃ।

৭৫১পৃ, ১২ পং। ভক্ত্যাহমেকয়াগ্রাহ্যঃ ইতি ॥ মধ্য, ২০শ, ১৮শ্লো।

সাধুদিগের প্রিয় আমি অনন্য শ্রদ্ধাজনিত ভক্তি দ্বারা প্রাপ্ত হই। ভক্তিই মন্নিষ্ঠচণ্ডালকেও জন্ম দোষ হইতে পরিত্রাণ করে।

৭৫১পৃ, ২০।২১পং [দারিদ্র্য নাশ ভবক্ষয়…প্রয়োজন হয়।]

কৃষ্ণাস্বাদের মুখ্যফল প্রেম সুখ। কৃষ্ণ বহির্ম্মুখতাই জীবের দরিদ্রতা, এই দরিদ্রতার নাশ এবং সংসার ক্ষয় কৃষ্ণাস্বাদের সঙ্গে সঙ্গে অবান্তর ফলরূপে উদয় হয়। কিন্তু মুখ্যফল নয়।

৭৫২পৃ, ৭পং। ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে ইতি ॥ মধ্য, ২০শ, ১৯শ্লো।

সেই সেই পুরাণ আগম গ্রন্থসকল তত্তদুদ্দিষ্ট দেবতাগণকে চরাচরের মোহ উৎপাদনের জন্য প্রধান বলিয়া কর্ম্মবিধি কল্পনা করিতে থাকুন। সেই সমস্ত আগমাদি ভাল করিয়া বিবেচন

করিয়া দেখিলে সিদ্ধান্ত স্থলে একমাত্র ভগবান বিষ্ণুকেই নিশ্চয় করিলেন।

৭৫২পৃ, ১৪পং। কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমিতি। মধ্য,২০শ, ॥ ২০ ২২ ॥

বেদ বচন সকল কাঁহাকে বিধান করে, এবং কাঁহাকেই বা প্রতিপন্ন করে, এবং কাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বিকল্পনা করে এইরূপ বেদের তাৎপর্য্য আমি ব্যতীত আর কেহ জানে না। আমি বলিতেছি, আমাকেই বেদবচন সকল সাক্ষাৎ বিধান ও অভিধান করে এবং আমাকেই বিকল্পনা দ্বারা উক্তি করে। সর্ব্ব বেদার্থের আমি একমাত্র তাৎপর্য্য। মায়া মাত্রকে বিচার করিয়া তাহাকে পরিশেষে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষেধকরতঃ প্রসন্নহয় ॥২০-২২॥

৭৫২পৃ, ২২পং। [স্বরূপশক্তি শক্তিকার্য্যের কৃষ্ণ সমাশ্রয়ে]।

স্বরূপশক্তি এবং সমস্ত শক্তির কার্য্যরূপ জগৎ ইঁহাদিগের কৃষ্ণই একমাত্র সমাশ্রয়।

৭৫৩পৃ, ২পং। দশমে ইতি। মধ্য, ২০শ, ২৩শ্লো। অনুবাদ ১২৭৭পৃ।

৭৫৩পৃ, ৯পং। ঈশ্বরঃ ইতি। মধ্য, ২০শ, ২৪শ্লো। অনুবাদ ১২৭৮পৃ।

৭৫৩পৃ, ১১পং। পরনাম,—শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মুখ্যনাম। কৃষ্ণগোবিন্দ ইত্যাদি ভগবানের মুখ্য নাম।

৭৫৩পৃ, ১৪পং। এতে চাংশকলাঃ ইতি। ২০শ,২৫শ্লোঃ। অনুবাদ ১২৭৫পৃ।

৭৫৩পৃ, ১৬।১৭পং। [জ্ঞানযোগ ভক্তি ত্রিবিধ প্রকাশে]।

যাঁহারা নির্ব্বিশেষজ্ঞানদ্বারা সেই অদ্বয়তত্ত্বকে অনুসন্ধান করে, তাহাদের নিকট নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই প্রতীত হন। যাহারা অষ্টাঙ্গ-যোগমার্গে সেই পরমবস্তুর অনুসন্ধান করে, তাহাদের নিকট হৃদ্দেশস্থিত হইয়া জগদ্গত পরমাত্মা উদয় হন। যাঁহারা শুদ্ধভক্তি দ্বারা পরমতত্ত্বের সাধন করেন তাঁহারা ভগবানকে দর্শন করেন।

৭৫৩পৃ, ১৯পং। বদন্তি তদিতি। মধ্য, ২০শ, ২৬শ্লো। অনুবাদ ১২৭১পৃ।
৭৫৪পৃ, ২পং। যস্তপ্রভা ইতি। মধ্য, ২০শ, ২৭শ্লো। অনুবাদ ১২৭১পৃ।
৭৫৪পৃ, ৯পং। কৃষ্ণমেনমবেহিত্বমাত্মানম্খিতি। মধ্য, ২০শ, ২৮শ্লো।

অখিলাত্মার আত্মাস্বরূপ এই কৃষ্ণকে জান। জগতের হিত-কামনায় যিনি মনুষ্যের ন্যায় এখানে স্বরূপশক্তির আশ্রয়ে প্রকট হইয়াছেন ॥ ২৮ ॥

৭৫৪পৃ, ১২পং। অথবা বহুনৈতেন ইতি। ২৯শ্লো। অনুবাদ ১২৭১পৃ।
৭৫৪পৃ, ১৪-১৯পং। [ভক্ত্যে ভগবানের ব্রজে গোপমূর্ত্তি]।

ভক্তিতে তাঁহার উপাসনা করিলে ভগবানের পূর্ণরূপ অনুভূত হয়। সেই এক নিত্যবিগ্রহে অনন্তস্বরূপ প্রতিভাত হয়। প্রথমেই স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশরূপ এই তিনরূপে ভগবান পরিদৃশ্য হন। স্বয়ংরূপে স্বয়ং প্রকাশ। এবং তদেকাত্ম ও আবেশরূপে তাঁহার স্ফূর্ত্তি। স্বয়ংরূপে ব্রজে গোপমূর্ত্তিরূপে কৃষ্ণ উদিত। ভাগবতামৃতমতে কৃষ্ণের গোপমূর্ত্তি স্বয়ংরূপ কেননা তাহা অন্য কোনরূপকে অপেক্ষা করে না। যেরূপ স্বয়ংরূপ হইতে অভেদ অথচ আকৃতি ও বৈভবাদিতে ভিন্ন, তাহাকেই তদেকাত্মরূপ বলে। যে সকল জীবে ভগবচ্ছক্তি প্রবেশপূর্ব্বক মহৎকার্য্য করেন, তাহারাই ভগবানের আবেশরূপ।

৭৫৫পৃ, ২১১পং। [সৌভাগ্যাদি প্রায়...বিস্ময় না হয়]।

সৌভার্য্যাদিঋষিগণ যোগবলে কায়ব্যূহ হইয়া নিজনিজ কার্য্য-সাধন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের বহুমূর্ত্তি প্রকাশ সেরূপ নয়। কেন না যোগমার্গের কায়ব্যূহ দেখিলে নারদের বিস্ময় জন্মে না ॥

৭৫৫পৃ, ৬পং। চিত্রং বতৈতদিতি। ৩০শ্লো। অনুবাদ ১২৬৬পৃ।
৭৫৫পৃ, ১৪পং। অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনা ইতি। মধ্য, ২০শ, ৩১শ্লো।

অভিহিত বিধিদ্বারা যাঁহারা সংস্কৃত আত্মা তাঁহারা বহুমূর্ত্তিতে একমূর্ত্তি স্বরূপ আপনাকে যজন করেন ॥ ৩১ ॥

৭৫৫পৃ, ১৬পং। [বৈভবপ্রকাশ কৃষ্ণে শ্রীবলরাম ইত্যাদি]।

স্বয়ংরূপ, তদেকাত্ম রূপআবেশ, বৈভব, প্রাভব ইত্যাদি পরস্পরে সম্বন্ধ বুঝিবার জন্য সংক্ষেপে নিম্নে প্রদর্শিত হইল,—শ্রীকৃষ্ণের আদৌ তিনরূপ।

১। স্বয়ংরূপ,—ব্রজে গোপমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ।

২। তদেকাত্মরূপ,—

(১) স্বাংশ,—

(ক) সঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদকবাসী, ক্ষীরোদশায়ী।

(খ) মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ ইত্যাদি।

(২) বিলাস—

(ক) প্রাভব,—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ।

(খ) বৈভব,—২৪মূর্ত্তি। আবরণ চতুর্ব্যূহগত বাসুদেবাদি চারিজন। প্রত্যেক তিন তিনটী মূর্ত্তি করিয়া ১২জন বারমাসের ও দ্বাদশতিলকের দেবতা। ঐ চারিজনের পুরুষোত্তম অচ্যুতাদি ৮জন বিলাসমূর্ত্তি। এই ২৪জনই অস্ত্রধারণভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম।

৭৫৬পৃ, ৯পং। উৎকীর্ণাদ্ভুতমাধুরী পরিমলস্য ইতি। মধ্য, ২০শ, ৩২শ্লো।

হে সখে, এই চারণ আমার দ্বিতীয়স্বরূপের ন্যায় অদ্ভুতমাধুরী-পরিমলযুক্ত গোপলীলাময় আমার লীলা চিত্রিত করিতেছে। আমার চিত্ত কেলিকুতূহলের দ্বারায় তরলিত হইয়া মদীয় চরিত্র দৃষ্টি করতঃ ব্রজবধূদিগের সারূপ্য ইচ্ছা করিতেছে॥ ৩১॥

৭৫৬পৃ, ১৫পং। অপরিকলিতপূর্ব্বঃ ইতি। ৩৩শ্লো। অনুবাদ ১৭০৫পৃ।

৭৫৮পৃ, ১৬পং। আচমন,—আহ্নিকপূজার পর যে মুখে জল-স্পর্শরূপ আচমন করা যায়।

৭৬২পৃ, ১৬পং। চত্বারো বাসুদেবাদ্যা ইতি। মধ্য, ২০শ, ৩৪শ্লো।

বাসুদেবাদি চারিজন, নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, বরাহ, ব্রহ্মা এই নয় জন।

৭৬৩পৃ, ১০পং। অবতারাহ্যসংখ্যেয়া হরেরিতি॥ মধ্য, ২০শ, ৩৫শ্লো।

হে দ্বিজসকল, সত্ত্বনিধি হরির অবতার অসংখ্য, যেমন মহা-জলাশয় হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র জলাশয় হয়, তদ্রূপ॥ ৩৫॥

৭৬৩পৃ, ১৩পং। "সেইত পুরুষ হয় ত্রিবিধ প্রকার।" এই পর্য্যন্ত কৃষ্ণের বহুবিধ স্বরূপ বিচারিত হইল। এখন কৃষ্ণের শক্তি বিচারিত হইবে।

৭৬৩পৃ, ১৭পং। বিষ্ণোস্থিতি। মধ্য, ২০শ, ৩৬শ্লো। ১৩২২ পৃষ্ঠা অনুবাদ।

৭৬৩পৃ, ২০পং—৭৬৪পৃ, ৮পং। [অনন্ত শক্তি মধ্যে…চিচ্ছক্তি বিলাস]।

সেই অদ্বয়তত্ত্ব কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি আছে। তন্মধ্যে ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি এই তিনটী সর্ব্বকার্য্যে বিশেষ পরিচয় আছে। ইচ্ছাশক্তি প্রধান কৃষ্ণ, যাঁহার ইচ্ছায় সমস্ত হইয়া থাকে। জ্ঞানশক্তি প্রধান বাসুদেব, আর ক্রিয়াশক্তি প্রধান সঙ্কর্ষণ। এই তিনের তিন শক্তি লইয়া প্রাকৃতাপ্রকৃত জগৎসৃষ্টি হইয়াছে। অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা সঙ্কর্ষণ, কৃষ্ণের ইচ্ছায় চিৎশক্তি দ্বারা চিচ্ছক্তিবিলাসরূপ গোলক বৈকুণ্ঠাদিধাম প্রকট করিয়াছে।

৭৬৪পৃ, ১২পং। সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যমিতি॥ মধ্য, ২০শ, ৩৭শ্লো।

গোকুলাখ্য মহৎপদ সহস্রপদ্মপত্র। তাহার কর্ণিকার ও তদাধার সমস্তই অনন্তের অংশসম্ভব॥ ৩৭॥

৭৬৪পৃ, ২১পং। এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী ইতি। মধ্য, ২০শ, ৩৮শ্লো।

এই রামকৃষ্ণ এই বিশ্বের বীজযোনী স্বরূপ। তাঁহারাই দুইজন সমস্ত ভূতে প্রবেশ পূর্ব্বক পরস্পর ভেদজ্ঞান উৎপন্ন করিয়াছেন॥ ৩৮॥

৭৬৫পৃ, ২পং । মায়াতীত প্রভৃতি । আদি পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ।

৭৬৫পৃ, ৮পং । স্বগৃহে পৌরুষ মিতি । ৩৯শ্লো ॥ অনুবাদ ১৩২৩পৃ ।

৭৬৫পৃ, ১১পং । আদ্যোঽবতারঃ ইতি । ৪০শ্লো । অনুবাদ ১৩২২পৃ দ্রষ্টব্য ।

৭৬৫পৃ, ২০পং । প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োরিতি ॥ মধ্য, ২০শ, ৪১শ্লো ।

যে বৈকুণ্ঠে রজতম বা তাহাদের সহিত মিশ্রিতসত্ত্ব অথবা কালবিক্রম নাই এবং যেখানে মায়া পর্য্যন্ত নাই, অন্যের কি কথা । সেই খানে শ্রীকৃষ্ণের অনুব্রত সুরাসুরার্চ্চিত পার্ষদ ভক্তগণ বাস করেন ॥ ৪১ ॥

৭৬৫পৃ, ২২পং । মায়ার বৃত্তি প্রভৃতি আদি ৪র্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ।

৭৬৬পৃ, ৬পং । দৈবাৎ ক্ষুভিত ধর্ম্মিণ্যামিতি । মধ্য, ২০শ, ৪২শ্লো ।

যেই শ্রেষ্ঠপুরুষ দৈবাৎক্ষুভিত ধর্ম্মিণী স্বীয় মায়ায় নিজ বীর্য্য আধান করিয়াছিলেন, তাহাতে মায়া হিরণ্ময় মহত্তত্ত্বকে প্রসব করেন ॥ ৪২ ॥

৭৬৬পৃ, ৯পং । কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়ামিতি । মধ্য, ২০শ, ৪৩শ্লো ।

গুণময়ী মায়ায় আত্মস্বরূপ বীর্য্যবান্ অধোক্ষজ পুরুষ কাল-বৃত্তিদ্বারা বীর্য্য আধান করিয়াছিলেন ॥ ৪৩ ॥

৭৬৬পৃ, ১১পং । ত্রিবিধ অহঙ্কার ।—বৈকারিক, তৈজস ও তামস ।

৭৬৭পৃ, ২পং । যস্যৈক ইতি । ৪৪শ্লো । অনুবাদ ১৩২১পৃষ্ঠায় ।

৭৬৮পৃ, ২০পং । মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহবরাহ ইতি । মধ্য, ২০শ, ৪৫শ্লো ।

মৎস্য, অশ্ব, কচ্ছপ, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, পরশুরাম, বামন ইত্যাদি বিবিধ অবতার হইয়া আমাদিগকে এবং ত্রিভুবনকে তুমি প্রতিপালন করিয়া থাক । হে যদূত্তম তোমাকে বন্দন করি হে ঈশ্বর এই পৃথিবীর ভার এখন গ্রহণ কর ॥ ৪৫ ॥

৭৬৯পৃ, ৫-১০পং। [ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব...তিন রূপ ধরি]।

সেই গর্ভোদকশায়ী পুরুষাবতার বিষ্ণু, সত্ত্ব রজ তমগুণ আশ্রয় করিয়া বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব এই তিনটী গুণাবতার প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে কোন জীবোত্তমকে ভক্তিমিশ্রপুণ্যক্রমে রজোগুণে বিভাবিত করিয়া, তাহাতে নিজশক্তি সঞ্চার করতঃ ব্রহ্মরূপে ব্যষ্টি সৃষ্টি করেন।

৭৬৯পৃ, ১২পং। ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষিতি॥ মধ্য, ২০শ, ৪৬শ্লো।

পৃথক্ পৃথক্ প্রস্তরে সূর্য্য নিজ তেজকে কিয়ৎপরিমাণে প্রকট করেন, সেইরূপ যে আদিপুরুষ গোবিন্দ, কোন জীবে স্বীয় শক্তি আধান পূর্ব্বক ব্রহ্মা হইয়া জগদণ্ড বিধান করেন তাঁহাকে আমি ভজনা করি॥ ৪৬॥

৭৬৯পৃ, ২০পং। যস্যাংত্রিপঙ্কজ ইতি॥ ৩৭শ্লো। অনুবাদ ১৩২৫পৃষ্ঠায়।
৭৭০পৃ, ১-৪পং। [নিজাংশকলায়...কৃষ্ণের স্বরূপ॥]

নিজ অংশ-কলায় তমোগুণ অঙ্গীকার করতঃ সংহারের উদ্দেশ্যে মায়াসঙ্গে রুদ্ররূপ ধারণ করেন। মায়াসঙ্গবিকারে রুদ্র ভেদাভেদ প্রকাশরূপ তত্ত্ব সুতরাং জীবতত্ত্ব মধ্যে পরিগণিত হন; কৃষ্ণের স্বরূপ হন না।

৭৭০পৃ, ৮পং। ক্ষীরং যথা দধিবিকারবিশেষযোগাদিতি। মধ্য, ২০শ, ৪৮শ্লো।

বিকারবিশেষ যোগে ক্ষীর (দুগ্ধ) যথা দধি হইয়া জাত হয়, বিকার ব্যতীত তাহাতে আর কোন হেতু নাই, সেইরূপ যে আদিপুরুষ গোবিন্দ কার্য্যক্রমে শম্ভুতা গ্রহণ করেন, তাঁহাকে আমি ভজনা করি॥ ৪৮॥

৭৭০পৃ, ১৬পং। শিবঃ শক্তিযুক্তঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গঃ ইতি॥ মধ্য, ২০শ, ৪৯শ্লো

বৈকারি, তৈজস্ ও তামস্ এই তিন প্রকার অহঙ্কার দ্বারা সম্বৃত এবং সর্ব্বদা মায়াশক্তিযুক্ত তত্ত্বই শিব॥ ৪৯॥

৭৭০পৃ,১৯পং। হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ ইতি। মধ্য, ২০শ, ৫০শ্লো।

প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎনির্গুণ পুরুষ হরি তিনি সর্ব্বদৃক্ এবং সকলের উপদ্রষ্টা, তাঁহাকে ভজন করিলে জীব নির্গুণ হয় ॥ ৫০ ॥

৭৭০পৃ, ২১পং—৭৭১পৃ, ২পং। [পালনার্থ স্বাংশ ...হেন গায় ॥]

ব্রহ্ম শক্ত্যাবেশ হইয়াও গুণাবতার। রুদ্র ভেদাভেদ হইয়াও গুণাবতার। কিন্তু বিষ্ণু স্বাংশরূপে গুণাবতার। তাঁহার শুদ্ধসত্বগুণ দৃষ্টে তাঁহকে মায়াগুণের অতীত বলিতে হইবে। বিষ্ণু অংশ, কৃষ্ণ তাঁহার অংশী অতএব কৃষ্ণের ন্যায় স্বরূপৈশ্বর্য্য পূর্ণ।

৭৭১পৃ, ৪পং। দীপার্চ্চিরেবহি দশান্তরমিতি ॥ মধ্য, ২০শ, ৫১শ্লো।

দীপরশ্মি যে রূপ ভিন্নাধারে পৃথক্ দীপের ন্যায় কার্য্যকরে অর্থাৎ পূর্ব্বদীপের ন্যায় সমান ধর্ম্মা তদ্রূপ যে আদি পুরুষ গোবিন্দ বিষ্ণু হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন তাঁহাকে আমি ভজনা করি ॥ ৫১ ॥

৭৭১পৃ, ১১পং। সৃজামি তন্নিযুক্তোহং হরঃ ইতি ॥ মধ্য, ২০শ, ৫২শ্লো।

ব্রহ্মা কহিলেন, হরির নিয়োগমতে আমি সৃজন করি, তাঁহার আজ্ঞামত শিবনাশ করেন, ত্রিশক্তিধৃক্ সেই হরি পুরুষ রূপে বিশ্বকে পালন করেন ॥ ৫২ ॥

৭৭১পৃ, ১৩পং। মন্বন্তরাবতার।—ব্রহ্মার একদিনে ১৪ মন্বন্তর, তাহাতে ১৪ অবতার। ব্রহ্মার ১ মাসে ৪২০, একবৎসরে ৫০৪০ অবতার। ব্রহ্মার জীবনে ৫০৪০,০০০।

৭৭২পৃ, ৫পং। স্বায়ম্ভুবে;—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যজ্ঞ অবতার, স্বারোচিষ মন্বন্তরে বিভু ইত্যাদি ১৪ মন্বন্তরে ১৪ অবতার।

৭৭২পৃ, ১৬পং। আসন্ বর্ণাঃ ইতি। ৫৩ শ্লো। অনুবাদ ১২৮৩পৃ।

৭৭২পৃ, ১৯পং। কর্দ্দম, —প্রজাপতি যিনি মনুকন্যা দেবহুতিকে বিবাহ করেন এবং যাঁহার পুত্র কপিলদেব। তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ভগবান্ শুক্লমূর্ত্তিতে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন।

৭৭৩পৃ, ৪পং। দ্বাপরে ভগবানিতি॥ ২০শ, ৫৪শ্লো॥ অনুবাদ ১২৮৪পৃ।

৭৭৩পৃ, ৭পং। নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ ইতি॥ মধ্য, ২০শ, ৫৫শ্লো।

ভগবান বাসুদেবকে, সঙ্কর্ষণকে, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে নমস্কার॥ ৫৫॥

৭৭৩পৃ, ১৬পং। কৃষ্ণবর্ণমিতি। ২০শ, ৫৬শ্লো। অনুবাদ ১২৮৪ পৃষ্ঠায়।

৭৭৩পৃ, ২১পং। কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তীতি। মধ্য, ২০শ, ৫৭।৫৮পৃষ্ঠা।

হে রাজন্, দোষনিধি কলির একটী মহদ্গুণ আছে; কলিযুগে কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে জীব অত্যন্তবন্ধমুক্তিলাভ করেন। সত্যযুগে বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়া এবং দ্বাপরযুগে অর্চ্চনাদি করিয়া যে ফললাভ হইত, কলিকালে হরিকীর্ত্তন হইতে সে সব ফললাভ হয়॥ ৫৬-৫৮॥

৭৭৪পৃ, ৯পং। কলিং সভা জয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ ইতি। মধ্য, ২০শ, ৫৯শ্লো।

গুণজ্ঞ সারগ্রাহী আর্য্যপুরুষসকল কলিকে এই জন্য ধন্য বলিয়া থাকেন যে সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই কলিকালে সর্ব্বস্বার্থ লাভ হয়॥ ৫৯॥

৭৭৫পৃ, ৪পং। যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে ইতি। মধ্য, ২০শ, ৬০শ্লো।

অশরীরী পরমেশ্বরে শরীরী অবতারতত্ত্ব জীবের পক্ষে দুর্জ্ঞেয়। অতুলা, অতিশয় ও অলৌকিক বীর্য্য দ্বারা অবতার সকল কথঞ্চিৎ পরিজ্ঞাত হন॥ ৬০॥

৭৭৫পৃ, ৮পং। আকৃতি, আকার। প্রকৃতি স্বভাব। স্বরূপ, । সজ্জিনী ৪র্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

শ্রীমূর্ত্তি। স্বরূপ লক্ষণ সেই বিগ্রহের ব্যবহার। এই চারিটী তটস্থ লক্ষণ।

৭৭৫পৃ, ১৩পং। জন্মাদ্যস্য ইতি ॥ ৬১শ্লো। অনুবাদ ১৪৪৮পৃ।

৭৭৬পৃ, ১৩।১৪পং। [শক্ত্যাবেশ দুইরূপ…বিভূতি লিখি ॥]

শক্ত্যাবেশ গৌণ ও মুখ্যভেদে দুই প্রকার। সাক্ষাৎ শক্তির যাহাতে অবতার তিনি মুখ্যশক্ত্যাবেশঅবতার; এবং যেস্থলে শক্তির আভাসমাত্র বিভূতিরূপে দেখা যায়, সেস্থলে গৌণ-শক্ত্যাবেশ অবতার।

৭৭৭পৃ, ১পং। শেষে স্ব সেবনশক্তি,—শেষরূপী ভগবদবতারে স্বীয় সেবারূপশক্তি অর্পিত হইয়াছে।

৭৭৭পৃ, ৪পং। জ্ঞানশক্ত্যাদি কলয়াযত্র ইতি ॥ মধ্য ২০শ, ৬২শ্লো।

জ্ঞানশক্ত্যাদি-কলা দ্বারা যেস্থলে ভগবদাবেশ, সেই মহত্তম জীবসকল আবেশ অবতার বলিয়া গণিত হন ॥ ৬২ ॥

৭৭৭পৃ, ৯পং। যদ্যদ্বিভূতিমৎসত্ত্বমিতি ॥ মধ্য, ২০শ, ৬৩শ্লো।

যে সকল বিভূতিমান্ ও শ্রীমান্ জীব তাঁহাদিগকে আমার তেজাংশ সম্ভব বলিয়া জান ॥ ৬৩ ॥

৭৭৭পৃ, ১২পং। অথবা বহুনৈতেনেতি ॥ ৬৪শ্লো। অনুবাদ ১২৭: পৃষ্ঠা।

৭৭৭পৃ, ২১পং। বয়সো বিবিধত্বেপীতি ॥ মধ্য, ২০শ, ৬৫শ্লো।

নিত্যলীলাবিলাসবান্ সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয় কৃষ্ণের বিবিধ বয়স থাকিলেও কিশোর বয়সই শ্রেষ্ঠ ॥ ৬৫ ॥

৭৭৯পৃ, ১৮পং। হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ ইতি। মধ্য, ২০শ, ৬৬শ্লো।

শ্রেষ্ঠ-মধ্যাদি-শব্দদ্বারা নাট্যশাস্ত্রে যাঁহার কীর্ত্তন আছে, সেই ভগবান পূর্ণ-হরি পূর্ণতর-হরি ও পূর্ণতমহরি এই তিন প্রকার ॥ ৬৬ ॥

৭৭৯পৃ, ২১পং। প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃত ইতি। মধ্য, ২০শ, ৬৭শ্লো।

অল্পগুণের প্রকাশক হরিপূর্ণ। সর্ব্বগুণের স্বল্পপ্রকাশক হরি পূর্ণতর। অখিলগুণপ্রকাশিত হরি পূর্ণতম। এইরূপ পণ্ডিতেরা কীর্ত্তন করেন ॥ ৬৭ ॥

৭৮০পৃ, ২পং। কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূদিতি। মধ্য, ২০শে ৬৮শ্লো।

গোকুলে কৃষ্ণের পূর্ণতমতা ছিল, মথুরায় পূর্ণতরতা ও দ্বারকায় পূর্ণতা ব্যক্ত হইয়াছিল ॥ ৬৮ ॥

একবিংশতি পরিচ্ছেদ।

একবিংশতি পরিচ্ছেদের কথাসার।

এই পরিচ্ছেদে কৃষ্ণলোকতত্ত্ব, পরব্যোমতত্ত্ব, কারণবারিতত্ত্ব এবং মায়িকব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব বর্ণন করিয়া কৃষ্ণের দ্বারকায় ব্রহ্মার দর্পহরণরূপ একটী লীলা বর্ণন করিয়াছেন। তদনন্তর কৃষ্ণরূপের সৌন্দর্য্যপ্রকাশক কএকটী মধুর পদ্য মহাপ্রভুর বাক্য বলিয়া লিখিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত সম্বন্ধতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইল।

৭৮০পৃ, ১৭পং। অগত্যেকগতিং নত্বা ইতি। মধ্য, ২১শ, ১শ্লো।

অগতির গতি এবং অর্থহীনগণের প্রতি অধিক উপকারক শ্রীচৈতন্যকে প্রণামকরতঃ তাঁহার মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্যকণা বর্ণনা করিতেছি ॥ ১ ॥

৭৮১পৃ, ৯।১০পং। [অনন্ত বৈকুণ্ঠ পরব্যোম…কর্ণিকাবর্ণিণি ॥]

চিন্ময়জগত একটী পদ্মস্বরূপ সেই পদ্মের উচ্চভাগ কর্ণিকার কৃষ্ণলোক চতুর্দ্দিগস্থ দলশ্রেণীরূপে অনন্তবৈকুণ্ঠ পরব্যোম বিরাজমান।

৭৮১পৃ. ১৪পং। কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ ইতি ॥ মধ্য, ২১শ, ২শ্লো।

হে ভূমন্ হে ভগবন্, হে পরাত্মন্, হে যোগেশ্বর! এই ত্রিভুবনে তোমার লীলা কোথায়, কিরূপ, কোন দিন যোগমায়াকে বিস্তার করিয়া তুমি ক্রীড়া করিয়া থাক তাহা কে জানিতে পারে? ॥ ২ ॥

৭৮১পৃ, ২১পং। গুণাত্মনস্তেপি গুণান্ বিমাতুমিতি। মধ্য, ২১শ, ৩শ্লো।

পণ্ডিতসকল ভূমির রেণুকণ এবং আকাশের হিমকণ, নক্ষত্রাদি কাল গণনা করিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে কে বা জগতের হিতের নিমিত্ত অবতীর্ণ এবং অনন্ত গুণস্বরূপ যে তুমি, তোমার গুণ সকল গণনা করিতে সক্ষম হয় ॥ ৩ ॥

৭৮২পৃ, ৪পং। নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়ঃ ইতি ॥ মধ্য, ২১শ, ৪শ্লো।

আমি ব্রহ্মা এবং তোমার অগ্রজ মুনিসকল মায়াধীশ পুরুষের অন্ত জানিতে পারি না অপরে কে জানিবে। সহস্রানন অনন্তদেব তাহার গুণগণ গান করিতে করিতে আজও পর্যন্ত পার পান নাই ॥ ৪ ॥

৭৮২পৃ, ১১পং। দ্যুপতয় এবতে ন যযুরন্তমিতি ॥ মধ্য, ২১শ, ৫শ্লো।

আপনি অনন্ত, সেইজন্য সেই দেবতাগণ আপনার অন্ত পান নাই। আপনি ও আপনার গুণের অন্ত পান না। আকাশে পরমাণুগণের ন্যায় সাবরণ ব্রহ্মাণ্ডসকল কালের সহিত পরিভ্রমণ করিতেছে। সেই কারণে শ্রুতিগণ আপনাকে অনুসন্ধান করিতে গিয়া যাহাকেই লক্ষ্য করে, তাহা আপনি নয়, এইরূপ করিতে করিতে সমস্তই আপনাতে পর্য্যবসিত হয় এরূপ স্থির করিয়া আপনি যে সকলের আধার এই সিদ্ধান্ত করে ॥ ৫ ॥

৭৮২পৃ, ১৭পং-৭৮৩পৃ, ১পং। [প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি। বৎস চারণ ॥]

বৃন্দাবনে ব্রহ্মা কৃষ্ণের মহিমা পরীক্ষা করিবার জন্য

গোবৎস ও গোপ সকল চুরি করিলে কৃষ্ণ অচিন্ত্যশক্তিক্রমে প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত বস্তু সমস্ত প্রকট করিয়াছিলেন। চিন্ময় গো ও গোপবালক ও অশেষ বৈকুণ্ঠতত্ত্ব প্রকট করিয়া অপ্রাকৃত সৃষ্টি করিলেন। স্বীয় স্বীয় ব্রহ্মার সহিত অনন্তব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া প্রাকৃত সৃষ্টি করিলেন। এই অদ্ভুতকথা শ্রবণ করিলে চিত্তমল ধৌত হয়। অসংখ্য কৃষ্ণবৎস্য এই শব্দদ্বারা কৃষ্ণের গোবৎসসকল এবং গোবালক সকল অসংখ্য রূপে প্রকট হইল।

৭৮৩পৃ, ১৬পং। জানন্ত এব জানন্ত কিং বহুক্ত্যা ইতি ॥ মধ্য, ২১শ, ৬শ্লো।

যাঁহারা বলেন, আমরা কৃষ্ণতত্ত্ব জানি, তাঁহারা জানুন, কিন্তু আমি অনেক উক্তি করিতে ইচ্ছা করি না। প্রভো আমি এইমাত্র বলি তোমার বৈভবসকল আমার মন, শরীর ও বাক্যের অগোচর ॥ ৬ ॥

৭৮৩পৃ, ২০।২১পং। [ষোল ক্রোশ···তার একদেশ বৈকুণ্ঠাজাণ্ডগণভাসে ॥]

ব্রজমণ্ডলে যে দ্বাদশবন আছে যে সমস্তমিলিয়া চৌরাশি ক্রোশ হয়। তন্মধ্যে বৃন্দাবন নামক বনটী বর্ত্তমান বৃন্দাবন-নগরের সীমা হইতে নন্দগ্রাম বৃষভানুপুরপর্য্যন্ত ১৬ ক্রোশ।

৭৮৪পৃ, ২পং শাখাচন্দ্র ন্যায়—চন্দ্রের এক শাখা দেখাইয়া যেমন চন্দ্রের পরিচয় দেওয়া যায় সেইরূপ কোন তত্ত্বের এক-দেশ দেখাইয়া সর্ব্বদেশের কিঞ্চিদ্ জ্ঞান দেওয়া যায়। এই ন্যায়কে শাখাচন্দ্র ন্যায় বলে।

৭৮৪পৃ, ৮পং। স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশ ইতি ॥ মধ্য, ২১শ, ৭শ্লো।

তিনি স্বয়ং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের অধীশ্বর, অতএব সমানহীন ও অতিশয় রহিত, স্বরাজ্যলক্ষ্মী দ্বারা সমস্ত কাম প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং চিরদিন লোকপাল সকল তাঁহার পূজা দিতে আসিয়া

তাঁহার পাদপীঠে কীরিট-কোটী-শোভিত মস্তকসকল নম্র করিয়া শব্দ করিয়া থাকেন।

৭৮৪পৃ, ১১পং। ঈশ্বরঃ ইতি। মধ্য, ২১শ, ৮শ্লো। অনুবাদ ১২৭৮ পৃষ্ঠা।

৭৮৪পৃ, ১৮পং। স্বজামিতদিতি॥ ঐ ৯শ্লো। অনুবাদ ১৫৫০ পৃষ্ঠায়।

৭৮৫পৃ, ৪পং। যস্যৈকনিশ্বসিতকালমিতি॥ ১০শ্লো। অনুবাদ ১৩২১ পৃ।

৭৮৫পৃ, ১৫পং। করুণানিকুরম্বকোমলে ইতি॥ মধ্য, ২১শ, ১১শ্লো।

করুণাসমূহ দ্বারা কোমল, মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষযুক্ত ব্রজরাজ-নন্দনস্বয়যুক্ত হওয়ায় আমাদিগের চিন্তাকণিকাও অভ্যুদয় হয় না।

৭৮৬পৃ, ২পং। গোলোক নাম্নি নিজধাম্নিতলে ইতি॥ মধ্য, ২১শ, ১২শ্লো।

গোলকনামা নিজধামের নিম্নে দেবী, মহেশ ও হরির ধাম-নিচয়ে সেই সমস্ত প্রভাবনিচয় যিনি বিহিত করিয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি॥ ১২॥

৭৮৬পৃ, ৭পং। প্রধান পরমব্যোম্নরন্তর ইতি॥ মধ্য, ২১শ, ১৩শ্লো।

প্রধান অর্থাৎ মায়িকতত্ত্ব এবং পরব্যোম এই দুইর মধ্যে বিরজা নদী। তাহা মঙ্গলজনক বেদাঙ্গঘর্ম্মজনিত জলে প্রাবিত॥ ১৩॥

৭৮৬পৃ, ১০পং। তস্যাঃ পারে পরব্যোম ইতি। মধ্য, ২১শ, ১৪শ্লো।

সেই বিরজার পারে অমৃত, নিত্য, সনাতন, অনন্ত, পরম-পদস্বরূপ, ত্রিপাদভূত পরব্যোম আছেন॥ ১৪॥ তাৎপর্য্য এই যে পরব্যোম চিজ্জগৎ। অতএব অশোক, অভয়, অমৃতরূপ ত্রিপাদ বিভূতি তাহাতে নিত্যবর্ত্তমান। মায়িক ব্যাপার সমুদায় মিলিত হইয়া কৃষ্ণের একপাদ বিভূতিমাত্র।

৭৮৬পৃ, ২১পং। ত্রিপাদ্বিভূতের্ধামত্বাদিতি। মধ্য, ২১শ, ১৫শ্লো।

ত্রিপাদবিভূতিধাম বলিয়া সেই পদকে ত্রিপাদভূত বলে, আর সমস্ত মায়িক বিভূতি একপাদমাত্র॥ ১৫॥

১৮৯পৃ, ১৪পং। জ্ঞানন্তএব ইতি। ১৬শ্লো। অনুবাদ ১৫৫৫ পৃষ্ঠায়।

১৯০পৃ, ৪পং। তস্যাঃ পারে ইতি। ১৭ শ্লো। অনুবাদ ১৫৫৬ পৃষ্ঠায়।

১৯১পৃ, ৮পং। যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকমিতি। মধ্য, ২১শ, ১৮শ্লো।

স্বীয় চিচ্ছক্তির বল প্রদর্শন করাইবার মানসে মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী আপনারও বিস্ময়জনক এবং সমস্ত সৌভাগ্য ঋদ্ধির পরমপদ ও সমস্ত ভূষণকে ভূষিত করিতে সমর্থ, সেই শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি ॥ ১৮ ॥

১৯১পৃ, ১৮পং। [যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্বপরিণতি।]

শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি তাঁহার চিচ্ছক্তিনামক যোগমায়ার সন্ধিনীগত বিশুদ্ধসত্ত্ব তত্ত্বের পরিণাম স্বরূপ।

১৯২পৃ, ৩।৪পং। [স্বসৌভাগ্য যার নাম· ·নিত্যতারধাম ॥]

সৌন্দর্য্যাদি গুণসমূহ যে চিত্তত্ত্বের পরমসৌভাগ্য তাহা এই কৃষ্ণরূপেই নিত্য অবস্থিতি করে।

মাধুর্য্য ভগবত্তা যার,—সমগ্রঐশ্বর্য্য, সমগ্রবীর্য্য. সমগ্রযশ, সমগ্রসৌন্দর্য্য, সমগ্রজ্ঞান, সমগ্রবৈরাগ্য এই ছয়টী গুণকে ভগ-বত্তা বলে। তন্মধ্যে সমগ্রশ্রীর নাম মাধুর্য্য। তাহাই ষড়্বিধ ভগবত্তার সার। তাহারই নামান্তর মাধুর্য্য। শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে মাধুর্য্যপ্রধানভগবত্তা। নারায়ণাদিমূর্ত্তিতে ঐশ্বর্য্যপ্রধান ভগবত্তা।

১৯৩পৃ, ১৪পং। গোপ্যস্তপঃ ইতি ॥ ২১শ, ১৯শ্লো। অনুবাদ ১৩০৬ পৃ।

১৯৩পৃ, ২০।২১পং। [তারুণ্যামৃত পারাবার···না হয় উদ্গম ॥]

নিত্যতরুণতারূপ মহাসমুদ্রের তরঙ্গবৎ লাবণ্যসার কৃষ্ণ-শরীরে লক্ষ্য হয়। তাহাতে ভাবোদ্গমরূপ আবর্ত্ত অর্থাৎ ঘূর্ণী; বংশীধ্বনি ঘূর্ণীবায়ু, এমতস্থলে নারীর চিত্ত তৃণপাতের ন্যায় পড়িয়া গেলে আর উঠিতে পারে না।

১৯৪পৃ, ১২-১৫পং। [সেইত মাধুর্য্যসার…প্রকাশে কার্য্য জানি।]

সেই কৃষ্ণমাধুর্য্য অনন্যসিদ্ধ অর্থাৎ স্বয়ংসিদ্ধ; অন্য কোন গুণাদিদ্বারা সিদ্ধ নয়। সেই কৃষ্ণমূর্ত্তি, অন্যান্য প্রকাশে অর্থাৎ নারায়ণাদি মূর্ত্তিতে স্বীয় প্রকাশের দ্বারা যে কার্য্য হইবে সেই রূপ ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি গুণ প্রকট করাইয়াছেন।

১৯৫পৃ, ৭-১১পং। [আনের বৈভবসত্তা,· কৃষ্ণ বিনা নাহি অন্য।]

নারায়ণাদির যে বৈভবসত্তা তাহাকে কৃষ্ণদত্ত ভগবত্তা বলিয়া জানিবে।

নারায়ণে যে শ্রী, লজ্জা, দয়া, কীর্ত্তি, ধৈর্য্য, বিশারদতা, মতি-রূপ যে সকল গুণগণ প্রদীপ্ত সে সমস্ত কৃষ্ণের দ্বারা তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু সৌশীল্য, মৃদুতা ও বদান্যতা কৃষ্ণ-বিনা অন্য প্রকাশে দেখা যায় না।

১৯৫পৃ, ১৮পং। যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ ইতি। মধ্য, ২১শ, ২০শ্লো।

যাঁহার মুখচন্দ্র মকরকুণ্ডল শোভিত কর্ণ, শোভমান কপোল-সৌন্দর্য্য, সবিলাসহাস এই সমস্ত নিত্যোৎসবস্বরূপ চক্ষুদ্বারা পান করিয়া নরনারীগণে পরমানন্দিত হইতেন এবং দর্শনবাধা-কারী চক্ষুর নিমেষের প্রতি কিঞ্চিৎ কুপিত হইতেন ॥ ২০ ॥

১৯৬পৃ, ২পং। অটতীতি ॥ মধ্য, ২১শ, ২১শ্লো। অনুবাদ ১৩০৫ পৃষ্ঠায়।

১৯৬পৃ, ৫-৬পং। [কামগায়ত্রীমন্ত্ররূপ …তার হয় ॥]

কামগায়ত্রীমন্ত্র কৃষ্ণস্বরূপ। কামবীজকে অর্দ্ধ অক্ষর ধরিয়া তাহাতে সাড়ে চব্বিশ অক্ষর হয়।

১৯৬পৃ, ৯-১১পং। [সখিহে কৃষ্ণ মুখ দ্বিজরাজ · চন্দ্রের সমাজ ॥]

দ্বিজরাজরাজ—চন্দ্রের রাজা। সেই কৃষ্ণ-মুখচন্দ্র রাজা হইয়া, কৃষ্ণশরীররূপ সিংহাসনে বসিয়া, মাধুর্য্যরাজ্য চন্দ্রের সমাজ লইয়া শাস্য করিতেছেন। কোথায় কোন চন্দ্র, পরে কথিত আছে।

৭৯৬ পৃ, ১৪ পং। অষ্টমী ইন্দু,—অর্দ্ধচন্দ্র॥

৭৯৭পৃ, ৭-৮পং। [বিপুল আয়তারুণ—মন্ত্রী যার এ দুই নয়ন।]

সেই কৃষ্ণমুখরূপ রাজার বিপুল বিস্তৃত অরুণস্বরূপ দুই নয়নমন্ত্রী, তাহা মদনের মদকে নষ্ট করে।

৭৯৭ পৃ ১২ পং। দুই আঁখি কি করিবে পানে,—দর্শকের দুইটী চক্ষু কিরূপে সেই অমৃত সমুদ্রপান করিতে পারে?

৭৯৮ পৃ, ৫ পং। এ তিনে লাগিল মন;—কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্য্যসিন্ধু, তাঁহার সুমধুর মুখচন্দ্র এবং তাঁহার মধুর হাসির কিরণ এই তিনটীতে মন লাগিল।

৭৯৮পৃ, ৮পং। মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোরিতি॥ মধ্য, ২১শ, ২২শ্লো।

এই কৃষ্ণের বপু মধুর, ইঁহার বদন মধুর ও ইঁহার মৃদুহাস্য মধুগন্ধি। অহো! ইঁহার সমস্তই মধুর॥ ২২॥

৭৯৮পৃ, ১২-১৩পং। [মোর মন সান্নিপাতি না দেয় এক বিন্দু॥]

ধাতুতে ত্রিদোষ জন্মিলে সান্নিপাত বলে। আমার যখন মন, কৃষ্ণাঙ্গমাধুর্য্য কৃষ্ণের মুখমাধুর্য্য ও কৃষ্ণের হাস্যমাধুর্য্য, এই তিনটার আঘাত পাইয়া পীড়িত হইয়াছে, তখন আমার মন যে সান্নিতরোগে পীড়িত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই সেহ সৌন্দর্য্য রসসমুদ্রের প্রতি পিপাসু হইয়া দৌড়িতেছে। সাধারণ সান্নিপাত রোগের বৈদ্য যেরূপ রোগীকে এক বিন্দুও জলপান করিতে দেয় না, আমার এ রোগের বৈদ্য কৃষ্ণ বই আর কেহ নহেন, তিনি তাঁহার সৌন্দর্য্যামৃতসমুদ্রের একবিন্দুও পান করিতে দেন না, ইহাই দুঃখ।

৭৯৯ পৃ, ১৩ পং। নীবী,—ঘাঘরার কোমরবন্ধ রশি।

৭৯৯ পৃ, ১৭পং। কাণের ভিতর বাসা করে,—আমরা গোপী

আমাদের কাণের ভিতর বংশীধ্বনি বাসা করে অর্থাৎ সর্ব্বদা যেন কাণে লাগিয়া আছে।

৮০০পৃ, ১৩৪পং।] পুন কহে কাহা জানে· ·শুনায় তোমারে ॥)

এই প্রেমাবেশে কৃষ্ণতত্ত্ব বলিতে বলিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া মহাপ্রভু যে রসসন্দর্ভ আনিলেন, তাহার এই স্থানে স্থল নয় অতএব বলিতেছেন, আমি অন্য বিষয় বলিতে অন্য বিষয় বলিতেছি। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাহার নিজ ঐশ্বর্য্যমাধুরী আমার চিত্তে ভ্রম জন্মাইয়া তোমাকে শুনাইলেন।

দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদ।

দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদের কথাসার।

এই দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদে মহাপ্রভু অভিধেয় তত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন। প্রথমেই জীবের তত্ত্ব, পরে ভক্তির শ্রেষ্ঠতা এবং কেবল জ্ঞানযোগাদির অকর্ম্মণ্যতা সর্ব্বজীবের ভক্তি বিষয় কর্ত্তব্যতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জ্ঞানিদিগের মুক্ত্যভিমান যে বৃথা তাহাও দেখাইয়াছেন। ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকাম পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধ ভক্তিযোগে সমস্ত সিদ্ধি হয়। যদিও কোন ব্যক্তির ভজন-কালে সেই সেই কাম অজ্ঞতা বশতঃ অনুস্যূত থাকে কৃষ্ণ তাহা দূর করিয়া শুদ্ধ ভক্তি দেন। মহৎ কৃপা ব্যতীত ভক্তির উদয় হয় না, এইজন্য সাধুসঙ্গ অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধাই অনন্যভক্তিতে অধিকার দেয়। তাহার প্রকারভেদ এবং অনন্যভক্তদিগের প্রকারভেদ এবং বৈষ্ণবদিগের স্বাভাবিকসকল বর্ণন করিয়াছেন। স্ত্রীসঙ্গ ও অভক্তসঙ্গই অসৎসঙ্গ। এই দুই পরিত্যাগপূর্ব্বক

বর্ণাশ্রমাসক্তি ছাড়িয়া কৃষ্ণের শরণাগতি হওয়া চাই। শরণাগতির ছয় লক্ষণ ব্যাখ্যাও হইয়াছে। সাধনভক্তি বৈধীরাগানুগা ভেদে দুই প্রকার। বৈধীভক্তির ৬৪ অঙ্গ; তন্মধ্যে শেষ পঞ্চাঙ্গ অত্যন্ত বলবান। ভক্তির একাঙ্গ বা বহুঅঙ্গ সাধনে ফল হয়। জ্ঞান-বৈরাগ্যযোগাদি ভক্তির অঙ্গ নয়। অহিংসা, যমনিয়মাদিজন্য কোন পৃথক্ চেষ্টা পাইতে হয় না; তাহারা ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে থাকে। রাগানুগাভক্তি রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগামিনী, ব্রজবাসী-গণের রাগাত্মিকাভক্তি মুখ্য; রাগাত্মিকার লক্ষণ বলিয়া রাগা-নুগার সাধনলক্ষণ বলিয়াছেন।

৮০০পৃ, ১৬পং। বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবমিতি। মধ্য, ২২শ, ১শ্লো।

করুণার্ণব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি। যাহা কর্ত্তৃক অতি গূঢ়াভক্তি কলিকালেও প্রকাশিত হইয়াছে।

৮০১পৃ, ৮পং। শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা দিশতীতি। মধ্য, ২২শ, ২শ্লো।

মাতাস্বরূপ শ্রুতি জিজ্ঞাসিত হইয়া আপনার আরাধনবিধি উপদেশ করেন, স্মৃতি সেইরূপ ভগিনীস্বরূপ হইয়া উপদেশ করেন; পুরাণাদি ভ্রাতৃরূপে শ্রুতির অনুগত হইয়া তাহাই বলিতেছেন। অতএব হে মুরহর, আপনি একমাত্র শরণ ইহা সত্যরূপে আমি জানিলাম॥ ২॥

৮০১পৃ, ১৪পং-৮০২পৃ, ৮পং। [স্বাংশ বিভিন্নাংশরূপে...কৃষ্ণ নিকট যায়।]

স্বাংশ অর্থাৎ চতুর্ব্যূহ ও তদবতাররূপে। স্বাংশ অবস্থায় কৃষ্ণের সম্বরূপত্ব সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। তাঁহার বিভিন্নাংশরূপ জীব। জীবও কৃষ্ণের শক্তিমধ্যে গণিত। জীব দুইপ্রকার নিত্যমুক্ত ও নিত্যসংসার। নিত্যমুক্ত জীবগণ কখনই মায়াসম্বন্ধ আস্বাদন করেন নাই। তাঁহারা কৃষ্ণের চিন্ময়ধামে কৃষ্ণচরণোন্মুখ থাকিয়া

কৃষ্ণপারিষদ নামে পরিচিত এবং কৃষ্ণসেবাসুখই তাঁহাদের ভোগ। নিত্যবদ্ধ জীবসকল কৃষ্ণ হইতে নিত্যবহির্ম্মুখ থাকিয়া সংসারে স্বর্গনরকাদি সুখদুঃখভোগ করেন। কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা দোষের জন্য মায়ারূপ পিশাচী তাহাদিগকে স্থূললিঙ্গ আবরণে বদ্ধ করিয়া দণ্ড করিয়া থাকেন। আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তাহাদিগকে জারিত করে। কামক্রোধাদি ষড়োর্ম্মির বশীভূত হইয়া মায়াপিশাচীর লাথি খাইতে থাকে। ইহাই জীবের রোগ। উপর্য্যধ সংসারে ভ্রমিতে যদি কখন সাধুবৈদ্য লাভ করে, তাহার উপদেশমন্ত্রে পিশাচী পলায় এবং জীবও কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়া কৃষ্ণের নিকট গমন করে।

৮০২পৃ, ১০পং। কামাদীনাং কতি ন কতিধা ইতি॥ মধ্য, ২২শ, ৩শ্লো।

হে ভগবন্, কামাদির কত প্রকার দুষ্ট আদেশ আমি পালন করিয়াছি, তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা এবং আমার লজ্জা উপশান্তি হইল না। হে যদুপতে, আপাতত তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধিলাভ করতঃ তোমার অভয়চরণে শরণাগত হইয়াছি। তুমি এখন আমাকে আত্মদাস্যে নিযুক্ত কর।

৮০২পৃ, ১৪-১৭পং। [কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় ...বল॥]

শাস্ত্রে অনেক স্থলে কর্ম্মকে, অনেক স্থলে যোগকে এবং অনেকস্থলে জ্ঞানকে অভিধেয় বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। এবং সর্ব্বত্র ভক্তিকে প্রধান অভিধেয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে কৃষ্ণভক্তি পরমপুরুষার্থলাভের একমাত্র প্রধান অর্থাৎ সাক্ষাৎ অভিধেয়। কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানের যে অভিধেয়ত্ব, তাহা গৌণ কেন না, ভক্তির মুখ অপেক্ষা করিয়া তাহাদের ফলাদি হয়। ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত কর্ম্মযোগ ও জ্ঞান কোন

ফল দিতে পারে না। ভক্তির আশ্রয় পাইলে কর্ম্ম ও যোগের ফল যে ভুক্তি; এবং জ্ঞান ও যোগের ফল যে মুক্তি, তাহা দিতে পারে।

৮০২পৃ, ১৯পং। নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতমিতি॥ মধ্য, ২২শ, ৪শ্লো।

নৈষ্কর্ম্ম্যরূপে নির্ম্মলজ্ঞান অচ্যুতভক্তি বর্জ্জিত হইলে শোভা পায় না। তখন স্বয়ং সর্ব্বদা অভদ্র যে কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে নিষ্কাম হইলেও কি সে শোভা পাইবে॥ ৪॥

৮০৩পৃ, ২পং। তপস্বিনোদানপরা যশস্বিন ইতি॥ মধ্য, ২২শ, ৫শ্লো।

তপস্বীসকল, দানপরব্যক্তিসকল, যশস্বীব্যক্তিগণ, মনস্বীগণ, বেদমন্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সুমঙ্গল হইলেও তাঁহাদের সেই সেই কর্ম্ম যাঁহাকে অর্পণ না করিলে মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না; সেই সুভদ্রশ্রবা ভগবানকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি॥ ৫॥

৮০৩পৃ, ৪পং। [কেবলজ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তিবিনা।]

"জ্ঞানতঃ সুলভামুক্তি এই শাস্ত্রবচন হইতে জানা যায় যে জ্ঞানই মুক্তি দিতে পারে; কিন্তু তাহাতে একটু গূঢ় কথা আছে। ভক্তির আশ্রয়ে জ্ঞান মুক্তি দিয়া থাকেন।

৮০৩পৃ, ৬পং। শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্যত ইতি॥ মধ্য, ২২শ, ৬শ্লো॥

হে বিভো! শ্রেয়পথ তোমাতে ভক্তি। তাহা পরিত্যাগ করিয়া যে সকল ব্যক্তি বোধলাভের জন্য অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম এইটী স্থির জানিবার জন্য নানাবিধ ক্লেশ স্বীকার করেন তাহাদের স্থূলতুষকে যাহারা পেষণ করে তাহারা যেরূপ তণ্ডুল পায় না সেইরূপ ক্লেশমাত্র অবশেষ হয়॥ ৬॥

৮০৩পৃ, ১০পং। [কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে॥]

পক্ষান্তরে কৃষ্ণোন্মুখী ভক্তি হইলে কোন জ্ঞানচেষ্টা না করিলেও মুক্তি আপনি হয়।

৮০৩পৃ, ১২পং । দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মমেতি ॥ মধ্য, ২২শ, ৭শ্লো ।

এই মায়া আমারই শক্তি, অতএব দুর্ব্বলজীবের পক্ষে স্বভাবতঃ দুরতিক্রমা । যাঁহারা আমার ভগবৎস্বরূপের প্রপত্তি স্বীকার করেন, তাঁহারাই কেবল এই মায়া-সমুদ্র পার হইতে পারেন ।

৮০৩পৃ, ২১পং । মুখ বাহূরুপাদেভ্যঃ ইতি । মধ্য, ২২শ, ৮শ্লো ।

ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য ও পাদ হইতে শূদ্র এই চারিবর্ণ পৃথক্ পৃথক্ আশ্রমের সহিত এবং স্বীয় বর্ণগত গুণের সহিত জন্মিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

৮০৪পৃ, ২পং । য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমিতি ॥ মধ্য, ২২শ, ৯শ্লো ।

এই চারিবর্ণাশ্রমীর মধ্যে যাঁহারা স্বীয় প্রভু ভগবানের সাক্ষাৎ ভজন না করিয়া নিজ নিজবর্ণাশ্রম অহঙ্কারে ভজনে অবজ্ঞা করেন তাঁহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হন ॥ ৯ ॥

৮০৪পৃ, ৪পং । [জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা·· কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥]

মায়াবাদীপ্রভৃতি মতাবলম্বীব্যক্তিগণ আপনাকে আপনি জ্ঞানী বলিয়া থাকেন, কিন্তু বস্তুতঃ কৃষ্ণভক্তি বিনা বুদ্ধি শুদ্ধ হয় না ।

৮০৪পৃ, ৭পং । যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষবিমুক্তমানিনঃ ইতি ॥ মধ্য, ২২শ, ১০শ্লো

হে অরবিন্দাক্ষ, যাহারা বিমুক্ত হইয়াছি অভিমান করে, তাহারা আপনাতে ভক্তিশূন্য হওয়ায় অবিশুদ্ধবুদ্ধি । অনেক ক্লেশে মায়াতীত পরমপদ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া ভগবদ্ভক্তি অনাদর করতঃ অধঃপতিত হয় ॥ ১০ ॥

৮০৪পৃ, ১২পং । বিলজ্জমানয়া যস্যস্থাতুমিতি । মধ্য, ২২শ, ১১শ্লো ।

কৃষ্ণের দর্শনপথে থাকিতে মায়া বিলজ্জমানা । সেই মায়া কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ "আমি, আমার" এই প্রকার বহুবিধ বাগ্‌জাল প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

৮০৪পৃ, ১৪।১৫পং। [কৃষ্ণ তোমার…করে পার ॥]

যাঁহারা প্রত্যহ কেবল মুখে অভ্যাসক্রমে "কৃষ্ণ, আমি তোমার" এই কথা বারম্বার বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের কথা সহৃদয় নয়। কিন্তু যিনি একবারও সহৃদয়ে হে কৃষ্ণ, আমি তোমার দাস" এই কথা বলেন, মায়াবন্ধ হইতে কৃষ্ণ তাঁহাকে পার করেন।

৮০৪পৃ, ১৭পং। সকৃদেব প্রপন্নো য স্তবাস্মীতি। মধ্য, ২২শ, ১২শ্লো।

আমার এই ব্রত যে, যদি কেহ প্রকৃত প্রস্তাবে প্রপন্ন হইয়া একবারও "তোমার আমি" এই কথা বলিয়া অভয় যাচ্ঞা করে, আমি তাহাকে তাহা সর্ব্বদা দিয়া থাকি ॥ ১২ ॥

৮০৪পৃ, ১৯।২০পং। ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী…কৃষ্ণকে ভজয় ॥]

দুর্ব্বাসনা দুঃসঙ্গক্রমে জীবের মুক্তি, ভুক্তি ও সিদ্ধিকাম উদয় হয়। যদি কোন সুসঙ্গে সুবুদ্ধি উদয় হয়, তবে মুক্তি-ভুক্তি-সিদ্ধি-পিপাসাপরিত্যাগপূর্ব্বক গাঢ়শুদ্ধভক্তিযোগে কৃষ্ণকে ভজন করে।

৮০৪পৃ, ২২পং। অকামঃ সর্ব্বকামো বা ইতি। মধ্য, ২২শ, ১৩শ্লো।

পূর্ব্বে অকামী থাকুক, সর্ব্বকামীই থাকুক বা মোক্ষকামীই থাকুক, উদারবুদ্ধি হইবামাত্র তীব্রশুদ্ধ ভক্তিযোগে পরমপুরুষ কৃষ্ণের যজন করেন ॥ ১৩ ॥

৮০৫পৃ, ১-৬পং। [অন্যকামী যদি করে…বিষয় ভুলাইব ॥

মুক্তি, ভুক্তি ও সিদ্ধিকামীগণ শুদ্ধ ভক্তিকামী নন। তাঁহারা কোন ভাগ্যক্রমে শুদ্ধ কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইলে, সাধনভক্তির ফল যে প্রেম তাহা যদি তখনও তাহাদের উদ্দেশ্যে না থাকে, তথাপি কৃষ্ণকৃপা করিয়া তাহা তাহাদিগকে দেন। কৃষ্ণ এই কথা বলেন যে, এই সম্প্রতি ভজনপ্রবৃত্ত ব্যক্তির হৃদয়ে বিষয় সুখস্পৃহা ছিল এবং অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ স্বভাবগত হইয়া আছে।

এ ব্যক্তি প্রেমরূপ অমৃত ছাড়িয়া বিষয়রূপ বিষের বাসনা করে, অতএব বড় মূর্খ। এ ব্যক্তি অজ্ঞতাক্রমে সদ্বিষয় প্রার্থনা করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু আমি উহার পক্ষে যাহা সদসৎ তাহা জানি, অতএব স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইয়া দিব।

৮০৫পৃ, ৮পং। সত্যং দিশত্যর্থিতঃ ইতি॥ মধ্য, ২২শ, ১৪শ্লো।

কৃষ্ণ প্রার্থিত হইলে মনুষ্যদিগের প্রার্থনা পূরণ করেন সত্য, কিন্তু যে অর্থ হইতে পুনঃপুনঃ প্রার্থনা উদয় হয় সেই অর্থ দেন না। অন্যকাম শান্তিকারী তাঁহার পাদপল্লব যাঁহারা কেবল পাদপল্লব পাইবার ইচ্ছা না করিয়াও ভজনা করেন তাঁহাদিগকে তিনি স্বয়ং সেই পাদপল্লবই দিয়া থাকেন।

৮০৫পৃ, ১২।১৩পং। [কামলাগি কৃষ্ণ ভজে...হয় অভিলাষে॥]

সামান্য কামের উদ্দেশে যদি কেহ কৃষ্ণভজনের অনুসন্ধান করিয়া সাধুসঙ্গে শুদ্ধ কৃষ্ণভজন অবলম্বন করে, তাহার পূর্ব্বোদ্দিষ্ট কাম দূর হইয়া যায় এবং সে কৃষ্ণরস প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণভজন এমনই পবিত্র বস্তু যে, কৃষ্ণভজন প্রবৃত্ত ব্যক্তি পূর্ব্বোদ্দিষ্ট বিষয় কামত্যাগ করিয়া কৃষ্ণদাস হইতে অভিলাষ করে।

৮০৫পৃ, ১৫পং। স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহমিতি॥ মধ্য,২২শ, ১৫শ্লো।

ধ্রুবকে কৃষ্ণ বর দিতে ইচ্ছা করিলে ধ্রুব কহিলেন, স্বামিন্! আমি স্থানাভিলাষী হইয়া তোমার তপস্যায় স্থিত হইয়াছিলাম। এখন দেব মুনীন্দ্রগুহ্য তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। সামান্য কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে দিব্যরত্ন পাইলাম। আমি আর বর বাঞ্ছা করি না।

৮০৫পৃ, ২২পং। নৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদিতি। মধ্য, ২২শ, ১৬শ্লো।

আমি অত্যন্ত অধম বলিয়া ভগবদ্দর্শন পাইব না, এরূপ

আশঙ্কা আমার মিথ্যা। কালনদীর বেগে বাহিত হইয়া কেহ কদাচিৎ নদী পার হইয়া যান ॥ ১৬ ॥

৮০৬পৃ, ১২পং। [কোন ভাগ্যে কারো সংসার...রতি উপজয় ॥]

এইস্থলে ভাগ্যশব্দের অর্থ কি? কেবল ঘটনামাত্র না আর কিছু? ভক্তিশাস্ত্রে সুকৃতিকে ভাগ্য বলেন। সুকৃতি তিন প্রকার; অর্থাৎ ভক্ত্যুন্মুখীসুকৃতি, ভোগোন্মুখীসুকৃতি ও মোক্ষোন্মুখীসুকৃতি। যে সমস্ত কার্য্য সংসারে ভক্তিজনক বলিয়া স্থির আছে সেই সকল ভক্তিউন্মুখীসুকৃতিকে উৎপন্ন করে। যে সকল কার্য্যের ফল বিষয়ভোগ সেই সকল কার্য্য বিষয়োন্মুখী সুকৃতি। যে সকল কার্য্যের ফল মোক্ষ সেই সকল কার্য্যই মোক্ষোন্মুখী সুকৃতিজনক। সংসার ক্ষয়পূর্ব্বক কৃষ্ণভক্তি উদ্বোধিনী সুকৃতি যখন পুষ্ট হইয়া ফলোন্মুখ হয় তখনই ভক্ত সাধুসঙ্গে সংসার হইতে উদ্ধার হয় এবং কৃষ্ণে রতি উৎপন্ন হয়।

৮০৬পৃ, ৪পং। ভবাপবর্গোভ্রমতো যদাভবেদিতি। মধ্য, ২২শ, ১৭শ্লো।

হে অচ্যুত, ভব এবং অপবর্গ ভ্রমণ করিতে করিতে যখন জীবের সৎসঙ্গ হইয়া পড়ে তখনই সদ্গতি ও পরাবরেশ্বর স্বরূপ তোমাতে রতি জন্মে ॥ ১৭ ॥

৮০৬পৃ, ৮।৯পং। [কৃষ্ণ যদি কৃপা করে...শিক্ষায় আপনে ॥]

পূর্ব্বোক্ত, ভক্ত্যুন্মুখীসুকৃতিশালী ব্যক্তির নিকট যদিও কোন মহাত্মাপুরুষ উপস্থিত না হন তথাপি কৃষ্ণ অন্তর্যামী গুরুরূপে তাঁহাকে শুদ্ধভক্তি শিক্ষা দেন।

৮০৬পৃ, ১১পং। নৈবোপয়ন্ত্যপচিতিমিতি ॥ ১৮শ্লো ॥ অনুবাদ ১২৬০পৃ।

৮০৬পৃ, ১৮পং। যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌজাতশ্রদ্ধঃ ইতি ॥ মধ্য, ২২শ, ১৯শ্লো।

যদৃচ্ছাক্রমে আমার কথাতে যে পুরুষ শ্রদ্ধাবান হয়, যে পুরুষ

অত্যন্ত নির্ব্বিণ্ণ না হইলেও, অতিশয় আসক্তিরহিত হইলেই তাঁহার পক্ষে ভক্তিযোগ ভক্তিসিদ্ধি দিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

৮০৬পৃ, ২৩পং। রহূগণৈতত্তপসা ন যাতীতি ॥ মধ্য, ২২শ, ২০শ্লো।

হে রহূগণ, ভগবদ্ভক্তি তপস্যাদ্বারা, বৈদিক অর্চ্চনাদি দ্বারা, গার্হস্থ দ্বারা, বেদপাঠ দ্বারা, জলাগ্নিসূর্য্যদ্বারা মহাজনের পদরজে অভিষেক বিনা লব্ধ হয় না ॥ ২০ ॥

৮০৭পৃ, ২পং। নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাংঘ্রিমিতি ॥ মধ্য, ২২শ, ২১শ্লো।

মানিবাদগৈঃ মতি তাবৎ অনর্থনাশক কৃষ্ণপাদপদ্মস্পর্শ করিতে পারে না, যাবৎ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তদিগের পদধূলী দ্বারা অভিষিক্ত না হয় ॥ ২১ ॥

৮০৭পৃ, ৭পং। তুলয়ামলবেনাপি ন স্বর্গমিতি ॥ মধ্য, ২২শ, ২২শ্লো।

ভগবৎসঙ্গী সঙ্গদ্বারা জীবের যে অসীম মঙ্গল হয় তাহার সহিত স্বর্গ বা মোক্ষের কিছুমাত্র তুলনা করা যাইতে পারে না॥২২॥

৮০৭পৃ, ১২পং। সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণ্বিতি ॥ মধ্য, ২২শ, ২৩।২৪শ্লো ॥

তুমি আমার নিতান্ত আত্মীয়, অতএব তোমাকে তোমার হিতের জন্য সর্ব্বগুহ্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ দিতেছি। তুমি মন্মনা, মদ্ভক্ত ও মদ্‌যাজী হও। আমার শরণাগত হও, তাহা হইলে আমাকে নিশ্চয় পাইবে। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, সেইজন্যই আমার এই প্রতিজ্ঞাবাক্য তোমাকে বলিলাম ॥ ২৪ ॥

৮০৭পৃ,২২পং। তাবৎ কর্ম্মাণীতি। মধ্য, ২২শ, ২৫শ্লো। অনুবাদ ১৪৬১পৃ।

৮০৮পৃ, ১২পং। [শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস…সর্ব্বকর্ম্মকৃত হয় ॥]

কৃষ্ণে ভক্তি করিলে সকল কর্ম্মই কৃত হয়, এই সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসকে ভক্ত্যধিকারদায়িনী শ্রদ্ধা বলে।

৮০৮পৃ, ৪পং। যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেনেতি ॥ মধ্য, ২২শ, ২৬শ্লো।

যেরূপ, তরুরমূলে জলসেচন করিলে সেই তরুর স্কন্ধ ভুজ

উপশাখা সকলই তৃপ্তিলাভ করে, প্রাণের তৃপ্তি যেরূপ সর্ব্বে-ন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ পূজা করিলে সমস্ত দেবতাদিগের পূজা হইয়া যায় ॥ ২৬ ॥

৮০৮পৃ, ৬-১৫পং। [শ্রদ্ধাবানজন...করিয়াছে লক্ষণ ॥]

পূর্ব্বোক্তমত শ্রদ্ধা যাঁহার হৃদয়ে হইয়াছে তিনিই ভক্তির অধিকারী। সেই শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণ উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠভেদে ত্রিবিধ। যিনি শাস্ত্র ও যুক্তিশ্রবণ করতঃ দৃঢ়শ্রদ্ধ হইয়াছেন তিনি উত্তমাধিকারী। যিনি শাস্ত্রযুক্তি জানেন না অথচ দৃঢ়শ্রদ্ধা-বান্ তিনি মধ্যম অধিকারী। তাঁহার শ্রদ্ধা দৃঢ় হয় নাই তিনি কনিষ্ঠাধিকারী এই ত্রিবিধ বিভাগ দ্বারা ভক্তলোকের বিভাগ হইল, এরূপ নয়, কেবল শুদ্ধভক্তির অধিকারী ব্যক্তির বিভাগ হইল। কনিষ্ঠশ্রদ্ধ কেবল কৃষ্ণ ভক্তিভাল এইটুকু বিশ্বাস করেন, কিন্তু শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি কি এবং ভক্তির তটস্থ লক্ষণ দ্বারা সিদ্ধ যে প্রক্রিয়া তাহা কি, তাহা জানে না। এই জন্য কোমলশ্রদ্ধ-দিগের হৃদয়ে জ্ঞানকর্ম্মের মিশ্রভাগ পাওয়া যায়। সেইটুকু তিরোহিত হইলেই মধ্যমাধিকারী হন। আবার সেই মধ্যমাধি-কারগত শ্রদ্ধাশাস্ত্রযুক্তিদ্বারা যখন দৃঢ়ীকৃত হয় তখন তিনি উত্ত-মাধিকারী হইবেন।

ইহার পূর্ব্বে ভক্তির অধিকার নির্ণীত হইল, এখন ভক্তদিগের বিভাগ করিতেছেন। রতি ও প্রেমের তারতম্যে ভক্ত, ভক্ততর ও ভক্ততম এইরূপ ত্রিবিধ।

৮০৮পৃ, ১৭পং। সর্ব্বভূতেষিতি ॥ মধ্য, ২২শ, ২৭শ্লো ॥ অনুবাদ ১৪৪৯পৃ।

৮০৮পৃ, ২০পং। ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষিতি ॥ মধ্য, ২২শ, ২৮শ্লো।

যে ভক্ত ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, মূঢ়লোকে কৃপা এবং দ্বেষী লোকের প্রতি উপেক্ষা করেন তিনি মধ্যম ভক্ত ॥২৮॥

৮০৯পৃ, ২পং। অর্চ্চায়ামেবহরয়ে যঃ পূজামিতি ॥ মধ্য, ২২শ, ২৯শ্লো।

লৌকিক ও পারিবারিক প্রথাক্রমে পরম্পরাগত শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চামূর্ত্তিতে হরিকে পূজা করেন, অথচ শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা অবগত না হওয়ায় হরিভক্ত জনে পূজা করেন না, তিনি প্রাকৃতভক্ত অর্থাৎ ভক্তিপর্ব্ব আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র। তাঁহাকে ভক্তপ্রায় ও বৈষ্ণবাভাস এইসকলশব্দে উক্তকরা যায়।

৮০৮পৃ, ১৭পং, ৮০৯পৃ, ৩পং। সর্ব্বেভূতেষু প্রভৃতি শ্লোকত্রয় ॥ ২৭-২৯ ॥

তাৎপর্য্য এই যে যখন ক্রমে তাঁহার ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ভক্তের প্রতি মৈত্রী মূঢ়জনের প্রতি কৃপা এবং ভগবদ্‌বিদ্বেষী ও ভগবদ্‌ভক্তবিদ্বেষীকে উপেক্ষা করিতে সহমান, তখন তিনি শুদ্ধভক্তরূপে মধ্যমভক্তের মধ্যে পরিগণিত হন। পরে ভজন করিতে করিতে যখন তাঁহার সর্ব্বভূতে স্বীয়সম্বন্ধে ভগবদ্ভাব এবং আত্মস্বরূপ ভগবৎপদার্থে সমস্ত ভূতের বর্ত্তমানতা দৃষ্টি পড়ে তখন তাঁহার ঈশ্বর, তদধীন ব্যক্তি এবং বিদ্বেষীর প্রতি ভেদভাব থাকে না। সেই অবস্থায় তিনি ভাগবতোত্তম হন।

৮০৯পৃ, ৭পং। যস্যাস্তীতি ॥ ২২শ, ৩০শ্লো। অনুবাদ ১৩৪৫পৃ।

৮০৯পৃ, ১১পং। কৃপালু হইতে মৌনী (১৩পং প্রভৃতি) পর্য্যন্ত গুণগণ বৈষ্ণবের লক্ষণ বিশেষ।

৮০৯পৃ, ২০পং। তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ ইতি। মধ্য, ২২শ, ৩১শ্লো।

তিতীক্ষাযুক্ত, কারুণিক সর্ব্বজীবের সুহৃদ, অজাতশত্রু, শান্ত, সাধুভূষণ, সাধু সকল ॥ ৩১ ॥

৮১০পৃ, ২পং। মহৎসেবাং দ্বারমাহুরিতি ॥ মধ্য, ২২শ, ৩২শ্লো।

বিমুক্তির দ্বারস্বরূপ মহৎসেবা, যোষিৎদিগের প্রতি যাহাদের আসক্তি তাহাদিগের সঙ্গতমদ্বার। যাহারা সাধু তাহারা মহদ্ব্যবসায়ী, সমচিত্ত প্রশান্ত অক্রোধী এবং সর্ব্বসুহৃদ্‌।

৮১০পৃ, ৬পং। ভবাপর্গাবিতি। ২২শ, ৩৩শ্লো। অনুবাদ ১৫৬৭ পৃষ্ঠায়।

৮১০পৃ, ৯পং। অত আত্যন্তিকং ক্ষেমমিতি॥ মধ্য, ২২শ, ৩৪শ্লো।

হে নিষ্পাপসকল, আপনাদের নিকট হইতে জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলের বিষয় আমি জিজ্ঞাসা করিব। এই সংসারে ক্ষণার্দ্ধপরিমাণ সাধুসঙ্গই জীবদিগের পক্ষে অমূল্যরত্ন॥ ৩৪॥

৮১০পৃ, ১১পং। [কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তিঁহ পুনঃ মুখ্য অঙ্গ।]

সাধুসঙ্গ যদিও প্রথমেই কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল কৃষ্ণপ্রেম জন্মিলেও সেই সাধুসঙ্গ আবার প্রেমের মুখ্য অঙ্গমধ্যে পরিগণিত।

৮১০পৃ, ১৩পং। সতামিতি॥ মধ্য, ২২শ, ৩৫শ্লো॥ অনুবাদ ১২৬৪ পৃষ্ঠায়।

৮১০পৃ, ১৫।১৬পং। [অসৎ সঙ্গ ত্যাগ…কৃষ্ণাভক্ত আর॥]

সাধুসঙ্গ যেরূপ অন্বয়রূপে বৈষ্ণব আচরণ, অসৎসঙ্গ ত্যাগ ও ব্যতিরেকরূপে বৈষ্ণব আচার। অসৎ দুইপ্রকার স্ত্রীসঙ্গী অর্থাৎ স্ত্রীলোকে আসক্ত একপ্রকার অসাধু ও কৃষ্ণেতে অভক্ত দ্বিতীয় প্রকার অসাধু। শুদ্ধভক্ত এই দুই প্রকার অসৎ সঙ্গত্যাগে বিশেষ যত্নবান থাকিবেন।

৮১০পৃ, ১৮পং। ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধঃ ইতি॥ মধ্য, ২২শ, ৩৬শ্লো।

অন্যপ্রসঙ্গে জীবের এরূপ মোহবন্ধ হয় না, যেরূপ স্ত্রীসঙ্গে এবং স্ত্রীসঙ্গীসঙ্গে হইয়া থাকে॥ ৩৬॥

৮১০পৃ, ১৮পং-৮১১পৃ, ৩পং॥ সত্যংশৌচমিতি॥ ৩৭-৩৮শ্লো।

সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি সমস্তই যাহার সঙ্গক্রমে ক্ষয় হইয়া যায় সেই যোষিৎ ক্রীড়া, মৃগ, শোচ্য, আত্মবিনষ্টকারী; অশান্ত, মূঢ়, অসাধুতে কখনই সঙ্গ করিবে না॥ ৩৭-৩৮॥

৮১১পৃ, ৫পং। বরং হুতবহজ্বালাপঞ্জরান্তরিতি। মধ্য, ২২শ, ৩৯শ্লো।

অগ্নি জ্বালা এবং আবদ্ধ হইয়া যে ক্লেশ হয় তাহা বরং সহ্য করা উচিত, তথাপি কৃষ্ণ চিন্তা বহির্ম্মুখ জনের কষ্টকর সঙ্গ কথনই করিবে না। তাৎপর্য্য এই যদি কেহ অগ্নিতে পুড়িয়া মরিতে হয়, এবং কারারুদ্ধ হইতে হয়, তাহাও স্বীকার করিবে তথাপি বহির্ম্মুখ লোকের সহিত সঙ্গ করিবে না॥ ৩৯ ॥

৮১১পৃ, ৮পং। মাত্রাক্ষীঃ ক্ষীণপুণ্যান্ কচিদপীতি। মধ্য, ২২শ, ৪০শ্লো।

ক্ষীণপুণ্য ভক্তি হীন মনুষ্যগণকে কথন দেখিও না ॥৪০॥

৮১১পৃ, ৯।১০পং। [এত সব ছাড়ি আর…কৃষ্ণৈকশরণ ॥]

এই দুই প্রকার অসাধু সঙ্গ, এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অকিঞ্চন ভাবে একমাত্র কৃষ্ণের শরণাপন্ন হও।

৮১১পৃ, ১২পং। সর্ব্বধর্ম্মান্ ইতি। ২২শ, ৪১শ্লো। অনুবাদ ১৪২৯ পৃষ্ঠায়।

৮১১পৃ, ১৭পং। কঃ পণ্ডিতস্বদপরং শরণমিতি। মধ্য, ২২শ, ৪২শ্লো।

প্রিয়, সত্যবাক্, সুহৃদ্ ও কৃতজ্ঞরূপ আপনাকে ছাড়িয়া কোন্ পণ্ডিত অপরের শরণাপন্ন হয়। ভজনশীল সুহৃদ্ ব্যক্তিগণকে সমস্ত কাম এবং আপনাকে পর্য্যন্ত আপনি দিয়া থাকেন, অথচ আপনার হ্রাস বৃদ্ধি নাই।

৮১২পৃ, ২পং। অহোবকীয়ং স্তনকালকূটমিতি, ২২শ, ৪৩শ্লো।

অহো এই বকাসুর ভগ্নি পূতনা যাঁহাকে বধ করিবার জন্য অসাধু বৃত্তি হইয়াও স্তনকালকূটপান করাইয়াছিল এবং তাহা করিয়াও মাতৃযোগ্য গতি লাভ করিয়াছিল। তদ্ব্যতীত আর কোন দয়ালুর শরণাপন্ন হইতে পারি ॥ ৪৩ ॥

৮১২পৃ, ৬।৭পং। [শরণাগত অকিঞ্চনের…আত্মসমর্পণ ॥]

অকিঞ্চন-ভক্ত ও শরণাগত-ভক্ত এ দুইর একই লক্ষণ। ইহার মধ্যে শরণাগতের আত্ম সমর্পণরূপ একটী লক্ষণ অধিক।

৮১২পৃ, ৯পং। আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ ইতি॥ মধ্য, ২২শ, ৪৪।৪৫শ্লো॥

শরণাগতির ছয়প্রকার লক্ষণ। (১) আনুকূল্যসঙ্কল্প অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তির যাহা অনুকূল হয় তাহাই আমি অবশ্য স্বীকার করিব, এই সঙ্কল্প। (২) প্রাতিকূল্যবিবর্জন, অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তির যাহা প্রতিকূল তাহা আমি অবশ্য বর্জ্জন করিব। (৩) তিনি রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাস, অর্থাৎ কৃষ্ণ ব্যতীত আমার কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই। অভেদ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা আমি মৃত্যু হইতে রক্ষিত হইতে পারি এরূপ নয়। কৃষ্ণ যখন কৃপা করিয়া আমাকে রক্ষা করিবেন এইরূপ বিশ্বাস। (৪) কৃষ্ণকে গোপ্তা বা পালয়িতা বলিয়া বরণ, সমস্ত কর্ম্ম করিয়া আমি তৎ তৎ অধিষ্ঠাতৃ দেবতাকর্ত্তৃক পালিত হইব এরূপ বিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কৃষ্ণই আমার একমাত্র পালনকর্ত্তা, দেব মনুষ্যের মধ্যে আর কেহই আমার পালনকর্ত্তা নাই এইরূপ স্থির বিশ্বাস। (৫) আত্মনিক্ষেপ, অর্থাৎ আমার ইচ্ছা স্বতন্ত্র নয়; কৃষ্ণ ইচ্ছায় পর-তন্ত্র এইরূপ বুদ্ধিতে কার্য্য করা। (৬) কার্পণ্য অর্থাৎ আপনাতে দীন বুদ্ধি॥ ৪৫॥

৮১২পৃ, ১৩পং। তবাস্মীতি বদন্ বাচা ইতি॥ মধ্য, ২২শ, ৪৬শ্লো।

শরণাগত ব্যক্তি ভগবল্লীলাস্থান শরীর দ্বারা আশ্রয়পূর্ব্বক, হে ভগবন্ আমি তোমার ইহা বলিয়া এবং মনে জানিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন॥ ৪৬॥

৮১২পৃ, ১৮পং। মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্ম ইতি॥ মধ্য, ২২শ, ৪৭শ্লো।

মরণশীল জীব সমস্তকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাকে আমার প্রতি নিবেদন করিয়া ক্রিয়া করিয়া থাকেন, তখন অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার সহিত চিৎস্বরূপ ভোগে কল্পিত হন॥ ৪৭॥

৮১৩পৃ, ২পং। কৃতি সাধ্যা ভবেৎসাধ্য ভাবা ইতি। মধ্য, ২২শ, ৪৮শ্লো।

সাধ্যভাবাভক্তি যখন কৃতিসাধ্যা হন, তখন তাহাকে সাধন ভক্তি বলি। ভক্তিই জীবের নিত্যসিদ্ধভাব, তাহাকে হৃদয়ে প্রাকট্য অবস্থায় আনার নাম সাধ্যতা॥৮॥ তাৎপর্য্য এই জীব চিৎকণ, চিৎসূর্য্য কৃষ্ণের আনন্দকণ স্বভাবতঃ জীবে আছে, মায়া বদ্ধ হইয়া তাহা লুপ্তপ্রায়। সেই নিত্যসিদ্ধ ভাবই হৃদয়ে প্রকটযোগ্য। ঐ অবস্থাতেই নিত্যসিদ্ধি বস্তুর সাধ্য অবস্থা হইল। সেই সাধ্য ভাবরূপ ভক্তি যখন বদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয় দ্বারা সাধিত হইতে থাকে, তখন তাহার নাম সাধন ভক্তি ॥ ৪৮ ॥

৮১৩পৃ, ৪-১১পং। [শ্রবণাদি ক্রিয়া তায়···সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥]

আনুকূল্য ভাবের সহিত শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ সেই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ। অন্যাভিলাষ ত্যাগ এবং জ্ঞান কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ ছেদন দ্বারা সেই স্বরূপ লক্ষণের কার্য্য হইতে প্রেমধনকে উৎপন্ন করে। কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ বস্তু, তাহা কখন সাধ্য নয়। শ্রবণাদি দ্বারা বিশোধিত চিত্তে তাহার উদয় মাত্র সম্ভব। অতএব শ্রবণাদি ক্রিয়াই প্রথমতঃ সাধন ভক্তি তাহা দুই প্রকার। বৈধী ও রাগানুরাগা। যাঁহাদের হৃদয়ে রাগোদয় হয় নাই তাঁহাদের শাস্ত্রের আজ্ঞায় যে ভজনপ্রবৃত্তি হয় তাহাই বৈধীভক্তি।

৮১৩পৃ, ১৩পং। তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবানিতি। মধ্য, ২২শ, ৪৯শ্লো।

হে ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান ঈশ্বর হরি অভয়েচ্ছু ব্যক্তিদিগের পক্ষে সর্ব্বদা শ্রোতব্য কীর্ত্তিতব্য ও স্মর্ত্তব্য ॥ ৪৯ ॥

৮১৩পৃ, ১৬পং। মুখবাহুরিতি। ২২শ, ৫০শ্লো। অনুবাদ ১৫৬৪ পৃষ্ঠায়।

৮১৩পৃ, ১৯পং। স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুরিতি। মধ্য, ২২শ, ৫১শ্লো।

বিষ্ণু সর্ব্বদা স্মর্ত্তব্য। কখনই বিস্মর্ত্তব্য নন। এই দুইটী

কথার অনুগত সমস্তবিধি নিষেধ। তাৎপর্য্য এই শাস্ত্রে যত প্রকার বিধি জন্মিয়াছে ও নিষেধ উক্ত হইয়াছে, সে সমস্তই উক্ত দুইটী কথাকে অবলম্বন করিয়া হইতেছে। যাহা অবলম্বন করিলে ভগবান স্মরণপথে আসেন তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া বিধি। যে কার্য্য দ্বারা ভগবানের বিস্মরণ হয় সেই কার্য্যই নিষেধ।

৮১৪পৃ, ১পং ৮১৫পৃ, ১০পং। [গুরুপাদাশ্রয় পাঁচের অল্প অঙ্গ ॥]

(১) গুরুপাদাশ্রয়, (২) দীক্ষা, মন্ত্রদীক্ষা [illegible] (৩) সদ্ধর্ম্ম শিক্ষা ও জিজ্ঞাসা। (৫) সাধুদিগের পথানুগমন, (৬) কৃষ্ণ-প্রীতির জন্য নিজের ভোগত্যাগ, (৭) কৃষ্ণতীর্থে বাস, (৮) যাহা পাইলে নির্ব্বাহ হয়, সেইরূপ প্রতিগ্রহ, (৯) একাদশী উপবাস, এবং (১০) ধাত্র্যশ্বত্থগোবিপ্র বৈষ্ণবের সম্মান, এই দশটী অঙ্গ ভজনের প্রারম্ভরূপ। (১১) সেবাপরাধ ও নামাপরাধ দূরে বর্জ্জন (১২) অবৈষ্ণব সঙ্গত্যাগ, (১৩) বহুশিষ্য না করা, (১৪) বহুগ্রন্থের কলা অর্থাৎ অংশ অভ্যাস এবং ব্যাখ্যাবাদত্যাগ, (১৫) হানিতে এবং লাভেতে সমবুদ্ধি, (১৬) শোকাদির বশ না হওয়া, (১৭) অন্যদেব বা শাস্ত্রের অবজ্ঞা না করা, (১৮) বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের নিন্দা না শুনা, (১৯) গ্রাম্যবার্ত্তা স্ত্রী পুরুষের গৃহবার্ত্তা না শুনা, (২০) প্রাণীমাত্রের মনের উদ্বেগ না জন্মান। এই শেষ দশটী নিষেধ লক্ষণ অঙ্গ ব্যতিরেক ভাবে অনুষ্ঠান করিবে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ব্যবহারে অকার্পণ্য আর মহারম্ভের অনুদ্যম এই দুইটী ঐ দশ অঙ্গের মধ্যে ধরিয়াছেন। এই গ্রন্থে গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে এই অঙ্গটী এই দশ অঙ্গ মধ্যে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ধৃত হয় নাই।

এই কুড়িটী অঙ্গ ভজনমন্দিরে প্রবেশ দ্বারস্বরূপ। গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা ও গুরুসেবা এই তিনটী প্রধান অঙ্গমধ্যে পরিগণিত।

। । । সজ্জনতোষণী ৪র্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

(১) শ্রবণ, (২) কীর্ত্তন, (৩) স্মরণ, (৪) পূজন, (৫) বন্দন, (৬) পরিচর্য্যা, (৭) দাস্য, (৮) সখ্য, (৯) আত্মনিবেদন, (১০) শ্রীবিগ্রহের অগ্রে নৃত্য, (১১) গীত, (১২) বিজ্ঞপ্তি, (১৩) দণ্ডবৎ প্রণাম, (১৪) অভ্যুত্থান অর্থাৎ ভগবান আসিতেছেন দেখিয়া দাঁড়ান, (১৫) অনুব্রজ্যা, ভগবান যাত্রা করিলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাওয়া, (১৬) তীর্থ এবং ভগবদ্‌গৃহে গমন, (১৭) পরিক্রমা, (১৮) স্তবপাঠ, (১৯) জপ, (২০) সংকীর্ত্তন, (২১) ধূপ ও মাল্যের গন্ধ-গ্রহণ, (২২) মহাপ্রসাদ সেবন, (২৩) আরাত্রিক মহোৎসব দর্শন, (২৪) শ্রীমূর্ত্তি দর্শন, (২৫) নিজ প্রিয়বস্তু ভগবানকে অর্পণ, (২৬) ধ্যান, (২৭) তদীয় অর্থাৎ তুলসী সেবন, (২৮) বৈষ্ণব সেবন, (২৯) মথুরাবাস, (৩০) ভাগবত আস্বাদ, (৩১) কৃষ্ণের জন্য অখিল চেষ্টা, (৩২) তাঁহার কৃপা, (৩৩) ভক্তগণের সহিত জন্মদিনাদির মহোৎসব, (৩৪) সর্ব্বপ্রকার শরণাপত্তি, (৩৫) কার্ত্তিকাদিব্রত এই পঁয়ত্রিশটী অঙ্গে আর চারিটী অঙ্গ যোগ করিতে হইবে অর্থাৎ (১) বৈষ্ণবচিহ্নধারণ, (২) হরিনামাক্ষর দেহে ধারণ, (৩) নির্ম্মাল্য-ধারণ ও (৪) চরণামৃত পান এই চারিটী অঙ্গ অর্চ্চনাদির অন্তর্গত বলিয়া কবিরাজগোস্বামী মনে করিয়া লইয়াছেন। এই চারিটী যোগে ৩৯ অঙ্গ হয়। তাহাতে আর (১) সাধুসঙ্গ, (২) নামকীর্ত্তন, (৩) ভাবগত শ্রবণ, (৪) মথুরাবাস, (৫) শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তিসেবা-রূপ পাঁচটী অঙ্গ পুনরায় যোগ করিতে হইবে। শ্রীরূপগোস্বামী লিখিয়া গিয়াছেন; "অঙ্গানাং পঞ্চকস্যাস্য পূর্ব্ববিলিখিতস্য চ। নিখিলশ্রেষ্ঠবোধায় পুনরপ্যত্র শংসনং।" এই পাঁচটী যোগ করিয়া (৪৪) অঙ্গ হয়। এই ৪৪ পূর্ব্বোক্ত ২০ সহিত যোগে ৬৪ হয়। এই ৬৪ অঙ্গ শরীর ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের পৃথক্ পৃথক্

উপাসনা, ইহার মধ্যে কতকগুলি একেবারে পৃথক্ আর কতক-গুলি মিশ্রভাবাপন্ন।

৮১৫পৃ, ১২পং। স্বজাতীয়াশয়েস্নিগ্ধে ইতি॥ মধ্য, ২২শ, ৫২শ্লো।॥

একজাতীয় বাসনাদ্বারা স্নিগ্ধ অথচ আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিবে। সেইরূপ রসিক সাধুগণের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদ করিবে॥ ৫২॥

৮১৫পৃ, ১৭পং। শ্রদ্ধাবিশেষতঃ প্রীতিঃ ইতি॥ মধ্য, ২২শ, ৫৩শ্লো।

শ্রদ্ধাবিশেষ হইতে শ্রীমূর্ত্তির পদ সেবায় প্রীতি, নামসঙ্কীর্ত্তন এবং মথুরামণ্ডলে অবস্থিতি॥ ৫৩॥

৮১৫পৃ, ১৮পং। দুরূহাদ্ভুত বীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা ইতি॥ মধ্য, ২২শ, ৫৪শ্লো।

শেষোক্ত দুরূহ অদ্ভুত বীর্য্যসম্পন্ন পাঁচটি অঙ্গে শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, স্বল্প সম্বন্ধ জন্মিলে নিরাপরাধী ব্যক্তির ভাবোৎপত্তির সহসা হেতু হয়॥ ৫৪॥

৮১৬পৃ, ২পং। শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদিতি॥ মধ্য, ২২শ, ৫৫শ্লো॥

রাজা পরীক্ষিত শ্রীবিষ্ণুর কথা শ্রবণে, শুকদেব তৎকীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ তৎস্মরণে, লক্ষ্মী তদংঘ্রিভজনে, পৃথুরাজ পূজনে, অক্রুর অভিবন্দনে, কপিপতি হনুমান দাস্যে, অর্জ্জুন সখ্যে এবং বলি সর্ব্বস্ব আত্মনিবেদনে শ্রেষ্ঠরূপে কৃষ্ণ প্রাপ্ত হন॥ ৫৫॥

৮১৬পৃ, ৮পং। স বৈমনঃ কৃষ্ণ পদারবিন্দয়ো ইতি॥ মধ্য, ২২শ, ৫৬শ্লো॥

অম্বরীষরাজা স্বীয় মন কৃষ্ণপাদপদ্মে, স্বীয় বাক্য বৈকুণ্ঠগুণানু-বর্ণনে, স্বীয় করদ্বয় হরিমন্দিরমার্জ্জনাদিতে ও কর্ণ কৃষ্ণ কথোদয়ে অর্পণ করিয়াছিলেন॥ ৫৬॥

৮১৬পৃং ১৩পং। মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে ইতি॥ মধ্য, ২২শ, ৫৭।৫৮শ্লো।

কৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে চক্ষুদ্বয়, কৃষ্ণদাসের 'গাত্রস্পর্শে অঙ্গ, কৃষ্ণের পাদপদ্ম' সৌরভে ঘ্রাণ এবং কৃষ্ণার্পিত তুলসী আস্বাদনে।

রসনা, পাদদ্বয় কৃষ্ণক্ষেত্র অনুগমনে, মস্তক হৃষিকেশের চরণে প্রণতিকার্য্যে, কাম কাম্যরহিত দাস্যে এরূপ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, যে তাহাতে কৃষ্ণভক্তগণের আশ্রয়যোগ্য রতি উদয় হয়।

৮১৭পৃ. ২পং। দেবর্ষি ভূতাপ্তনৃণামিতি ॥ মধ্য, ২২শ, ৫৯শ্লো।

যিনি পার্থিব কর্ত্তব্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বস্বরূপে শরণ্য মুকুন্দের শরণাপন্ন হইয়াছেন তিনি, হে রাজন্. দেবতা, ঋষি, অন্ত ভূত, আত্মীয়, মনুষ্য ও পিতৃগণের আর ঋণী থাকেন না ॥ ৫৯ ॥

তাৎপর্য্য এই যে মনুষ্য জন্মিবামাত্র ঐ সমস্ত ঋণে ঋণী হন, এবং শাস্ত্রমতে বহুবিধ কর্ত্তব্যানুষ্ঠান দ্বারা ঐ সকল ঋণ পরিশোধ করিয়া থাকেন। কিন্তু যিনি সমস্ত কাম পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণচরণে শরণাপন্ন হন, তাঁহার ঐ সমস্ত ঋণ উপযুক্ত অনুষ্ঠান না করিলেও পরিশোধিত হইয়া যায়।

৮১৭পৃ, ৪-৭পং। [বিধি ধর্ম্ম ছাড়ি ভজে···না করান প্রায়শ্চিত্ত]।

যিনি বৈদিকবিধিগত ধর্ম্মসকল পরিত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কিঞ্চন হইয়া ভজনা করেন তাঁহার স্বভাবতঃ কোন নিষিদ্ধপাপাচারে মতি হয় না, যদি কোন কারণেও পাপ উপস্থিত হয় অর্থাৎ কৃত হইয়া পড়ে কৃষ্ণ তাহাকে কোন প্রায়শ্চিত্ত না করাইয়া শুদ্ধ করিয়া লন ॥

৮১৭পৃ, ৯পং। স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্যেতি ॥ মধ্য, ২২শ, ৬০শ্লো।

অন্যভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় পাদমূল যিনি ভজন করেন, সেই প্রিয় ব্যক্তির যদি কখন বিকর্ম্ম (পাপ) কোন প্রকারে উৎপতিত হয়, পরমেশ্বর হরি তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট থাকিয়া সেই পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন ॥ ৬০ ॥

৮১৭পৃ, ১৫পং। তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্যেতি ॥ মধ্য, ২২শ, ৬১শ্লো।

আমার ভক্তিযুক্ত প্রিয়যোগী সকলের পক্ষে জ্ঞানচেষ্টা ও

বৈরাগ্যচেষ্টা প্রায়ই শ্রেয়স্কর হয় না। তাৎপর্য্য এই যে ভক্তি স্বতন্ত্রা জ্ঞানবৈরাগ্যযোগাদি তাঁহার ঈষৎ প্রথমে উপযোগী হইলেও অঙ্গমধ্যে পরিগণিত নয় ॥ ৬১ ॥

৮১৭পৃ, ১৯পং। এতে নহ্যদ্ভুতা ব্যাধ ইতি ॥ মধ্য, ২২শ, ৬২শ্লো ॥

হে ব্যাধ, তোমার যে অহিংসাদি গুণ হইয়াছে, তাহা অদ্ভুত নয় কেন না, যাহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হয় তাহারা অন্যের ক্লেশদ হয় না ॥ ৬২ ॥

৮১৮পৃ, ১২পং। [রাগাত্মিকা ভক্তিমুখ্যা...রাগানুগানামে] ॥

ব্রজবাসী ভক্তজনের যে রাগস্বরূপভক্তি তাহাই মুখ্য অর্থাৎ সেরূপ ভক্তি আর কুত্রাপি নাই। ব্রজবাসীর অনুগত হইয়া যে ভক্তি বর্ত্তমান থাকে তাহার নাম রাগানুগাভক্তি।

৮১৮পৃ, ৩পং। ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ ॥ মধ্য, ২২শ, ৬৩শ্লো।

ইষ্টবস্তুতে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতার নাম রাগ। কৃষ্ণভক্তি তন্ময়ী হইলে রাগাত্মিকা নামে উক্ত হন ॥ ৬৩ ॥

৮১৮পৃ, ১০পং। অনুগতি,—অনুগমন।

৮১৮পৃ, ১৩পং। বিরাজন্তী মভিব্যক্তমিতি ॥ মধ্য, ২২শ, ৬৪শ্লো ॥

ব্রজবাসীজনাদিতে অভিব্যক্তরূপ রাগাত্মিকাভক্তি বিরাজমানা। সেই ভক্তির অনুসৃত যে ভক্তি তাহাই রাগানুগা ॥ ৬৪ ॥

৮১৮পৃ, ১৬পং। তত্তদ্ভাবাদি মাধুর্য্যশ্রুতে ইতি ॥ মধ্য, ২২শ, ৬৫শ্লো।

ব্রজবাসীদিগের ভাবাদি মাধুর্য্য শ্রবণে বুদ্ধি যে লোভকে অপেক্ষা করে তাহাই রাগানুগাভক্তির অধিকার দেয়। শাস্ত্র বা যুক্তি সেই লোভের উৎপত্তি লক্ষণ নয়।

৮১৯পৃ, ২পং। সেবা সাধকরূপেণ ইতি ॥ মধ্য, ২২শ, ৬৬শ্লো।

রাগাত্মিকাভক্তিতে যাঁহাদের লোভ হয়, তাঁহারা ব্রজজনের

কার্য্যানুসারে সাধকরূপে বাহ্যে এবং সিদ্ধরূপে অভ্যন্তরে সেবা করিবেন ॥ ৬৫ ॥

৮১৯পৃ, ৪।৫পং। [নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ···অন্তর্মনা হঞা] ॥

ব্রজবাসীভক্তগণ কৃষ্ণের প্রেষ্ঠ ; তন্মধ্যে যিনি যে ব্রজভক্তের মাধুর্য্যে লোভপূর্ব্বক তদনুগমনে অভীষ্ট মনে করেন তাহার পশ্চাতে থাকিয়া অন্তর্মনারূপে নিরন্তর কৃষ্ণসেবা করেন ॥ ৬৬ ॥

৮১৯পৃ, ৭পং। কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্যপ্রেষ্ঠমিতি ॥ মধ্য, ২২শ, ৬৭শ্লো ॥

কৃষ্ণ এবং তদীয় নিজ নির্ব্বাচিত প্রেষ্ঠজনকে সর্ব্বদা স্মরণপূর্ব্বক সেই সেই কথায় রত হইয়া সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবেন, শরীরে ব্রজবাস করিতে অক্ষম হইলে, মনে মনে ব্রজবাস করিবেন ॥৬৭॥

৮১৯পৃ, ১২পং। ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ ইতি ॥ মধ্য, ২২শ, ৬৮শ্লো ॥

যাহাদিগের আমি প্রিয়, আত্মা, সুত, সখা, গুরু, সুহৃদ, দৈব ও ইষ্ট তাহারা সর্ব্বদা মৎপর। হে শান্তরূপা জননী আমার কালচক্র তাহাদিগকে কখন নাশ করে না ॥ ৬৮ ॥

৮১৯পৃ, ১৭পং। পতিপুত্রসুহৃদ্‌ভ্রাতৃ ইতি ॥ মধ্য, ২২শ, ৬৯শ্লো।

পতি, পুত্র, সুহৃদ, ভ্রাতা, পিতা, মিত্র এইরূপে হরিকে সদা উদ্‌যুক্ত হইয়া যে ধ্যান করে তাহাদিগকে বারবার নমস্কার ॥৬৯॥

৮১৯পৃ, ২১পং। প্রীত্যঙ্কুরে রতিভাব হয় দুই নাম ;—

প্রীতির অঙ্কুরের দুইটী নাম অর্থাৎ রতি ও ভাব।

ত্রয়োবিংশতি পরিচ্ছেদ।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদের কথাসার।

ভাবের লক্ষণ, প্রেমের এবং প্রেম প্রাদুর্ভাবের লক্ষণ এবং উদ্দিত ভাব ব্যক্তিদিগের ব্যবহার লক্ষণ বর্ণন করিয়া প্রেম যে

ক্রমে মহাভাব হয় তাহা এবং পঞ্চপ্রকার রতির ব্যাখ্যায় সেই সেই রসের ব্যাখ্যা, রসের স্থিতি বর্ণন, শৃঙ্গার রসের সর্ব্বোৎকর্ষ, তাহার স্বকীয় পারকীয় ভেদে বিবিধত্ব স্থাপন করিয়াছেন। কৃষ্ণের ৬৪ গুণের ব্যাখ্যা রাধিকার ২৫ গুণের ব্যাখ্যা এবং কৃষ্ণভক্তিরসের অধিকারীর স্বরূপ ও অষ্টাঙ্গ লক্ষণ বর্ণন করিলেন। সনাতনকে ভাগবতের গূঢ় সিদ্ধান্ত, হরিবংশ লিখিত গোলোকের নিত্যলীলা, কেশাবতারের বিরুদ্ধব্যাখ্যা ও শুদ্ধব্যাখ্যা এই সমস্ত শিক্ষা দিয়া সনাতনের মস্তকে হস্তার্পণপূর্ব্বক তাঁহাকে শক্তিসঞ্চার করিলেন।

৮২০পৃ, ১২পং। চিরাদদত্তং নিজগুপ্তবিত্তমিতি॥ মধ্য, ২৩শ, ১শ্লো।

স্বীয় প্রেমনামামৃতরূপ গুপ্তবিত্ত যাহা ইহার পূর্ব্বে কাহাকেও দেওয়া হয় নাই, তাহাই অত্যুদার স্বভাব যে গৌরকৃষ্ণ আপামর ব্যক্তিদিগকে বিতরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আমি প্রপন্ন হই॥ ১॥

৮২১পৃ, ৪পং। শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা ইতি॥ মধ্য, ২৩শ, ২শ্লো।

প্রেমসূর্য্যের কিরণস্থানীয় বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ রুচিদ্বারা চিত্তকে যে তত্ত্ব মসৃণ করে তাহাকেই ভাব বলে॥ ২॥

৮২১পৃ, ৬পং। এই দুই ভাবের স্বরূপতটস্থ লক্ষণ, শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ এইটী ভাবের স্বরূপ লক্ষণ। রুচির দ্বারা চিত্তকে মসৃণ করে এইটী ভাবের তটস্থ লক্ষণ।

৮২১পৃ, ৯পং। সম্যক্ মসৃণিত স্বান্তো ইতি॥ মধ্য, ২৩শ, ৩শ্লো॥

যখন সেই ভাব চিত্তকে সম্যক মসৃণ করিয়া অত্যন্ত মমতা দ্বারা পরিচিত হয় এবং স্বয়ং গাঢ়স্বরূপ হয় তখন তাহাকে পণ্ডিতসকল প্রেম বলিয়া উক্তি করেন॥ ৩॥

৮২১পৃ, ১২পং। অনন্য মমতা বিষ্ণৌ মমতা ইতি॥ মধ্য, ২৩শ, ৪শ্লো।

বিষ্ণুতে অনন্যমমতা, অর্থাৎ বিষ্ণুই একমমতার পাত্র আর কেহই নাই এরূপ প্রেমসঙ্গত মমতাকে ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, নারদ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ ভক্তি বলিয়া উক্তি করেন॥ ৪॥

৮২১পৃ, ১৪প,—৮২২পৃ, ২পং। [কোন ভাগ্যে···সর্ব্বানন্দধাম॥]

কোন ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিবলে কোন জীবের যদি অনন্যভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে তাহা হইলে সেই জীব শুদ্ধভক্তরূপ সাধুর সঙ্গ করেন। সেই সাধুসঙ্গ হইতে শ্রবণকীর্ত্তন হয়। শ্রবণ কীর্ত্তন যে পরিমাণে হইতে থাকে সাধনভক্তিতে সেই পরিমাণে সকল অনর্থনিবৃত্তি হইতে থাকে। শ্রদ্ধোদয়কালে শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা স্থূলস্থূল অনর্থনিবৃত্তি হইতে হইতে শ্রদ্ধাই অনন্যভক্তির প্রতি নিষ্ঠারূপে উদয় হয়। আবার যত অনর্থনিবৃত্তি হইতে থাকে নিষ্ঠা ক্রমে রুচি হইয়া পড়ে। সেইরূপ রুচি হইতে পরে আসক্তি হয়, আসক্তি নির্ম্মল হইলে কৃষ্ণপ্রীতির অঙ্কুরস্বরূপ ভাব বা রতি হয়। সেই রতি গাঢ় হইলে প্রেম নাম হয়। এই প্রেমই সর্ব্বানন্দধামস্বরূপ প্রয়োজন তত্ত্ব।

৮২২পৃ, ৪পং। আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ ইতি॥ মধ্য, ২৩শ, ৫।৬ শ্লো॥

প্রথমে শ্রদ্ধা, তাহা হইতে সাধুসঙ্গ, তাহা হইতে ভজনক্রিয়া, তাহা হইতে অনর্থনিবৃত্তি, পরে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ক্রমশঃ ভাব, অবশেষে প্রেম উদয় হয়। সাধকদিগের প্রেমোদয়ের এই ক্রম জানিবে॥ ৫-৬॥

৮২২পৃ, ৯পং। সতাং প্রসঙ্গাদিতি॥ ২৩শ, ৭শ্লো। অনুবাদ ১২৬৪ পৃষ্ঠাব।

৮২২পৃ, ১৬পং। ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বমিতি॥ মধ্য, ২৩শ, ৮।৯শ্লো।

ক্ষান্তি অর্থাৎ ক্ষমা, অব্যর্থকালত্ব অর্থাৎ কাল বৃথা না যায়

এরূপ যত্ন, বিরক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধব্যতীত অন্য বস্তুতে বৈরাগ্য, মানশূন্যতা হঠাৎ মানের হেতু থাকিতেও মানহীন হওয়া, আশা-বন্ধ সমুৎকণ্ঠা, কৃষ্ণনামগানে রুচি, কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি, কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি এই প্রকার অনুভাব সকল ভাবাঙ্কুর জন্মিলে মনুষ্যের স্বভাবে লক্ষিত হয় ॥ ৮-৯ ॥

৮২৩পৃ, ২পং। তং মোপযাতং প্রতিযন্তিতি ॥ মধ্য, ২৩শ, ১০শ্লো।

আপনারা বিপ্রগণ এবং গঙ্গা দেবী আমাকে শরণাগত এবং কৃষ্ণে ধৃতবিত্ত বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ প্রেরিত কুহকই হউক বা তক্ষকই হউক আমাকে যথেচ্ছা দংশন করুন, কৃষ্ণকথা গান হইতে থাকুক ॥ ১০ ॥

৮২৩পৃ, ৮পং। বাগ্‌ভিঃ স্তুবন্তো মনসা স্মরন্তঃ ইতি ॥ মধ্য, ২৩শ, ১১শ্লো।

ভক্তসকল নেত্রে জলধারার সহিত বাক্যের দ্বারা স্তব, মনের দ্বারা স্মরণ, শরীরের দ্বারা নমস্কার করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারেন না। এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা তাঁহারা সমস্ত আয়ু হরিতে সমর্পণ করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

৮২৩পৃ, ১২পং। যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ ইতি ॥ মধ্য, ২৩শ, ১২শ্লো।

ভরতরাজা উত্তমশ্লোক কৃষ্ণকে পাইবার লালসায় হৃদয়গ্রাহী পত্নী, পুত্র সুহৃদ্ রাজ্য যুবাকালেই মলবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহাই জাতভাব পুরুষের বিরক্তির লক্ষণ ॥ ১২ ॥

৮২৩পৃ, ১৬পং। হরৌরতিং বহন্নেষা ইতি ॥ মধ্য, ২৩শ, ১৩শ্লো।

হরিতে রতিযুক্ত হইয়া এই রাজশিরোমণি অরিপুরে ভিক্ষাটনে চণ্ডালকেও বন্দন করিতেছেন ॥ ১৩ ॥

৮২৩পৃ, ২০পং। ন প্রেমা শ্রবণাদিভক্তি ইতি ॥ মধ্য, ২৩শ, ১৪শ্লো।

আমার প্রেম, শ্রবণাদি ভক্তি, বৈষ্ণবযোগ, জ্ঞান বা শুভ-

কর্ম্ম অথবা সজ্জাতি কিছুই নাই। হে গোপীজনবল্লভ, অকিঞ্চনের অর্থসাধকরূপ তোমাতে একপ্রকার অচ্ছেদ্যমূল যে শুদ্ধ আশা আমার হৃদয়ে আছে, তাহা আমাকে ব্যথিত করিতেছে।

৮২৪পৃ, ৩পং। ত্বচ্ছৈশবমিতি ॥ ২৩শ, ১৫শ্লো। ॥ অনুবাদ ১৩৯৩ পৃষ্ঠায়।

৮২৪পৃ, ৯পং। রোদনবিন্দু মকরন্দ ইতি ॥ মধ্য, ২৩শ, ১৬শ্লো।

হে গোবিন্দ, এই স্বল্পবয়স্কা রাধিকা অদ্য তাঁহার নয়নকমলে লোতকবিন্দুর সহিত মধুরকণ্ঠে তোমার নামাবলী গান করিতেছেন ॥ ১৬ ॥

৮২৪পৃ,১৩পং। মধুরমিতি ॥ মধ্য, ২৩শ, ১৭শ্লো। অনুবাদ ১৫৫৯ পৃষ্ঠায় ॥

৮২৪পৃ, ১৭পং। কদাহং যমুনাতীরে নামানীতি ॥ মধ্য, ২৩শ, ১৮শ্লো।

হে পুণ্ডরীকাখ্য! আমি কবে তোমার নামকীর্ত্তন করিতে করিতে উদ্বাষ্প হইয়া যমুনাতীরে নৃত্য করিতে থাকিব ॥ ১৮ ॥

৮২৫পৃ, ২পং। ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যেতি। মধ্য, ২৩শ, ১৯শ্লো।

যে ধন্যব্যক্তির চিত্তে নবপ্রেম উদিত হয়, তাহার ক্রিয়ামুদ্রাসকল অর্থাৎ চিহ্নসকল শাস্ত্রজ্ঞপুরুষদিগেরও সুদুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে ॥ ১৯ ॥

৮২৫পৃ,৫পং। এবং ব্রতঃ ইতি ॥ মধ্য,২৩শ,২০শ্লো। অনুবাদ ১৩৩৩ পৃষ্ঠায় ॥

৮২৫পৃ, ৭পং। প্রেমাক্রমে প্রভৃতি। ৭২৮-৭২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৮২৬পৃ, ৫পং। উদ্ভাস্বর, আঙ্গিক অনুভাববিশেষ, পঞ্চপ্রকার বেশভূষার শৈথিল্য, গাত্রমোচন, জৃম্ভা, ঘ্রাণের ফুল্লত্ব, নিশ্বাস প্রশ্বাস।

৮২৭পৃ, ২পং। চিত্রজল্প ১০প্রকার। প্রজল্প, পরিজল্প, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প, প্রতিজল্প ও সুজল্প।

৮২৭পৃ, ৪পং। ভ্রমরগীতা,—শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে আছে।

৮২৭পৃ, ১১।১২পং। [রাধিকাদি পূর্ব্বরাগ…মহিষীগণে ॥]

রাধিকাদি গোপীগণে চতুর্ব্বিধ বিপ্রলম্ভের মধ্যে পূর্ব্ব রাগ, প্রবাস ও মান এই তিনটী প্রসিদ্ধ। দ্বারকায় মহিষীগণে প্রেমবৈচিত্র্য প্রসিদ্ধ।

৮২৭পৃ, ১৪পং। কুররি বিলপসি ত্বমিতি ॥ মধ্য, ২৩শ, ২১শ্লো। ॥

হে কুররি তোমার নিদ্রা না থাকায় তুমি শুইতেছ না। তুমি বিলাপ করিতেছ। দেখ রাত্রে গুপ্তবেশে ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রা যাইতেছেন। হে সখি, তুমি কি আমাদের ন্যায় পদ্মনয়ন শ্রীকৃষ্ণের হাস ও উদারলীলা দর্শনে নিবদ্ধচিত্ত হইয়া এরূপ করিতেছ ॥ ২১ ॥

৮২৭পৃ, ২১পং। নায়কানাং শিরোরত্নমিতি ॥ মধ্য, ২৩শ, ২২শ্লো।

কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, নায়কগণের শিরোরত্ন সেই কৃষ্ণে মহাগুণ সকল নিত্যরূপে বিরাজমান ॥ ২২ ॥

৮২৮পৃ, ২পং। দেবী ইতি ॥ মধ্য, ২৩শ, ২৩শ্লো ॥ অনুবাদ ১৩০১ পৃষ্ঠায়।

৮২৮পৃ, ৭পং। অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ ইতি ॥ মধ্য, ২৩শ, ২৪-৩০শ্লো ॥

এই কৃষ্ণরূপ নায়ক (১) সুরম্যাঙ্গ, (২) সর্ব্বসল্লক্ষণযুক্ত, (৩) সুন্দর, (৪) মহাতেজা, (৫) বলবান, (৬) কিশোরবয়সযুক্ত, (৭) বিবিধ অদ্ভুত ভাষাজ্ঞ, (৮) সত্যবাক্, (৯) প্রিয়বাক্যযুক্ত, (১০) বাকপটু, (১১) সুপণ্ডিত, (১২) বুদ্ধিমান, (১৩) প্রতিভাযুক্ত, (১৪) বিদগ্ধ, (১৫) চতুর, (১৬) দক্ষ, (১৭) কৃতজ্ঞ (১৮) সুদৃঢ়ব্রত, (১৯) দেশকাল পাত্রজ্ঞ, (২০) শাস্ত্রদৃষ্টি যুক্ত, (২১) শুচি, (২২) বশী, (২৩) স্থির, (২৪) দমনশীল, (২৫) ক্ষমাশীল, (২৬) গম্ভীর, (২৭) ধৃতিমান, (২৮) সমসৌম্যচরিত, (২৯) বদান্য, (৩০) ধার্ম্মিক, (৩১) শূর, (৩২) করুণ, (৩৩) মানদ, (৩৪) দক্ষিণ, (৩৫)

বিনয়ী, (৩৬) লজ্জাযুত, (৩৭) শরণাগতপালক, (৩৮) সুখী, (৩৯) ভক্তবন্ধু, (৪০) প্রেমবশ্য, (৪১) সর্ব্বসুখকারী, (৪২) প্রতাপী, (৪৩) কীর্ত্তিমান, (৪৪) লোকানুরক্ত, (৪৫) সাধুদিগের সমাশ্রয়, (৪৬) নারীমনহারী, (৪৭) সর্ব্বারাধ্য, (৪৮) সমৃদ্ধিমান্, (৪৯) শ্রেষ্ঠ, ও (৫০) ঐশ্বর্য্যযুক্ত, এই পঞ্চাশটী গুণযুক্ত।

৮২৮পৃ, ২২পং। জীবেষেতে বসন্তোপি ইতি॥ মধ্য, ২৩শ, ৩১শ্লো।

এই পঞ্চাশটী গুণ বিন্দু বিন্দুরূপে সর্ব্বজীবে আছে কিন্তু পরিপূর্ণ সমুদ্ররূপে কৃষ্ণে বর্ত্তমান॥ ৩১॥

৮২৯পৃ, ২পং। অথ পঞ্চগুণা যেস্যুরিতি॥ মধ্য, ২৩শ, ৩২-৩৩শ্লো।

এই পঞ্চাশের উপর আর পাঁচটী মহাগুণ কৃষ্ণে পূর্ণরূপে আছে এবং অংশে শিবাদিদেবতায় বর্ত্তমান॥ (১) সর্ব্বদা স্বরূপ সম্প্রাপ্ত, (২) সর্ব্বজ্ঞ, (৩) নিত্যনূতন, (৪) সচ্চিদানন্দ, ঘনীভূত স্বরূপ, (৫) অখিলসিদ্ধিবশকারী অতএব সর্ব্বসিদ্ধি নিষেবিত।

৮২৯পৃ, ৬পং। অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ ইতি। মধ্য, ২৩শ, ৩৪।৩৫শ্লো।

পরব্যোমনাথ নারায়ণাদিতে আর পাঁচটীগুণ বর্ত্তমান আছে তাহা কৃষ্ণেও পরিপূর্ণ ভাবে থাকে কিন্তু শিবাদি দেবতা কিম্বা জীবে সে গুণ নাই। (১) অবিচিন্তমহাশক্তিত্ব, (২) কোটীব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহত্ব, (৩) সকল অবতার বীজত্ব, (৪) হতশত্রুসুগতি দায়কত্ব, (৫) আত্মারামগণের আকর্ষকত্ব এই পাঁচটী গুণে নারায়ণাদি থাকিলে কৃষ্ণে অদ্ভুতরূপে বর্ত্তমান॥ ৩৪-৩৫॥

৮২৯পৃ, ১০পং। সর্ব্বাদ্ভুত চমৎকারলীলা ইতি॥ মধ্য, ২৩শ, ৩৬-৩৮শ্লো।

এই ষাট্‌গুণের অতিরিক্ত আর চারিটী গুণ কৃষ্ণে প্রকাশিত আছে, তাহা নারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই। (১) সর্ব্বলোকের চমৎকারিণী লীলার কল্লোলসমুদ্র; (২) শৃঙ্গাররসের অতুল্য প্রেম

দ্বারা শোভাবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠমণ্ডল, (৩) ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষী মুরলী গীত গান, (৪) যাঁহার সমান ও শ্রেষ্ঠ নাই এবংবিধ রূপসৌন্দর্য্য যাহা চরাচরকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছে ॥ ৩৬ ৩৭ ॥ এইপ্রকার প্রেমময়ী লীলা অত্যুৎকৃষ্ট প্রিয়াসঙ্গরূপ মাধুর্য্য ও বেণু মাধুর্য্য এই চারিটী শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ গুণ, চারিপ্রকার ভেদে অর্থাৎ সাধারণ জীব, গিরিশাদি দেবতা, নারায়ণাদি পরমেশ্বরে স্বরূপ এবং সাক্ষাৎ গোবিন্দভেদে ৬৪ গণনায় উদাহৃত হইয়াছে ॥৩৭ ৩৮॥

৮২৯পৃ, ২০পং। অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ ইতি ॥ মধ্য, ২৩শ, ৩৯ ৪৩ শ্লো। ।

এখন বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকার প্রধান প্রধান গুণসকল কীর্ত্তিত হইতেছে। (১) মধুরা, (২) নবীনবয়সযুক্তা, (৩) চঞ্চল-নেত্রা, (৪) উজ্জ্বল হাস্যযুক্তা, (৫) সুন্দর সৌভাগ্য রেখাযুক্তা, (৬) সৌগন্ধে কৃষ্ণোন্মাদিনী, (৭) শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত সারজ্ঞা, (৮) রমণীয় বাক্‌বিশিষ্টা, (৯) নর্ম্মগুণে পণ্ডিতা, (১০) বিনীতা, (১১) করুণা-পূর্ণা, (১২) চতুরা, (১৩) পাটবান্বিতা, (১৪) লজ্জাশীলা, (১৫) সুমর্য্যাদা, (১৬) ধৈর্য্যযুক্তা, (১৭) গাম্ভীর্য্যময়ী, (১৮) সুবিলাস-যুক্তা, (১৯) পরমোৎকর্ষে মহাভাবময়ী, (২০) গোকুল প্রেমের বসতি, (২১) জগৎশ্রেণীর মধ্যে উদ্দীপ্ত যশযুক্তা, (২২) গুরুলোকে অর্পিত গুরু স্নেহবতী, (২৩) সখীদিগের প্রণয়বশযুক্তা, (২৪) কৃষ্ণপ্রিয়া রমণীদিগের মুখ্যা, (২৫) সর্ব্বদা কেশবগীতপরায়ণা।

৮৩০পৃ, ১২পং। ভক্তিনির্ধূতদোষাণামিতি ॥ মধ্য, ২৩শ, ৪৪-৪৭ শ্লো।।

ভক্তিদ্বারা নির্ধূতদোষ, প্রসন্ন উজ্জ্বল চিত্ত, শ্রীভাগবতে অনুরক্ত, রসিকগণের সঙ্গে রঙ্গযুক্ত, গোবিন্দচরণ ভক্তি সুখশ্রী যাঁহাদের জীবন স্বরূপ, প্রেমের অন্তরঙ্গভূত কৃত্য সকলের অনুষ্ঠানকারী ভক্তদিগের হৃদয়ে পুরাতন ও আধুনিক সংস্কার

দ্বারা উজ্জ্বল আনন্দরূপা রতি রসতা লাভ করিয়া বিরাজমানা হন। কৃষ্ণাদির বিভাবাদি দ্বারা অনুভব পথে প্রৌঢ়ানন্দচমৎকার-রূপ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন ॥ ৪৪-৪৭ ॥

৮৩১পৃ, ২পং। সর্ব্বথৈব দুরূহোঽয়মিতি ॥ মধ্য ২৩শ, ৪৮শ্লো ॥

অভক্তগণের পক্ষে এই ভগবদ্রস সর্ব্বপ্রকারে দুরূহ। কৃষ্ণ-পাদপদ্ম যাঁহাদের সর্ব্বস্ব, ভক্তিরস তাহাদেরই লভ্য ॥৪৮॥

৮৩১পৃ, ১১পং। ভক্তিস্মৃতিশাস্ত্র,—হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ।

৮৩১পৃ, ১২-১৩পং॥ [যুক্ত বৈরাগ্য স্থিতি...জ্ঞান সব নিষেধিল ॥]

জগৎকে কৃষ্ণ সম্বন্ধে ব্যবহার করিলে যুক্তবৈরাগ্য হয়। জগৎকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া সন্ন্যাস করিলে শুষ্কবৈরাগ্য হয়।

৮৩১পৃ, ১৫পং। অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানামিতি ॥ মধ্য, ২৩শ, ৪৯।৫০ শ্লো।

সর্ব্বভূতের অদ্বেষ্টা, মৈত্র, করুণ, মমতারহিত, অহঙ্কারশূন্য, সুখদুঃখেসমবুদ্ধি, ক্ষমাশীল, সতত সন্তুষ্ট, যতাত্মা, দৃঢ়নিশ্চয় যোগী মদর্পিত মনবুদ্ধি এরূপ যে ভক্ত তিনি আমার প্রিয় ॥৫০॥

৮৩১পৃ, ১৯পং। যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো ইতি ॥ মধ্য, ২৩শ, ৫১-৫২ শ্লো।

যাহা হইতে লোক উদ্বেগ না পায়, যিনি লোককে উদ্বেগ দেন না, হর্ষ, ক্রোধভয়রূপ উদ্বেগ হইতে মুক্ত যে ভক্ত সেই আমার প্রিয় ॥ ৫১ ॥

অপেক্ষাশূন্য, পবিত্র, পটু, উদাসীন, ব্যথ্যারহিত, সর্ব্বারম্ভ ত্যাগী যে ভক্ত তিনি আমার প্রিয় ॥ ৫২ ॥

৮৩২পৃ, ১পং। যো ন হৃষ্যতি ন ইতি ॥ মধ্য, ২৩শ, ৫৩ ৫৫ শ্লো।

যিনি হর্ষ, দ্বেষ, শোক ও আকাঙ্ক্ষারহিত, শুভাশুভ ফল ত্যাগী, এরূপ ভক্তিমান আমার প্রিয় ॥৫৩॥ শত্রুমিত্রে ও মানাপ-মানে সমবুদ্ধি, শীতোষ্ণ ও সুখদুঃখে সমবুদ্ধি আসক্তিরহিত নিন্দা

ও স্তুতিতে তুল্যবুদ্ধি, মৌনী, যাহা তাহাতে সন্তুষ্ট, গৃহরহিত, স্থিরমতি ভক্তিমান্ আমার প্রিয় ॥ ৫৪-৫৫ ॥

৮৩২পৃ, ৭পং। যেতু ধর্ম্মামৃতমিদমিতি ॥ মধ্য, ২৩শ, ৫৬ শ্লো।

যাঁহারা এই ধর্ম্মামৃত শ্রদ্দধান হইয়া উপাসনা করেন এবং মৎপর হইয়া ভক্তহন তাঁহারা আমার অতিশয় প্রিয় ॥ ৫৬ ॥

৮৩২পৃ, ১০পং ॥ চীরাণি কিং পথি ন সন্তি ইতি ॥ মধ্য, ২৩শ, ৫৭শ্লো।

অহো, পথে কি জীর্ণ কাপড় পড়িয়া থাকে না, বৃক্ষ সকল কি ভিক্ষাদান করে না, নদী ইত্যাদি কি সব শুষ্ক হইয়াছে? গুহা সকল কি রুদ্ধ হইয়াছে? ঈশ্বর কি উপসন্ন ব্যক্তিদিগকে পালন করেন না? যদি এ সকল হয় তবে পণ্ডিতসকল ধন দুর্মদান্ধ ব্যক্তিদিগকে কেন ভজন করেন? ॥ ৫৭ ॥

৮৩২পৃ, ১৯পং। কেশ অবতার আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান,—

কাককৃষ্ণকেশরূপ কৃষ্ণাবতার এই যে বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান তাহাকে ধিক্কার করিয়া ক ঈশ, কেশ অর্থাৎ ব্রহ্মার ঈশ্বর এই-রূপ শুদ্ধ ব্যাখ্যান শিক্ষা দিয়াছিলেন।

চতুর্ব্বিংশতি পরিচ্ছেদ।

চতুর্ব্বিংশতিপরিচ্ছেদের কথাসার।

সনাতনের প্রার্থনা মতে মহাপ্রভু আত্মারামাশ্চ মুনয় এই শ্লোকের ৬১ প্রকার অর্থ করিলেন। পৃথক্ পৃথক্ পদ ব্যাখ্যা করতঃ চ অপি শব্দদ্বয়ের এই অর্থ সংযোগে এই সকল অর্থ নিষ্পন্ন করিলেন। অবশেষে এই শ্লোকের অর্থে জ্ঞানী, কর্ম্মী, যোগী, সকলেই নিজ নিজ দোষ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে কৃষ্ণ,

ভজন করেন এই নিশ্চয়ার্থ স্থির করিয়া দিলেন। মধ্যে নারদ ব্যাধের একটী সম্বাদে সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য বলিলেন। নারদ পর্ব্বতমুনিকে আনিয়া ব্যাধের হরিভক্তি দেখাইলেন। সনাতনের স্তব শুনিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য ও মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেন, অবশেষে সনাতনের ইচ্ছামত মহাপ্রভু হরিভক্তিবিলাসের সূত্র-গুলি বলিয়া দিলেন।

৮৩৪পৃ, ২পং। আত্মারামেতি পদ্যার্কস্য ইতি। মধ্য, ২৪শ, ১শ্লো।

যিনি "আত্মারামেতি" পদ্যসূর্য্যের অর্থরূপ কিরণসকল প্রকাশ করিয়া জগতের তম হরণ করিয়াছিলেন, সেই দয়াচল চৈতন্য জগৎপালনকরুন ॥ ১ ॥

৮৩৪পৃ, ১১পং। আত্মারামেতি॥ ২৪শ, ২ শ্লো। অনুবাদ ১৪১৮ পৃষ্ঠায়।

৮৩৫ পৃ, ৮পং। আত্মা দেহ মনো ব্রহ্ম ইতি। মধ্য, ২৪শ, ৩শ্লো।

আত্মা শব্দে দেহ, মন, ব্রহ্ম, স্বভাব, ধৃতি, বুদ্ধি ও যত্ন ॥৩॥— বিশ্বপ্রকাশে।

৮৩৫পৃ, ২০পং। নি র্নিশ্চয়ে নিষ্ক্রমার্থে ইতি। মধ্য, ২৪শ, ৪শ্লো।

নি উপসর্গ নিশ্চয়ে, ক্রমার্থে, নির্ম্মাণে, নিষেধে। গ্রন্থ শব্দ ধনে, সন্দর্ভে. বর্ণ সংগ্রহণে ব্যবহৃত হয় ॥ ৪ ॥

৮৩৬ পৃ, ৪পং। [চরণচালনে কাঁপাইল ত্রিভুবন।]

উরুক্রম শব্দে উরু বড় বড়, ক্রম শব্দে পাদবিক্ষেপণ এবং কম্পাদি। ইহাতে উরুক্রম শব্দে বামনাকার বিষ্ণুকে বুঝাইল। কেননা বড় বড় চরণক্রম দ্বারা তিনি জগৎকে কাঁপাইয়াছিলেন।

৮৩৬পৃ, ৬পং। বিষ্ণোর্নু বীর্য্যগণনাম্মিতি। মধ্য, ২৪শ, ৫শ্লো।

পৃথিবীর রজসমূহ গণনা করিতে পারিলেও বিষ্ণুর বীর্য্যসকল কে গণনা করিতে পারে? যিনি বামনরূপে তাঁহার অস্খলিত

পদবেগে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির মূল হইতে ত্রিপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত কম্পিত করিয়া ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

৮৩৬পৃ, ১৫পং। ক্রমঃ শক্তৌ পারিপাট্যামিতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ৬শ্লো ॥

ক্রম শব্দে শক্তি পরিপাটী চালন ও কম্প ॥ ৬ ॥

৮৩৬পৃ, ১৯ পং। স্বরিতঞিতঃ কর্ত্তভিপ্রায়ে ইতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ৭ শ্লো।

উভয়পদী ধাতুর স্বরিত স্বর ও ঞ ইৎ হয়, ক্রিয়ার ফল যদি কর্ত্তার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আত্মনেপদ হয়। এস্থলে তাহা না হওয়ায় পরস্মৈ পদ প্রযোজ্য।

৮৩৭পৃ, ২পং। সিদ্ধি অণিমাদি অষ্টাদশ সিদ্ধি। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৮৩৭পৃ, ৬পং। প্রেমভক্তি, নয় প্রকার,—রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব।

৮৩৭পৃ, ২০পং। ত্বৎসাক্ষাদিতি ॥ ২৪শ, ৮শ্লো। অনুবাদ ১৩৩৪ পৃষ্ঠায়।

৮৩৮পৃ, ১৫পং। তস্যারবিন্দ ইতি ॥ ৯শ্লো। অনুবাদ ১৫১৪ পৃষ্ঠায়।

৮৩৮পৃ, ২১পং। পরিনিষ্ঠিতোপি নৈর্গুণ্য ইতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ১০শ্লো।

হে রাজর্ষে, নৈর্গুণ্যে পরিনিষ্ঠিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণলীলায় আকৃষ্ট হওত শুকদেব শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

৮৩৯পৃ, ৩পং। বীক্ষ্যালকাবৃতমুখমিতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ১১শ্লো।

হে কৃষ্ণ, তোমার অলকাবৃত মুখ, তোমার কুণ্ডলশ্রী গণ্ড স্থলাধর সুধা যুক্ত ঈষদ্ধাস্যের সহিত অবলোকন, অভয় দত্ত ভুজ-দণ্ডদ্বয়, এবং একমাত্র শ্রী দ্বারা শোভিত বক্ষ, দেখিয়া আমরা তোমার দাসী হইলাম ॥ ১১ ॥

৮৩৯পৃ, ৯পং। শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর ইতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ১২শ্লো।

হে ভুবনসুন্দর, তোমার গুণগণ শ্রবণকারী ব্যক্তিদিগের কর্ণ-

বিবরদ্বারা প্রবিষ্ট হইয়া অঙ্গতাপ নাশ করে। চক্ষুষ্মানব্যক্তি-দিগের তোমার রূপ দর্শনে অখিলার্থ লাভ হয়। সেই গুণসকল শ্রবণ করিয়া হে অচ্যুত আমার চিত্ত নির্লজ্জ হইয়া তোমাতে প্রবেশ করিতেছে ॥ ১২ ॥

৮৩৯পৃ, ১৫পং। কর্ম্মানুভাবো ইতি ॥ ২৪শ, ১৩শ্লো। অনুবাদ ১৪৪০পৃ।

৮৩৯পৃ, ১৯পং। কাস্ত্র্যঙ্গতে কলপদামৃত ইতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ১৪শ্লো।

হে কৃষ্ণ, তোমার কলপদামৃত বেণুগীত দ্বারা সম্মোহিত হইয়া কোন্ স্ত্রী ত্রিলোকীর মধ্যে আর্য্য চরিত হইতে বিচলিত না হয়? ত্রৈলোক্যের সৌভগস্বরূপ তোমার এই রূপ দেখিয়া গোসকল, পক্ষীসকল, দ্রুমসকল ও মৃগসকল পুলকধারণ করিয়া থাকে ॥১৪॥

৮৪০পৃ, ৬পং। ত্রৈলোক্য সৌভগমিদমিতি ॥ ১৫শ্লো। অনুবাদ পূর্ব্ব শ্লো।

৮৪০পৃ, ১১পং। চারিবিধ তাপ,—চারিবিধ পাতকের তাপ। (১) পাতক (২) উপপাতক (৩) মহাপাতক (৪) অতিপাতক।

৮৪০পৃ, ১৩পং। যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ ইতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ১৬শ্লো।

প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেরূপ সমস্ত কাষ্ঠকে পুড়াইয়া ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ মৎবিষয়া ভক্তি, হে উদ্ধব, সর্ব্ববিধ পাপকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া ফেলে ॥ ১৬ ॥

৮৪০পৃ, ১৫।১৬পং। [তবে করে ভক্তিবাধক কর্ম্ম ..প্রকাশ।]

কৃষ্ণভক্তি সমস্তপাপকে নাশ করিয়া ভক্তিবাধক কর্ম্মসকল নাশ করে। পরে পাপবীজঅবিদ্যাকে নাশ করিয়া শ্রবণকীর্ত্তনের ফল যে প্রেম তাহাকে উদয় করায়।

৮৪১পৃ, ৩পং। চান্বাচয়ে সমাহারে ইতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ১৭শ্লো।

অন্বাচয়ে অর্থাৎ অনুগম্যসমুহার্থে, সমাহারে, অন্যোন্যার্থে সমুচ্চয়ে যত্নান্তরে, পাদপুরণে ও অবধারণে অর্থাৎ নিশ্চয়ার্থে চ প্রয়োগ হয় ॥ ১৭ ॥

৮৪১পৃ, ৭পং। অপি সম্ভাবনা প্রশ্নশঙ্কা ইতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ১৮শ্লো।

অপি শব্দ সম্ভাবনা, প্রশ্ন, শঙ্কা, গর্হা, সমুচ্চয়ে, যুক্ত পদার্থে, কামচার ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয় ॥ ১৮ ॥

৮৪১পৃ, ১৪পং। বৃহত্বাদ্‌বৃংহণত্বাচ্চ ইতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ১৯শ্লো।

বৃহত্বপ্রযুক্ত, বৃংহণত্ব অর্থাৎ বৃদ্ধিকারকত্ব প্রযুক্ত সেই তত্ত্বকে পরমব্রহ্ম বলে। হে সর্ব্বাত্মন্ যোগীচিন্তাবিকারী যে তুমি তোমাকে প্রণাম ॥ ২০ ॥

৮৪১পৃ, ১৭পং। আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদিতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ২০শ্লো।

বিস্তৃতত্ব প্রযুক্ত ও পরিমাতৃত্ব প্রযুক্ত হরিই পরমাত্মা ॥ ২১ ॥

৮৪১পৃ, ২১পং। বদতীতি। মধ্য, ২৪শ, ২১শ্লো। অনুবাদ ১২৭১ পৃষ্ঠায়।

৮৪২পৃ, ৪পং। অহমেবেতি ॥ ২৪শ, ২২শ্লো। অনুবাদ ১২৬০ পৃষ্ঠায়।

ঐ পৃ, ৯পং। আততত্বাদিতি ॥ ২৩ শ্লো। অনুবাদ ১৫৯৩ পৃষ্ঠায়।

ঐ পৃ, ১৫পং। বদন্তীতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ২৪শ্লো। অনুবাদ ১২৭১ পৃষ্ঠায়।

৮৪৩পৃ, ৩পং। নায়মিতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ২৫শ্লো। অনুবাদ ১৪৪৭ পৃষ্ঠায়।

ঐ পৃ, ৭পং। যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামিতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ২৬শ্লো।

যাঁহারা পরস্পর কৃষ্ণকথা বর্ণনে অনুরাগ বৈক্লব্য বাষ্পকলা দ্বারা পুলকিত অঙ্গ, তাঁহারা দেবাদিদেব কৃষ্ণের অনুবৃত্তিক্রমে যম নিয়মাদি দূরে নিক্ষেপ করত আমাদের উপরিভাগে স্পৃহনীয়-শীল হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন। ২৬॥

৮৪৩পৃ,১৪পং। অকামঃ ইতি ॥ মধ্য,২৪শ, ২৭শ্লো। অনুবাদ ১৫৬৫পৃষ্ঠায়।

ঐ পৃ, ১৬ ১৭ পং। "[বুদ্ধিমানের অর্থ যদি···কৃষ্ণেরে ভজয় ॥]

শ্লোকে উদারধী অর্থাৎ বুদ্ধিমান যদি বিচারজ্ঞ হন, তাহা হইলে কামবাসনাসত্বেও কৃষ্ণের ভজন করিবেন।

৮৪৪পৃ, ২পং। চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মামিতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ২৮শ্লো।

হে অর্জ্জুন, আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চারিপ্রকার

লোক ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিবান্ হইলে সেই সেই কাম পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা করে ॥ ২৮ ॥

৮৪৪পৃ, ১১পং। সৎসঙ্গান্মুক্ত দুঃসঙ্গো ইতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ২৯শ্লো।

সৎসঙ্গক্রমে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক পণ্ডিত ব্যক্তি যাঁহার কীর্ত্ত্যমান, রুচিকর যশ একবার শুনিয়া কখন পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

৮৪৪পৃ, ১৬পং। ধর্ম্মঃ ইতি ॥ ২৪শ, ৩০শ্লো ॥ অনুবাদ ১২৬৫ পৃষ্ঠায়।

৮৪৫পৃ, ২পং। ইচ্ছার পিধান, ইচ্ছা আচ্ছাদন।

ঐ পৃ, ৪পং। সত্যমিতি ॥ মধ্য ২৪শ ৩১শ্লো। অনুবাদ ১৫৬৬ পৃষ্ঠায়।

ঐ পৃ, ১৩-২১পং। [জ্ঞানমার্গে উপাসক···নির্ম্মলভজন ॥]

জ্ঞানমার্গের উপাসক, কেবল ব্রহ্মোপাসক ও মোক্ষাকাংক্ষী ভেদে দ্বিবিধ। কৈবল্য বাসনায় ব্রহ্মোপাসনা করিলে কেবল ব্রহ্মোপাসক হয় তাহাদের তিন অবস্থা, সাধক অবস্থা ব্রহ্মময় অবস্থা, ব্রহ্মলয় অবস্থা। ভক্তি বিনা জ্ঞান মুক্তি দিতে পারে না। যে ব্যক্তি প্রাপ্ত ব্রহ্মময় সেই ভক্তি সাধন করিতে পারে। ভক্তি-সাধন উপস্থিত হইলে ভক্তির স্বভাব উপস্থিত হয়। সেই স্বভাব-ক্রমে ব্রহ্মকে আকর্ষণ করতঃ দিব্যদেহ দিয়া কৃষ্ণ ভজন করে। ভক্তের মনোনীত দেহ পাইলে কৃষ্ণের সকল্ গুণের স্মরণ হয়। আর সেই গুণাকৃষ্ট হইয়া নির্ম্মল ভজন করে।

৮৪৬পৃ, ২পং। মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহমিতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ৩২শ্লো।

মুক্তগণও লীলায় বিগ্রহ করিয়া ভগবানকে ভজন করে ॥ ৩২ ॥

৮৪৬পৃ, ৮পং। যস্যারবিন্দনয়নস্যেতি ॥ ৩৩শ্লো। অনুবাদ ১৫১৪ পৃষ্ঠায় ॥

ঐ পৃ, ১৫পং। হরেগুর্ণাক্ষিপ্তমতিরিতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ৩৪ শ্লো।

হরির গুণে আক্ষিপ্তমতি হইয়া বৈষ্ণব প্রিয় ভগবান শুকদেব এই মহদাখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

৮৪৬পৃ, ২২পং । অক্লেশাং কমলভুবঃ প্রবিশ্যেতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ৩৫শ্লো ।

নবযোগীন্দ্র ব্রহ্মার ক্লেশ শূন্য গোষ্ঠীতে প্রবেশপূর্ব্বক উপনিষদ্ শ্রবণ করতঃ শ্রুতিজ্ঞ ও পুলকধারী হইয়া ভক্ত সঙ্গমের জন্য যদুপুর রঙ্গ ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥

৮৪৭পৃ, ৮পং । মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ ইতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ৩৬শ্লো ।

মুমুক্ষুব্যক্তিগণ ঘোররূপ ভূতপতিদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অথচ তাহাদের প্রতি অসূয়া রহিত হইয়া নারায়ণ কলা সকল ভজনা করেন ॥ ৩৬ ॥

৮৪৭পৃ, ৯-১১ পং । [সেই সবের সাধু সঙ্গে···মুমুক্ষা ছাড়য় ॥]

চতুঃসন ও শুকদেবের ব্রহ্মময়তা, এবং নবযোগীশ্বরদিগের সাধকত্ব দেখাইয়া মুমুক্ষু জীবন্মুক্ত প্রাপ্তস্বরূপ এইরূপ মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী তিন প্রকার বিচার করতঃ প্রথমে মুমুক্ষুদিগের কথা কহিতেছেন, সেই মুমুক্ষুগণ সাধু সঙ্গে ভগবৎ গুণ স্ফূর্ত্তি হইতে মুমুক্ষা ছাড়িয়া কৃষ্ণ ভজন করে ॥

৮৪৭পৃ, ১৩পং । অহো মহাত্মন্ বহুদোষদুষ্টোপীতি ॥ মধ্য ২৪শ, ৩৭শ্লো ।

হে মহাত্মন এই ভবসংসারে বহুদোষ থাকিলেও সাধুসঙ্গরূপ একটী মহাগুণ আছে। সেই এক সুখাবহ গুণের দ্বারা অদ্য আমাদের মুক্তিবাঞ্ছা দুর্ব্বল হইয়া পড়িল ॥ ৩৭ ॥

৮৪৭পৃ, ২০পং । অস্মিন্ সুখঘনমূর্ত্তৌ ইতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ৩৮শ্লো ।

এই বৃষ্ণিপত্তন দ্বারকায় চিৎসুখঘন মূর্ত্তি কৃষ্ণ স্ফুরিত হইলে আমার সুখোদয় হইল হায়, আত্মারামতা অবলম্বনপূর্ব্বক আমার অনেক দিন বৃথা গিয়াছে ॥ ৩৮ ॥

৮৪৮পৃ, ৪পং । অপরাধে অধোমজে, শুষ্কজ্ঞানজনিত জীবন্মুক্তগণ অপরাধক্রমে অধঃপতন হইয়া মজে অর্থাৎ নষ্ট হয়।

৮৪৮পৃ, ৬পং । যেহন্তে ইতি ॥ মধ্য, ২৪অ, ৩৯শ্লো । অনুবাদ ১৫৬৪ পৃষ্ঠায় ।

ঐ পৃ, ৯পং । ব্রহ্মভূত ইতি ॥ ২৪শ, ৪০শ্লো । অনুবাদ ১৪২৯ পৃষ্ঠায় ।

ঐ পৃ, ১২পং । অদ্বৈতবীথী ইতি ॥ ৪১শ্লো । অনুবাদ ১৪৭০ পৃষ্ঠায় ।

ঐ পৃ, ১৭পং । নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ ইতি ॥ মধ্য, ২৪শ ৪২শ্লো ।

শক্তিগণের সহিত আত্মার অনুশয়নকে জীবের নিরোধ বলা যায়। অন্য প্রকাররূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিতির নাম মুক্তি ॥ ৪২ ॥

৮৪৮পৃ, ২২পং । ভয়মিতি । মধ্য, ২৪শ, ৪৩শ্লো । অনুবাদ ১৫৪২ পৃষ্ঠায় ।

৮৪৯পৃ, ৪পং । দৈবীহ্যেষ ইতি ॥ ৪৪শ্লো । অনুবাদ ১৫৪২ পৃষ্ঠায় ।

ঐ পৃ, ৮পং । শ্রেয়ঃ সৃতিমিতি । ৪৫শ্লো । অনুবাদ ১৫৬৩ পৃষ্ঠায় ।

ঐ পৃ, ১৩পং । যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ ইতি । ৪৬শ্লো । অনুবাদ ১৫৬৩ পৃষ্ঠায় ।

ঐ পৃ,১৬পং । মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ ইতি । ৪৭শ্লো । অনুবাদ ১৫৬৪ পৃষ্ঠায় ।

ঐ পৃ, ২০পং । মুক্তা ইতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ৪৮শ্লো । অনুবাদ ১৫৯৪ পৃষ্ঠায় ।

৮৪৯পৃ,২১পং । ছয় আত্মারাম,—সাধক, ব্রহ্মময় ও প্রাপ্তব্রহ্ম-লয় । মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত ও প্রাপ্তস্বরূপ ; এই ছয়প্রকার আত্মারাম ।

৮৪৯পৃ, ২৪পং ।　মুনয়ঃ সন্ত ইতি কৃষ্ণমননে আসক্তি ;—আত্মারাম সকল মুনি হইয়া কৃষ্ণমননে আসক্ত হন ।

৮৫০পৃ, ১০পং । স্বরূপাণামেকশেষ ইতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ৪৯ ।

স্বরূপদিগের একশেষ ও এক বিভক্তিতে যদি উক্ত হয়, তবে একস্বরূপ রাখিয়া অন্য সব স্বরূপের অপ্রেয়োগ হয় যথা,—রামাশ্চ রামাশ্চ, রামাশ্চ পরিবর্ত্তে একটী রামা প্রয়োগ হয় ॥ ৪৯ ॥

৮৫১পৃ, ২পং । কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে ইতি মধ্য,২৪শ ৫০শ্লো ।

কোন কোন যোগী স্বীয় দেহান্তরহৃদয় মধ্যে প্রাদেশমাত্র চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদাধারী পুরুষকে ধারণাদ্বারা স্মরণ করিয়া থাকেন, ইহাই সগর্ভ যোগীর লক্ষণ।

৮৫১পৃ, ৫পং। এবং হরৌ ভগবতি ইতি ॥ মধ্য, ২৪শ,৫১শ্লো।

এইরূপ ভগবান হরিতে লব্ধভাব হইয়া ভক্তিদ্বারা হৃদয়দ্রব ও পুলকাদি উৎপন্ন হয় এবং আনন্দক্রমে উৎকণ্ঠ বাষ্পকলার দ্বারায় মুহুর্মুহু পীড়িত হইয়া ধ্যানযুক্তচিত্ত বড়িশ (মাছধরা-কাটা) অল্প অল্প করিয়া বাহির করিয়া ফেলে ইহাঁই নিগর্ভ-যোগীর উদাহরণ।

৮৫১পৃ, ১২পং। আরুরুক্ষো র্মুনে র্যোগমিতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ৫২-৫৩শ্লো।

যোগে আরোহণ করিবার ইচ্ছা যাঁহার তিনি আরুরুক্ষু, সেই আরুরুক্ষু মুনির যমনিযম আসন ও প্রাণায়াম রূপ কর্ম্মই কারণ। যোগারূঢ় ব্যক্তির ধ্যানধারণাপ্রত্যাহাররূপ শমই কারণ। ইন্দ্রিয়ার্থ এবং কর্ম্মেতে যখন আসক্তি থাকে না, সকল সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক যোগী তখন সমাধিযুক্ত বা যোগারূঢ় হন।

৮৫২পৃ, ১পং। এই সব শান্ত যবে ভজে,—এই সব যোগী শান্তরসারূঢ় হইয়া ভজন করে।

৮৫২পৃ, ৬পং। উদরমুপাসতে য ইতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ৫৪শ্লো।

যে ঋষিগণ কর্ম্মযোগে উদর অর্থাৎ মণিপুরে উপাসনা করেন তাঁহারা কূর্পদৃশ অর্থাৎ স্থূলদৃষ্টি এবং আরুণী ঋষি প্রভৃতি হৃদয়া-কাশে যোগ পদ্ধতি উন্নত করেন। হে অনন্ত, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট শিরগুত সহস্রদল পদ্মস্বরূপ তোমার ধামে উঠিয়া আর কৃতান্তমুখে সংসারে পতিত হন না॥ ৫৪ ॥

৮৫২পৃ, ১৫পং। তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত ইতি। মধ্য, ২৪শ, ৫৫শ্লো।

যাহা সত্যলোক ব্রহ্মলোক প্রভৃতি উপরিধামে এবং সুতল অতল প্রভৃতি অধোদেশে ভ্রমণ করিলেও না পাওয়া যায় এরূপ দুলভ বস্তুর জন্য পণ্ডিতসকল যত্ন করিবেন। কেন না চতুর্দ্দশ

ভুবনের উপরি এবং অধোদেশে যে সুখ আছে, সে সমস্তই গভীর বেগযুক্ত কালের দ্বারাই দুঃখের ন্যায় অনায়াসে পাওয়া যায় ॥ ৫৪ ॥

৮৫২পৃ, ১৮পং। সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় ইতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ৫৬।

সদ্ধর্ম্মের অবরোধের জন্য যাহাদের নির্ব্বন্ধিনী মতি আছে, তাহাদের অতি শীঘ্রই অভীপ্সিত সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয় ॥ ৫৫ ॥

৮৫৩পৃ, ২পং। সাধনোঽঘৈরনাসঙ্গৈরিতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ৫৭।

ভক্তি দুইপ্রকারেসুদুর্লভা অর্থাৎ আসঙ্গ শূন্য সহস্র সহস্র সাধনেও শীঘ্র লভ্য হন না এবং কৃষ্ণও ভক্তি সহসা দেন না।

৮৫৩পৃ, ৫পং। তেষামিতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ৫৮শ্লো। অনুবাদ ১২৬০ পৃষ্ঠায়।

৮৫৩পৃ, ১২পং। প্রায়োবতাম্ব মুনয়ো ইতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ৫৯।

হে মাতঃ, এই বনে পক্ষীগণ প্রায় মুনিরূপে সুন্দর বৃক্ষডাল পালায় আরোহণপূর্ব্বক চক্ষুনিমীলিত করিয়া এবং অন্য শব্দশূন্য হইয়া কৃষ্ণ কৃপাপ্রাপ্ত ও তদুদিত কলবেণু গীত শ্রবণ করিয়া থাকেন ॥ ৫৯ ॥

৮৫৩পৃ, ১৭পং। এতেঽলিন স্তবযশো ইতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ৬০।

হে অনঘ, হে আদিপুরুষ, এই অলি সকল তোমার অখিল লোকপবিত্রকারী যশসমূহ গান করিতে করিতে মুনিস্বরূপ হইয়া গূঢ়রূপে আত্মদেবতারূপ তোমাকে বনে ভজন করিতেছে এবং কথনই তোমাকে পরিত্যাগ করে না ॥ ৬০ ॥

৮৫৩পৃ, ২২পং। সরসিসারসহংসবিহঙ্গা ইতি ॥ মধ্য, ২৪শ ৬১।

জলাশয়ে সারস হংস প্রভৃতি পক্ষীগণ চারুগীতদ্বারা হৃতচিত্ত হইয়া আগমনপূর্ব্বক যতচিত্ত, মুদিতনয়ন ধৃতমৌন ভাবে হরিকে উপাসনা করিতেছে ॥ ৬১ ॥

৮৫৪পৃ, ২পং। কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দপুক্কসা ইতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ৬২শ্লো।

কিরাত, হূন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, কঙ্ক, যবন ও খশাদি এবং আর যে সকল পাপযোনি আছে যাঁহারি আশ্রিত বৈষ্ণবদিগের আশ্রয়ে পরিশুদ্ধ হয়, সেই প্রভাবিশিষ্ট বিষ্ণুকে নমস্কার করি ॥ ৬২ ॥

৮৫৪পৃ, ৭পং। ধৃতি স্যাৎ পূর্ণতাজ্ঞানমিতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ৬৩শ্লো।

উত্তম লাভ দ্বারা দুঃখাভাব এবং পূর্ণতা জ্ঞানই ধৃতি। সেই ধৃতি, অপ্রাপ্ত ও অতীত অর্থ নষ্ট হইলে যে শোক হয় তাহাকে নিবারণ করে ॥ ৬৩ ॥

৮৫৪পৃ, ১২পং। মৎসেবয়া ইতি ॥ মধ্য ২৪শ, ৬৪শ্লো ॥ অনুবাদ ১৩১০পৃ।

৮৫৪পৃ, ১৫পং। হৃষীকেশে হৃষীকাণি যস্য ইতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ৬৫শ্লো।

এই জীব চঞ্চলে অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গুর সংসারে যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সকল হৃষীকেশ কৃষ্ণে স্থির হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই ধৈর্য্যলাভ করিয়াছে ॥ ৬৫ ॥

৮৫৫পৃ, ৪পং। অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ ইতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ৬৬শ্লো।

আমি সকলের প্রভবস্থান এবং আমা হইতে সকলই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এরূপ জানিয়া পণ্ডিতসকল ভক্তিযুক্ত হইয়া আমাকে ভজনা করেন ॥ ৬৬ ॥

৮৫৫পৃ, ৭পং। তে বৈ বিদন্ত্যাতিতরন্তি চ ইতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ৬৭শ্লো।

যদি অদ্ভুতক্রম পরায়ণ সম্বন্ধীয় শিক্ষা প্রাপ্ত অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত হয়, তাহা হইলে স্ত্রী, শূদ্র, হূন, শবর এবং অপর পাপজীব সকল আমাকে জানিয়া আমার মায়া হইতে উদ্ধার হয়। পক্ষ্যাদি তির্য্যকগণও উদ্ধার হয়, শ্রৌত ব্যক্তিদিগের কথা কি ? ৬৭ ॥

৮৫৫পৃ, ১৪পং। তেষামিতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ৬৮শ্লো। অনুবাদ ১২৬০ পৃষ্ঠায়।

৮৫৫পৃ, ২৬পং। ভাগবত নাম,—শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীকৃষ্ণনাম।

।। সঙ্গিনী ৪র্থ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা।

৮৫৫পৃ, ২১পং। দুরূহাদ্ভুত ইতি ॥ ৬৯শ্লো ॥ অনুবাদ ১৫৭১ পৃষ্ঠায়।

ঐ পৃ, ৪পং। আকামঃ ইতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ৭০শ্লো। অনুবাদ ১৫৬৫ পৃষ্ঠায়।

ঐ পৃ, ৯পং। আত্মারাম ইতি ॥ ৭১শ্লো ॥ অনুবাদ ১৪১৮ পৃষ্ঠায়।

ঐ পৃ, ১২পং। সত্যমিতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ৭২শ্লো। অনুবাদ ১৫৬৬ পৃষ্ঠায়।

৮৫৭পৃ, ৮পং। ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্তুদিতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ৭৩ শ্লো।

এই ব্রজভূমি অদ্য ধন্য হইল। তোমার পাদস্পর্শে তৃণ বিরুধসকল ধন্য হইল। তোমার অঙ্গুলীস্পর্শে দ্রুমলতা ধন্য হইল। তোমার সদয়াবলোকনে নদী-অদ্রি-খগ মৃগসকল ধন্য হইল। লক্ষ্মীর স্পৃহনীয় তোমার ভুজান্তর মধ্য হইয়া গোপী-সকল ধন্য হইয়াছেন ॥ ৭৩ ॥

৮৫৭পৃ, ১৩পং। গা গোপকৈরনুবনমিতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ৭৪শ্লো।

হে সখীগণ, গো-গোপদিগের সহিত বনে বনে গমনশীল গোবন্ধনরজ্জু ইত্যাদি ধারণ লক্ষণ কৃষ্ণ-বলদেবের উদার বেণুরব ও গীত দ্বারা দেহীদিগের সুখবৃদ্ধি, গমনশীল ব্যক্তিদিগের স্তম্ভ, তরুদিগের পুলক হয়, এইসকল অতি বিচিত্র ॥ ৭৪ ॥

৮৫৭পৃ, ১৮পং। বনলতা ইতি ॥ ২৪শ, ৭৫শ্লো। অনুবাদ ১৪৪৯ পৃষ্ঠায়।

ঐ পৃ, ২১পং। কিরাত ইতি ॥ ২৪শ, ৭৬শ্লো ॥ অনুবাদ ১৫৯৯ পৃষ্ঠায়।

৮৫৮পৃ, ১০পং। উদরমিতি ॥ ২৪শ, ৭৭শ্লো ॥ অনুবাদ ১৫৯৭ পৃষ্ঠায়।

ঐ পৃ, ১৭ পং। কর্ম্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে ইতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ৭৮শ্লো।

আশ্বাস রহিত এই কর্ম্মমার্গে ধুমদ্বারা ধূম্র স্বরূপভূত আমা-দিগকে আপনি গোবিন্দপাদপদ্মের আসব মধুপান করাইতেছেন।

৮৫৮পৃ, ২২পং। যৎপাদসেবাভিরুচি ইতি ॥ মধ্য, ২৪শ, ৭৯ শ্লো।

যাঁহার পাদসেবারুচি তপস্বীদিগের অশেষ জন্মলব্ধ বুদ্ধিমল সদানাশ করিয়া কৃষ্ণপাদাঙ্গুষ্ঠ বিনিঃসৃত গঙ্গানদীর ন্যায় প্রতিদিন পবিত্ররূপ বৃদ্ধি হইতেছে ॥ ৭৯ ॥

৮৫৯পৃ, ৬পং। স্থানাভিলাষীতি। ২৪শ, ৮০শ্লো। অনুবাদ ১৫৬৬ পৃষ্ঠায়।

৮৫৯পৃ, ৭৭পং। "বটো ভিক্ষামট গাঞ্চানয়,—"হে বটু, ভিক্ষায় চল, গরুও আন।" এই বাক্যে চ শব্দ অন্বাচয়ে অর্থ করে সেইরূপ আত্মারাম শ্লোকে অর্থ কর।

৮৬০পৃ, ১৭পং। ওত,—মধ্যগত হইয়া।

৮৬২পৃ, ১০পং। কদর্থনা দিয়া,—কষ্ট দিয়া।

৮৬৩পৃ, ২০পং। নারদের উপদেশ, নারদের উপদেশ মত।

৮৬৪পৃ, ৫পং। শুনহ পর্ব্বতে,—ওহে পর্ব্বত মুনি, শুন।

৮৬৪পৃ, ১৬পং। এতে ন হ্যদ্ভুতা ইতি॥ ৮১শ্লো। অনুবাদ ১৫৭৯ পৃষ্ঠায়।

৮৬৫পৃ, ৬পং। অহো ধন্যোসি দেবর্ষে ইতি॥ মধ্য, ২৪শ, ৮২শ্লো।

হে দেবর্ষি, তুমি ধন্য, তোমার কৃপায় নীচলুব্ধক অর্থাৎ ব্যাধও উৎপুলক হইয়া কৃষ্ণে রতি লাভ করিয়াছিল॥ ৮৬॥

৮৬৬পৃ, ৩-১১পং। [দুই বিধ ভক্ত হয়…এই চারি প্রকার॥]

পারিষদ অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ, জাতরতিসাধক ও অজাতরতিসাধক। বৈধ ও রাগমার্গভেদে এই চারি চারি প্রকার। নিত্যসিদ্ধ পারিষদগণ দাস, সখা, গুরু ও কান্তা ভেদে পুনরায় চারিপ্রকার। সাধনসিদ্ধ, উৎপন্নরতিসাধক, অজাত-রতিসাধক ইহাদের প্রত্যেকে ঐ চারি চারি প্রকার আছে।

৮৬৭পৃ, ৪পং। স্বরূপানামিতি॥ ২৪শ, ৮১শ্লো॥ অনুবাদ ১৫৯৬ পৃষ্ঠায়।

ঐ পৃ, ৯/১০পং। উক্তার্থানামিতি॥ মধ্য, ২৪শ, ৮৪-৮৫শ্লো।

অশ্বত্থবৃক্ষ, বটবৃক্ষ, কপিত্থবৃক্ষ, আম্রবৃক্ষ, বৃক্ষাঃ শব্দে উক্ত হয় অতএব এইস্থলে উক্তার্থদিগের অপ্রয়োজন॥ ৮৫॥

৮৬৭পৃ, ২২পং। উরুক্রম এব ভক্তিমেব ইতি॥ মধ্য, ২৪শ, ৮৬।

উরুক্রম, ভক্তি, অহৈতুকী এবং কুর্ব্বন্তি এই চারি শব্দে এব যোগ করিয়া আর একটী অর্থ করিব॥ ৮৬॥

৮৬৮পৃ, ৭পং। বিষ্ণুশক্তি ইতি॥ ৮৭শ্লো। অনুবাদ ১৩৩৭ পৃষ্ঠায়।

ঐ পৃ, ১০পং। ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাপুরুষ ইতি॥ মধ্য, ২৪শ, ৮৮শ্লো।

ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দে আত্মা, পুরুষ, প্রধান ও প্রকৃতি বুঝায়।

৮৬৯পৃ, ৮পং। অহং বেদ্মি শুকো বেত্তীতি॥ মধ্য, ২৪শ, ৮৯শ্লো।

মহাদেব কহিলেন, আমি জানি, শুক জানেন, ব্যাস জানেন বা না জানেন। ভক্তি দ্বারাই ভাগবত গ্রাহ্য হন, বুদ্ধি বা টীকা দ্বারা হন না॥ ৮৯॥

৮৬৯পৃ, ১১পং। ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ইতি॥ মধ্য, ২৪শ, ৯০শ্লো।

যোগেশ্বর ব্রহ্মণ্যধর্ম্মবর্ম্মস্বরূপ কৃষ্ণ স্বীয় কাষ্ঠা সংপ্রতি লাভ করায় ধর্ম্ম কাহার শরণাপন্ন হইয়াছেন বল॥ ৯০॥

৮৬৯পৃ, ১৪পং। কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ইতি॥ মধ্য, ২৪শ, ৯১শ্লো।

কৃষ্ণ স্বধামে গমন করিলে, ধর্ম্মজ্ঞানাদির সহিত নষ্টচক্ষু-কলিজনের সম্বন্ধে এই পুরাণার্ক এখন উদিত হইয়াছেন॥ ৯১॥

৮৭০পৃ, ১পং। নীচজাতি,—সনাতন কহিলেন, আমি ম্লেচ্ছ সংসর্গে পতিত ব্রাহ্মণজাতি।

৮৭২পৃ, ৮পং। গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণ-ইতি॥ মধ্য, ২৪শ, ৯২শ্লো।

গৌড়েন্দ্র হোসেনসাহা পাৎসাহার সভার বিভূষণমণিস্বরূপ রূপাগ্রজ সনাতন সমৃদ্ধ-রাজশ্রী পরিত্যাগপূর্ব্বক নবীনবৈরাগ্য লক্ষ্মী ধারণ করিয়াছিলেন। অন্তঃকরণে ভক্তিরসে পূর্ণরস, বাহ্যে অবধূতাকার, শৈবাল দ্বারা আচ্ছাদিত মহা সরোবরের ন্যায়। সেই সনাতন তাঁহার তত্ত্ববিদ্‌গণের প্রীতিপ্রদ।

৮৭২পৃ, ১২পং। তং সনাতনমুপাগতমিতি॥ মধ্য, ২৪শ, ৯৩শ্লো।

সেই চম্পক গৌর, সনাতন উপস্থিত হইলেন, দেখিবামাত্র অত্যন্ত দয়ার্দ্র হইয়া দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া, আলিঙ্গন করতঃ অনুকম্পা প্রকাশ করিলেন।

৮৭২পৃ, ১৫পং। কালেনেতি॥ মধ্য, ২৪শ, ৯৪শ্লো। অনুবাদ ১৫৭২ পৃষ্ঠায়।

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ।

পঞ্চবিংশতিপরিচ্ছেদের কথাসার।

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর দাস। তাঁহার যশ শুনিলে তাঁহার আনন্দ হয়। এক দিবস সন্ন্যাসীদিগকে ও মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া একত্রিত করতঃ সন্ন্যাসীদিগকে মহাপ্রভুর কৃপা পাত্র করিয়াছিলেন, তাহা, আদি ৭ম পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে। সেই দিবস হইতে বারাণসী গ্রামে প্রভুর মাহাত্ম্য প্রচারিত হইল। নগরবাসী অনেকেই প্রভুর অনুগত হইলেন। প্রকাশানন্দসরস্বতীর কোনশিষ্য প্রভুর অনুগত। স্বীয় মায়াবাদের নিন্দা ও মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শুদ্ধ ভক্তিবাদের মাহাত্ম্য বর্ণন করিলে, প্রকাশানন্দস্বামী নানা যুক্তি দ্বারা তাঁহার পক্ষসমর্থন করিলেন। মহাপ্রভু পঞ্চনদ স্নানের পর ভক্তবৃন্দসহ বিন্দুমাধবের মন্দিরে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে, সশিষ্যে প্রকাশানন্দ তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুর চরণ ধরিয়া পাড়িয়া আপনার পূর্ব্বকার্য্যের ধিক্কার এবং বেদান্ত সঙ্গত ভক্তিতত্ত্বের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে ব্রহ্মসম্প্রদায় সিদ্ধ অপূর্ব্ব ভক্তিবাদ শিখাইয়া শ্রীমদ্ভাগবত যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য তাহা দেখাইয়া দিলেন। চতুঃশ্লোকীয় ব্যাখ্যার সমস্ত তত্ত্ব বলিলেন। / সেই দিন হইতে সন্ন্যাসীগণ ভক্ত হইল। মহাপ্রভু সনাতনকে উপদেশ দিয়া এবং বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা করিয়া পুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন। তদনন্তর কবিরাজ গোস্বামী রূপ, সনাতন ও সুবুদ্ধিরায়ের কিছু কিছু ইতিহাস বর্ণন করিয়াছেন। ঝারিখণ্ড দিয়া মহাপ্রভু বলভদ্রের সহিত যাত্রা করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে উপস্থিত হইলেন। এই পরিচ্ছেদের শেষভাগে মধ্যলীলার

প্রত্যেক অধ্যায়ের বিষয়গুলি বলিয়া শ্রীকবিরাজগোস্বামী সর্ব্ব-জীবকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

৮৭৩পৃ, ৯পং। বৈষ্ণবীকৃত্য সন্ন্যাসী মুখান্ ইতি॥ মধ্য, ২৫শ, ১শ্লো।

সন্ন্যাসীপ্রভৃতি কাশীবাসীদিগকে বৈষ্ণব করিয়া এবং সনাতনকে উত্তমরূপে সংস্কারকরতঃ প্রভু নীলাদ্রি আগমনকরিলেন।

৮৭৪পৃ, ১পং। পূর্ব্বে লিখিয়াছি বিস্তারিয়া,—১২৮ পৃষ্ঠায়।

৮৭৬পৃ, ২পং। আচার্য্য,—শঙ্করাচার্য্য।

৮৭৬পৃ, ১২পং। শ্রেয়ঃ ইতি॥ মধ্য, ২৫শ, ২শ্লো। অনুবাদ ১৫৬৩ পৃষ্ঠায়।

ঐ পৃ, ১৭পং। যেঽন্যে ইতি॥ মধ্য, ২৫শ, ৩শ্লো। অনুবাদ ১০৬৪ পৃষ্ঠায়।

৮৭৭পৃ, ৬পং। নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ ইতি॥ মধ্য, ২৫শ, ৪শ্লো।

হে পরম, তোমার এই আনন্দমাত্র অবিকল্প এবং মায়াতীততেজ স্বরূপ যে স্বরূপ, এখন আমি দেখিতেছি, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠস্বরূপ আর নাই। হে আত্মন্, বিশ্বসৃজনকারী অথচ বিশ্ব হইতে পৃথক্ ভূতেন্দ্রিয় আত্মক এই যে রূপ তোমায় দেখিতেছি, ইহাকে উপাশ্রয় করিতেছি॥ ৪॥

৮৭৭পৃ, ১১পং। যদ্বাইদং ভুবনমঙ্গলমঙ্গলায় ইতি॥ মধ্য, ২৫, ৫শ্লো।

হে ভুবনমঙ্গল আমাদের মঙ্গলের জন্য আমাদের উপাসনায় যোগ্য এই স্বরূপ যাহা তুমি ধ্যানে দেখাইলে; সেই ভগবৎস্বরূপকে আমরা নমস্কার করি, এবং পরিচর্য্যাকরি। অসৎপ্রসঙ্গ দূষিত নরকভাক্ব্যক্তিগণ এই নিত্যমূর্ত্তির আদর করে না॥ ৫॥

৮৭৭পৃ, ১৬পং। অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীমিতি॥ মধ্য, ২৫শ, ৬শ্লো।

মনুষ্য আকারধারী আমাকে মূঢ়লোক অবজ্ঞা করে, অর্থাৎ আমার নিত্য চিন্ময়দেহকে মায়াশ্রিত বোধকরিয়া অবজ্ঞা করে। কেননা, তাহারা সর্ব্বভূতমহেশ্বরস্বরূপ কৃষ্ণমূর্ত্তির সর্ব্বোত্তম চিন্ময়স্বভাবকে জানে না॥ ৬॥

৮৭৭পৃ, ১৯পং। তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ ইতি॥ মধ্য, ২৫শ, ৭শ্লো।

আমার শ্রীমূর্ত্তিবিদ্বেষী ক্রূরনরাধমদিগকে এইসংসারে আসুরী-যোনি প্রভৃতি যোনিতে আমি মুহুর্মুহু ক্ষেপন করি॥ ৭॥

৮৭৮পৃ, ১০পং—৮৭৯পৃ, ১০পং॥ [শুনি প্রকাশানন্দ···সত্য মানি।]

অন্ত সন্ন্যাসীর ভক্তিসাপেক্ষ বচন শ্রবণ করতঃ প্রকাশানন্দ-সরস্বতী কহিতেছেন, শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ স্থাপনে আগ্রহাতিশয় প্রযুক্ত সূত্রের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা কৃত হইয়াছে। ভগবত্তা মানিলে, অদ্বৈতবাদ থাকে না। এই জন্য আচার্য্য ভগবত্তত্ত্ব-প্রতিপাদক অন্যসকলশাস্ত্র খণ্ডন করিয়াছেন। মতবাদের নিয়ম এই, নিজমত স্থাপনের জন্য শাস্ত্রের সহজ অর্থ পরিত্যাগ করা। দেখ জৈমিন্যাদি মীমাংসক বেদের মূলতাৎপর্য্য যে ভক্তি তাহা ত্যাগকরিয়া ঈশ্বরকে কর্ম্মের অঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছেন। কপিলাদি সাংখ্যগণ বেদার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রকৃতিকে জগৎ-কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গোতমকণাদাদি ন্যায় বৈশেষিক শাস্ত্রে পরমাণুকেই বিশ্বকারণ বলিয়াছেন। সেইরূপ অষ্টাবক্রাদি মায়াবাদী নির্বিশেষব্রহ্মকে জগতের কারণ দেখাইয়াছেন। পতঞ্জলি তাহার শাস্ত্রোক্ত কল্পনাময় ঈশ্বরকে স্বরূপ তত্ত্ব বলিয়া স্থাপনকরিয়াছেন। এই সকল মতবাদপরায়ণ আচার্য্যগণ, বেদসিদ্ধ স্বয়ং ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার খণ্ডভাবে একটী একটী মত স্থাপন করিয়াছেন। ষড়্দর্শনের ছয়মত উত্তমরূপে আলোচনাপূর্ব্বক তত্তন্মত খণ্ডন করিয়া ভগবৎ প্রতিপাদক বেদসূত্র সকল অবলম্বন পূর্ব্বক বেদান্তসূত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বেদান্তমতে ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ সাকার। নির্বিশেষবাদীগণ নির্গুণ বিশেষস্থলে ভগবানকে সগুণ বলিয়া

প্রতিপাদন করেন। মতবাদীদের মতে পরমকারণ ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। অতএব মহাজন যাহা বলেন তাহাই সত্য বলিয়া জানিতে হইবে।

৮৭৯পৃ ১৩পং। তর্কো ইতি ॥ মধ্য ২৫শ ৮শ্লো ॥ অনুবাদ ১৫১৫ পৃষ্ঠায়।

৮৮০পৃ ৭ ৮পং। হরি হরযে ইতি ॥ মধ্য ২৫শ ৯শ্লো ॥ অনুবাদ স্পষ্ট।

৮৮১পৃ ১০পং। জীবন্মুক্তা অপি পুনঃ ইতি ॥ মধ্য ২৫শ ১০শ্লো।

জীবন্মুক্তগণ যদি অচিন্ত্যমহাশক্তি ভগবানে অপরাধী হন তাহা হইলে তাঁহারা পুনরায় সংসার বাসনায় পতিত হন ॥ ১০ ॥

৮৮১পৃ ১৪পং। সবৈ ভগবতঃ ইতি ॥ মধ্য ২৫শ ১১শ্লো।

সেই সর্প শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শে বিগত অশুভ হইয়া সর্পশরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক বিদ্যাধরদিগের অর্চিত পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন।

৮৮১পৃ ২১পং। যস্থিতি ॥ মধ্য ২৫শ ১২শ্লো। অনুবাদ ১৫২১ পৃষ্ঠায়।

৮৮২পৃ ৬পং। মুক্তানামিতি। ২৫শ ১৩শ্লো। অনুবাদ ১৫২৯ পৃষ্ঠায়।

ঐ পৃ ৯পং। আয়ুঃ শ্রিয়মিতি ॥ ২৫শ ১৪শ্লো। অনুবাদ ১৫০৩ পৃষ্ঠায়।

ঐ পৃ ১২পং। নৈবামিতি ॥ মধ্য ২৫শ ১৫শ্লো ॥ অনুবাদ ১৩৬৮ পৃষ্ঠায়।

৮৮৩পৃ, ২পং। সংক্ষেপরূপে কহ,—প্রত্যেক সূত্রের মুখ্যার্থ আপনি যাহা কহিয়াছিলেন তাহা আমি শুনিয়াছি। সম্প্রতি আমি বেদান্তের মুখ্য তাৎপর্য্য সংক্ষেপরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি।

৮৮৩পৃ ৯ ১৬পং। [প্রণবের সেই অর্থ ভাষ্যস্বরূপ ॥]

প্রণবই সর্ব্ববেদের মহাবাক্য সেই প্রণবে যে অর্থ আছে, তাহাই গায়ত্রীতে আছে এবং সেই অর্থ শ্রীভাগবতের 'অহমেবাসমেবাগ্রে' এইশ্লোক হইতে ৪টী শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে, ভগবান হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে নারদ, নারদ হইতে ব্যাস এই সম্প্রদায়-ক্রমান্বয়ে বেদ সকল ও তাহার তাৎপর্য্য শ্রীভাগবতে আসিয়াছে। শ্রীভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য স্বরূপ।

৮৮৩পৃ, ৯।১০পং। ঋক্‌, বেদমন্ত্র। বিষয়বচন, উদ্দেশ্য। ভাগবতে সেই ঋক্‌ শ্লোকরূপে নির্ব্বন্ধ হইয়াছে।

৮৮৪পৃ ৪পং। আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বমিতি॥ মধ্য ২৫শ ১৬শ্লো।

যাহাকিছু এই জগতে দেখিতেছ সমস্তই এই বিশ্ব আত্মা কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত। হে জীবসকল, সেই আত্মাই তোমাদের নিয়ন্তাও পাতা, তাঁহার প্রসাদদত্ত দ্রব্যবলিয়া জগতের সমস্ত দ্রব্য ভোগ কর। অন্যের ধন হরণ করিও না। তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্রহ্মসূত্রের ঈশোপনিষদ্‌ মন্ত্র "ঈশাবাস্যমিদংবিশ্বং" বিষয় বচন আছে শ্রীমদ্ভাগবতে সেই ঋক্‌ আত্মাবাস্যমিদং বলিয়া শ্লোকনিবন্ধ হইয়াছে। এইরূপ সমস্ত সূত্রের ঋক্‌ বচন সকল ভাগবত শ্লোকে নিবন্ধিত আছে।

৮৮৪পৃ ১৩পং। জ্ঞানমিতি॥ মধ্য ২৫শ ১৭শ্লো॥ অনুবাদ ১২৬০ পৃষ্ঠায়।

৮৮৪পৃ, ১৬পং। জীব তুমি, হে ব্রহ্মা তুমি জীব। আমার কৃপা ব্যতীত পরম গুহ্যজ্ঞান জানিতে পারিবে না।

৮৮৫পৃ ২পং। যাবানহমিতি॥ ২৫শ ১৮শ্লো॥ অনুবাদ ১২৬০ পৃষ্ঠায়।

ঐ পৃ ১১পং। অহমেব ইতি॥ ২৫শ ১৯শ্লো। অনুবাদ ১২৬০ পৃষ্ঠায়।

৮৮৬পৃ ৪পং। ঋতেঽর্থং যদিতি॥ ২০শ্লো॥ অনুবাদ ১২৬১ পৃষ্ঠায়।

ঐ পৃ ৮-৯পং। [ধর্ম্মাদি বিষয়ে যৈছে…বিচারের পায়॥]

ধর্ম্মশাস্ত্রে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, গুরুর নিকট শিক্ষা করিবার জন্য যেরূপ চারিটী বিচারিত হইয়াছে, তত্ত্বশাস্ত্রেও জ্ঞান, বিজ্ঞান, তদঙ্গ ও তদ্রহস্য বিচার করিবার জন্য উপদেশ হইয়াছে, কিন্তু এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, ধর্ম্মাদি ৪টী বিষয় সামান্য সংসার নীতির অনুগত। এই তাত্ত্বিক চারিটী বিচার সেরূপ নয়। এই তাত্ত্বিক চারিটীর মধ্যে প্রাথমিক যে সাধন ভক্তি তাহাও ধর্ম্মাদি চারি তত্ত্বের উপর শ্রেষ্ঠ।

৮৮৬পৃ ১৩পং। এতাবদেব ইতি ॥ মধ্য ২৫শ ২১শ্লো ॥ অনুবাদ ১২৬২পৃ।

ঐ পৃ ২০পং। যথা মহান্তি ইতি ॥ ২৫শ ২২শ্লো ॥ অনুবাদ ১২৬২ পৃ।

৮৮৭পৃ ৪পং। বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য ইতি ॥ মধ্য ২৫শ ২৩শ্লো।

সর্ব্বপাপবিনাশক হরি অবশে অভিহিত হইলেও যাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ করেন না, প্রণয়রজ্জুদ্বারা যাঁহার হৃদয়ে তাঁহার পাদ-পদ্ম আবদ্ধ আছে তিনি ভাগবত প্রধান ॥ ২৩ ॥

৮৮৭পৃ ৭পং। সর্ব্বভূতেষ্বিতি ॥ মধ্য ২৫শ ২৪শ্লো। অনুবাদ ১৪৪৯ পৃষ্ঠায়।

ঐ পৃ ১০পং। গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতাঃ ইতি ॥ মধ্য ২৫শ ২৫শ্লো।

একত্র মিলিত গোপীগণ কৃষ্ণ গুণ উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় একবন হইতে অন্যবনে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং আকাশেরন্যায় বহি ও অন্তরস্থিত সেই পরমপুরুষ কৃষ্ণের বিষয়ে বনস্পতিদিগের নিকট জিজ্ঞাসাকরিতে লাগিলেন।

৮৮৭পৃ ১৫পং। বদন্তি তদিতি। মধ্য ২৫শ ২৬শ্লো ॥ অনুবাদ ১২৭১পৃষ্ঠায়।

ঐ পৃ ২০পং। ভক্ত্যা ইতি ॥ মধ্য ২৫শ ২৭শ্লো ॥ অনুবাদ ১৫৪৩ পৃষ্ঠায়।

৮৮৮পৃ ২পং। স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চেতি ॥ মধ্য ২৫শ ২৮শ্লো।

অঘসমূহহরণকারী হরিকে পরস্পর স্মরণ করিতে করিতে ও স্মরণ করাইতে করাইতে সাধনভক্তি সংজাতপ্রেমভক্তি দ্বারায় উৎপুলক তনু ধারণ করে ॥ ২৮ ॥

৮৮৮পৃ ৫পং। এবমিতি। মধ্য ২৫শ ২৯শ্লো ॥ অনুবাদ ১৩৩৩ পৃষ্ঠায়।

ঐ পৃ ১০পং। অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণামিতি ॥ মধ্য ২৫শ ৩০শ্লো।

এই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ মহাভারতের তাৎপর্য্যনির্ণয় গায়ত্রীর ভাষ্যরূপা এবং সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য দ্বারা সম্বর্দ্ধিত।

৮৮৮পৃ ১৩পং। গ্রন্থোষ্টাদশ সাহস্র ইতি ॥ মধ্য ২৫শ ৬১।৬২।

১৮০০০শ্লোকপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ সমস্ত বেদ ইতিহাসের সার সমূহ হইতে সমুদ্ধৃত। শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদান্তসার বলিয়া বলাযায়, ভাগবতের রসামৃততৃপ্ত পুরুষের অন্যকোন শাস্ত্রে রতি হয় না।

৮৮৮পৃ ২০পং। জন্মাদ্যস্য ইতি ॥ মধ্য ২৫শ ৩৩। অনুবাদ ১৪৪৮পৃ।

৮৮৯পৃ ১পং। ধর্ম্মঃ ইতি ॥ মধ্য ২৫শ ৩৪। অনুবাদ ১২৬৭ পৃ।

ঐ পৃ ৮পং। নিগমকল্পতরোর্গলিতঃ ফলমিতি ॥ মধ্য ২৫শ ৩৫।

এই ভাগবতশাস্ত্র বেদরূপ কল্পতরুর গলিতফল, শুকদেবের মুখামৃতদ্রবসংযুক্ত এই রসস্বরূপ ফলকে, হে রসিকসকল, সর্ব্বদা পানকর। হে ভাবুকসকল রসতত্ত্বে পরমলয় অর্থাৎ নিমগ্নভাব যে পর্য্যন্ত না হয় এই জগতে ভাবুকরূপে ভাগবত আস্বাদন কর বিমগ্ন হইলে এই পরম রস আবারনিত্য পান করিতে থাকিবে।

৮৮৯পৃ ১১পং। বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃ ইতি ॥ মধ্য ২৫শ ৩৬।

আমরা উত্তমশ্লোক কৃষ্ণের বিক্রম যত শুনিতেছি ততই আমাদের তৃষ্ণাবৃদ্ধি হইতেছে। তৃষ্ণাউপশমরূপ তৃপ্তি হইতেছে না। কেননা রসজ্ঞশ্রোতাদিগের কৃষ্ণকথায় পদে পদে স্বাদু উদয় হয়।

৮৮৯পৃ ১৮পং। ব্রহ্মভূতঃ ইতি ॥ ২৫শ ৩৭ ॥ অনুবাদ ১৪২৯পৃ।

ঐ পৃ ২১পং। মুক্তা অপি ইতি ॥ ২৫শ ৩৮। অনুবাদ ১৫২৪পৃ।

ঐ পৃ ২৩পং। পরিনিষ্ঠিতোপীতি ॥ ৩৯। অনুবাদ ১৫৯১পৃ।

৮৯০পৃ ২পং। তস্য ইতি ॥ মধ্য ২৫শ ৪০ ॥ অনুবাদ ১৫১৪পৃ।

ঐ পৃ ৭পং। আত্মারামাশ্চ ॥ ২৫শ ৪১। অনুব্যদ ১৪১২পৃ।

৮৯৩পৃ,৩পং। মুনসীফ,—ইনসাফ্ শব্দ হইতে মুনসিফ শব্দের উৎপত্তি, যিনি যে বিষয় বুঝিয়া লন, তাঁহাকে মুনসিব বলে।

৮৯৩পৃ, ৪পং। ছিদ্র পাঞা, দোষ দেখিয়া।

৮৯৩পৃ, ৭পং। তার স্ত্রী, হোসেনসার বেগম। মারণের চিহ্ন, সুবুদ্ধিরায় যে চাবুক মারিয়াছিল তাহার চিহ্ন।

৮৯৩পৃ, ১৪পং। কাবোওয়ার পানী,—যে পাত্রে মুসলমানদিগের জল থাকে তাহাকে কারোওয়া বলে। সেই কারোওয়া হইতে মুসলমান স্পৃষ্টজল সুবুদ্ধিরায়ের মুখেদেওয়া হইয়াছিল।

৮৯৩পৃ,১৫পং। ছদ্ম, ছল। সুবুদ্ধিরায়ের পূর্ব্বেই বিষয়ত্যাগের ইচ্ছা ছিল। জাতিনষ্টছলে পরিবারদিগকে ত্যাগ করিলেন।

৮৯৪পৃ ১-২। [তবে যদি মহাপ্রভু···বৃত্তান্ত কহিলা॥]

মহাপ্রভু মথুরায় যাইবার পূর্ব্বে যখন বারণসী আসেন সেই সময় সুবুদ্ধিরায়ের সহিত মিলন হয়।

৮৯৫পৃ, ৬পং। তাঁহা শুনি,—রূপগোস্বামী মথুরায় শুনিলেন পূর্ব্বে মহাপ্রভু গঙ্গাতীর পথে মথুরায় গিয়াছিলেন, সেই পথ দেখিবার উৎসাহে অনুপমের সহিত সেই পথে আসিলেন।

৮৯৫পৃ, ১৪পং। ব্যবহার স্নেহ,—সংসারসম্বন্ধী স্নেহ।

৯০২পৃ ১৭।১৮পং। [যে লীলা অমৃত বিনে···দুর্ব্বল জীবন॥]

মনুষ্য অন্নপানের দ্বারা পুষ্ট হয়, ভক্তগণ বহির্ম্মুখদিগের ন্যায় অন্নপানগ্রহণ করিয়াও কৃষ্ণলীলা সম্পৃক্ত চৈতন্যলীলামৃত পান না করিলে দুর্ব্বল জীবন হইয়া পড়েন।

৯০৩পৃ ১৩পং। শ্রীমন্মদন গোপাল-ইতি॥ মধ্য ২৫শ ৪৩শ্লো।

শ্রীমদনগোপাল গোবিন্দদেবের তুষ্টির জন্য এই চৈতন্যচরিতামৃত চৈতন্যার্পিত হউক॥ ৪৩॥

৯০৩পৃ ১৫পং। তদিদমতি রহস্যমিতি॥ মধ্য ২৫শ ৪৪।

এই অতি রহস্য গৌরলীলামৃত ভক্তের প্রাণধন হইলেও যাহারা ইহার অনধিকারী তাহারা ইহাকে নিশ্চয় আদর করে না। পরন্তু যেসকল স্বহৃদয়সাধু কর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে এই লীলামৃত আস্বাদিত হইয়াছে, সেই মহাত্মাদিগের এই ক্ষিতি, আনন্দ বিস্তার করুক॥ ৪৪॥

ইতি মধ্যলীলা সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

অমৃত প্রবাহ ভাষ্য।

অন্ত্যলীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রথমপরিচ্ছেদের কথাসার।

মহাপ্রভুর বৃন্দাবন হইতে ক্ষেত্রাগমন বার্ত্তা পাইয়া গৌড়ীয় ভক্তগণ পুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন। শিবানন্দসেন একটী কুকুরকে পারের খরচ দিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। রাত্রে কুকুরকে ভাত না দেওয়ায় সে কুকুর প্রভুর নিকট চলিয়া গেল। শিবানন্দাদি পরদিন মহাপ্রভুর নিকট পৌঁছিয়া প্রভুর নিকটে দেখিলেন সেই কুকুর প্রসাদ-নারিকেলশস্য ভক্ষণ করিতেছে। পরে সেই কুকুর উদ্ধার হইয়া গেল। রূপগোস্বামী ভক্তগণের সহিত আসিতে না পারিয়া কিছু পরে আসিয়া হরিদাসের সহিত রহিলেন। মহাপ্রভু শ্রীরূপের বিরচিত "প্রিয়ঃ সোঽয়ং" শ্লোক পড়িয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। একদিবস মহাপ্রভু রায়রামানন্দ, সর্ব্বভৌম ইত্যাদি ভক্তবৃন্দের সহিত হরিদাসের বাসায় আসিয়া

শ্রীরূপের ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধব দুইখানি নাটকের মুখবন্ধাদি শ্লোক শ্রবণ করিলেন। রামানন্দরায় নাটকের অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিচার করিয়া নাটক দুইখানি যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা স্থির করিলেন। চাতুর্ম্মাস্যের পর গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রভুর আজ্ঞায় গৌড়দেশে যাত্রা করিলেন। রূপগোস্বামী ক্ষেত্রে রহিলেন।

৯০৫পৃ, ৫পং। পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমিতি ॥ অন্ত্য, ১ম, ১শ্লো।

যাঁহার কৃপা পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘনকরিতে শক্তি দেয় এবং বোবাকে শ্রুতিপাঠ করায় সেই কৃষ্ণচৈতন্য ঈশ্বরকে আমি বন্দনা করি ॥১॥

৯০৫পৃ, ৭পং। দুর্গমে পথিমেঽন্ধস্য ইতি ॥ অন্ত্য, ১ম, ২শ্লো।

সাধুগণ স্বীয় কৃপাযষ্টিদানে দুর্গমপথে মুহুর্মুহু স্খলিতপাদ ও অন্ধস্বরূপ আমার অবলম্বন হউন ॥ ২ ॥

৯০৫পৃ, ১৩পং। জয়তামিতি ॥ অন্ত্য, ১ম, ৩শ্লো। অনুবাদ ১২৫৮ পৃষ্ঠায়।

৯০৫পৃ, ১৫পং। দীব্যদিতি ॥ অন্ত্য, ১ম, ৪শ্লো। অনুবাদ ১২৫৮ পৃ।

৯০৬পৃ, ১পং। শ্রীমান্ ইতি ॥ ১ম, ৫শ্লো। অনুবাদ ১২৫৮পৃ।

৯০৭পৃ, ৮পং। পাসরিলা, ভুলিয়া গেলা।

৯০৭পৃ, ১২পং। কুক্কুর চাহিতে, কুক্কুর খুঁজিতে।

৯০৮পৃ, ১৬পং। কৃষ্ণলীলা নাটক, কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নাটক।

৯০৮পৃ, ১৮পং। নান্দী শ্লোক,—নাটকের আরম্ভে যে শ্লোক পঠিত হয় তাহাকে নান্দী শ্লোক বলে।

কড়চা—খসড়া। পাণ্ডুলিপি।

৯০৯পৃ, ৬পং। লাগি না পাইল,—শিবানন্দাদিভক্তগণ প্রভুর নিকট যাইতেছেন শুনিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে নীলাচল যাইবেন বলিয়া আসিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। তাঁহারা পূর্ব্বেই নীলাচল যাইতেছিলেন।

৯১০পৃ, ১৩পং। রূপে তাঁহা বাসা দিয়া,—হরিদাসের বাসায় অর্থাৎ সিদ্ধবকুলমঠে।

৯১২পৃ, ২পং। কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্থিতি ॥ অন্ত্য, ১ম, ৬শ্লো।

যদুকুমার কৃষ্ণ বাসুদেব তত্ত্ব, অতএব গোপেন্দ্রনন্দন হইতে তিনি পৃথক্, তিনিই মথুরা ও দ্বারকা লীলা করেন। যিনি গোপেন্দ্রনন্দন তিনি বৃন্দাবনপরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাননা।

৯১২পৃ, ১৯পং। কেমনে, কি ভাবে শ্লোক পড়ে।

৯১৩পৃ, ৪পং। যঃ কৌমারহরঃ ইতি ॥ ১ম, ৭শ্লো ॥ অনুবাদ ১৩৮৩ পৃষ্ঠায়।

৯১৩পৃ, ৯পং। প্রিয়ঃ সোঽয়মিতি ॥ ১ম, ৮শ্লো। অনুবাদ ১৩৮৪ পৃষ্ঠায়।

৯১৪পৃ, ১৪পং। ফলেন ফলকারণমিতি ॥ অন্ত্য, ১ম, ৯শ্লো।

ফলের দ্বারাই ফলের কারণ অনুমান হয় ॥ ৯ ॥

৯১৪পৃ ১৬পং। স্বর্গাপগা হেমমৃণালিনীনামিতি। অন্ত্য ১ম, ৯শ্লো।

স্বর্গঙ্গার স্বুবর্ণমৃণালনালাগ্রভোজন করিয়া তদনুরূপ শরীর সৌন্দর্য্য প্রাপ্তহইয়াছি। নিদানানুরূপ গুণগণ উদয় হইয়া থাকে।

৯১৫পৃ ১০পং। তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিমিতি ॥ অন্ত্য ১ম, ১০শ্লো।

'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ কত অমৃতের সহিত উৎপন্ন হইয়াছে তাহা জানি না। দেখ, যখন তাহা তুণ্ডে নৃত্য করে, তখন বহুতুণ্ড পাইবার জন্য রতিবিস্তার করে, যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে তখন অর্ব্বুদকর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায়, যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে উদয় হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে বিজয় করে ॥১০॥

৯১৬পৃ ১৫পং। তৃতীন্ত পশুতি গুরুরপীতি। অন্ত্য ১ম ১১শ্লো।

এই ভগবন্ পুরুষোত্তম নির্ম্মলমতি, ইহার শীলতাদির্দ্ধের দ্বারা ভৃত্যের গুরু অপরাধসকলও দৃষ্টি করেন না। ভক্তি স্বল্পসেবাকে বহুমান করেন। আত্মনিন্দাকারী খলের প্রতিও অসূয় আবিষ্কার করেন না ॥ ১১ ॥

৯১৭পৃ ৪পং। প্রিয়ঃ ইতি॥ অন্ত্য ১ম ১২শ্লো। অনুবাদ ১৩৪৮ পৃষ্ঠায়।

৯১৭পৃ ১৯পং। তুণ্ডে ইতি। ১ম ১৩শ্লো। অনুবাদ ১৬১৩ পৃষ্ঠায়।

৯১৮পৃ ১৬পং। সুধানাং চান্দ্রীণামপীতি॥ অন্ত্য ১ম ১৪শ্লো।

এই হরিলীলাশিখরিণী, সন্তাপোৎপন্ন বিষয়সংসারমার্গ ভ্রমণ জনিত তোমার অসৎ তৃষ্ণা সম্পূর্ণরূপে হরণ করুন্। সেই হরি-লীলাশিখরিণী, চান্দ্রী সুধার মধুরিমা জনিত মত্ততা দমন করিয়া থাকেন এবং শ্রীরাধাদির প্রণয় কর্পূর দ্বারা বিশেষ সৌরভ ধারণ করিয়াছেন॥ ১৪॥

৯১৯পৃ ৬পং। অনর্পিতচরীমিতি॥ ১ম ১৫শ্লো। অনুবাদ ১২৮১ পৃষ্ঠায়।

৯১৯পৃ ১২।১৩পং। [রায় কহে কোন মুখে...প্রবর্ত্তন নাম]

অভিনেয় নায়কাদির নাম পাত্র। যথা, সাহিত্য দর্পণে, "দিব্য মর্ত্তে সতদ্রূপো মিশ্রমন্ততরস্তয়োঃ। সূচয়েৎ বস্তুবীজং বা মুখং পাত্র মথাপি বা।" নাটকচন্দ্রিকায় মুখ শব্দের অর্থ যথা,—মুখং বীজসমুৎপত্তির্নানার্থরসসম্ভবা। রামানন্দ রায়ের জিজ্ঞাসার তাৎপর্য্য এই যে, এই নাটকে অভিনেয় পাত্রদিগের সন্নিধান কোন মুখে হইয়াছে। রূপের উত্তর, কালসাম্যে প্রবর্ত্তন নাম মুখে পাত্র সন্নিধান হইয়াছে।

৯১৯পৃ ১৫পং। আক্ষিপ্তঃ কালসাম্যেন প্রবেশঃ ইতি॥ অন্ত্য ১ম ১৬শ্লো।

উপযুক্তকাল দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়া রঙ্গপ্রবেশকারী প্রবর্ত্তক।

৯১৯পৃ ১৭পং। সোঽয়ং বসন্তসময়ঃ সমিয়ায় ইতি॥ অন্ত্য ১ম ১৭শ্লো।

বসন্তকাল উদয় হইয়াছে। দেবী পৌর্ণমাসী নিশি এসময়ে প্রাপ্ত নবানুরাগ সেই পূর্ণতম ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণেরলীলা সৌন্দর্য্য সম্বর্দ্ধ-নার্থে পরম সুন্দরী শ্রীরাধিকার সহিত রঙ্গস্থলে মিলিতা হইলেন। এই শ্লোকের অর্থ দুইপ্রকার অর্থাৎ চন্দ্রপক্ষে এবং শ্রীকৃষ্ণ পক্ষে। শ্রীকৃষ্ণপক্ষার্থই মুখ্য।

৯১৯পৃ, ২১পং। প্ররোচনা,—দেশকাল, নায়ক, সভ্যাদির প্রশংসাদ্বারা। শ্রোতৃবর্গকে শ্রবণেচ্ছু করিবার প্রথাকে প্ররোচনা বলে।

৯২০পৃ ২পং। ভক্তানামুদগাদনর্গলধিয়ামিতি॥ অন্ত্য ১ম ১৮শ্লো।

অনর্গলবুদ্ধি উজ্জ্বলস্বভাব ভক্তবর্গ উপস্থিত হইয়াছেন। গোপবধূপ্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক এই প্রবন্ধ নানাগুণে পল্লবিত। বৃন্দাবনস্থ রাসমণ্ডলের নৃত্যবিধির চত্বরস্বরূপ এই রঙ্গভূমি। অতএব আমি মনে করিতেছি, আমাদের ন্যায় জনগণের সুকৃতিমণ্ডল পরিপাক হইয়া উন্মীলিত হইয়াছে॥ ১৮॥

৯২০পৃ ৭পং। অভিব্যক্তা মত্তঃ ইতি॥ অন্ত্য ১ম ১৯শ্লো।

হে পণ্ডিতসকল, স্বভাবতঃ লঘুরূপ যে আমি আমা হইতে এই হরিগুণময়ী রচনা অভিব্যক্ত হইয়াও আপনাদের সিদ্ধার্থ বিধান করুন্। পুলিন্দ কর্ত্তৃক সমিধসংঘৃষ্ট অগ্নি কি সুবর্ণশ্রেণীর অন্তঃকলুষতা হরণ করিতে পারে না?॥ ১৯॥

৯২০পৃ, ১২পং। 'পূর্ব্বানুরাগ,—পূর্ব্বরাগ। বিকারচেষ্টা,—প্রণয়বিকার চেষ্টা। কাম,—গোপীদিগের প্রেম এবং সেই প্রেমোৎপত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রূপ সকলই বলিলেন।

৯২০পৃ ১৬পং। একস্যশ্রুতমেবলুম্পতিমিতি॥ অন্ত্য ১ম ২০শ্লো।

পূর্ব্বরাগপ্রাপ্তা রাধিকা কহিতেছেন, কোন এক পুরুষের কৃষ্ণনামাক্ষর শ্রবণ করিয়া আমার মতি লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। অপর কোনপুরুষের বংশীধ্বনি শুনিয়া আমার হৃদয়ে ঘনউন্মাদ উদয় হইতেছে। আবার পুরুষান্তরের স্নিগ্ধঘনদ্যুতি পটে দর্শন করিয়া আমার হৃদয়ে লাগিয়া রহিয়াছে। হাধিক্, আমার কি তিনজন পৃথক্ পুরুষে এরূপ রতি হইল? আমার মরণই ভাল।

৯২০পৃ ২১পং। ইয়ং সখি সুদুঃসাধ্যা ইতি ॥ অন্ত্য ১ম ২১শ্লো।

হে সখি, শ্রীরাধার হৃদয়বেদনা আরোগ্য করা দুঃসাধ্য। ইহার চিকিৎসার যত্ন করিলে কুৎসার পর্য্যবসান হইবে ॥ ২১ ॥

৯২০পৃ ২৪পং। ধৃরি অপরিচ্ছন্দগুণমিতি ॥ অন্ত্য ১ম ২২শ্লো।

অপরিচ্ছিন্ন গুণ ধারণপূর্ব্বক হে সুন্দর তুমি আমার মন্দিরে বাস করিতেছ। আমি যেদিকে চকিত হইয়া পলাই তুমি সেই দিকে পথরোধ কর শ্লোকের সংস্কৃত,—ধৃতা প্রতিচ্ছন্দগুণং সুন্দর মম মন্দিরে ত্বং বসসি। তথা তথা রুণৎসি বলিতঃ যথা যথা চকিতা পলায়ে।

৯২১পৃ ২পং। অগ্রে বীক্ষ্য শিখণ্ডখণ্ডমিতি ॥ অন্ত্য ১ম ২৩শ্লো।

সম্মুখে ময়ুরপুচ্ছ দেখিয়া সহসা উৎকম্প আশ্রয় করেন, গুঞ্জা দর্শনপূর্ব্বক অশ্রুপতনের সহিত চিৎকার করেন, এই বালার চিত্তভূমিতে প্রবেশপূর্ব্বক কোন্ নবীনগ্রহ অপূর্ব্ব নটন ক্রীড়ার চমৎকারীতা উৎপন্ন করিতেছে তাহা আমি জানি না।

৯২১পৃ, ৭পং। অকারুণ্য কৃষ্ণোযদিময়ি ইতি ॥ অন্ত্য ১ম ২৪শ্লো।

হে সখি, তোমার দোষ কি? যদি কৃষ্ণ অকরুন হইলেন, তুমি বৃথা রোদন করিও না; তুমি একটা কার্য্য করিতে পার, বৃন্দাবনে তমালস্কন্ধে আমার এই ভুজবল্লী বন্ধনপূর্ব্বক আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ারূপ আমার তনুকে চিরকাল রাখিও ॥ ২৪ ॥

৯২১পৃ ১৪পং। পীড়াভিঃ ইতি। অন্ত্য ১ম ২৫শ্লো। অনুবাদ ১৩০৩ পৃ।

৯২১পৃ, ১৮।১৯পং। [রায় কহে সহজ...সাহজিক প্রেমধর্ম্ম ॥]

রায় প্রেমের সহজ লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলে, রূপ উত্তর করিলেন, প্রেম ধর্ম্মই সাহজিক।

৯২১পৃ ২১পং। স্তোত্রং যত্র তটস্থতাং প্রকটয়দিতি। অন্ত্য, ১ম, ২৬শ্লো।

স্বারসিক অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রেমের প্রক্রিয়া এইরূপ ক্রীড়া

করে। স্বীয় স্তুতি শ্রবণ করিলে উদাসীনতা দেখাইয়া ব্যথা বিশেষ ধারণ করে; নিন্দা শুনিলে পরিহাসশ্রী ধারণপূর্ব্বক আনন্দ প্রদান করে, প্রেমের পাত্রের কোন দোষ দেখিলে প্রেমের ক্ষয় হয় না, কোন গুণ দেখিলে বৃদ্ধি হয় না ॥ ২৬ ॥

৯২২পৃ ২পং। শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং মমেন্দুবদনা ইতি ॥ অন্ত্য ১ম ২৭শ্লো।

আমার নিষ্ঠুরতা শ্রবণ করতঃ চন্দ্রবদনী রাধা প্রেমাঙ্কুর ভেদপূর্ব্বক স্বীয় ব্যথিতান্তঃকরণে শান্তিরূপ ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক হয়ত বিমুখ হইয়া পড়িবেন; অথবা পামর কন্দর্পের ধনুককে ভয় করিয়া জীবন পরিত্যাগ করিবেন। আচ্ছা! আমি কি মূঢ়তাপূর্ব্বক ফলোন্মুখী মৃদু মনোরথলতাকে একেবারে উন্মুলিত করিলাম ? ॥ ২৭ ॥

৯২২পৃ ৭পং। যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া শিথিলিতা ইতি। অন্ত্য ১ম ২৮শ্লো।

যাহার আলিঙ্গন সুখার্থিনী হইয়া গুরুলোকদিগের সম্বন্ধে গুরু লজ্জা শিথিল করিয়াছিলাম, হে সখি, তোমরা আমার প্রাণ অপেক্ষা সুহৃত্তম হইলেও তোমাদিগকে বহু ক্লেশিত করিয়াছি, সাধ্বী স্ত্রীগণের অধ্যাসিত যে ধর্ম্ম, তাহাকেও বস্তু বলিয়া গণনা করি নাই; দেখ, আমার ধৈর্য্যকে ধিক্, যেহেতু কৃষ্ণ কর্তৃক উপেক্ষিতা হইয়াও এই পাপীয়সী আমি জীবিত আছি ॥ ২৮ ॥

৯২২পৃ ১২পং। গৃহান্তঃ খেলন্ত্যো নিজসহজবাল্যস্য ইতি ॥ অন্ত্য ১ম ২৯।

আমি নিজের সহজবাল্যভাবে গৃহমধ্যে খেলা করিতেছিলাম কাহাকে ভদ্র বলে, কাহাকে অভদ্র বলে কিছুমাত্র জানিতাম না; এরূপ আমাদিগকে সুহায়হীন দশায় লইয়া ফেলা কি তোমার পক্ষে যুক্ত হইয়াছে ? আর এখন তোমার উদাসীন পদবী বিস্তার করা কি ন্যায্য ? ২৯ ॥

৯২২পৃ ১৭পং। অন্তঃ ক্লেশকলঙ্কিতাঃ কিলবয়মিতি। অন্ত্য ১ম ৩০শ্লো।

ক্লেশকলঙ্কিত অন্তঃকরণবিশিষ্ট আমরা অদ্যই যমপুরী গমন করিতেছি, কিন্তু এই কৃষ্ণ বঞ্চনাপূর্ণ প্রণয় হাস্য পরিত্যাগ করিতেছেন না। হে বুদ্ধিমতি রাধিকে, এই গভীর কপটপূর্ণ অভীরপল্লীলম্পটে তোমার এতাধিক প্রেম কিরূপে জন্মিয়াছিল ?

৯২২পৃ, ২২পং। হিত্বা দূরে পথিধবতরো ইতি ॥ অন্ত্য ১ম ৩১শ্লো।

হে কৃষ্ণার্ণব, ধর্ম্মপতিরূপ তরুর নৈকট্য পথ দূরে রাখিয়া, ধর্ম্মসেতু ভঙ্গপূর্ব্বক গুরুজনরূপপর্ব্বত বলপূর্ব্বক লঙ্ঘন করতঃ নবরসরূপা রাধিকা নদী তোমাকে লাভ করিয়াছিল, তুমি এখন বাগুর্ম্মিদ্বারা ইহার প্রতি বিমুখীভাব কিরূপে বিস্তার করিতেছ।

৯২৩পৃ ৮পং। সুগন্ধৌ মাকন্দপ্রকর মকরন্দস্য ইতি ॥ অন্ত্য ১ম ৩২শ্লো।

আম্রমুকুলসমূহের মধুদ্বারা মধুরিত, সুগন্ধি নিস্যন্দিত এবং তদ্দ্বারা মুহুর্মুহু বন্দীকৃত ভ্রমরবৃন্দ পরিপূর্ণ, মলয়চন্দনপর্ব্বতের পবনের মন্দমন্দচালনদ্বারা আন্দোলিত এই শ্রীবৃন্দাবন আমার অতুল আনন্দকে বৃদ্ধি করিতেছে ॥ ৩২ ॥

৯২৩পৃ ১৩পং। বৃন্দাবনং দিব্যলতাপরীতমিতি ॥ অন্ত্য ১ম ৩৩শ্লো।

দেখ, এই বৃন্দাবন দিব্যলতায় বেষ্টিত। লতাগুলির অগ্রভাগে পুষ্প শোভা পাইতেছে। পুষ্পগুলি মধুকরদ্বারা স্ফীত হইয়াছে। মধুকরগুলি শ্রুতিহারী গীতপরায়ণ ॥ ৩৩ ॥

৯২৩পৃ ১৬পং। ক্বচিদ্‌ভৃঙ্গীগীতং ক্বচিদিতি ॥ অন্ত্য ১ম ৩৪শ্লো।

হে সখে, এই বৃন্দাবন আমাদের ইন্দ্রিয়বৃন্দকে আনন্দিত করিতেছে। কোনস্থলে ইহা ভৃঙ্গীগীতপরিপূর্ণ, কোনস্থলে মলয়া-নিলদ্বারা শীতলিত, কোনস্থলে বল্লীগণ নৃত্য করিতেছে, কোন স্থলে মল্লিকা ফুলের অমল পরিমল প্রবাহিত হইতেছে, কোন স্থলে বা দাড়িম্বফলসমূহ রসভরে রসনিঃসরণ করিতেছে ॥ ৩৪ ॥

৯২৩পৃ ২১পং। পরামৃষ্টাঙ্গুষ্ঠত্রয়মসিত রত্নৈরিতি ॥ অন্ত্য ১ম ৩৫শ্লো।

তিনঅঙ্গুলীপরিমিত ইন্দ্রনীলমণিখচিত উভয়পার্শ্বে অরুণমণি দ্বারা সেই পরিমাণে স্থল শোভিত, তাহার মধ্যে হীরকোজ্জ্বলিত বিমলস্বর্ণময়ী,এইকল্যাণী কৃষ্ণের কেলিমুরলীবিহার করিতেছেন।

৯২৪পৃ ২পং। সদ্বংশতস্তবজনিঃ ইতি ॥ অন্ত্য ১ম ৩৬শ্লো।

হে মুরলি, সদ্বংশজাত, পুরুষোত্তম-হস্তস্থিত, জাতিতে সরলা হইয়াও তুমি কেন গোপাঙ্গনাগণ বিমোহনকারিণী বিশেষ গুরুতর মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছ ॥ ৩৬ ॥

৯২৪পৃ ৭পং। সখি মুরলি বিশাল ছিদ্রজালেন ইতি ॥ অন্ত্য ১ম ৩৭শ্লো।

হে সখি মুরলি, তুমি ছিদ্র সমূহে পূর্ণ, লঘু, অতি কঠিন ও নীরস, জটীল হইয়াও কোন পুণ্যোদয়ে কৃষ্ণ করালিঙ্গন ও কৃষ্ণ বদনচুম্বনানন্দঘনত্ব ভজনা করিতেছ ? ॥ ৩৭ ॥

৯২৪পৃ ১২পং। রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরমিতি ॥ অন্ত্য ১ম ৩৮শ্লো।

মেঘের গতিরোধপূর্ব্বক, তুম্বুরাদি গন্ধর্ব্বকে চমৎকারকরতঃ সনন্দাদি ঋষিগণের ধ্যানভঙ্গ করিয়া, ব্রহ্মার বিস্ময় উৎপাদনপূর্ব্বক, বলিরাজকে ঔৎসুক্য সমূহের দ্বারা চটুল করতঃ, পৃথ্বীধারী সর্পরাজকে ঘূর্ণনপূর্ব্বক, অণ্ড কটাহভিত্তি ভেদপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি ভ্রমণ করিয়াছিল ॥ ৩৮ ॥

৯২৪পৃ ১৭পং। অয়ং নয়নদণ্ডিতপ্রবর ইতি ॥ অন্ত্য ১ম ৩৯শ্লো।

এই কৃষ্ণ নয়নশোভায় অতি সুন্দরপদ্মের প্রভা হরণ করিয়াছেন, ইহাঁর নবকুঙ্কুমদ্যুতি বিড়ম্বক পীতাম্বর শোভা পাইতেছে, বন্যবেশে দিব্যবেশাদির আদর দূর করিয়াছেন। এবম্ভূত ইন্দ্রনীলমণি অপেক্ষা মনোহর দ্যুতিসম্পন্ন উজ্জ্বল শ্রীশ্রীকৃষ্ণ.ন্দ্র শোভা পাইতেছেন ॥ ৩৯ ॥

৯২৪পৃ ২২পং। জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গিদক্ষিণ পদমিতি ॥ অন্ত্য ১ম ৪০শ্লো।

বাম জঙ্ঘার অধোভটে দক্ষিণপদ যাঁহার ন্যস্ত, যাঁহার অঙ্গটী কিঞ্চিত্রিভঙ্গময়, যাঁহার বিস্তীর্ণ কন্ধর স্তম্ভিত, যাঁহার নেত্র দৃষ্টি বাঁকা, চঞ্চল অঙ্গুলীর সহিত ঈষদুন্মীলিত অধরে বংশী এবং মুখচন্দ্রে ভ্রু ভ্রমর পরিদৃশ্য, হে বরাঙ্গি, হে সখি, তুমি তোমার সম্মুখস্থিত এই পরমানন্দময় পুরুষকে স্বীকার কর ॥ ৪০ ॥

৯২৫পৃ, ২পং। কুলবরতনুধর্ম্মগ্রাববৃন্দানীতি ॥ অন্ত্য ১ম ৪১শ্লো।

কুলশ্রেষ্ঠদিগের তনুধর্ম্মরূপ পাষাণবৃন্দকে ভেদ করতঃ, হে সুমুখি, কোন বিশ্বকর্ম্মা তীক্ষ্ণদীর্ঘ অপাঙ্গটঙ্কচ্ছটরূপে অস্ত্র দ্বারা অয়স্কান্তমণি ও মরকতমণি দ্বারা গোষ্ঠ প্রকোষ্ঠকে আমাদের সম্মুখে যুগপৎ রচনা করিতেছেন ॥ ৪১ ॥

৯২৫পৃ, ৭পং। মহেন্দ্রমণিমণ্ডিনীমদ ইতি ॥ অন্ত্য ১ম ৪২শ্লো।

মহা ইন্দ্রমণিমণ্ডলীর মদবিনাশী দেহদ্যুতিবিশিষ্ট ব্রজরাজ-কুলচন্দ্রস্বরূপ কোন নব্যযুবা স্ফূর্ত্তিলাভ করিতেছেন। হে সখি, ধৈর্য্যশীল কুলাঙ্গনা সমূহের নীবিবন্ধের চ্ছেদকারী কৌতুকবিশিষ্ট ইহার বংশীধ্বনি জয়যুক্ত হউক ॥ ৪২ ॥

৯২৫পৃ ১২পং। বলাদক্ষের্লক্ষ্মীঃ কবলয়তি ইতি ॥ অন্ত্য ১ম ৪৩শ্লো।

যাঁহার নয়নশোভা নবীননীলপদ্মের শোভাকে বলপূর্ব্বক গ্রাস করে, যাঁহার প্রফুল্ল মুখোল্লাস কমলবনকে উল্লঙ্ঘন করে, যাঁহার অঙ্গকান্তি সুন্দর জাম্বুনদকে কষ্টদশায় নীত করে, এবম্ভূত শ্রীরাধিকার বিচিত্ররূপ আশ্চর্য্যরূপে বিলাস লাভ করিতেছে।

৯২৫পৃ ১৭পং। বিধুরেতি দিবা বিরূপতামিতি ॥ অন্ত্য ১ম ৪৪শ্লো।

চন্দ্রশোভা সুন্দর হইয়াও দিবাভাগে বিরূপতা প্রাপ্ত হয়, পদ্মও রাত্রিতে মুদিত হয়, হে সখে, আমার প্রিয় রাধিকার

বদন সর্ব্বদাই শোভায় উজ্জ্বল সুতরাং কাহার সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে ? ॥ ৪৪ ॥

৯২৫পৃ ২০পং । প্রমদরসতরঙ্গ স্মেরগণ্ডস্থলায়াঃ ॥ অন্ত্য ১ম ৪৫শ্লো ।

যাঁহার হাস্য হইতে গণ্ডস্থল প্রমদরসতরঙ্গযুক্ত হইয়াছে, মদকলচঞ্চল ভৃঙ্গীর ভ্রান্তিভঙ্গীধারণপূর্ব্বক, কামধনুর ন্যায় ভ্রূলতা নৃত্য করিতেছে, তাঁহার নেত্রপক্ষ্মবিনিঃসৃত কটাক্ষ আমার হৃদয়কে দংশন করিয়াছিল ॥ ৪৫ ॥

৯২৬পৃ ৮পং । সুররিপুসুদৃশা মুরোজকোকাদিতি ॥ অন্ত্য ১ম ৪৬শ্লো ।

সুররিপুপত্নীদিগের স্তনচক্রবাক্ ও মুখকমল সমূহ খেদিত করিয়া যে অখণ্ডচন্দ্র অখিল সুহৃদ্রূপ চকোরদিগের চিরদিন আনন্দবিধান করেন। সেই মুকুন্দের যশচন্দ্র তোমাদিগের আনন্দবিধান করুন ॥ ৪৬ ॥

৯২৬পৃ ১৫পং । নিজ প্রণয়িতা সুধামিতি ॥ অন্ত্য ১ম ৩৭শ্লো ।

যিনি ক্ষিতিতলে উদয় হইয়া নিজপ্রণয়রসসুধা বিস্তার করিতেছেন, দ্বিজকুলের অধিরাজ স্থিতি অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেই তমসমূহদূরকারী আমার শচীনন্দনাখ্য চন্দ্র জগন্মানস বশ করিতেছেন, তিনি তোমাদের মঙ্গলবিধান করুন ॥ ৪৭ ॥

৯২৭পৃ ১০পং । নটতা কিরাতরাজং নিহত্য ইতি ॥ অন্ত্য ১ম ৪৮শ্লো ।

কলানিধি কৃষ্ণ নৃত্য করিতে করিতে কিরাতরাজকে রঙ্গস্থলে নাশ করায় সেই সময়ে গুণবতী তারার পাণিগ্রহণ কার্য্য তাঁহার বিধেয় ॥ ৪৮ ॥

৯২৭পৃ ১৪পং । পদানিত্বগতার্থানীতি ॥ অন্ত্য ১ম ৪৯শ্লো ।

অস্ফুটার্থ পদসকলের অর্থ গতি করিবার জন্য মনুষ্যগণ অন্য পদের যে যোজনা করেন, তাহাকে উৎঘাত্যক বলে ॥ ৪৯ ॥

৯২৭পৃ ২০পং। হ্রিয়মবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ কর্ষতীতি ॥ অন্ত্য ১ম ৫০শ্লো।

লজ্জা দূর করিয়া গৃহ হইতে রাধাকে বনে আকর্ষণ করেন যে নিপুণা তাৎপর্য্যশালিনী শ্রেষ্ঠ বংশজ কাকুলীরূপ দূতি তিনি জয় যুক্ত হউন ॥ ৫০ ॥

৯২৮পৃ ২পং। হরিমুদ্দিশতে রজোভরঃ ইতি ॥ অন্ত্য ১ম ৫১শ্লো।

গোক্ষুর রজমিশ্রতম সম্মুখে হরিকে সূচনাপূর্ব্বক গোপীদিগের সহিত মিলিত করায় সুতরাং গোপবধূদিগের পদ্ধতি সর্ব্বজ্ঞ শ্রুতিরও অগোচর হইয়াছে ॥ ৫১ ॥

৯২৮পৃ, ৫পং। সহচরি নিরাতঙ্কঃ কোঽয়মিতি ॥ অন্ত্য ১ম ৫২শ্লো।

হে সহচরি, নবঘনদ্যুতি মদমত্তহস্তির ন্যায় লীলাকারী আশঙ্কা শূন্য এই যুবা কে? ও ইনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? আহা! ইনি চঞ্চলগতি দ্বারা এবং চৌরের ন্যায় দৃষ্টি দ্বারা আমার চিত্তের ধৃতিধন চিত্তকোষ হইতে লুটিয়া লইতেছেন।

৯২৮পৃ ১০পং। বিহারসুরদীর্ঘিকা মমমনঃ ইতি ॥ অন্ত্য ১ম ৫৩শ্লো।

যে রাধিকা আমার মনকরীন্দ্রের বিহারগঙ্গস্বরূপা, আমার চক্ষুচকোরের শরচ্চন্দ্রের অতিশয় প্রভা এবং আমার বক্ষরূপ আকাশের আভরণ স্বরূপ সুন্দর তারাবলীর ন্যায়, সেই রাধিকাকে উন্নত মনোরথের সহিত অদ্য আমি প্রাপ্ত হইলাম।

৯২৮প ২১পং। কিং কাব্যেন কবেস্তস্য ইতি ॥ অন্ত্য ১ন ৫৪শ্লো।

অপরের হৃদয় লগ্ন হইয়া যদি তাহার মাথা চঞ্চল না করিতে পারে তবে কবির কাব্যে এবং ধানুকীর ধনুতে কি প্রয়োজন?

৯৩০পৃ ১৪পং। হৃদিযস্যেতি। অন্ত্য ১ম ৫৫শ্লো। অনুবাদ ১৫২৭ পৃষ্ঠায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয়পরিচ্ছেদের কথাসার।

মহাপ্রভুর সাক্ষাৎদর্শন, আবেশ ও আবির্ভাব যে যে স্থলে হইয়াছিল তাহার বিবরণে নকুলব্রহ্মচারীর কথা, নৃসিংহানন্দের মহিমা, ও অন্যান্যভক্তদিগের কথা লিখিয়াছেন। ভগবানা চার্য্যের নিষ্ঠা এবং স্বরূপদামোদর ভগবানের ভ্রাতা গোপাল-ভট্টাচার্য্যের মুখে মায়াবাদভাষ্য শুনিতে নিষেধ করেন। তদনন্তর ছোটহরিদাসের ভগবানাচার্য্যের আজ্ঞামতে মাধবীদেবীর নিকট হইতে চাউল ভিক্ষা করায় তাঁহাকে বৈরাগীর প্রকৃতি সম্ভাষণ দোষে প্রভু দ্বারবর্জ্জন করিলেন। বৈষ্ণবদিগের অনুরোধেও তাহাকে গ্রহণ করিলেন না। হরিদাস একবৎসর পরে প্রয়াগ ত্রিবেণীতে ডুবিয়া মরিয়া অপ্রাকৃত দেহে মহাপ্রভুকে গান শুনাইলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ আসিয়া সেই সম্বাদ বলিলে স্বরূপাদিসকলে অবগত হইলেন।

৯৩২পৃ ১পং। বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলমিতি। অন্ত্য, ২য়, ১শ্লো।

আমি শ্রীগুরুর পদকমল বন্দনা করি। গুরুসকল, বৈষ্ণবসকল, রূপগোস্বামী, সনাতনগোস্বামী, সগণ রঘুনাথ ও জীব, অদ্বৈতপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু এবং পরিজনসহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, গণসহিত ললিতাবিশাখাদিযুক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণ আমি বন্দনা করি।

৯৩২পৃ ৯ ১১পং। [নিস্তারের হেতু তার ত্রিবিধ আবির্ভাবে ॥]

জীবকে সাক্ষাৎদর্শন দিয়া, কোন যোগ্যভক্তজীবে আবিষ্ট হইয়া এবং কোন ভক্তজীবে আবির্ভাব হইয়া।

৯৩৩পৃ, ১৭পং। অম্বুয়া মুলুক্,—সে সময় মুলুক্‌বিভাগ করিয়া

এক একস্থানে যবনরাজদিগের তহশিল কাছারি ছিল। অম্বিকা নামক স্থানে একটী মুলুক ছিল। সেই অধিকারে প্যারিগঞ্জ যে স্থানটী এখন প্রসিদ্ধ আছে সেইস্থলে নকুলব্রহ্মচারী থাকিতেন।

৯৩৫পৃ, ৭পং। গৌরগোপালমন্ত্র, গৌরবাদীগণ গৌরাঙ্গনামে চতুরক্ষরী গৌরমন্ত্রকে উদ্দেশ করেন। কেবল-কৃষ্ণবাদীগণ রাধা-কৃষ্ণের চতুরক্ষর মন্ত্র এই গৌরগোপালমন্ত্র শব্দে উদ্দেশ করেন।

৯৩৬পৃ, ১৩পং। সন্দেশ, সম্বাদ।

৯৪১পৃ, ১৫পং। শারীরক ভাষ্য,—শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য কৃত বেদান্ত সূত্রভাষ্য।

৯৪১পৃ, ১৭,১৮পং। [মহাভাগবত কৃষ্ণ প্রাণধন যার ··· তার ॥]

কৃষ্ণ যাঁহার প্রাণধন এমন যে মহাভাগবত তিনিও যদি মায়াবাদপূর্ণ শারীরকভাষ্য শ্রবণ করেন, তাহারি চিত্ত অবনত হইয়া ভক্তিচ্যুত হয়।

৯৪২পৃ, ১৪পং। [স্বরূপ কহে তুম্‌হারা ··· ফাটে মন প্রাণ।]

যদিও তোমাদের চিত্ত কৃষ্ণনিষ্ঠ এবং শাঙ্করভাষ্যাদি শুনিয়া বিকৃত হয় না, তথাপি সেই মায়াবাদে ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ নিরাকার। এই জগৎ মায়ামাত্র মিথ্যা। জীব বস্তুত নাই কেবল অজ্ঞান কল্পিত এবং ঈশ্বরের মায়া মুগ্ধতারূপ অজ্ঞান। এই সকল কথা শুনিলে ভক্তের নিতান্ত দুঃখ হয়।

৯৪৩পৃ,৪পং। শাল্যান্ন,—শুক্ল শরুচাল।

৯৪৩পৃ, ১৯-২০পং। [প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি···বদন ॥]

বৈষ্ণব, হয় গৃহস্থ হইয়া স্ত্রীপরিবারের সহিত থাকিবেন, নতুবা স্ত্রীসম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইবেন। বৈরাগী হইলে আর স্ত্রীলোককে দর্শন বা সম্ভাষণ করিয়া অধিকার

থাকে না। পাপবাসনায় না হইলেও অথবা কোন ভক্তিকার্য্য উদ্দেশ করিয়াও সেই কার্য্যটা বৈরাগীর কর্ত্তব্য হয় না। অতএব বৈরাগী হইয়া যে প্রকৃতিসম্ভাষণ করে তাহাকে ধর্ম্মোচ্ছেদী বলিয়া তাহার মুখ আমি দেখিতে পারি না।

৯৪৪পৃ,২পং। দারুপ্রকৃতি হরে মুনেরপি মন,—কাষ্ঠনির্ম্মিতা নারীও মুনির মনহরণ করিতে পারে, অতএব নারীর সম্বন্ধ বৈরাগী অবশ্য ত্যাগ করিবেন।

৯৪৪পৃ, ৪পং। মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ইতি॥ অন্ত্য, ২য়, ২শ্লো।

মাতার সহিত, ভগ্নির সহিত ও দুহিতার সহিত নির্জ্জনে কখন বসিবে না, কেননা বলবান ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বানপুরুষেরও মন আকর্ষণ করিতে পারে॥ ২ ॥

৯৪৪পৃ ৬।৭পং। [ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য ··প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥]

যে পুরুষের সাধনভক্তির আলোচনা করিতে করিতে ভাবোদয় হইলে বিরক্তি জন্মে তাহারই বৈরাগ্যে অধিকার। সেই অবস্থা হইবার পূর্ব্বে যাহারা ভেকগ্রহণ করে তাহাদের বৈরাগ্যের নাম মর্কটবৈরাগ্য। অনধিকারী জীবসকল কোন না কোন কারণে অকালে বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া তদনন্তর ইন্দ্রিয়চালিত হইয়া, প্রকৃতি অর্থাৎ স্ত্রীলোকের সম্ভাষণ করিতে যায়। ইহাদিগকে ধর্ম্মধ্বজী বা ধর্ম্মকলঙ্ক জানিয়া অবশ্য দূর করিবে।

৯৪৪পৃ,১২পং। অল্প অপরাধ,—ছোট হরিদাসের মাধবীর নিকট অন্নভিক্ষা করায় অন্যকোন উদ্দেশ্য ছিল না, কেবল মহাপ্রভুর সেবাসুখ বাসনা ছিল। তথাপি সেইকার্য্যে একটী অপরাধ হইয়াছিল। ভেক লইয়া পুনরায় স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ করা যে একটী অপরাধ তাহা বৈরাগীর পক্ষে মহদপরাধ

বটে কিন্তু প্রভুসেবার জন্য সেইরূপ অপরাধকে সামান্য বলিলেও বলা যায়।

৯৪৬পৃ, ১৩পং। ত্রাস উপজিল সবভক্তগণে,—ভেকধারী ভক্তগণে এরূপ ভয় উপস্থিত হইল যে আর তাঁহারা কোন স্ত্রীলোকের সহিত কথা কন না।

৯৪৮পৃ, ১২পং। স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্—পুরুষ স্বীয় কর্ম্মের ফল ভোগ করেন।

৯৪৮পৃ ১৬পং। [প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত।]

ভেকধারী বৈষ্ণব যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক স্ত্রীলোক দর্শন করেন তাহা হইলে ভবিষ্যৎ জন্মে নির্দ্দোষ হইবার অভিপ্রায়ে ত্রিবেণী ডুবিয়া মরাই প্রায়শ্চিত্ত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয়পরিচ্ছেদের কথাসার।

পুরুষোত্তমে কোন সুন্দরী ব্রাহ্মণযুবতীর 'একটি অতিসুন্দর পুত্রছিল। তাহাকে প্রতিদিন মহাপ্রভুর নিকট আসিতে দেখিয়া দামোদরপণ্ডিত কহিলেন, এই বালককে আদর করিলে লোকে আপনার চরিত্রে সন্দেহ করিবে। এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু দামোদরকে শ্রীনবদ্বীপে স্বীয়জননীর তত্ত্বাবধা-রণ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। দামোদরকে কহিলেন 'যে আমি মাতার নিকট মধ্যে মধ্যে গিয়া ভোজন করি একথা তাঁহাকে

স্মরণ করাইয়া দিও। দামোদর মহাপ্রসাদাদি লইয়া নবদ্বীপ-গেলেন। তদনন্তর ব্রহ্মহরিদাসকে মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, কলিকালে যবন সকল কিরূপে উদ্ধার হইবে? হরিদাস তাহাতে সঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য বলিয়া সকলেই নামাভাসে উদ্ধার হইবে এরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন। এইস্থলেকবিরাজগোস্বামী বেনাপোলের বনে পাষণ্ডব্রাহ্মণ রামচন্দ্রখানের প্রেরিত বেশ্যা হরিদাসের কৃপায় উদ্ধার হইয়াছিল তাহার বিবরণ বলিলেন। রামচন্দ্রখানের বৈষ্ণবাপরাধে পরে নিত্যানন্দপ্রভুর অভিশাপে যে দুর্দ্দশাহইয়া-ছিল তাহাও বর্ণিতহইয়াছে। বেনাপোল হইতে চাঁদপুরে আসিয়া বলরামআচার্য্যের গৃহে হরিদাস রহিলেন। হিরণ্যগোবর্দ্ধনমজুম-দারের সভায় নামতত্ত্ব লইয়া হরিদাসঠাকুর ও গোপালচক্রবর্ত্তী আরিন্দার সহিত যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল এবং হরি-দাসের প্রতি অপরাধ করায় গোপালচক্রবর্ত্তীর কুষ্ঠরোগরূপ-দণ্ডের বর্ণন আছে। হরিদাস চাঁদপুর হইতে শান্তিপুরে গিয়া আচার্য্যের গৃহে রহিলেন। তথায় মায়াদেবীর ছলনা ও হরিদাসের কৃপায় মায়াদেবী কৃষ্ণনাম প্রাপ্ত হইলেন।

৯৪৯পৃ ১৪পং। বৃন্দেহং মিতি॥ অন্ত্য. ৩য়. ১শ্লো। অনুবাদ ১৬০০ পৃষ্ঠায়।

৯৫০পৃ, ৬পং। দামোদর—পণ্ডিত দামোদর।

৯৫০পৃ ১৭।১৮পং। [অন্যোপদেশে পণ্ডিত কহে · গোসাঞি॥]

দামোদর পণ্ডিত মহাপ্রভুকে কহিতেছেন, আপনি অন্যকে উপদেশকরিতে পণ্ডিত, সকলে আপনাকে "গোসাঞি" "গোসাঞি" বলে; এবে জানা যাইবে আপনি কিরূপে গোসাঞি থাকেন।

৯৫১পৃ, ৬পং। রাণ্ডী, বিধবা।

৯৫২পৃ ২পং । [নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে ।]

ধর্ম্মরক্ষকগণ নিরপেক্ষ হইবেন, অর্থাৎ কোনপ্রকারের লোকাপেক্ষার দ্বারা ধর্ম্মকে কুণ্ঠিত হইতে দিবেন না।

৯৫২পৃ ১৭,১৮পং । [ভোজন করিয়ে আমি ··স্ফূর্ত্তি করি মান ॥]

যখন তোমার জগতে বাহ্যদৃষ্টি হয় তখন তোমার মনে এই স্ফূর্ত্তিমাত্র হয় যে নিমাঞিত আমার স্মরণপথে আসিয়াছিলেন। কিন্তু আমি সত্যই তোমার নিকট গিয়া অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোজন করি।

৯৫৫পৃ ৮পং । [দংষ্ট্রী দংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হারামেতি ॥ অন্ত্য, ৩য়, ২শ্লো ।]

কোন ম্লেচ্ছ কোন দংষ্ট্রী বরাহকর্তৃক দন্তাঘাত প্রাপ্ত হইয়া ঘৃণাপূর্ব্বক হারাম, হারাম, এই শব্দ বলিয়াও মরণ সময়ে মুক্তি লাভ করিয়াছিল। 'হারাম' শব্দে হা রাম, এই সাঙ্কেতিক রাম শব্দ থাকায় সেই ম্লেচ্ছ নাম সঙ্কেতে উদ্ধার হইয়া গেল। শ্রদ্ধা করিয়া রাম নাম লইলে যে কি হয় তাহা বলা যায়না ॥ ২ ॥

৯৫৫পৃ ১৭পং । নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতমিতি ॥ অন্ত্য, ৩য়, ৩শ্লো ।]

একটী হরিনাম যাঁহার মুখে উদয় হয়, স্মরণপথগত হয় বা শ্রোত্রমূল প্রাপ্ত হয়; শুদ্ধ বর্ণে উক্ত হউক বা ব্যবধানযুক্ত অশুদ্ধবর্ণে হউক এবং ব্যবহিত রহিত হউক বা খণ্ডোচ্চারিত হউক নামগৃহীতাকে অবশ্য উদ্ধার করিবে। হে বিপ্র, নামের এইরূপ মাহাত্ম্য। কিন্তু যদি সেই নামাক্ষর দেহ, দ্রবিণ, জনতা লোভ এইসকল পাষাণস্বরূপ অপরাধ মধ্যে পতিত হয় তাহা হইলে শীঘ্র ফলজনক হয় না অর্থাৎ নামাপরাধনিবৃত্তির যে উপায় আছে তাহা অবলম্বন না করিলে হয় না ॥ ৩ ॥ (লোভ পাষণ্ড মধ্যে পাঠও আছে।)

৯৫৬পৃ ২পং। তংনির্ব্যাজং ভজগুণনিধে পাবনমিতি ॥ অন্ত্য, ৩য়, ৪শ্লো।

হে গুণনিধি! তুমি পরম পাবন উত্তমশ্লোকমৌলী শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধামূলক মতির সহিত অতি শীঘ্র সরলভাবে ভজন কর। কেননা তাঁহার নামরূপ সূর্য্যের আভাষও অন্তকরণে উদয় হইলে মহাপাতক অন্ধকার রাশিকে বিনষ্ট করে ॥ ৪ ॥

৯৫৬পৃ, ৮পং। ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ ইতি ॥ অন্ত্য, ৩য়, ৫শ্লো।

পুত্রোপচারে হরিনাম গ্রহণকরিয়া মুমূর্ষু অজামিল বৈকুণ্ঠধাম গমন করিয়াছিল, শ্রদ্ধা করিয়া নাম লইলে কি হয় বলা যায়না?

৯৫৭পৃ ১৭।১৮পং। [সব মুক্ত করি তুমি · উদ্বুদ্ধ করিবে ॥]

হে প্রভো, তুমি অবতীর্ণ হইয়া যত জীবের সহিত সম্বন্ধ করিলে সকলেই উদ্ধার হইবে। এইরূপ ব্রহ্মাণ্ড যদি উদ্ধার হইয়া গেল তথাপি অনন্ত সূক্ষ্মজীবকে পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্র উদ্বুদ্ধ করিবে এইরূপে ব্রহ্মাণ্ড পুনরায় পরিপূরিত হইবে।

৯৫৮পৃ, ৮পং। ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ইতি ॥ অন্ত্য, ৩য়, ৬শ্লো।

জন্মরহিত ভগবান যোগেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণে এইরূপ বিস্ময় করার আবশ্যক নাই, যে কৃষ্ণ হইতে এই স্থাবরাস্থাবর জগত সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হয় ॥ ৬ ॥

৯৫৮পৃ, ১১পং। অয়ং হি ভগবান্ দৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ ইতি ॥ অন্ত্য, ৩য়, ৭শ্লো।

এই ভগবান্ দ্বেষানুবন্ধের সহিত দৃষ্ট, কীর্ত্তিত বা সংস্মৃত হইলেও অখিল সুরাসুরাদির পক্ষে দুর্লভ ফল দিয়া থাকেন। সম্যক্ ভক্তিমানদিগের সম্বন্ধে কথা কি? ॥ ৭ ॥

৯৫৯পৃ ১২পং। [মনের সন্তোষে তারে কৈল···করিল বর্জন ॥]

হরিদাসের তাত্ত্বিকবাক্য সকল শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু বাহ্য প্রকাশে স্বীয় স্তুতিবাক্য বর্জ্জন করিলেন।

৯৫৯পৃ ৬পং। উল্লঙ্ঘিত ইতি॥ অন্ত্য, ৩য়, ৮শ্লো। অনুবাদ ১২৮৮ পৃষ্ঠায়।

৯৫৯পৃ, ১৬পং। চৈতন্যমঙ্গলে,—চৈতন্যভাগবত, আদি, চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

৯৬০পৃ, ২পং। বেণাপোল,—যশোর জেলার গ্রাম।

৯৬৬পৃ ১৩পং। চান্দপুরে—সপ্তগ্রাম ত্রিবেণীতে হিরণ্য গোবর্দ্ধনের বাটীর পূর্ব্বদিকে চাঁদপুরগ্রাম। তদীয় পুরোহিত বলরাম ও যদুনন্দন আচার্য্যের ঘর।

৯৬৬পৃ, ১৫পং। মুলুক—সপ্তগ্রামমুলুক।

৯৬৮পৃ ২পং। এবং ব্রত ইতি॥ অন্ত্য, ৩য়, ৯শ্লো। অনুবাদ ১৩১১ পৃষ্ঠায়।

৯৬৮পৃ ৭পং। অংহঃ সংহরদখিলমিতি॥ অন্ত্য, ৩য়, ১০শ্লো।

জগন্মঙ্গল হরিনাম জয়যুক্ত হউন, সূর্য্য যেরূপ উদয় হইয়া তিমির সমুদ্র নাশ করেন তদ্রূপ হরিনাম একবার উদয় হইলে সকল লোকের পাপ নাশ করেন।

৯৬৮পৃ ১০পং। ম্রিয়মাণঃ ইতি। অন্ত্য, ৩য় ১১শ্লো অনুবাদ ১৬২০ পৃ।

৯৬৮পৃ ২১পং। [যে মুক্তি ভক্ত না লয় সে কৃষ্ণ চাহে দিতে।]

শুদ্ধ ভক্তকে কৃষ্ণ মুক্তি দিতে চাহিলেও সে লয় না।

৯৬৯পৃ ২পং। সালোক্য ইতি॥ অন্ত্য, ৩য়, ১২শ্লো॥ অনুবাদঃ ৩১০পৃষ্ঠায়।

৯৬৯পৃ, ৬পং। আরিন্দা,—তহশীল সহকারী পদাতিক।

৯৬৯পৃ ২০পং। হরিরিতি॥ অন্ত্য, ৩য়, ১৩শ্লো॥ অনুবাদ ১৩৩৪ পৃষ্ঠায়।

৯৭০পৃ,৮পং। ঘট পটিয়া,—ঘটপটলইয়া নৈয়ায়িকের বৃথা তর্ক।

৯৭২পৃ, ১০পং। শ্রাদ্ধপাত্র,—বৈষ্ণবদিগের শ্রাদ্ধদিবসে ভগবন্নিবেদনপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার আদ্য বৈষ্ণবও ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার বিধান আছে। অদ্বৈতপ্রভুর সংসারে সেইরূপ শ্রাদ্ধ দিবস উপস্থিত হইলে শ্রাদ্ধপাত্র হরিদাসকে খাওয়াইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চতুর্থপরিচ্ছেদের কথাসার।

শ্রীসনাতন গোস্বামী মাথুরমণ্ডল হইতে একলা ঝারিখণ্ড বনপথে পুরুষোত্তম আসিলেন। পথে জলের দোষেও উপবাসের জন্য তাঁহার গাত্রে কণ্ডুরসা হয় কণ্ডুরসার যাতনায় তিনি মনে করিয়াছিলেন, যে প্রভুর সম্মুখে জগন্নাথের রথচক্রে দুষ্ট শরীর পরিত্যাগ করিব। পুরুষোত্তম আসিয়া হরিদাসের বাসায় রহিলেন। মহাপ্রভু তাহাকে দেখিয়া বড় হর্ষান্বিত হইলে পরে অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তির কথা বলিলেন। সনাতন গোস্বামী অনুপমের রামচরণ নিষ্ঠা কথা বলিলেন। একদিন মহাপ্রভু সনাতনকে বলিলেন যে দেহত্যাগাদি তমোধর্ম্ম। দেহত্যাগের দ্বারা কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায়না। তুমি এই তমোবুদ্ধি পরিত্যাগ কর। তোমার শরীর আমাকে অর্পণ করিয়াছ, এ শরীর তোমার পরিত্যাগের অধিকার নাই। তোমার এই শরীরের দ্বারা আমি অনেক ভক্তিশাস্ত্র প্রচার এবং বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিব। মহাপ্রভু উঠিয়া গেলে হরিদাসও সনাতনের অনেক কথোপকথন হইল। এক দিবস প্রভু সনাতনকে যমেশ্বর টোটায় ডাকিয়া পাঠাইলে তিনি সমুদ্র পথে গিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসা ক্রমে সনাতন কহিলেন যে সিংহদ্বার পথে জগন্নাথ-সেবকেরা গমনাগমন করেন বলিয়া আমি বালুকাপথে আসিয়াছি, আমার পায় যে ফোস্কা হইয়াছে তাহা আমি জানিতে পারি নাই। ঐ বিধ মর্য্যাদাস্থাপক সনাতন বাক্য শুনিয়া প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন। কণ্ডুরসা প্রভুর গায় লাগিবে বলিয়া সনাতন দূরে থাকেন

তথাপি প্রভু বলপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন, ইহাতে সনাতন অসুখী হইয়া জগদানন্দপণ্ডিতকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায় জগদানন্দ তাহাকে রথযাত্রার পর বৃন্দাবনযাইতে উপদেশদিলেন। মহাপ্রভু তাহা শুনিয়া জগদানন্দকে কিছু তিরস্কার করিলেন এবং সনাতনের তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইলেন। আরও কহিলেন তুমি শুদ্ধভক্ত তোমার দেহেব ভদ্রাভদ্র বিচার্য্য নয়। বিশেষতঃ আমি সন্ন্যাসী, আমার সেরূপ বিচার করাই উচিত নয়, অবশেষেও কহিলেন যে তোমরা আমার লাল্য এবং আমি লালক, অতএব তোমাদের ক্লেদে আমার ঘৃণা নাই। এই সকল প্রসঙ্গের পর মহাপ্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন করিলে সনাতনের অঙ্গ হইতে কণ্ডুরসাপ্রভৃতি সমস্ত দূরীভূত হইল। সে বৎসর ক্ষেত্রে রাখিয়া সনাতনকে শ্রীবৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা দিলেন। সনাতনও সেই আজ্ঞানুসারে বনপথ অবলম্বন করিয়া বৃন্দাবন চলিয়া গেলেন। রূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর চরণ হইতে বিদায় হইয়া গৌড়দেশে একবৎসর পর্য্যন্ত থাকিয়া কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ ও দেবালয়ে সকল অর্থ বাঁটিয়া দিয়া, বৃন্দাবন গিয়া সনাতনের সহিত মিলিত হইলেন। তদনন্তর কবিরাজগোস্বামী রূপ, সনাতন ও জীবের কৃত গ্রন্থ সমূহের নামোল্লেখ করিয়াছেন।

৯৭৭পৃ, ১৪পং। বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তং শ্রীগৌর ইতি ॥ অন্ত্য, ৪র্থ, ১শ্লো।

শ্রীগৌরচন্দ্র বৃন্দাবন হইতে আগত সনাতনকে দেহপাত হইতে স্নেহক্রমে উদ্ধারকরিয়া পরীক্ষাপূর্ব্বক শুদ্ধ করিয়াছিলেন।

৯৭৮পৃ, ৪পং। খাজুয়া—খোস পাঁচড়া।

৯৮২পৃ, ১৬পং। চক্র, নীলচক্র।

৯৮৩পৃ ১২পং। ন সাধয়তি ইতি ॥ অন্ত্য, ৪র্থ, ২শ্লো। অনুবাদ, ১৩১৪ পৃ।

৯৮৩পৃ ১৬।১৭পং। [প্রেমী ভক্ত বিয়োগ···না পায় মরিতে ॥]

কোন প্রেমীভক্ত দেহত্যাগ করিলে তাহার বিচ্ছেদে ভক্ত নিজ দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন ; সেই প্রেমে তিনি কৃষ্ণকে পান, দেহত্যাগকরিতে পাননা। কৃষ্ণ তাহাকে মরিতে দেন না।

৯৮৪পৃ ৩পং। যস্যাংঘ্রিপঙ্কজরজঃ স্নপনমিতি ॥ অন্ত্য, ৪র্থ, ৩শ্লো।

আত্মতমঃ বিনাশের জন্য শিবের ন্যায় মহান্তসকল যাঁহার পাদপদ্মরজে স্নানবাঞ্ছা করেন, হে অম্বুজাক্ষ, সেই তোমার প্রসাদ যদি আমি না পাই, তাহা হইলে তোমার প্রাপ্তি ব্রতে কৃশ হইয়া জীবন পরিত্যাগ করতঃ শত জন্মের পরেও তোমার প্রসাদ লাভ করিব ॥ ৩ ॥

৯৮৪পৃ ৮পং। সিঞ্চাঙ্গন স্বদধরামৃতপূরকেণ ইতি ॥ অন্ত্য, ৪র্থ, ৪শ্লো।

হে প্রিয়, তোমার হাস্যাবলোক দর্শন ও কলগীত শ্রবণে আমাদের যে কামাগ্নি বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা তোমার অধরামৃত পুর দ্বারা তুমি সিঞ্চনপূর্ব্বক শীতল কর। তাহা না করিলে আমরা তোমার বিরহজ অগ্নিদগ্ধদেহ হইয়া ধ্যানের দ্বারা হে সখে, তোমার চরণের পদবী লাভ করিব ॥ ৪ ॥

৯৮৪পৃ ২১পং। বিপ্রাদিতি ॥ অন্ত্য, ৪র্থ, ৫শ্লো ॥ অনুবাদ ১৫৩৯ পৃ।

৯৯৩পৃ, ২পং। নির্ব্বিণ্ণ,—নির্ব্বেদ অর্থাৎ বিরাগযুক্ত।

৯৯৫পৃ ৯।১০পং। [প্রাকৃত হৈলে তোমার বপু পারি ··অপ্রাকৃতে ॥]

তুমি বৈষ্ণব তোমার দেহ অপ্রাকৃত তাহাতে ভদ্রাভদ্র বুদ্ধি করা উচিত নয়, তাহাতে আবার আমি সন্ন্যাসী আমার পক্ষে তোমার দেহ যদি প্রাকৃতও হইত তথাপি তাহা উপেক্ষা করিতে পারিতাম না, কেননা অপ্রাকৃত স্বরূপ-সন্ন্যাসীর পক্ষে ভদ্রাভদ্র বস্তু জ্ঞান থাকা উচিত নয়।

৯৯৫পৃ ১২পং। কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা ইতি ॥ অন্ত্য, ৪র্থ, ৬শ্লো।

দ্বৈতবস্তুর বাক্যোদিত এবং মনকর্ত্তৃক ধ্যাত সমস্তই অনৃত। অতএব তাহাতেই ভদ্র কি অভদ্র এরূপ ভেদ আছে। বিস্ময় অদ্বৈত বস্তুর সে রকম কিছুই নাই ॥ ৬ ॥

৯৯৫পৃ ১৭পং। বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে ইতি ॥ অন্ত্য, ৪র্থ, ৭শ্লো।

বিদ্যাবিনয় বিশিষ্ট ব্রাহ্মণে গরুতে এবং হস্তিতে, কুকুরে এবং চণ্ডালে যাঁহারা সমদর্শী তাঁহারাই পণ্ডিত।

৯৯৫পৃ ২০পং। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো ইতি ॥ অন্ত্য, ৪র্থ, ৮শ্লো।

জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা পরিতৃপ্ত কূটস্থ আত্মা সর্ব্বদা জিতেন্দ্রিয় তাহাকেই যোগী বলা যায়। লোষ্ট্র প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমবুদ্ধি ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পঞ্চমপরিচ্ছেদের কথাসার।

শ্রীহট্টনিবাসী প্রদ্যুম্নমিশ্র মহাপ্রভুর নিকট কৃষ্ণকথা শুনিতে ইচ্ছা করিলে তিনি তাহাকে রামানন্দের নিকট পাঠাইলেন। রামানন্দের দেবদাসীগণের সহিত ব্যবহার শুনিয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন। মহাপ্রভু রামানন্দের তত্ত্ব পরে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। মিশ্ররামানন্দের নিকট পুনরায় গিয়া তাঁহার নিকট তত্ত্বোপদেশ গ্রহণ করিলেন। বঙ্গদেশী একবিপ্র মহাপ্রভুর লীলা সম্বন্ধে একখানি নাটক রচনা করিয়া আনিলে স্বরূপগোস্বামী তাহা শ্রবণ করতঃ তাহাতে মায়াবাদ দোষ দেখাইয়া দিলেন, তথাপি তাঁহার কৃত কবিতার দ্বিতীয়ার্থ করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন, সেই কবিতার্থ হইয়া সর্ব্বত্যাগ করিয়া নীলাচলে বৈষ্ণবদিগের আশ্রয়ে রহিলেন।

১০০২পৃ ২পং। বৈগুণ্যকীটকলিনঃ ইতি॥ অন্ত্য ৫ম ১শ্লো।

বৈগুণ্যকীটদষ্ট, হিংসাপীড়িত দৈন্যসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া, আমি চৈতন্যরূপ বৈদ্যকে আশ্রয় করিলাম॥ ১॥

১০০২পৃ, ১৪পং। প্রভু কহেন,—মহাপ্রভু বলিলেন।

১০০৩পৃ, ২পং। ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসামিতি॥ অন্ত্য, ৫ম, ২শ্লো।

পুরুষের উত্তমরূপ অনুষ্ঠিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যদি কৃষ্ণকথায় রতি উৎপন্ন না করে তাহা হইলে সেইধর্ম্মও শ্রমমাত্র॥ ২॥

১০০৪পৃ, ১২পং। [সেব্য বুদ্ধি আরোপিয়া…করে আরোপন॥]

রায়রামানন্দ জগন্নাথবল্লভ বলিয়া একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। সেই নাটক শ্রীজগন্নাথদেবের নিকট অভিনয় করাইবার জন্য দুই দেবকন্যা অর্থাৎ নবীনাদেবদাসী (যাহাদের এখন মাহারী বলে) আনাইয়া তাহাদিগকে সেই নাটকের অভিনয় যোগ্য গোপীভাব শিক্ষা দিতেছিলেন।

সেই দুই কন্যা, প্রধানা গোপীদিগের লীলাভিনয় করিবেন বলিয়া তাহাদের শরীরে প্রধানা গোপীবুদ্ধিরূপ সেব্য বুদ্ধি আরোপ করিয়া স্বয়ং তদনুগত দাসীভাব গ্রহণপূর্ব্বক অভিনয়ের গীত সেবাদি শিক্ষা দিতেছিলেন। আপনাকে শ্রীমতীর দাসী জানিয়া শ্রীমতীর অভিনয়কারিণীতে সেব্যবুদ্ধি আরোপ করতঃ তাঁহার দেহসংস্কার ও মণ্ডনাদি করিতেছিলেন।

১০০৫পৃ, ৬পং। বিদায়করিয়া,—বিদায় লইয়া।

১০০৬পৃ, ১৪পং। তিন গুণ,—সত্ত্ব, রজ, তম এই তিন গুণের ক্ষোভেতে যে স্ত্রীপুরুষব্যবহার ইচ্ছা, তাহা তাহার হয়না।

১০০৬পৃ, ১৮পং। বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভি ইতি॥ অন্ত্য, ৫ম, ৩শ্লো।

এই রাসপঞ্চাধ্যায়ের ব্রজবধূদিগের সহিত কৃষ্ণের ক্রীড়া।। সঙ্গিনী ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।

বর্ণনা যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শুনেন বা বর্ণন করেন সেই ধীর-পুরুষ ভগবানে পরাভক্তি যথেষ্ট লাভ করতঃ হৃদ্রোগরূপ জড়-কামকে শীঘ্র দূর করেন। তাৎপর্য্য এই যে কৃষ্ণলীলা সমস্তই চিন্ময়। চিন্ময়ী গোপীদিগের সহিত পূর্ণ চিন্ময় কৃষ্ণের লীলা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্থাৎ চিন্ময়তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার যত্নের সহিত আলোচনা করিতে করিতে জড়াশক্তি এবং জড়কামাদি চিৎ-প্রেমের উদয় পরিমাণে দূর হইতে থাকে। সম্পূর্ণ চিন্ময়লীলা উদিত হইলে আর কিছুমাত্র জড়কামের গন্ধ থাকে না ॥ ৩ ॥

১০১০পৃ, ১১।১৪পং। [সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের·· হয় শ্রোতা ॥]

সন্ন্যাসীগণ মনে করেন যে তাহারা সংসারে ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া বেদান্ততত্ত্ব অনুশীলন করতঃ জগতের গুরু হইয়াছেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ মনে করেন যে স্মৃতি অনুসারে সর্ব্ববর্ণের গুরু ব্রাহ্মণ ; অতএব ব্রাহ্মণপণ্ডিত ব্যতীত পরমার্থ তত্ত্ব শিক্ষা দিবার আর কাহারও অধিকার নাই, এই দুই গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতগণ আপনাহইতে উচ্চতম শূদ্রের নিকট ধর্ম্মশিক্ষা করিতে অনিচ্ছুক হইয়া অনেক সময়ে অনুন্নতমতি হইয়া পড়েন। বৈষ্ণবধর্ম্মে ইহাই স্বীকৃত আছে যে যিনি প্রাকৃত অপ্রাকৃত তত্ত্বের ভেদ জানিয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বজীবের উপদেষ্টা, ইহাতে জন্মগত বর্ণাদি ও সংস্কারগত আশ্রমাদির অপেক্ষা নাই। জগত্তারণ মহাপ্রভু এই তত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য স্বীয় পূর্ব্বাশ্রমের জ্ঞাতি সন্তান প্রদ্যুম্ন-মিশ্রকে রামানন্দের নিকট তত্ত্বশিক্ষার জন্য পাঠাইয়াছিলেন।

১০১২পৃ, ০৭পং। যদ্বা তদ্বা কবি—যে সে কবি অর্থাৎ রসতত্ত্ব এবং বৈষ্ণবসিদ্ধান্ততত্ত্ব ভালরূপই না জানিয়া যাহারা রচনা করে।

১০১২ পৃ, ১৭ পং।—গ্রাম্যকবি—যে সকল কবি গ্রাম্য স্ত্রীপুরুষের বিষয়ে কবিতা রচনা করে।

১০১২পৃ, ১৮পং। বিদগ্ধ আত্মীয়বাক্য,—তত্ত্ব চতুর ভক্ত সম্প্রদায়ের আত্মীয়ব্যক্তির রচনা।

১০১৩পৃ, ৮পং। বিকচকমলনেত্রে ইতি॥ অন্ত্য, ৫ম, ৪শ্লো।

যিনি কনককান্তি আপনাতে ন্যস্ত করিয়া বিকশিত কমল-নেত্রস্বরূপ শ্রীজগন্নাথে আত্মতা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং অশেষ প্রকৃতি জড়কে চেতনা দান পূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্যদেব তোমার মঙ্গল বিধান করুন॥ ৪॥

১০১৪পৃ, ১২পং। দেহদেহীবিভাগোয়মিতি। অন্ত, ৫ম, ৫শ্লো।

ঈশ্বরে দেহদেহী ভেদ নাই॥ ৫॥

১০১৪পৃ, ১৪পৃং। নাতঃ পরমিতি॥ অন্ত্য, ৫ম, ৬শ্লো। অনুবাদ ১৬০৪ পৃ।

১০১৪পৃ, ১৯পং। তদ্বা ইতি। অন্ত্য, ৫ম, ৭শ্লো। অনুবাদ ১৬০৪ পৃষ্ঠায়।

১০১৫পৃ, ৪পং। হ্লাদিন্যা ইতি॥ অন্ত্য, ৫ম, ৮শ্লো। অনুবাদ ১৫২১ পৃ।

১০১৬পৃ, ৪পং। বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞমিতি॥ অন্ত্য, ৫ম, ৯শ্লো।

ইন্দ্র কহিলেন, এই বাচাল, মূঢ়, স্তব্ধ, অজ্ঞ, পণ্ডিতাভিমানী মরণশীল কৃষ্ণকে আশ্রয়পূর্ব্বক গোপসকল আমার অপ্রিয় সাধন করিয়াছে।

১০১৬পৃ, ১২পং। বন্দ্যাভাবে অনম্রস্তব্ধ শব্দকয়—যাঁহার আরবন্দ্য কেহনাই তিনি সুতরাং অনম্র ইহা স্তব্ধশব্দেপ্রকাশহয়।

১০১৬পৃ, ১৭পং।—নাযুঝিমু যাহি বন্ধু হন,—হে বন্ধুনাশক ! তুমি, যাও। তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না।

১০১৬পৃ, ২০পং। অবিদ্যাবন্ধু—সকলকে বাঁধে বলিয়া অবিদ্যাবন্ধু। সেই বন্ধুকে যিনি নাশ করেন তিনি বন্ধুহা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের কথাসার।

মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেমের উৎকট ভাবোদয় সময়ে স্বরূপ ও রামানন্দ অনেক সান্ত্বনা করেন। এই সময় রঘুনাথদাস আসিয়া পৌঁছিলেন। রঘুনাথদাস বহুদিন হইতে প্রভুর পদাশ্রয় করিবার যত্ন পাইতেছেন। মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবার ছলে যে সময়ে শান্তিপুরে যান, তখন তাঁহার চরণাশ্রয় করিবার প্রার্থনা করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে যুক্তবৈরাগ্য করিবার উপদেশ করিলেন। ইত্যবসরে কোন ম্লেচ্ছচৌধুরী হিরণ্যদাসের প্রতিহিংসা করিয়া গৌড় হইতে উজিব আনাইলে হিরণ্যদাস পলাইত হইলেন। রঘুনাথদাসের বুদ্ধিবলে তাঁহাদের সে উৎপাত মিটিয়া গেল। রঘুনাথদাসের পানিহাটি গিয়া নিত্যানন্দপ্রভুর আজ্ঞায় চিঁড়া মহোৎসব করিলেন। সেই মহোৎসবের পর দিন নিত্যানন্দ প্রভু কৃপা করিয়া রঘুনাথকে চৈতন্যচরণ পাইবার আশীর্ব্বাদ করিলেন। তদনন্তর রাত্রে বাসুদেবদত্তের অনুগৃহীত পুরোহিত এবং স্বীয় গুরু ও পুরোহিত যদুনন্দনাচার্য্য তাঁহার গৃহে আইলে তাঁহার সহিত কিছুদূর গিয়া রঘুনাথ একা পলাইয়া গেলেন। গুপ্ত পথদিয়া ১২ দিবসে পুরুষোত্তমে পৌছিয়া মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে স্বরূপের রঘু এই নাম দিয়া স্বরূপগোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। রঘুনাথ পাঁচ দিবস প্রসাদ পাইয়া বহুদিন সিংহদ্বারে অযাচক বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। পরে মহাপ্রসাদ ছত্রে মাগিয়া খাইতে লাগিলেন। রঘুনাথের পিতা সম্বাদ পাইয়া মনুষ্য ও অর্থ পাঠাইলে রঘুনাথ

তাহাদের নিকট হইতে কোন স্থূল অর্থ গ্রহণ করিলেন না। মহাপ্রভু রঘুনাথের ছত্রে ভিক্ষা, শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে স্বীয় গুঞ্জামালা ও গোবর্দ্ধনশীলা দান করিলেন। পরে দাসগোস্বামী পরিত্যক্ত সড়াপ্রসাদ ধুইয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে স্বরূপ ও মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইয়া সেই প্রসাদ বলপূর্ব্বক আস্বাদন করিয়া রঘুনাথকে কৃপা করিলেন।

১০১৯পৃ, ২পং। কৃপাগুণৈ র্যঃ কুগৃহান্ধকূপাদিতি॥ অন্ত্য, ৬ষ্ঠ, ১শ্লো।

যিনি কৃপাগুণে গৃহান্ধকূপ হইতে ভঙ্গীপূর্ব্বক রঘুনাথদাসকে উদ্ধার করিয়া স্বরূপের নিকট অর্পণ করতঃ তাঁহাকে অন্তরঙ্গ ভক্ত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণে আমি প্রপন্ন হই।

১০২০পৃ, ১২পং। মর্কট বৈরাগ্য,—গৃহস্থের পক্ষে বৈরাগীর বেশাদিধারণ করিয়া থাকাকেও মর্কট বৈরাগ্য বলে।

১০২০পৃ, ১৯পং। মকরা,—ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া।

১০২১পৃ, ৩পং। কৈফিয়ৎ,—বিবরণ পত্র।

১০২১পৃ, ৯পং। [বিশেষে কায়স্থ বুদ্ধ্যে অন্তরে করে ডরে।]

মাত্ত্বধনীর পুত্র এবং পণ্ডিত জানিয়া বিশেষতঃ ব্রাহ্মণানুগত অতি প্রধান কায়স্থবর্ণ হইতে জাত, ইহা জানিয়া তাঁহাকে মারিতে পারে না। কায়স্থগণ সত্যযুগ হইতেই রাজকর্ম্মচারী। ইহাতে ক্ষত্রিয়ের সহিত তাঁহাদের তুল্য সম্মান যথা যাজ্ঞবল্ক্যে, চাটতস্করদুর্ব্বৃত্তৈর্মহাসাহসিকাদিভিঃ। পীড্যমানা প্রজারক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ। রাজার ধর্ম্ম এই যে দুষ্টলোকের হস্ত হইতে প্রজারক্ষা করিবেন। আবার নিজ প্রধান কর্ম্মচারী রাজবল্লভ-কায়স্থগণ যদিও কর্ম্মসূত্রে প্রজাদিগের উপর পীড়ন করে, তাহাও বিশেষতঃ দেখিবেন। কেন না রাজার প্রধান কর্ম্মচারীগণ

কোন দৌরাত্ম্য করিলে রাজার বিশেষ মনোযোগ ব্যতীত তাহা হইতে রক্ষা নাই।

১০২৩পৃ, ৪পং। প্রারব্ধ,—পূর্ব্ব জন্মের যে সকল কর্ম্ম যাহা ফলোন্মুখী হইয়াছে।

১০২৪পৃ, ১৪পং। হোলনা,—মৃৎপাত্র বিশেষ।

১০২৭পৃ, ১০পং। আরোয়াচিড়া, আতপচিড়া।

১০৩২পৃ,১৮পং। যো দুস্ত্যজানিতি॥ অন্ত্য, ৬ষ্ঠ, ২শ্লো। অনুবাদ ১৫৮৩পৃ।

১০৩৪পৃ, ১৩পং। অভ্যন্তর, অন্দর বাড়ী।

১০৩৪পৃ, ১৯।২০পং। [তাসবার সঙ্গে রঘুনাথ…তবহি ধরা পড়ে॥]

গৌড়ভক্তগণ যখন নীলাচলে যান, তখন তাঁহাদের সঙ্গ সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধ ও প্রকট হইয়া পড়ে। সেই সঙ্গে গেলে পিতা ধরিয়া আনিবেন এই ভয়ে তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে পারেন না।

১০৩৭পৃ, ১৪। কুগ্রাম কুগ্রাম দিয়া সবে করিল প্রয়াণ,—সামান্য সামান্য গ্রাম দিয়া গমন করিলেন।

১০৩৭পৃ, ১৪পং। [চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে আমি আজা করি মানে॥]

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে আমি তাঁহাদিগকে আজা অর্থাৎ মাতামহ করি মানি।

১০৩৮পৃ, ২০পং। [শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে বৈষ্ণবের প্রায়॥]

বৈষ্ণবের ন্যায় বেশভূষা, দেবসেবাদি থাকিলেও শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে পারেনা, কেননা যে পর্য্যন্ত অন্যাভিলাষিতা শূন্যং ইত্যাদি লক্ষণ না হয় সে পর্য্যন্ত দীক্ষাদি প্রাপ্ত হইয়াও বৈষ্ণবপ্রায়থাকে।

১০৩৯পৃ, ৯পং। তিন রঘুনাথ,—বৈদ্য রঘুনাথ, ভট্টরঘুনাথ ও দাসরঘুনাথ।

১০৪১পৃ,১৪পং। রস—তিক্ত, মিষ্ট, অম্ল, লবণ, কটু কষায় রস।

১০৪২পৃ, ১৫।১৮পং। [গ্রাম্য কথা না শুনিবে…সেবা মানসে করিবে ॥]

স্ত্রীপুরুষ বিবাহিত হইয়া সন্তানাদি উৎপন্ন করতঃ যে সংসার পত্তন করেন, সেই সংসার সম্বন্ধে যত কথাবার্ত্তা সকলই গ্রাম্য কথাবার্ত্তা। তাহা বৈরাগী বৈষ্ণবের শ্রোতব্য বা বক্তব্য নয়। ভাল খাওয়া, ভালপরা ইহাও বৈরাগীর উচিত নয়, পরের প্রতি সম্মান ও আপনি অমানী হইয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম করিবে এবং মানসে ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা করিবে ইহাই বৈরাগীর কৃত্য।

১০৪৩পৃ, ২পং। তৃণাদপীতি ॥ অন্ত্য, ৬ষ্ঠ, ৩শ্লো। অনুবাদ ১৩৭০ পৃষ্ঠায়।

১০৪৩পৃ, ৭পং। অন্তরঙ্গ সেবা করে,—মনে মনে স্বীয় স্বরূপ দেহে যে ব্রজসেবা তাহাই অন্তরঙ্গ সেবা। স্বরূপগোস্বামী ললিতা দেবী, তাঁহার গণমধ্যে প্রবেশ করতঃ দাসগোস্বামী স্বীয় অন্তরঙ্গ ব্রজ সেবা করিতেন।

১০৪৫পৃ, ১০পং। আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ ইতি ॥ অন্ত্য, ৬ষ্ঠ, ৪শ্লো।

কাঞ্চনপল্লী নিবাসী শ্রীবাসুদেবদত্তের প্রিয়পাত্র অতি সুমধুর মূর্ত্তি যদুনন্দনাচার্য্য তাঁহার শিষ্য রঘুনাথ দাস। তাহার গুণে তিনি আমাদের সকলেরই প্রাণাধিক বস্তু, শ্রীচৈতন্যের কৃপাতিশয় দ্বারা সতত স্নিগ্ধ স্বরূপগোস্বামীর প্রিয়। বৈরাগ্য রাজ্যের একমাত্র নিধি। নীলাচলে যাঁহারা বাস করেন তাঁহাদের মধ্যে তাহাকে কেনা জানেন ॥ ৪ ॥

১০৪৫পৃ, ১৫পং। যঃ সর্ব্বলোকৈক মনোভিরুচ্যা ইতি ॥ অন্ত্য, ৬ষ্ঠ, ৫শ্লো।

যিনি সর্ব্বলোকের মনোভিরুচিদ্বারা কোন প্রকার অকৃষ্টপচ্যা সৌভাগ্যভূমি হইয়াছিলেন, যাঁহাতে বীজ সমারোপণ সময়েই অতুল্য প্রেমশাখী ফলবান হইয়াছিল ॥ ৫ ॥

১০৪৭ পৃ, ৩পং। রাজস নিমন্ত্রণ,—নিমন্ত্রণ তিনপ্রকার

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, বিশুদ্ধবৈষ্ণবের নিমন্ত্রণ সাত্ত্বিক, বিষয়ী পুণ্যবানব্যক্তির অন্ন রাজস এবং পাপিষ্ঠের অন্ন তামস।

১০৪৭ পৃ, ১৬ পং। অয়মাগচ্ছতি অয়ং দাস্যতীতি ॥ অন্ত্য, ৬ ষষ্ঠ ৬ শ্লো।

ইনি আসিতেছেন, ইনিই দিবেন, ইনি দিয়াছেন, আর একজন আসিতেছেন, ইনি দিবেন এই যে ব্যক্তি গেলেন ইনি দিলেন না, অন্য আর একব্যক্তি আসিয়া দিবেন। অযাচক বৈরাগীগণ এরূপ আশা করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

১০৪৯পৃ, ৩পং। বিতস্তি,—অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ।

১০৫০পৃ, ৪পং। রঘুনাথের নিয়মযেন পাষাণের রেখা রঘুনাথের বৈরাগ্য বিধি পাষাণের উপর রেখার ন্যায় অত্যন্ত দৃঢ়।

১০৫০পৃ, ১৪পং। আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদিতি ॥ অন্ত্য, ৬ষ্ঠ, ৭শ্লো।

জ্ঞানদ্বারা বিধৌতচিত্ত ব্যক্তি আত্মতত্ত্বকে জানিতে পারিলে সমস্ত লাভকরেন তবে ও তাহা না করিয়া পামরগণ কি অভিপ্রায়ে কিকারণইবা কেবল দেহপুষ্টির জন্য যত্নকরিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

১০৫০পৃ, ১৭পং। সড়িযায়,—পচিয়া যায়।

১০৫০পৃ, ১৯পং। তৈলঙ্গীগাই,—তৈলঙ্গ দেশীয় গাভী।

১০৫১পৃ, ২০পং। মহাসম্পদ্দারাদপাত ॥ অন্ত্য, ৬ষ্ঠ, ৮শ্লো।

আমি মহা কুজন হইলেও কৃপা পূর্ব্বক যিনি আমাকে পতিত-দেখিয়া সম্পদ ও দার হইতে উদ্ধার করতঃ স্বরূপে অর্পণকরিয়া আনন্দ লাভকরিয়াছিলেন; বক্ষের প্রিয় গুঞ্জা ও গোবর্দ্ধন শিলা যিনি আমাকে দান করিয়াছিলেন সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে মত্ত করুন্ ॥ ৮ ॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সপ্তমপরিচ্ছেদের কথাসার।

এইপরিচ্ছেদে বল্লভভট্টের আগমন এবং তাহার প্রতি অনেক প্রকার পরিহাস। তাঁহার সিদ্ধান্তসকল শোধন। ভট্টের নিমন্ত্রণগ্রহণ এবং শ্রীগদাধরপণ্ডিতের সহিত ভট্টের বিশেষ আনুগত্য দেখিয়া, পণ্ডিতের প্রতি মহাপ্রভুর ছল ঔদাস্য এই সমস্ত বর্ণিত হইয়াছে। ভট্ট নিতান্ত অনুগত হইয়া পড়িলে তাহার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া গদাধরপণ্ডিতের নিকট মন্ত্রার্থাদিশিক্ষা করিবার আজ্ঞাদিলেন। পণ্ডিতের প্রতি ঔদাসিন্য প্রকাশ করিলেন।

১০৫২পৃ, ১০পং। চৈতন্যচরণাম্ভোজ মকরন্দ ইতি। অন্ত্য, ৭ম, ১শ্লো।

যাহাদিগের প্রসাদমাত্রে পামর ব্যক্তিও অমর হয়, সেই চৈতন্যচরণপদ্মের মধুলোভী ভক্তদিগকে ভজনা করি ॥ ১ ॥

১০৫৩পৃ, ১০পং। যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসামিতি ॥ অন্ত্য, ৭ম, ২শ্লো।

যাঁহাদিগের স্মরণমাত্রে মনুষ্যের গৃহসকল পবিত্র হয় তাহাদিগের দর্শন, স্পর্শন, পাদধৌত ও আসনাদি দিয়া কিলাভ হয় বলাযায় না ॥ ২ ॥

১০৫৩পৃ, ২১পং। সম্ভবতারা ইতি ॥ অন্ত্য, ৭ম, ৩শ্লো। অনুবাদ ১২৮৩পৃ।

১০৫৫পৃ, ৪পং। নায়মিতি ॥ অন্ত্য, ৭ম, ৪শ্লো। অনুবাদ ১১৪৭পৃ।

ঐ পৃ, ৯পং। নায়ংশ্রিয়ো ইতি ॥ অন্ত্য, ৭ম, ৫শ্লো। অনুবাদ ১৪৩৩পৃ।

ঐ পৃ, ১৮পং। নন্দঃ ইতি ॥ অন্ত্য, ৭ম, ৬শ্লো। অনুবাদ ১৪৩২পৃ।

ঐ পৃ, ২১পং। ত্রয্যা ইতি ॥ অন্ত্য, ৭ম, ৭শ্লো। অনুবাদ ১৫৩৪পৃ।

১০৫৬পৃ, ১২পং। পতিসুত ইতি ॥ অন্ত্য, ৭ম, ৮শ্লো। অনুবাদ ১৫২৫পৃ।

ঐ পৃ, ১৭পং। ন পারয়েঽহমিতি ॥ ৭ম, ৯শ্লো। অনুবাদ ১৩০৮পৃ।

১০৫৯পৃ, ২০পং। 'সম্ভাল.—সামলান।

১০৬০পৃ, ৩পং। যাত্রান্তরে,—অন্যযাত্রায়, অন্যদিবসে।

১০৬০পৃ, ১৬পং। তমালশ্যামলত্বিষি ইতি ॥ অন্ত্য, ৭ম, ১০শ্লো।

তমালশ্যামলবর্ণ, যশোদাস্তনপায়ী এই দুইটী কৃষ্ণনামেসর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণীত রূঢ় অর্থ ॥ ১০ ॥

১০৬০পৃ, ২০পং। ফল্গুর প্রায়, তুচ্ছপ্রায়।

১০৬১পৃ, ২পং। প্রভু বিষয় ভক্তিকিছু হইল অন্তর,—প্রভু সম্বন্ধে তাহার যে ভক্তিছিল তাহা কিছু দূর হইল।

১০৬১পৃ, ১৭পং। আভিজাত্য কৌলিন্য। বল্লভভট্টের পণ্ডিতকুলে সম্মান থাকায়।

১০৬২পৃ, ৪পং। উদ্‌গাহাদি বিতর্কাদি।

১০৬২পৃ, ১৭পং। নাম হৈতে,—নাম লৈতে।

১০৬৩পৃ, ৩পং। কক্ষপাত, পরাজয়।

১০৬৩পৃ, ১১।১২পং। [সেই ব্যাখ্যা করে ··স্বামী নাহি মানি ॥]

যেখানে যেরূপ কথাপড়ে শ্রীধরস্বামী সেইরূপ মানিয়া ব্যাখ্যা করেন. অতএব তাহার সর্ব্বত্র একবাক্যতা থাকে না। সুতরাং আমি স্বামীকে মানি না।

১০৬৪পৃ, ২পং। উঘাড়ে নয়নে,—চক্ষুখোলন।

১০৬৫পৃ. ১০পং। অর্থবাস্ত, অর্থবিপরীত।

১০৬৭পৃ, ৮পং। ওলাহন, বাক্যদণ্ড।

১০৬৮পৃ, ১৬পং। লোকে করিল ক্ষেপণ, সকলের নিকট প্রভু বিস্তার করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অষ্টমপরিচ্ছেদের কথাসার।

রামচন্দ্রপুরীর ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। তিনি মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য হইয়াও শুষ্কজ্ঞানীদের সম্প্রদায় সঙ্গে দূষিত সিদ্ধান্ত লইয়া অধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছিলেন। তাহাতে পুরীগোসাঁই তাঁহাকে অপরাধীবলিয়া বর্জ্জনকরেন সেই অবধি পরনিন্দা, পরদোষানুসন্ধান, শুষ্কজ্ঞান উপদেশ এইসকল কার্য্যকরিয়া তিনি বৈষ্ণবদিগের দ্বারা উপেক্ষিত হন। মহাপ্রভুর ভোজনাদিতে নিন্দা করায় মহাপ্রভু তাঁহাকে গুরু সম্বন্ধ বুদ্ধ্যে কিছু না বলিয়া মৌনভাবে প্রসাদান্ন সঙ্কোচ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র পুরী পুরুষোত্তম ত্যাগ করিলে প্রভু সে সঙ্কোচ দূর করিলেন।

১০৬৯পৃ, ১৪পং। তং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমিতি ॥ অন্ত্য, ৮ম, ১শ্লো।

যিনি রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে প্রাত্যহিক লৌকিক আহার ও স্বীয়ভিক্ষান্ন স্বল্পকরিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

১০৭০পৃ ৩পং। রামচন্দ্রপুরী, ইহাকে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্যবলিয়া মহাপ্রভু এবং পরমানন্দপুরী সম্মান করিয়াছিলেন।

১০৭১পৃ, ২পং। বৈরাগ্যে নাহি ভাস,—বৈরাগ্যের ভাস মাত্রও নাই।

১০৭২পৃ, ২পং। বাসনা,—শুষ্কজ্ঞান বাসনা। তাঁহা হইতে ভক্তদিগের নিন্দা।

১০৭২পৃ, ১৮পং। অয়ি দীন ইতি ॥ ৮ম, ২শ্লো ॥ অনুবাদ ১৪০২ পৃষ্ঠায়।

১০৭৩পৃ, ৩পং। নির্য্যাণ, অপ্রকট।

১০৭৩পৃ, ৮পং। অন্যের ভিক্ষায় স্থিতি,—অন্যলোকে যাহা ভিক্ষাকরেন তাহার নিয়ম বুঝিয়া লয়েন।

১০৭৪পৃ, ৮পং। রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীদিতি ॥ অন্ত্য, ৮ম, ৩শ্লো।

"রাত্রিকালে এইস্থানে ইক্ষুজাত গুড়ছিল. সেইকারণে পিপীলিকা সব বেড়াইতেছে। অহো, বিরক্ত সন্ন্যাসীদিগের এইরূপ ইন্দ্রিয় লালসা।" এই কথা বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন ॥ ৩ ॥

১০৭৪পৃ, ১২পং। কল্পিত নিন্দন,—মিথ্যা আরোপিত নিন্দা।

১০৭৬পৃ. ৬পং। নাত্যশ্নতোঽপীতি ॥ অন্ত্য, ৮ম, ৪।৫শ্লো।

হে অর্জ্জুন, অনেক ভোজনে যোগ হয় না, এবং একান্ত ভোজনশূন্য হইলেও যোগহয় না। অধিক নিদ্রা বা নিদ্রা ত্যাগ দ্বারা যোগ হয় না। আহার বিহার কর্ম্মসকলে চেষ্টা, নিদ্রা, জাগরণ উপযুক্তরূপে নিয়মিত হইলে দুঃখনাশক যোগ হয় ॥ ৪ ৫ ॥

১০৭৭পৃ, ১০পং। পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন ইতি ॥ অন্ত্য, ৮ম, ৬শ্লো।

পরের স্বভাব ও কর্ম্ম সকল প্রকৃতি পুরুষের মিলনে বিশ্বকে এক স্বরূপ দেখিয়া কখনই প্রসংশা করিবে না বা কখন গর্হণ করিবে না ॥ ৬ ॥

১০৭৭পৃ, ১৫পং। পূর্ব্বাপরয়োঃ পরবিধির্বলবান্ ইতি ॥ অন্ত্য, ৮ম, ৭শ্লো।

পূর্ব্ব ও পরবিধির মধ্যে পরবিধিই বলবান্ ॥ ৭ ॥

১০৭৮পৃ, ১১পং। অভোজ্যান্ন বিপ্র, যেবিপ্রের গৃহে অন্ন খাওয়া যায় না।

১০৭৯পৃ, ১০পং। শিরের পাথর,—মাথায় যে পাথরে বোঝাছিল, তাহা আচম্বিত পড়িয়া গেলে যেরূপ হালকি হয় সেই রূপহইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

নবমপরিচ্ছেদের কথাসার।

এই পরিচ্ছেদে ভবানন্দ রায়ের পুত্র গোপীনাথ পট্টনায়ক রাজার অর্থ নষ্ট করার জন্য বড়জেনার অকৃপা ও তাহাতে প্রথমে চাঙ্গে ও পরে প্রভুর কৃপাচ্ছলে তাহার উদ্ধার ও উন্নতি বর্ণিত হইয়াছে।

১০৮০পৃ, ৬পং। অগণ্যধন্যচৈতন্যগণানামিতি ॥ অন্ত্য, ৯ম, ১শ্লো।

অগণ্য চৈতন্যভক্তের প্রেমবন্যা দ্বারা অধন্য জনগণের অন্তঃকরণ রূপ মরুদেশ জলময় হইয়াছিল ॥ ১ ॥

১০৮১পৃ, ১২পং। বড়জানা,—উড়িষ্যার মহারাজার বড়পুত্র অর্থাৎ যুবরাজ। চাঙ্গ,—একটী প্রক্রিয়া বিশেষ। যাহার নিম্ন ভাগে নিষ্কাশিত খড়্গসকল থাকে। উপর হইতে দণ্ড্যলোককে ফেলাইয়া দিয়া তাহার প্রাণনাশ করা যায়।

১০৮২পৃ, ১পং। মালজেঠ্যা দণ্ডপাঠ,—তন্নামক রাজ্যখণ্ডে তহশীলদার হইয়া গোপীনাথ পট্টনায়ক যত টাকা রাজাকে দিয়াছিলেন তাহাতে দুইলক্ষ কাহনকৌড়ি বাঁকি পড়িল।

১০৮২পৃ, ১৭।১৮পং। [আমার ঘোড়া গ্রীবা উঠায়···না জুয়ায়।]

যে রাজপুত্র ঘোড়ার দর স্থির করিতেছিলেন তাঁহার গ্রীবা উঠাইয়া ঊর্দ্ধে চাওয়া স্বভাবছিল। সেই বিষয় পরিহাস করিবার জন্য গোপীনাথ কহিলেন, আমার ঘোড়া ঘাড় উঠায় বটে কিন্তু উপরদিকে চায়না। অতএব ইহার মূল্য কম হইতে পারেনা। পরিহাস এই তোমা অপেক্ষা আমার ঘোড়ার কম মূল্য নয়।

১০৮৩পৃ, ৩পং। যায়,—গিয়া।

।।। সঙ্গিনী ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।

১০৮৩পৃ, ৯পং। বিলাত, বাহির হইতে প্রাপ্য অর্থ।

১০৮৩পৃ, ১০পং। দারী নাটুয়া,—বেশ্যা নর্ত্তকী।

এই সকল লোককে দিয়া টাকা ব্যয় করে, রাজার টাকা দিতে হইবে এরূপ ভয় করে না।

১০৮৪পৃ, ১৪পং। কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা করিতে সমর্থ;—কিছু করিতে কিছু না করিতে বা কিছু অন্যথা করিতে তাহারই সামার্থ্য আছে।

১০৮৫পৃ, ১৪পং। মুদ্রাতি,—টাকা দিবার সময়ে অঙ্গীকার করাইয়া।

১০৮৭পৃ, ২০পং। তত্ত্বেহতি ॥ অন্ত্য, ৯ম, ২শ্লো। অনুবাদ ১৪২০পৃ।

১০৮৮পৃ, ১০পং। ভিয়ান,—পরিপাট্য।

১০৮৯পৃ, ১৮পং। নির্ম্মঞ্ছন,—অর্পণ বিশেষ।

১০৯০পৃ, ১১পং। পূজ্যগর্ব্বিত,—পূজ্য ও গৌরবস্থল।

১০৯০পৃ, ১৩পং। নেতধটী, পট্টবস্ত্র।

১০৯২পৃ, ১৭পং। [তাহা লাগি দ্রব্য ছাড়ি ইহা মতিমান]

আমি যে মহাপ্রভুর জন্য অর্থ ত্যাগ করিলাম ইহা যেন তিনি মনে করেন না এইরূপে কথা কহিবে। মতি,—নেহি, হিন্দুস্থানী শব্দ।

১০৯৩পৃ, ৬পং। নিলেমূল, পুনরায় ক্রয় করিয়া লইবে।

১০৯৩পৃ, ১৯।২০পং। [কিন্তু তোমা স্মরণে নহে…বিষয় চঞ্চল ॥]

তোমার পাদপদ্ম শরণের মুখ্য ফল তোমাতে প্রীতি, জীবন, মান ও ধনরক্ষা সেই সৎকর্ম্মের ফলাভাস মাত্র। যেহেতু বিষয় স্বয়ং চঞ্চল। তৎসম্বন্ধী ফল মুখ্য নয়।

১০৯৪পৃ, ১৫পং। কৃপা বিবর্ত্ত, বিষয় মঙ্গল কৃপা যথার্থ কৃপা

নয় কিন্তু বিষয় বুদ্ধিতে তাহা এক বস্তুতে অন্য বস্তু প্রতীতিরূপ বিবর্ত্ত প্রতীত হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

দশমপরিচ্ছেদের কথাসার।

রথযাত্রার উদ্দেশে গৌড়ীয়ভক্ত পুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন। রাঘবপণ্ডিত তাহার পত্নী দময়ন্তী প্রদত্তঝালিতে বহুবিধ খাদ্য-সামগ্রী লইয়া চলিলেন। পানিহাটী নিবাসী মকরধ্বজ কর রাঘবের ঝালির মুনসিব হইয়া চলিলেন। ভক্তগণ যেদিন পুরুষোত্তমে পৌঁছিলেন, সেই দিন নরেন্দ্রের জলে কেলি করিতে গোবিন্দ নৌকায় চড়িয়াছিলেন। মহাপ্রভু ভক্তগণ লইয়া জলক্রীড়া করিলেন। পূর্ব্ববৎ গুণ্ডিচা মার্জ্জনাদি হইল। শ্রীমন্দির মধ্যে জগমোহন পরিমুণ্ডা কীর্ত্তন হইয়াছিল। কীর্ত্তন বিশ্রামের পর প্রসাদসেবা করিয়া মহাপ্রভু গম্ভীরারদ্বারে শয়ন করিলে গোবিন্দ কোন প্রকারে নিকটস্থ হইয়া পাদ সম্বাহন করিলেন।

বাহির হইতে না পারায় তাহার সে দিবস প্রসাদ সেবা হয় নাই। গোবিন্দের এই চরিত্রের দ্বারা সেবার জন্য অপরাধ স্বীকার করা উচিত; কিন্তু নিজের ভোগের নিমিত্ত অপরাধের আভাষ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করা উচিত, এই বৈষ্ণব সিদ্ধান্তটী স্থাপিত হইল। মহাপ্রভুকে গৌড়ীয়ভক্ত যাহা যাহা সেবা করিবার জন্য দিয়াছিলেন তাহা গোবিন্দ প্রভুকে খাওয়াইলেন। বৈষ্ণবগণ ঘরে ঘরে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন, শিবানন্দের পুত্র চৈতন্যদাসের নিমন্ত্রণে স্নেহপূর্ব্বক দধি-ভাত ভোজন করিয়াছিলেন।

১০৯৫পৃ, ১৬পং। বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমিতি ॥ অন্ত্য, ১০ম, ১শ্লো।

ভক্তের শ্রদ্ধাদত্ত যে কিছু বস্তুতে সন্তুষ্ট, ভক্তের অনুগ্রহ কারক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

১০৯৭পৃ, ৪পং। উপযোগ ব্যবহার।

১০৯৭পৃ, ৮পং। পুরাণ সুকুতা, সুথান তিক্ত পাটশাক।

১০৯৭পৃ, ১৮পং। প্রিয়েণ সংগ্রথ্য বিপক্ষসন্নিধাবিতি ॥ অন্ত্য, ১০ম, ২শ্লো।

কোন প্রিয়ব্যক্তি মালাগাথিয়া বিপক্ষ সন্নিধানে কোন পীবরস্তনীর বক্ষে দিলে তিনি পঙ্কিল বলিয়া পরিত্যাগ করেন নাই, কেন না বস্তুতে গুণসকল থাকে না প্রেমেতেই থাকে ॥২॥

১০৯৮পৃ, ৩পং। কোলশুণ্ঠী, কুলশুষ্ক।

১০৯৮পৃ, ৫পং। নাড়ু গঙ্গাজল, গঙ্গাজলী অর্থাৎ সাদা লাড়ু।

১০৯৮পৃ, ৯পং। শালিকা কাচটী, শুভ্রশুষ্ক ধান্যের।

১০৯৮পৃ, ১০পং। কুথুলি,—ছোট ছোট থলে।

১০৯৮পৃ, ১৮পং। উখড়া—মুড়কি।

১১০০পৃ, ১৬পং। চৈতন্যমঙ্গল বিস্তারি করিয়াছেন বর্ণন।—চৈতন্য ভাগবত, অন্ত্যলীলা ৮ম অধ্যায়।

১১০২পৃ ১২পং। [জগমোহন পরিমুণ্ডা যাঁউ ॥ ৩ ॥

জগন্নাথের মন্দিরের মধ্যে একটী বৃহৎ গৃহকে জগমোহন বলে। যাহার একভীতে গরুড়স্তম্ভ আছে। সেই জগমোহনের যে স্থলে ভক্তগণ নৃত্য করেন তাহাকে পরিমণ্ডল বলে, পরিমণ্ডলের উৎকলদেশী অপভ্রংশ পরিমুণ্ডা উড়িয়াপদটী এস্থলে সম্পূর্ণ না দেওয়ায় ভাল অর্থ হয় না। এরূপ পদ এখন উৎকলে প্রসিদ্ধ নাই। অবশ্য কোন বিশেষভাবের সূচকমাত্র।

১১০৫পৃ, ১৮পং। [সেবা লাগি কোটী অপরাধ···ভয়মানি।]

অর্থাৎ প্রভুর সেবার জন্য কোটী কোটী অপরাধকে আমি

গণনা করি না। কিন্তু নিজের ভোগের নিমিত্ত অপরাধের আভাষকেও ভয় করি।

১১০৫পৃ, ১৯পং পরিমুণ্ড,—পরিমণ্ডল নৃত্য।

১১০৭পৃ, ৭পং। আদিবস্যা, পূর্ব্ব হইতে যাঁহার বাস, তাহাকে আদিবস্যা বলে। প্রভু কহিলেন যাঁহারা আদিবস্যা অর্থাৎ আমার সহিত একত্রে পূর্ব্ব হইতে আছেন, তাঁহাদের ইহাতে কোন দুঃখ নাই। কেন না যাহারা গৌড় হইতে আপাততঃ আসিয়াছেন। তাঁহারাই এই সকল সুখাদ্য আনিয়াছেন।

১১০৭পৃ, ১১পং। পৈড় (উৎকল শব্দ),—নারিকেল।

১১০৮পৃ, ৫পং। মুকুতা, মুখছোলা।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

একাদশপরিচ্ছেদের কথাসার।

এই পরিচ্ছেদে ব্রহ্ম হরিদাসঠাকুর মহাপ্রভুর আজ্ঞা লইয়া দেহত্যাগ করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি সমারোহের সহিত লইয়া গিয়া সমুদ্রতীরে সমাধিস্থ করিলেন। স্বহস্তে বালু দিয়া চৌতারা বাঁধিয়া দিলেন, পরে সমুদ্রস্নান করিয়া স্বয়ং ভিক্ষা করতঃ হরিদাসের বিজয়মহোৎসব করিলেন।

১১১২পৃ, ২পং। নমামি হরিদাসং তং চৈতন্যমিতি॥ অন্ত্য, ১১শ, ১শ্লো।

আমি হরিদাসকে নমস্কার করি এবং তাঁহার প্রভু সেই চৈতন্যদেবকে নমস্কার করি, যিনি হরিদাসের পরিত্যক্তদেহ কোলে করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন॥ ১ ॥

১১১৪পৃ, ২পং রঞ্ঝ,—কণা।

১১১৫পৃ, ৫পং। সেই লীলা তোমার অন্তর্দ্ধানলীলা।

১১১৭পৃ, ১৪পং। উৎক্রামণ,—বাহির।

১১১৯পৃ, ১৬ পং। পিছাড়া পশ্চাদগামী লোক।

১১১৯পৃ, ১৮পং। পুঞ্জা চারি চারি করিয়া একভাগ।

১১২২পৃ, ৩পং। হরিদাসের বিজয়,—শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে টোটাগোপীনাথ হইতে সমুদ্রতীর গেলে সমুদ্রের উপরেই হরিদাসের সমাধি এখনও বর্ত্তমান। অনন্তচতুর্দ্দশী দিবস প্রতিবৎসর বিজয়োৎসব হইয়া থাকে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বাদশপরিচ্ছেদের কথাসার।

মহাপ্রভুর রাত্রে প্রেমবিকার এবং দিবসেও তাহার আলোচনা চলিতে লাগিল। গৌড়দেশ হইতে ভক্তগণ যথা সময়ে উপস্থিত হইলেন। শিবানন্দসেন তাহার পত্নী ও পুত্রত্রয় লইয়া যাত্রা করিলেন। পথে নিত্যানন্দ প্রভুর বাসা পাইতে বিলম্ব হওয়ায় তিনি শিবানন্দের প্রতি প্রেমকোপ দেখাইয়া লাথি মারিয়াছিলেন। শিবানন্দ তাহাতে কৃতার্থ হইলেও তাহার ভাগিনা শ্রীকান্তসেন দুঃখিত হইয়া অগ্রে মহাপ্রভুর নিকট চলিয়া গেলেন। এবৎসর পরমেশ্বরদাসমোদক সপরিবারে মহাপ্রভু দর্শনে গিয়াছিলেন। পূর্ব্বপূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ভক্তগণ মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহাদের বিদায়কালে মহাপ্রভু অনেক বিনয়বাক্য প্রকাশকরিলেন। পূর্ব্ববর্ষে জগদানন্দ পণ্ডিত শ্রীশচীমাতার জন্য প্রসাদবস্ত্রের সহিত প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি শিবানন্দের গৃহ হইতে চন্দনাদি সুগন্ধিতৈল এককলসী প্রস্তুত করিয়া আনিয়া মহাপ্রভুর মস্তকে দিবার জন্য গোবিন্দকে

প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু সে তৈল অঙ্গীকার না করায় জগদানন্দ সেই তৈল সহিত কলসী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দুই দিবস উপবাস করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে শীতল করিবার জন্য তাঁহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করায় অন্নব্যঞ্জন পাক করতঃ মহাপ্রভুকে সেবা করাইয়া প্রসাদাদি লইলেন।

১১২৩পৃ, ৯পং। শ্রবতাং শ্রয়তাং নিত্যমিতি ॥ অন্ত্য, ১২শ, ১শ্লোক।

হে ভক্তগণ, এই চৈতন্য চরিতামৃত নিত্য শ্রবণ কর, গান কর এবং আনন্দে চিন্তা কর ॥ ১ ॥

১১২৪পৃ, ১৯পং। ভোকে,—ক্ষুধায়।

১১২৬পৃ, ১৫পং। পেটাঙ্গী,—অঙ্গরাখা।

১.২৮পৃ, ৭পং। শিবানন্দের প্রকৃতি, শিবানন্দের স্ত্রী।

১১২৯পৃ, ১পং। [প্রশ্রয় প্রাগল্‌ভ শুদ্ধবৈদগ্ধী না জানে।]

মুকুন্দার মাতা আসিয়াছে এই কথা সন্ন্যাসীর নিকটে বলা কেবল পূর্ব্বপ্রশ্রয় প্রাগল্‌ভ মাত্র। প্রশ্রয় প্রাগল্‌ভ কখনই শুদ্ধ বৈদগ্ধী অর্থাৎ শুদ্ধ বাক্‌চাতুরী জানে না।

১১২৯পৃ. ১৮পং। অঙ্গ—সঙ্গ হইবে।

১১৩৩পৃ ৬পং। একমাত্রা,—ষোলসের।

১১৩৩পৃ, ৭পং। গাগরী,—কলসী।

১১৩৮পৃ. ৯পং। প্রেমবৈবর্ত্ত—এক অর্থ এই যে প্রেমের বিবর্ত্ত অর্থাৎ প্রেমকার্য্যে রোষ ভ্রম হয় এরূপ ব্যবহার। দ্বিতীয়ার্থ এই যে, জগদানন্দ মহাপ্রভুর চরিত্র যে প্রেমবিবর্ত্ত নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন তাহা।

—

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ত্রয়োদশপরিচ্ছেদের কথাসার।

মহাপ্রভু কলার শরলায় শয়ন করিলে বড় কষ্ট হয় বলিয়া জগদানন্দ লেপ-বালিস তৈয়ার করিলে মহাপ্রভু তাহা অঙ্গীকার করিলেন না। স্বরূপগোস্বামী কলার পেটো চিরিয়া চিরিয়া যে লেপ বালিসের মত তৈয়ার করিয়া দিলেন, তাহা অনেক আপত্তির সহিত মহাপ্রভু স্বীকার করিলেন। জগদানন্দ মহাপ্রভুর আজ্ঞা লইয়া বৃন্দাবন গমন করতঃ সনাতনের সহিত, বহুবিধ ভক্তি আস্বাদন করিয়াছেন। মুকুন্দ সরস্বতীর বহির্ব্বাস সম্বন্ধে আচার্য্যাভিমানরূপ পরমোপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। জগদানন্দ সনাতনের ভেট মহাপ্রভুকে দিলে তাহাতে পিলু ফল ভক্ষণের রহস্য উঠিল।

দেবদাসীর গান শ্রবণে মহাপ্রভু কাঁটাবন ভাঙ্গিয়া গায়ক যে স্ত্রীলোক ইহা না জানিয়া তাহার দিকে দৌড়িতে ছিলেন। গোবিন্দ তাহাকে অবরোধ করায় তিনি স্ত্রীলোক নাম শুনিয়া গোবিন্দকে ধন্য বলিয়া উক্তি করিলেন। কৃষ্ণগীত পরস্ত্রীর মুখে এবং সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীলোকের মুখে সাক্ষাৎ শ্রবণ করা বৈষ্ণবের সম্বন্ধে অযুক্ত ইহা এই আখ্যায়িকায় পাওয়া যায়।

রঘুনাথভট্টগোস্বামী কাশী হইতে শ্রীপুরুষোত্তম আসিবার সময় কায়স্থ রামদাসবিশ্বাস পণ্ডিতকে পথে সঙ্গে পাইয়াছিলেন। বিশ্বাস পণ্ডিতের হৃদয়ে বিদ্যাগর্ব্ব ও মুক্তিবাঞ্ছা থাকায় মহাপ্রভু তাহাকে বিশেষ কৃপা করিলেন না। ভট্টগোস্বামীর শেষ জীবনী এই পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে কথিত হইল।

১১৩৮পৃ, ১৬পং। কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্ত্যা ইতি॥ অন্ত্য, ১৩শ, ১শ্লো।

কৃষ্ণবিচ্ছেদজাত আৰ্ত্তিক্রমে মন ও তনু ক্ষীণ হইলে ভাবোদয় সময়ে যিনি প্রফুল্লতা ধারণ করিতেন, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি আশ্রয় করি॥ ১॥

১১৩৯পৃ, ৫পং। কলার শরলাতে, কদলী বল্কলে।

১১৪০পৃ, ৬পং। মস্তক মুণ্ডন,—লজ্জা দেওয়ার কথা।

১১৪২পৃ. ৮পং। মথুরার স্বামীসবের,—মথুরাবাসী চৌবেগণ।

১১৪২পৃ, ৯।১০পং। [দূরে রহি ভক্তি করি··নৈতে নারিয়া।]

কৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্যভাবে তাঁহারা যে সকল আচার করিয়া থাকেন তাহা স্মার্ত্তমতের বিরুদ্ধ ইহা দেখিয়া তোমার মনে অশ্রদ্ধা হইতে পারে। ব্রজমণ্ডলবাসীর প্রতি এরূপ অশ্রদ্ধা না হওয়াই আবশ্যক কেননা তাঁহাদের ভক্তি রাগাত্মিকা। অতএব দূরে থাকিয়া তাঁহাদের প্রতি ভক্তি করিবে।

১১৪২পৃ ১৩।১৪পং। [শীঘ্র আসিও তাহা···দেখিতে গোপাল।

অধিকদিন ব্রজে রহিলে ব্রজবাসীদিগের দোষাদি দর্শন করিয়া শ্রদ্ধা লঘু হয়। অতএব যাঁহারা রাগমার্গ প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদের ব্রজবাস করা উচিত নয়, ব্রজদর্শনপূর্ব্বক শীঘ্র চলিয়া আসা ভাল। গোপাল দর্শনের জন্য গোবর্দ্ধনে চড়িবে না, গোবর্দ্ধন সাক্ষাৎ ভগবন্মূর্ত্তি তাহার উপর চড়া ভাল নয়। গোপাল যখন যখন অন্যাশ্রমে যান সে সময় দর্শন করা ভাল।

১১৪৩পৃ, ৮পং। [পণ্ডিত পাক করেন দেবালয়ে যাই,—

সনাতন তখন মাধুকরী প্রাপ্ত রুটীর টুকরা খাইয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন। জগদানন্দপণ্ডিত ভাত । সঙ্গিনী ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।

না খাইলে প্রতিদিন চলিবে না বলিয়া দেবালয়ে গিয়া পাক করিতেন। ব্রজের দেবালয়ে ভাত ডাল প্রসাদ হইত না।

১১৪৫পৃ, ১৯পং। রাতুল, রাঙ্গা।

১১৪৫পৃ ১৪পং। দ্বাদশ আদিত্যটীলা,—

শ্রীমদনমোহনের পুরাতন ভগ্ন মন্দির যে উচ্চটীলার উপর বর্ত্তমান, তাহাকেই দ্বাদশ আদিত্যটীলা বলে। কৃষ্ণলীলার সময় দ্বাদশাদিত্য সেই স্থলে উদয় হইয়াছিলেন।

১১৪৬পৃ, ১৮পং। সিজের বাড়ি,—উৎকল দেশে ফুলবাড়ী পুষ্পোদ্যানকে বলে। সেখানে সিজের গাছ অর্থাৎ মনসাসিজ ও কাঁটা সিজ তাহাকে সিজের বাড়ি বলে।

১১৪৭পৃ, ১৮পং। বিশ্বাসখানার কায়স্থ,—গৌড়েশ্বরের হিসাব কার্য্যালয়কে বিশ্বাসখানা বলিত। কায়স্থগণই তথায় কার্য্য করিতেন, কেননা তাহারা রাজবিশ্বাসী ছিলেন।

১১৪৭পৃ, ২০পং। পরম বৈষ্ণব,—যিনি হৃদয়ে মুমুক্ষু তিনি বৈষ্ণব মধ্যে পরিগণিত নন। বস্তুত রামোপাসক থাকায় তাহাকে বৈষ্ণব প্রায় বলা যায়। কিন্তু সেকালে শুদ্ধ বৈষ্ণব ভেদ করিতে অনেকেই অশক্ত ছিলেন বলিয়া কায়স্থ রামদাস জগতে পরম বৈষ্ণব বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।

১১৪৮পৃ, ১৭পং। দণ্ড প্রমাণ,—দণ্ড প্রণাম।

১১৪৯পৃ, ১৫পং। [অন্তরে মুমুক্ষু তেঁহো বিদ্যা গর্ব্ববান॥]

মুক্তিবাঞ্ছা ও বিদ্যাগর্ব্ব এই দুই দোষে রামদাসকে শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে দেয় নাই।

——

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

চতুর্দ্দশপরিচ্ছেদের কথাসার।

মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহে অধিরূঢ় দিব্যোন্মাদ প্রলাপ বর্ণিত হইয়াছে। যে সময় তিনি গরুড়ের স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া জগন্নাথদর্শন করিতেছিলেন, কোন উড়িয়া বৃদ্ধাস্ত্রী তাঁহার স্কন্ধের উপর পদ দিয়া মহা আর্ত্তির সহিত দেখিতে লাগিলে, গোবিন্দ তাহাকে নিবারণ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তাহার আর্ত্তি প্রশংসা করিয়া মহাপ্রেম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রেমের সময় কৃষ্ণদর্শন হইয়াছিল, আবার এই স্ত্রীলোকের ব্যাপার পড়িতে প্রভুর বাহ্য হওয়ায় কৃষ্ণ না দেখিয়া জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা দেখিতে লাগিলেন। স্বপ্নেপ্রাপ্ত কৃষ্ণদর্শন হারাইয়া প্রভুর রাগোদয় হইল। তাহাতে আপনাকে যোগীর সহিত উপমা আর সেই যোগীভাবে কিরূপ বৃন্দাবন বাস হইতেছে তাহার বর্ণনা করিলেন। প্রসিদ্ধ দশদশা সময় সময় উপস্থিত হইতে লাগিল, তিনদ্বার বন্ধ করিয়া রাত্রে ভিতর প্রকোষ্ঠে শুইয়াছিলেন কিয়ৎক্ষণ পরে দ্বার সব বন্ধ আছে, কিন্তু প্রভু অদৃশ্য! ইহা দেখিয়া স্বরূপাদি ভক্তগণ মহাপ্রভুকে সিংহদ্বারের উত্তরে অস্থিসন্ধি শিথিলতাপ্রযুক্ত মহাদীর্ঘাকার ও অচেতন অবস্থায় পাইলেন। কৃষ্ণনাম করিতে করিতে জ্ঞান হইলে পুনরায় ঘরে লইয়া গেলেন। আবার কোন সময় চটকপর্ব্বতে গোবর্দ্ধন ভ্রমবশতঃ দ্রুতগতি যাইতে যাইতে স্তম্ভিত হইয়া কদম্বের ন্যায় মহাপ্রভুর রোমোদ্গম ইত্যাদি মহাভাবযুক্ত একটী দশা দেখা গিয়াছিল, হরিনামে তাহাকে শীতল করিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে গৃহে আনিলেন।

১১৫২পৃ ২পং। কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা ইতি॥ অন্ত্য ১৪শ ১শ্লো।

শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র কৃষ্ণবিচ্ছেদ বিভ্রমক্রমে মনবুদ্ধিও শরীরের দ্বারা যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার কিছু কিছু এখন বলিতেছি॥ ১॥

১১৫৩পৃ, ১০পং। সংক্ষেপে বাহুল্যে করে,—স্বরূপ গোস্বামী সংক্ষেপে কড়চা করিয়াছেন। রঘুনাথদাসগোস্বামী বাহুল্যে।

১১৫৪পৃ ১২পং। [স্বরূপ সূত্রকর্ত্তা ··পাঁজি টীকা ব্যবহার।]

স্বরূপগোস্বামী সূত্র করিয়া রঘুনাথ তাঁহার বৃত্তি লিখিয়াছেন, সেই দুই বর্ণনা একটু বাহুল্য করিয়া পাঁজি টীকার ন্যায় আমি লিখিতেছি। পাঁজিটীকা বা পঞ্জিটীকা অর্থ এই যে বৃত্তিকারের বিচারগুলি তুলার ন্যায় পাঁজিয়া কিছু বৃদ্ধিকরিয়া বলেন।

১১৫৪পৃ ১৪পং। এতস্যমোহনাখ্যস্য গতিমিতি॥ অন্ত্য ১৪শ ২।৩শ্লো।

মোহনাখ্যভাবের কোনপ্রকার গতিক্রমে ভ্রমাভা হইলে বৈচিত্রীনামে দিব্যোন্মাদ উদয় হয়। উদঘূর্ণা চিত্রজল্পাদি দিব্যোন্মাদের বহুভেদ বিশেষ।

১১৫৭পৃ ৬পং। প্রাপ্তপ্রণষ্টাচ্যুতবিত্তআত্মা ইতি। অন্ত্য ১৪শ ৪শ্লো।

আমার আত্মা কৃষ্ণরূপবিত্ত একবার প্রাপ্ত হইয়া পরে হারাইয়া বিষাদক্রমে দেহগেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক কাপালিক যোগীর ধর্ম্মগ্রহণ করতঃ স্বীয় ইন্দ্রিয় শিষ্যবৃন্দের সহিত বৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন ইহাতে উপমালঙ্কার দ্রষ্টব্য॥ ৪॥

১১৫৭পৃ ১৪পং ১১২৯পৃ ৬পং। [যার লোভে মোর মন · শরীর আলয়॥]

মহাপ্রভু কহিলেন, কৃষ্ণমাধুরী লোভ করিয়া বেদধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার মনযোগী হইয়া ভিখারি হইয়াছে। মনযোগী হইয়া যোগীর যেরূপ শঙ্খকুণ্ডলধারণ করে সেইরূপ কৃষ্ণলীলা

মণ্ডলকে শুদ্ধ শঙ্খকুণ্ডলরূপে ধারণ করিয়াছে। সামান্য যোগীদিগের শঙ্খকুণ্ডল শঙ্খারিগণে প্রস্তুত করে. আমার মনযোগীর কৃষ্ণলীলামণ্ডলরূপ কুণ্ডল বাদরায়ণ শুকরূপ কারিকর গঠন করিয়াছেন। যোগীর যাহা যাহা চাই আমার মনযোগী তাহা তাহা স্বীকার করিয়াছেন। সামান্যযোগীর লাউ নির্ম্মিত কমণ্ডলুও থালি থাকে আমার মনযোগী কৃষ্ণ তৃষ্ণারূপ লাউখানি ধারণ করিয়াছেন। কৃষ্ণ পাইব এই আশারূপ ঝুলি কাঁধের উপর ঝুলাইয়াছেন কি উপায়ে কৃষ্ণ পাইব এইরূপ চিন্তারূপ কন্থা গায় পরিয়াছেন। যোগীগণ পাংশু বিভূতি ধারণ করেন আমার মনযোগী ধুলীবিভূতি দ্বারা মলিনাকারা হইয়াছেন। সকল কথায় হাহাকৃষ্ণ এই প্রলাপ বাক্যটী উত্তর দিয়া থাকেন, সামান্য যোগীগণ দ্বাদশটী বলয় হাতে পরিয়া থাকেন, আমার মনযোগীর হাতে অষ্টসাত্বিকবিকার, মনের বেগ, কম্প, বিকার, নিশ্বাস চাপল্য ও চিন্তা এই দ্বাদশটী বলয় শোভা পাইতেছে, কৃষ্ণ মাধুর্য্যে লোভরূপ ঝুলী মস্তকে বাঁধিয়াছেন। ভিক্ষা না পাইয়া ক্ষীণ কলেবর। ব্যাসশুকাদি যে সকল যোগী নির্ম্মল আত্মারূপ কৃষ্ণের ব্রজলীলা সকল ভাগবতাদিশাস্ত্রে বর্ণন করিয়াছেন, আমার মনযোগী তাঁহাদের কৃত তরজা সকল সতত পাঠ করিয়া থাকেন। বাউল যোগীগণ যেরূপ দশদশটী শিষ্য করেন আমার মনযোগী মহাবাউল নাম ধারিয়া দশটী ইন্দ্রিয়কে শিষ্যকরতঃ আমার দেহরূপ নিজালয় বিষয় ভোগরূপ মহাধন পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন গিয়াছেন। বৃন্দাবনে স্থাবর জঙ্গম রূপ যত প্রজাগণ এবং বৃক্ষলতাপ্রভৃতি গৃহস্থাশ্রমীগণ তাঁহাদের ঘরে ভিক্ষাটন করতঃ ফলমূলপত্র সেবনরূপবৃত্তি শিষ্যগণ করিতে-

ছেন। ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের গুণরূপ রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ এই সকল সুধা সর্ব্বদা আস্বাদন করেন, তাঁহাদের ভোজনাবশেষ আনিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় রূপ পঞ্চশিষ্য সেই প্রসাদ ভক্ষণ দ্বারা জীবন রক্ষা করেন। সামান্যযোগীগণ যেরূপ এক কোণে বসিয়া ধ্যান করেন আমার মনযোগী ও কৃষ্ণশূন্য কুঞ্জমণ্ডপের কোণে শিষ্য-গণের সহিত কৃষ্ণধ্যানে যোগাভ্যাস করেন। কৃষ্ণ নির্ম্মল আত্মা স্বরূপ আমার মনযোগী তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিতে চায়, না পাইয়া ধ্যানে রাত্রি জাগরণ করে। মন কৃষ্ণবিয়োগী হইয়া অতি দুঃখে এই যোগীদশালাভ করতঃ সেই কৃষ্ণবিচ্ছেদ অবস্থায় দশদশাপ্রাপ্ত হয়, সেই দশায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া মন আর যোগী হওয়া বিফল দেখিয়া পলায়ন করিলেন, আমার শরীর শূন্য হইয়া রহিল, এই শেষ আলঙ্কারিক প্রয়োগে প্রলয়াবস্থা পর্য্যন্ত বর্ণিত হইল।

১১৫৯পৃ ১০পং। চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ ইতি॥ অন্ত্য ১৪শ ৫শ্লো।

চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তনুক্ষীণতা, মলিনাঙ্গতা প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু এই দশটী দশা॥ ৫॥

১১৬০পৃ ১১পং। উত্তান নয়ন, — চক্ষু উপরদিকে উঠিয়াছে।

১১৬১পৃ ১০পং। ক্বচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতস্যেতি। অন্ত্য ১৪শ ৬শ্লো।

কোন সময়ে কাশীমিশ্রের বাটীতে কৃষ্ণবিরহে সন্ধি সকল শ্লথ হইয়া হস্ত পদের দৈর্ঘ্য অধিক হইয়াছিল। ভূমিতে কাকু-স্বরে বিকল গদগদ বচনে লুটিতে লুটিতে রোদনকারী সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করি-তেছেন॥ ৬॥

১১৬২পৃ ৭পং। হস্তায়মদ্রিধবলা অন্ত্য ১৪শ ৭শ্লো। অনুবাদ ১১৭১ পৃষ্ঠা।

১১৬৫পৃ ৫পং। কন্দরাতে, গুহাতে।

১১৬৫পৃ,১৫পং। নিপট্যরহিত,অনাচ্ছাদিত বাহু সম্পূর্ণ বাহু।

১১৬৬পৃ ৮পং। সমীপে নীলাদ্রেশ্চটকগিরিরাজস্যেতি॥ অন্ত্য ১৪শ ৮শ্লো।

নীলাচলের নিকটে সমুদ্র বালুকা পর্ব্বতরূপ চটকগিরি দেখিয়া ব্রজে গোবর্দ্ধনগিরিরাজকে দর্শন করিব বলিয়া মহাপ্রভু দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণ বেষ্টিত সেই গৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন॥ ৮॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চদশপরিচ্ছেদের কথাসার।

উপলভোগের পর মহাপ্রভুর বিলাপ উপস্থিত হইল, কৃষ্ণ রূপের ভাব উদয় হইল। কৃষ্ণ অদর্শনে রাসরাত্রে গোপীগণ যেরূপ বনে বনে কৃষ্ণ অন্বেষণ করিয়াছিলেন, প্রভুর ও সেই সকল ভাব উদয় হইতে লাগিল। স্বরূপগোস্বামী গীতগোবিন্দ হইতে একটী গান করিলে মহাপ্রভুর ভাবোদয়, ভাবসন্ধি, ভাব-সাবল্য ও অষ্ট সাত্ত্বিকাদিবিকার উদিত হইয়া পরমাস্বাদের বিষয় হইয়া উঠিল। সমুদ্রতীরস্থ উপবনদর্শনে বৃন্দাবন, স্মৃতি হওয়ায় এই সকলভাব প্রবলরূপে উঠিল।

১১৬৭পৃ ৩পং। দুর্গমে কৃষ্ণভাবাব্ধাবিতি॥ অন্ত্য ১৫শ ১শ্লো।

দুর্গম কৃষ্ণভাবসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া উন্মগ্নচিত্ত গৌরহরি অনেক প্রকার প্রেম মর্য্যাদা দেখাইয়াছিলেন॥ ১॥

১১৬৭পৃ ১৭ ১৮পং। [পঞ্চগুণে করে...অগেয়ানে॥].

পঞ্চগুণ, চক্ষে রূপ, কর্ণে গীত, নাসিকায় ঘ্রাণ, জিহ্বায়রস, ত্বকে স্পর্শ। কৃষ্ণের এই পাঁচটী অপ্রাকৃতগুণ পাঁচটী অপ্রাকৃত

ইন্দ্রিয়ে যুগপৎ স্ফূর্ত্তি লাভ করিল। মনকে এই পাঁচ বিষয়ে এক সময় টানিলে মন অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

১১৬৮পৃ ১০পং। সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনা উক্তি। অন্ত্য ১৫শ ২শ্লো।

যিনি সৌন্দর্য্যের অমৃতসিন্ধুপ্রবাহে নারীদিগের চিত্তপর্ব্বতের সংপ্লাবক, যিনি কর্ণের আনন্দজনক রম্যবচনযুক্ত হইয়া কোটী চন্দ্রের ন্যায় শীতল এবং যিনি সৌরভ্যরূপ অমৃতপ্লব দ্বারা জগতকে আবৃত করিয়াছেন এবং পীযূষপূর্ণ অধরহইয়াছেন, সেই গোপেন্দ্রনন্দনকৃষ্ণ, হে সখি! আমার পঞ্চেন্দ্রিয়কে বশে আকর্ষণ করিতেছেন ॥ ২ ॥

১১৬৮পৃ ১৮পং-১১৭০পৃ ৮পং। [কৃষ্ণরূপ শব্দস্পর্শ মূলধন ॥]

শ্রীকৃষ্ণের রূপ বচন মুরলীধ্বনি ইত্যাদি শব্দ, স্পর্শ সৌরভ্য অধর রস এই পাঁচটী মহামাধুর্য্যে পরিপূর্ণ, আমার পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের তত্তদ্বিষয় দর্শনে লুব্ধ হইয়া প্রত্যেকেই আমার মনরূপ একটী অশ্বের উপর চড়িয়া যুগপৎ পাঁচদিকে দৌড়িতে চাহে, সখিহে, দুঃখের কথা কি বলিব, আমার পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় নিতান্ত বিষয়লম্পট ও দস্যুপ্রায়। কৃষ্ণ যে পর, তাহা জানিয়াও সেই সেই কৃষ্ণগুণরূপ বিষয় হরণ করিতে প্রবৃত্ত। আমার মন একটী মাত্র অশ্ব। প্রত্যেক জ্ঞানেন্দ্রিয় সেই অশ্বটীকে লইয়া পাঁচ পাঁচদিকেই টানাটানি করে এরূপ যুগপৎ টানিতে গেলে লাভের মধ্যে যেরূপ ঘোড়ার প্রাণ যায় তাহা কিরূপে সহিতে পারি; যদি বল তোমার ইন্দ্রিয়গণকে তুমি দমন না কর কেন, সখিহে, ইন্দ্রিয়গণকেই বা কিরূপে দোষ দিব। কৃষ্ণ রূপাদি পাঁচটী বিষয় স্বভাবতঃ মহাআকর্ষণযুক্ত। রূপাদি পাঁচজন পাঁচটী ইন্দ্রিয়কে আপন আপনদিকে টানিতে থাকে মনরূপ অশ্বারোহী

ঘ্রাণেন্দ্রিয় সেইদিকে আকৃষ্ট হইয়া ধাবিত হয়, ঘোড়ার প্রাণ-নাশ হইলে আমার ও প্রাণযায়।

ত্রিজগতে যত নারী আছে তাহাদের চিত্ত উচ্চগিরির ন্যায় বটে, কৃষ্ণকৃপামৃতসিন্ধুর তরঙ্গবিন্দু সেই উচ্চগিরিকে ডুবাইয়া ফেলিতেছে। কৃষ্ণ বসনর্ম্ম স্বরূপ বচনচাতুরী নারীদিগের প্রতি অন্যায় আচরণ করে যে বলা যায়না. নারীগণের কর্ণ প্রবিষ্ট হইয়া মাধুর্য্য গুণে বন্ধন করতঃ টানাটানি করায় কাণের প্রাণ যায়। কৃষ্ণের অঙ্গ অতিশয় সুশীতল, তাহার শীতল কিরণে কোটী কোটী ইন্দু ও চন্দনকে পরাজয় করে। নারীগণের স্তনবক্ষ আকর্ষণে অতিশয় দক্ষ এবং নারীগণের মন আকর্ষণ করে। কৃষ্ণের অঙ্গসৌরভ মনোহর মৃগমদ ও নীলোৎপলের গর্ব্ব নাশ করে। জগতের নারীগণের নাসিকায় প্রবেশ করতঃ তথায় বাসা করিয়া নারীগণকে আকর্ষণ করে। কৃষ্ণের অধরামৃত কর্পূর ও মন্দ হাস্য মিশ্রিত হইয়া স্বীয় মাধুর্য্যে নারীগণের মন হরণ করে; তাহা অন্য বিষয়ের লোভ ছাড়াইয়া দেয়, কিন্তু স্বয়ং দুর্লভতা বশতঃ অপ্রাপ্য হইয়া মনের ক্ষোভ উৎপত্তি করে সেই অধরামৃতই ব্রজ নারীগণের মূলধন।

১১৬৯পৃ ৮প°। চূতপ্রিয়ালপনস ইতি॥ অন্ত্য ১৫শ ৩শ্লো।

চূত আম্র. জাতিবিশেষ পিয়াল কাঠাল, আসন কোবিদার, জম্বু অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব, নীপকদম্ববিশেষ এবং অন্যান্য যমুনোপকূলবাসী পরনঙ্গলচিন্তক বৃক্ষ সকল রহিতাত্মস্বরূপ আমাদিগকে কৃষ্ণ কোথায় আছেন তাহা বলুন॥ ৩॥

১১৭০পৃ ১৩প°। কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি ইতি॥ অন্ত্য ১৫শ ৪শ্লো।

ওহে কল্যাণি, গোবিন্দচরণ প্রিয়ে তুলসি তুমি অচ্যুতের

অতিপ্রিয় তুমি কি, অলিকুলের সহিত আমাকে ধারণপূর্ব্বক কৃষ্ণকে যাইতে দেখিয়াছ ॥ ৪ ॥

১১৭১পৃ ১৬পং। মালত্যদর্শিবঃ কচ্চিদিতি ॥ অন্ত্য ১৫শ ৫শ্লো।

হে মালতি, হে মল্লিকে, হে জাতি, যূথিকে তোমরা কি তোমাদিগকে করস্পর্শ করিয়া এবং তোমাদের আনন্দ জন্মাইয়া কৃষ্ণকে যাইতে দেখিয়াছ ॥ ৫ ॥

১১৭২পৃ ১৪পং। অপ্যেণ পত্ন্যুপগতঃ ইতি ॥ অন্ত্য ১৫শ ৬শ্লো।

কান্তার অঙ্গসঙ্গ দ্বারা কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত কুন্দমালাধারী কৃষ্ণের এই দিক হইতে গন্ধ আসিতেছে। হে মৃগী রাধিকার সহিত কৃষ্ণ তোমাদের চক্ষের আনন্দবৃদ্ধি করিয়াএইপথে কি গিয়াছেন।

১১৭৩পৃ ১০পং। বাহুং প্রিয়াংস উপধায় ইতি ॥ অন্ত্য ১৫শ ৭শ্লো।

হে তরু সকল, রামানুজ কৃষ্ণ রাধিকার স্কন্ধবাহুন্যাসকরতঃ হস্তে পদ্মধারণপূর্ব্বক তুলসীকার মদান্ধ অলিগণের দ্বারা অন্বিত হইয়া, প্রণয়াবলোকন দ্বারায় চলিতে চলিতে তোমাদের প্রণাম গ্রহণপূর্ব্বক তিনি কি অভিনন্দন করিয়াছেন ॥ ৭ ॥

১১৭৪পৃ ১৬পং। নবাম্বুদল সদ্দ্যুতির্নব ইতি। অন্ত্য ১৫শ ৮শ্লো।

নবীন মেঘে শোভা পাইতেছে যে নববিদ্যুৎ তাঁহার ন্যায় মনোজ্ঞ পীতবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক, সুন্দর মুরলীবদন, শরৎশোভী-চন্দ্রমুখ, ময়ূরদল ভূষিত, সুভগতার হারপ্রভাযুক্ত, সেই মদন-মোহন, হে সখি, আমার নেত্রস্পৃহাকে বিস্তার করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

১১৭৪পৃ ২০।২১পং। [নবঘনস্নিগ্ধবর্ণ...সুকোমল।]

শ্রীকৃষ্ণকান্তি অঞ্জনের চিক্কণতা পরাজয়পূর্ব্বক নবীন মেঘের ন্যায় স্নিগ্ধবর্ণ, নীলপদ্ম অপেক্ষা সুকোমল, এবং সকল উপমার অতীত।

১১৭৫পৃ ৪ ১৭পং। [কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক· পাইল।

হে সখি, শ্রীকৃষ্ণ অদ্ভুতমেঘস্বরূপ। আমার নেত্রচাতক সেই মেঘ না দেখিয়া পিপাসায় মরিয়া যাইতেছে। কৃষ্ণের যে পীত-বসন তাহা সেই মেঘের সৌদামিনীস্বরূপ। তাহা অস্থির। তাঁহার গলায় যে মুক্তাহার আছে তাহা মেঘের নিম্নভাগে বক-শ্রেণীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। তাঁহার যে শিখিপুচ্ছ—তাহা মেঘের ইন্দ্রধনুর ন্যায়, বৈজয়ন্তীমালা ধনুসদৃশ। কৃষ্ণ মুখে যে মুরলীর কলধ্বনি তাহা কৃষ্ণরূপ মেঘের মধুর গর্জ্জনস্বরূপ; তাহা শুনিয়া বৃন্দাবনের ময়ূরগণ নাচিতেছে। কৃষ্ণের লাবণ্যজ্যোৎস্না অকলঙ্ক পূর্ণকলা অপূর্ব্বচন্দ্রের ন্যায় উদয় হইয়াছে। কৃষ্ণ মেঘের লীলামৃত বরিষণ চৌদ্দভুবনকে সিঞ্চিত করিতেছে। সেই মেঘ যখন দেখা দিল, আমার দুর্দ্দৈবরূপ ঝঞ্ঝাবাত সেই মেঘকে স্থানান্তরিত করিয়া ফেলিল। মেঘ না দেখিয়া নেত্রচাতক জলাভাবে মৃত প্রায়।

১১৭৫পৃ, ৮পং। বলাহক—মেঘ।

১১৭৫পৃ, ১২পং। অকলঙ্ক পূর্ণকল,—বিচিত্র চন্দ্র কলঙ্কহীন এবং পূর্ণকলায় উদয় হইয়াছে।

১১৭৫পৃ ১৬পং। ঝঞ্ঝাবাত,—ঘূর্ণিবাতাস।

১১৭৬পৃ ৪পং। বাঁক্যাইতি ॥ অন্ত্য ১৫শ ৯শ্লো। অনুবাদ ১২১০ পৃ।

১১০৬পৃ ৯পং ১১৭৭পৃ ৯পং। [কৃষ্ণজিনি পদ্মচান্দ· ·বিষনাশে।]

কৃষ্ণচন্দ্র ও পদ্মকে জিনিয়া মুখ ফাঁদ পাতিয়াছেন সেই ফাঁদে মধুর হাসিরূপ চার অর্থাৎ মৃগ ভুলাইবার কপটখাদ্য রাখা হইয়াছে। ঘর দ্বার ও লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া ব্রজনারীগণ সেই ফাঁদে পড়িয়া দাসী হইতেছে। ওহে, বান্ধবকৃষ্ণ এরূপ ব্যাধের

আচার করিয়া থাকেন। সেই ব্যাধ ধর্ম্মাধর্ম্ম মানে না ব্রজরমণী-রূপ মৃগীগণের মর্ম্মহরণ করিবার নানা উপায় করে। গণ্ডস্থলে মকরকুণ্ডল ঝলমল করিয়া নাচিয়া নারীগণের মন হরণ করে। সহাস্য কটাক্ষবাণ তাহাদের হৃদয়ে বিদ্ধ করিয়া নারীবধের কোন ভয় করে না। কৃষ্ণের যে প্রশস্ত বক্ষ যাহাতে লক্ষ্মী ও শ্রীবৎস চিহ্ন অলঙ্কারস্বরূপ আছেন তাহা লক্ষ লক্ষ ব্রজদেবী এবং তাহা-দের মন ও বক্ষকে আকর্ষণ করিয়া হরিদাসী করিয়া ফেলে। অতি সুন্দর সুদীর্ঘ অর্গল স্বরূপ কৃষ্ণের কৃষ্ণসর্পকায় প্রায় ভুজদ্বয় নারীদিগের দুই পর্ব্বতরূপ স্তনচ্ছিদ্রে প্রবেশ করিয়া হৃদয় দর্শন করে। কৃষ্ণের করপদতল কর্পূর, বেণামূল ও চন্দনকে পরাজয় করিয়া কোটীচন্দ্র সুশীতল হইয়াছে। একবার যাহাকে স্পর্শ করে তাহার কন্দর্প জ্বালা বিষ নাশ হইয়া যায়।

১১৭৬পৃ, ২১পং। ডাকাতিয়া বক্ষ, যে বক্ষ, ডাকাতের ন্যায় সকল নারীকে বলপূর্ব্বক টানিয়া লয়।

১১৭৭পৃ. ৫পং। শৈল ছিদ্রে, স্তনরূপ হৃদয় ছিদ্র।

১১৭৭পৃ ১৬পং। হরির্ম্মণিকবাটিকা ইতি ॥ অন্ত্য ১৫শ ১০শ্লো।

যাঁহার ইন্দ্র নীলমণি-কবাটিকার ন্যায় বিস্তৃত মনোহর বক্ষ-স্থল, যাঁহার ভুজদ্বয় কামার্ত্ত তরুণীগণের মনকলুষ হরণ করে, যাঁহার অঙ্গ সুধাংশু, হরিচন্দন ও উৎপলের শীতলতা ধারণ করে সেই মদনমোহন হে সখি, আমার বক্ষস্পৃহা বিস্তার করিতেছেন।

১১৭৮পৃ ৪পং। তাসাং তৎ সৌভগমিতি ॥ অন্ত্য ১৫শ ১১শ্লো।

তাহাদিগের সৌভগাহঙ্কার দেখিয়া কৃষ্ণ তাহা প্রশমন করি-বার জন্য ও উহাদিগের প্রতি প্রসাদ করিবার জন্য সেই স্থানে অন্তর্দ্ধান হইলেন॥ ১১॥

১১৭৮পৃ ১১পং। রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসমিতি॥ অন্ত্য ১৫শ ১২শ্লো।

এই রাসে বহুবিলাসযুক্ত এবং পরিহাসকৃত হরিকে আমার মন স্মরণ করিতেছে॥ ১২॥

১১৭৯পৃ ১৮পং। পয়োরাশে স্তীরে ইতি। অন্ত্য ১৫শ ১৩শ্লো।

সমুদ্রতীরে সুন্দর উপবনশ্রেণী দর্শন করতঃ মুহুর্মুহু বৃন্দারণ্য স্মরণপ্রযুক্ত প্রেমবিবশ হইলেন, প্রচল রসনায় ভক্তিরসিক গৌরাঙ্গ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতেছেন এবম্ভূত চৈতন্যদেব কি আমার দর্শনপথে পুনরায় আসিবেন॥ ১৩॥

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ষোড়শপরিচ্ছেদের কথাসার।

গৌড়ীয়ভক্তগণ পুনরায় শ্রীক্ষেত্রে আসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে রঘুনাথদাসের জ্ঞাতিখুড়া কালিদাস আসিয়াছিলেন। কালিদাস গৌড়দেশস্থ সমস্ত বৈষ্ণবের অধরামৃত লাভ করিয়াছিলেন, ঝড়ু ঠাকুরের অধরামৃত পর্য্যন্ত পাইয়াছিলেন। সেই সুকৃতিবলে মহাপ্রভুর পদজল ও প্রসাদ পাইলেন। সপ্তবর্ষবয়সে কবিকর্ণপুর মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া হরিনাম মহামন্ত্রপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার কবিত্বের পরিচয়ও দিয়াছিলেন। বল্লভভোগ প্রাপ্ত হইয়া মহাপ্রভু ফেলামৃতের মহাত্ম্য বর্ণন করিলেন। এবং সমস্ত বৈষ্ণবকে ফেলামৃত সেবন করাইয়া কৃষ্ণের অধরামৃত পানে নিমগ্ন হইলেন।

১১৮০পৃ, ৮পং। বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমিতি॥ অন্ত্য, ১৬শ, ১শ্লো।

যিনি কৃষ্ণভাবামৃত স্বয়ং আস্বাদন করিয়া, এবং ভক্তগণকে আস্বাদন করাইয়া, প্রেমদীক্ষা শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি॥ ১॥

। । সঙ্গিনী ৪র্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা।

১১৮০পৃ, ১৯পং। কৃষ্ণনাম সঙ্কেতে চালয় ব্যবহার,—ব্যবহারিক কার্য্য কৃষ্ণনামের সঙ্কেতের সহিত নির্ব্বাহ করেন।

১১৮১পৃ, ১৫পং। ভূমিমালি,—ভুঁইমালী। হড্ডীতুল্য জাতিবিশেষ।

১১৮২পৃ, ১৮পং। নমে ভক্তঃ॥ ২শ্লো। অনুবাদ ১৫২৫ পৃষ্ঠায়।

১১৮২পৃ, ২১পং। বিপ্রাদিতি॥ ৩শ্লো। অনুবাদ ১৫৩৯ পৃষ্ঠায়।

১১৮৩পৃ, ৪পং। অহোবত ইতি। ৪শ্লো॥ অনুবাদ ১৪৭৬ পৃষ্ঠায়।

১১৮৪পৃ, ১৪পং। বাইশ পশার,—বাইশ পাহাচ। উড়িয়াগণ শিড়ির এক এক ধাপকে পাহাচ বলে। সিংহদ্বার দিয়া উঠিতে হইলে বাইশ পাহাচ দিয়া উঠিতে হয়।

১১৮৫পৃ, ১৬পং। নমস্তে নরসিংহায় ইতি॥ অন্ত্য,১৬শ, ৫শ্লো।

প্রহ্লাদের আহ্লাদদায়ী নরসিংহকে নমস্কার। হিরণ্যকশিপুর বক্ষশিলাছেদক নামধারী নৃসিংহকে নমস্কার॥ ৫॥

১১৮৫পৃ, ১৮পং। ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহঃ ইতি। অন্ত্য,১৬শ,৬শ্লো।

এদিকে নৃসিংহ, উদিকে নৃসিংহ যেখানে যেখানে যাই সেখানে নৃসিংহ, বাহিরে নৃসিংহ, আর হৃদয়ে নৃসিংহ, সেই আদি নৃসিংহের আমি শরণাপন্ন হইলাম॥ ৬॥

১১৮৬পৃ, ১৪পং। তিন সাধনের বল,—ভক্তের পদধুলীগ্রহণ, ভক্তের পদজল গ্রহণ এবং ভক্তের অধরামৃতগ্রহণ এই তিনটী সর্ব্বসাধনের বলস্বরূপ।

১১৮৮পৃ, ২পং। শ্রবসোঃ কুবলয় মিতি॥ অন্ত্য, ১৬শ, ৭শ্লো।

যিনি শ্রবণযুগলের নীলকমল, চক্ষের অঞ্জন, বক্ষের মহেন্দ্রমণিদাম, বৃন্দাবন-রমণীদিগের অখিলভূষণ সেই হরি জয়যুক্ত হউন॥ ৭॥

১১৮৮পৃ, ১৫পং। দলই,—দ্বার পালক।

১১৮৯পৃ, ৮পং। ক মে কান্তঃ কৃষ্ণঃ ইতি। অন্ত্য, ১৬শ, ৮শ্লো।

হে সখে, দ্বারপাল, আমার প্রাণনাথ কৃষ্ণ কোথায়? তুমি তাহাকে শীঘ্র দেখাও। দ্বারপালকে উন্মত্তের ন্যায় এরূপ বলিয়া, তাহার হাত ধরিয়া কৃষ্ণ দেখিবার জন্য দ্রুত চলিলেন। এবম্ভূত গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করুন॥ ৮ ॥

১১৮৯পৃ, ১২পং। বল্লভভোগ,—যাহাকে এ প্রদেশে বাল-ভোগ বলে।

১১৯০পৃ, ১৫পং। সুকৃতি শব্দে কহে কৃষ্ণ কৃপাহেতু পুণ্য,—যে পবিত্র কর্ম্মে কৃষ্ণকৃপা জন্মায়, তাহাকে সুকৃতি বলে।

১১৯২পৃ, ১০পং। সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনমিতি॥ অন্ত্য, ১৬শ, ৯শ্লো।

হে বীর, তোমার প্রেমবর্দ্ধক, জগতের শোকনাশক, স্বরযুক্ত বেণু দ্বারায় সুন্দররূপে চুম্বিত, চিদিতর রাগবিস্মারক, যে তোমার অধরামৃত, তাহা আমাদিগকে দেও॥ ৯ ॥

১১৯২পৃ, ১৫পং। ব্রজাতুলকুলাঙ্গনা ইতি॥ অন্ত্য, ১৬শ, ১০শ্লো।

হে সখি, ব্রজের অতুল কুলাঙ্গনাদিগের ইতর রস সমূহে তৃষ্ণাহরণকারী যাঁহার অধরামৃত অর্থাৎ সুকৃতিলভ্য ফেলাকণ, সুধাজয়কারী পর্ণবিটীকা চর্ব্বণশীল সেই মদনমোহন আমা-দিগের জিহ্বা স্পৃহা বিস্তার করিতেছেন॥ ১০ ॥

১১৯৩পৃ, ২পং—১১৯৫পৃ, ১২পং॥ [তনু মন করায়·· দান॥]

হে নাগর, তোমার অধরের চরিত্র বর্ণন করিতেছি, তুমি শুন। ইনি লোকের তনু ও মনকে ক্ষোভিত করেন, কন্দর্প-লোভকে বৃদ্ধি করেন, হর্ষশোকাদির ভার বিনাশ করেন, অন্য রস ভুলাইয়া দেন, জগতকে আত্মবশ করেন, লজ্জা ধর্ম্ম ধৈর্য্যকে ক্ষয় করেন, নারীগণের মন মত্ত করেন, ও জিহ্বায় লালসা বৃদ্ধি

করাইয়া আকর্ষণ করেন, বিচার করিবার সময় সকলই বিপরীত দেখিতেছি। হে কৃষ্ণ তুমি পুরুষ তোমার অধরামৃতে নারীর মন আকর্ষণ করিবে, ইহাই নিয়ম। তাহা পুরুষরূপ বেণুকে আকর্ষণ করিয়া আপনাকে পিয়াইয়া তাহার অন্যরস ভুলাইয়া দেয়। সচেতন দূরে থাকুক, অচেতনকে সচেতন করে, অতএব তোমার অধর বড় বাজিকর।

আরও বিপরীত দেখ, তোমার যে বেণু সে শুষ্ক কাষ্ঠমাত্র। তোমার অধরামৃত আপনাকে পিয়াইয়া, তাহার ইন্দ্রিয় মন প্রস্তুত করতঃ তাহাকে সুখ দেয়। সেই বেণু ইষ্টপুরুষরূপে গোপীজনকে পুরুষাধর পিয়াইয়া নিজ পান বিজ্ঞান করে। এই কথা বলে, ওহে গোপীগণ, তোমাদের যদি স্ত্রী অভিমান থাকে, পুরুষাধরামৃতরূপ তোমার নিজধন পান কর। রাধিকা কহিতেছেন, আমার প্রতি ক্রোধ করিয়া বলে, তুমি লজ্জাভয় ছাড়িয়া ইহা পান কর, আমি ছাড়িয়া দিব। তুমি যদি লজ্জাভয় না ছাড় তাহা হইলে আমি নিরন্তর পান করিব।" তোমাব কৃষ্ণাধরামৃতে বিশেষ অধিকার দেখিয়া বিশেষ একটু ভয় হয়। অন্য সকলকে আমি তৃণের সমান দেখি। সেই বেণু অধরামৃতের নিজেরস্বরে অর্থাৎ তাহার সহিত একতা করিয়া এইরূপ ত্রিজগতকে আকর্ষণ করে। আমরা গোপীগণ যদি ধর্ম্মভয় করিয়া ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদিগকে বিশেষ বিড়ম্বনা করে। এমন কি আমাদের লজ্জা ধর্ম্ম ছাড়াইয়া গুরুজনের সম্মুখে নীবি অর্থাৎ কটীবন্ধ খশাইয়া দেয়। আমাদিগকে যেন কেশে ধরিয়া লইয়া যায়। আমাদিগকে তোমার দাসী করিয়া দেয়। লোকে তাহা শুনিয়া হাস্য করিয়া থাকে। বাঁশী শুষ্কবাঁশের কাটিমাত্র

হইয়া আমাদিগকে এইরূপ অপমান করিয়া দশাগ্রস্ত করে। আমরা ইহা সহ্য না করিয়া আর কি করিতে পারি? চোরকে দণ্ড করিলে তাঁহার মা যেরূপ ডাকিয়া চিৎকার করিয়া কান্দিতে পারে না, সেইরূপ মৌন ধরিয়া থাকি। অধরেরও এই রীতি। অধরের সহিত যাহার মিলন তাহার আবার কুনীতি শ্রবণ কর। সেই অধর স্পৃষ্ট ভক্ষ্য, ভোজ্য ও পানীয় দ্রব্য অমৃত সমান হইয়া কৃষ্ণফেলা নাম ধরে। সেই ফেলার এক লবও দেবতাগণ আরাধনা করিয়া পান না। ফেলার এরূপ দম্ভ যে তাহা সাধারণে বিশ্বাস করিতে পারে না। কেননা বহুজন্মের পুণ্যক্রমে যে ভক্তি সুকৃতি লাভ হয় সেই সুকৃতিবলে কৃষ্ণফেলার লব বা কণ পাইয়া থাকে। কৃষ্ণের চর্ব্বিত তাম্বুল অমূল্য বলিয়া কথিত হয়। তাহাতে বিশেষরূপ দম্ভ পরিপাটী দেখা যায়। সেই তাম্বুল প্রসাদের উদ্গারকে অমৃতসার বলে। তাহা রাখিবার আলবাটী অর্থাৎ পিকদানী গোপীগণের মুখ। তোমার এই কুটীনাটীর পরিপাটী পরিত্যাগ কর, বেণু দ্বারা গোপীদিগের প্রাণ নাশ করিও না। হাসিয়া হাসিয়া নারীর বধভাগী হইও না নিজের অধরামৃত দান কর।

১১৯৫পৃ ১১পং। আপনার হাসি লাগি,—প্রথমার্থ নারীর বধভাগী হইলে আপনার নিন্দা হইবে, সেরূপ না করিয়া নিজাধরামৃত দান দেও। দ্বিতীয়ার্থ নিজের কৌতুকের জন্য নারীবধ করিও না।

১১৯৬পৃ, ৬পং। গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলমিতি॥ অন্ত্য, ১৬শ, ১১শ্লো।

হে গোপীগণ, এই বেণু কি সুকৃতি করিয়াছিল, যে গোপীকাদিগের লভ্য কৃষ্ণাধরসুধা ভোগ করিতেছে। যেহেতু আর্য্য

ব্যক্তিরা যেরূপ মহৎসন্তানের জন্য করিয়া থাকেন সেইরূপ এই বেণু যে জলে পুষ্ট হইয়াছে এবং যে তরু হইতে ইহার জন্ম হইয়া সকলেই আনন্দ স্বরূপে অশ্রুমোচন করিতেছে ॥ ১১ ॥

১১৯৬পৃ, ১৩পং—১১৯৮পৃ, ১পং। [অহো ব্রজেন্দ্রনন্দন···বিচারি ॥]

কোন গোপী অন্যদিগকে বলিতেছেন। ব্রজেন্দ্রনন্দনের একি আশ্চর্য্যলীলা দেখ। ইনি অবশ্য ব্রজের কন্যাগণকে পরিণয় করিবেন, অতএব গোপীগণ জানেন যে কৃষ্ণের অধরামৃত তাঁহাদের নিজধন। সেই অধরামৃত অপরের লভ্য নয়।

হে গোপীগণ, বিচার করিয়া দেখ, এই কৃষ্ণবেণু জন্মান্তরে কোন তীর্থ,কোন তপ, কোন সিদ্ধমন্ত্র জপ করিয়াছিল যে, এরূপ কৃষ্ণাধর সুধা, যাহার জন্য গোপীগণ প্রাণ ধারণ করিতেছে, তাহা নিজের অমৃতমুদ্রা করিয়া লইয়াছে ? এই বেণু অতিশয় অযোগ্য, স্থাবর বংশজাতি, তাহাতে আবার পুরুষাকার, কৃষ্ণাধর সুধা সর্ব্বদা পান করিয়া থাকে। তাহা গোপীদিগের ধন। তাহাদিগকে না বলিয়া বলাৎকারে পান করে এবং গোপীদিগকে উচ্চস্বরে পান করিতে আহ্বান করে। আবার এই বেণুর তপস্যাফল ও ভাগ্যবল দেখ, ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনগণ খাইতেছেন। কৃষ্ণ যখন ভুবনপাবনী কলিন্দনন্দিনী ও মানসগঙ্গাতে স্নান করেন তখন তাঁহারা বেণুর উচ্ছিষ্ট অধর রস লোভ পরবশ হইয়া হর্ষে পান করেন। নদীর কথা দূরে থাকুক, সেই নদীতীরস্থ তাপস ও পরোপকারী বৃক্ষসকল নদীর শেষরস মূল দ্বারা কি জন্য যে আকর্ষণকরে তাহা বুঝিতে পারিনা। নিজ নিজ অঙ্কুরে পুলকিত এবং পুষ্প বিকাশরূপে হাস্য বিকশিত হইয়া মধুনিষে অর্থাৎ মধুচ্ছলে অশ্রুধার নিক্ষেপ করে। বোধ হয় আর্য্যপুরুষদিগের পুত্রপৌত্র

বৈষ্ণব হইলে তাহারা যেরূপ আনন্দ বিকারলাভ করেন, বৃক্ষগণ স্বীয়বংশীয় বৃক্ষজাতিরূপ বেণুকে সেইরূপ মানিয়া কার্য্য করিতেছেন। এখন কথা এই যে বেণু নিতান্ত অযোগ্য, আমরা যোগ্যানারী; বেণুর যে কি তপ তাহা জানিতে পারিলে সেইরূপ তপ করিব। আমাদের মনের কথা এই যে, অযোগ্য বেণু যে কৃষ্ণাধরামৃত পান কবিতেছে, তাহা দেখিয়া আমরা দুঃখে মরিতেছি। এই জন্যই বেণুতপস্যা বিচার করিতেছি।

১১৯৭পৃ, ৬পং মহাজনে.—মানসগঙ্গা, যমুনা ইহারা পুণ্যা নদী বলিয়া মহাজন।

১১৯৭পৃ, ১১পং। এত নদী বহুদূরে,—পবিত্রনদী হইলেও ইহা নদী, অতএব তাহার এ কার্য্য সম্ভব হইতে পারে।

১১৯৭পৃ, ২০পং। এ অযোগ্য,—এ বেণু স্থাবর বস্তু সুতরাং কৃষ্ণের অধরামৃত পাইতে অযোগ্য।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সপ্তদশপরিচ্ছেদের কথাসার।

নানারূপ প্রেমোন্মাদের মধ্যে বাত্রে দ্বার উদ্ঘাটন না করিয়া তিনটী প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক মহাপ্রভু তেলেঙ্গাগাইর মধ্যে কমঠাকারে পড়িয়াছিলেন। ইহা এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

১১৯৮পৃ, ১৪পং। লিখ্যতে শ্রীল গৌরস্যেতি ॥ অন্ত্য, ১৭শ, ১শ্লো।

যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাহাদের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের অতিশয় অদ্ভুত অলৌকিক দিব্যোন্মাদচেষ্টা লিখিতেছি।

১২০১পৃ, ১২পং। কর্ণতৃষ্ণায়, কৃষ্ণগুণ শ্রবণ পিপাসায়।

১২০১পৃ, ১৬পং । কাম্রাঙ্গতে ইতি ॥ ২শ্লো। অনুবাদ ১৫৯২ পৃষ্ঠায় ।

১২০২পৃ, ২পং ১২০৩পৃ, ৩পং। [হৈল গোপী ভাবাবেশ...হরে প্রাণ ॥]

গোপীভাবের আবেশ হওয়ায় রাসলীলায় প্রবেশপূর্ব্বক কৃষ্ণের উপেক্ষা বচন অর্থাৎ ঔদাসীন্য বাক্য শ্রবণ করতঃ কৃষ্ণ-ত্যাগ করিলেন, ইহা সত্য মানিয়া কৃষ্ণকে সরোষ বাক্য কহিতে-ছেন। ওহে নাগর, বল দেখি এই ত্রিজগতে যত যোগ্যানারী আছে, তোমার বেণু কাহাকে আকর্ষণ না করে। জগতে বেণু-ধ্বনি করিলে সিদ্ধমন্ত্রাদি যোগিনী দূতী হইয়া নারীগণের মন মোহন করে তাহাদের মহা উৎকণ্ঠা বাড়াইয়া, বেদবিহিত পথ পরিত্যাগ করাইয়া তোমার নিকটে সমর্পণ করে। সেই বেণু আমাদিগকে কটাক্ষ কামশর দ্বারা বিদ্ধ করতঃ ধর্ম্মপথ ও লজ্জা ভয় ছাড়াইয়া তোমার নিকট আনিয়াছে। পতিত্যাগাদি দোষ দেখাইয়া ধার্ম্মিকের ন্যায় ধর্ম্মশিক্ষা দিতেছ। তোমার মনে এক প্রকার, কথায় অন্যপ্রকার ও আচরণ তৃতীয় প্রকার। এই সব শঠতায় পরিপাটী। তুমি পরিহাস জান, তাহাতে নারীর সর্ব্বনাশ হয়। বেণুনাদরূপ অমৃত ঘোলে বাক্যামৃতরূপ মিষ্ট দিয়া আবার অমৃত সমান ভূষণধ্বনি এই তিনপ্রকার অমৃতে কাণ, মন ও প্রাণ হরণ করিতেছে।

১২০৩পৃ, ২পং। শিঞ্জিত,—ধ্বনি।

১২০৩পৃ, ৮পং। ইহার পর কোন পাঠে এই শ্লোকটী আছে,—

মদনজলদনিস্বনঃ শ্রবণহারিসৎ শিঞ্জিতঃ
সনর্ম্মরসসূচকাক্ষরপদার্থভঙ্গ্যুক্তিকঃ ॥
রমাদিক বরাঙ্গনা হৃদয়হারিবংশীকলঃ।
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি কর্ণস্পৃহাং ॥

হে সখি যাঁহার কণ্ঠস্বর মেঘের ন্যায় গভীর যাঁহার ভূষণের শব্দ কর্ণকে আকর্ষণ করে, যাঁহার নর্ম্মবাক্যে অনেক ভঙ্গী আছে, যাঁহার মুরলীধ্বনি লক্ষ্মী প্রভৃতি স্ত্রীগণের হৃদয় আকর্ষণ করে, সেই মদনমোহন আমার কর্ণের স্পৃহা বৃদ্ধি করিতেছেন॥

১২০৩পৃ, ১০পং-১২০৪পৃ, ২০পং। [কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি···সেই কাণ।]

নবীনমেঘের ধ্বনিকে পরাজয় করিয়া যাহার কণ্ঠের গভীর ধ্বনি বিরাজমান, যাঁহার মিষ্ট গানে কোকিল লজ্জা পায় তাহার কিছুমাত্র কর্ণগত হইলে জগতের কাণকে নিমগ্ন করে, যে কাণ আর ফিরিয়া আসিতে পারে না, হে সখি, কৃষ্ণের সেই শব্দ-গুণে আমার কর্ণ অপহৃত হইয়াছে। এখন তাহা না পাইয়া তৃষ্ণায় মরিতে হইতেছে। তাহার হংস-সারস-পরাজয়ী নুপুর-কিঙ্কিণী ধ্বনি, কঙ্কণধ্বনি চটকপক্ষীকে লজ্জা দেয়। যাহার কাণে একবার প্রবেশ করে অন্য কোন শব্দকে সে কাণে প্রবেশ করিতে দেয় না। কৃষ্ণের বচন মাধুরী অমৃত অপেক্ষা পরমামৃত। তাহাতে হাস্যরূপ কর্পূর মিশ্রিত। তাঁহার শব্দশক্তি ও অর্থশক্তি নানারসের ব্যঞ্জনা করে। প্রতি অক্ষরে নর্ম্ম অর্থাৎ পরিহাস-ভূষিত। কর্ণরূপ চকোরের জীবনস্বরূপ সেই অমৃতের এককণ। তাহারই আশায় কর্ণচকোরী জীবিত থাকে। কখন ভাগ্যে প্রাপ্ত হয়, কখন অভাগ্যবশে পায় না। যখন পায়না তখন পিপাসায় মরণাপন্ন। আবার তাঁহার বেণুকলধ্বনি একবার শুনিলে জগন্নারীর চিত্ত এলাইয়া পড়ে, নীবিবন্ধ খসিয়া পড়ে এবং বিনামূল্যের দাসী হইয়া বাতুলিনীর ন্যায় কৃষ্ণের নিকট ধাবমানা হয়। আবার লক্ষ্মীঠাকুরাণী. তাহার কাকুলীরব শ্রবণ করতঃ প্রত্যাশাপূর্ব্বক কৃষ্ণের নিকট আসিয়া কৃষ্ণসঙ্গ না পাইয়া

তাঁহার তৃষ্ণা তরঙ্গ বৃদ্ধি হয়। সেই আশায় তিনি তপ করিয়াও কৃষ্ণলাভ করিতে পারেন না।

এই চারিপ্রকার শব্দামৃত অর্থাৎ নূপুরশব্দ, কঙ্কণশব্দ, কণ্ঠ-ধ্বনি ও মুরলীধ্বনি ভাগ্যবান লোকের কর্ণেই প্রবেশ করে। যাহাঁর কর্ণে এই শব্দামৃত প্রবেশ করে নাই, সেই কাণের জন্ম বৃথা। কাণাকড়ির ন্যায় তাহা নিরর্থক।

১২০৩পৃ, ১৮পং। চটক,—পক্ষীবিশেষ।

১২০৪পৃ ৩পং। শব্দ অর্থ দুই শক্তি,—অভিধা ও লক্ষণা এই দুই শব্দশক্তি। অর্থশক্তি, অর্থালঙ্কার প্রভৃতি।

১২০৫পৃ, ৫পং। 'লীলাসুখে হইল স্ফূর্ত্তি' এই স্থলে অন্যপাঠ "লীলাশুকে হৈল স্ফূর্ত্তি"। লীলাশুক,—বিল্বমঙ্গল গোস্বামী।

১২০৫পৃ, ১০পং। কিমিহ কৃণুমঃ কস্যক্রমঃ॥ অন্ত্য, ১৭শ, ৩শ্লো।

আমি কি করিব! কাহাকেই বা বলিব! তাঁহার আশায় যাহা করিয়াছি, সেই পর্য্যন্ত, এখন অন্য ধন্য কথা বল। তিনি আমার হৃদয়ে শয়ন করিয়াছেন, তাঁহার কথা কিরূপে ছাড়ে। সেই মধুর হাস্যমূর্ত্তি মননয়নোৎসব স্বরূপ কৃষ্ণে আমার তৃষ্ণা দৈন্যভাব অবলম্বন করিতেছে॥ ৩॥

১২০৬পৃ ৩পং। পিঙ্গলার বচন স্মৃতি,—পিঙ্গলা বেশ্যা বলিয়াছিল যে, "আশাহি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং" সেই কথা স্মরণ হইয়া তাঁহাতে ভাবোদয়পূর্ব্বক অর্থনির্দ্ধারণ হইতে লাগিল।

১২০৬পৃ, ১৩পং। কৃষ্ণে করায় কামজ্ঞান,—কৃষ্ণকে কন্দর্প-বোধ করায়।

১২০৭পৃ, ১পং। বামদীন,—বাম্যভাব প্রযুক্ত দীন।

১২০৭পৃ, ৩।৪পং। [মধুর হাস্যবদনে…বাড়ায়।]

মন ও নেত্রের রসায়নস্বরূপ মধুর হাস্যবদনযুক্ত কৃষ্ণে দ্বিগুণ তৃষ্ণা বাড়ায়।

১২০৮পৃ, ১৬পং। অনুদ্‌ঘাট্যদ্বার ত্রয়মিতি॥ অন্ত্য, ১৭শ, ৪শ্লো।

বদ্ধদ্বারত্রয় খোলা হয় নাই, অথচ সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া তিনটী প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক তেলঙ্গাগাভীদিগের মধ্যে নিপতিত শরীর সমস্ত সঙ্কোচপূর্ব্বক বিরহে কমঠাকৃতি শ্রীগৌরাঙ্গদেব বিরাজিত হইয়াছিলেন, সেইরূপে আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন॥ ৪ ॥

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অষ্টাদশপরিচ্ছেদের কথাসার।

শরজ্জ্যোৎস্নারাত্রিতে কোনদিবস মহাপ্রভু আইটোটা হইতে সমুদ্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাতে যমুনাভ্রমবশতঃ জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। রাধাকৃষ্ণের জলকেলিলীলা আস্বাদনই এই লীলার তাৎপর্য্য। সেইরূপে ভাসিতে ভাসিতে কোণার্কের দিকে চলিলেন। কোন জালিয়া বড়মাছ বলিয়া তাঁহাকে জালদ্বারা টানিয়া দেখিল যে আকৃতি অত্যন্ত বিকৃত। স্পর্শ করিবামাত্র তাহার প্রেমাবেশ হইল। সে ভয় করিল যে আমাকে এই ভূতটা পাইয়াছে। এই মনে করিয়া সে ওঝার নিকট যাইতেছিল, এমত সময় মহাপ্রভুকে নানাস্থানে নানাপ্রকারে অন্বেষণ করিয়া স্বরূপগোস্বামী প্রভৃতি তীরে তীরে আসিতেছিলেন। তাহাদের জিজ্ঞাসাক্রমে সে আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত বলায় স্বরূপ-গোস্বামী দেখিলেন যে জালিয়া প্রভুকে তুলিয়াছে। কৃষ্ণনামের

চাপড় দিয়া জালিয়ারভয়রূপ ভূত ছাড়াইলেন। পরে মহাপ্রভুকে নামকীর্ত্তনের দ্বারা সচেতন করতঃ উঠাইয়া তাঁহার লীলা শ্রবণ করতঃ তাঁহাকে গৃহে আনিলেন।

১২০৯পৃ, ২পং ॥ শরজ্জ্যোৎস্নাসিন্ধোরবকলনয়া ইতি ॥ অন্ত্য,১৮শ,১শ্লো।

যিনি শরজ্জ্যোৎস্না সময়ে সমুদ্রকে যমুনাভ্রমে হরিবিরহ তাপার্ণবে নিমগ্নপ্রায় জলমধ্যে পড়িয়া সমস্তরাত্র মূর্চ্ছিতছিলেন এবং প্রভাতে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই শচীনন্দন নিজ লীলাদ্বারা আমাদিগকে পালন করুন।

১২১১পৃ, ১৪পং। তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমিতি ॥ অন্ত্য, ১৭শ, ২শ্লো।

গজীগণসহ গজরাজ যেরূপ জলক্রীড়া করে, তদ্রূপ লোক-ধর্ম্মাতীত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায় শ্রান্ত হইয়া গোপীগণের সহিত গন্ধর্ব্বপালিগণেব দ্বারা অনুগত হইয়া শ্রম অপোহন করিবার আশয়ে জলে প্রবেশ করিলেন। সে সময়ে গোপীর কুচ-কুঙ্কুম রঞ্জিতমালা সঙ্গ ঘৃষ্ট হইয়াছিল ॥ ২ ॥

১২১২পৃ, ৭পং। কোণার্ক,--অর্কতীর্থ যাহাকে আজকাল কণারক বলে।

১২১৩পৃ, ৬পং। অনিষ্টাশঙ্কীনিবন্ধুহৃদয়ানি ইতি ॥ অন্ত্য, ১৭শ, ৩শ্লো।

বন্ধু হৃদয় সর্ব্বদা বন্ধুর অনিষ্টের আশঙ্কা করে ॥ ৩ ॥

১২১৩পৃ, ১১পং। সরে,—সবে।

১২১৪পৃ, ৫পং। ভরে—ভবে।

১২১৭পৃ, ১৭পং। করপুষ্কর,—করকমল।

১২১৮পৃ, ৩।৪পং। [বর্ষে স্থির তড়িদ্‌ঘন···তড়িত উপরে।]

স্থিরতড়িতের ন্যায় গোপীগণ শ্যামনবঘন কৃষ্ণকে জলবর্ষণ-পূর্ব্বক সিঞ্চন করিল। শ্যামনবঘন পুনরায় তড়িদ্‌গণের উপর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

১২১৯পৃ. ৪ পং। অঙ্গ আবরণের জন্য পত্র—পদ্মিনী পত্র।

১২১৯পৃ, ৫ ৬পং। [কেহ মুক্ত কেশপাশ· ·ধরিল ॥]

কেহ কেশপাশমুক্ত করিয়া অধোবক্ষ কল্পনা করিলেন। কেহ কেহ হস্তকে কঞ্চুলী করিলেন।

১২১৯পৃ, ১৫পং। হেমাব্জ গোপী। নীলাব্জ কৃষ্ণ।

১২১৯পৃ, ১৮পং। [কৌতুকে দেখে তীরে গোপীগণ]

সেবাপরা গোপীগণ তীরে থাকিয়া দেখিতে লাগিলেন।

১২১৯পৃ, ১৯প,—১২২০পৃ,১৪পং ॥ [চক্রবাক খণ্ডন· বিরোধ অলঙ্কার ॥]

গোপীগণের স্তনসকল চক্রবাকমণ্ডল, সকলই পৃথক্ পৃথক্ যুগলরূপে জল হইতে উঠিল, সেই সময় পৃথক পৃথক কৃষ্ণের নীলপদ্মস্বরূপ করদ্বয় চক্রবাকগুলিকে আচ্ছাদন করিল। গোপীদিগের হস্তগুলি রক্তোৎপল, যুগল যুগল উঠিয়া নীলপদ্ম গুলিকে নিবারণ করিতে লাগিল। নীলপদ্মগুলি চক্রবাক গুলিকে লুটিতে চায়, রক্তোৎপলগুলি তাহাদিগকে রক্ষা করিতে চায়, সুতরাং দুঁহে বিবাদ হইতে লাগিল। নীলপদ্ম ও রক্তোৎ-পল প্রেমে অচেতন, চক্রবাকগুলি সচেতন হইলেও নীলপদ্ম চক্রবাক গুলিতে আস্বাদন করিতে লাগিল। ইহ'তে বিপরীত ধর্ম্ম এই যে, চক্রবাক পদ্ম আস্বাদান করে। কৃষ্ণের লীলায় অচেতন পদ্ম সচেতন চক্রবাককে আস্বাদন করিল। সূর্য্যমিত্র পদ্ম সহজে চক্রবাকের সহবাসী সুতরাং মিত্র হওয়ায় ও চক্র-বাককে লুট করে। উৎপল অর্থাৎ কুমুদ রাত্রে ফুটে বলিয়া চক্রবাকের অপরিচিত শত্রু হইলেও গোপীর হস্তরূপ সেই কুমুদ চক্রবাককে রক্ষা করে ইহাই বড় চিত্র, অতএব বিরোধালঙ্কার।

।। সঙ্গিনী ৪র্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ ।

ঊনবিংশপরিচ্ছেদের কথাসার ।

মাতৃভক্তি দ্বারা উত্তেজিত হইয়া প্রতিবৎসর জগদানন্দ পণ্ডিতকে শ্রীনবদ্বীপে প্রসাদি বস্ত্র ও মিষ্টান্ন দিয়া পাঠাইতেন। জগদানন্দ সেইরূপ একবৎসর নবদ্বীপ গিয়া অদ্বৈতাচার্য্যের লিখিত তর্জ্জাপ্রহেলী লইয়া আসিলেন। তাহা পাঠ করিয়া মহাপ্রভুর দশা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং ভক্তগণ বিচার করিতে লাগিলেন যে মহাপ্রভু বুঝি শীঘ্র অপ্রকট হইবেন। এমন কি রাত্রে মুখঘর্ষণ করায় ক্ষতাঙ্গে রক্তপাত হইতে লাগিল। স্বরূপ গোস্বামী তন্নিবারণার্থে শঙ্করপণ্ডিতকে প্রভুর স্বগৃহে শয়ন করাইলেন। কোন সময়ে বৈশাখ-পূর্ণিমা রাত্রে শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক নানাভাব প্রকাশ করিতে করিতে অশোকবৃক্ষের তলে কৃষ্ণকে হঠাৎ দর্শন করিলেন। কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে উন্মত্ত হইয়া ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

১২২৪পৃ, ৬পং। বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যমিতি ॥ অন্ত্য, ১৯শ, ১শ্লো।

যে মাতৃভক্ত শিরোমণি প্রলাপ করিয়া ভিত্তে মুখঘর্ষণ করিয়াছিলেন এবং যিনি কৃষ্ণপ্রেম-লালসা প্রদর্শনার্থ জগন্নাথবল্লভ রূপ মধূদ্যানে লীলা করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি।

১২২৬পৃ, ৫-৮পং। [বাউলকে কহিও · কহিয়াছে বাউল ॥]

মহাপ্রভুকে কহিও যে লোক প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে, আর প্রেমের হাটে প্রেমরূপ চাউল বিক্রয়ের স্থল নাই। মহাপ্রভুকে কহিও যে আউল অর্থাৎ প্রেমোন্মত্ত বাউল আর সাংসারিক

কাযে নাই। মহাপ্রভুকে কহিবে প্রেমোন্মত্ত হইয়া অদ্বৈত একথা কহিয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে প্রভুর আবির্ভাব হইবার যে তাৎপর্য্য ছিল তাহা সম্পূর্ণ হইল,এখন প্রভুর যাহা ইচ্ছা তাহাইহউক।

১২২৬পৃ ১৭পং। আবাহনে,—পূজা করিবার পূর্ব্বে দেবতাকে আহ্বানকরা।

১২২৬পৃ ১৮পং। নিরোধন,—যেকালপর্য্যন্ত পূজা হইতে থাকে সেকাল পর্য্যন্তদেবতাকে রাখা।

১২২৬পৃ, ১৯পং। বিসর্জ্জন,—পূজাসমাপ্ত হইতে দেবতাকে স্থানান্তর করা।

১২২৭পৃ, ১৬পং। ক নন্দকুলচন্দ্রমা কইতি ॥ অন্ত্য, ১৯শ, ২শ্লো।

হে সখি, নন্দকুলচন্দ্রমা কোথায়? শিখিচন্দ্রিকার দ্বারা অলঙ্কৃতি বা কোথা? মন্দমুরলীধরহ বা কোথায়? ইন্দ্র নীলমণি বা নীলদ্যুতি কোথায়? রাসরসে নর্ত্তনকারীই বা কোথা? জীবনরক্ষার ঔষধিই বা কোথা? আমার সুহৃত্তমনিধি কোথায়? হায়! হায়! বিধাতাকে ধিক্ ॥ ২ ॥

১২২৭পৃ, ২১পং—১২২৮পৃ, ২পং। [ব্রজেন্দ্রকুলদুগ্ধসিন্ধু · নয়নচকোর ॥]

নন্দের কুল ক্ষীরসমুদ্র, তাহাতে কৃষ্ণ পূর্ণচন্দ্র উৎপন্ন হইয়া জগতকে আলোকিত করিয়াছেন। ব্রজজনের নয়নচকোর প্রাপ্য কৃষ্ণকান্তি রূপ অমৃত যে নিরন্তর পানকরে সেই জীবিত থাকে।

১২২৭পৃ, ২০পং। উজোর, আলোকিত।

১২২৮পৃ, ৬।৭পং। কামার্কতপ্তকুমদিনী···দিয়াদান। কামরূপ সূর্য্যোত্তপ্তকুমদিনী রূপ ব্রজরমণীদিগকে নিজ করামৃত অর্থাৎ কিরণামৃতদিয়া।

১২২৮পৃ, ১৭পং। তনু নহে সেয়াকুলের কাঁটা,—কৃষ্ণ

তন্তুকে সেয়াকুলের কাঁটার সহিত তুলনাকরা যায়। তাহার ধর্ম্ম এই যে তাহা একবার লাগিলে ছাড়ান দুষ্কর।

১২২৯পৃ, ১পং। ছানি,—সানি, মিশাইয়া।

১২২৯পৃ, ৯পং। দেহ জিয়ে তাহাবিনে,—তাঁহাকে ছাড়িয়া দেহ যে এতক্ষণ জীবিত আছে।

১২২৯পৃ, ১৬পং। অহো বিধাতস্তব ন ইতি॥ অন্ত্য, ১৯শ, ৩শ্লো।

হে বিধাত, তোমার দয়া নাই। মৈত্রী প্রণয় দ্বারা দেহী-দিগকে সংযোগ করতঃ অকৃতার্থ অবস্থায় তাহাদিগকে পুনরায় পৃথক করিয়া দেও। এইরূপ তোমার চেষ্টিত শিশুচেষ্টার ন্যায় বলিতে হইবে॥ ৩॥

১২৩০পৃ, ৪।৫পং। [অন্যোন্যে দুর্ল্লভজন ·কবিস্ দূব॥]

—পরস্পর যাহাদের মিলন দুর্লভ, প্রেমে তাহাদের [illegible] করাইয়া, মিলন করার যে তাৎপর্য্য, তাহা না হও কেন পুনরায় পরস্পরকে দূরে রাখ?

১২৩০পৃ, ১০।১১পং। [অক্রূর করে তোর · কহ দুরাচার॥]

ওহে দুরাচার বিধি, তুমি যদি একথা বল, যে অক্রূর করিয়াছে, আমার প্রতি কেন ক্রোধ কর, তবে বলি

১২৩০ পৃ, ১৫ পং। বিদূর—অতি দূরে।

১২৩১পৃ, ৪পং। "পূর্ব্ব উদ্ধব" স্থানে "পূর্ব্বে বিদুর"

১২৩৩পৃ, ৬পং। ইতি ব্রুবাণং বিদুরংবিনীতমিতি॥ অন্ত্য,

সহস্রশীর্ষপুরুষের চরণোপাধানস্বরূপ বিনীত এই কথা বলিতেছিলেন, তখন ভগবৎ কথায় আ মৈত্রেয় মুনি বলিতে লাগিলেন।

১২৩৩পৃ, ১০পং। উঘাড় অঙ্গ,—অনাবৃত শরীর।

১২৩৩পৃ, ১৯পং। স্বকীয়স্য প্রাণার্ব্বুদসদৃশগোষ্ঠস্য ইতি॥ ৫শ্লো।

নিজ অসংখ্য প্রাণসদৃশ ব্রজবিরহ ক্রমে প্রলাপোন্মাদ জন্মিলে সর্ব্বদা সেই চেষ্টা অধিক বৃদ্ধি হওয়াপ্রযুক্ত বিকল বুদ্ধি গৌরচন্দ্র অনুদিন চন্দ্রবদন ভীত্তে ঘর্ষণপূর্ব্বক ক্ষতোত্থরুধির ধারণ করিতেন। তদ্বদ্গৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মাদিত করিতেছেন।

১২৩৫পৃ, ১০পং। কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃ ইতি॥ অন্ত্য, ১৯শ, ৬শ্লো।

যিনি মৃগমদজয়ী বপুগন্ধের উর্ম্মিদ্বারায় স্ত্রীগণকে হৃষ্টচিত্ত করেন, যিনি নিজের অষ্ট অঙ্গে অষ্টপদ্মযুক্ত এবং কর্পূরযুক্ত পদ্মগন্ধ প্রচার করেন এবং যিনি মৃগনাভি কর্পূর চন্দন অগুরুসুগন্ধ দ্বারা চর্চ্চিত, হে সখি, সেই মদনমোহন আমাদের নাসাস্পৃহা বিস্তার করিতেছেন।

১২৩৬পৃ, ৫পং। হেমকিলিত,—স্বর্ণবণ নিবন্ধ।

১২৩৬পৃ, ৮পং। চুরি—গোপন।

১২৩৬পৃ, ১১পং। বাউরী,—উন্মত্ত।

১২৩৭পৃ, ১০পং। কৃষ্ণদাস রূপগোসাই ভৃত্য,—এই পদ্য পাঠ করিয়া অনেকের মনে হয়, কৃষ্ণদাস রূপগোস্বামীর মন্ত্র শিষ্য। কিন্তু অন্যান্য স্থানে পাঠ করিলে এরূপ সিদ্ধান্ত করা দুষ্কর। এস্থলে রূপের ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর শিক্ষা অবলম্বন করিয়া রস বিস্তার করিতেছেন বলিয়া, তাঁহার কেবল নাম লইয়া থাকিতে পারেন। অথবা গোস্বামীভৃত্য কৃষ্ণদাসরূপ এই লেখক এই পদ্যরচনা করিলেন এ অর্থও হইতে পারে।

১২৩৭পৃ, ২০পং। ধন্যস্যায়মিতি॥ ৭শ্লো॥ অনুবাদ ১৫৮৪পৃষ্ঠায়।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

বিংশতিপরিচ্ছেদের কথাসার।

এইপরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে যে দৈন্যোদ্বেগাদি উৎকণ্ঠার সহিত শিক্ষাষ্টকের আস্বাদনে স্বরূপ-রামানন্দের সহিত মহাপ্রভু রাত্র যাপন করিতেন, সময়ে সময়ে জয়দেব, ভাগবত, জগন্নাথ বল্লভনাটক, কর্ণামৃত হইতে শ্লোক পাঠ করিয়া ভাবাবিষ্ট হইতেন। এই প্রকারে দ্বাদশ বৎসর রসাস্বাদনপূর্ব্বক ৪৮ বৎসর বয়সে মহাপ্রভু লীলা সমাপ্ত করেন। ইহার আভাস দিয়াছেন। অন্ত্যলীলার বিবরণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ দিয়া এইগ্রন্থ সমাপ্ত করিলেন।

১২৩৮পৃ, ১৮পং। প্রেমোদ্ভাবিত হর্ষ ইতি॥ অন্ত্য, বিংশ, ১শ্লো।

গৌরচন্দ্রের প্রেমোদ্ভাবিত হর্ষ, ঈর্ষা, উদ্বেগ, দৈন্য ও আর্ত্তি মিশ্রিত বিলাপ ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ নিষেবণ করুন্॥১॥

১২৩৯পৃ, ১৮পং। কৃষ্ণবর্ণমিতি॥ অন্ত্য, বিংশ ২শ্লো॥ অনুবাদ ১২৮৪পৃষ্ঠায়.

১২৪০পৃ, ২পং। চেতোদর্পণ মার্জ্জনমিতি॥ অন্ত্য, ২০শ, ৩শ্লো।

চিত্তরূপ দর্পণের মার্জ্জনকারী, ভবরূপ মহাদাবাগ্নির নির্ব্বাণ কারী, জীবের মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দসমুদ্রের বর্দ্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরূপ এবং সর্ব্বস্বরূপের শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন॥৩॥

১২৪০পৃ, ১৩পং। নাম্নামকারি বহুধা ইতি॥ অন্ত্য, বিংশ, ৪শ্লো।

হে ভগবন্ তোমার নামই জীবের সর্ব্বমঙ্গল বিধান করেন, এইজন্য তোমার কৃষ্ণ, গোবিন্দাদি বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করিয়াছ স্বীয় সর্ব্বশক্তি সেই নামে তুমি অর্পণ করিয়াছ। এবং

সেই নাম স্মরণের তুমি কালাদি নিয়মিত কর নাই। প্রভো, জীবের পক্ষে এরূপ কৃপা করিয়া নামকে তুমি সুলভ করিয়াছ তথাপি আমার নামাপরাধরূপ দুর্দ্দৈব এরূপ করিল যে তোমার সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মিতে দেয় না ॥ ৪ ॥

১২৪১পৃ, ৪পং, । তৃণাদপীতি। অন্ত্য, বিংশ, ৫শ্লো। অনুবাদ ১৩৭০ পৃ, ।

১২৪১পৃ, ১৮।১৯। [প্রেমের স্বভাব যাঁহা… ভক্তগন্ধ ॥]

প্রেমের এই এক স্বভাব যে, যে ব্যক্তিতে প্রেমের সত্য সম্বন্ধ ঘটিয়াছে, তিনি দৈন্য সহকারে মনেকরেন যে আমার কৃষ্ণে ভক্তিগন্ধও হয় নাই।

১২৪১পৃ, ২১পং। নধনং নজনং ন সুন্দরীমিতি ॥ অন্ত্য, বিংশ, ৬শ্লো।

হে জগদীশ, আমি ধন, জন, বা সুন্দরী কবিতা কামনা করিনা। আমি এই মনে কামনা করি যে,জন্মে জন্মে আপনাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক ॥ ৬ ॥

১২৪২পৃ, ৭পং। অয়িনন্দতনুজকিঙ্করমিতি ॥ অন্ত্য, বিংশ ৭শ্লো।

ওহে নন্দনন্দন, আমি তোমার নিত্যকিঙ্কর হইয়াও স্বকর্ম্ম বিপাকে বিষম ভবসমুদ্রে পড়িয়াছি, তুমি কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলিসদৃশ করিয়া আমাকে চিন্তা কর ॥ ৭ ॥

১২৪২পৃ, ১৫পং। নয়নং গলদশ্রুধারয়া ইতি ॥ অন্ত্য, বিংশ, ৮শ্লো।

হে নাথ, তোমায় নামগ্রহণে আমার নয়নযুগল গলদশ্রুধারায় শোভিত হইবে। বাক্য নিঃসরণ সময়ে বদনে গদ্ গদ্ স্বর বাহির হইবে এবং আমার সমস্তশরীরে পুলকাঞ্চিত হইবে ॥ ৮ ॥

১২৪৩পৃ, ২পং। যুগায়িতং নিমেষেণ ইতি ॥ অন্ত্য, বিংশ, ৯শ্লো ॥

হে গোবিন্দ, তোমার অদর্শনে আমার নিমেষ সকল যুগবৎ বোধ হইতেছে। চক্ষু হইতে বর্ষার ন্যায় জলপড়িতেছে। সমস্ত জগত শূন্যপ্রায় হইয়াছে ॥ ৯ ॥

১২৪৩পৃ, ১৯পং। আশ্লিষ্য বা পাদরতামিতি ॥ অন্ত্য, বিংশ, ১০শ্লো।

এই পাদরতা দাসীকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক পেষণ করুন্ অথবা অদর্শন দ্বারা মর্ম্মহতই করুন, তিনি লম্পটপুরুষ, আমাকে যেরূপেই বিধান করুন না কেন তিনি আমার অপর কেহ নন আমার প্রাণনাথ ॥ ১০ ॥

১২৪৪পৃ, ৯পং। মোর বশ তনুমন,—কায় মন।

১২৪৫পৃ, ১৭-২০। [কুষ্ঠি বিপ্রের রমণী · মুখ্য তিনদেবা ॥]

কথিত আছে যে কোন কুষ্ঠযুক্ত ব্রাহ্মণের পতিব্রতা স্ত্রী পতির প্রিয় বেশ্যাকে পতির তুষ্টির জন্য সেবা করিয়াছিলেন, পতির মরণ সময়ে পতিব্রতাবলে সূর্য্যের গতিরোধপূর্ব্বক আপনার মৃতপতিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়া জীবিত করিয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই, কৃষ্ণের শৃঙ্গার রসোদ্গতজীবে দৃঢ়পাতিব্রত্যই উত্তমধর্ম্ম।

১২৪৯পৃ, ১৫পং। রাঙ্গাটুনী,—ক্ষুদ্র টুন্টুনীপক্ষী।

১২৪৯পৃ, ১৯পং। [আমি লিখি ইহ মিথ্যা করি অনুমান।]

আমি কাষ্ঠপুত্তলীর ন্যায় অকর্ম্মণ্য। আমি এই গ্রন্থ লিখিয়াছি ইহা অনুমান করা বৃথা। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান ও ভক্তগণ আমাকে লিখাইতেছেন।

১২৫৬পৃ, ৩পং। চরিতমমৃতমিতি ॥ অন্ত্য, বিংশ, ১শ্লো।

যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই ভগবান চৈতন্যদেবের অমৃতসদৃশ শুভদ এবং অশুভনাশী চরিত্র আস্বাদন করেন এই লেখক তাঁহার অমলপাদপদ্মের ভৃঙ্গ হইয়া প্রেমমাধ্বীকপূর্ণ এইরস উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছেন।

১২৫৬পৃ, ৭পং। শ্রীমদ্ ইতি ॥ অন্ত্য, বিংশ, ২শ্লো ॥ অনুবাদ ১৬১০পৃষ্ঠায়।

১২৫৬পৃ, ৯পং। পরিমলবাসিতভুবনমিতি॥ অন্ত্য, বিংশ, ৩শ্লো।

ভুবনকে পরিমলের দ্বারা সৌরভিত করিয়াছেন যে কৃষ্ণ চরণকমল স্বীয় রসেতে উন্মাদিত করিয়া রসিকদিগের আলম্বন স্বরূপ হইয়াছেন, তাহা কোন রসিক ব্যক্তি পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করেন॥ ৩॥

১২৫৬পৃ, ১১পং। মৎপ্রাণসর্ব্বস্বপদাব্জরেণোরিতি॥ অন্ত্য, বিংশ ৪শ্লো।

আমার প্রাণসর্ব্বস্ব পদাব্জরেণুর বলে মদীশ্বরী শ্রীমতী রাধিকার প্রাণের অধিক সর্ব্বস্বরূপ পদাব্জরেণুকে ধ্যানপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে প্রপত্তি করি॥ ৫॥

১২৫৬পৃ, ১৩পং। শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দাবিতি। অন্ত্য, বিংশ, ৫শ্লো।

১৫৩৪ শকাব্দায় জ্যৈষ্ঠমাসে রবিবারে কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে শ্রীবৃন্দাবনে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল।

বিপিনবিহারী হরি, তাঁর শক্তি অবতরি,
বিপিনবিহারি প্রভুবর।
শ্রীগুরুগোস্বামী রূপে, দেখি মোরে ভবকূপে,
উদ্ধারিল আপন কিঙ্কর॥
তদাজ্ঞা পালন কামে, অমৃতপ্রবাহ নামে,
চৈতন্যচরিতামৃত অর্থ।
রচিলাম সযতনে, অর্পিলাম ভক্তগণে,
পাঠ করি ঘুচাও অনর্থ॥
যে সব আত্মজ মম, করিয়াছে পরিশ্রম,
এই গ্রন্থ প্রস্তুত কারণে।
নির্ব্বিঘ্ন জীবনে সবে, সাধুসঙ্গ মহোৎসবে,
করু ভক্তি শ্রীহরিচরণে॥

বৈষ্ণব চরণে ধরি,　　সদৈন্য প্রার্থনা করি,
এ দাসের জীবনাবশেষে।
শ্রীগোদ্রুমে সাধুসঙ্গে,　　চিদানন্দ রসরঙ্গে,
যায় দিন কৃষ্ণ নামাবেশে ॥
এ সংসার সার হীন,　　এতে মজে অর্ব্বাচীন,
ইহাতে বিরক্ত মহাশয়।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ ভজে,　　রাধাকৃষ্ণ সেবে ব্রজে,
নিরন্তর কৃষ্ণনামাশ্রয় ॥
গৌর চারিশত দশে,　　মেষ শুক্র একাদশে,
শ্রীসুরভিকুঞ্জ বনান্তরে।
সম্পূর্ণ হইল ভাষ্য,　　ইহাতে পূরিল দাস্য,
দোষ ক্ষমা মাগি অতঃপরে ॥

ইতি অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণ।

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

রস-শব্দাবলী।

অধিরূঢ়,—রূঢ়োক্তেভ্যোহনুভাবেভ্য কামপ্যাপ্তা বিশিষ্টতাং। যত্রানুভাবা দৃশ্যন্তে সোধিরূঢ়ো নিগদ্যতে॥

অনুভাব,—অনুভাবাস্তু চিত্তস্থ ভাবানামববোধকাঃ। তে বহির্বিক্রিয়াপ্রায়াঃ প্রোক্তা উদ্ভাস্বরাখ্যয়া॥

অনুরাগ,—সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ং। রাগো ভবন্নবনবঃ সোহনুরাগ ইতীর্য্যতে॥

অপস্মার,—দুঃখোত্থধাতুবৈষম্যাদ্যুদ্ভূতশ্চিত্তবিপ্লবঃ।

অভিমান,—অভিমানো নিজপ্রেমোৎকার্ষাখ্যানস্তু ভঙ্গিতঃ॥ সম্ভবস্ত্যানি ভূবীণ প্রার্থ্যং স্যাদিদমেব স। ইতি যো নির্ণয়ো ধীরৈ রভিমানঃ স উচ্যতে॥

অভিরূপতা,—যদাত্মীয়গুণোৎকর্ষৈ র্বস্তুন্নিকট স্থিতং। সারূপ্যং নয়ত প্রাজ্ঞৈ রাভিরূপ্যং তদুচ্যতে।

অমর্ষ,—অধিক্ষেপাপমানাদেঃ স্যাদমর্ষোহসহিষ্ণুতা।

অলঙ্কার,—যৌবনে সত্ত্বজা স্বসামলঙ্কারাস্তু বিংশতিঃ। উদয়স্ত্যদ্ভুতাঃ কান্তে সর্ব্বথাভিনিবেশতঃ।

অবহিত্থা,—অবহিত্থাকারগুপ্তি ভবেদ্ভাবেন কেনচিৎ।

অশ্রু,—হর্ষরোষ বিষাদাদ্যৈরশ্রুনেত্রে জলোদ্গমঃ।

অসূয়া,—দ্বেষঃ পরোদয়েহসূয়া স্যাৎ সৌভাগ্যগুণাদিভিঃ।

অহঙ্কার,—অহঙ্কারঃ পরাক্ষেপঃ স্বপক্ষগুণবর্ণনাৎ।

আলম্বন,—(বিভাব) কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণভক্তাশ্চ বুধৈরালম্বনা মতাঃ

আলস্য,—সামর্থ্যস্যাপি সদ্ভাবে ক্রিয়ানুন্মুখতা হি যা। তৃপ্তিশ্রমাদিসম্ভূতা তদালস্যমুদীর্য্যতে।

আবেগ,—চিত্তস্য সংভ্রমো যঃ স্যাদাবেগোয়ং সচাষ্টধা।

আশাবন্ধ,—আশাবন্ধ ভগবতঃ, প্রাপ্তিসম্ভাবনা দৃঢ়া।

উদ্‌ঘূর্ণা,—স্যাদ্বিলক্ষণমুদ্‌ঘূর্ণা নানাবৈবশ্যচেষ্টিতং।

উদ্দীপনা,—উদ্দীপনাস্ত তে প্রোক্তা ভাব মুদ্দীপয়ন্তি যে।

উদ্দীপ্তা,—একদা ব্যক্তিমাপন্নাঃ পঞ্চষাঃ সর্ব্বএববা। আরূঢ়া পরমোৎকর্ষমুদ্দীপ্তাঃ ইতি কীর্ত্তিতা।

উদ্ধসিত,—উপহাসো বিপক্ষস্য সাক্ষাদুদ্ধসিতং ভবেৎ।

উদ্ভাস্বর,—উদ্ভাসন্তে স্বধাম্নীতি প্রোক্তা উদ্ভাস্বরা বুধৈঃ।

উদ্বেগ,—উদ্বেগো মনসঃ কম্পঃ।

উন্মাদ,—উন্মাদো হৃদ্‌ভ্রমঃ প্রৌঢ়ানন্দাপদ্বিরহাদিজঃ। সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বত্র তন্মনয়া সদা। অতস্মিংস্তদতিভ্রান্তিরুন্মাদ ইতি।

উপমা,—যথা কথঞ্চিদপ্যস্য সা দৃশ্যমুপমোদিতা।

উপেক্ষা,—সাম্যাদৌতু পরিক্ষীণে স্যাদুপেক্ষাহবধারণং। উপেক্ষা কথ্যতে কৈশ্চিঃ তুষ্ণীংভাবতয়াস্থিতিঃ।

ঔগ্র্য,—অপরাধ দুরুক্ত্যাদিজাতং চণ্ডত্বমুগ্রতা।

ঔৎসুক্য,—কালক্ষমত্বমৌৎসুক্যমিষ্টেক্ষাপ্তি স্পৃহাদিভিঃ।

ঔদার্য্য,—আত্মাদ্যর্পণ কারিত্ব মৌদার্য্য মিতি কীর্ত্যতে। ঔদার্য্যং বিনয়ং প্রাহুঃ সর্ব্বাবস্থাগতং বুধাঃ।

ঔদ্ধত্য,—স্পষ্টং স্বোৎকৃষ্টতাখ্যানমৌদ্ধত্যমিতি কীর্ত্যতে।

কটাক্ষ,—যদ্গতাগতি বিশ্রান্তি বৈচিত্র্যেণ বিবর্ত্তনং। তারকায়াঃ কলাভিজ্ঞা স্তং কটাক্ষং প্রচক্ষতে॥

কান্তি,—শোভৈব কান্তিরাখ্যা তা মন্মথাপ্যায়নোজ্জ্বলা।

কামানুগা,—কামানুগা ভবেত্তৃষ্ণা কামারূপানু-গামিনী।

কিলকিঞ্চিত,—গর্ব্বাভিলাষা রুদিত স্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাং। সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতং।

কৃষ্ণবল্লভা।—হরেঃ সাধারণগুণৈরুপেতাস্তস্য বল্লভাঃ পৃথুপ্রেম্নাং। সুমাধুর্য্যসম্পদাঞ্চাগ্রিমাশ্রয়াঃ॥

কুট্টমিতং,—স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ। বহিঃ ক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ॥

কেবলারতি,—রত্যন্তরস্য গন্ধেন কেবলা ভবেৎ।

ক্ষান্তি,—ক্ষোভ হেতাবপি প্রাপ্তে ক্ষান্তিরক্ষুভিতাত্মতা॥

গর্ব্ব—সৌভাগ্যরূপতারুণ্যগুণসর্ব্বোত্তমাশ্রয়ৈঃ। ইষ্টলাভাদিনা চান্য হেলনং গর্ব্ব ঈর্য্যতে॥

চকিত,—প্রিয়াগ্রে চকিতং ভীতেরস্থানেপি ভয়ং মহৎ।

চতুরঃ—চতুরো যুগপদ্ভূরি সমাধানকৃদুচ্যতে।

চাপল—রাগদ্বেষাদিভিশ্চিত্তলাঘবং চাপলং ভবেৎ।

চিত্রজল্প—প্রেষ্ঠস্য সুহৃদালোকে গূঢ় রোষাভিজৃম্ভিতঃ। ভূরি ভাবময়ো জল্পো যস্তীব্রোৎকণ্ঠিতান্তিমঃ।

চেট,—সন্ধানশ্চতুরশ্চেটো গূঢ়কর্ম্মা প্রগল্ভধীঃ।

চেষ্টা,—চেষ্টা রাসাদিলীলাঃ স্যুস্তথা দুষ্টবধাদয়ঃ॥

জড়িমা,—ইষ্টানিষ্টাপরিজ্ঞানং যত্র প্রশ্নেষ্বনুত্তরং। দর্শন শ্রবণাভাবো জড়িমা সোঽভিধীয়তে।

জপ,—মন্ত্রস্য সুলঘূচ্চারো জপঃ।

জাগর্য্যা,—নিদ্রাক্ষয়স্তু জাগর্য্যা।

জাড্য,—জাড্যমপ্রতিপত্তিঃ স্যাদিষ্টানিষ্টশ্রুতীক্ষণৈঃ। বিরহাদ্যৈশ্চ তন্মোহাৎ পূর্ব্বাবস্থাপরাপিচ॥

জুগুপ্সা,—জুগুপ্সা স্যাদহৃদ্যানুভাবাচ্চিত্ত নিমীলনং।

তানব,—তানবং কৃশতাগাত্রে।

তেজ,—সর্ব্বচিত্তাবগাহিত্বং তেজঃ।

ত্রাসঃ,—ত্রাসঃ ক্ষোভোহৃদি তড়িদ্ঘোর সত্বোগ্রনিঃস্বনৈঃ।

দক্ষিণা,—অসহাং মাননির্বন্ধে নায়কে যুক্তবাদিনী। সামভিস্তেন ভেদ্যাচ দক্ষিণা পরিকীর্ত্তিতা॥

দর্প,—গর্ব্বমাচক্ষতে দর্পং বিহারোৎকর্ষসূচকং।

দান,—ব্যাজেন ভূষণাদীনাং প্রদানং দান মুচ্যতে।

দাস্থং,—দাস্থং কর্ম্মার্পণং তস্থ কৈঙ্কর্য্যমপি সর্ব্বথা।

দিব্যোন্মাদ,—এতস্থ মোহনাখ্যস্থ গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ। ভ্রমাভা-কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে।

দীপ্তা,—প্রৌঢ়াং ত্রিচতুরা ব্যক্তিং পঞ্চবা যুগপদ্গতাঃ। সম্বরীতু মশক্যাস্তে দীপ্তা ধীরৈরুদাহৃতাঃ॥

দীপ্তি,—কান্তিরেব বয়োভোগ দেশকালগুণাদিভিঃ। উদ্দীপিতাভি বিস্তারং প্রাপ্তাচেদ্দীপ্তিরুচ্যতে।

দৈন্য,—দুঃখ ত্রাসাপরাধাদ্যৈ রনৌর্জ্জিত্যন্তুদীনতা।

ধীর,—আশ্রিত্যপ্রেয়সীমস্থ নাতিসেবা পরোপি যঃ। তস্থ প্রসাদ-পাত্রং স্থান্মুখ্যং ধীরঃ স উচ্যতে॥

ধীরললিত,—বিদগ্ধো নবতারুণ্যপরিহাসবিশারদঃ। নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ।

ধীরশান্ত,—শমপ্রকৃতিকঃ ক্লেশসহনশ্চ বিবেচকঃ। বিনয়াদি-গুণোপেতো ধীরশান্ত উদীর্য্যতে।

ধীরোদাত্ত,—গম্ভীরোবিনয়ী ক্ষান্তা করুণঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ। অকথনো গূঢ়গর্ব্বো ধীরোদাত্তঃ সুসত্বভৃৎ।

ধীরোদ্ধত,—মাৎসর্য্যবানহঙ্কারী মায়াবী রোষণশ্চলঃ। বিকথনশ্চ বিদ্বদ্ভির্ধীরোদ্ধত উদাহৃতঃ।

ধৃতি,—ধৃতিঃস্যাৎ পূর্ণতাজ্ঞান দুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ।

ধৈর্য্য,—স্থিরাচিত্তোন্নতির্যাতু তদ্ধৈর্য্যমিতি কীর্ত্ত্যতে।

ধ্যান,—ধ্যানং রূপগুণক্রীড়া সেবাদেঃ সুষ্ঠু চিন্তনং।

নতি,—কেবলং দৈন্যমালম্ব্য পাদপাতো নতির্মতা।

নায়িকা,—প্রগল্‌ভবাক্যা প্রখরা খ্যাতা দুর্ল্লঙ্ঘ্যভাষিতা। তদু-
নত্বে ভবেদ্‌মৃদ্বী মধ্যা তৎসাম্যমাগতা॥

নিদ্রা,—চিন্তালস্য নিসর্গক্লমাদিভিশ্চিত্তমীলনং নিদ্রা।

নির্ব্বেদ,—মহার্ত্তি বিপ্রযোগের্ষ্যঃ সদ্বিবেকাদিকল্পিতং। স্বাবমানন
মেবাত্র নির্ব্বেদ ইতি কথ্যতে॥

নিসর্গঃ,—নিসর্গঃ সুদৃঢ়াভ্যাসজন্য সংস্কার উচ্যতে।

পরকীয়া,—রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণো। ধর্ম্মেণা-
স্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ।

পীঠমর্দ্দ,—গুণৈর্নায়ককল্পো যঃ প্রেম্না তত্রানুবৃত্তিমান্।

পূর্ব্বরাগ,—রতির্যা সঙ্গমাৎপূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা। তয়োরুন্মী-
লতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে।

প্রগল্‌ভা,—প্রগল্‌ভা পূর্ণতারুণ্যা মদান্ধোরুরতোৎসুকা। ভুরি
ভাবোদ্গমাভিজ্ঞা রসেনাক্রান্তবল্লভা।

প্রগল্‌ভতা,—নিঃশঙ্কত্ব প্রয়োগেষু।

প্রতীপ,—হিতাদন্যস্য কৃষ্ণস্য প্রতীপাঃ ক্রুদ্‌ভয়াদিভিঃ।

প্রণয়,—প্রাপ্তায়াং সংভ্রমাদীনাং যোগ্যতায়ামপিস্ফুটং। তদ্গন্ধে-
নাপ্যসংস্পৃষ্টা রতিঃ প্রণয় উচ্যতে।

প্রলয়,—প্রলয়ঃ সুখদুঃখাভ্যাঞ্চেষ্টাজ্ঞাননিরাকৃতিঃ।

প্রলাপ,—ব্যর্থালাপঃ প্রলাপঃস্যাৎ। চাটুপ্রিয়োক্তিবালাপঃ বিলাপো
দুঃখজং বচঃ। উক্তি প্রত্যুক্তিমদ্বাক্যং সংলাপ ইতি কীর্ত্ত্যতে।
অনুলাপঃ মুহুর্বচঃ। অপলাপস্তু পূর্ব্বোক্তস্যান্যথাযোজনং ভবেৎ॥

প্রবাস,—প্রবাসঃ সঙ্গবিচ্যুতিঃ।

প্রিয়নর্ম্মসখা,—আত্যন্তিক রহস্যজ্ঞ সখীভাবসমাশ্রিতঃ। সর্ব্বেভ্যঃ প্রণয়িভ্যোঽসৌ প্রিয়নর্ম্মসখো বরঃ।

প্রাতিকূল্য,—বিপক্ষে বৃত্তিরেতেষাং প্রাতিকূল্যমিতীর্য্যতে।

প্রেমবৈচিত্ত্য,—প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেপি প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবতঃ। যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে।

প্রেমা,—সম্যঙ্‌ মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ। ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমানিগদ্যতে। সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে। যদ্ভাববন্ধনং যূনো স প্রেমাপরিকীর্ত্তিতঃ॥

ভাব,—শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্‌। রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্য কৃদসৌ ভাব উচ্যতে। প্রাদুর্ভাবং ব্রজত্যেব রত্যাখ্যো ভাব উজ্জ্বলে। নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া॥ অনুরাগঃ স্বয়ং বেদ্য দশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ। যাবদাশ্রয় বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে॥

মতি,—শাস্ত্রাদীনাং বিচারোত্থমর্থ নির্দ্ধারণং মতি।

মদঃ,—বিবেকহর উল্লাসঃ। সেবাদ্যুৎকর্ষকৃদ্দর্কো মদ ইতি।

মধ্যা,—সমান লজ্জা মদনা প্রোদ্যত্তারুণ্যশালিনী। কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভবচনা মোহান্ত সুরত ক্ষমা॥ মধ্যা স্যাৎ কোমলাকাপি মানে কুত্রাপি কর্কশা।

মাঙ্গল্য,—মাঙ্গল্যং জগতামেব বিশ্বাসাস্পদতা মতা।

মাদন,—সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ। রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥

মাধুর্য্য,—তন্মাধুর্য্য ভবেদ্‌যত্র চেষ্টাদেঃ স্পৃহনীয়তা। রূপ কিমপ

নির্ব্বাচ্য তনোর্মাধুর্য্যমুচ্যতে। মাধুর্য্যং নাম চেষ্টানাং সর্ব্বা-
বস্থাসু চারুতা।

মান,—স্নেহস্তূৎকৃষ্টতা ব্যাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবং। যো ধার-
য়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ত্যতে॥ দম্পত্যোর্ভাব একত্র
সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ। স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মানুউচ্যতে।
হেতু বীর্য্যা বিপক্ষাদেবৈশিষ্ট্যে প্রেয়সাকৃতে। ভাবঃ প্রণয়
মুখ্যোয়মীর্ষ্যা মানত্বমৃচ্ছতি॥ অকারণাদ্বয়োরেব কারণাভাস-
তাত্তথা। প্রোদ্যন্ প্রণয় এবায়ং ব্রজন্নির্হেতুমানতাং।

মার্দ্দব,—মার্দ্দবং কোমলস্যাপি সংস্পর্শাসহতোচ্যতে।

মৈত্র,—ভাবজ্ঞৈঃ প্রোচ্যতে মৈত্রং বিস্রম্ভো বিনয়ান্বিতঃ।

মোট্টায়িত,—কান্তস্মরণবার্ত্তাদৌ হৃদি তদ্ভাবভাবতঃ। প্রাকট্য
মভিলাষস্য মোট্টায়িতমুদীরয়েৎ।

মোহ,—মোহো হৃন্মূঢ়তা হর্ষাদ্বিশ্লেষাদ্ ভয়তস্তথা। মোহো
বিচিত্ততা প্রোক্তা ঠৈনশ্চল্য পতনাদিকৃৎ॥

মৌগ্ধ্য—জ্ঞাতস্যাপ্যজ্ঞবৎপৃচ্ছা প্রিয়াগ্রে মৌগ্ধ্যমীরিতং।

রক্তলোকঃ,—পাত্রং লোকানুরাগানাং রক্তলোকং বিদুর্বুধাঃ।

রাগ,—স্নেহঃ স রাগো যেনস্যাৎ সুখং দুঃখমপিস্ফুটং। দুঃখ
মপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।

রাগানুগা,—বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু। রাগাত্মিকা-
মনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥

রুক্ষা,—মধুরাশ্চর্য্য তদ্বার্ত্তোৎপন্নৈর্মুদ্বিস্ময়াদিভিঃ। জাতা ভক্তো-
পমেরুক্ষা রতিশূন্যে জনে কচিৎ।

রূপ,—অঙ্গান্যভূষিতান্যেব কেনচিদ্ভূষণাদিনা। যেন ভূষিতবদ্-
ভাতি তদ্রূপমিতি কথ্যতে॥

ললিত,—শৃঙ্গার প্রচুরাচেষ্টা যত্র তং ললিতং বিদুঃ। বিন্যাস-
ভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরা। সুকুমারা ভবেদ্‌ যত্র ললিতং
তদুদাহৃতং॥

লালস,—অভীষ্ট লীপ্সয়াগাঢ়ঃ গৃধ্নুতা লালসো মতঃ।

লাবণ্য,—মুক্তাফলেষু ছায়ায়া স্তরলত্বমিবান্তরা। প্রতিভাতি
যদঙ্গেষু লাবণ্যং তদিহোচ্যতে॥

লিঙ্গিনী,—লিঙ্গিনী তাপসীবেশা পৌর্ণমাসীবদীরিতা।

লীলা,—প্রিয়ানুকরণং লীলা রম্যৈর্বেশক্রিয়াদিভিঃ।

বামা,—মানগ্রহে সদোদ্‌যুক্তা তচ্ছৈথিল্যেচ কোপনা॥ অভেদ্যা
নায়কে প্রায়ঃ ক্রূরা বামেতি কীর্ত্ত্যতে।

বাবদূক,—শ্রুতি প্রেষ্ঠোক্তিরখিল বাগ্‌গুণান্বিত বাগপি। ইতি
দ্বিধা নিগদিতো বাবদূকো মনীষিভিঃ।

বিকৃত,—হ্রিমানের্ষ্যাদিভির্যত্র যোচ্যতে স্ব বিবক্ষিতং। ব্যজ্যতে
চেষ্টয়ৈবেদং বিকৃতং তদ্বিধুর্বুধাঃ।

বিচ্ছিত্তি,—আকল্পকল্পনাল্পাপি বিচ্ছিত্তি কান্তিপোষকৃৎ।

বিপ্রলম্ভ,—যূনো রযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাথবা মিথঃ। অভীষ্টা-
লিঙ্গনাদীনামনবাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে।

বিভাব,—তত্রজ্ঞেয়া বিভাবাস্ত রত্যাস্বাদনহেতবঃ।

বিভ্রম,— বিভ্রমো হারমাল্যাদি ভূষাস্থান বিপর্য্যয়ঃ।

বিয়োগ,—বিয়োগো লব্ধসঙ্গেন বিচ্ছেদো দনুজদ্বিষা।

বিলাস,—স্থিতভঙ্গেব গম্ভীরা গতির্ধীরঞ্চ বীক্ষণং। সস্মিতঞ্চ বচো
যত্র স বিলাস ইতীর্য্যতে। গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদি
কর্ম্মণাং। তাৎকালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজং॥

বিব্বোক,—ইষ্টেপি গর্ব্বমানাভ্যাং বিব্বোকঃ স্যাদনাদরঃ।

বিষাদ,—ইষ্টানবাপ্তি প্রারব্ধকার্য্যাসিদ্ধি বিপত্তিতঃ। অপরাধাদিতোঽপি স্যাদনুতাপো বিষণ্ণতা।

বীভৎস,—পুষ্টিং নিজবিভাবাদ্যৈর্জুগুপ্সারতিরাগতা। অসৌ ভক্তিরসোধীরৈ র্বীভৎসাখ্য ইতীর্য্যতে॥

বেপথু,—বিত্রাসামর্ষ হর্ষাদ্যৈ র্বেপথু গাত্রলৌল্যকৃৎ।

বৈবর্ণ্য,—বিষাদরোষভীত্যাদে র্বৈবর্ণ্যং বর্ণবিক্রিয়া।

বৈয়গ্র্যং,—বৈয়গ্র্যং ভাবগাম্ভীর্য্যবিক্ষোভাসহতোচ্যতে।

বোধ,—অবিদ্যা মোহনিদ্রাদের্ধ্বংসাদ্বোধঃ প্রবুদ্ধতা।

ব্যপদেশ,—ছলব্যাজেন কেনাপি ব্যপদেশোত্র কথ্যতে।

ব্যাধি,—অভীষ্টালাভতো ব্যাধিঃ পাণ্ডিমোত্তাপলক্ষণঃ।

শান্তি,—অত্যারূঢ়স্য ভাবস্য বিলয়ঃ শান্তিরুচ্যতে।

শাবল্য,—শবলত্বং তু ভাবানাং সংমর্দ্দঃ স্যাৎ পরস্পরং।

সঙ্কুলা,—এষাং (প্রীত্যাদিভাবানাং)দ্বয়োস্ত্রয়ানাম্বা সন্নিপাতস্তুসঙ্কুলা

সন্ধি,—স্বরূপয়োর্ভিন্নয়ো র্বা সন্ধিঃ স্যাদ্ভাবয়ো র্যুতিঃ।

সমুৎকণ্ঠা,—সমুৎকণ্ঠানিজাভীষ্টলাভায় গুরুলুব্ধতা।

সম্বন্ধানুগা,—সা সম্বন্ধানুগাভক্তিঃ প্রোচ্যতে সদ্ভিরাত্মনি। যা পিতৃত্বাদি সম্বন্ধ মননারোপণাত্মিকা।

সম্ভোগ,—দ্বয়োর্মিলিতয়োর্ভোগঃ সম্ভোগঃ ইতিকীর্ত্ত্যতে।

সাধক,—উৎপন্নরতয়ঃ সম্যক্ নৈর্বিঘ্ন্য মনুপাগতাঃ। কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

সাম,—প্রিয়বাক্যস্য রচনং যুক্ত তৎ সামগীয়তে।

সিদ্ধা,—অবিজ্ঞাতাখিলক্লেশাঃ সদা কৃষ্ণাশ্রিতক্রিয়াঃ। সিদ্ধাঃ স্যু সন্ততঃ প্রেম সৌখ্যাস্বাদপরায়ণাঃ। সংপ্রাপ্ত সিদ্ধয়ঃ সিদ্ধা নিত্যসিদ্ধাশ্চ তে দ্বিধা॥

সুপ্তি,—সুপ্তির্নিদ্রা বিভাবা স্যান্নানার্থানুভাবাত্মিকা।

সৌন্দর্য্য,—অঙ্গ প্রত্যঙ্গকানাং যঃ সন্নিবেশো যথোচিতং। সুশ্লিষ্ট সন্ধিবন্ধঃ স্যাত্তৎ সৌন্দর্য্যমিতীর্য্যতে॥

স্থায়ীভাব,—অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো বশতাং নয়ন্। সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ীভাব উচ্যতে।

স্নেহ—সান্দ্রশ্চিত্তদ্রবং কুর্ব্বন্ প্রেমাস্নেহইতীর্য্যতে। আরুহ্য পরমাং কাষ্ঠাং প্রেমাচিদ্দীপদীপনঃ। হৃদয়ং দ্রাবয়ন্নেষ স্নেহঃ।

স্বকীয়া,—করগ্রহবিধিং প্রাপ্তাঃ প্রত্যুবাদেতঃ পরাঃ। পাতিব্রত্যাদবিচলাঃ স্বকীয়াঃ কথিতা ইহ।

স্বরভেদ,—বিষাদবিস্ময়া মর্ষ হর্ষভীত্যাদি সম্ভবং। বৈস্বর্য্যং স্বরভেদঃ স্যাদেষ গদ্‌গদিককৃৎ।

স্বরূপ,—আবৃতং প্রকটঞ্চেতি স্বরূপং কথিতং দ্বিধা। অজস্রন্তস্বতঃ সিদ্ধঃ স্বরূপং ভাব ইষ্যতে।

স্বেদ,—স্বেদোহর্ষভয় ক্রোধাদিজঃ ক্লেদকরস্তনোঃ।

হার্দ্দ,—প্রমাদ আন্তরো যঃ স্যাৎ স হার্দ্দ ইতি কথ্যতে।

হাব,—গ্রীবা রেচক সংযুক্তো ভ্রূনেত্রাদিবিকাশকৃৎ। ভাবাদীষদ্ প্রকাশো যঃ স হাব ইতি কথ্যতে।

হেলা,—হাব এব ভবেদ্ধেলা ব্যক্তশৃঙ্গারসূচকঃ।

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায়নমঃ ॥

শ্রীশ্রীগৌরস্তবকল্পতরুঃ।

গতিং দৃষ্ট্বা যস্য প্রমদগজবর্য্যেঽখিলজনা

মুখঞ্চ শ্রীচন্দ্রোপরি দধতি থুৎকারনিবহং।

স্বকান্ত্যা যঃ স্বর্ণাচল মধরয়চ্ছ্রীধৃচ বচ

স্তরঙ্গৈ র্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ১ ॥

অলংকৃত্যাত্মানং নববিবিধ রত্নৈরিব বল,

দ্বিবর্ণত্ব স্তম্ভাস্ফুট বচন কম্পাশ্রুপুলকৈঃ।

হসন্ স্বিদ্যন্নৃত্যন্ শিতিগিরিপতে র্নির্ভরমদে

পুরঃ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ২ ॥

রসোল্লাসৈ স্তির্য্যগ্ গতিভিরভিতো বারিভিরল"

দৃশোঃ সিঞ্চল্লোকানরুণজল যন্ত্রত্বমিতয়োঃ।

মুদা দন্তৈ র্দষ্ট্বা মধুর মধরং কম্পচলিতৈ

র্নটন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৩ ॥

ক্বচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতি সুতস্যোরুবিরহাৎ

শ্লথচ্ছ্রীসন্ধিত্বাদ্দধদধিক দৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ।

লুঠন্ ভূমৌ কাক্বা বিকল বিকলং গদ্গদবচা,

রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৪ ॥

অনুদ্ঘাট্য দ্বারত্রয় মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো

বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিকসুরভি মধ্যে নিপতিতঃ।

তনূদ্যৎ সঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরু বিরহাৎ

বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মাদয়তি ॥ ৫ ॥

স্বকীয়স্য প্রাণার্ব্বুদ সদৃশ গোষ্ঠস্য বিরহাৎ

প্রলাপানুন্মাদাৎ সততমতিকুর্ব্বন্ বিকলধীঃ।

দধদ্ভিত্তৌ শশ্বদ্বদন বিধু ঘর্ষেণ রুধিরং

ক্ষতোত্থং গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৬ ॥

শ্রীশ্রীগৌরস্তবকল্পতরুঃ।

ক্ক মে কান্তঃ কৃষ্ণ স্ত্বরিত মিহ তং লোকয় সখে,
ত্বমেবেতি দ্বারাধিপ মভিদধ ন্নুন্মদ ইব।
দ্রুতং গচ্ছ দ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তদুক্তেন ধৃত ত
দ্ভুজান্তো গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৭ ॥

সমীপে নীলাদ্রেশ্চটক গিরিরাজস্য কলনা
দয়ে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধন গিরিপতিং লোকিতুমিতঃ।
ব্রজন্নস্মীত্যুক্ত্বা প্রমদ ইব ধাবন্নবধৃতো
গণৈস্বৈর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৮ ॥

অলং দোলা খেলা মহসি বরত ন্মণ্ডপতলে
স্বরূপেণ স্বেনাপর নিজগণেনাপি মিলিতঃ।
স্বয়ং কুর্ব্বন্নাম্নামতি মধুরগানং মুরভিদঃ
সরঙ্গো গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৯ ॥

দয়াং যো গোবিন্দে গরুড় ইব লক্ষ্মীপতি রলাং
পুরীদেবে ভক্তিং যইব গুরুবর্য্যে যদুবরঃ।
স্বরূপে যঃ স্নেহং গিরিধর ইব শ্রীল সুবলে
বিধত্তে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ১০ ॥

মহা সম্পদ্দারা দপি পতিত মুদ্ধৃত্য কৃপযা
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্যমুদিতঃ।
উরোগুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীগৌরাঙ্গোদ্গত বিবিধ সদ্ভাবকুসুম
প্রভাভ্রাজৎ পদ্যাবলি ললিত শাখং সুরতরুং
মুহূর্যোঽতি শ্রদ্ধৌষধি বরবলৎ পাঠসলিলৈ
রলং সিঞ্চেদ্বিন্দেৎ স রসগুরু তল্লোকনফলং ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিবিরচিতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ স্তবকল্পতরুঃ সম্পূর্ণ
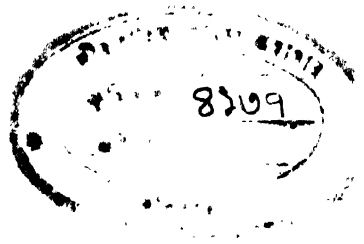
মূল

শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা।

১৪শ স্তবকে সম্পূর্ণ।

শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকার

সূচীপত্র।

ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকার
সূচীপত্র সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা।

প্রথমঃ স্তবকঃ।

সর্ব্বাত্মানমশেষলোকপিতরং সর্ব্বেশ্বরং শাশ্বতং

যং নোবেত্তি জগন্নিবাসমমৃতং যন্মায়য়ান্ধং জগৎ।

যং জ্ঞাত্বা কৃতিনো বিশন্তি পরমানন্দাববোধঞ্চ যং

তং ভক্তপ্রিয়বান্ধবং শরণদং বন্দে মুরদ্বেষিণং॥ ১॥

ব্রজস্ত্রীণাং প্রেমপ্রবণহৃদয়ো বা কিমথবা

কৃপাযুক্তো ভক্তেষ্বসুরনিধনছদ্মনিপুণঃ।

অপিস্বাত্মারামো য ইহ বিজিহিষু ব্র্জমগা-

স্তমানন্দং বন্দে নবজলদজালোদরনিভং॥ ২॥

অসত্যমপি সংসারং যদ্ভক্তিঃ সত্যতাং নয়েৎ।

গোপীনাং হৃদয়ানন্দং তমানন্দ মুপাস্মহে॥ ৩॥

পুণ্যাম্ভোধি ভবা তমো বিঘটিনী সৎসঙ্গমূলোত্তমা

শ্রদ্ধা পল্লবিনী বিরক্তি কলিকা প্রেম প্রসূনোজ্জ্বলা।

সান্দ্রানন্দ রসাবহঞ্চ পরমং জ্ঞানং ফলং বিভ্রতী

সেয়ং শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা ভূয়াৎ সতাং প্রীতয়ে॥ ৪॥

।।।।।। সঙ্গিনী ২য় ব, ৪র্থ সংখ্যা।

কাহং মন্দমতির্জড়োঽনধিগত শ্রুত্যাদিশাস্ত্রাগমো
বিদ্যাতত্ত্ববিবেকনির্ম্মলধিয়াং ভক্তিঃ ক বিশ্বেশিতুঃ।
স্বঞ্চিত্ত্বং তদপি প্রমার্ষ্টু মথতাং বিজ্ঞাতু কামোপাহং
কুর্ব্বে সাহস মীদৃশং যদিহ তৎক্ষন্তুং মহান্তোঽর্হথ ॥ ৫ ॥

অথ নিত্য সত্যামলতয়া সর্ব্ব প্রভবত্বেন পরম কারুণিকতয়া পরমানন্দো বাসুদেব এব ভজনীয় ইতি তন্মহিমানমাবেদয়ন্নাহ।

চিদানন্দাম্ভোধৌ ভবতি বিহরন্তোপি ভগবন্
বিদুস্তেমাহাত্ম্যং ন খলু বিধি শম্ভু প্রভৃতয়ঃ।
তথাপি ত্বৎ পাদাম্বুজ মধুলবামোদ মবিদন্
জড়োপীহে বক্তুং তদিহ কিমিয়ং মে চপলতা ॥ ৬ ॥

প্রত্যেকং ভুবনানি সপ্তযুগলং যাস্বেব সন্তিস্ফুটং
তা যস্য প্রতি রোপকূপ নিলয়া ব্রহ্মাণ্ড কোট্যশ্চিরং।
সান্দ্রানন্দ মবিক্রিয়া পরিমিতং নিত্য প্রকাশং গুণৈ
রস্পৃষ্টং নিগমৈরগম্যমিহকে জানন্তুতং পূরুষং ॥ ৭ ॥

সত্ত্বস্যৈব বিভূতয়োঽমরগণা সর্ব্বার্থকামপ্রদা
গৌরীশানবিরিঞ্চিভাস্করমুখাঃ সর্ব্বে হি সর্ব্বেশ্বরাঃ।
কিন্তু স্মেরমুখাম্বুজো ব্রজবধূবৃন্দেন বৃন্দাবনে
স্বচ্ছন্দং বিহরন্ মমাস্তু পরমানন্দায় নন্দাত্মজঃ ॥ ৮ ॥

যো লীলা লবমাত্রকেন জগতাং স্রষ্টাবিতা হিংসিতা
বেদৈঃ সোপনিষদ্ভিরেব য ইহ প্রস্তূয়তে সর্ব্বতঃ।
সোয়ং গোকুলনাগরী পরিবৃঢ়ো বৃন্দাবনাভ্যন্তরে
পূর্ণানন্দমহোদধি র্বিজয়তে নিঃসীমলীলাময়ঃ ॥ ৯ ॥

দেবানামপি কারণং নিরবধি শ্রেয়ো বিলাসালয়ং
সিদ্ধীনামুদধিং সুখৈক বসতিং নিঃশেষ যোগেশ্বরং।

সর্ব্বৈশ্বর্য্যনিধিং বিধেরপি বিধিং সৎকামকল্পদ্রুমং
কারুণ্যাকরমুত্তমং ত্রিজগতাং ভক্তানুরক্তং ভজে ॥ ১০ ॥
যদ্ধ্যেয়ং গিরিশাত্মভূপ্রভৃতিভি র্বেদান্ত বেদ্যং পরং
বেদানাং ফলমুত্তমং ত্রিজগতা মীশংগুণেভ্যঃ পরং।
মোক্ষৈকাবিপ মব্যয়ং যদপি চ ব্রহ্মাভিধানং মহ
স্তৎ সাক্ষাদ্‌ব্রজসুন্দরীপরিবৃতং বৃন্দাবনে ক্রীড়তি ॥ ১১ ॥
যমীক্ষন্তে সন্তঃ স্বহৃদি পরমানন্দ মমলং
যমদ্বৈতং ব্রহ্মেত্যভিদধতি বেদান্তনিপুণাঃ।
অপি ব্রহ্মেশাদ্যৈরপরিকলিতানন্ত মহিমা
স এবানন্দোঽয়ং ব্রজভুবিনৃদেহো বিহরতি ॥ ১২ ॥
সর্ব্বত্র পরিপূর্ণোয়মেকঃ পরমপূরুষঃ।
স্বেচ্ছাবিহারং কুরুতে সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ॥ ১৩ ॥
আরূঢ়া হর মূর্দ্ধানং যৎ পাদস্পর্শ গৌরবাৎ।
ত্রৈলোক্যঞ্চ পুনাদ্দগঙ্গা কিন্তস্ত মহিমোচ্যতে ॥ ১৪ ॥
কিঞ্চ। তদ্দাসা হরনারদপ্রভৃতয়ঃ কোঽহং বরাকঃ শিশুঃ
পাপশ্চেতি হ্রিয়া মুকুন্দভজনত্যাগং বৃথামাকৃথাঃ।
সর্ব্বেশোপি দুরাসদোপি করুণাসিন্ধু সুবন্ধুঃ সতাং
ভক্ত্যৈব শ্বপচানপীহ বশগঃ স্বেনানুগৃহ্লাতি সঃ ॥ ১৫ ॥
ন বেদৈর্নাগমৈ র্যোগৈর্নতপোভির্নকর্ম্মভিঃ।
ভক্ত্যৈব কেবলং গ্রাহ্যো যোগিমৃগ্যঃ পরাৎপরঃ ॥ ১৬ ॥
তথাহি। সর্ব্বধর্ম্ম বিহীনোপি নাধীত নিগমাগমঃ।
লেভে যদ্ভক্তিমাত্রেণ ধ্রুবঃ সর্ব্বোত্তমং পদং ॥ ১৭ ॥
সকাম মত্যা ভজতামতদ্বিদাং ভক্তপ্রিয়ঃ কাম নির্ব্বর্ত্তকং নৃণাং।
দত্তে ঘনানন্দদুঘং পদাম্বুজং পিতাহমৃদাস্বাদি শিশোঃ শিতামিব ॥ ১৮ ॥

দুশ্চেষ্টিতা যেহপ্যরবিন্দনাভং কচিদ্ভজন্তে জনরঞ্জনার্থং।
তথাপিতে তস্য পদং লভন্তে প্রীত্যা ভজন্তঃ কিমু সাধুশীলাঃ ॥১৯॥

কামেন পর পীড়াভিঃ যো দম্ভেনাপি সেবিতঃ।
তারয়ত্যেব তান্ সর্ব্বান্ কো দয়ালুরতঃপরঃ ॥ ২০ ॥

অবিহিত সুকৃতোপি যোবিধত্তে সলিলদলৈরপি তৎপদে সপর্য্যাং।
তমনু সকল ধার্ম্মিকৈরলভ্যং নিজপদমেব দদাতি ভক্তবন্ধুঃ ॥ ২১ ॥

সুকৃতশতজুষোপি যোগিনোপি শ্রিয়মনুসেবয়তোপি ভক্তিহীনান্।
ন ভজতি ভজতাং সতামধীনঃ কিমিতি কৃপালুমমুং ভজেন্নলোকঃ ॥২২॥

ধর্ম্মানশেষানপি যো বিহায় ভজেদনন্যোহহরিপাদপদ্মং।
দত্বাপদং মূর্দ্ধ্নি সুধার্ম্মিকাণাং স এব তদ্ধাম সুখাদুপৈতি ॥২৩॥

যস্য ভক্তি প্রদীপোহি সদা স্নেহেন দীপিতঃ।
নিঃশেষং নাশয়ত্যেব কর্ম্মধ্বান্ত সমুচ্চয়ং ॥ ২৪ ॥

ভবদাবানলৈর্দগ্ধান্ কস্ত্রাতুং শক্তিমান্ ভবেৎ।
ঋতে দীন দয়াসিন্ধুং তমানন্দ সুধাম্বুধিং ॥ ২৫ ॥

হরিপদভজনেচ্ছু বিন্দ্রিয়ৌঘং ধৃতিমতিমান্ বিজয়েত দুর্জ্জয়ারিং।
শমদমনিয়মৈর্যমৈঃ স্বধর্ম্মে নহিপরবান্ সুখসাধনে সমর্থঃ ॥ ২৬ ॥

হরিপদ ভজনে পথিপ্রবৃত্তো নিজমপি কর্ম্মবিবর্জ্জয়েৎ প্রবৃত্তং।
অনুদিন মনুশীলয়েন্নিবৃত্তং ন ভবতি যাবদিহেশ্বর প্রকাশঃ ॥ ২৭ ॥

কিঞ্চাস্তু কৃষ্ণমহিমা তৎপরায়ণস্যাপি মহিমা কথমপি
বক্তুং ন শক্যত ইত্যাহ ॥

স এব বীরঃ সহি শাস্ত্রবেদবিৎ স এব ধন্যঃ সুকৃতি স এব হি।
স এব লক্ষ্ম্যা স্বয়মেব মৃগ্যতে সউত্তমৌ যো হরিভক্তিমাশ্রিতঃ ॥২৮॥

তমর্থয়ন্তেহখিল পুরুষার্থাস্তমর্দ্দয়ন্তে ত্রিবিধানতাপাঃ।
তমাশ্রয়ন্তেহখিল তত্ত্ববোধা সদা যমানন্দয়তীশভক্তিঃ ॥ ২৯ ॥

তেনৈব ধন্যা চ ধৃতা চ মেদিনী তেনৈব কৃৎস্নং পরিপাবিতং জগৎ।
তেনৈবতীর্ণো ভুবসিন্ধুরাশ্রমং যেনাদরেনাচ্যুতভক্তিরাশ্রিতা ॥৩০॥
দ্রুহ্যন্তি তস্মৈ ন মনোভবাদয় স্তস্মৈ নমস্যন্তি সুরাঽসুরাঅপি।
তস্মৈ চ মুক্তিঃ স্পৃহয়ত্যপি স্বয়ং যস্মৈ হরের্ভক্তিরসো হি রোচতে ॥৩১॥
তস্মাৎ স্বয়ং বিভ্যতি সর্ব্বভীতয়ঃ তস্মাচ্চ ধর্ম্মা প্রভবন্তি সর্ব্বদা।
তস্মাদশেষং প্রপলায়তে তমোযতো হরের্ভক্তিরসঃ প্রকাশতে ॥৩২॥
তস্যৈব সঙ্গো দুরিতং ধুনীতে তস্যানুভাবো হি ভবং লুনীতে।
তস্যৈব কীর্ত্তির্ভুবনং পুনীতে যস্যেশভক্তির্ভৃ´ষ মুজ্জিহীতে ॥ ৩৩ ॥
তত্রৈব গঙ্গা যমুনাদি নদ্যস্তত্রৈব তীর্থানি বসন্তি সদ্যঃ।
তত্রৈব ধর্ম্মাঃ সকলা রমন্তে যত্রেশ ভক্তির্ভৃ´শমাবিভাতি ॥ ৩৪ ॥
আতন্বতে তত্র রতিং দিবৌকসো বসন্তি তত্রৈব সদামহদ্‌গুণাঃ।
জ্ঞানঞ্চ তত্রৈব সদা প্রকাশতে যত্রাস্তি ভক্তি র্মধুসূদনাশ্রয়া ॥ ৩৫ ॥

কিঞ্চৈবঞ্চেৎ কৃষ্ণকারুণ্যং ভক্তানামপ্যেবং মহিমা
সদা তর্হি সর্ব্বে কিমিতি ন ভজন্তীত্যাহ ॥

অহ্নি স্বোদর পূর্ত্তিমাত্র বিকলা নিদ্রাস্মরেহাদিভি
র্দুষ্পূরৈশ্চ মনোরথৈ রবিরতৈ রাক্ষিপ্তচিত্তা নিশি।
তন্মায়া বিভবেন মোহিত ধিয়ো মিথ্যা প্রপঞ্চাদৃতা
যোগিবৈন্দ্রেরপি দুর্গমং কথমমী কৃষ্ণং ভজন্তাং জনাঃ ॥৩৬॥
অপিচ। তত্তৎকাম নিকাম লুব্ধ মনসাং নানামরাসেবিনাং
নানা কর্ম্ম তপো জপাদি গমিতাঽশেষ ক্ষণানামপি।
অন্যেষামপি সিদ্ধিসাধনবিধৌ যোগ প্রয়োগার্থিনাং
তন্মায়া বিভবেন মোহিতধিয়াং ভক্তিস্তু দূরেস্থিতা ॥ ৩৭ ॥
আনন্দামৃত বারিধৌ নবঘন শ্যামাভিরামাকৃতৌ
কৃষ্ণেঽনন্ত মহিম্নি নৈব রমতে নিত্যেঽতিনেদিয়সি।

সংসারে মৃগতৃষ্ণিকা জল নিভেঽসত্যেপি সত্যভ্রমা-
ন্মূঢ়ো ধাবতি গাহতেঽভিরমতে দুঃখৈকহেতৌ সুখী ॥৩৮॥
দেহো গেহ মনুত্তমং রসবতী সদ্বাসনা গেহিনী '
স্বচ্ছন্দং হরিভক্তিরুত্তম ধনং সন্তোষ একঃ সুহৃৎ।
সিদ্ধং শাশ্বত সৌখ্যমস্তি হি তথাপ্যাত্মৈকবন্ধে মুধা
গেহাদাবসতি প্রয়স্যতিজনো মিথ্যা সুখেচ্ছাতুরঃ ॥ ৩৯ ॥
আশাভোগিসহস্রভাজি মমতাঽহঙ্কারভীম ক্রমে
কামক্রোধমুখারিবর্গমকর গ্রাহাবলী সঙ্কুলে।
তত্তৎক্লেশ মহোর্ম্মিমালিনি মহামোহাম্বুপূরে নৃণাং
দুষ্পারে ভবসাগরে প্রবিসতাং গোবিন্দ ভক্তিঃ কুতঃ ॥৪০॥

যদ্যেবং তর্হি ভক্তিঃ কথং স্যাদিত্যাহ।

তত্রাদৌ পরলোকতো ভবমতঃ পুণ্যৈমতির্জায়তে
সন্তেদ স্তত এব সাধুযুভবেত্তেষাং প্রসাদোদয়াৎ।
শ্রদ্ধাস্যাৎ ভগবৎ কথাসু চ ততো ভক্তির্বিরক্তিস্তত
স্তত্ত্বজ্ঞানমমন্দসান্দ্র পরমানন্দং সমুদ্যোততে ॥ ৪১ ॥
পুণ্যক্ষুণ্ণশুভাশয়ে সমুদিতা সৎসঙ্গ বীজাঙ্কুরা
শ্রদ্ধাবারিভিরুক্ষিতা প্রতিদিনং বৈরাগ্যবিস্তারিতা।
আরূঢ়া ভগবৎ প্রবোধ তরুকং প্রীতিপ্রসূনাঞ্চিতা
সান্দ্রানন্দরসং হি ভক্তিলতিকা ধত্তেঽতি সৌখ্যং ফলং ॥৪২॥
কঞ্চ। কামাদিষ্বজিতেষু গোকুলপতের্ভক্তি র্ন সম্পদ্যতে
জেয়ানৈব মহারয়ঃ পুনরমীতদ্ভক্তি সস্ত্রং বিনা।
তস্মাদ্ভক্তজন প্রসঙ্গ পদবী মাস্থায় ভক্তিং শনৈ
রভ্যস্যাস্থ সুবুদ্ধিভিঃ প্রতিদিনং জেয়াশ্চ কামাদয়ঃ ॥৪৩॥

ইহ তু নিপতিতঃ সুদুঃখনীরে স্মরমুখনক্রকুলাকুলে ভবাব্ধৌ।
হরিচরণ মহাতরিং শ্রয়েদ্যস্তরতি সুখেন সুদুস্তরং তমন্যৈঃ ॥ ৪৪ ॥
তেন স্মরন্তি বিষয়ান্ন চ কর্ম্মকাণ্ডং তেন স্মরন্তি পুরুষার্থ চতুষ্টয়ঞ্চ।
তেন স্মরন্তিসুতদারগৃহাত্মদেহান্ যে কৃষ্ণপাদকমলেমধুপানমত্তাঃ ॥৪৫॥
কিঞ্চ। সদ্ভিঃ ক্ষুণ্ণমনাবিলং বিগত সন্তাপং রজো বর্জ্জিতং
ত্বৎপাদাম্বুজ ভক্তি সৎপথ মৃতে নান্যোস্তি পন্থা মম।
স্বর্গাদৌ তবকাল চক্র লুলিতে স্বচ্ছেপিনৈবোৎসহে
মোক্ষে ত্বৎপদলঙ্ঘনাহিত ভয়েনোৎসাহসং কুর্ম্মহে ॥৪৬॥
শ্রেয়ঃ কল্পতরোঃ ফলং সুবিমলং রত্নং ত্রয়ী বারিধে
র্মূলং জ্ঞান মহীরুহস্য পরমানন্দাম্বুধে র্নিঝরঃ।
সংসারার্ণবপারসেতুরমৃতারোহস্য নিঃশ্রেণিকা
দুষ্প্রাপং হরিভক্তিরুত্তমধনং কাম্যং ন কেষামিহ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকায়াং প্রথমঃ স্তবকঃ ॥

দ্বিতীয়ঃ স্তবকঃ।

অথ ভক্তজন প্রসাদৈক সাধ্যত্বাং ভগদ্ভক্তেস্তানুপশ্লোকয়তি।

অশেষ ব্রহ্মাণ্ড প্রভুরপি বিহায়াত্মনিলয়ং
সদা যেষাং পার্শ্বে বসতি বশগঃ কৈটভ রিপুঃ।
বিমুক্তৌ মুক্তাশান্ মুরহরপদাম্ভোজরসিকান্
ভজেহং ভক্তাং স্তান্ ভগবদবতারান্ ভবহিতান্ ॥ ১ ॥

তানেব প্রত্যেক মভিবাদয়তি,—

গুহ্যং যোগিদুরাসদং ত্রিজগতাং সারং যয়ৈবামৃতং
যস্যানিষ্কপটপ্রসাদসুলভং গোবিন্দ পাদাম্বুজং।
আদ্যাং শক্তিমশেষলোকজননীং ব্রহ্মাদিভির্বন্দিতাং
বন্দেতাং কুলদেবতামিহ মহামায়াং জগন্মোহিনীং ॥ ২ ॥

আনন্দ নির্ঝরময়ীমরবিন্দনাভ
পাদারবিন্দমকরন্দ ময় প্রবাহান্।
তাং কৃষ্ণভক্তিমিব মূর্ত্তিমতীং শ্রবন্তীং
বন্দে মহেশ্বর শিরোরুহকুন্দমালাং ॥ ৩ ॥

বন্দে রুদ্রবিরিঞ্চিনারদশুকব্যাসোদ্ধবাহক্রূরক
প্রহ্লাদার্জ্জুনতার্ক্ষমারুতিমুখান্ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়ান্।
যৎকীর্ত্তিঃ সুরনিম্নগেববিমলা ত্রৈলোক্য মেবা পুনাৎ
সর্পেন্দ্রস্য ফণেববিশ্বমবহৎতাপান্ সুধেবাহরৎ ॥ ৪ ॥

তৎ কামোজ্মিত লোক বেদচরিতা পত্যাত্মপত্যালয়া
রাধাদ্যাব্রজসুন্দরীরবিরতং বন্দেমুকুন্দ প্রিয়াঃ।
যাভিঃ প্রেম পরিপ্লুতাভিরনিশং কৃষ্ণৈক তানাত্মভি
র্যন্নৈসর্গিকমেব কর্ম্মবিহিতং সাপ্রেমভক্তিঃ স্মৃতা ॥ ৫ ॥

তদ্যথা,—আনন্দেন মুকুন্দনামচরিতং লীলা বিলাসাত্মকং
রোমাঞ্চাঞ্চিত বিগ্রহা সরভসং শৃণ্বন্তি গায়ন্তি চ।
তৎ সৌন্দর্য্যবিহার মগ্নমনসো নিত্যং স্মরন্তিস্ম তং
গেহেকর্ম্ম সমাকুলাঅপি হরের্ভক্তিং দধুর্গোপিকাঃ ॥ ৬ ॥

বীণাবেণুমৃদঙ্গবাদ্যবলিতৈ র্নিত্যৈঃ স্বগীতোত্তরৈ
স্তল্পৈঃ পুষ্পনবপ্রবাল রচিতৈ রাস্যামৃতস্যার্পণৈঃ।
গুঞ্জাধাতু শিখণ্ডপুষ্পবিহিতৈর্বেশৈমনোহারিভিঃ
প্রেম্না সাধু সিষেবিরে মধুরিপুং বৃন্দাবনে গোপিকাঃ ॥৭॥

স্বিদ্যৎপাণিতলেন তচ্চরণয়োঃ সংমার্জ্জনেনার্পিতং
পাদ্যং স্নেহজলেন চার্ঘ্যমনিশং চেলাঞ্চলেনাসনং।
দত্তং চাচমনীয় মেবনিয়তং স্বস্বাধরস্থামৃতৈঃ
প্রেম্নৈবেত্থমহর্নিশং মধুরিপো র্গোপীভিরর্চ্চাকৃতা॥ ৮॥
তাসাং যেতু মনোরথা নবনবোন্মীলৎকলা কেলয
স্তেষাং তাবদগোচরেহি ভগবৎ কামক্রিয়াকৌশলং॥
ইত্যেবং নিজমানসাধিক রসোল্লাসোৎসবা স্বাদজে
নানন্দেনববন্দিরে মধুরিপুং বৃন্দাবনে গোপিকাঃ॥ ৯॥
অভ্যুত্থান বরাসনাঙ্ঘ্রিকমল প্রথ্যালনোদ্বর্ত্তনৈঃ
কেশোপস্করণানুলেপ তিলকৈঃ প্রত্যঙ্গ বেশোত্তরৈঃ।
ভক্ষৈঃ ক্ষীর রসাদিভিশ্চ বদনে তাম্বূল বিক্ষেপনৈ
র্মাল্যৈর্বীজন বাদ্যগীত নটনৈ র্দাস্যং ব্যধু র্গোপিকাঃ॥১০॥
পরীহাসালাপৈঃ সহ বিহরণৈঃ প্রেমরভসৈঃ
স্বভাবৈঃ সৌহার্দ্দৈঃ সহশয়ন বাসোহভ্যবহৃতৈঃ।
অতি প্রীত্যামৈত্রীং ব্রজপুর যুবত্যো বিদধিরে
হরৌ প্রীতিং নৈসর্গিক সখিতয়াগোপ শিশবঃ॥ ১১॥
তদীয় কৃপাশ্রিত কাম মার্গনৈ র্নিহন্যমানাঃ শরণং গতাইব।
কৃষ্ণায় চাত্মানমপি স্ববিগ্রহং নিবেদয়ন্তে স্বয়মেব গোপিকাঃ॥১২॥
নিরপেক্ষা নিরাহার্য্যা নির্গুণা গুণশালিনী।
স প্রেমা সানুরাগাচ গোপীভক্তিঃ কিমুচ্যতে॥ ১৩॥
যাভিঃ কৃষ্ণ রসাস্বাদো বিরহেপ্যনুভূয়তে।
গোপীনাং সক্ষণো নাস্তি যত্র গোবিন্দ বিস্মৃতি॥ ১৪॥
পত্যা পত্যা ধনৈরাঢ্যং গৃহং যোগিষু দুস্ত্যজং।
হঠেন তৃণবত্ত্যক্ত্বা ভেজুঃ কৃষ্ণং ব্রজস্ত্রিয়ঃ॥ ১৫॥
।।।।। সঙ্গিনী ২য় ব, ৫ম সংখ্যা।

গোপীনাং ভক্তি মহিমা বক্তুং শক্যোন বেধসা।
তৎসুতেন শুকেনাপি কে বয়ং জড়বুদ্ধয়ঃ॥ ১৬॥
ন তথা ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা লক্ষ্মীর্বাহনস্ত এব বা।
গোবিন্দস্ত জগদ্বন্দ্যো র্যথা গোপীজনাঃ প্রিয়াঃ॥ ১৭॥
পরিশীলয়তোঽনন্তং শততং সন্তাপ সত্তপোহন্তৃন্।
ভাগবতানিহবন্দে পুণ্যাম্ভোধে রিবোত্থিতাংশ্চন্দ্রান্॥ ১৮॥

অথকে তে ভাগবতা ইত্যপেক্ষায়া মাহ।

যে শৃণ্বন্তি মুকুন্দনামচরিতং গায়ন্তি চানন্দিতা
স্তং সর্ব্বত্র সমং স্মরন্তি সততং তৎপাদ সংসেবিনঃ।
বন্দন্তে পরিপূজয়ন্তি চ রসাত্তদ্দাস্যমাতন্বতে
সখ্যঞ্চাত্মনিবেদনঞ্চ নিয়তং কর্ম্মার্পণং কুর্ব্বতে॥ ১৯॥
কৃষ্ণাত্মানঃ কৃষ্ণধনাঃ কৃষ্ণবন্ধু সুতাদয়ঃ।
যে তদর্থোজ্ঝিতাশেষা স্তেপিভূরি পরিগ্রহাঃ॥ ২০॥
কৃষ্ণার্পিত ধনাগার দারবন্ধু সুতাদয়ঃ।
যে পরিগ্রহবন্তোপি সদা নিষ্কিঞ্চনা জনাঃ॥ ২১॥
তদ্রূপগুণ নৈবেদ্য নির্ম্মাল্যব্যাপৃতেন্দ্রিয়াঃ।
বষয়া বিষয়া যেপি সদা বিষয়শালিনঃ॥ ২২॥
কৃষ্ণার্পিত মনোবুদ্ধিদেহ প্রাণেন্দ্রিয় ক্রিয়াঃ।
অপ্যনাকাঙ্ক্ষিততয়া নির্জ্জিতারি ষডূর্ম্ময়ঃ॥ ২৩॥
কৃষ্ণেনৈব হৃৎস্থিতেন সদা সন্তুষ্ট চেতসঃ।
যে দরিদ্রা অপি প্রায়ো রাজ্যাধিক সুখস্থিতাঃ॥ ২৪॥
নাভ্যসূয়ন্তি কেভ্যোপি নচ কেভ্যোপি বিভ্যতি।
যেন দুঃখাদুদ্বিজন্তে ন রমন্তে বহিঃ সুখে॥ ২৫॥

যেন বিভ্যতি পাপ্মানো নচ কেচন জন্তবঃ।
হরি বিস্মরণাদেব যে চ বিভ্যতি সর্ব্বদা॥ ২৬॥
উচ্চৈরপি বহূন্ দোষান্ সদাদৃষ্ট্বা গুণানপি।
যে পরেষাং ন পশ্যন্তি চাত্মনস্তু বিপর্য্যয়ং॥ ২৭॥
মৈত্রীং সৎসু কৃপাং দীনে পুণ্য শালিনি সম্মদং।
কুর্ব্বন্তি পাপষূপেক্ষা মপি যে সমবুদ্ধয়ঃ॥ ২৮॥
নিগমাগম মন্ত্রাণাং জপে নাসক্তবুদ্ধয়ঃ।
সংখ্যয়া হরিনামানি যে জপন্তি দিবা নিশং॥২৯॥
পরিত্যজ্যৈ হিক সুখা স্বর্গাদিষ্বপি নিস্পৃহাঃ।
নির্ম্মমাহং মদস্তন্দ্রা যে সদা কৃষ্ণ চেতসঃ॥ ৩০॥
স্বনিন্দায়াং ন দূয়ন্তে ন হৃষ্যন্তি স্তুতাবপি।
যেন নিন্দন্তি কমপি ন প্রশংসন্তি কানপি॥ ৩১॥
যে চ সৎসঙ্গ নিষ্পন্ন জ্ঞান নির্ধূত বন্ধনাঃ।
পুণ্য পাপৈ র্ন বধ্যন্তে তৃণৈরিব মতঙ্গজাঃ॥ ৩২॥
জ্ঞানামৃত করস্পর্শ পরমাহ্লাদনির্বৃতাঃ।
ক্লেশাদিভির্নবাধ্যন্তে তাপৈশ্চাধ্যাত্মিকাদিভিঃ॥ ৩৩॥
অহর্নিশোন্মিষদ্ভক্তি সপত্নিসংহৃতক্ষণা।
যেষাং কৃষ্টৈব কর্ম্ম স্ত্রী স্বয়মেব নিবর্ত্ততে॥ ৩৪॥
যথাশক্তি নিজান্ ধর্ম্মান্নসক্তাঃ পর্য্যুপাসতে।
গুণ দোষধিয়া মুক্তা নিষিদ্ধং নাচরন্তি যে॥ ৩৫॥
অপি ত্রৈলোক্য রাজস্য হেতোর্মোক্ষস্যবাপুনঃ।
ক্ষণার্দ্ধমপি যে সৌরে র্ন চলন্তি পদাম্বুজাৎ॥ ৩৬॥
মুকুন্দ চরণাম্ভোজ মকরন্দ প্রবাহিনীং।
ধর্ম্মাধর্ম্মোজ্ঝিতা যেপি নিষেবন্তে সুরাপগাং॥ ৩৭॥

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচ শীল দমক্ষমাঃ।
শান্তি সন্তোষ ধৃত্যাদ্যা যেষাংচ সহজাগুণাঃ ॥ ৩৮ ॥
যেষাং পাপেষু হিংসাভুদক্ষমেন্দ্রিয় নিগ্রহে।
অপ্যসত্যং পরত্রাণে চাধৈর্য্যং কৃষ্ণকীর্ত্তনে ॥ ৩৯ ॥
অনাত্ম বুদ্ধির্দেহাদৌ মিথ্যা দৃষ্টিশ্চ সংসৃতৌ।
রাগোহরিকথাম্বেব দ্বেষশ্চ বিষয়েষ্বভূৎ ॥ ৪০ ॥
মুক্তের্ষামান মাৎসর্য্য দম্ভস্তম্ভানৃতাদয়ঃ।
যেনাহং বাদিনঃ শান্তাঃ সর্ব্বত্র সম দর্শিনঃ ॥ ৪১ ॥
পরিপূর্ণা পরিচ্ছিন্না চিদানন্দাখিলাত্মনঃ।
বাসুদেবাদন্যতমং ন পশ্যন্তি জগত্রয়ং ॥ ৪২ ॥
অকুণ্ঠ স্মৃতয়ো যে চ ভক্তেরন্যাং ন সম্পদং।
বিপদঞ্চ ন মন্যন্তে কৃষ্ণ বিস্মরণাৎ পরং ॥ ৪৩ ॥
শান্ত সন্তত সন্তাপা মহান্তঃ শান্তচেতসঃ।
সুহৃদঃ সর্ব্বভূতানাং স্বপরাভিন্ন বুদ্ধয়ঃ ॥ ৪৪ ॥
ন ভাষন্তেন্য মর্ম্মস্পৃক্ সদা সুনৃতভাষিণঃ।
যে চার্দ্র চেতসো দীনে করুণামৃত বর্ষিণঃ ॥ ৪৫ ॥
ন সহন্তে সতাং নিন্দা মপি সর্ব্ব সহিষ্ণবঃ।
কাময়ন্তে ন কিমপি সদা দাস্যাভিলাষিণঃ ॥ ৪৬ ॥
অন্তঃসারা মহাত্মানঃ কুলশৈলাইব স্থিরা।
শত্রুভিঃ ক্রোধ কামাদ্যৈর্ন চাল্যন্তেহনিলৈরিব ॥ ৪৭ ॥
সদা তচ্চরণাম্ভোজ সুধাস্বাদ প্রলোভিনঃ।
যেষাং মোক্ষেপি নেচ্ছাভূৎ পারমেষ্ঠ্যাদিকে কুতঃ ॥৪৮॥
গভীরতা সচ্ছতাদ্যৈ র্যে পয়োনিধি সন্নিভাঃ।
কৃষ্ণাশ্রিতান মর্য্যাদাং প্রলয়েপি জহত্যহো ॥ ৪৯ ॥

নবধা ভক্তি ভাবেন সর্ব্বদা ভাবিতাত্মনাং।
যেষাং পুনর্বিশেষেণ জীবনং হরি কীর্ত্তনং॥ ৫০॥
হরেঃ সংকীর্ত্তনারম্ভে তন্নিমগ্ন মনোধিয়ঃ।
ত এব জানন্তি পরং তদাস্বাদ সুখোদয়ং॥ ৫১॥
জীবন্তো ভক্তিলাভায় কেবলং প্রাণবৃত্তয়ঃ।
অযত্নোপনতং শুদ্ধং ভুঞ্জতে কেশবার্পিতং॥ ৫২॥

অথ ভক্তি কীদৃশীতাপেক্ষায়াং তৎস্বরূপমাহ।

সমীহন্তেনৈন্দ্রং পদমপি নচ ব্রহ্মপদবী
মপেক্ষন্তে সিদ্ধীরপি করগতাং মুক্তিমপিচ।
যদা সক্তাঃ সন্তো বিদধতিবশে কেশবমপি
শ্রয়েহং ভক্তিং তামমল পরমানন্দ রসদাং॥ ৫৩॥
শ্রীকৃষ্ণশ্রুতিকীর্ত্তন স্মৃতি পদাম্ভোজাম্বু সেবার্চ্চন
শ্রীমদ্বন্দন দাস ভাব সমিতা স্বাত্মার্পিতা ভাবিনী।
কান্তে বাতি সুখপ্রদা নব রসা গঙ্গেব পাপাপহা
ভক্তিঃ কল্পলতেব বাঞ্ছিত ফলা সদ্ভিঃ সদা সেব্যতে॥ ৫৪॥
ভগবতঃ শ্রবণং পরিকীর্ত্তনং স্মরণমঙ্ঘ্রি নিষেবনমর্চ্চনং।
চরণবন্দন দাস্য মথোত্তমা বিদধতে সখিতাত্মনিবেদনং॥ ৫৫॥
নরহরে রিতি ভক্তিরনুত্তমা নিগদিতা মুনিভির্নব লক্ষণা।
যইহতামনুশীলয়তি ক্রমাৎ সহিসুখাদিহ তৎ পদমশ্নুতে॥ ৫৬॥
তামসী রাজসীচৈব সাত্বিকী প্রেম লক্ষণা।
নির্গুণা চেতি সা ভক্তিঃ পঞ্চধা পরিকীর্ত্তিতে॥ ৫৭॥
ভক্তয়োমূঃ পঞ্চবিধাঃ প্রাপয়ন্তি হরেঃ পদং।
সাধ্য সাধন ভেদেন সাধীয়স্তো যদুত্তরং॥ ৫৮॥

ক্রমেণ লক্ষণানি ॥

পর হিংসাং সমুদ্দিশ্য মাৎসর্য্যাচ্ছন্নমানসৈঃ।
দম্ভেন ক্রিয়তে ভক্তি স্তামসী দাম্ভিকীচ সা ॥ ৫৯ ॥
তৎফলান্যভিসন্ধায় কামানর্থান্ যশোথবা।
ক্রিয়তে যা বিষয়িভিঃ ভক্তিঃ সা রাজসী স্মৃতা ॥ ৬০ ॥
উদ্দিশ্য কর্ম্মনির্হার মনহঙ্কার কর্ম্মভিঃ।
ক্রিয়তে যা স্বধর্ম্মেন সা ভক্তিঃ সাত্ত্বিকী স্মৃতা ॥ ৬১ ॥
স্বচ্ছ্রদ্ধা প্রীতি সদ্ভাবৈঃ সত্ত্বং শুদ্ধং যদা ভবেৎ।
তদৈব নির্ম্মলং প্রেম কৃষ্ণে সঞ্জায়তে নৃণাং ॥ ৬২ ॥

তদ্যথা।

তদ্গুণ শ্রুতি মাত্রেণ তদ্ভাব হৃত মানসৈঃ।
পুলকোৎফুল্ল সর্ব্বাঙ্গৈরানন্দাশ্রু প্রবর্ষিভিঃ ॥ ৬৩ ॥
ক্রিয়তে যা রসাঢ্যেন প্রেম্নৈব নিরুপাধিকা।
নিরপেক্ষা স্ব প্রকাশা সা ভক্তিঃ প্রেম লক্ষণা ॥ ৬৪ ॥

হসন্ত্যকালেঽভিরুদন্ত্যভীক্ষ্ণং হৃষ্যন্তি গায়ন্তি সমুল্লষন্তি।
নৃত্যন্তি নন্দতি লপন্ত্যনর্থং প্রেমোদ্ধতাস্তেঽপ্যবসাদয়ন্তি ॥ ৬৫ ।
নিত্যামোদ ভরাঢ্যং নির্ম্মল মানন্দ সান্দ্র মকরন্দং।
ভক্তি লতায়াং প্রেম প্রসূন মনুভবতি মন্মনো মধুপঃ ॥ ৬৬ ॥

যোগীন্দ্র চিন্তনীয়ে পরমানন্দে মুকুন্দ চরণাব্জে।
আস্বাদয়ন্তি হংসাঃ প্রেমরসং দুর্ল্লভং কেঽপি ॥ ৬৭ ॥

আনন্দামৃত সিন্ধৌ প্রেমলহর্য্যাং নিমগ্ন মনসো যে।
বিস্মৃত লোক দ্বিতয়াস্ত এব বিধি কিঙ্করা নস্যুঃ ॥ ৬৮ ॥

সর্ব্বদা সর্ব্বভাবৈস্তে প্রাণ বুদ্ধীন্দ্রিয়ৈরপি।
দেহাদিনৈরপেক্ষেণ ভজন্তে পুরুষোত্তমং ॥ ৬৯ ॥

তাং প্রেম লক্ষণাং ভক্তিং প্রপন্নাঃ পরমাত্মনঃ।
কুর্ব্বন্ত্যানন্দ সম্পূর্ণাশ্চতুর্ব্বর্গং তৃণোপমং ॥ ১০ ॥
দেহ ব্যাপার রহিতাসৈব লিঙ্গৈর্নলক্ষিতা।
নিগূঢ়া নির্গুণা ভক্তিস্তস্যা লক্ষণ মুচ্যতে ॥ ১১ ॥
তদ্‌গুণ শ্রুতি মাত্রেণ তস্মিন্নেবাখিলাত্মনি।
নিমজ্জতিমনো যস্য গঙ্গাম্ভো বারিধাবিব ॥ ১২ ॥
অতি প্রেম রসার্ত্তস্য যো ভাবোভেদ বর্জ্জিতঃ।
অবিচ্ছিন্নানন্দময়ী সা ভক্তির্নিগুণা স্মৃতা ॥ ১৩ ॥
নিরহং মতয়োধীরাঃ সর্ব্বত্র সম দর্শিনঃ।
আনন্দাম্ভনিধৌ মগ্নাঃ স্বদেহং ন স্মরন্তি তে ॥ ১৪ ॥
নো সংসারো ন পরম পদং নোবিরক্তির্নরাগো
নাহং বুদ্ধির্নচ সমমতি র্নো বিধির্নো নিষেধঃ।
তেষাং নাপি স্ফুরতি নিয়তং কর্ম্ম নিষ্কর্ম্মতা বা
সর্ব্বত্রাবির্ভবতি পরমানন্দ একো মুকুন্দঃ ॥ ১৫ ॥
শমতি সুখদা নিগূঢ় ভাবাহখিল পরিতাপ বিমোচনী সদার্হা।
উদয়তু সরসা প্রিয়েব ভক্তির্মম হৃদি সাধুজন প্রসাদ লেশাৎ ॥১৬॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকায়াং দ্বিতীয় স্তবকঃ ॥

তৃতীয়ঃ স্তবকঃ।

অথেতাদৃশীং নবলক্ষণাং ভক্তিং প্রার্থয়মানঃ সূত্রয়তি।

শ্রুতী বিষ্ণোর্গাথাঃ শৃণুত মনিশং গায় রসনে
স্মরাকারং চেতশ্চরণ যুগ মঙ্গানি ভজত।

করৌদাস্যং পূজাং কুরুতমপি শীর্ষ প্রণমতং
কুরুস্বাত্মন্ মৈত্রীং বপুরপি তদীয়ং ভবচিরং॥ ১॥

ক্রমেনোদাহরতি।

ন মে ধর্ম্মাঃ কর্ম্মানি চ ন চ তপঃ শৌচ মপিনো-
ন বৈরাগ্যং ভাগ্যং নচ কিমপি বিদ্যা নচ শুভা।
তথাপীদং পীত্বা হরিচরিত নাম শ্রুতিপুটে
প্রসাদাৎ সাধূনামহ মিহতরিষ্যাম্যপি তমঃ॥ ২॥

কদা সদ্ভির্গীতং মধুরিপু যশো নাম বিভবং
রসাদুচ্চৈর্গায়ন্নয়ন জল সংসিক্ত হৃদয়ঃ।
দ্রবীভূত স্বান্তোহমিত পুলক জালাঞ্চিত বপুঃ
প্রমত্তঃ প্রেম্নোচ্চৈরহমিহ লুঠিষ্যামি ধরণৌ॥ ৩॥

স্বকীয়ৈরংঘোভি র্ভবতি যদি মে জন্ম নিরয়ে।
নতত্রাস্তে দুঃখং যদি ভবতি চিত্তে মধুরিপুঃ।
নচেদেবং দৈবং ভুবন মপি সাম্রাজ্য মপি মে
সুখার্থং নৈব স্যাৎ পরমিহ দুবাধিং প্রণয়তি॥ ৪॥

তদেব দ্রঢ়য়তি॥

কিয়ৎ কালং কালানল পরিমলাদ্বৈত বিষয়ে
বিনোদব্যামোদং বহসি কলুষাবেশ বিরসৈঃ।
অয়েচেতঃ পীতাম্বরচরণ মানন্দথু সুধা
সমষ্যা স্বারাজ্যং সতত মনু সন্ধেহি রভসাৎ॥ ৫॥

কিঞ্চ। সদারাধ্যং ব্রহ্মাদিভিরপি তমারাধ্য মুনয়ঃ
সমীহন্তে মোক্ষং ধ্রুবমিব মহান্তঃ পুনরমী।
নিমগ্নাঃ কর্ম্মার্থে বয়মিহতু সংসার জলধৌ।
প্রভোঃ পাদাম্ভোজ দ্বয় মনুভজাম প্রতিজন্মঃ॥ ৬॥

পরিপ্রাপ্তঃ সঙ্গাৎ বিষয় সুখ সীমান মতুলং
স্মরামোদস্তাবৎ কৃত সুকৃত ধারাধিষণয়া।
অথৌ তত্তদ্দাবানল সহজ নির্ব্বাপক মহং
প্রপদ্যেমাধ্বীকং হরিচরণয়োরেব নিতরাং ॥ ৭ ॥

কিঞ্চ। ন জানে দুর্জ্ঞেয়াগম নিগম মন্ত্রোদিত বিধীন্
ন মে সন্তি দ্রব্যাণ্যপি তদুপযুক্তানি যজনে।
অবস্থাং যাং কাঞ্চিদ্গত ইহ সপর্য্যাং মধুরিপো
রনায়াসং কুর্য্যাং সলিল তুলসী পল্লবকুলৈঃ ॥ ৮ ॥

চিদানন্দং ব্রহ্মস্থির চরগতঞ্চাখিল গুরুং
জগন্তি ধ্যায়ন্তো বরমপি বুভুৎ সন্তি কৃতিনঃ।
তমানন্দং মূর্ত্তং নবজলধর শ্যামলতনু
মহং বন্দে নন্দাত্মজমপরিমেয়ং সুরবরৈঃ ॥ ৯ ॥

ন রাজ্যং মাহেন্দ্রং পদমপি ন চ ব্রহ্মপদবীং
ন চ জ্ঞানং সিদ্ধি র্নচ নচ পদং রশ্মি পরমং।
প্রভো দীনানাথপ্রিয় শরণয়োস্ত্ব চ্চরণয়ো
পতিত্বা যাচেঽহং বিতর বিমলং দাস্যমচলং ॥ ১০ ॥

গৃহাসক্তো যুক্তঃ স্বজন ভরণেঽমুক্ত বিষয়ঃ
প্রসক্তঃ ষড়্‌বর্গে নকৃত সুকৃতঃ সেবিত খলঃ।
তথাপি ত্বদ্দাস্যং সতত সদুপাস্যাখিল গুরো
সদীহে নির্লজ্জস্তব তদনুকম্পৈব শরণং ॥ ১১ ॥

তথাহি। ন গেহং বন্ধায় প্রভবতি সরাগাশ্চ বিষয়া
স্তথারিঃ ষড়্‌বর্গঃ সুহৃদ ইব ভদ্রং বিতনতি।
মুরারাতে যাতে তব চরণদাস্যে যদচলে
তদেতৎ কারুণ্যং তব সহজ কারুণ্যজলধেঃ ॥ ১২ ॥

।।।।। সঙ্গিনী ২য় ব, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

গৃহাদয়োহি কথং শ্রেয়স্করা ইতি তেষাং দাস্যানুকূলত্ব মেবাহ।

সুতোদারাভৃত্যঃ স্বজন সুহৃদো যে পরিজনাঃ
ভবৎকর্ম্মণ্যেবা নিশমিহ নিযুক্তা ধনমপি।
যদি স্যাৎ ত্বৎপাদর্পিত মপি গৃহং চেন্মধুরিপো
তদাস্মাভি র্দাস্যৈ র্জিতমিহ গৃহস্থৈরপি সদা॥ ১৩॥
তনূরূপে নেত্রং তব যশসি নাম্নি শ্রুতিযুগং
সুনির্ম্মাল্যে ঘ্রাণং ত্বগপি মহদালিঙ্গন বিধৌ।
ত্বদীয়ে নির্ম্মাল্যে রসতি রসনা চেন্মম সদা,
তদাকৃষ্ণাস্মাভি র্জিতমিহ নিতান্তং বিষয়িভিঃ॥ ১৪॥
ভবদ্দাস্যে কামঃ ক্রুদপিতবনিন্দা কৃতিজনে
তদুচ্ছিষ্টে লোভো যদি ভবতি মোহ ভবতি চ।
ত্বদীয়ত্বেমান স্তব চরণ পাথোজ মধুনা
মদশ্চেদস্মাভি র্নিয়ত ষড়মিত্রৈরপি জিতং॥ ১৫॥
কৃতং দৈত্যৈর্ধ্যানং যদিহ রিপুভাবেন ভবতঃ
কৃতা তেষাং শাস্তির্নমু তদনুরূপা ভগবতা।
প্রদত্তা যন্মুক্তি র্নচ চরণ পঙ্কে রুহ সুধা
তদাস্তাং মৈত্রী মে প্রতিজনি তদাস্বাদ জননী॥ ১৬॥
কৃষ্ণায় বিশ্বপতয়ে কমলাশ্রয়ায়
দীনপ্রিয়ায় কিমহং তদুপশ্রয়ামি।
ইত্যন্বহং বিগণয়ন্ পরমাত্মনেঽস্মৈ,
স্বাত্মানমেব পরমং পরমর্পয়ামি॥ ১৭॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকায়াং তৃতীয়স্তবকঃ।

চতুর্থঃ স্তবকঃ।

অথ শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাহ।

স্বোক্তং চাথপরোক্তং বা তন্নাম চরিতং মুদা।
কর্ণাভ্যাং চিত্ত বিষয়ী কৃতং শ্রবণ মুচ্যতে ॥ ১ ॥

হরের্নাম্নাং গুণানাঞ্চ গানং কীর্ত্তনমুচ্যতে।
তচ্চ প্রেম রসামোদৈঃ কৃতং সংকীর্ত্তনং স্মৃতং ॥ ২ ॥

কংসারেরমুচরিতাহমুবন্ধনাম, পীযূষং প্রপিবতি যঃ শ্রুতিদ্বয়েন।
তত্তৃপ্তং ভ্রময়তিতং নবেদশাস্ত্রং ন জ্ঞানং নচনিখিলোবিমুক্তিমার্গঃ ॥ ৩॥

কিমধ্যাত্মজ্ঞানৈঃ কিমিহনিয়মৈঃ কিং শমদমৈঃ
স্তপোভিঃ কিং যাগৈঃ কিমিহ জপযজ্ঞাদিভিরপি।
শ্রুতীনাং সারোয়ং সকল পুরুষোর্থো পরিলস
ন্মুরারাতেঃ শশ্বদ্‌যদি ভবতি সংকীর্ত্তন রসঃ ॥ ৪ ॥

সংসার দুঃখ দহনৈ রিহযেহমুদগ্ধা,,
যেবা মহানরকজাত নিপাত ভীতাঃ।
নানাবিকর্ম্ম শতনিষ্কৃতি কাঙ্ক্ষিণো যে,
তে কীর্ত্তয়ন্ত রসসিন্ধু রসে বিশন্ত ॥ ৫ ॥

বাঞ্ছন্তি যে মধুরিপো শ্চরণারবিন্দং
তে তৈহস্য কীর্ত্তি সরসিং পরিশীলয়ন্ত।
মায়া ময়ৈ র্নিয়ত মাবৃত মন্ধকারৈ
স্তন্নাম ভাস্বদুদয়ৈম নিভালয়ন্ত ॥ ৬ ॥

তংশৃণ্বতশ্রুতিপুটেন হৃদি প্রবিষ্ট,
স্তস্মান্মহা সরস এব নিজাৎ স্বপূর্ণাৎ।

কৃষ্ণো বিনিঃসরতি নির্ঝর বদ্বিমুক্ত
বন্ধাম্মুখা ধ্বনি সদা গুণনাম মূর্ত্ত্যা ॥ ৭ ॥
চিত্তেচলেধৃতমলেচ যুগস্বভাবাদ্ধ্যানাদিকং
পরমযোগিকৃতং ন সিদ্ধেৎ।
তৎসাধনান্তর মুপাস্থ হরিং পরীপ্সু স্তন্নামকর্ম্ম
শৃণুয়াদনুকীর্ত্তয়েচ্চ ॥ ৮ ॥
যেষাং তদীয় গুণনাম সুধাকরৌঘৈ
র্নিষ্পীয়তে নিবিড়মোহমহান্ধকারঃ।
চেতোগৃহান্তর গতং সহসা তএব,
পশ্যন্তি রূপ মমলং মধুসূদনস্থ ॥ ৯ ॥
বদ্গীয়তামতি রসাদিহ শৃণ্বতাঞ্চ
তৎকীর্ত্তিনাম বিশদং বশগোতি হর্ষাৎ।
নান্যৎ প্রিয়ং সমবলোক্য স্বরৈর্হ্ণরাপং
তুষ্টো দদাতি ভগবান্ নিজদাস্ত মেব ॥ ১০ ॥
স্পৃষ্টাঃ কদাচিদপি তেন ভবানলেন,
দৃষ্টাশ্চ তেন খলু কাম মুখৈর্দ্বিষদ্ভিঃ।
হৃষ্টা স্তএব হি তএব বিনষ্ট পঙ্কা
যে কৃষ্ণনামচরিতামৃত সিন্ধু মগ্নাঃ ॥ ১১ ॥
যৈ রচ্যুতস্থ গুণনাম রসাভিষেকৈঃ
প্রক্ষালিতং নিজমনো বহুপঙ্ক লিপ্তং।
তদ্ধ্যান পূজন পদাম্বুজ সেবনাদৌ
স্বৈরং তএব নিতরা মধিকারিণঃ স্যুঃ ॥ ১২ ॥
কিঞ্চ; যে গোবিন্দপদারবিন্দমধুপা যে বা ভবাম্ভোনিধেঃ
পারং গন্তুমভীপ্সবোপি রসিকা যে মুক্তি কামাঅপি।

যে বা তৎপাদপদ্মভক্তিমচলাং বাঞ্ছন্তি নির্মৎসরা

স্তে হর্ষাদনুশীলয়ন্তু নিয়তং তন্নাম কর্ণামৃতং ॥ ১৩ ॥

মুক্তির্যতো ভবতি যত্র নিতান্তভক্তি

র্জ্ঞানং যতোঽভ্যুদয়তে বিমলং যতোঽন্তঃ।

কর্ণামৃতানি বিসরন্তি যতোঽদ্ভুতানি

কোবা ন গায়তি শৃণোতি ন তদ্যশাংসি ॥ ১৪ ॥

কিং বহুনা। নামৈক মাত্র মাত্রমপি যে ব্যথয়াপি বিষ্ণো

রুচ্চারয়ন্তি সকৃদপ্যবহেলয়া বা।

তেঽহো তরন্ত্যপি দুরন্ত মঘৌঘ সিন্ধুং

সং শ্রদ্ধয়াঽনবরতং গৃণতাং পুনঃ কিং ॥ ১৫ ॥

কর্ম্মাণ্যনন্ত বিষয়ানি সুমঙ্গলানি

নামানি চাসুররিপোঃ সুবহূনি সন্তি।

জিহ্বা চ বক্ত্রবশগা শ্রবণঞ্চ নিত্যং

হাহা তথাপি তমসি প্রবিশন্তি মূঢ়াঃ ॥ ১৬ ॥

কিঞ্চ। গায়ন্তি কেঽপি হরিনাম জপন্তি কেঽপি

শৃণ্বন্তি কেঽপি মধুরং যশ এতদীয়ং।

তত্তৎ প্রমোদ ভরদুর্দ্ধর চারু দেহাঃ

প্রেম্নো বশাস্তু বিবশা মহতাং মহান্তঃ ॥ ১৭ ॥

তল্লক্ষণমাহ। বাষ্পগদ্গদবচাধৃতহর্ষো লোমহর্ষনিবহাঞ্চিত দেহঃ।

অস্তু ব্বাহ্ বিষয়োদিতভাবঃ কোপি গায়তি শৃণোতি কৃতার্থঃ ॥১৮॥

উদ্গীয়মান ভগবন্মহিমানমন্যৈ রাসাদয়ন্ পরমসম্মদমত্তচেতাঃ।

উন্মাদবানিব রসান্নটমান উচ্চৈরুদ্গায়তি প্রলপতি প্রহসত্য লজ্জঃ॥১৯॥

কিঞ্চ। দিবারাত্রি প্রায়স্ফুরিত নিবিড় প্রেমলহরী

নিমগ্না স্তজ্জ্ঞান স্খলিত নিজকৃত্য ব্যতিকরাঃ

হরের্গাথা গান প্রমদজড়িম ব্যাকুলগিরঃ
সমস্তান্নৃত্যন্তো জগদপি কৃতার্থং বিদধতে॥ ২০ ॥

গীয়ন্তে চরিতানি চেন্মধুরিপোনামানি ধামান্যপি
শ্রূয়ন্তে যদিবা মহন্মুখরিতান্যানন্দিতৈ র্যৈ রিহ।
স্নাতং তৈরমরাপগাদিষু মহাতীর্থেষু যজ্ঞাঃ কৃতা
স্তপ্তান্যেব তপাংস্তপঃশ্রমময়ং তীর্ণোভবাম্ভো নিধিঃ॥ ২১ ॥

কিং বহুনা। শ্রেয় শ্রেয়ো রস বদমলং সচ্চিদানন্দরূপং
চিত্তাহ্লাদং মধুরমধুরং মৎফলং ভক্তিবল্ল্যাঃ।
বিষ্ণোর্নামা চরিত মমৃতং যে পিবন্তি প্রমোদা
জ্জীবন্মুক্তা স্ত ইহ ন পুনর্মৃত্যু সিন্ধৌ বিশন্তি॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকায়াং চতুর্থস্তবকঃ।

পঞ্চমঃ স্তবকঃ।

অথ কীদৃশানি তানি নামানি চরিতানি শ্রবণীয়াণি কীর্ত্তনীয়ানি তান্যাহ।

ভুবোভারী ভূতাস্ত্রিভুবন বিপক্ষান্ দিতিসুতান্
জিঘাংসুর্দেবক্যা জঠরজলধৌ রত্নমভবৎ।
অথাভীরস্ত্রীণামধরমধুলোভেন ভগবান্
ব্রজং গত্বা নন্দন্ সমনুজ গৃহে নন্দতনয়ঃ॥ ১ ॥

যদীক্ষা মাত্রেণোদিত বহু বিকারা জগদিদং
মহামায়া সূতে মহদহ মনন্তানিলমুখৈঃ।
হরি-ব্রহ্মেশাদ্যা অপি যদবতারাঃ সুরগণাঃ
সম্পূর্ণো গোপীনাং সদসি ভগবানাবিরভবৎ॥ ২ ॥

বিষং দত্বা যস্মৈ স্তন যুগভৃতং হন্ত মনসা
যতো লেভে ধাত্রী গতিরপি তয়া পূতনিকয়া।
য এতস্মৈ প্রীত্যা সরস মধুরং গব্য মমৃতং
ফলং বা খণ্ডং বা দদতি কিমু তেষাং কৃতধিয়াং ॥ ৩ ॥

তৃণাবর্ত্তাদীনামিহ নিধন মাশ্চর্য্য কুতুকী
প্রিয়ং পিত্রোঃ কুর্ব্বন্‌ ঙ্গনশয়ন সৃক্কাদিভিরপি।
অরক্ষদ্যো ধেনূঃসহ সখিগণৈর্ব্বৎসসহিত
তথা গোপস্ত্রীণাং মুদমুদবৎকেলি রভসৈঃ ॥ ৪ ॥

স্বকর্ম্মাসক্তায়া মনসি জনয়িত্র্যা বিধুরতাং
শিশূনামামোদং দধিঘৃতপয়োলুণ্ঠনধিয়াং।
ভিয়ং দৈত্যেন্দ্রানাং মনসি নিদধে বিস্ময়করীং
হরি লীলোদঞ্চৎ পদকমল বিদ্ধস্ত শকটঃ ॥ ৫ ॥

পিবন্তং বক্ষোজৌ স্খলয়তি বলাৎ কৃষ্ণমবলা
নিধায়াঙ্কে পঙ্কে রুহমিব মুখং পশ্যতি মুহুঃ।
প্রমোদ প্রেমান্ধা হসতি মধুরং চুম্বতি রসাদ্‌
যশোদায়াঃ পায়াত্রিভুবন ময়ং ভাগ্য মহিমা ॥ ৬ ॥

ক্বচিদ্গব্যস্তেয়ে সপদি জনয়িত্র্যা কুপিতয়া
ইটাদ্বদ্ধোদাম্না হরিরপরিমেয়োপি মুনিভিঃ।
বিধাস্যামোমৈবং পুনরিতি বচো গর্ভিতমুখ
স্তদাস্যেসাশঙ্কং নিহিত নয়নোপান্তমরুদৎ ॥ ৭ ॥

তয়াভক্ত্যার্যুক্তো হৃদয় বিষয়ীকৃত্যখলু তং
মুনীন্দ্রা মুচ্যন্তে বিবিধ ভববন্ধ ব্যতিকরাৎ।
অহো মাতুর্দাম্না স্বয়মপি সবন্ধো হরিরভূৎ
স্বভাব প্রেম্নোয়ং প্রভুমপি বশীকারয়তি যৎ ॥ ৮ ॥

ন তচ্চিত্রং শশ্বদ্‌গুণ রহিত মাধায় হৃদয়ে
মুনীন্দ্রা মুচ্যন্তে গুণময় শরীরাৎ কথমপি।
গুণৈর্বদ্ধস্তাস্ত ক্ষণমধিগতৌ সন্নিধি মিমৌ
বিমুক্তৌ যৎ সত্যং গুণময় তনো গু্হ্যকসুতৌ ॥ ৯ ॥

বিহায় স্বা-বৎসাং স্তমতি মুদিতা গোযুবতয়
সুধাকল্পে রল্লেতর নিজপয়োভি র্যদভজন্।
অতোভূরি প্রীত্যা হরিরপি সদা পালয়দিমা
যতো গোপালাখ্যো ভবদখিল পালোপি সততং ॥ ১০ ॥

শিখণ্ডৈ গুঞ্জাভির্বিবিধ সুমনোভিঃ কিশলয়ৈঃ
কৃতাকল্পোঽনল্পৈর্মুদিত হৃদয়ো নন্দতনয়ঃ।
বিচিক্রীড় স্বৈরং সমগুণবয়ো বেশললিতৈ
র্বলাদ্যৈ র্গোপালৈঃ সহ সহচরৈঃ কেলি বিপিনে ॥১১॥

ক্ষণং নৃতৈর্গীতৈঃ কলমুরলি শৃঙ্গধ্বনি যুতৈঃ
ক্ষণং লীলাযুদ্ধৈঃ ফলদলভুজা ক্ষেপ বলিতৈঃ।
ক্ষণং শিক্যস্তেয়ৈঃ ক্ষণমপি তদন্নাসন রসৈ
স্তিরশ্চাং শ্চেষ্টাভির্বিলসতি বয়স্যৈঃ পরিবৃতঃ ॥ ১২ ॥

ক্বচিৎ ক্রীড়ায়া সক্ষুবিত পৃথুক প্রেরণ মিষাৎ
প্রসীদন্ ভক্তানাং দ্বিজবর বধূনাং মধুরিপুঃ।
যযাচে যজ্ঞানং দ্বিজনিবহ মন্নানি রভসাদ্
যদিচ্ছা তং সাক্ষাদুপ নমতি সদ্যোঽমৃতমপি ॥ ১৩ ॥

তপোধর্ম্মাঃ কর্ম্মাণ্যপি মধুরিপোঃ পাদভজনে
ভবন্তি প্রত্যূহা ন পুনরিহ তৎসাধন বিধিঃ।
রিজ্ঞানস্তোপোভি র্বিহত মতয়ো ন দ্বিজবরা
বিহীনা স্তৎ পত্ন্য প্রভুচরণ মন্ত্রৈর্যদভজন্ ॥ ১৪ ॥

হরে র্বালক্রীড়াং কলয়িতু মুপেতোপি কুতুকা-
দ্বিরিঞ্চি র্গোবৎসানহরদখিলাংশ্চ ব্রজশিশূন্।
তথৈব ক্রীড়ন্তং তমপি সহতৈর্বীক্ষ্য সপুন
র্ভয়াক্রান্তো ভক্ত্যাহভয়দমভজত্তস্য চরণং॥ ১৫॥

মম ক্রীড়া যোগ্যা তরণী তনয়ানাস্য ফণিনঃ
খলস্যেতি ক্রুদ্ধো মথয়িতু মগাৎ কালীয়মসৌ।
অথাবাসং হাস্যন্নত শিরসি পাদৌ নিদধতা
মুকুন্দেনানন্দা ধ্রুব মনুগৃহীতঃ ফণিপতিঃ॥ ১৬॥

স যাগে বিধ্বস্তে বিবুধপতিমৈশ্বর্য্যমদিরা
মদান্ধো ব্যাহন্তং ব্রজপুবমগাৎ সাচ্যুতমপি।
অথজ্ঞাতৈশ্বর্য্যং করধৃত মহীন্দ্রং তমভজৎ
বিজানন্তিস্তব্ধাঃ খলু পরিভবাদাত্মবিভবং॥ ১৭॥

আগোমার্ষ্টুং বিবুধ পতিনা গীয়মানৈস্তদানিং
স্বীয়ৈ রেবামৃতলবমিতৈ র্মূর্ত্তিমদ্ভির্যশোভিঃ।
অত্যুৎসিক্তো বিশদ মধুরৈঃ সৌরভেয়ৈর্পয়োভিঃ
শ্রীগোবিন্দো বিলসতি মুদা ক্ষৌণিবিক্ষিপ্তশৈলঃ॥ ১৮॥

গচ্ছন্তীনা মনুজনপদং বিক্রয়ে গোরসানাং
গোপস্ত্রীণাং কলয়তি বলাদ্গব্যমব্যগ্রচিত্তঃ।
ভুংক্তে হৈয়ংগবমভিনবং যচ্চসারং রসাঢ্যং
শেষং ক্ষিপ্ত্বা ভুবি স রভসং তত্রভাণ্ডং ভিনত্তি॥ ১৯॥

প্রতিভবন মুপেত্যাভীর বামেক্ষণানা
মভিনবনবনীতং বিত্তমপ্যা দদানঃ।
কবলয়তি বলেনালোকিতঃ সাবহেলং,
হসতি মধুরমন্দং নন্দবালঃ সখেলঃ॥ ২০॥

।।।।। সঙ্গিনী ২য় ব, ৭ম সংখ্যা।

তপস্তপ্যন্তীনা মভিযমুন মাভীর স্নুদৃশাং
স্ব পাদস্পর্শেচ্ছাং সফলয়িতুকামো হরিরগাৎ।
অথাসাং সুশ্রূষুশ্চটুবচন মাদত্ত বসনং
দদৌচাতি প্রীতঃ সপদি নিজপাদাম্বুজমপি ॥ ২১ ॥
দধিভ্রান্ত্যা দুগ্ধে দধতি সলিলং মন্থন বিধৌ
প্রসারং নির্গব্যং সপদি রচয়ন্তি প্রতিমুহুঃ।
গুরূণাং সাক্ষাদপ্যাতি পুলকিতা গোপবনিতা
ন কেষাং বা হাস্যাস্পদমিহ মুকুন্দাহৃতধিয়ঃ ॥ ২২ ॥
অথপথি নন্দকুমারং বিলোক্য তন্মগ্নমানসা গোপ্যঃ।
তং চিরমাকাঙ্ক্ষিণ্যো রহসি বয়স্যা মিদংপ্রাহুঃ ॥ ২৩ ॥
না দত্তে গুরুগৌরবং সহচরী বাচং ন চাপেক্ষতে
'তত্ত্বদ্ভাবনবানুরাগ মধুনা মত্তায়মানং মনঃ।
বংশীমুগ্ধ মুখাম্বুজং নবঘনশ্যামং মনোহারিণং
বিদ্যুৎ বিদ্যুতিতাম্বরং কমপি মে সর্ব্বক্ষণং কাঙ্ক্ষতি ॥ ২৪ ॥
নিন্দন্তু প্রিয়বান্ধবা গুরুজনা গঞ্জন্তু মুঞ্চন্তু বা
দুর্ব্বাদং পরিঘোষয়ন্ত্যপি জনা বংশে কলঙ্কোঽস্তু বা।
তাদৃক্ প্রেম নবানুরাগ মধুনা মত্তায়মানং তু মে
চিত্তং নৈব নিবর্ত্ততে ক্ষণমপি শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজাৎ ॥ ২৫ ॥
কিং লাবণ্যঃ পয়োনিধিঃ কিমথবা কন্দর্পদর্পাম্বুধিঃ
কিম্বা কেলিকলানিধিঃ কিমথবা বৈদগ্ধ্যবারাং নিধিঃ।
কিম্বা নন্দনিধি র্বিলাসজলধিঃ কিম্বা কৃপাবারিধি
স্তত্তৎ ভাবরসাকুলেন মনসা কৃষ্ণো ন বিস্মর্য্যতে ॥ ২৬ ॥
স্মেরাপূর্ণ মুখেন্দু মুন্নতনসাং গণ্ডস্ফুরৎ কুণ্ডলং
বর্হাপীড় মনোজ্ঞ কুঞ্চিত কচং মত্তেভলীলাগতং।

আরক্তায়ত লোচনং মুরলিকা হস্তং ঘনশ্যামলং
গোপি মোহন মাকলয্য সখি মে তত্রৈব লগ্নং মনঃ ॥ ২৭ ॥

ধৈর্য্যং দূরমধিক্ষিপন্ কুলবধূবর্গোচিতাং চ ত্রপাং
তৎকালং গলহস্তয়ন্ গুরুজনাপেক্ষাং সমুন্মূলয়ন্।
কৃত্বং স্বামিসুতাদিবান্ধবজনস্নেহঞ্চ বিস্মারয়ন্
মচ্চিত্ত তরলীকরোতি মুরলী নাদো মুরদ্বেষিণঃ ॥ ২৮ ॥

কিঞ্চ। তাভিঃ সমংস্মর সুখেন বিহর্তুকাম
ত্রৈলোক্যমোহন মনোজ মনজ্ঞবেশঃ।
বৃন্দাবনে মলয়বাত সুগন্ধশীতে
গোপীমনোহর মসৌ মুরলিং নিদধ্নৌ ॥ ২৯ ॥

আপীয় কৃষ্ণ মুরলীবর মাসবং তা
গোপস্ত্রিয়ঃ সপদি মত্তমনো মনোজাঃ।
বৃন্দাবনে রহসি কুঞ্জগতং মুকুন্দ
মানন্দ মন্দ গতয়ো যযু রুল্লসন্ত্যঃ ॥ ৩০ ॥

হতব্রীড়ানৈবাদৃতগুরুজনা লোকমুভয়ং
সমুজ্ঝন্ত্যঃ সদ্যো ন গণিত কলঙ্কা যুবতয়ঃ।
ধৃতা মন্দানন্দাঃ সততঃ মনুরক্তা যদভজন্
নতোহশেষাধীশং হরিমপি বশীচক্রুরনিশং ॥ ৩১ ॥

অথাসাং ভাব সংশুদ্ধিং জ্ঞাতু মপ্রিয়ভাষিণং।
প্রাহুঃ প্রেমভরাক্রান্তা মাধবং রধিকাদয়ঃ ॥ ৩২ ॥

হিত্বা লোক মিমং পরং বিরহিতা পত্যাত্মপত্যালয়া
যাতা স্ম শরণং তবৈব চরণং সর্ব্বাত্মভাবৈর্ব্বয়ং।
ঘন্নৈরাশ্যবচোহগ্নিদগ্ধহৃদয়া স্বয়ার্পিতাশাশ্চিরং
দীনানাথদয়ানিধে দৃগমৃতৈ রাসিঞ্চদাসীরিমাঃ ॥ ৩৩ ॥

পীত্বাচিরং মধুর বেণুরবাসবন্তে
কাস্ত্রীনমুহ্যতি মনোভবখিদ্যমানা।
রূপঞ্চ তে ভুবনমোহন মাকলয্য
ত্বয্যেবলগ্নহৃদয়ো চলেৎ সতীত্বাৎ॥ ৩৪॥

নিন্দন্তু প্রিয়বান্ধবা গুরুজনা গঞ্জন্তু মুঞ্চন্তু বা
দুর্ব্বাদং পরিঘোষয়ন্তপি জনা বংশে কলঙ্কোঽস্তু বা।
যুষ্মদ্রূপ বিদগ্ধতামৃত রসাম্ভোধৌ নিমগ্নস্তু ন
শ্চিত্তং নৈব নিবর্ত্ততে প্রিয়তম ত্বৎপাদ পঙ্কেরুহাৎ॥ ৩৫॥

যে পত্য পত্য গৃহবন্ধুজনা ধনানি
প্রাণা যশাংসি কুলশীল মিদং সতীত্বং।
নির্ম্মঞ্ছ্য সর্ব্ব মিহ তে চরণারবিন্দে
সর্ব্বাত্মনা হৃদয়নাথ ভবাম দাস্যঃ॥ ৩৬॥

ইতি চির মনুরাগ প্রেম গর্ভৈরমীভি
র্মধু মধুর বচোভিঃ প্রীণয়িত্বা মুকুন্দং।
অনুদিন মনুরক্তা স্তৎপ্রসাদ প্রগল্ভা
রভস কলিত কামা রেমিরে গোপবামাঃ॥ ৩৭॥

ব্রজস্ত্রীণাং পীণস্তন জঘন সানন্দ বদন
স্মিত স্নিগ্ধালাপেক্ষিত বিবিধভাবাহৃত মনাঃ।
শরজ্জ্যোৎস্না রম্যে তরণীতনয়া তীর বিপিনে
হরিশ্চক্রে তাভিঃ সহ রহসি রাসোৎসববিধিং॥ ৩৮॥

প্রেমানুরাগ রসবেশ বিলাসিনীনাং
দিব্যাঙ্গরাগরমনীয় তরাঙ্গকানাং।
যোগীন্দ্র চিন্ত্য চরণঃ শরণাগতানাং
বক্ষস্থলে হরিরভূৎ ব্রজসুন্দরীনাং॥ ৩৯॥

প্রিয়ে চুম্বত্যাস্যাম্বুজ মনু চুচুম্বে প্রতিমুহুঃ
সমাশ্লিষ্যন্ত্যুচ্চৈ দৃ'ঢ় মুপুজুগূহে সরভসং।
মুখং প্রেম্না পশ্যত্যনিশ মতি হার্দ্দেন দদৃশে
ন জানে গোপীভিঃ সুকৃতমিহ কীদৃক্কৃত মহো॥ ৪০ ॥

অমন্দং বৈরাগ্যং দশন বসনে গোপ সুদৃশা
মনালক্ষো মোক্ষশ্চিকুর নিকুরুম্বে সমজনি।
বিবেকোর্নী ষিষু প্রসভ মতি ভক্তি স্তন যুগে
মুরারাতে র্যোগে কিমিত হৃদি রাগোধিক মভূৎ ৪১

নৃত্যাবেশ বিশীর্ণ মাল্য মুরলী ধম্মিল্য বেশো নব
প্রেমোদ্যৎ পুলকৈ র্বিভূষিত বপুর্ব্যাঘূর্ণ মানেক্ষণঃ।
মুগ্ধ স্ত্রী মুখ চুম্বনেক্ষণ পরীরম্ভাদি সম্ভোগ্যসৌ
স্বচ্ছন্দং বিজহার তাণ্ডব জুষাং মধ্যে কুরঙ্গী দৃশাং॥ ৪২

প্রণয় ভর বিহারা মন্দসৌভাগ্য ভাজাং
মদমনু পদমানং বীক্ষ্যবামেক্ষণানাং।
তদ্রূপ শমন হেতো র্ব্বদ্ধয়ে চানুরক্তে
র্হরিরপি রমমানো রাসমধ্যে তিরোভূৎ॥ ৪৩।

চিরমথ বিলপন্তীনা মনুরক্তানাং ব্রজেন নয়নানাং।
অনুকৃত তৎ চরিতানা মাবির্ভূতস্তদাত্মনাং দয়িতঃ॥ ৪৪

কাশ্চিৎ করেষু করপল্লব মর্পয়ন্ত্যঃ
কাশ্চিৎপ্রিয়স্য বদনং নয়নৈঃ পিবন্ত্যঃ।
কাশ্চিৎ শিরঃষু করমঞ্জলি মাদধানা
স্তাপং জহুর্বিরহজং প্রমদাব্ধিমগ্নাঃ॥ ৪৫ ॥

কাশ্চিন্মানবতী মভীষ্টবচনৈঃ পাদপ্রণামোত্তরৈঃ
কাঞ্চিৎ কেলি বিলুপ্ত বেশরচনা মাকল্প কর্ম্মাদিভিঃ।

কাঞ্চিৎ কাম বিকারিণীং নিধুবনারম্ভেন সম্ভেদবান্
প্রেমৈকান্ত বশোভি গোকুলপতি র্গোপস্ত্রিয়োঽপ্রীণয়ৎ ॥৪৬॥
অথৈষতাভি র্বিচরণ বনাবলী মানন্দ মন্দস্মিত সুন্দরাননঃ।
নবপ্রবালৈঃ কুসুমৈ র্মনোহরৈরভূষয়ৎ ভূরিবিভূষিতাশ্চ তাঃ ॥৪৭॥
কালিন্দীজলকেলি কৌতুক বশাদ্গোপালবাম ভ্রুবা
মন্যাস্যাং কর পল্লবাত্ত সলিলা সেকৈ র্নিহত্যেক্ষণং।
মূর্ত্তেনেব রসেন তৎকরতলে নাসিক্ত বক্ত্রাম্বুজঃ
প্রেয়স্যা নিভৃতং চুচুম্ব বদনং স্বচ্ছন্দ মিন্দ্রানুজঃ॥ ৪৮ ॥
ইত্থং স গোকুলপতিঃ প্রমদানুরাগৈ
রানন্দিতে ভুবনমোহনচারুবেশঃ।
বৃন্দাবনেঽনু দিবসং রময়াম্বভূব
স্বচ্ছন্দ মিন্দুবদনো মদনাভিরামঃ॥ ৪৯॥
সমাশ্লিষ্টা দৃষ্ট্বা দনুজ দমনে নোন্নতকুচা
স্তমেবাকাঙ্ক্ষ্যন্ত্যঃ কতি কতি লতা ন স্তবকিতাঃ।
তমালোক্য প্রেম্ণা কুসুমিত কদম্বে কৃত রতিং
মুদা বৃন্দারণ্যে কতি কতি ন বৃক্ষা কুসুমিতাঃ॥ ৫০ ॥
বিশালে সালাদিক্ষিতিরুহ কদম্বে কুসুমিতে
কদম্বেম্বেবায়ং বশতি সহ কৃষ্ণো মধুপিবঃ।
রসাৎ পীত্বা গোপী মুখকমল মাধ্বীক মসকৃৎ
সুধাধারা মেবোদ্গিরতি কিমহো বেণুবিবরৈঃ॥ ৫১ ॥
যদাভীরি চিত্তং হরতি মুরলি নাদ মধুনা
পশূন্ যদ্বা সম্মোহয়ন্তি সনিসর্গা মধুগুণঃ।
হরেরেতচ্চিত্রং দৃশ দমপিতেন দ্রবয়তি
দ্রবন্তং কালিন্দ্যা ঘনরস মপি স্তম্ভয়তি যৎ॥ ৫২ ॥

কিঞ্চ। চিরমিহ রময়িত্বা স্মৈরমাভীর স্তভ্রূ
রবিরতরতি সঙ্গানন্দ মন্দানুরাগাঃ।
অগমদসুরনাশছদ্মনা পদ্মনাভো
মধুপুর মনুতাসামার্ত্তিসম্বর্দ্ধনায় ॥ ৫৩ ॥

গোপ্যঃ সুদুঃসহ বিয়োগদবাগ্নিদগ্ধাঃ
শূন্যে বিলাস বিপিনেপিনাবেষয়ন্ত্যঃ।
ধ্যায়ন্ত্য এব তমহর্নিশ মস্তচেষ্টা
উচ্চৈর্বিলেপুরিদমীয় গুণান্ গৃণন্ত্যঃ ॥ ৫৪ ॥

হিত্বা লোক মিমং পরং বিরহিতা পত্যাত্মপত্যালয়া
যাতাস্ম শরণং তবৈব চরণং সর্ব্বাত্মভাবৈর্ব্বয়ং।
যুস্মাভিঃ শরণং গতাঃ সহৃদয়ৈর্দত্ত্বাপি দাস্যং নিজং
তাদৃক্ প্রেম নিমন্ত্রিতৈরপি হঠাত্ত্যক্তাঃ কিমাচক্ষ্মহে ॥ ৫৫ ॥

হা কান্ত, হা দয়িত, হা জগদেকবন্ধো,
হা কৃষ্ণ, হা প্রিয়সখে, করুণৈকসিন্ধো।
হা জীবনৈকধন, হা হৃদয়াধিনাথ,
মাস্মাংস্ত্যজ ত্বদবিলোক হতাঃ স্বদাসীঃ ॥ ৫৬ ॥

গোপীনাথ মুকুন্দ মাধব হরে কৃষ্ণারবিন্দেক্ষণ
শ্রীশ শ্রীধর বাসুদেব নৃহরে গোবিন্দরামাচ্যুত।
এবং নাম শতানি তে সহগুণৈ রুৎকীর্ত্তয়ন্ত্যো বয়ং
শৃণ্বন্ত্যশ্চ ভবদ্বিয়োগ জলধিং স্বৈরং তরিষ্যামহে ॥ ৫৭ ॥

ত্বন্নামান্যবহেলয়াপি সকৃদপ্যুচ্চারয়ন্ দাম্ভিকো
প্যশ্রদ্ধালুরপি ব্যপেতকলুষো যুস্মাৎপদং প্রপ্নুয়াৎ।
ত্বন্মূর্ত্তিং হৃদয়ে নিধায় সততং সংকীর্ত্তয়ন্ত্যো বয়ং
শৃণ্বন্ত্যশ্চমুদা কথং তব পদাম্ভোজং নলপ্স্যামহে ॥ ৫৮ ॥

এবঞ্চ গোকুলপতে র্মথুরা চরিত্রং
দ্বারাবতী চরিতমপ্যমৃতায়মানং।
সংসার দুঃখদহনৈঃ পরিদহ্যমান
স্তত্তাপ ভেষজমজস্রমহং পিবামি ॥ ৫৯ ॥

ইতি তদদ্ভুত নাম গুণাবলী শ্রবণ কীর্ত্তনতো বিমলাত্মনঃ।
হৃদি পরিস্ফুরতি স্বয়মচ্যুতো মুখমিবামল দর্পণমণ্ডলে ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকায়াং পঞ্চম স্তবকঃ ॥

ষষ্ঠ স্তবকঃ।

অথ স্মরণমাহ।

সর্ব্বত্র পরিপূর্ণস্য পরমানন্দবারিধেঃ।
রূপ সঞ্চিন্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পরিকীর্ত্তিতং ॥ ১ ॥

অপিচ। তৎপ্রাপ্তি সিদ্ধ মন্ত্রাণাং স্বরূপানাঃ মুরদ্বিষঃ।
মনসা চিন্তনং নাম্নাং স্মরণং কেচিদূচিরে ॥ ২ ॥

তেষামেব কদাপিনেন্দ্রিয়গণোঽসন্মার্গ মালম্বতে
শুদ্ধাত্যেব বিনৈব যোগপরম জ্ঞানাদিনান্তর্মনঃ।
নশ্যত্যান্ত বিকর্ম্ম যচ্চ বিহিতং যর্ব্বাচ দুর্ব্বাসনা
যেষাং বাস্তরকারি নন্দতনয়েনানন্দ সান্দ্রং মনঃ ॥ ৩ ॥

দহ্যন্তে নংকদাপি তে ভব মহা দুঃখানলৈ দুঃসহৈ
স্তেষাং বা কলিকাল দুষ্ট ভুজগঃ কিম্বা বিধাতুং ক্ষমঃ।
আনন্দামৃতবারিধৌ নবঘনশ্যামোভিরামাকৃতৌ
বৃন্দারণ্যবিহারশালিনি হরৌ যেষাং নিমগ্নং মনঃ ॥ ৪ ॥

সংসারাম্বুনিধৌ তত্রৈব ন পুনর্মজ্জন্তি দুঃখাকরে
তেষামেক তমো নিরস্য ভগবজ্জ্ঞানেন্দুরুজ্জৃম্ভতে।
তে সত্যাব্যয় মা পিবন্তি পরমানন্দামৃতং শাশ্বতং
যে গোবিন্দপদারবিন্দমনিশং ধ্যায়ন্তি নিষ্কিঞ্চনাঃ ॥ ৫ ॥

তদ্যথা। নৃত্যন্মত্ত কলাপিভিঃ কলরবৈর্ভৃঙ্গান্য পুষ্পাদিভিঃ
সম্ফুল্ল প্রসবৈর্লসৎ কিশলয়ৈর্নানা দ্রুমৈর্মণ্ডিতে।
তদ্বৃন্দাবন কাননে প্রবিলসন্মুক্তা প্রসূনং মহা
বৈদূর্য্যচ্ছদ মুল্লসন্মণিফলং কল্পদ্রুমং চিন্তয়েৎ ॥ ৬ ॥

তস্যাধো বিলসৎ বিতান নিকরে মাণিক্যকুড্যে মহা
রত্নস্তম্ভ শতান্বিতেঽতিরুচিরে চঞ্চৎ পতাকাকুলে।
সৌবর্ণে ভবনে মহীয়সি মহা মাণিক্য সিংহাসনং
তন্মধ্যে লসদষ্টপত্রমরুণং পদ্মঞ্চ সঞ্চিন্তয়েৎ ॥ ৭ ॥

তত্রাসীন মনাকুলং নবঘনশ্যামাভিরামাকৃতিং
সংপূর্ণেন্দুমুখং ত্রিভঙ্গি ললিতং প্রত্যঙ্গ ভূষোজ্জ্বলং।
কালিন্দী বিকচারবিন্দ বিপিনো দঞ্চৎ পরাগারুণৈ
র্ধুন্বানৈর্বসনানি গোপ সুদৃশাং মন্দানিলৈঃ সেবিতং ॥ ৮

সুস্নিগ্ধাভিনব প্রবাল সুভগং রাজন্নখেন্দুচ্ছটা
রজ্যন্ মঞ্জুলভঙ্গুরাঙ্গুলি গণং সিঞ্জান মঞ্জীরকং।
অম্ভোজন্ম জবধ্বজাঙ্কুশ মুখৈঃ সংলক্ষিতং লক্ষণৈ
র্ব্যাকোষারুণ পঙ্কজোদর নিভং বিভ্রাণ মঙ্ঘ্রিদ্বয়ং ॥ ৯ ॥

পীনোদার সুবৃত্ত জানু যুগলং রম্ভানিভোরুদ্বয়ং
কাঞ্চীদাম লসন্নিতম্ব জঘনং কৌশেয় পীতাম্বরং।
লীলা বক্রিম বাম দৃশ্য বলিমন্মধ্যং সুনাভিহ্রদ
ব্যাকোষাব্জ নিবিষ্ট লোম লতিকা রোলম্বজালাঞ্চিতং ॥১০॥

।।।।। সঙ্গিনী ২য় ব, ৮ম সংখ্যা।

ভদ্র শ্রীঘুসৃণাঙ্গরাগমসৃণে বক্ষস্থলে ব্যোমনি
ভ্রাজৎ কৌস্তুভ ভানুমন্ত মুদয়ন্ মুক্তাবলী তারকং।
আরজ্যন্মথ মঞ্জরী পরিলসৎ পাণিপ্রবালোজ্জ্বলে
বিভ্রাণং মণি কঙ্কনাঙ্গদধরে আপীনদোর্ব্বল্লিকে ॥ ১১ ॥
কণ্ঠাশ্লেষপরাং হৃদি স্থিতবতীং ভক্ত্যাপদালম্বিনীং
দিব্যামোদবহাং স্ফুরন্মধুভরভ্রাম্যদ্দ্বিরেফাবলিং।
নীপাম্ভোজ নব প্রবাল তুলসী মন্দার সন্তানকৈ
শ্চিত্রাঙ্গীং বনমালিকাং প্রিয়তমা মঙ্গেদধানং সদা ॥ ১২ ॥
শশ্বৎপূর্ণ মুখেন্দু সেবন মিলন্নক্ষত্রমালোজ্জ্বলে
কণ্ঠেকম্বু বিড়ম্বকে পরিলুঠদ্দৈন্যে্রবেয় গুঞ্জাবলীং।
আতাম্রাধর সঞ্চরৎস্মিত সুধা নিস্যন্দন ছদ্মনা
স্বানন্দোঘমিবোদ্বমন্ত মনীশং কোটীন্দু কান্তাননং ॥ ১৩ ॥
চঞ্চৎ কাঞ্চন রত্ন কুণ্ডল রুচিভ্রাজৎ কপোলস্থলং
স্মেরাম্ভোজ বিশাল সাচি বলিতভ্রূভঙ্গিমৎ প্রেক্ষণং।
চারু প্রোন্নত নাশিকাগ্র বিলসৎ ভ্রাজিষ্ণু মুক্তাফলং
কস্তূরী তিলকং দধানমলিকে গোরোচনা গর্ভিতং ॥ ১৪ ॥
ভাস্বদ্রত্ন কিরীট শোভিশিরসং ভালান্তলোলালকং
সুস্নিগ্ধাঞ্জন নীল কুঞ্চিত কচং বর্হাবচূড়োজ্জ্বলং।
কিঞ্চিদ্বক্রিম কন্ধরং সরভসং লোলাঙ্গুলীপল্লবৈ
র্বামাংশেঽধর সীধুভির্মুরলিকা মাপূরয়ন্তং মুদা ॥ ১৫ ॥
উন্মীলন্নব যৌবনং সমুদয়ং নানাকলা কৌশলং
সৌন্দর্য্যেন বিনির্জিত স্মরতনুং লাবণ্য লীলা গৃহং।
আনন্দৈক নিধিং বিলাস জলধিং বৈদগ্ধ্যবারাংনিধিং
কারুণ্যৈক নিকেতনং ত্রিজগতা মাপ্যায়নৈক প্রভুং ॥ ১৬ ।

তদ্বক্ত্রেন্দু বিনিঃসরন্মুরলিকা নাদামৃতাস্বাদনা
ন্মাদ্যচ্চিত্ত চকোরকৈঃ স্মিত মুখাম্ভোজৈরপাঙ্গেক্ষিতৈঃ।
নানারত্ন বিভূষিতৈঃ পৃথুকুচৈশ্চঞ্চদ্বিচিত্রাম্বরৈ
র্নানোপায়ন পাণিভির্ব্রজবধূবৃন্দৈঃ সদাসেবিতং॥ ১৭॥
তাসাং চঞ্চল নীল নেত্র মধুপালীভির্বিলিঢ়াননা-
ম্ভোজং তন্মধুরাধরামৃত রসাস্বাদ প্রমোদাদৃতং।
বীণাবেণু বিনোদিভিঃ সমবয়ো লাবণ্য ভূষাগুণ
ব্যাহারাকৃতিভিঃ সখিত্ব কৃতিভির্গোপালকৈশ্চাবৃতং॥ ১৮॥
তদ্বেণুধ্বনিদত্ত কর্ণ যুগলৈর্দন্তাগ্র দষ্টোল্লস
দ্ভুক্তাভুক্ত তৃণাঙ্কুরাঞ্চিত মুখৈ স্তন্মানন প্রেক্ষিভিঃ।
সচ্ছৈর্বৎস কুলাবলীঢ় পৃথুলো ধোভার মন্দাগতৈ
র্ধেনূনাং পরিতো মহোক্ষ সহিতৈর্বৃন্দৈশ্চ সংবেষ্টিতং॥ ১৯॥
তদ্বাহে কমলাসনাদি বিবুধৈরগ্রেনমদ্ভিস্তুতং
যোগীন্দ্রৈঃ সনকাদিভিশ্চ নিভৃতৈর্মোক্ষার্থিভিঃ পৃষ্ঠতঃ।
আম্নায়ধ্বনিকারিভির্মুনিগণৈর্ধর্ম্মার্থিভির্দক্ষিণে
বামেনর্ত্তন বাদ্যগীত বলিতৈর্গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধরৈঃ॥ ২০॥
তৎপাদাম্বুজ ভক্তি লালসবতা পিঙ্গন্ জটা সঞ্চয়ন্
বিভ্রানেন সুধাংশুগৌর বপুষা রোমাঞ্চিতেনোচ্চকৈঃ।
আকাশে পুরতোহি দেব মুনিনা ধাতুঃ সুতেনাদরা
দানন্দাদুপবীনিতং সুখভুবং ধ্যায়েজ্জগন্মোহনং॥ ২১॥

অন্যচ্চ॥ ঘনশ্যামং রক্তোৎপলদল বিশালেক্ষণ যুগং
　সমাহূতং মাত্রা কটিতট সমালম্বিরসনং।
　করাভ্যাং জানুভ্যামভিমুখমটন্তং ব্রজগৃহে
　স্মরামি স্মেরাস্যং মধুমথন মন্ত্রোদিত রদং॥ ২২॥

স্ফুরন্নীলাম্ভোজদ্যুতি মরুণ পাথোজ নয়নং
চলদ্বর্হাপীড়ং করকলিত হৈয়ঙ্গব লবং।
কণৎ কাঞ্চীপাদাঙ্গদ মনুগ বৎসৈঃ পরিবৃতং
স্মরামি স্মেরাস্যং মধুমথন মারব্ধনটনং॥ ২৩॥

লীলালাস্য কলা মদালসগতং গণ্ডস্ফুরৎ কুণ্ডলং
গোবৃন্দানুপদানুগং সহনটদ্গোপাল বালৈর্বৃতং।
কৃষ্ণোপীতধটিং করেচ লগুড়ীং বেণুং প্রতোদং করে
ধেনুচ্ছন্দন দাম বদ্ধ চিকুরং গোপাল মালোকয়ে॥ ২৪॥

অগ্রে গাবস্তদনুচলিতা স্বল্য বেশাঃ কিশোরাঃ
মধ্যে মত্তদ্বিরদগমনৌ লীলয়ান্দোলিতাঙ্গৌ।
পিচ্ছাপীড়ৌ ধৃত মুরলিকা শৃঙ্গবেত্রৌ স্মিতাস্যৌ
গোষ্ঠ ক্রীড়ারভস চপলৌ রাম কৃষ্ণৌ স্মরামি॥ ২৫॥

ঘনস্নিগ্ধশ্যামং তদধর পুটাসক্তমুরলি
রবোৎকর্ণৈ স্তনৈর্মুখ গলিত দুগ্ধৈঃ পরিবৃতং।
ক্বচিৎ ক্রীড়াশক্তং সমগুণবয়ো বেশ ললিতৈঃ
কিশোরৈর্গোপালং বিধৃত বনমালং স্মর সখে॥ ২৬॥

লীলা চালিত পাদ পদ্ম মুদয়ত্তঙ্গী ত্রিভঙ্গীযুতং
নৃত্যন্তং করতাল তাণ্ডব জুষাং মধ্যে কুরঙ্গীদৃশাং।
স্মেরাস্যং চল কুণ্ডলং মুরলিকা পাত্রৈক হস্তাম্বুজং
রাধায়াঃ করপল্লবাঞ্চিতকরং ধ্যায়েদ্ঘনশ্যামলং॥ ২৭

গোপাংশে নিহিতৈক বাহুমপরেনাম্ভোজ মাবিভ্রতং
চঞ্চচ্চন্দ্রক চূড়মায় তদৃশং মত্তেভ লীলা গতং।
ভ্রাম্যদ্ভৃঙ্গ কুলানুকূজিত গলদ্ব্যালোলনীপস্রজং
চেতঃ শ্যাম সুধারসং কমপি মে পাতুং বলাদিচ্ছতি॥ ২৮॥

গোপীনাং কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতহৃদং নেত্রাঞ্জনাক্তাধরং
তাম্বূলাক্তৈণ গণ্ডদেশ মলিকে সিন্দূররেণূজ্জ্বলং।
প্রাতঃ কুঞ্জকুটীরতশ্চরিত মাগচ্ছন্তমাত্মালয়ং
গোপীনামুপহাস লজ্জিতমুখং ধ্যায়েদ্যশোদাসুতং ॥ ২৯ ॥

পীনোদার চতুর্ভুজং ধৃতগদা শঙ্খারি পঙ্কেরুহং
কাঞ্চীকুণ্ডল হারকঙ্কনধরং সম্বীত পীতাম্বরং।
শ্রীবৎসাঙ্কিত মিন্দ্রনীল সুভগং সংসেবিতং পার্শ্বদৈঃ
শ্রীকীর্ত্ত্যাদি বিভূতিভিঃ পরিবৃতং শ্রীবাসুদেবং স্মরেৎ ॥৩০॥

সান্দ্রানন্দ মুদার পীবর ভুজা সংসক্ত কোদণ্ডকং
মঞ্জীরাঙ্গদহার কুণ্ডল ধরং দূর্ব্বাদলশ্যামলং।
ধ্যায়েল্লক্ষ্মণ সেবিতং হনুমতা সংসেব্য মানং সদা
সীতাদীর্ঘ দৃগঞ্চলাঞ্চিত মুখং রামাভিধানং মহঃ ॥ ৩১ ॥

এবং সর্ব্বেষু ভূতেষু বসন্তং সর্ব্বতঃ সমং।
আত্মস্থপিত মাত্মানং বাসুদেবং স্মরেদ্বুধঃ ॥ ৩২ ॥

ইত্যাত্মন মহর্নিশং ভগবতো রূপামৃতে মজ্জয়ং
স্তত্তৎকর্ম্মগুণানুরূপমথবা নামামৃতং সম্পিবন্।
নিত্যোন্মীলদ মন্দ সান্দ্র পরমানন্দামৃতাপ্যায়িতো
জন্তুনৈব দুরন্ত দুঃখ দহনৈর্দহ্যেত বাহ্যান্তরৈঃ ॥ ৩৩ ॥

ইত্থং হরি স্মৃতি নিরস্ত সমস্ত তাপা
স্তদ্ভাব ভাবিত ধিয়ঃ স্ববশেন্দ্রিয়ৌঘাঃ।
শ্রদ্ধান্বিতাঃ পরম সম্মদমত্তচিত্তাঃ
শ্রীকৃষ্ণ পাদ ভজনেঽধিকৃতা ভবন্তি ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীহরিভক্তি কল্পলতিকায়াং ষষ্ঠ স্তবকঃ।

সপ্তম স্তবকঃ।

অথ পাদসেবন মাহ।

তৎকর্ম্মাবিষ্ট চেতোভিরুপচারৈর্নৃপোচিতৈঃ।
পরিচর্য্যা মুরারাতেঃ পাদ সেবন মুচ্যতে॥ ১॥

সংসেবতে য ইহকৃষ্ণ পদারবিন্দং
নিত্যং তদর্পিতমনাশ্চিরমপ্রমত্তঃ।
অঙ্গীকৃতাখিল মপোহ্য তমঃ সমুদ্রং
শ্রেয়ঃ পরং সলভতেমুনিভির্দুরাপং॥ ২॥

তেষামেব মনঃ পুনর্নলভতে সঙ্গং ভবাম্ভোনিধৌ
তাপাস্তান্নপরা ভবন্তি সহসা ক্লেশাজিতাঃ পঞ্চতৈঃ।
তেষামুন্মষতি স্বয়ং ভগবত স্তত্ত্বাববোধো হরে
র্যেগোবিন্দ পদারবিন্দ ভজনং তন্মানসাঃ কুর্ব্বতে॥ ৩॥

স্থৈর্য্যগাম্ভীর্য্য যুক্তেন সদা সর্ব্ব সহিষ্ণুনা।
মুক্ত দেহাভিমানেন সেব্যং কৃষ্ণ পদাম্বুজং॥ ৪॥

তদেব কীদৃশমিত্যাহ।

নিজানুভব সাক্ষিণী মুপল দারু ধাত্বাদিভি
র্যথেষ্ট মুপ কল্পিতাং সমবলম্ব্য মূর্ত্তিং হরেঃ।
স এব ভগবানসাবিতি নিরস্ত ভেদ ভ্রমা
ভজন্তি ভগবৎ পদং ভব বিরিঞ্চি সঞ্চিন্তিতং॥ ৫॥

বিচিত্র ভবনোদরে ললিত দিব্য সিংহাসনে
সুখোষিত মহর্নিশং নব নবোপচারাদিভিঃ।
নৃপোচিত বিধানতো বিরহিতান্যপত্যং মুদা
ভজন্তি ভগবৎ পদং ভব বিরিঞ্চি সঞ্চিন্তিতং ॥ ৬ ॥

বিবোধ পটু গীতকৈ রুষসি মন্দ মন্দোদিতৈ
র্বিবোধ্য সুখ নিদ্রিতং ললিত গীত বাদ্যাদিভিঃ।
যথোক্ত সময়োচিতৈরনুভবান্বিতৈঃ কর্ম্মভি
র্ভজন্তি ভগবৎ পদং ভব বিরিঞ্চি সঞ্চিন্তিতং ॥ ৭ ॥

নানারত্নাভরণ বসনৈর্দিব্য গন্ধাঙ্গরাগৈ
রাকল্পানাং রচন বিধিনাধূপ দীপৈশ্চরম্যৈঃ।
কাল প্রাপ্তে র্নিয়তবিধিভির্দ্রব্য জাতৈশ্চ দিব্যৈঃ
সংসেবন্তে বিমল মতয়ঃ পাদ পদ্মং মুরারেঃ ॥ ৮ ॥

গৃহাদি পরিমার্জ্জন স্নপন পাদ শৌচাসন
স্রগম্বর বিভূষণৈঃ সুমধুরান্নপানার্হনৈঃ।
তথা শয়ন বীজনৈ র্নটন গীত বাদ্যাদিভি
র্ভজন্তি ভগবৎ পদং ভব বিরিঞ্চি সঞ্চিন্তিতং ॥ ৯ ॥

আরাম চিত্র ভবনৈ র্বৃহদীঘিকাভিঃ
পর্য্যঙ্ক জান সবিতানশিতাতপত্রৈঃ।
আত্মানুরূপ বিভবাচরিতোপচারৈঃ
শশ্বদ্ভজন্তি ভগবন্ত মনন্যচিত্তাঃ ॥ ১০ ॥

যাত্রা মহোৎসব বিধি বিবধোনুমাসং
পর্ব্বানুমোদ রভসং প্রতিবাসরঞ্চ।
সঙ্কীর্ত্তনোৎসব বিধান মনুক্ষণঞ্চ
প্রীতি হরেরনুদিনং ক্রিয়তে চ দাসৈঃ ॥ ১১ ॥

গ্রীষ্মে পয়ো বিহরণানিল সেবনাদ্যৈঃ
শ্রীখণ্ড লেপ বহু বীজন রত্ন মাল্যৈঃ।
সুস্নিগ্ধ ভোজন হিমাংশু করাভিমর্শৈঃ
সেবাং হরে র্বিদধতে বিভবানুরূপং ॥ ১২ ॥

বর্ষাসু গূঢ়তর হর্ম্ম্য তলাধিবাস
মন্দোষ্ণ নির্ম্মল জল স্নপন ক্রিয়াভিঃ।
সঞ্জাব সূপ গুড় পূপ যুতোপহারৈঃ
সেবাং হরে র্বিদধতে বিভবানুরূপং ॥ ১৩ ॥

গ্রীষ্মর্ত্তু বচ্ছরদি চৈব হিমেতু বহ্নি
বালার্ক সেবন সতূল পটীনবান্নৈঃ।
তপ্তোদক স্নপন ধূপ বিশেষ বস্ত্রৈঃ
সেবাং হরে র্বিদধতে বিভবানুরূপং ॥ ১৪ ॥

এবং বিধিং শিশির এবচ মাধবেতু
পুষ্পাঢ্য কানন বিহার মধু দ্রবাদ্যৈঃ।
পুষ্পচ্চয়াবচয় ফল্গু বিলাস মাল্যৈঃ
সেবাং হরে র্বিদধতে বিভবানুরূপং ॥ ১৫ ॥

প্রেমানুরাগ পরমাদর গৌরবাঢ্য
সম্ভাব ভাবিত মনা ন মনাগুপেক্ষ্য।
সপশ্রয়ং সরভসং যুবতীব কান্তং
শশ্বন্মুকুন্দ চরণং ভজতীহভক্তঃ ॥ ১৬ ॥

আত্মেব পুত্র ইব মিত্র মিব প্রিয়েব
স্বামীব সদ্‌গুরুরিবাপ্ত ইবেষ্ট দেবঃ।
প্রীত্যাদর প্রণয় গৌরব ভক্তিভাবৈঃ
সংসেব্যতে সুমতিভি র্ভগবানজস্রং ॥ ১৭ ॥

কিঞ্চ। ন চলতু বিষয়াভিমত্তচিত্তো মম পদ্মপঙ্কজভক্তিতঃকদাপি।
হরিরিতি করুণঃ পরীক্ষকোবাহরতিধনং ভজতোপিভক্তবন্ধুঃ ॥১৮॥

যদ্যৈবমস্তু সতথাপ্যখিলৈ র্বিহীন
স্তৎসঙ্গিসঙ্গ নিরতো গত দুঃখ শোকঃ।
সচ্ছন্দ লব্ধ ফলপল্লব পুষ্পতোয়ৈঃ
স্বৈরং করোমি ভগবদ্ভজনং বনেপি ॥ ১৯ ॥

নোসেবয়ামি ধনিনং চটুভির্বচোভিঃ
সংস্তৌমিনৈব তমহং ক্ষুধিতোতিদীনঃ।
দহ্যেন চ স্বজন দুর্ব্বচনানলেন
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি পদ্মমধুপো বিপিনং প্রয়াস্যঃ ॥ ২০ ॥

দারাগার সুহৃৎ সুতাদিভি রভিত্যক্তো বিমুক্তোধনৈঃ
স্তত্রাধো ভবনে মনোরথমপি ত্যক্ত্বাপ্তসৎ সঙ্গমঃ।
শাকৈরেব বনোদ্ভবৈঃ কিমথবাভৈক্ষেণ কুক্ষিং ভরিঃ
কুত্রাপ্যায়তনে বনেপি ভগবৎ পাদং ভজে শাশ্বতং ॥ ২১ ॥

নো কাঞ্চনৈর্নমণিভির্নচগন্ধমাল্যৈ
র্মৃষ্টান্নপানরুচিরাম্বর চামরৈর্বা।
ভক্ত্যৈব কেবল মনন্যতয়া স্বভাব
ভাবাঢ্যয়া মধুরিপুর্বশমঞ্চতীহ ॥ ২২ ॥

তস্মাদ্বনেপি ভবনেপি তদিচ্ছয়াহং
পুষ্পৈঃ ফলৈরপি পয়োভিরযত্ন লব্ধৈঃ।
পূর্ব্বোদিতৈ র্বিবিধ ভোগবশৈর্বিলাসৈঃ
সংসেবয়ামি শরণং চরণং মুরারেঃ ॥ ২৩ ॥

অথ সম্পদ মত্ত চেতসাং স্বপরাহভিন্নধিয়াং নিসর্গতঃ।
ভগবদ্বপুষাং করোম্যহং মহতামেব পদানুসেবনং ॥ ২৪ ॥

।।।।। সঙ্গিনী ২য় ব, ৯ম সংখ্যা।

ক্রতুভি র্বিবুধানুপাসতে পরলোকাশ্রয়িনোঽল্পমেধসঃ।
সুধিয়স্তু দয়ার্দ্র মানসান্ ভুবি সাক্ষাদমবেশ্বরানসতঃ॥ ২৫॥
হরিভক্তিরসোঽস্তিনাস্তিবো ভয়মৈবার্হতি সেবিতুং সতঃ।
সতি খল্বনুসেবনং সতাং ফলমস্তাসতি মূল কারণং॥ ২৬॥
মনসঃ পরিশোধনং পরং ভব সঙ্গস্য সমূল ঘাতনং।
হরিভক্তি রসস্য সাধনং মহতামেব পদানুসেবনং॥ ২৭॥
হরিভক্তি বিশেষ হেতবঃ কলুষোন্মূলন ধূমকেতবঃ।
ভব সাগর পার সেতবো বিজয়ন্তেমহদঙ্ঘ্রিরেণবঃ॥ ২৮॥
ইতি পরিনিয়ত ক্রিয়া কলাপৈশ্চরণ নিষেবনশান্তশুদ্ধচিত্তাঃ।
বিদধতি পরমর্চ্চনং মহান্তঃ প্রণয়নতাঙ্ঘ্রিযুগস্যদানবারেঃ॥ ২৯॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকায়াং সপ্তম স্তবকঃ।

অষ্টম স্তবকঃ।

অথার্চ্চনমাহ।

উপচারৈঃ ষোড়শভির্যথাবিধি যথাক্রমং।
সংপূজনং মুরারাতে রর্চ্চনং পরিকীর্ত্তিতং॥ ১॥

যজ্ঞান্ বিহায় নিখিলানখিলাত্মনাথং যে সম্মদেন হরিমেব যজন্তিধীরাঃ
ইষ্টাঃ সুরষিপিতৃভূতনরাঃ সমস্তানেষ্টাপিতৈস্ত্রিজগদেবযথেষ্ট মিষ্টং॥২॥

অভ্যর্চ্চিতেমধুরিপৌনিখিলাত্মহেতৌ
তৃপ্তং ভবেত্রিজগদেবকিমত্রচিত্রং।
চিত্রাণি যানি বদনে পরিনির্ম্মিতানি
তান্যেব ভান্তি নিয়তং প্রতিবিম্বিতেপি॥৩॥

গোবিন্দমানন্দসুধাসমুদ্রং ব্রহ্মেশপূজ্যং পরিপূজয়েদ্যঃ।
দেবেশ কার্য্যাপিতমেবলক্ষ্মী ত্রৈলোক্যপূজ্যং স্বয়মাশ্রয়েত ॥৪॥

অর্চ্চন্তি যে ভগবতশ্চরণারবিন্দং
শ্রদ্ধান্বিতাঃ পরমযোগিজনৈর্বিমৃগ্যং।
তে মুক্তকোটি জননার্জ্জিতকর্ম্মবন্ধাঃ
পারে, ভবাম্বুধি সুধাম্বুনিধিং লভন্তে ॥ ৫ ॥

কৃত পুণ্যাসভাগ্যাস্তে কৃতার্থা এব তে মতাঃ।
মুকুন্দং পূজয়িষ্যাম ইতি যেষাং মনস্থপি ॥ ৬ ॥
যন্নামোচ্চারণাদেব সদ্যোমুচ্যেত বন্ধনাৎ।
পূজারম্ভে কৃতেচাস্থ কিমন্যদবশিষ্যতে ॥ ৭ ॥
অকামাশ্চ সকামাশ্চ মোক্ষ কামাস্তথাপরে।
অর্চ্চন্তি কেবলং ভক্ত্যা ভক্তকল্পদ্রুমং হরিং ॥ ৮ ॥
সর্ব্বেপ্যাশ্রমিনো বর্ণা দীক্ষামাচর্য্য তান্ত্রিকীং।
তদুক্তেন বিধানেন পূজয়ন্তি জনার্দ্দনং ॥ ৯ ॥

তদ্যথা। স্নাতোতি শুদ্ধবসনো জলধৌতপাদঃ
প্রাচীমুখস্তিলকমুজ্জ্বল মাদধানঃ।
আচান্ত আত্তকমলাসন আসনস্থো
বদ্ধাঞ্জলির্গুরুগণাধিপতীন্ নমস্তে ॥ ১০ ॥

সাধার মর্ঘপাত্রঞ্চ পাদ্যপাত্রঞ্চবামতঃ।
পুষ্পনৈবেদ্য সম্ভারান্ নিজদক্ষিণতো ন্যসেৎ ॥ ১১ ॥

বিধায়শুদ্ধাত্মনি ভূতশুদ্ধিং ন্যাসাদিকং প্রাণবিধারণঞ্চ।
যথোক্তপূজামিহ্‌দানবারেঃ কুর্ব্বন্তিসর্ব্বেরহিতাবিকল্পৈঃ ॥১২॥

নানাবিকল্পৈঃ সংকল্পৈ র্যেষাং কলুষিতং মনঃ।
প্রাণায়ামশতেনাপি তে নশুদ্ধিমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ১৩ ॥

মানসং চাথবাহ্যঞ্চ পূজনং দ্বিবিধং মতং।
প্রতিমাদৌ কৃতং বাহ্যং মানসঞ্চধিয়াত্মনি ॥ ১৪ ॥
তত্রাদৌ মানসীং পূজামাচরেৎ সুসমাহিতঃ।
স্থিরবুদ্ধিঃ যথাকামং কৃষ্ণং ধ্যায়ন্ যথোদিতং ॥ ১৫ ॥
শুদ্ধাত্মা সুবশীকৃতেন্দ্রিয়গণো বুদ্ধ্যৈব সংশুদ্ধয়া
প্রত্যাহৃত্যমতো বহির্বিষয়তো নির্ম্মুক্ত সঙ্কল্পকঃ।
স্বাত্মন্যেব সদা বসন্তমখিলাত্মানং সুধাম্ভোনিধিং
ধ্যাত্বা নন্দতনূদ্ভবং কৃতমতিঃ পাদ্যাদিভিঃ পূজয়েৎ ॥ ১৬ ॥

তদ্যথা। চন্দ্রাবদাতং লসদষ্টপত্রং স্মরেৎ প্রফুল্লং হৃদয়ারবিন্দং।
তত্র স্থিতং সান্দ্রসুধাম্বুরাশিং হরিং স্মরেৎ পূর্ব্বনিরুক্তরূপং ॥১৭॥

বক্ষ্যমাণক্রমেণৈব মানসৈশ্চোপায়নৈঃ।
স্বাত্মনা পরমাত্মানং কৃষ্ণং বিধিবদর্চ্চয়েৎ ॥ ১৮ ॥
তত উন্মীল্যনয়নে পুরঃ সন্তং মুরদ্বিষং।
যজেদুপায়নৈ র্বাহ্যৈরনিন্দ্যৈঃ স্বয়মাহৃতৈঃ ॥ ১৯ ॥

তদেবাহ।

অসৌ হি সাক্ষাদ্ভগবান্ স এবেত্যখণ্ডবিশ্বাস বিবৃদ্ধভাবঃ।
তদীয়মূর্ত্তিং দৃশদাদি কৢপ্তাং প্রেম্ণা যজেতস্বপনাশনাদ্যৈঃ ॥২০॥

তত্র ক্রমঃ ;—

শংখাদি পাত্রে বিধিবৎ স্থাপয়িত্বার্ঘমুত্তমং।
পুষ্পাঞ্জলি মুপাদায় কৃষ্ণং ধ্যায়েৎ যথোদিতং ॥ ২১ ॥
বিধিবৎ পূজিতেপীঠে অষ্টপত্রাম্বুজাঙ্কিতে।
স্থাপয়িত্বা মুরারাতিং তদেবহ্নিনিবেদয়েৎ ॥ ২২ ॥
ততঃ স্বাগত মাপৃচ্ছ্য পাদ্যাদ্যৈঃ ক্রমশোমুদা।
যথাবিধিকৃতন্যাসং গোবিন্দং পরিপূজয়েৎ ॥ ২৩ ॥

পাদ্যং পাদাব্জয়োর্দদ্যাৎ যথোক্তার্ঘঞ্চ মূর্দ্ধনি।
আচমনীয়ং চ বদনে মধুপর্কং তথৈব চ ॥ ২৪ ॥
পুনরাচমনীয়ঞ্চ স্নানীয়ঞ্চ সুবাসিতং।
পীতে চ বাসসিধৌতে বাসিতে বিনিযোজয়েৎ ॥ ২৫ ॥
হারকুণ্ডলকেয়ূরমঞ্জীর মুকুটাদিকং।
নানালঙ্করণং হৈমং যথাশক্তি নিবেদয়েৎ ॥ ২৬ ॥
কর্পূরাগুরুকস্তূরিভদ্রশ্রীকুঙ্কুমাদিকং।
নাতিদ্রবং নাতিঘনং দদ্যাদ্গন্ধং মনোরমং ॥ ২৭ ॥
তুলসী মালতী জাতী করবীরাম্বুজোত্তরং।
পুষ্পং সুগন্ধিবিষদং চন্দনাদ্রং নিবেদয়েৎ ॥ ২৮ ॥
তুলসীং পাদয়োরেব শিরস্যেব সরোরুহং।
বনমালাং গলে দদ্যাৎ সর্ব্বাঙ্গে কুসুমাঞ্জলীং ॥ ২৯ ॥
উচ্চৈঃ পরিমলং ধূপং গুগ্‌গুলাগুরু সম্ভবং।
উজ্জ্বলং ঘৃতদীপঞ্চ আধারস্থং নিবেদয়েৎ ॥ ৩০ ॥
ততো হৈয়ঙ্গবীনাঢ্যং দধিক্ষীরশিতান্বিতং।
চতুর্বিধঞ্চ নৈবেদ্যং স্বর্ণ পাত্রে নিবেদয়েৎ ॥ ৩১ ॥
শুদ্ধং স্বচ্ছঞ্চ পানীয়ং সুশীতল সুবাসিতং।
ভৃঙ্গারসম্ভৃতং দদ্যাৎ তথৈবাচমনীয়কং ॥ ৩২ ॥
ততঃ সুসংস্কৃতং শুদ্ধং কর্পূরাদি সুবাসিতং।
তাম্বূলমুত্তমং দদ্যাৎ স্বর্ণ সম্পুটকাহিতং ॥ ৩৩ ॥
চামর ব্যজন ছত্র শয্যা যানাসনাদিকং।
নানাবিধোপায়নঞ্চ যথালাভং নিবেদয়েৎ ॥ ৩৪ ॥
ততো মুগ্রস্থাং মুরলীং বনমালাং হৃদিস্থিতাং।
শ্রিয়ঞ্চ কৌস্তভঞ্চাপি শ্রীবৎসঞ্চার্চয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৩৫ ॥

ততঃ পুষ্পাঞ্জলীন্ দদ্যাৎ পঞ্চকৃত্তঃ পদাম্বুজে।
পীঠপদ্মে ততোঽভ্যর্চ্চেৎ শ্রীদামাদীন্ সুপার্ষদান্॥ ৩৬॥
ততো জপ্ত্বা যথা শক্তি তর্পয়িত্বাষ্টধা চ তং।
ঈশানে শেষ পুষ্পাদ্যৈ র্বিষ্বকসেনঞ্চ পূজয়েৎ॥ ৩৭॥
ততো গন্ধাক্ষতৈঃ পুষ্পৈরর্চ্চিতাং মধুরধ্বনিং।
ঘণ্টাঞ্চোত্তমশঙ্খঞ্চ বাদয়েচ্চ স্বয়ং বুধঃ॥ ৩৮॥
ততঃ শ্লাঘ্যৈঃ স্তবৈস্তত্বা কৃত্বানিরাজনাদিকং।
কৃষ্ণং প্রদক্ষিণীকৃত্য দণ্ডবৎ প্রণমেদ্ভুবি॥ ৩৯॥
ততঃ প্রসাদয়েৎ কৃষ্ণং পতিত্বা তৎপদান্তিকে।
প্রসীদ জগতাং নাথ প্রসীদেতি পুনঃ পুনঃ॥ ৪০॥
গ্রস্তং কালভুজঙ্গেন নিমগ্নং ভবসাগরে।
দীনবন্ধো দয়াসিন্ধো প্রপন্নং পরিপাহিমাং॥ ৪১॥
ইত্থং প্রসাদ্য গোবিন্দং প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ।
মুদ্রাঃ প্রদর্শয়েদ্ বেণু বনমালাম্বুজাদিভিঃ॥ ৪২॥
সমাপ্যৈবংবিধাং পূজাং সভাজিতমথাচ্যুতং।
অধ্যাসয়েৎ সুখস্পর্শ শয়নীয় তলেঽমলে॥ ৪৩॥
নির্ম্মাল্যমাঘ্রায় মনোভিরামং বিধেয়মানন্দিভিরুত্তমাঙ্গে।
পীত্বা সুধা কল্পমথো মুরারেঃ পাদোদকং মূর্দ্ধ্নি সমর্পনীয়ং॥ ৪৪॥
বিভজ্য তদ্ভক্তজনৈর্ঘবশ্যং সুধায়মানং মুনিভির্দুরাপং।
আস্বাদয়েদেব হরেনিবেদ্যং তদ্দর্শনানন্দথুসম্ভৃতোপি॥ ৪৫॥
কিঞ্চ। অস্ত্যেবমর্চ্চনবিধির্বিবিধোপচারৈ
ভাগ্যান্বিতৈর্বিতরণাদিভিরেব শক্যঃ।
যঃ কেবলেন তুলসীদলমাত্রকেন
কৃষ্ণং সমর্চ্চয়তি সোপি কৃতার্থ এব॥ ৪৬॥

ইতি কৃতাচ্যুত পাদযুগার্চ্চনো বিগতমানমদাদিরকুণ্ঠধীঃ।
সপরিপূর্ণমনন্তসুখাম্বুধিং সপদি বন্দিতুমর্হতি মাধবং ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকায়াং অষ্টম স্তবকঃ।

নবম স্তবকঃ।

অথ বন্দনমাহ।

তৎপাদপদ্মপ্রবণৈঃ কায়মানস ভাষিতৈঃ।
প্রাণামো বাসুদেবস্য বন্দনং কথ্যতে বুধৈঃ ॥ ১ ॥

কিং বিদ্যয়া পরমযোগ পথৈশ্চ কিন্তৈ
রভ্যাসতোপি শতসো জনিভির্দুরুহৈঃ।
বন্দে মুকুন্দমিহ যন্নতি মাত্রকেন
কর্ম্মাণ্যপোহ্য পরমং পদমেতি লোকঃ ॥ ২ ॥

কৃষ্ণেনতিস্তনুভৃতামশুভং শুভং বা
কর্ম্মৌঘমুন্মথয়তীতি কিমত্র চিত্রং।
যন্নীয়তে নিয়তমেব মণিপ্রভেদো
স্পর্শেন কেবলময়োপি হিরণ্ময়ত্বং ॥ ৩ ॥

দূয়েন দুঃখনিবহৈ র্বিবিধৈরপীহ
পূয়েয় তীর্থসলিল স্নপনং বিনৈব।
ধূয়েন চান্তক চিরন্তন দণ্ড ভীত্যা
হূয়েন কর্ম্মসিবন্ধৈর্যদি তন্নমামি ॥ ৪ ॥

কিঞ্চ। তং সর্ব্বতঃ সমমনন্ত সুখাম্বুরাশীং
ভক্ত্যানত প্রণয়িনং নিখিলাধিনাথং।

তৎপাদ পঙ্কজ রসাসব গন্ধলুব্ধা
বাচা হৃদাচ বপুষা চ নমন্তি ধীরাঃ ॥ ৫ ॥
চিন্তেন চেতসি পরিস্ফুরদেব নিত্যং
সর্ব্বাত্মকঞ্চ বচসা বপুষাখিলস্থং।
বন্দন্ত এব কৃতিনশ্চরণারবিন্দ
মানন্দ সান্দ্র মকরন্দ মরিন্দমস্য ॥ ৬ ॥

তদ্যথা,—স্ফুরদমলনখেন্দু কান্তি কান্তং
নব কমলোদর শোণিমাভিরামং।
ক্বণিত কনকনূপুরং প্রপদ্যে
কিশলয় কোমলমচ্যুতাঙ্ঘ্রি পদ্মং ॥ ৭ ॥

অমলকমলপদ্মরাগরম্যং নবনবনীতশিরীষ সৌকুমার্য্যং।
ধ্বজকমলজবাঙ্কুশাদি চিহ্নং হরিচরণাম্বুজমব্যয়ং প্রপদ্যে ॥৮॥
বজ্রাঙ্কুশধ্বজসরোজবিরাজমানং, রজ্যন্নখেন্দুকিরণদ্বিগুণারুণাভং।
মঞ্জীরমঞ্জুলমণিদ্যুতিদীপিতাঙ্গং বন্দেঽরবিন্দনয়নস্যপদারবিন্দং ॥৯॥

লীলালাস্যকলা মদালসগতং বৃন্দাবনান্তশ্চিরং,
গোবৃন্দানুপদানুগং মধুরতাধামাভিরামারুণং।
সান্দ্রানন্দরসাকরং ব্রজবধূবৃন্দেনসংসেবিতং
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দমতুলানন্দায় বন্দামহে ॥ ১০ ॥

এবং সঞ্চিন্তয়ন্নেবং জল্পন্নেব মুহুর্মুহুঃ।
সাষ্টাঙ্গং নিপতন্ ভূমৌ বন্দেতানন্দ সাগরং ॥ ১১ ॥

বিদ্যাতপোভিজনতাধনসম্পদাদে
র্মানং মদঞ্চরিপুবৎ পরিহৃত্য ধীরাঃ।
আকীটমাশ্বপচমাতৃণবিড়্বরাহং
সর্ব্বংজগৎ ক্ষিতিষু দণ্ডবদানমন্তি ॥ ১২ ॥

আকীট ব্রহ্মপর্য্যন্তং যাবন্তস্থিরজঙ্গমাঃ।
কৃষ্ণাত্মকান্ মন্যমান স্তান্ সর্ব্বান্ প্রণমেদ্বুধঃ ॥ ১৩ ॥

ইত্থং চরাচরগুরোঃ পুরুষোত্তমস্য
শশ্বৎপ্রণামপরিমার্জ্জিত শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তৎপাদপদ্মবিষয়ে রসিকেন্দ্রিয়ৌঘা
দাস্যং হরের্বিদধতে প্রণয়োপহারৈঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকায়াং নবম স্তবকঃ।

দশম স্তবকঃ।

অথ দাস্যমাহ,—

দেহধীন্দ্রিয়বাক্চেতোধর্ম্মকামার্থ কর্ম্মণাং।
ভগবত্যর্পণং প্রীত্যা দাস্যমিত্যভিধীয়তে ॥ ১ ॥
দাস্যেখলুনিমজ্জন্তি সর্ব্বএব হি ভক্তয়ঃ।
বাসুদেবে জগন্তীব নভসীব দিশোদশ ॥ ২ ॥
শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানপাদসেবনমর্চ্চনং।
বন্দনং স্বার্পণং সখ্যং সর্ব্বং দাস্যে প্রতিষ্ঠিতং ॥৩॥

যে শৃণ্বন্তি নিজেশ নামচরিতং গায়ন্তি চানন্দিতা
স্তং সর্ব্বত্র সমং স্মরন্তি সততং তৎপাদ সংসেবিনঃ।
বন্দন্তে যদি পূজয়ন্তি চ রসা দাসাস্ত এব ধ্রুবং
সখ্যং চাত্ম নিবেদনঞ্চ নিয়তং কর্ম্মার্পণং কুর্ব্বতে ॥৪॥

ব্রহ্মাদি দুর্লভমিদং মুনিভি র্দুরাপং
দাস্যঞ্চ যে বিদধতে মধুসূদনস্য।

তে মূর্ত্তয়ো ভগবতঃ খলু তেন মর্ত্ত্যাঃ
পূজ্যাঃ সুরৈরপি সদা মহতাং মহান্তঃ ॥৫॥

নৈরপেক্ষ্যং সুখং যত্র যত্র শান্ত্যাদয়ো গুণাঃ।
পারমেষ্ঠ্যং পদমপি যত্র নেচ্ছাস্পদং ভবেৎ ॥ ৬ ॥

এবং নিবৃত্তকামা যে সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ
নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা স্তে হি দাস্যেঽধিকারিণঃ ॥ ৭ ॥

নাস্তি দাস্যাৎ পরং শ্রেয়ো নাস্তি দাস্যাৎ পরংপদং।
নাস্তি দাস্যাৎ পরো লাভো নাস্তি দাস্যাৎ পরং সুখং ॥ ৮ ॥

হিত্বা প্রমোহ বিষয়ানখিলাত্মনাথে
তত্রৈব সন্ততময়ং রমতামিতীহ।
দেহং সধীন্দ্রিয় মনো বচনং সমর্প্য
শশ্বদ্ভজন্তি হরি মেকরসেন ধীরাঃ ॥ ৯ ॥

তথাহি।—তৎসেবার্চ্চন বন্দনাদিষু বপুস্তৎ পাদপদ্মে মনো
বাচং তদ্গুণনাম কীর্ত্তনবিধৌ তস্য প্রবোধে ধিয়ং।
তন্মূর্ত্তৌ নয়নং তদীয় যশসি শ্রোত্রং তদাস্বাদিতে
জিহ্বাং সন্ততমর্পয়ন্তি কৃতিনো ঘ্রাণং সুনির্ম্মাল্যকে ॥১০॥

ধর্ম্মানর্থাংশ্চ কামাংশ্চ দারাগার পরিগ্রহান্।
অর্পয়িত্বা বাসুদেবে দাসাস্তে প্রীণয়ন্তি তং ॥ ১১ ॥

তথাহি।—তৎপ্রীত্যৈ কুরুতে ধর্ম্মাংস্তদর্থেঽর্থান্ নিয়োজয়েৎ।
কামাংস্তচ্চরণে কুর্য্যাদ্দারাদ্যৈ স্তৎপদং ভজেৎ ॥ ১২ ॥

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈ র্বা
স্বাভাবিকং বা বিহিতঞ্চ কিম্বা।
কুর্ব্বন্তি যদ্যৎ সকলং তদীয়াঃ
শ্রীবাসুদেবায় সমর্পয়ন্তি ॥ ১৩ ॥

কিংতাবৎ কুর্ব্বন্তি ইত্যাহ ;—

তস্যৈব কর্ম্ম কুরুতে বপুষা নযেন,
চিত্তেন চিন্তয়তি সর্ব্ব গতং তমেব।
তস্যৈব নাম চরিতং বচসা গৃণাতি
শ্রুত্যা শৃনোতি চ তমেব দৃশাপি পশ্যেৎ ॥১৪॥

এবং নিত্যানি কর্ম্মাণি তথানৈমিত্তিকান্যপি।
শক্ত্যা তদর্থং কুরুতে কার্য্য বুদ্ধ্যা ন জাতুচিৎ ॥ ১৫ ॥

তস্মিন্নেব সমস্ত কর্ম্ম নিবহং ন্যস্যান্তরে নাত্মনা
কৃষ্ণং পূর্ণ মনুস্মরন্নমুদিনং তৎকর্ম্ময়ন্বাচরেৎ।
নাসক্তো ন চ তৎফলানি কলয়ন্নাজ্ঞাং প্রভোঃ পালয়ন্
কৃত্বাস্মৈ চ সমর্পয়ন্ সহি পরং নৈষ্কর্ম্মমেবাশ্নুতে ॥ ১৬ ॥

দাসা স্তদর্পিতাত্মানঃ সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
কুর্ব্বন্তোপি ন সজ্জন্তে তদর্থং কর্ম্মনির্ম্মলং ॥ ১৭ ॥

ইত্থং নির্ম্মল কর্ম্মভি স্তনুমনো বুদ্ধীন্দ্রিয় ব্যাহৃতৈ
র্ধর্ম্মার্থৈশ্চ তদর্পিতৈ রবিরতং সংসার কর্ম্মচ্ছিদৈঃ।
শশ্বৎ প্রেম রসেন নির্ম্মলধিয়ঃ স্বানন্দ বারাংনিধে
র্বিষ্ণোর্দাস্যমখণ্ড সৌখ্যমনিশং কুর্ব্বন্তি সর্ব্বোত্তমাঃ ॥১৮॥

নরহরেরিতি দাস্যমহোর্ম্মিভিঃ সপদি ধৌতসমস্ত মনোমলাঃ।
কৃতধিয়ঃ পরিপূর্ণঃ সুখাম্বুধে ভগবতঃ সখিতাবধিকুর্ব্বতে ॥১৯॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকায়াং দশম স্তবকঃ।

একাদশ স্তবকঃ।

অথ সখ্যমাহ ;—

অতি বিশ্বস্তচিত্তস্য বাসুদেবে সুখাম্বুধৌ।
সৌহার্দ্দেন পরাপ্রীতিঃ সখ্যমিত্যভিধীয়তে ॥ ১ ॥

মর্ত্ত্যেনাপি সতা যেন তীর্ণো মৃত্যু মহার্ণবঃ।
তৎপারে পরমানন্দে স সখ্যমধিগচ্ছতি ॥২॥

তদ্‌যথা ;—

সখায়ো নিত্যসুখিনঃ স্বয়ং প্রীতা নিরাশিষঃ।
বাসুদেবেঽনবরতং প্রীতি কুর্ব্বন্তি নির্ম্মলাং ॥ ৩ ॥

নোদ্দেশ্যেন ন কর্ম্মভি র্ন চ গুণৈ দ্র্রব্যৈঃ স্বধর্ম্মৈর্নবা
সৌহার্দ্দেন হি কেবলেন কৃতিনঃ সংপ্রীণয়ন্তে হরিং।
তেনানন্দ পয়োধিনা ভগবতা শশ্বদ্রমন্তেপি চ
স্বাত্মানং পরিপূর্ণমেব সততং পশ্যন্তি হৃষ্যন্তি চ ॥ ৪ ॥

ইতি সখিত্ব সুখার্ণব মজ্জনাদতিশয় প্রণয়াহত ভিন্নধীঃ।
অতি সুখাম্বুনিধৌ পরমাত্মনি প্রসভমাত্ম নিবদনমীহতে ॥৫॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকায়াং একাদশ স্তবকঃ।

দ্বাদশ স্তবকঃ।

—:*:—

অথাত্মনিবেদনমাহ ;—

কৃষ্ণায়ার্পিত দেহস্য নির্ম্মমস্যানহঙ্কৃতেঃ।
মনসস্তৎ স্বরূপত্বং স্মৃতমাত্মনিবেদনং ॥ ১ ॥

নচান্যৈঃ সাধনৈঃ সাধ্যং যোগিন্দ্রৈরপি দুর্গমং।
সানির্গুণা পরাভক্তি র্জীবন্মুক্তিশ্চ কথ্যতে ॥ ২ ॥

নেদং গুরূপদেশেন ন শাস্ত্রাধ্যয়নেন চ।
কেবলানুভবানন্দে স্বস্মিন্নেব প্রকাশতে ॥ ৩ ॥

তদ্‌যথা ;—

কিঞ্চিন্নচিন্তয়তি নাচরতীহ কিঞ্চিৎ
স্বস্যাত্মনো ন চ কিমপ্যনুসন্দধাতি।

আত্মানমেব বিনিবেদ্য পরাত্মনীশে
পূর্ণাঃ সদৈব রমতে স্বসুখামৃতাব্ধৌ ॥ ৪ ॥
মগ্নানাং ভগবত্যনন্ত পরমানন্দামৃতম্ভোনিধৌ
তেষাং ত্রৈগুণিকো ব্যলীয়ত হঠাৎ সম্যক্ ভবাম্ভোনিধিঃ।
নোবা ব্রহ্মসুখানি ভান্তি নবিধির্নোবা নিষেধাদয়ঃ
সর্ব্বত্র স্ফুরতি সপূর্ণ পরমানন্দো মুকুন্দঃ পরং ॥ ৫ ॥
সচ্ছন্দমেব চিরমস্তি যদৃচ্ছয়া বা
গচ্ছেদ্দিশং বিদিশমেব কমপ্যপৃচ্ছন্।
স্বাত্মাববোধ পরিপূর্ণ সুখাবকাশা-
ন্নন্যারতোহি জড়বদ্বিচরেদসঙ্গঃ ॥ ৬ ॥
কিঞ্চ। স্বাত্মানন্দরতা গতাভিমতয়ঃ পূর্ণাঃ কৃতার্থাশ্চতে
যদ্গায়ন্তি নিসর্গতোহনবরতং তন্নামকর্ম্মাবলীং।
তন্মন্যেহনবকাশ পূর্ণ সহজ স্বানন্দ বারাংনিধেঃ
পূরং কেবল মুদ্গিরন্তি পুলক ব্যাজোচ্ছলচ্ছীকরং ॥৭॥
ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকায়াং দ্বাদশ স্তবকঃ।

ত্রয়োদশ স্তবকঃ।

—ঃ*ঃ—

অথ ভক্ত্যুপসংহার মুখেন তদধীন জ্ঞানমিতি প্রসঙ্গাত্তদেব ব্যাহরতি ;—
ইত্যেবং শ্রবণানুকীর্ত্তন মুখৈর্ধ্যানাংঘ্রি সেবার্চ্চনৈঃ
স্তুত্যবন্দনদাস ভাব সখিতা স্বাত্মার্পণৈরন্বহং।
যৈরানন্দিতমানসৈ র্নবরসাভক্তিঃ সমালভ্যতে
তে মুক্তৌষধি মন্তরেণ সহসাকৃষ্ণং বশীকুর্ব্বতে ॥ ১ ॥

যেচৈবং গত মৎসরাঃ সরভসং সন্মার্গ মধ্যাসতে
তেষাং নির্ম্মল চেতসাং স্বয়মপি জ্ঞানং সমুজ্জৃম্ভতে।
মিথ্যাধীঃ সচরাচরে ত্রিভুবনে রজ্জৌভুজঙ্গোপমে
পূর্ণে ব্রহ্মণি সচ্চিদাত্মনি পরানন্দে সদাসত্যধীঃ ॥ ২ ॥
যত্রোদিতেন কিমপি প্রতিভাস্তি ভাবা
নষ্টৌ প্রবৃত্তি বিনিবৃত্তি পথৌ চ সদ্যঃ ॥
আনন্দবোধ পরিপূর্ণ সদা প্রকাশো
নিত্যোতি কেবল মনাবিল এক আত্মা ॥ ৩ ॥
একো যঃ পরিপূর্ণ এব ভগবান্ নিত্যোঽপ্রমেয়োঽব্যয়ঃ
স্বপ্নারম্ভ জুষামিহ হবিভূষাং তত্র ত্রিলোকীপতিঃ।
বিজ্ঞানাত্তু নভূর্নবারি হুতভুক্ নো মারুতোনাম্বরং
নোমর্ত্ত্যানসুরা ন কর্ম্ম সময়ো ব্রহ্মৈব পূর্ণং পরং ॥ ৪ ।
কিঞ্চ। অখণ্ডাত্মাঽদ্বৈত স্ফটিক ইব নির্ব্যাজ বিমলো
গুণানাং রাগানামিব মিলনতোঽনেক বদভাৎ।
বিরঞ্চৌ কীটেবা ভুবি পয়সি বহ্নৌ নভসিবা
সমন্তাদাস্তেসৌ গৃহঘটবিলাদৌ নভ ইব ॥ ৫ ॥
যস্ত্বেকো ভগবান্ নিসর্গ বিমলো মায়াং নিজামাবহন্,
সত্রৈলোক্য মভূৎ স্বয়ং মহদহঙ্কারাদিভির্বৈ কৃতৈঃ।
হেম্নঃ কুণ্ডলকঙ্কনাঙ্গদমিব ক্ষৌণ্যাং ঘটেষ্টাদিবৎ
তস্মাদেব ন ভিদ্যতে তদখিলং মায়ৈব মিথ্যোদয়া ॥ ৬ ॥
মায়াগুণেষু পরিতঃ প্রতিবিম্বিতোয়
মেকোপ্যনেক ইবভাতি সবাসুদেবঃ।
ভাস্বানিঃরাজ্য সলিলাদিষু ভিন্নমূর্ত্তি
ভ্রান্তাদৃতে কে ইবতং প্রতিয়স্তি সত্যং ॥ ৭ ॥

তথাচ ;—

সচ্চিদানন্দ রূপোয়মাত্মৈকো বস্তু শাশ্বতং।
তদাশ্রয়াঽবস্তু বিদ্যা ভ্রমাদস্তিতি ভাসতে ॥ ৮॥

বস্তুতো নাস্ত্যবিদ্যৈব লোকস্তৎ প্রভবঃ কুতঃ।
সোপি শুদ্ধোদয়ঃ জ্ঞানাদ্ বাসুদেব সএবহি ॥ ৯ ॥

অনাদ্যবিদ্যৈব ন বস্তু তত্ত্বতঃ কুতস্তদুৎপাদ্যমিদং জগত্ত্রয়ং।
নভঃ প্রসূনস্য যথৈব সৌরভং যথৈব শৈত্যং মৃগতৃষ্ণিকাম্ভসঃ ॥১০॥

কিন্নো শাশ্বত একএব পুরুষোভাতি প্রকাশার্ণব
স্তস্যানন্দ চিদাত্মনো ভগবতো নাস্তি দ্বিতীয়োঽপরঃ।
মায়ানির্ম্মিত মিন্দ্রজাল সদৃশং স্বপ্নপ্রভং তদ্ভ্রমা
দুন্মীলত্যসকৃন্নীমীলতি পুনঃ স্তত্ত্বাববোধোদয়াৎ ॥ ১১ ॥

এবং যে ভগবন্তমন্তরহিতং বাঙ্‌মানসা গোচরং
সচ্চিদ্রূপকমেকমেববিমলং পশ্যন্তি পূর্ণং পরং।
তে সাক্ষাদ্গতবন্ধনা পরতয়ানন্দাদ্বৈতৈকাত্মতাং
সম্প্রাপ্তা ন পুনর্বিশন্তি জননী গর্ভান্ধকূপং জনাঃ ॥ ১২ ॥

ভক্তি ক্ষুব্ধ মহীধরেন মথিতাৎ সংসার বারাংনিধে
রুৎপন্নং সপদি প্রবোধ মমৃতং সংপ্রাপ্য ভক্তানরাঃ।
ক্ষুত্তৃষ্ণাশিশিরোষ্ণ দৈন্য ভয়শুক্ স্বপ্নাদি মুক্তাশয়াঃ
পূর্ণে ব্রহ্মণি সচ্চিদাত্মনি পরানন্দে রমন্তে পরং ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকায়াং ত্রয়োদশ স্তবকঃ।

চতুর্দ্দশ স্তবকঃ।

—ঃ*ঃ—

অথাত্মনোঽপরাধ মার্জ্জন মুখেন গ্রন্থ মুপসংহরতি।

মূঢ়েনানধিকারিণাপি মমতাঽহঙ্কার পঙ্কাত্মনা
যদ্গূঢ়ানিগমেপি নাথ ভবতো ভক্তির্ময়োদ্ঘাটিতা।
সাকল্যেপি তদেব বাঙ্‌মনসয়োর্মন্যেঽপরাধং নিজং
কারুণ্যৈকনিধে ক্ষমস্ব তদিমং দণ্ড্যস্য দীনস্য মে॥ ১॥

পাপানামনুশীলনেন মহতাঞ্চানাদরাত্ত্বৎপদা-
ম্ভোজদ্বেষি নিষেবণাদপি তবৈবাজ্ঞা সমুল্লঙ্ঘনাৎ।
ত্বদ্ভক্তের্লবমপ্যনাশ্রিতবতা যত্তেঽপরাধঃং ময়া
তস্যাখণ্ডদয়ানিধে তবকৃপা মাত্রং পবিত্রং পরং॥ ২॥

ত্বন্মূর্ত্তির্নবিলোকিতা নচ ভবৎকীর্ত্তিঃ সমাকর্ণিতা
ত্বৎপাদাম্বুজ পূজনং নচ কৃতং ধ্যাতা ন চেহাকৃতিঃ।
হন্তপ্রত্যুত লঙ্ঘিতং বিধি নিষেধাখ্যং তদীয়ং বচ
স্তৎক্ষন্তব্যমপত্রপস্য বচনং কৃষ্ণ প্রসীদেতি মে॥ ৩॥

চেতঃ কায়বচোভিরেব বিষয়া না সেবমানং সদা
ধূর্ত্তং ত্বচ্চরণারবিন্দ ভজন ব্যাজ্যাজ্জগদ্বঞ্চকং।
অজ্ঞং পণ্ডিত মানিনং পরধনাদানৈক চিন্তাতুরং
সাধু সোদর পূরণং ননুকৃপাসিন্ধো প্রভোপাহিমাং॥ ৪॥

পূর্ণানন্দ পয়োনিধে স্ত্রিজগতাং ভর্ত্তুং পিতুরক্ষিতু
র্যন্নাকারি কদাপিকাচন তবো পাস্তির্ময়াঽবুদ্ধিনা।
তস্যৈবানুভবন্ত মাধিনিলয়ং সংসারবন্ধং ফলং
মূঢ়ং কাতরমাতুরং জড়ধিয়ং মাং পাহি দীনার্ত্তিহন্॥ ৫॥

অস্থি সোদ্য পূর্ত্তি মাত্র বিকলো নিদ্রাস্মরেহাদিভি
দুষ্পূরৈশ্চ মনোরথৈ রবিরতৈ রাক্ষিপ্তচেতা নিশি।
এবং ত্বদ্বিমুখোপি দাস্য মধুনা যৎ প্রার্থয়ে তারকং
ক্ষন্তব্যোঽহয়মপত্রপস্য করুণাসিন্ধোপরাধোহিমে ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মাণ্ডে ভুবনানি সপ্তযুগলং তত্রৈকতোভূরিয়ং
তত্রৈকত্র মহীশ্বরা বহুতরা স্তেষাঞ্চ ভৃত্যাঃ পরে।
তেষামেব নিষেবণাক্ষ মধিয়ো ব্রহ্মাণ্ড কোটীশ্বর
ত্বদ্দাস্যেকৃত মানসস্য বিমতের্মন্তুর্মমক্ষম্যতাং ॥ ৭ ॥

অথবা। ত্বং সর্ব্বস্যহিতঃ পিতা প্রভবিতা মাতা বিধাতাপিচ
ক্ষন্তুং স্বপ্রজয়া কৃতান্নরহরে মন্তূনিমানর্হসি।
পাদৌবক্ষসি নিক্ষিপন্নপি মুহুর্বাম্যং
মাচরন্নপি শিশুর্নস্যাজ্জনন্যাক্রুষে ॥ ৮ ॥

কিঞ্চ। অদ্বৈতে সতি বিক্রিয়া বিরহিতে নিত্যং প্রকাশামূর্তে
সান্দ্রানন্দ সুধাম্বুধৌ ভগবতি ত্বয্যেব পূর্ণাত্মনি।
সংসার জ্বলন ভ্রমেণ পরিতোদগ্ধং বিমূঢ়ং মৃতং
কারুণ্যৈক নিধান মামবভবন্মায়েন্দ্রজালাবৃতং ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ। দাসাস্তে হরনারদ প্রভৃতয়ঃ কোহং বরাকঃ শিশু
র্ভক্তির্যোগিভিরপ্যগম্যবিষয়া কেয়ং মতির্মেল্লিকা।
এবং নাথ বিভাবয়ন্নপি সদা ত্বৎপাদপঙ্কেরুহে
লুব্ধং মানস ভৃঙ্গ মন্যথয়িতুং শক্নোমিনাহং ক্বচিৎ ॥ ১০ ॥

ব্যামোহাদ্বিষয়ীরসেষু সুভগস্নিগ্ধেষুমুগ্ধেক্ষণা
স্মের স্মের মুখাম্বুজেষু নিরতো মচ্চিত্ত ভৃঙ্গশ্চিরং।
অদ্যাকস্মিক সাধুসঙ্গ পবনাসঙ্গেন সঞ্চারিণা
শ্রীগোবিন্দ ভবৎপদাম্বুজ সুধামোদেনসংহৃষ্যতে ॥ ১১ ॥

।।।।। সঙ্গিনী ২য় ব, ১১শ সংখ্যা।

সোহং মোহমুপাগতোপি বিবিধৈরেবাপরাধৈর্গুতোহ
প্যারাধ্যুং শরণাগতোস্মি চরণাম্ভোজং মুরারেশ্চব।
ন গ্রাহ্যামমতে তদাপি ভগবন্ কারুণ্যবারাংনিধে,
সর্ব্বং ক্ষম্যত ঈশ্বরেণ শরণাযাতস্যশক্রোরপি॥ ১২॥

কিঞ্চ। যেতুত্বৎ পদ ভক্তিমেকরসদাং কান্তামিব প্রেয়সী
মালিঙ্গৈব রসেন নির্ম্মলধিয়স্তিষ্ঠন্তি মুক্তক্রিয়াঃ।
যাবজ্জীবকৃতাপরাধ নিবহং নির্ধূয়তে সাম্প্রতং
ত্বামেবাব্যয়মাপ্নুবন্তি পরমানন্দামৃতাম্ভোনিধিং॥ ১৩॥
ত্বৎপাদাম্বুজ ভক্তিমেকরসদাং সম্ভাবতোভাবয়েৎ
পাপীয়ানপি দূষণানি শতশঃ কৃত্বাপিনৈবাকরোৎ।
নোচেৎ সর্ব্বগুণান্বিতেন সুকৃতারম্ভৈক দম্ভাত্মনা
সর্ব্বাণ্যপ্যকৃতানিতেন বিহিতান্যেবোচ্চকৈর্মানিনা॥ ১৪॥

কিঞ্চ। নিত্যানিত্য সুখানি স্বর্গবিমলা সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদা
ভক্তির্যৈরভিমানিভিশ্চল সুখাকাঙ্ক্ষৈশ্চনালম্ব্যতে।
তেষাং জন্ম বৃথা দিনানিচ বৃথা বিদ্যাগুণৈর্বাবৃথা
সৎকর্ম্মাণিবৃথা তপাংসিচবৃথা শীলং বৃথা গীর্বৃথা॥ ১৫॥
তস্মাৎ সর্ব্বমপাস্য সর্ব্ব সময়ং কুর্ব্বন্তি সর্ব্বাত্মনা
ভক্তিং ভাগবতীং যথা সুখমিমাং যে সন্ত্যনাত্মদ্রুহঃ।
নেয়ং কালমপেক্ষতে নচ তপোনৈবশ্রুত শ্রেয়সী
নজ্ঞানং নচ পৌরুষং নচ গুণান্ নো জাতি মিজ্যামপি॥১৬॥
অব্যাঙ্গানুভব প্রবোধ জননী হারৈ গুণৈরাশ্রিতা
শশ্বৎ প্রেমরসাবহাতি সুখদা দুঃখৈক বিধ্বংসিনী।
যেয়ং শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা কান্তেব সম্ভাবিনী
নানালঙ্কৃতি বর্জ্জিতাপি মহতা মানন্দমাপাদয়েৎ॥ ১৭॥

শ্রীমদ্ভাগবতো মহামুনিকৃতে সত্যপ্যনন্তাত্মকে
সন্তোমৎকৃতিমল্লিকামপি বরিষ্যন্তে গুণ গ্রাহিণঃ।
অম্ভোধৌ পরিলব্ধ রত্ন নিবহোপ্যান্তেক এবং বিধো
যঃ কূপেপি তদেব রত্ন মমলং লব্ধাপ্যুপেক্ষিষ্যতে ॥ ১৮ ॥

যে শৃণ্বন্তি পঠন্তি বান্বহমিদং ভক্তি প্রবোধামৃতং
যেবা সাধু নিরূপয়ন্তি ভগবৎ ভক্তেষু নির্ম্মৎসরাঃ।
তে নির্দূয় ভবান্ধকার মখিলং ভক্তি প্রবোধান্বিতা
সান্দ্রানন্দ মনাবৃতং তদমৃতং বিন্দন্তি বিষ্ণোঃ পদং ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকায়াং চতুর্দ্দশ স্তবকঃ।

সমাপ্তোয়ং গ্রন্থঃ ॥

শ্রীশ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকার

নির্দ্দেশপত্র।

—ঃ*ঃ—

ইতি শ্রীশ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকায়াং

নির্দ্দেশপত্রং সম্পূর্ণম্।
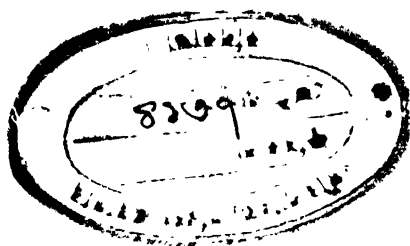
শ্রীবল্লভাচার্য্য বিরচিত

শ্রীষোড়শ গ্রন্থ

মূল।

সূচীপত্রং।

শ্রীষোড়শ-গ্রন্থ।

যমুনাষ্টকম্।

নমামি যমুনামহং সকলসিদ্ধিহেতুং মুদা
মুরারি পদপঙ্কজ স্ফুরদমন্দরেণুৎকটাম্।
তটস্থ নবকানন-প্রকট মোদ পুষ্পাম্বুনা
সুরাসুর সুপূজিত স্মরপিতুঃ শ্রিয়ং বিভ্রতীম্॥১॥
কালিন্দগিরিমস্তকে পতদমন্দপূরোজ্জ্বলা
বিলাসগমনোল্লসৎপ্রকট গণ্ডশৈলোন্নতা।
সঘোষগতিদন্তুরা সমধিরূঢ় দোলোত্তমা
মুকুন্দরতিবর্দ্ধিনী জয়তি পদ্মবন্ধোঃ সুতা॥ ২ ॥
ভুবং ভুবনপাবনীমধিগতা মনেকস্বনৈঃ,
প্রিয়াভি রিব সেবিতাং শুকময়ূরহংসাদিভিঃ।
তরঙ্গ ভুজকঙ্কণ প্রকট মুক্তিকা বালুকা
নিতম্বতটসুন্দরীং নমত কৃষ্ণতুর্য্যপ্রিয়াম্॥ ৩ ॥
অনন্তগুণভূষিতে শিববিরঞ্চিদেবস্তুতে
ঘনাঘননিভে সদাধ্রুবপরাশরাভীষ্টদে।
বিশুদ্ধ মথুরাতটে সকল গোপগোপীবৃতে
কৃপাজলধি সংশ্রিতে মম মনঃ সুখং ভাবয়॥ ৪ ॥
যয়া চরণপদ্মজা মুররিপোঃ প্রিয়ং ভাবুকা
সমাগমনতোঽভবৎ সকল সিদ্ধিদা সেবতাং

তয়া সদৃশতামিয়াৎ কমলজা সপত্নীব যৎ
হরিপ্রিয়কলিন্দয়া মনসি মে সদা স্থীয়তাং ॥ ৫ ॥
নমস্তু যমুনে সদা তব চরিত্র মত্যদ্ভুতং
নজাতু যমযাতনা ভবতি তে পয়ঃ পানতঃ।
যমোপি ভগিনীসুতান্ কথমুহন্তি দুষ্টানপি
প্রিয়ো ভবতি সেবনাত্তব হরে র্যথা গোপিকাঃ ॥৬॥
মমাস্তু তব সন্নিধৌ নমুনবত্বমেতাবতা
ন দুর্লভতমা রতি র্মুররিপৌ মুকুন্দপ্রিয়ে।
অতোস্তু তব ললনা সুরধুনী পরং সঙ্গমা-
ত্তবৈব ভুবি কীর্ত্তিতা ন তু কদাপি পুষ্টিস্থিতৈঃ ॥ ৭ ॥
স্তুতিং তব করোতি কঃ কমলজা সপত্নি প্রিয়ে
হরে র্যদনুসেবয়া ভবতি সৌখ্য মামোক্ষতঃ।
ইয়ং তব কথাধিকা সকল গোপিকা সঙ্গম
স্মরশ্রম জলাণুভিঃ সকল গাত্রজৈঃ সঙ্গমঃ ॥ ৮ ॥
তবাষ্টকমিদং মুদা পঠতি সূরসূতে সদা
সমস্ত দুরিতক্ষয়ো ভবতি বৈ মুকুন্দে রতিঃ।
তয়া সকল সিদ্ধয়ো মুররিপুশ্চ সন্তুষ্যতি
স্বভাববিজয়ো ভবেদ্বদতি বল্লভঃ শ্রীহরেঃ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্য বিরচিতং শ্রীযমুনাষ্টকস্তোত্রং।

বালবোধঃ।

নত্বা হরিং সদানন্দং সর্ব্বসিদ্ধান্তবিগ্রহং।
বাল প্রবোধনার্থায় বদামি সুবিনিশ্চিতং ॥ ১ ॥

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যা শ্চত্বারোর্থা মনীষিণাম্ ।
জীবেশ্বর বিচারেণ দ্বিধা তে হি বিচারিতাঃ ॥ ২ ॥
অলৌকিকাস্ত বেদোক্তাঃ সাধ্যসাধন সংযুতা ।
লৌকিকা ঋষিভিঃ প্রোক্তা স্তথৈবেশ্বর শিক্ষয়া ॥৩॥
লৌকিকাংস্তু প্রবক্ষ্যামি বেদাদাদ্যায়তঃ স্থিতাঃ ।
ধর্ম্মশাস্ত্রাণি নীতিশ্চ কামশাস্ত্রাণি চ ক্রমাৎ ॥ ৪ ॥
ত্রিবর্গসাধকানীতি ন তন্নির্ণয় উচ্যতে ।
মোক্ষে চত্বারি শাস্ত্রাণি লৌকিকে পরতঃ স্বতঃ ॥৫॥
দ্বিধা দ্বে দ্বে স্বতস্তত্র সাংখ্যযোগৌ প্রকীর্ত্তিতৌ ।
ত্যাগাত্যাগ বিভাগেন সাংখ্যে ত্যাগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৬॥
অহংতা মমতা নাশে সর্ব্বথা নিরহঙ্কৃতৌ ।
স্বরূপস্থো যদা জীবঃ কৃতার্থঃ স নিগদ্যতে ॥ ৭ ॥
তদর্থং প্রক্রিয়া কাচিৎ পুরাণেহপি নিরূপিতা ।
ঋষিভির্বহুধা প্রোক্তা ফলমেকমবাহৃতঃ ॥ ৮ ॥
অত্যাগে যোগমার্গো হি ত্যাগোপি মনসৈব হি ।
যমাদয়স্ত কর্ত্তব্যাঃ সিদ্ধে যোগে কৃতার্থতা ॥ ৯ ॥
পরাশ্রয়েণ মোক্ষস্ত দ্বিধাসোপি নিরূপ্যতে ।
ব্রহ্মা ব্রাহ্মণতাং যাত স্তদ্রূপেণ চ সেব্যতে ॥ ১০ ॥
তে সর্ব্বার্থা ন চাদ্যেন শাস্ত্রং কিঞ্চিদুদীরিতং ।
অতঃ শিবশ্চ বিষ্ণুশ্চ জগতো হিতকারকৌ ॥ ১১ ॥
বস্তনঃ স্থিতিসংহারৌ কার্য্যৌ শাস্ত্রপ্রবর্ত্তকৌ ।
ব্রহ্মৈব তাদৃশংযস্মাৎ সর্ব্বাত্মকতয়োদিতৌ ॥ ১২ ॥
নির্দোষ পূর্ণগুণতা তত্তচ্ছাস্ত্রে তয়োঃ কৃতা ।
ভোগমোক্ষফলে দাতুং শক্তৌ দ্বাবপি যদ্যপি ॥ ১৩ ॥

ভোগঃ শিবেন মোক্ষস্তু বিষ্ণুনেতি বিনিশ্চয়ঃ।
লোকেপি যৎ প্রভুর্ভুঙ্‌ক্তে তন্ন যচ্ছতি কর্হিচিৎ।
অতিপ্রিয়ায় তদপি দীয়তে কচিদেব হি॥ ১৪॥
নিয়তার্থ প্রদানেন তদীয়ত্বং তদাশ্রয়ঃ।
প্রত্যেকং সাধনং চৈতৎ দ্বিতীয়ার্থে মহান্ শ্রমঃ॥১৫॥
জীবাঃ স্বভাবতো দুষ্টা দোষাভাবায় সর্ব্বদা।
শ্রবণাদি ততঃ প্রেম্না সর্ব্বং কার্য্যং হি সিধ্যতি॥ ১৬॥
মোক্ষস্তু সুলভো বিষ্ণোর্ভোগশ্চ শিবত স্তথা।
সমর্পণেনাত্মনো হি তদীয়ত্বং ভবেদ্ধ্রুবং॥ ১৭॥
অতদীয়তয়া চাপি কেবল শ্চেৎসমাশ্রিতঃ।
তদাশ্রয়তদীয়ত্ব বুদ্ধ্যৈ কিঞ্চিৎ সমাচরেৎ॥ ১৮॥
স্বধর্ম্মমনুতিষ্টন্ বৈ ভারাদ্ বৈগুণ্যমন্যথা।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং নৈতজ্‌জ্ঞানে ভ্রমঃপুনঃ॥ ১৯॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্যবিরচিতো বালবোধঃ সম্পূর্ণঃ।

সিদ্ধান্তমুক্তাবলী।

নত্বা হরিং প্রবক্ষ্যামি স্বসিদ্ধান্ত বিনিশ্চয়ং।
কৃষ্ণসেবা যদা কার্য্যা মানসী সা পরামতা॥ ১॥
চেতস্তৎপ্রবণং সেবা তৎসিদ্ধৈ তনুবিত্তজা।
ততঃ সংসার দুঃখস্য নিবৃত্তির্ব্রহ্মবোধনং॥ ২॥
পরং ব্রহ্ম তু কৃষ্ণোহি সচ্চিদানন্দকং বৃহৎ।
দ্বিরূপং তদ্ধি সর্ব্বং স্যাদেকং তস্মাদ্‌বিলক্ষণং॥ ৩॥

অপরং তত্র পূর্ব্বস্মিন্ বাদিনো বহুধা জগুঃ।
মায়িকং সগুণং কার্য্যং স্বতন্ত্রং চেতি নৈকধা ॥ ৪ ॥
তদেবৈতৎ প্রকারেণ ভবতীতি শ্রুতের্ম্মতং।
দ্বিরূপং চাপি গঙ্গাবজ্ জ্ঞেয়ং সা জলরূপিণী ॥ ৫ ॥
মাহাত্ম্যসংযুতা নৃণাং সেবতাং ভক্তিমুক্তিদা।
মর্য্যাদামার্গবিধিনা তথা ব্রহ্মাপি বুধ্যতাং ॥ ৬ ॥
তত্রৈব দেবতামূর্ত্তি ভক্ত্যা যা দৃশ্যতে কচিৎ।
গঙ্গায়াং চ বিশেষেণ প্রবাহাভেদবুদ্ধয়ে ॥ ৭ ॥
প্রত্যক্ষা সা ন সর্ব্বেষাং প্রাকাম্যং স্যাত্তয়া জলে।
বিহিতাচ্চ ফলাত্তদ্ধি প্রতীত্যাপি বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥
যথা জলং তথা সর্ব্বং যথা শক্তা তথা বৃহৎ।
যথা দেবো তথা কৃষ্ণ স্তত্রাপ্যেতদিহোচ্যতে ॥ ৯ ॥
জগত্তু ত্রিবিধং প্রোক্তং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাস্ততঃ।
দেবতারূপবৎপ্রোক্তা ব্রহ্মণীত্থং হরির্মতঃ ॥ ১০ ॥
কামচারস্তু লোকেস্মিন্ ব্রহ্মাদিভ্যো ন চান্যথা।
পরমানন্দরূপেতু কৃষ্ণে স্বাত্মনি নিশ্চয়ঃ ॥ ১১ ॥
অতস্তু ব্রহ্মবাদেন কৃষ্ণে বুদ্ধি র্বিধীয়তাং।
আত্মনি ব্রহ্মরূপেতু ছিদ্রা ব্যোম্নীব চেতনাঃ ॥ ১২ ॥
উপাধিনাশেবিজ্ঞানে ব্রহ্মাত্মত্বাববোধনে।
গঙ্গাতীরস্থিতো যদ্বদ্দেবতাং তত্র পশ্যতি ॥ ১৩ ॥
তথা কৃষ্ণং পরং ব্রহ্ম স্বস্মিন্ জ্ঞানী প্রপশ্যতি।
সংসারী যস্তু ভজতে স দূরস্থো যথা তথা ॥ ১৪ ॥
অপেক্ষিতজলাদীনামভাবাত্তত্র দুঃখভাক্।
তস্মাচ্ছ্রীকৃষ্ণমার্গস্থো বিমুক্তঃ সর্ব্বলোকিতঃ ॥ ১৫ ॥

আত্মানন্দ সমুদ্রস্থং কৃষ্ণমেব বিচিন্তয়েৎ।
লোকার্থো চেদ্ভজেৎকৃষ্ণং ক্লিষ্টো ভবতি সর্ব্বথা ॥১৬॥
ক্লিষ্টোপি চেদ্ভজেৎ কৃষ্ণং লোকো নশ্যতি সর্ব্বথা।
জ্ঞানাভাবে পুষ্টিমার্গী তিষ্ঠেৎপূজোৎসবাদিষু ॥ ১৭ ॥
মর্য্যাদাস্থস্ত গঙ্গায়াং শ্রীভগবত্তৎপরঃ।
অনুগ্রহঃ পুষ্টিমার্গে নিয়ামক ইতি স্থিতিঃ ॥ ১৮ ॥
উভয়োস্ত ক্রমেণৈব পূর্ব্বোক্তৈব ফলিষ্যতি।
জ্ঞানাধিকো ভক্তিমার্গ এবং তস্মান্নিরূপিতঃ ॥ ১৯ ॥
ভক্ত্যাভাবেতু তীরস্থো যথা দুষ্টৈঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
অন্যথাভাবমাপন্ন স্তস্মাৎস্থানাচ্চ নশ্যতি ॥ ২০ ॥
এবং স্বশাস্ত্রসর্ব্বস্বং ময়াগুপ্তং নিরূপিতং।
এতদ্বুধ্বা বিমুচ্যেত পুরুষঃ সর্ব্বসংশয়াৎ ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্যবিরচিতা সিদ্ধান্তমুক্তাবলী সমাপ্তা।

পুষ্টিপ্রবাহমর্য্যাদাভেদঃ।

পুষ্টিপ্রবাহমর্য্যাদা বিশেষেণ পৃথক্ পৃথক্।
জীবদেহ ক্রিয়াভেদৈঃ প্রবাহেণ ফলেন চ ॥ ১ ॥
বক্ষ্যামি সর্ব্বসন্দেহা ন ভবিষ্যন্তি যচ্ছ্রুতেঃ।
ভক্তিমার্গস্য কথনাৎ পুষ্টি রস্তীতি নিশ্চয়ঃ ॥ ২ ॥
দ্বৌ ভূতসর্গাবিত্যুক্তেঃ প্রবাহোপি ব্যবস্থিতঃ।
বেদস্য বিদ্যমানত্বাৎ মর্য্যাদাপি ব্যবস্থিতা ॥ ৩ ॥
কশ্চিদেব হি ভক্তো হি যো মদ্ভক্ত ইতীরণাৎ।
সর্ব্বত্রোৎকর্ষকথনাৎ পুষ্টিরস্তীতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৪ ॥

ন সর্ব্বোতঃ প্রবাহাদ্ধি ভিন্নো বেদাচ্চভেদতঃ।
যদা যন্তেতি বচনান্নাহং বেদৈরিতীরণাৎ॥ ৫॥
মার্গৈকত্বেপি চেদন্ত্যৌ তনু ভক্ত্যাগমৌ মতৌ।
ন তদ্‌যুক্তং সূত্রতো হি ভিন্নো যুক্ত্যা হি বৈদিকঃ॥৬॥
জীবদেহকৃতীনাঞ্চ ভিন্নত্বং নিত্যতা শ্রুতেঃ।
যথা তদ্বৎ পুষ্টিমার্গে দ্বয়োরপি নিষেধতঃ॥ ৭॥
প্রমাণভেদাদ্ভিন্নো হি পুষ্টি মর্গো নিরূপিতঃ।
সর্গভেদং প্রবক্ষ্যামি স্বরূপাঙ্গক্রিয়াযুতং॥ ৮॥
ইচ্ছামাত্রেণ মনসা প্রবাহং সৃষ্টবান্ হরিঃ।
বচসা বেদমার্গং হি পুষ্টিং কায়েন নিশ্চয়ঃ॥ ৯॥
মূলেচ্ছাতং ফলং লোকে বেদোক্তং বৈদিকেপি চ।
কায়েন তু ফলং পুষ্টৌ ভিন্নেচ্ছাতোপি নৈকতা॥ ১০॥
তানহং দ্বিষতো বাক্যাদ্ভিন্না জীবাঃ প্রবাহিণঃ।
অতএবেতরৌ ভিন্নৌ সান্তৌ মোক্ষ প্রবেশতঃ॥ ১১॥
তস্মাজ্জীবাঃ পুষ্টিমার্গে ভিন্না এব ন সংশয়ঃ।
ভগবদ্রূপসেবার্থং তৎ সৃষ্টির্নান্যথা ভবেৎ॥ ১২॥
স্বরূপেণাবতারেণ লিঙ্গেন চ গুণেন চ।
তারতম্যং ন স্বরূপে দেহে বা তৎক্রিয়াসু বা॥ ১৩॥
তথাপি যাবতা কার্য্যং তাবত্তস্য করোতি হি।
তে হি দ্বিধা শুদ্ধমিশ্রভেদান্মিশ্রাস্ত্রিধা পুনঃ॥ ১৪॥
প্রবাহাদি বিভেদেন ভগবৎকার্য্য সিদ্ধয়ে।
পুষ্ট্যা বিমিশ্রাঃ সর্ব্বজ্ঞাঃ প্রবাহেণ ক্রিয়ারতাঃ॥ ১৫॥
মর্য্যাদয়া গুণজ্ঞাস্তে শুদ্ধাঃ প্রেম্নাতি দুর্লভাঃ।
এবং সর্গস্তু তেষাং হি ফলং ত্বত্র নিরূপ্যতে॥ ১৬॥

ভগবানেব হি ফলং স যথাবির্ভবেদ্ভুবি।
গুণস্বরূপভেদেন তথা তেষাং ফলং ভবেৎ ॥ ১৭ ॥
আসক্তৌ ভগবানেব শাপং দাপয়তি ক্বচিৎ।
অহঙ্কারেথবা লোকে তন্মার্গ স্থাপনায় হি ॥ ১৮ ॥
ন তে পাষণ্ডতাং যান্তি ন চ রোগদ্যুপদ্রবাঃ।
মহানুভাবাঃ প্রায়েণ শাস্ত্রং শুদ্ধত্ব হেতবে ॥ ১৯ ॥
ভগবত্তারতম্যেন তারতম্যং ভজন্তি হি।
বৈদিকত্বং লৌকিকত্বং কাপট্যাত্তেষু নান্যথা ॥ ২০ ॥
বৈষ্ণবত্বং হি সহজং ততোঽন্যত্র বিপর্য্যয়ঃ।
সম্বন্ধিনস্তু যে জীবাঃ প্রবাহস্থা স্তথাপরে ॥ ২১ ॥
চর্ষণীশব্দবাচ্যা স্তে তে সর্ব্বে সর্ব্ববর্ত্মসু।
ক্ষণাৎ সর্ব্বত্বমায়ান্তি রুচিস্তেষাং ন কুত্রচিৎ ॥ ২২ ॥
তেষাং ক্রিয়ানুসারেণ সর্ব্বত্র সকলং ফলম্।
প্রবাহস্থান্ প্রবক্ষ্যামি স্বরূপাঙ্গ ক্রিয়াযুতান্ ॥ ২৩ ॥
জীবাস্তে হ্যাসুরাঃ সর্ব্বে প্রবৃত্তিং চেতি বর্ণিতাঃ।
তে চ দ্বিধা প্রকীর্ত্ত্যন্তে হ্যজ্ঞদুর্জ্ঞ বিভেদতঃ ॥ ২৪ ॥
দুর্জ্ঞাস্তে ভগবৎপ্রোক্তা হ্যজ্ঞাস্তেনমুয়ে পুনঃ।
প্রবাহেপি সমাগত্য পুষ্টিস্থ স্তৈর্ন যুজ্যতে ॥ ২৫ ॥
সোপিতৈস্তৎকুলে জাতঃ কর্ম্মণা জায়তে যতঃ ॥ ২৬।

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্য বিরচিতঃ পুষ্টিপ্রবাহমর্য্যাদা-
ভেদঃ সমাপ্তঃ।

সিদ্ধান্তরহস্যং ।

শ্রাবণস্যামলে পক্ষে একাদশ্যাং মহানিশি ।
সাক্ষাদ্ ভগবতা প্রোক্তং তদক্ষরশ উচ্যতে ॥ ১ ॥
ব্রহ্মসম্বন্ধকরণাৎ সর্ব্বেষাং দেহজীবয়োঃ ।
সর্ব্বদোষ নিবৃত্তি র্হি দোষাঃ পঞ্চবিধাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২ ॥
সহজা দেশকালোত্থা লোক-বেদ-নিরূপিতাঃ ।
সংযোগজাঃ স্পর্শজাশ্চ ন মন্তব্যাঃ কথঞ্চন ॥ ৩ ॥
অন্যথা সর্ব্বদোষাণাং ন নিবৃত্তিঃ কথঞ্চন ।
অসমর্পিত বস্তূনাং তস্মাদ্বর্জন মাচরেৎ ॥ ৪ ॥
নিবেদিভিঃ সমর্প্যৈব সর্ব্বং কুর্য্যাদিতি স্থিতিঃ ।
ন মতং দেবদেবস্য সামিভুক্ত সমর্পণম্ ॥ ৫ ॥
তস্মাদাদৌ সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্ববস্তু সমর্পণম্ ।
দত্তাপহার বচনং তথা চ সকলং হরেঃ ॥ ৬ ॥
ন গ্রাহ্যমিতি বাক্যং হি ভিন্ন মার্গপরং মতম্ ।
সেবকানাং যথা লোকে ব্যবহারঃ প্রসিদ্ধ্যতি ॥ ৭ ॥
তথা কার্য্যং সমর্প্যৈব সর্ব্বেষাং ব্রহ্মতা ততঃ ।
গঙ্গাত্বং সর্ব্বদোষাণাং গুণদোষাদি বর্ণনা ॥ ৮ ॥
গঙ্গাত্বেন নিরূপ্যা স্যাত্তদ্বদত্রাপি চৈবহি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্য বিরচিতং সিদ্ধান্তরহস্যং সমাপ্তম্ ।

নবরত্ন স্তোত্রং ।

চিন্তাকাপি ন কার্য্যা নিবেদিতাত্মভিঃ কদাপীতি ।
ভগবানপি পুষ্টিস্থো ন করিষ্যতি লৌকিকীং চ গতিম্ ॥ ১ ॥

। । । । । । । সঙ্গিনী ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা ।

নিবেদনং তু স্মর্ত্তব্যং সর্ব্বথা তাদৃশৈর্জনৈঃ।
সর্ব্বেশ্বরশ্চ সর্ব্বাত্মা নিজেচ্ছাতঃ করিষ্যতি ॥ ২ ॥
সর্ব্বেষাং প্রভু সম্বন্ধো ন প্রত্যেকমিতি স্থিতিঃ।
অতোঽন্য বিনিযোগেপি চিন্তা কা স্বস্য সোপিচেৎ ॥ ৩ ।
অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাৎ কৃতমাত্মনিবেদনং।
যৈঃ কৃষ্ণ সাৎকৃত প্রাণৈস্তেষাং কা পরিবেদনা ॥ ৪ ॥
তথা নিবেদনে চিন্তা ত্যাজ্যা শ্রীপুরুষোত্তমে।
বিনিয়োগেপি সা ত্যাজ্যা সমর্থো হি হরিঃ স্বতঃ ॥ ৫ ॥
লোকে স্বাস্থ্যং তথা বেদে হরিস্তু ন করিষ্যতি।
পুষ্টিমার্গ স্থিতো যস্মাৎ সাক্ষিণো ভবতাঽখিলাঃ ॥ ৬ ॥
সেবাকৃতির্গুরো রাজ্ঞাঽবাধনং বা হরীচ্ছয়া।
অতঃ সেবাপরং চিত্তং বিধায় স্থীয়তাং সুখং ॥ ৭ ॥
চিত্তোদ্বেগং বিধায়াপি হরি র্যৎ যৎ করিষ্যতি।
তথৈব তস্য লীলেতি মত্বা চিন্তাং দ্রুতং ত্যজেৎ ॥ ৮ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা নিত্যং শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং মম।
বরদ্ভিরেবং সততং স্থেয়মিত্যেব মে মতিঃ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্য বিরচিতং নবরত্নস্তোত্রং সমাপ্তং।

অন্তঃকরণপ্রবোধঃ।

অন্তঃকরণ মদ্বাক্যং সাবধানতয়া শৃণু।
কৃষ্ণাৎপরং নাস্তি দৈবং বস্তুতো দোষবর্জিতং ॥ ১ ॥
চাণ্ডালো চেদ্ রাজপত্নী জাতা রাজ্ঞা চ মানিতা।
কদাচিদপমানেপি মূলতঃ কা ক্ষতি র্ভবেৎ ॥ ২ ॥

সমর্পণাদহং পূর্ব্বমুত্তমঃ কিং সদা স্থিতঃ।
কা মমাধমতা ভাব্যা পশ্চাত্তাপো যতোভবেৎ ॥ ৩ ॥
সত্যসংকল্পতো বিষ্ণু র্নান্যথা তু করিষ্যতি।
আজ্ঞৈব কার্য্যা সততং স্বামিদ্রোহোঽন্যথা ভবেৎ ॥ ৪ ॥
সেবকস্যতু ধর্ম্মোঽয়ং স্বামী স্বস্য করিষ্যতি।
আজ্ঞা পূর্ব্বংতু যা জাতা গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥ ৫ ॥
যাপি পশ্চান্মধুবনে ন কৃতং তদ্দ্বয়ং ময়া।
দেহদেশপরিত্যাগ স্তৃতীয়ো লোকগোচরঃ ॥ ৬ ॥
পশ্চাত্তাপঃ কথন্তত্র সেবকোঽহং ন চান্যথা।
লৌকিক প্রভুবৎ কৃষ্ণো ন দ্রষ্টব্যঃ কদাচন ॥ ৭ ॥
সর্ব্বং সমর্পিতং ভক্ত্যা কৃতার্থোসি সুখীভব।
প্রৌঢ়াপি দুহিতা যদ্ বৎস্নেহান্ন প্রেষ্যতে বরে ॥ ৮ ॥
তথা দেহে ন কর্ত্তব্যং বরস্তুষ্যতি নান্যথা।
লোক বচ্চেৎ স্থিতি র্মে স্যাৎ কিং স্যাদিতি বিচারয় ॥ ৯ ॥
অশক্যে হরি রেবাস্তি মোহং মাগাঃ কথঞ্চন।
ইতি শ্রীকৃষ্ণদাসস্য বল্লভস্য হিতং বচঃ ॥ ১০ ॥
চিত্তং প্রতি যদাকর্ণ্য ভক্তো নিশ্চিন্ততাং ব্রজেৎ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্য বিরচিতোন্তঃকরণপ্রবোধঃ সমাপ্তঃ।

বিবেকধৈর্য্যাশ্রয়ঃ।

বিবেকধৈর্য্যে সততং রক্ষণীয়ে তথাশ্রয়ঃ।
বিবেক স্তু হরিঃ সর্ব্বং নিজেচ্ছাতঃ করিষ্যতি ॥ ১ ॥
প্রার্থিতে বা ততঃ কিং স্যাৎ স্বাম্যভিপ্রায় সংশয়াৎ।
সর্ব্বত্র তস্য সর্বং হি সর্বসামর্থ্যমেব চ ॥ ২ ॥

অভিমানশ্চ সংত্যাজ্যঃ স্বাম্যাধীনত্বভাবনাৎ।
বিশেষতশ্চেদাজ্ঞা স্যাদন্তঃকরণগোচরঃ ॥ ৩ ॥
তদা বিশেষগত্যাদিভাব্যং ভিন্নং তু দৈহিকাৎ।
আপদ্গত্যাদিকার্য্যেষু হঠস্ত্যাজ্যশ্চ সর্বথা ॥ ৪ ॥
অনাগ্রাহশ্চ সর্বত্র ধর্ম্মাধর্ম্মাগ্রদর্শনম্।
বিবেকোয়ং সমাখ্যাতো ধৈর্য্যং তু বিনিরূপ্যতে। ৫ ॥
ত্রিদুঃখসহনং ধৈর্যমামৃতেঃ সর্বতঃ সদা।
তক্রবদ্দেহবদ্ভাব্যং জড়বদ্গোপভার্য্যবৎ ॥ ৬ ॥
প্রতীকারো যদৃচ্ছাতঃ সিদ্ধশ্চেন্ন গ্রহীভবেৎ।
ভার্যাদীনাং তথান্যেষামসতশ্চাক্রমং সহেৎ ॥ ৭ ॥
স্বয়মিন্দ্রিয়কার্যাণি কায়বাঙ্মনসা ত্যজেৎ।
অশূরেণাপি কর্ত্তব্যং স্বস্যাসামর্থ্যভাবনাৎ ॥ ৮ ॥
অশক্যে হরিরেবাস্তি সর্বমাশ্রয়তো ভবেৎ।
এতৎসহনমত্রোক্ত মাশ্রয়োতো নিরূপ্যতে ॥ ৯ ॥
ঐহিকে পারলোকে চ সর্বথা শরণং হরিঃ।
দুঃখহানৌ তথা পাপে ভয়ে কামাদ্যপূরণে ॥ ১০ ॥
ভক্তদ্রোহে ভক্ত্যভাবে ভক্তৈশ্চাতিক্রমে কৃতে।
অশক্যে বা সুশক্যে বা সর্বথা শরণং হরিঃ ॥ ১১ ॥
অহংকারকৃতে চৈব পোষ্যপোষণরক্ষণে।
পোষ্যাতিক্রমণে চৈব তথান্তেবাস্যতি ক্রমে ॥ ১২ ॥
অলৌকিক মনঃ সিদ্ধৌ সর্বার্থে শরণং হরিঃ।
এবং চিত্তে সদা ভাব্যং বাচাঁচ পরিকীর্ত্তয়েৎ ॥ ১৩ ॥
অন্যস্য ভজনং তত্র স্বতো গমনমেবচ।
প্রর্থনা কার্য্যমাত্রেহপি ততোঽন্যত্র বিবর্জয়েৎ ॥ ১৪ ॥

অবিশ্বাসো ন কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা বাধকস্তু সঃ।
ব্রহ্মাস্ত্র চাতকৌ ভাব্যৌ প্রাপ্তং সেবেত নির্ম্মমঃ॥ ১৫ ॥
যথাকথঞ্চিৎকার্য্যাণি কুর্য্যাদুচ্চাবচান্যপি।
কিংবা প্রোক্তেন বহুনা শরণং ভাবয়েদ্ধরিং॥ ১৬ ॥
এবমাশ্রয়ণং প্রোক্তং সর্বেষাং সর্বদা হিতং।
কলৌভক্ত্যাদিমার্গা হি দুঃসাধ্যা ইতি মে মতিঃ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্যবিরচিতং বিবেকধৈর্য্যাশ্রয়নিরূপণং সমাপ্তং।

কৃষ্ণাশ্রয়ঃ।

সর্ব্বমার্গেষু নষ্টেষু কলৌ চ খলধর্ম্মিণি।
পাষণ্ডপ্রচুরে লোকে কৃষ্ণ এব গতি র্মম॥ ১॥
ম্লেচ্ছাক্রান্তেষু দেশেষু পাপৈক নিলয়েষু চ।
সৎপীড়া ব্যগ্রলোকেষু কৃষ্ণ এব গতি র্মম॥ ২॥
গঙ্গাদিতীর্থবর্য্যেষু দুষ্টৈ রেবাবৃতেষ্বিহ।
তিরোহিতাধিদৈবেষু কৃষ্ণ এব গতি র্মম॥ ৩॥
অহঙ্কার বিমূঢ়েষু সৎসু পাপানুবর্ত্তিষু।
লাভ পূজার্থ যত্নেষু কৃষ্ণ এব গতি র্মম॥ ৪॥
অপরিজ্ঞান নষ্টেষু মন্ত্রেষ্বব্রতযোগিষু।
তিরোহিতার্থ দৈবেষু কৃষ্ণ এব গতি র্মম॥ ৫॥
নানাবাদবিনষ্টেষু সর্ব্ব কর্ম্ম ব্রতাদিষু।
পাষণ্ডৈক প্রযত্নেষু কৃষ্ণ এব গতি র্মম॥ ৬॥
অজামিলাদি দোষাণাং নাশকোঽনুভবে স্থিতঃ।
জ্ঞাপিতাখিল মাহাত্ম্যঃ কৃষ্ণ এব গতি র্মম॥ ৭॥

প্রাকৃতাঃ সকলা দেবা গণিতানন্দকং বৃহৎ।
পূর্ণানন্দো হরিস্তস্মাৎ কৃষ্ণ এব গতি র্মম ॥ ৮ ॥
বিবেক ধৈর্য্যভক্ত্যাদি রহিতস্য বিশেষতঃ।
পাপাসক্তস্য দীনস্য কৃষ্ণ এব গতি র্মম ॥ ৯ ॥
সর্ব্বসামার্থ্য সহিতঃ সর্ব্বত্রৈ বাখিলার্থ কৃৎ।
শরণস্থ সমুদ্ধারং কৃষ্ণং বিজ্ঞাপয়াম্যহম্ ॥ ১০ ॥
কৃষ্ণাশ্রয় মিদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ কৃষ্ণসন্নিধৌ।
তস্যাশ্রয়োভবেৎ কৃষ্ণ ইতি শ্রীবল্লভোঽব্রবীৎ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্য বিরচিতং কৃষ্ণাশ্রয় স্তোত্রং সমাপ্তং।

চতুঃশ্লোকী।

সর্ব্বদা সর্ব্বভাবেন ভজনীয়ো ব্রজাধিপঃ।
স্ব স্যায়মেব ধর্ম্মোহি নান্যঃ কাপি কদাচন ॥ ১ ॥
এবং সদাস্য কর্ত্তব্যং স্বয়মেব করিষ্যতি।
প্রভুঃ সর্ব্ব সমর্থো হি ততো নিশ্চিন্ততাং ব্রজেৎ ॥ ২ ॥
যদি শ্রীগোকুলাধীশো ধৃতঃ সর্ব্বাত্মনা হৃদি।
ততঃ কিমপরং ব্রূহি লৌকিকৈ র্বৈদিকৈ রপি ॥ ৩ ॥
অতঃ সর্ব্বাত্মনা শশ্বৎ গোকুলেশ্বর পাদয়োঃ।
স্মরণং ভজনং চাপি ন ত্যাজ্যমিতি মে মতিঃ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্যবিরচিতা চতুঃশ্লোকী সমাপ্তা।

ভক্তিবর্দ্ধিনী।

যথা ভক্তিঃ প্রবৃদ্ধা স্যাত্তথোপায়ো নিরূপ্যতে।
বীজ ভাবে দৃঢ়ে তু স্যাত্ত্যাগাচ্ছ্রবণকীর্ত্তনাৎ ॥ ১ ॥

বীজ দার্ঢ্য প্রকারস্তু গৃহে স্থিত্বা স্ব ধর্ম্মতঃ।
অব্যাবৃত্তো ভজেৎ কৃষ্ণং পূজয়া শ্রবণাদিভিঃ ॥ ২ ॥
ব্যাবৃত্তোপি হরৌ চিত্তং শ্রবণাদৌ যতেৎ সদা।
ততঃ প্রেম তথাসক্তি র্ব্যসনং চ যদা ভবেৎ ॥ ৩ ॥
বীজং তদুচ্যতে শাস্ত্রে দৃঢ়ং যন্নাপি নশ্যতি।
স্নেহাদ্রাগ বিনাশঃ স্যাদাসক্ত্যা স্যাদ্ গৃহারুচিঃ ॥ ৪ ॥
গৃহস্থানাং বাধকত্ব মনাত্মত্বং চ ভাসতে।
যদা স্যাদ্ ব্যসনং কৃষ্ণে কৃতার্থঃ স্যাত্তদৈব হি ॥ ৫ ॥
তাদৃশস্যাপি সততং গৃহস্থানাং বিনাশকম্।
ত্যাগং কৃত্বা যতেদ্যস্তু তদর্থার্থৈক মানসঃ ॥ ৬ ॥
লভতে সুদৃঢ়াং ভক্তিং সর্ব্বতোপ্যধিকাং পরাম্।
ত্যাগে বাধক ভূয়স্ত্বং দুঃসংসর্গা তথান্নতঃ ॥ ৭ ॥
অতঃ স্থেয়ং হরি স্থানে তদীয়ৈঃ সহ তৎপরৈঃ।
অদূরে বিপ্রকর্ষে বা যথা চিত্তং ন দুষ্যতি ॥ ৮ ॥
সেবায়াং বা কথায়াং বা যস্যাসক্তি দৃঢ়া ভবেৎ।
যাবজ্জীবং তস্য নাশো ন কাপীতি মতি র্মম ॥ ৯ ॥
বাধসম্ভাবনায়াং তু নৈকান্তে বাস ইষ্যতে।
হরিস্তু সর্ব্বতো রক্ষাং করিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥
ইত্যেবং ভগবচ্ছাস্ত্রং গূঢ়তত্ত্বং নিরূপিতং।
য এতৎ সমধীয়ীত তস্যাপি স্যাৎ দৃঢ়া রতিঃ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্য বিরচিতা ভক্তিবর্দ্ধিনী সমাপ্তা।

জলভেদঃ।

নমস্কৃত্য হরিং বক্ষ্যে তদ্‌গুণানাং বিভেদকান্।
ভাবান্ বিংশতিধা ভিন্নান্ সর্ব্ব সন্দেহ বারকান্॥ ১ ॥
গুণভেদাস্তু তাবন্তো যাবন্তো হি জলে মতাঃ।
গায়কাঃ কূপ সংকাশা গন্ধর্ব্বা ইতি বিশ্রুতাঃ॥ ২ ॥
কূপ ভেদাস্তু যাবন্ত স্তাবন্ত স্তেপি সম্মতাঃ।
কুল্যাঃ পৌরাণিকাঃ প্রোক্তাঃ পারম্পর্য্য যুতা ভুবি ॥ ৩ ॥
ক্ষেত্রপ্রবিষ্টাস্তে চাপি সংসারোৎপত্তি হেতবঃ।
বেশ্যাদি সহিতা মত্তা গায়কা গর্ত্ত সংজ্ঞিতাঃ॥ ৪ ॥
জলার্থমেব গর্ত্তাস্তু নীচা গানোপজীবিনঃ।
হ্রদাস্তু পণ্ডিতাঃ প্রোক্তা ভগবচ্ছাস্ত্রতৎপরাঃ॥ ৫ ॥
সন্দেহবারকাস্তত্র হ্রদা গম্ভীরমানসাঃ।
সরঃ কমল সংপূর্ণাঃ প্রেম যুক্তা স্তথা বুধাঃ॥ ৬ ॥
অল্প শ্রুতাঃ প্রেম যুক্তা বেশন্তাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
কর্ম্ম শুদ্ধাঃ পল্বলানি তথাল্প শ্রুতি ভক্তয়ঃ॥ ৭ ॥
যোগ ধ্যানাদি সংযুক্তা গুণা বর্ষ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তপো জ্ঞানাদি ভাবেন স্বেদজাস্তু প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৮ ॥
অলৌকিকেন জ্ঞানেন যে তু প্রোক্তা হরেগুর্ণাঃ।
কাদাচিৎকাঃ শব্দগম্যাঃ পতচ্ছব্দাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৯ ॥
দেবাদ্যুপাসনোদ্ভূতাঃ পৃষ্বাভূমেরিবোদ্গতাঃ।
সাধনাদি প্রকারেণ নবধা ভক্তি মার্গতঃ॥ ১০ ॥
প্রেম পূর্ত্ত্যা স্ফুরদ্ধর্ম্মাঃ স্যন্দমানাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
যাদৃশাস্তাদৃশাঃ প্রোক্তা বৃদ্ধি ক্ষয় বিবর্জিতাঃ॥ ১১ ॥

স্থাবরাস্তে সমাখ্যাতা মর্য্যাদৈক প্রতিষ্ঠিতাঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধা জন্মপ্রভৃতি সর্ব্বদা ॥ ১২ ॥
সঙ্গাদি-গুণদোষাভ্যাং বুদ্ধিক্ষয়যুতা ভুবি।
নিরন্তরোদ্গামযুতা নদ্যস্তে পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৩ ॥
এতাদৃশাঃ স্বতন্ত্রাশ্চেৎ সিন্ধবঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
পূর্ণা ভগবদীয়া যে শেষ ব্যাসাগ্নিমারুতাঃ ॥ ১৪ ॥
জড়নারদমৈত্রাদ্যাস্তে সমুদ্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
লোকবেদগুণৈর্মিশ্রভাবেনৈকে হরের্গুণান্ ॥ ১৫ ॥
বর্ণয়ন্তি সমুদ্রাস্তে ক্ষারাদ্যাঃ ষট্প্রকীর্ত্তিতাঃ।
গুণাতীত তয়া শুদ্ধান্ সচ্চিদানন্দরূপিণঃ ॥ ১৬ ॥
সর্ব্বানেব গুণান্বিষ্ণোর্বর্ণয়ন্তি বিচক্ষণাঃ।
তেঽমৃতোদাঃ সমাখ্যাতাস্তদ্বাক্পানং সুদুর্লভম্ ॥ ১৭ ॥
তাদৃশানাং কচিদ্বাক্যং দূতানামিব বর্ণিতম্।
অজামিলাকর্ণ নববিন্দুপানং প্রকীর্ত্তিতং ॥ ১৮ ॥
রাগাজ্ঞানাদিভাবানাং সর্ব্বথা নাশনং যদা।
তদা লেহনমিত্যুক্তং স্বানন্দোদ্গামকারণং ॥ ১৯ ॥
উদ্ধৃতোদকবৎসর্ব্বে পতিতোদকবত্তথা।
উক্তাতিরিক্তবাক্যানি ফলং চাপি তথা ততঃ ॥ ২০ ॥
ইতি জীবেন্দ্রিয়গতা নানাভাবং গতা ভুবি।
রূপতঃ ফলতশ্চৈব গুণাবিষ্ণো নিরূপিতা ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্যবিরচিতজলভেদঃ সমাপ্তঃ।

পঞ্চপদ্যানি।

শ্রীকৃষ্ণরসবিক্ষিপ্ত মানসা রতি বর্জ্জিতাঃ।

অনির্বৃতা লোকবেদে তে মুখ্যাঃ শ্রবণোৎসুকাঃ ॥ ১ ॥
বিক্লিন্ন মনসো যে তু ভগবৎ স্মৃতিবিহ্বলাঃ।
অর্থৈকনিষ্ঠাস্তে চাপি মধ্যমাঃ শ্রবণোৎসুকাঃ ॥ ২ ॥
নিঃসন্দিগ্ধং কৃষ্ণতত্ত্বং সর্ব্বভাবেন যে বিদুঃ।
তে ত্বাবেশাত্তু বিকলা নিরোধাদ্বা ন চান্যথা ॥ ৩ ॥
পূর্ণভাবেন পূর্ণার্থাঃ কদাচিন্ন তু সর্ব্বদা।
অন্যাসক্তাস্তু যে কেচিদধমাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৪ ॥
অনন্যমনসো মর্ত্ত্যা উত্তমাঃ শ্রবণাদিষু।
দেশকালদ্রব্যকর্ত্তৃমন্ত্রকর্মপ্রকারতঃ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্যবিরচিতানি পঞ্চপদ্যানি সমাপ্তানি।

সন্ন্যাস নির্ণয়ঃ।

পশ্চাত্তাপনিবৃত্ত্যর্থং পরিত্যাগো বিচার্য্যতে।
সমার্গদ্বিতয়ে প্রোক্তো ভক্তৌ জ্ঞানে বিশেষতঃ ॥ ১ ॥
কর্ম্মমার্গে ন কর্ত্তব্যঃ সুতরাং কলিকালতঃ।
অত আদৌ ভক্তিমার্গকর্ত্তব্যত্বাদ্বিচারণা ॥ ২ ॥
শ্রবণাদিপ্রবৃত্ত্যর্থং কর্ত্তব্যত্বেন নেষ্যতে।
সহায় সঙ্গসাধ্যত্বাৎ সাধনানাং চ রক্ষণাৎ ॥ ৩ ॥
অভিমানান্নিয়োগাচ্চ তদ্ধর্ম্মৈশ্চ বিরোধতঃ।
গৃহাদের্বাধকত্বেন সাধনার্থং তথা যদি ॥ ৪ ॥
অগ্রেপি তাদৃশৈরেব সঙ্গো ভবতি নান্যথা।
স্বয়ং চ বিষয়াক্রান্ত পাষণ্ডী স্যাত্তু কালতঃ ॥ ৫ ॥
বিষয়াক্রান্ত দেহানাং নাবেশঃ সর্ব্বদা হরেঃ।
অতোত্র সাধনে ভক্তৌ নৈব ত্যাগঃ সুখাবহঃ ॥ ৬ ॥

বিরহানুভবার্থং তু পরিত্যাগঃ প্রশস্যতে।
স্বীয়বন্ধনিবৃত্ত্যর্থং বেষঃ সোত্র ন চান্যথা ॥ ৭ ॥
কৌণ্ডিণ্যো গোপিকাঃ প্রোক্তা গুরবঃ সাধনং চ তৎ।
ভাবো ভাবনয়া সিদ্ধঃ সাধনং নান্যদিষ্যতে ॥ ৮ ॥
বিকলত্বং তথাঽস্বাস্থ্যং প্রকৃতিঃ প্রাকৃতং ন হি।
জ্ঞানে গুণাশ্চ তস্যৈবং বর্ত্তমানস্য বাধকাঃ ॥ ৯ ॥
সত্যলোকে স্থিতির্জ্ঞানাৎ সন্ন্যাসেন বিশেষিতাৎ।
ভাবনাসাধনং যত্র ফলং চাপি তথা ভবেৎ॥ ১০ ॥
তাদৃশাঃ সত্যলোকাদৌ তিষ্ঠন্ত্যেব ন সংশয়ঃ।
বহিশ্চেৎ প্রকটঃ স্বাত্মা বহ্নিবৎ প্রবিশেদ্যদি ॥ ১১ ॥
তদৈব সকলো বন্ধো নাশমেতি ন চান্যথা।
গুণাস্তু সঙ্গরাহিত্যাজ্জীবনার্থং ভবন্তি হি ॥ ১২ ॥
ভগবান্ ফলরূপত্বান্নাত্র বাধক ইষ্যতে।
স্বাস্থ্যবাক্যং ন কর্ত্তব্যং দয়ালুর্ন বিরুধ্যতে ॥ ১৩ ॥
দুর্লভোয়ং পরিত্যাগঃ প্রেম্না সিদ্ধ্যতি নান্যথা।
জ্ঞানমার্গে তু সন্ন্যাসোদ্বিবিধোপি বিচারিতঃ ॥ ১৪ ॥
জ্ঞানার্থমুত্তরাঙ্গং চ সিদ্ধির্জন্মশতৈঃ পরম্।
জ্ঞানঞ্চ সাধনাপেক্ষং যজ্ঞাদিশ্রবণান্ মতম্ ॥ ১৫ ॥
অতঃ কলৌ স সন্ন্যাসঃ পশ্চাত্তাপায় নান্যথা।
পাষণ্ডিত্বং ভবেচ্চাপি তস্মাজ্ জ্ঞানে ন সন্ন্যসেৎ ॥ ১৬ ॥
সুতরাং কলিদোষাণাং প্রবলত্বাদিতি স্থিতিঃ।
ভক্তিমার্গেপি চেদ্দোষস্তদা কিং কার্য্যমুচ্যতে ॥ ১৭ ॥
অত্রারম্ভে ন নাশঃ স্যাদ্দৃষ্টান্তস্যাপ্যভাবতঃ।
স্বাস্থ্যহেতোঃ পরিত্যাগাৎ বাধঃ কেনাস্য সম্ভবেৎ ॥ ১৮ ॥

হরিরত্র ন শক্নোতি কর্ত্তুং বাধাং কুতোঽপরে।
অন্যথা মাতরো বালান্ন স্তন্যৈঃ পুপুষুঃ ক্বচিৎ ॥ ১৯ ॥
জ্ঞানিনামপি বাক্যেন ন ভক্তং মোহয়িষ্যতি।
আত্মপ্রদঃ প্রিয়শ্চাপি কিমর্থমোহয়িষ্যতি ॥ ২০ ॥
তস্মাদুক্তপ্রকারেণ পরিত্যাগো বিধীয়তাং।
অন্যথা ভ্রশ্যতে স্বার্থাদিতি মে নিশ্চিতামতিঃ ॥ ২১ ॥
ইতি কৃষ্ণপ্রসাদেন বল্লভেন বিনিশ্চিতং।
সন্ন্যাসবরণং ভক্তাবন্যথা পতিতো ভবেৎ ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্যবিরচিতঃ সন্ন্যাসনির্ণয়ঃ।

নিরোধ-লক্ষণম্।

যচ্চ দুঃখং যশোদায়া নন্দাদীনাং চ গোকুলে।
গোপিকানাং তু যদ্দুঃখং তদ্দুঃখং স্যান্মম ক্বচিৎ ॥ ১ ॥
গোকুলে গোপিকানাং চ সর্ব্বেষাং ব্রজবাসিনাং।
যৎ সুখং সমভূত্তন্মে ভগবান্ কিং বিধাস্যতি ॥ ২ ॥
উদ্ধবাগমনে জাত উৎসবঃ সুমহান্ যথা।
বৃন্দাবনে গোকুলে বা তথা মে মনসি ক্বচিৎ ॥ ৩ ॥
মহতাং কৃপয়া যদ্বদ্ভগবান্ দয়য়িষ্যতি।
তাবদানন্দসন্দোহঃ কীর্ত্ত্যমানঃ সুখায় হি ॥ ৪ ॥
মহতাং কৃপয়া যদ্বৎ কীর্ত্তনং সুখদং সদা।
ন তথা লৌকিকানাং তু স্নিগ্ধভোজন রূক্ষবৎ ॥ ৫ ॥
গুণগানে সুখাবাপ্তির্গোবিন্দস্য প্রজায়তে।
যথা তথা শুকাদীনাং নৈবাত্মনি কুতোঽন্যতঃ ॥ ৬ ॥

ক্লিশ্যমানাঞ্জনান্ দৃষ্ট্বা কৃপাযুক্তো যথাভবেৎ।
তদা সর্ব্বং সদানন্দহৃদিস্থং নির্গতং বহিঃ ॥ ৭ ॥
সর্ব্বানন্দময়স্যাপি কৃপানন্দঃ সুদুর্লভঃ।
হৃদ্গতঃ স্বগুণাচ্ছ্রুত্বা পূর্ণঃ প্লাবয়তে জনান্ ॥ ৮ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য নিরুদ্ধৈঃ সর্ব্বদা গুণাঃ।
সদানন্দপরৈর্গেয়াঃ সচ্চিদানন্দতা ততঃ ॥ ৯ ॥
অহং নিরুদ্ধো রোধেন নিরোধপদবীং গতঃ।
নিরুদ্ধানাং তু রোধায় নিরোধং বর্ণয়ামি তে ॥ ১০ ॥
হরিণা যে বিনির্মুক্তাস্তে মগ্না ভবসাগরে।
যে নিরুদ্ধাস্ত এবাত্র মোদমায়ান্ত্যহর্নিশম্ ॥ ১১ ॥
সংসারাবেশদুষ্টানামিন্দ্রিয়াণাং হিতায় বৈ।
কৃষ্ণস্য সর্ব্ববস্তূনি ভূম্ন ঈশস্য যোজয়েৎ ॥ ১২ ॥
গুণেষ্বাবিষ্টচিত্তানাং সর্ব্বদা মুরবৈরিণঃ।
সংসারবিরহক্লেশৌ ন স্যাতাং হরিবৎসুখং ॥ ১৩ ॥
তদা ভবেদ্দয়ালুত্বমন্যথা ক্রূরতা মতা।
বাধশঙ্কাপি নাস্ত্যত্র তদধ্যাসোপি সিধ্যতি ॥ ১৪ ॥
ভগবদ্ধর্ম্মসামর্থ্যাদ্বিরাগো বিষয়ে স্থিরং।
গুণৈর্হরেঃ সুখস্পর্শান্ন দুঃখং ভাতি কর্হিচিৎ ॥ ১৫ ॥
এবং জ্ঞাত্বা জ্ঞানমার্গাদুৎকর্ষো গুণবর্ণনে।
অমৎসরৈরলুব্ধৈশ্চ বর্ণনীয়াঃ সদা গুণাঃ ॥ ১৬ ॥
হরিমূর্ত্তিঃ সদা ধ্যেয়া সঙ্কল্পাদপি তত্র হি।
দর্শনং স্পর্শনং স্পষ্টং তথা কৃতিগতী সদা ॥ ১৭ ॥
শ্রবণং কীর্ত্তনং স্পষ্টং পুত্রে কৃষ্ণপ্রিয়ে রতিঃ।
পায়োর্ম্মলাংশত্যাগেন শেষভাগং তনৌ নয়েৎ ॥ ১৮ ॥

যস্ত বা ভগবৎ কার্য্যং যদা স্পষ্টং ন দৃশ্যতে।
তদা বিনিগ্রহস্তস্ত কর্ত্তব্য ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১৯ ॥
নাতঃ পরতরো মন্ত্রো নাতঃ পরতরঃ স্তবঃ।
নাতঃ পরতরা বিদ্যা তীর্থং নাতঃ পরাৎপরম্ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্য বিরচিতং নিরোধ লক্ষণং।

সেবা ফলম্।

যাদৃশী সেবনা প্রোক্তা তৎসিদ্ধৌ ফল মুচ্যতে।
অলৌকিকস্য দানে হি চাদ্যঃ সিদ্ধ্যেন্মনোরথঃ ॥ ১ ॥
ফলং বা হ্যধিকারো বা ন কালোত্র নিয়ামকঃ।
উদ্বেগঃ প্রতিবন্ধো বা ভোগো বা স্যাত্তু বাধকম্ ॥ ২ ॥
অকর্ত্তব্যং ভগবতঃ সর্ব্বথা চেদ্গতির্নহি।
যথা বা তত্ত্বনির্দ্ধারো বিবেকঃ সাধনং মতম্ ॥ ৩ ॥
বাধকানাং পরিত্যাগো ভোগেপ্যেকং তথা পরং।
নিঃপ্রত্যূহং মহান্ ভোগঃ প্রথমে বিশতে সদা ॥ ৪ ॥
সবিঘ্নোল্পো ঘাতকঃ স্যাদ্বলাদেতৌ সদা মতৌ।
দ্বিতীয়ে সর্ব্বথা চিন্তা ত্যাজ্যা সংসার নিশ্চয়াৎ ॥ ৫ ॥
নন্বাদ্যে দাতৃতা নাস্তি তৃতীয়ে বাধকং গৃহং।
অবশ্যেয়ং সদা ভাব্যা সর্ব্ব মন্যন্ মনোভ্রমঃ ॥ ৬ ॥
তদীয়ৈ রপি তৎকার্য্যং পুষ্টৌ নৈব বিলম্বয়েৎ।
গুণক্ষোভোপি দ্রষ্টব্য মেতদেবেতি মে মতিঃ ॥ ৭ ॥
কুসৃষ্টিরত্র বা কাচিদুৎপদ্যেত সবৈ ভ্রমঃ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্য বিরচিতং সেবা ফল নিরূপণং সমাপ্তম্।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভোঃ অষ্টকালীয়

লীলাস্মরণ মঙ্গল স্তোত্রং।

শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভোশ্চরণয়োর্যা কেশশেষাদিভিঃ
সেবাগম্যতয়া স্বভক্তবিহিতা সান্তৈর্বয়া লভ্যতে।
তাং তন্মানসিকীং স্মৃতিং প্রথয়িতুং ভাব্যা সদা সত্তমৈ
নৌমি প্রাত্যহিকং তদীয়চরিতং শ্রীমন্নবদ্বীপজং ॥ ১ ॥
রাত্র্যন্তে শয়নোত্থিতঃ সুরসরিৎ স্নাতো বভৌ যঃ প্রগে
পূর্ব্বাহ্নে স্বগণৈর্লসত্যুপবনে তৈর্ভাতি মধ্যাহ্নকে।
যঃ পূর্য্যামপরাহ্নকে নিজগৃহে সায়ং গৃহেঽথাঙ্গনে
শ্রীবাসস্ত নিশামুখে নিশিবসন্ গৌরঃ সনো রক্ষতু ॥ ২ ॥
রাত্র্যন্তে পিককুক্কুটাদি নিনদং শ্রুত্বা স্বতল্পোত্থিতঃ
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়য়া সমং রসকথাং সঙ্কীর্ত্য সন্তোষ্য তাং।
গত্বাত্র ধরাসনোপরিবসন্ বক্তি সুখোত্তাননো
যো মাত্রাদিভিরীক্ষিতোঽতিমুদিত স্তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ৩ ॥
প্রাতঃ স্বঃ সরিতি স্বপার্ষদবৃতঃ স্নাত্বা প্রণম্রাঞ্চিতি
স্তাং সংপূজ্যগৃহীত চারুবসনঃ স্রক্চন্দনালঙ্কৃতঃ।
কৃত্বা বিষ্ণু সমর্চ্চনাদিসদনে ভুক্ত্বান্নমাচম্য চ
বিত্রং চাস্য গৃহেক্ষণং স্বপিতি যস্তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ৪ ॥
পূর্ব্বাহ্নে শয়নোত্থিতঃ স্বপয়সা প্রক্ষাল্য বক্ত্রাম্বুজং
ভক্তৈঃ শ্রীহরিনামকীর্ত্তনপরৈঃ সার্দ্ধং স্বয়ং কীর্ত্তয়ন্।
ভক্তানাং ভবনেঽপি চ স্বভবনে ক্রীড়ন্ গুণাং বর্দ্ধয়ং
ত্বানন্দং পুরবাসিনাং চ উদ্ধধা তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ৫ ॥
মধ্যাহ্নে সহ তৈঃ স্বপার্ষদগণৈঃ সঙ্কীর্ত্তনাকীর্ণগঃ
সাদ্বৈতেন্দুগদাধরঃ কিল সহ শ্রীলাবধূতপ্রভুঃ।

আরামে মৃদুমারুতৈঃ শিশিরিতৈ ভৃঙ্গদ্বিজৈর্নাদিতে
স্বং বৃন্দাবিপিনং স্মরন্ ভ্রমতি যঃ স্তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ৬॥
যঃ শ্রীমানপরাহ্নকে সহগণৈ স্তৈস্তাদৃশৈঃ প্রেমবাং
স্তাদৃক্‌স্বয়মপ্যলং ত্রিজগতাং শর্ম্মাণিবিস্তারয়ন্।
আরামাত্তত এতি পৌরজনতা চক্ষুশ্চকোরোড়ুপো
মাত্রা দূরমুদেক্ষিতো নিজগৃহং তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ৭ ॥
যস্তিস্রোতসি সায়মাপ্ত নিবহৈঃ স্নাত্বা প্রদীপালিভিঃ
পুষ্পাদ্যৈশ্চ সমর্চ্চিতঃ কলিত সৎপট্টাম্বরঃ স্রগ্ধরঃ।
বিষ্ণোস্তৎ সময়ার্চ্চনঞ্চ কৃতবান্ দীপালিভিস্তৈঃ সমং
ভুক্তান্নানি সুবীটিকামপি তথা তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ৮ ॥
যঃ শ্রীবাসগৃহে প্রদোষসময়ে হৃদ্বৈতচন্দ্রাদিভিঃ
সর্ব্বৈর্ভক্তগণৈঃ সমং হরিকথাং পিযূষমাস্বাদয়ন্।
প্রেমানন্দ সমাকুলশ্চ চন্ধীঃ সঙ্কীর্ত্তনে লম্পটঃ
কর্ত্তুং কীর্ত্তন মূর্দ্ধমদ্যমপর স্তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ৯ ॥
শ্রীবাসাদিভিরাবৃতো নিজগণৈঃ সার্দ্ধং প্রভুভ্যাংনট
স্তুচ্চৈস্তালমৃদঙ্গবাদনপরৈর্গায়দ্ভিরুল্লাসয়ন্।
শ্রীমান্ শ্রীলগদাধরেণ সহিতো নক্তং বিভাত্যদ্ভুতং
স্বং গৌরে শয়নালয়ে স্বপিতি যস্তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ১০ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গবিধোঃ স্বধামনি নবদ্বীপেহষ্ট কালোদ্ভবাং
ভাব্যাং ভব্যজনেন গোকুল বিধোর্লীলাস্মৃতেরাদিতঃ।
লীলাং দ্যোতয়দেতদত্র দশকং প্রীত্যান্বিতো যঃ পঠেৎ।
তং প্রীণাতি সদৈব যঃ করুণয়া তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীমন্মহাপ্রভুষ্টকালীয় লীলাস্মরণ মঙ্গল স্তোত্রং সমাপ্তং।

শ্রীজগজীবন মিশ্র প্রণীত

মনঃসন্তোষণী।

সম্পূর্ণ।

সূচীপত্র।

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ।

মনসসন্তোষণী।

প্রথমস্ সর্গঃ

মঙ্গলাচরণ।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
অদ্বৈতআচার্য্য জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
শ্রীশ্রীগুরুদেবের বন্দিয়ে পদদ্বন্দ্ব।
যাঁহার কৃপায় খণ্ডে ভবপাশ বন্ধ॥
তৎপরে বন্দনা করি চৈতন্যচরণ।
যা হৈতে অজ্ঞান তম হয় নিবারণ॥
পূর্ব্ব মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার।
বস্তুর নির্দ্দেশ আশীর্ব্বাদ নমস্কার॥
তাহার সূচনা তবে করি অল্পাক্ষরে।
এ তিন লক্ষণ আছে তাহার ভিতরে॥
পূর্ব্বে ব্রজবিলাসেতে শ্রীনন্দনন্দন।
রাধা সঙ্গে করিলেন প্রেমআস্বাদন॥
রাধা-প্রেম-রত্নে ঋণী হইলা শ্রীকৃষ্ণ।
শোধিতে সে ঋণ চিত্তে রহিলা সতৃষ্ণ॥
আদ্য কলিকালে আসি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
রাধা ভাব কান্তি অঙ্গে করিয়া ধারণ॥

প্রাদুর্ভূত হইলা শ্রীনবদ্বীপ মাঝে।
রাধাঋণচিন্তামণি শোধিবার কাযে॥
এই মাত্র হইলেক বস্তুরনির্দ্দেশ।
শুন এবে আশীর্ব্বাদ সূচনা বিশেষ॥
প্রভুর চরিত্র যেন গম্ভীর সমুদ্র।
সর্ব্বতত্ত্ব নাহি জানেন ব্রহ্মা ইন্দ্র রুদ্র॥
তার সূচনাতে হোক জগতে কল্যাণ।
জগত তারণ প্রভু অতি কৃপাবান॥
সর্ব্বঅবতারী প্রভু পতিতপাবন।
তার পাদপদ্মদ্বন্দ্বে করিয়ে বন্দন॥
প্রদ্যুম্নমিশ্রের পদে প্রণতি আমার।
যাহা হৈতে হৈল এই গ্রন্থের প্রচার॥
যত্নক্রমে নানাতন্ত্র এক এক করিয়া।
সে সব গ্রন্থের তাহা সার উঠাইয়া॥
অল্পাক্ষরে চৈতন্য উদয়াবলী নাম।
এই গ্রন্থে কৈলা চৈতন্যের গুণগ্রাম॥
প্রভুর আদেশে এই গ্রন্থ বিরচিলা।
নিজ গ্রন্থ শেষে পরিচয়ে ব্যক্ত হৈলা॥
প্রভুর জ্ঞাতি ভ্রাতা প্রদ্যুম্ন মিশ্রবর।
তাঁহার পদদ্বন্দ্বে মোর প্রণতি বিস্তর॥
শ্রীজগজীবন মিশ্র দীন হীন যিনি।
তাহার ভাষার্থে কৈল মনঃসন্তোষণী॥

গ্রন্থারম্ভ।

শ্রীহট্ট দেশেতে ছিলেন মধুকর মিশ্র।
যারে মান্য করে কত পণ্ডিত সহস্র॥
পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণী পরমতপস্বী।
জিতেন্দ্রিয় বিজ্ঞতম অত্যন্ততেজস্বী॥
বরেতে পাইলা তিনি কতিপয় গ্রাম।
অত্যন্ত সৎকর সেই গুণে অনুপম॥
বরপ্রাপ্ত হেতু নাম বরগঙ্গা থৈলা।
বহুকাল সুখভোগ সে স্থানে করিলা॥
চারিপুত্র মিশ্রের হইলা গুণবান।
সুব্রহ্মণ্য প্রতাপী সকলি মতিমান॥
সর্প এক জন্মিলা হইলা পঞ্চপুত্র।
সকলেই পূজ্যতম মান্য যত্র তত্র॥
সবার মধ্যস্থ পুত্র ছাড়ি পিতৃস্থান।
তপস্যাতে গেলেন কৈলাশ সন্নিধান॥
শ্রীমান উপেন্দ্র মিশ্র নাম যাঁর খ্যাত।
স্বদেশে মান্য ধন্য তপস্বী বিখ্যাত॥
কৈলাশ নিকটে মহদ্গুপ্ত বৃন্দাবন।
সর্ব্বলোকে মান্য স্থান অতি মনোরম॥
ইক্ষু নাম্নী নদী তার পূর্ব্বদিকে স্থিতি।
কালিন্দী সদৃশী রমণীয়া স্রোতস্বতী॥
দক্ষিণেতে বৃদ্ধ গোপেশ্বর শিবলিঙ্গ।
পৃষ্ঠে জটাভার যার দেখিতে সুরঙ্গ॥

শিবগঙ্গাতীরে শিব বাঞ্ছিতার্থ প্রদ।
যারে কৃপা হয় তার অতুল সম্পদ॥
কৈলাশ উত্তরে কুণ্ড গুপ্ত অতিশয়।
অমৃতাখ্য কুণ্ড সেই অলৌকিক হয়॥
কোন ভাগ্যবানে তাহা পূর্ব্বে দৃষ্ট হৈল।
অদ্য মহৎ পাষাণেতে আচ্ছাদিত কৈল॥
তথাতে উপেন্দ্র মিশ্র শোভা ভার্য্যা সঙ্গে।
তপস্যা করিলা বহু মনোনীত রঙ্গে।
অনন্য মনস্ক হইয়া নিরাকুলে রয়।
নারায়ণ পরায়ণ দুহুঁ অতিশয়॥
অতঃপরে মিশ্রের জন্মিলা সপ্তপুত্র।
সুব্রহ্মণ্য বিষ্ণুভক্ত অত্যন্তপবিত্র॥
কংসারি পরমানন্দ জগন্নাথ মিশ্র।
সর্ব্বেশ্বর পদ্মনাভ জনার্দ্দন মিশ্র॥
ত্রিলোকনাথ মিশ্র হন সবার অনুজ।
গুণী গণ্য মান্য ধন্য সর্ব্বে মহাভুজ॥
ইতিমধ্যে জগন্নাথ মিশ্র যিনি হন।
পদ্ম পুরাণেতে আছে তার বিবরণ॥
তাহার প্রমাণ সবে শুনহ সম্প্রতি।
ভগবৎ আদেশ ছিল দেবগণ প্রতি॥
শ্রীজগজীবন মিশ্র যাঁহার আখ্যান।
মনঃসন্তোষণী ভাষা করিলা ব্যাখ্যান॥
তুষ্ট হৈয়া ভগবান, সর্ব্বদেবগণ স্থান,
কহিলেন এই মাত্র বাক্য।

সবে যাঞা ক্ষিতিতলে, জন্ম লও নিরাকুলে,
আমাদের হইয়া সুপক্ষ ॥
আমি যাঞা গৌররূপে, জন্মিব শ্রীনবদ্বীপে,
শচীদেবীর গর্ভ সিন্ধুমাঝে।
হরি নাম সংকীর্ত্তনে, প্রচারিবা সর্ব্বজনে,
নিস্তারিব এই মোর কাযে ॥

তথাহি পাদ্মে শ্রীভগবদ্বাক্যং ;—

দিবিজা ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং বৈ সুরেশ্বরাঃ।
কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥

অপি চ ব্রহ্মযামলে ;—

সন্তুষ্টো ভগবান্ কৃষ্ণস্তোত্রেণানেন ব্রহ্মণঃ।
উবাচ স্বমতং বাক্যং দেবানাং মধুসূদনঃ॥
কেচিদ্‌যূয়ং দেবগণাঃ জায়ধ্বং পৃথিবীতলে॥
অথবা ত্রিদশা যান্তু ভূত্বা মদ্ভক্তরূপিণঃ॥
ভবিষ্যামি চ চৈতন্যঃ কলৌ সংকীর্ত্তনাগমে।
হরিনাম প্রদানেন লোকন্নিস্তারয়াম্যহং॥

এই আজ্ঞা হৈল যবে, সর্ব্ব দেব আসি তবে,
ভক্ত বৃন্দ হইয়া জন্মিলা।
কশ্যপ আসিয়া ভূমে, জগন্নাথ মিশ্র নামে,
উপেন্দ্র মিশ্রের পুত্র হৈলা।
অদিতি দেবের মাতা, হৈয়া সর্ব্বগুণান্বিতা,
জন্মিলেন ক্রীলা পরচারে।
নবদ্বীপ মধ্যে আসি, শচী নাম পরকাশি,
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ঘরে॥

ব্রহ্মা শিব আদি যত, মুনীন্দ্র ফণীন্দ্র কত,
জন্মিলেন ভুবন পাবন।
বৈষ্ণব হইয়া শেষে, রহিলেন দেশে দেশে,
প্রভু জন্ম প্রতীক্ষা কারণ ॥
স্বপ্নে প্রভু আজ্ঞা পাঞা, নিজ মন বুঝাইয়া,
শ্রীজগজ্জীবন মিশ্রাখ্যান।
বন্দি প্রভু পদধূলি, চৈতন্য উদয়াবলী,
শ্লোকার্থের করিল ব্যাখান ॥

ইতি মনস্‌সন্তোষণী ভাষায়াং প্রথমস্ সর্গঃ।

দ্বিতীয়স্ সর্গঃ।

উপেন্দ্র মিশ্রের, গৃহে নিরন্তর, সাতটী সন্ততি শোভা।
সরোবরে যেন, বিকশে নলিন, হেন জন মনলোভা ॥
সকল হইতে, রূপ লাবণ্যেতে, ভাল দেখি জগন্নাথে।
সুবোধ দেখিয়া, সুযশ শুনিয়া, আনন্দিত হৈয়া চিতে ॥
ব্যাকরণ আদি, শাস্ত্র নিরবধি, পাঠাইলা যত্ন করি।
শাস্ত্রেতে আবেশ, দেখিয়া হরিষ, পিতার হইল ভারি ॥
বিশেষ বিদ্বান, হইতে সন্তান, পিতার লালসা থাকে।
এই অভিলাষে, নবদ্বীপ বাসে, পাঠাইয়া দিলা তাকে ॥
সে স্থানেতে যাঞা, সুপণ্ডিত চাঞা, গুরু সন্নিধানে রৈ
গঙ্গাতীরে টোলে, রহিলেন ফলে, বিদ্যার্থির মান্য হৈ ॥
নিরন্তর শ্রাম, বেদ অনুপাম, পড়িলেন মতিমান।
সৃষ্টি স্থিতি লয়, সবের আশ্রয়, নারায়ণ হৈল জ্ঞান ॥

পঠনীয় সব, করে অনুভব, পুণ্য নিকেতন তায়।
যুবক সুধন্য, অধ্যাপকে মান্য, সর্ব্বজনে প্রিয় গায়॥
সম রূপবান, নাহি দেখি আন, গুণান্বিত কেবা আছে।
ঈক্ষণে ভাষণে, লক্ষণে ভূষণে, কেবা তুল্য তান কাছে॥
পরস্পর কত, স্ত্রীপুরুষ যত, তাকে প্রসংশয় প্রায়।
চতুর্দ্দিকৈ নরে, সদালাপ করে, কি আশ্চর্য্য হায় হায়॥
শুনি গুণ রূপ, ভুবনে অনুপ, সুন্দর তাহার কীর্ত্তি।
হরিষ হইয়া, দেখিল আসিয়া, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী॥
দেখিয়া তাহার, শার্দূলের প্রায়, সকল নরের মাঝে।
হ'তে কন্যারত্ন, করিয়া সুযত্ন, সমর্পিব দ্বিজরাজে॥
কন্যা ভাগ্যবতী, যদি তার পতি, অবশ্য হইবে ইনি।
সুশীল সুশীলা, দুহার মিলিলা, চন্দ্রেতে যেন রোহিণী॥
ইহা করি মনে, ভার্য্যার সদনে, যাঞা নিজ নিকেতনে।
মনের আহ্লাদে, কহিল সম্বাদে, যাহা নিজ মনে মনে॥
চক্রবর্ত্তিজায়া, হৃষ্টমনা হৈয়া, ইষ্ট কুটুম্বেতে ভোর।
শ্রীজগজ্জীবনে, বলে কন্যাদানে, যথার্থ সুযোগ্য বর॥

কিয়ৎকাল পরে, আনিয়া মিশ্রেরে, স্বকীয় বাসরে, আনন্দ মনে।
সময় পাইয়া, মঙ্গল করিয়া, সুখে দিলা বিয়া, অতি যতনে॥
পড়ি বেদশাস্ত্র, জগন্নাথ মিশ্র, পণ্ডিত সহস্র, সাক্ষাতে বসি।
যজ্ঞ সমাপন, করিয়া তৎক্ষণ, হৃষ্ট হৈল মন, পাঞা প্রেয়সি॥
বিবাহের পরে, চক্রবর্ত্তিঘরে, রহিলা সাদরে, হইয়া ভোর।
পণ্ডিত হইয়া, রসেতে মজিয়া, শচীয়া লইয়া, আপন কোর॥
কিন্তু সদা কাল, নাহিক জঞ্জাল, গত হৈল কাল, দুহার সুখে।

ধর্ম্মেতে তৎপর, জপ নিরন্তর, গোবিন্দ সুন্দর, তুহার মুখে॥
নারায়ণ তপ, নারায়ণ জপ, নারায়ণ রূপ, সদাই মনে।
তার পুণ্যরাশি, সতত প্রকাশি, পুরে দশ দিশি, তুহার গুণে॥
অতঃপরে রাণী, শচী সুবদনী, হইলা গর্ভিণী, ভাগ্যের ভরে।
ক্রমেতে সন্ততি, প্রসবে সুমতি, বিশ্বরূপ খ্যাতি, সম্প্রতি হয়ে॥
বিশ্বরূপ নাম, অতি গুণধাম, পুরাইল কাম, বালক কালে।
দিব্যজ্ঞান পাঞা, বৈরাগ্য করিয়া, গেলেন চলিয়া, অতি সকালে॥
না দেখে বৎসেরে, হাহাকার করে, কাহার শরীরে, এ জ্বালা সয়।
অনিত্য সংসার, কেবা হয় কার, যার ভার ভার, রহিতে হয়॥
শচী মিশ্র সাতে, পুত্রের শোকেতে, হইল মূর্চ্ছিতে, পড়িল ধরা।
যত বন্ধুজনে, করিলা সান্ত্বনে, মধুর বচনে, আসিয়া ত্বরা॥
শ্রীরামজীবন, সুত অভাজন, শ্রীজগজীবন, মনঃসন্তোষণী।
ভাবার্থ বচনে, প্রভুর চরণে, অযোগ্য বচনে, করিল ধ্বনি॥

বিশ্বরূপ যাইতে জগন্নাথ সুপণ্ডিত।
হইলেন শোকান্বিত হৃদয়ে চিন্তিত॥
স্ফূর্ত্তি হৈল জন্মস্থান জনক জননী।
বিষণ্ণ বদনে কহে ভার্য্যা প্রতি বাণী॥
জন্মস্থান শ্রীহট্টদেশে জনক জননী।
কি জানি কিভাবে আছেন আমিতো না জানি॥
শুন শুন প্রিয়ে মম পিতৃ মাতৃ শাপে।
ঘটিল আমার কিম্বা এত পরিতাপে॥
অতএব যায় আমি দেখিতে তুহারে।
পিতৃ মাতৃ সন্নিধানে তোমা সহকারে॥

তৎকালে উপেন্দ্রমিশ্র পত্রী পাঠাইলা।
পুত্র আগমন বার্ত্তা পত্রীতে লিখিলা॥
পত্রী পাঞা জগন্নাথ ভার্য্যার সহিতে।
শীঘ্র চলিলেন দেশে পিতার সাক্ষাতে॥
এথা আসি মিশ্র পুরন্দর মতিমান।
পিতৃসেবা পরায়ণ হইলা বিদ্বান॥
তান পত্নী শাশুড়ী শুশ্রূষা পরায়ণা।
শ্বশুরের শুশ্রূষণে অতি বিচক্ষণা॥
নারীগণে ধন্যামান্যা শচী প্রজ্ঞাশীলা।
শ্বশ্রূ সন্নিধানে থাকি কার্য্য কর্ম্ম কৈলা॥
পরমানন্দ মিশ্রের ভার্য্যা যিনি হন।
সুশীলা তাঁহার নাম সুহাস্য আনন॥
শচীকে পুত্রীর তুল্য প্রতিপাল্য কৈলা।
ভক্ষ্য ভোজ্য নানা বস্তু ভোজন করাইলা॥
কিছু কাল পরে শচী সর্ব্বদেব মাতা। * *
তার গর্ভে ভগবান কৈলা অধিষ্ঠান॥
সে রাত্রে আকাশ বাণী কৈলা ভগবান
শচীর শাশুড়ী শোভা দেবী সন্নিধান॥
শুন শোভে নিত্যধর্ম্ম পরায়ণা এবে।
তব স্নুষা গর্ভে আমি হব আবির্ভাবে॥
অতএব পুত্র পুত্রবধূকে একালে।
নবদ্বীপে পাঠাইয়া দেহ যে সকালে॥
অন্যথাচরণ যদি কর ভাগ্যবতী।
বিপত্তি ঘটিবে তব জানিও সম্প্রতি॥

আকাশ বাণীতে শোভা মনে ভয় পাঞা ।
পতিস্থানে কহিলেন প্রভাতে যাইয়া ॥
রজনীর বিবরণ অদ্ভুত সকল ।
নিবেদিতে হইলেন আখি ছল ছল ॥
দুঃখ অতি সকাতর মানস হইয়া ।
শোকে হর্ষে পুত্রেরে আনিলা ডাক দিয়া ॥
রাত্রি জাত বৃত্তান্ত কহিলা পুত্র কাছে ।
তুমি নবদ্বীপে গেলে সুমঙ্গল আছে ॥
তব পত্নী গর্ভে জগৎকর্ত্তা ভগবান ।
অধিষ্ঠিত হইয়াছেন শুনি তুষ্ট প্রাণ ॥
তুমি নবদ্বীপে যাবে বৃদ্ধমোরে ছাড়ি ।
ইহ দুঃখ প্রাণে মোর সহিতে না পারি ॥
শ্রীজগজ্জীবন বলে মিশ্র মহাশয় ।
দশরথের দশা এবে ঘটিল নিশ্চয় ॥

পিতার আদেশে, নবদ্বীপ দেশে, জগন্নাথ মিশ্র রাই ।
ভার্য্যার সহিতে, চলিলা যাইতে, অনেক করিয়া ঠাই ॥
যাত্রার সময়, স্বল্পগর্ভা হয়, শচী জগন্নাথ জায়া ।
যাইতে ভিন্ন দেশ, সবে পায় ক্লেশ, ছাড়িতে না পাবে মায়া ॥
প্রাজ্ঞ জগন্নাথ, জোড় করি হাত, প্রণমি পিতার পায় ।
মাতার চরণ, ধূলিতে তৎক্ষণ, ভূষিত করিয়া কায় ॥
জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠপ্রিয়া, সবাকে বন্দিয়া, যাত্রা করে হরি স্মরি ।
যার যেই মনে, মঙ্গল তখনে, করিলেন নর নারী ॥
গমন সময়, শোভা দেবী কয়, শচীকে মধুর বাণী ।
তুমি বধূ মোর, সুশীলা সুন্দর, মম আজ্ঞানুকারিণী ॥

শুন মা তোমার, গর্ভের মাঝার যে পুরুষ জনমিবা।
দেখিতে তাঁহারে, বাসনা অন্তরে, এথা পাঠাইয়া দিবা॥
স্বীকৃতা হইয়া, শ্বশ্রূকে বন্দিয়া, শ্রেষ্ঠ লোকে প্রণমিলা।
ভার্য্যার সহিতে, মিশ্র জগন্নাথে, নবদ্বীপে চলি গেলা॥
প্রভুর চরণে, জীবন জীবনে, করি কর কৃতাঞ্জলি।
দ্বিতীয় সর্গের, ভাষা বিরচিল, মনে হই কুতূহলি॥

ইতি মনঃসন্তোষণী ভাষায়াং দ্বিতীয়স্ সর্গঃ।

তৃতীয়স্ সর্গঃ।

পূর্ণ গর্ভবতি, শচী ভাগ্যবতী, হইলেন কতদিনে।
কলিতে সুধন্য, সর্ব্বজন মান্য, নবদ্বীপে মনোরমে॥
তারিতে জগতে, শচী গর্ভ হৈতে, চৌদ্দশত সপ্ত শকে।
শ্রীচৈতন্য হরি, স্বয়ং রূপ ধরি, অবতীর্ণ হৈলা লোকে॥
ফাল্গুন পূর্ণিমা, সন্ধ্যা নিরুপমা, তাহাতে গৌরাঙ্গ শশি।
অদ্বৈত ভাবিত, সর্ব্বত্র ব্যাপিত, উদয় হইলা আসি॥
নবদ্বীপ নাম, অতি গুণধাম, হরি সংকীর্ত্তন তায়।
গঙ্গার দক্ষিণে, পুণ্য নিকেতনে, প্রকাশিত নদীয়ায়॥
তন্ত্র বিশ্বসার, প্রমাণ ইহার, কহিলেন মহাদেবে।
চৈতন্য করুণা, মোরে কি হবেনা, শ্রীজগজ্জীবনে ভাবে॥

গৌরচন্দ্রস্য রূপবর্ণনং।

কেছন রূপ, অনূপ বর কাঞ্চন, মুচকি মুচকি মুখহাস।
দামেন দমক, চমক চিত চঞ্চল, তাঁহি মে করতঃ নিবাস।

দশ নখ ছন্দ, চান্দ মদ ভঞ্জন, নও নও দারিম ফোর।
অধর লাল, লাল বর সোহন, নিরখু সবহি বিভোর॥
নয়ন বাণ, বাণ পরিশিক্ষণ, সতত বাতাওত কাকে।
ভুরু কেহি জোতি, জীতি সউ কার্ম্মুক, পৈঠল আথ উপরমে॥
শ্রউণ বরণ, অরুণাবলি নিন্দিত, গণ্ড মুকুর বিছু ভানু।
সোবরণ সাপকি, পেথম গঞ্জিত, কর যুগ লম্ব আঁজানু॥
শির পর কেশ, বেশ মন-মোহন, শিখি আনা কণ্ঠকি কাঁতি।
সোহিত থল, কমলা বলি রাজিত, চরণ যুগল কহি ভাতি॥
উরু গুরু চারু, কদলিতরু গঞ্জন, রোমকি বিবর অঙ্গে।
তাহিমে ঐছল, রোম সব শোহন, চিকন রেখ সুরঙ্গে॥
ঐছন মুরত, আখি ভরি দেখত, মতান্তর হই মাতারি।
ঐছল পতিকো, দেখাওল লানি, ফোকরি শচীবর নারী।
সব নর নারী, নিরন্তর ভাষণ, রূপ দরশন অনুরাগে।
ঐছে অনূপ পহু, হৃদি নহি পৈঠল, জগত জীবন কি অভাগে॥

নিশি হৈল সুপ্রভাত, মিশ্রবর জগন্নাথ,
মহানন্দে স্বর্ণ দান কৈলা।
আনি সব চক্রবর্ত্তি, যেন শাস্ত্র মূর্ত্তিমতি,
কোষ্ঠিকা গণন করাইলা॥
চিহ্ন মহাপুরুষের, ধ্বজ বজ্র কলেবর,
পীতাম্বর কৌস্তভাদি শোভা।
বনমালা কণ্ঠদেশে, দেখি কোন প্রাজ্ঞ লোকে,
মিশ্রকে দেখাইল মনলোভা॥
শ্রীবিশ্বম্ভর নাম, রাখিলেন গুণধাম,

মিশ্র পুরন্দর হৃষ্ট হৈয়া।
সর্ব্বদিকে সর্ব্বজন, রূপ লাবণ্য বর্ণন,
করিতে লাগিলা হর্ষ হৈয়া॥
অলৌকিক কর্ম্ম যত, দেখি হৈলা চমকিত,
আকাশেতে হরি সংকীর্ত্তন।
গ্রামবাসী যত লোক, খণ্ডিলেক দুঃখ শোক,
পরম বিস্ময় হৈল মন॥
জনার্দ্দন মিশ্রসুত, শ্রীজগজ্জীবন হত,
ভক্তিহীন—চৈতন্যের যেহো।
চৈতন্য উদগাবলী, শ্লোকার্থের ভাবাবলি,
রচি চিত্ত প্রবোধিল সেহো॥

অতঃপরে জগন্নাথ মিশ্র মহাশয়।
স্বদেহ ত্যজিয়া পরম্পাদ প্রাপ্ত হয়॥
তান শ্রাদ্ধ আদি ক্রিয়া গৌরাঙ্গ সুন্দর।
করিলেন যত্নক্রমে লোকে সুগোচর॥
তৎপরে শ্রীশচীমাতার আজ্ঞা অনুসারে।
বঙ্গদেশে গেলা প্রভু প্রয়োজনান্তরে॥
গৌরাঙ্গের ভার্য্যা নাম লক্ষ্মীঠাকুরাণী।
বিরহে দেহ ত্যজিলা হৈয়া অভিমানী॥
ঘরে আসি মহাপ্রভু নবদ্বীপ শশী!
তান শ্রাদ্ধ আদি কৈলা মনে হর্ষ ভাবি॥
তৎপর জননী আজ্ঞা বশীভূত হৈয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বিভা কৈলা মঙ্গল করিয়া॥

কিন্তু সর্ব্বকাল প্রভু ভক্তবৃন্দ সঙ্গে।
হরিনাম সংকীর্ত্তন করেন বহু রঙ্গে॥
ইহাতে পাষণ্ড লোক সদা নিন্দা করে।
তাহা দেখি চিন্তা প্রভু পাইলা অন্তরে॥
উদ্বিগ্ন মানস প্রভু হৈলা পরিপূর্ণ।
জীব নিস্তারের হেতু মোর অবতীর্ণ॥
এক্ষণে দেখিয়ে তাহা বিপর্য্যয় হয়।
ইহা ঘুচাইব আমি মনে হেন লয়॥
উদ্ধব সদৃশ আমি সন্ন্যাস করিব।
ধরণীতে দুষ্ট লোক কিছু না রাখিব॥
নিশ্চয় করিয়া মনে ভাবয়ে বিরলে।
কেশব ভারতী প্রাপ্ত হৈলা সেইকালে॥
রাত্রে চলি গেলা প্রভু ভারতীর স্থানে।
সন্ন্যাসী হইলা প্রভু জীব নিস্তারণে॥
শান্তিপুরে অদ্বৈতের ঘরে গৌর রায়।
নিত্যানন্দ সঙ্গে যাঞা রহিলা তথায়॥
নিত্যানন্দ শচীমাকে এথা আনাইলা।
দেখি মহাপ্রভু মনে বিষয় পাইলা॥
শচীদেবী রোদন করেন দুঃখমনা॥
মিষ্ট বাক্যে প্রভু তাকে করিলা সান্ত্বনা।
সে সময়ে শচীমাতা নিকটে বসাইয়া।
পুত্রেরে কহিলা বাক্য খেদান্বিত হৈয়া॥
শুন বাছা নিমাই আমার প্রাণধন।
বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখ মোর না রহে জীবন॥

আর এক কথা কহি শুন বাছাধন।
তব পিতামহী সঙ্গে প্রতিজ্ঞা বচন॥
তুমি মোর গর্ভে যবে বসতি করিলা।
আমাকে প্রতিজ্ঞা তেহো তখনে করাইলা॥
শুন বধূ তোমা গর্ভে পুরুষ যে হবে।
তাঁকে পাঠাইয়া তুমি মোরে দেখাইবে॥
ইহা অঙ্গীকার করি আইনু নবদ্বীপে।
ইহা যদি পূর্ণ তুমি কর কোনরূপে॥
তবে সে প্রতিজ্ঞা ভ্রষ্টা না হইব আমি।
ইহ পারত্রিকে বাপ ত্রাণকারী তুমি॥
এই মাতৃ বাক্য শুনি শ্রীচৈতন্য হরি।
অঙ্গীকার কৈলা বাক্য বাঞ্ছা পূর্ণ করি॥
গুপ্তভাবে উপক্রম যাইতে করিলা।
তাতে কত পণ্ডিত পামর নিস্তারিলা॥
আদ্যে বরগঙ্গা আসি দিলা দরশন।
প্রপিতামহের যেই পালিত শাসন॥
তাহে কোন লীলা প্রভু কৈলা প্রকটন।
তাহার বৃত্তান্ত এবে করহ শ্রবণ॥
শ্রীজগজ্জীবন দীন শ্রোতাগণ প্রতি।
কৃতাঞ্জলি করি কহে ঐ যে ভারতী॥
গুণি জনে অজ্ঞ জ্ঞানে তুচ্ছ না করিবা।
চৈতন্যের তত্ত্ব জ্ঞানে ইহ আদরিবা॥
আমি অজ্ঞ নির্লজ্জ চৈতন্যে ভক্তিহীন।
সর্ব্বদা শঠের ন্যায় অতি কুপ্রবীণ॥

শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্ন মিশ্রের শ্লোকাবলী সুধা।
পানে নাহি গেল মোর বৈষয়িক ক্ষুধা॥
চৈতন্য উদয়াবলী সমুদ্রের কণা।
না স্পর্শিল মরুপ্রায় শুষ্ক এ বাসনা॥
চৈতন্য করুণা কণা আশা মনে ধরি।
রচিলাম ভাষার্থ আপন মনোহারি॥

মহাপ্রভুর বর গঙ্গা গমন।

প্রথমতঃ গৌর হরি, বরগঙ্গা নাম পুরী,
আসিয়া করিলা ভূপ্রবেশ।
প্রভু গৌরবর রায়, জানিলেন অভিপ্রায়,
প্রপিতামহের এই দেশ॥
হরি হরি হরি বলি, আনন্দেতে বাহু তুলি,
রাজপথে প্রভুর গমন।
মধ্যাহ্ন সময়ে প্রায়, চাসা লোকে হাল বায়,
দেখিয়া বিস্ময় হৈল মন॥
প্রভু কহেন মৃদু ভাষে, চাষা সকলের পাশে,
শুন শুন ওরে প্রাণ ভাই।
গরু সবে ক্লেশ পায়, দেখি প্রাণ বাহিরায়,
দয়া ধর্ম্ম তোমা সবের নাই॥
যদি থাকে মনে স্নেহ, গরু সবে ছাড়ি দেহ,
এই মাত্র আমি চাই ভিক্ষা।
তোমার হইবে পুণ্য, কৃষিতে যথেষ্ট ধান্য,
পাইবে সকলে হবে রক্ষা॥

ইহা শুনি চাষাগণ, তুচ্ছ করি সর্ব্বজন,
কহিলেন প্রভু সন্নিধান।
আমার নিয়ম ভাই, দুপ্রহর হাল বাই,
কে শুনিবে বাউল বিধান॥
যদি হরি হরি রব, করে এই গরু সব,
তুমি যাহা কর উচ্চারণ।
তবেত হালের গরু, মুই ছাড়ি দিতে পারু,
শিরে ধরি তুমার চরণ॥
এই বাক্য শুনি প্রভু, আনন্দ পাইয়া তবু,
হরি বোল বলিয়া উঠিলা।
এ সময়ে হরি বলি, আনন্দেত পুচ্ছ তুলি,
গরু সবে নাচিতে লাগিলা॥
ইহা দেখি চাষা সবে, চমৎকার পাইয়া তবে,
গ্রাম মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া।
মধুকর মিশ্রবংশে, অতিশয় প্রশংসে,
দ্রুতগতি দেখাইলা আনিয়া॥
প্রভুর আশ্চর্য্য লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
বিস্ময় হইলা সর্ব্বজন।
দেখি প্রভু রূপগুণ, যত ব্যক্তি সুনিপুণ,
বন্দিলেন প্রভুর চরণ॥
আদর করিয়া পরে, মধুকর মিশ্রঘরে,
লৈয়া গেলা প্রভুকে সকলে।
তাঁহা একদিন থাকি, সকলেরে করি সুখি,
পশ্চাৎ আসিয়া বৃক্ষমূলে॥

পিতৃ জন্মস্থলে শেষে, গুপ্ত বৃন্দাবন দেশে,
গৌর হরি প্রয়াণ করিলা।
উপেন্দ্র মিশ্রের ভার্য্যা, বৃদ্ধা ধর্ম্মপরা আর্য্যা,
সর্ব্বদা চিন্তয়ে মনে মনে॥
কতদিনে নাতি মোর, আসিবে আপন ঘর,
দেখি জুড়াইবে মন প্রাণে॥
বৃদ্ধার চরণ তলে, শ্রীজগজ্জীবন বলে,
করপুটে করিয়া বিনয়।
চিন্ত চিন্তামণি হরি, অবশ্য করুণা করি
দেখা দিবে হইয়া সদয়॥

তদন্তর তথা হৈতে শ্রীশচী নন্দন।
উপেন্দ্র মিশ্রের পুরে দিলা দরশন॥
হরি হরি শব্দ মুখে করি উচ্চারণ।
করিতে লাগিলা ইতস্ততঃ পর্য্যটন॥
দণ্ডীরূপে প্রভুকে দেখিয়া অকস্মাৎ।
সুশীলা আসিলা দ্রুত প্রভুর সাক্ষাৎ॥
মিশ্র পরমানন্দের পত্নী তিনি হন।
প্রভুর পিতৃব্য পত্নী শাশুড়ীকে কন॥
শীঘ্র আসি ঠাঁকুরাণী দেখহ আশ্চর্য্য।
ভিক্ষার্থে আসিল এক দণ্ডী ধীরবর্য্য॥
অল্প বয়স তার গৌর বর্ণ তনু।
নখ মধ্যে খেলে কত কোটী কোটী ভানু॥
যে দেখেছে নেত্র-কোণে বারেক উহারে।
আজন্ম জাগিবে তার চিত্তের মাঝারে॥

যদি বিবি, এই নিধি, দিত মোর ঘরে গো।
পুত্র সম, করি মম, পালিতু তাহারে গো॥
বাল্যকালে, যোগী হৈলে, কিশের অভাবে গো।
আহা মরি, দণ্ড ধরি, ইথে কি সম্ভবে গো॥
পিতা মাতা, সুহৃৎ ভ্রাতা, যদি কেহ ছিল গো।
এরে ছাড়ি, ঝুরি ঝুরি, তখনে মরিল গো॥
ইহা শুনি, ঠাকুরাণী, আসিয়া বাহিরে গো।
দেখি রূপ, অপরূপ, মানিলা অন্তরে গো॥
ঈশ্বরের, অবতার, এ বুঝি আসিলা গো।
গদ গদ, চিত্রপদ, বহু স্তব কৈল গো॥
কুশাসন, সমর্পণ, করি হরি কাছে গো।
ছল ছল, নেত্রে জল, হইলা তখনে গো॥
ঠাকুরাণী, বাক্য শুনি, জগৎ-জীবন গো।
মোর মন, দুঃখ কেন, বলা নাহি যায় গো॥

নম নররূপ হরি, তোমাকে প্রণাম করি,
রক্তপদ্ম দলকান্তি নেত্র।
সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, সুবর্ণের বর্ণ দেহ,
বিষ্ণু মূর্ত্তি আসিয়াছ অত্র॥
নমস্তে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, বাঞ্ছিতার্থ প্রদইষ্ট,
নারায়ণ স্বরূপ আপনে।
মোর বাঞ্ছা কর পূর্ণ, নাতিকে আনিয়া তূর্ণ,
দেখাও বাসনা এই মনে॥

পিতামহী আকিঞ্চন, শুনি শ্রীশচীনন্দন,
কৃপা করি কৃপার নিলয়।
শুন আর্য্যে তুমা কহি, আমি তোমার নাতি হই,
এইরূপ দিলা পরিচয়॥
শোভা কহে মৃদুস্বরে, ভাষিয়ে আনন্দনীরে,
আজি হৈল জনম সফল।
তুমি প্রভু সর্ব্বাধার, তুমি পুত্র পৌত্র কার,
আমি কহি ভ্রান্ত এ সকল॥
এত শুনি গৌরশশী, আর্য্যাকে কহিলা হাসি,
আপনে যে বলিলা বচন।
এই বাক্য পঞ্চামৃত, পান করি মোর চিত,
শীতল হইল প্রাণ মন॥
শ্রীকৃষ্ণেতে নিষ্ঠাভাব, তোমার হইয়াছে লাভ,
সর্ব্বোত্তম আশ্চর্য্য মহিমা।
যোগ শাস্ত্র আদি যত, তুমি সব অবগত,
ভক্তি তত্ত্ব তোমাতেই সীমা॥
করি এই বাক্য স্ফূর্ত্তি, হয়ে প্রভু কৃষ্ণ মূর্ত্তি,
শোভার সাক্ষাতে দাঁড়াইলা।
নবীন জলদ শ্যাম, লাবণ্যেতে কোটী কাম,
মাধুর্য্যকে তুচ্ছান্বিত কৈলা॥
শ্রীমুখে সুন্দর বংশী, অধরের সুধা শংসী,
সুন্দর মধুর ধ্বনী তায়।
সে শব্দ শুনিয়া কানে, কুল-গৌরবিনীগণে,
কুল-লজ্জা দূরে চলি যায়॥

ময়ূর পুচ্ছের চাক, বসাইয়া থাক থাক,
কেশ মধ্যে সুশ্রেণী বন্ধন।
নবীন জলদমাঝে, যেমন আশ্চর্য্য সাজে,
ইন্দ্র ধনু শ্রেণী বিনিন্দন॥
বঙ্কিম্ নয়ন-বাণ, হেরি যুবতীর প্রাণ,
স্থিরভাব ধরিবারে নারে।
দৃগঞ্চল পাতি তায়, গণ্ডের উপরে ভায়,
দেখি ধৈর্য্য বলি কেহ ধরে॥
অধর পল্লব তুল, লোহিত বন্ধুক ফুল,
তাহাতে মধুহাসি শোভা।
দেখি অধরের ছাঁদ, অৰ্দ্ধ বস্ত্র হয় ধান্দ,
গোপীমুখ চুম্বনের শোভা॥
মণি মকর কুন্তল, জ্যোতি দীপ্ত গণ্ডস্থল,
দর্পণে বিদ্যুৎ সম ভায়।
কর পদ বক্ষস্থলে, কৌস্তভাদি মণি জ্বলে,
কিরণে তমিশ্র দূরে যায়॥
হস্ত দেখি হয় ভ্রম, কন্দর্পের শ্রুব সম,
সাধ্বী ধৰ্ম্ম ঘৃতাহুতি দানে।
স্পর্শমাত্র করে যারে, সে কি রহিবারে পারে,
পূর্ণাহুতি দিতে চায় প্রাণে॥
কিবা দয়াল অবতার, জগতে কি আছে আর,
সৰ্ব্বত্রেতে সদয় হৃদয়।
তবে কেন মুই দীনে, কর প্রভু বঞ্চনে,
জগৎ জীবনে এই কয়॥

দেখি এই রূপদ্বয় শোভা ভগবতি।
বিস্ময় হইয়া রন শ্রীচৈতন্য প্রতি॥
প্রভু দরশনে মনে ভ্রান্তি দূর হৈলা।
অষ্টাঙ্গ প্রণাম করি কৃতার্থ মানিলা॥
পুলকে পূর্ণিত হৈলা সাত্বিকী ভাবে।
চক্ষু জলধার আর অধৈর্য্য স্বভাবে॥
তুষ্ট হৈয়া প্রভু তানে প্রবোধ করিলা।
গোপন করিতে রূপ, এবাক্য বলিলা॥
তোমাকে যে দেখাইনু মোর নিজরূপে।
ইহা নাহি প্রকাশিবা তুমি কোন রূপে॥
সর্ব্বযুগ অবতারী দেখি নিজ ঘরে।
শোভা পুনর্নতি স্তুতি করিলা বিস্তরে॥
কারে প্রচারিব আমি প্রভু তব লীলা।
যাহা দেখি নেত্র মন সব জুড়াইলা॥
কিন্তু এক নিবেদন করো অবধান।
তব পিতামহে যেই করিলা বিধান॥
পূর্ব্ব স্থান ছাড়ি এই গুপ্ত বৃন্দাবনে।
তপস্যা করিলা আসি থাকিয়া নির্জ্জনে॥
বৃত্তি হীন হৈয়া পঞ্চ পুত্র সহকারে।
সমাধি পাইলা তিনি দেহত্যাগ করে॥
ভাল যেই দুই পুত্র ছিলা বর্ত্তমান।
অদ্য ভাল যেই সব আছয়ে সন্তান॥
বৃত্তি হীন হৈয়া তারা করিবে কিমতে।
তাহার উপায় প্রভু করহ আপনে॥

তুমি প্রভু সর্ব্বাধার কে তুমার ভিন্ন।
ইহা শুনি তুষ্ট হইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥
বৃদ্ধা সম্বোধিয়া প্রভু বলিলা বচন।
অবশ্য পালিব আমি তব পৌত্রগণ॥
সন্তানানুক্রমে ইহা থাকিয়া পালিব।
তদর্থে ভাবনা দেবি তুমি নাহি ভাব॥
ইহা শুনি আনন্দে ভাসিলা ভগবতি।
হর্ষে পরিপূর্ণ মনা হইলা সম্প্রতি॥
বর দিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপালয়।
গৃহেতে রহিলা প্রভু হইয়া সদয়॥
কৈলাশ দেখিতে প্রভু একদিন গেলা।
অমৃত কুণ্ডেতে স্নান তখনে করিলা॥
বৃদ্ধ গোপেশ্বর দেখি হইলা আবেশ।
পিতামহ পুরে পাছে করিলা প্রবেশ॥
মিশ্র পরমানন্দের ভার্য্যা যে সুশীলা।
ভক্তি যুক্ত হৈয়া বহু সেবা আরম্ভিলা॥
নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন পায়সাদি।
প্রস্তুত করিলা দ্রব্য শাক শূপ আদি॥
ভিক্ষা করাইলা যত্নে মাতৃতুল্য ভাবে।
মনের বাসনা কিছু না রহিল তবে॥
পূর্ব্বকৃত বাক্য প্রভু করি অঙ্গীকার।
তোষিলেন পিতামহী পিতৃব্য পত্নী আর॥
বাঞ্ছা পূর্ণ করি প্রভু স্বয়ং ভগবান।
দুই মূর্ত্তি হৈয়া এথা কৈলা অবস্থান॥

অদ্যাপিহ স্বগোত্রেরে পালিতে আছয়।
নানা স্থানে নানা লীলা করি সর্ব্বময়॥
গুপ্ত বৃন্দাবন অতি মনোরম স্থানে।
গুপ্ত পার্শ্বদের যুক্ত হইয়া গোপনে॥
অতি গুপ্ত বিহার করেন আত্মারাম।
নিরন্তর পূর্ণ করেন যার যেই কাম॥
এই গুপ্ত লীলা সদা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥
এই শ্রীচৈতন্য প্রভুর চরিত্র বর্ণন।
পরম অদ্ভুত এই ভুবন পাবন॥
শ্রদ্ধা কবি যেই নর শুনে কর্ণ ভরি।
অবশ্য তাহারে কৃপা করে গৌরহরি॥
আমি অতি অজ্ঞ শাস্ত্রে নিপুণতা নাই।
জিহ্বার লালসে চৈতন্যের গুণ গাই॥
ন্যূনাধিক্য ব্যত্যয়ার্থ হইবারে পারে।
শোধিবেন সাধুগণ কৃপা করি মোরে॥
প্রভু কৃপা অমৃতের আশা মনে ধরি।
পূর্ণ কৈনু মনঃ সন্তোষণী ব্যাখ্যা করি॥
যে কেহ প্রভুর দাস তার অনুদাস।
তাহার দাসের সঙ্গে যার হয় বাস॥
তার সঙ্গে হোক মোর সতত নিবাস।
শ্রীজগ জীবন মনে এই অভিলাষ॥

ইতি মনস্সন্তোষণী ভাষায়াং তৃতীয়স্ সর্গঃ।

অথ গ্রন্থঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীল শ্রীকুলশেখর কৃতং

মূলম্

মুকুন্দমালা স্তোত্রম্

সম্পূর্ণম্ ।

মুকুন্দমালা স্তোত্রম্ ।

শ্রীবল্লভেতি বরদেতি দয়াপরেতি, ভক্তপ্রিয়েতি ভবলুণ্ঠনকোবিদেতি । নাথেতি নাগশয়নেতি জগন্নিবাসে, ত্যালপিনং প্রতিপদং কুরু মাং মুকুন্দ ॥ ১ ॥ জয়তু জয়তু দেবো দেবকীনন্দনোঽয়ং, জয়তু জয়তু কৃষ্ণোবৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ । জয়তু জয়তু মেঘ শ্যামলঃ কোমলাঙ্গো, জয়তু জয়তু পৃথ্বিভারনাশো মুকুন্দঃ ॥ ২ ॥ মুকুন্দ মূর্দ্ধ্না প্রণিপত্য যাচে, ভবন্তমেকান্তমিয়ংতমর্থং । অবিস্মৃতিস্বচ্চরণারবিন্দে, ভবে ভবে মেঽস্ত ভবৎপ্রসাদাৎ ॥ ৩ ॥ নাহং বন্দে তব চরণয়ো র্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ, কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুং । রম্যা রামা মৃদুতনুলতা নন্দনে নাপিরন্তুং, ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তং ॥ ৪ ॥ নাস্থা ধর্ম্মে ন বসু নিচয়ে নৈব কামোপভোগে, যদ্ যদ্ ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্ । এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্ম জন্মান্তরেঽপি, ত্বৎপাদাম্ভোরুহ যুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু ॥ ৫ ॥ দিবি বা ভুবিবা মমাস্তু বাসো, নরকে বা নরকান্তক প্রকামং । অবধীরিত শারদারবিন্দৌ চরণৌ তে মরণেঽপি চিন্তয়ামি ॥ ৬ ॥ চিন্তয়ামি হরিমেব সততং মন্দহাস মুদিতাননাম্বুজম্ । নন্দগোপতনয়ং পরাৎপরং নারদাদি মুনিবৃন্দ বন্দিতং ॥ ৭ ॥ করচরণসরোজে কান্তিমন্নেত্রমীনে, শ্রমমুষি ভুজবীচি ব্যাকুলেঽগাধমার্গে । হরি সরসি বিগাহ্যাঽপীয় তেজোজলৌঘং, ভবমরুপরিখিন্নঃ ক্লেশমদ্য ত্যজামি ॥ ৮ ॥ সরসিজ নয়নে সশংখচক্রে, মুরভিদি মাবিরমস্বচিত্ত রন্তুম্ । সুখতর মপরং ন জাতু জানে, হরি চরণ স্মরণাঽমৃতেন

তুল্যাম্ ॥ ৯ ॥ মাভৈঃ মন্দমনো বিচিন্ত্য বহুধা যামীশ্চিরং যাতনা, নামী নঃ প্রভবন্তি পাপ রিপবঃ স্বামী নতু শ্রীধরঃ। আলস্য ব্যপনীয় ভক্তি সুলভং ধ্যায়স্ব নারায়ণং, লোকস্য ব্যসনাপনোদন করো দাসস্য কিং ন ক্ষমঃ॥ ১০ ॥ ভবজলধিগতানাং দ্বন্দ্ববাতা-হতানাং, সুতদুহিতৃকলত্রত্রাণ ভারার্দ্দিতানাং। বিষমবিষয় তোয়ে মজ্জতামপ্লবানাং, ভবতু শরণমেকো বিষ্ণুপোতো নরাণাং॥ ১১ ॥ ভবজলধিমগাধং দুস্তরং নিস্তরেয়ং কথমহমিতি চেতো মাস্ম গাঃ কাতরত্বং। সরসিজদৃশি দেবে তাবকী ভক্তি-রেকা, নরকভিদি নিষণ্ণা তারয়িষ্যত্যবশ্যম্॥ ১২ ॥ তৃষ্ণাতোয়ে মদনপবনোদ্ধূতিমোহোর্ম্মিমালে, দারাবর্ত্তে তনয়সহজগ্রাহ সংঘা কুলেচ। সংসারাখ্যে মহতিজলধৌ মজ্জতাং নস্ত্রিধামন্, পাদাম্ভোজে বরদ ভবতো ভক্তিভাবং প্রযচ্ছ॥ ১৩॥ পৃথ্বীরেণু-রণুঃ পয়াংসি কণিকাঃ ফল্গুস্ফুলিঙ্গো লঘু, স্তেজো নিঃশ্বসনং মরু-ত্তনুতরং রন্ধ্রং সুসূক্ষ্মং নভঃ। ক্ষুদ্রারুদ্রপিতামহপ্রভৃতয়ঃ কীটাঃ সমস্তাঃ সুরাঃ, দৃষ্টৌ যত্র স তারকো বিজয়তে ভূমাহবধূতা-বধিঃ॥ ১৪ ॥ হে লোকাঃ শৃণুত প্রসূতি মরণ ব্যাধে শ্চিকিৎসা-মিমাং, যোগজ্ঞাঃ সমুদাহরন্তি মুনয়ো যাং যাজ্ঞবল্ক্যাদয়ঃ। অন্ত র্জ্যোতিরমেয়মেকমমৃতং কৃষ্ণাখ্যমাপীয়তাং, তৎপীতং পরমৌষধং বিতনুতে নির্ব্বাণমাত্যন্তিকং॥ ১৫ ॥ হে মর্ত্ত্যাঃ পরমং হিতং শৃণুত বো বক্ষ্যামি সঙ্ক্ষেপতঃ, সংসারার্ণব মাপদূর্ম্মিবহুলং সম্যক্ প্রবিশ্য স্থিতাঃ। নানা জ্ঞানমপাস্য চেতসি নমো নারায়ণায়ে-ত্যমুং, মন্ত্রং সপ্রণবং প্রণাম সহিতং প্রাবর্ত্তয়ধ্বং মুহুঃ॥ ১৬॥ নাথে নঃ পুরুষোত্তমে ত্রিজগতা মেকাধিপে চেতসা, সেব্যে স্বস্য পদস্য দাতরি পরে নারায়ণে তিষ্ঠতি। যং কঞ্চিৎপুরুষাধমং

কতিপয় গ্রামেশমল্লার্থদং, সেবায়ৈঃ মৃগয়ামহে নরমহো মূঢ়া বরাকা বয়ং ॥ ১৭ ॥ বদ্ধেনাঞ্জলিনা নতেন শিরসা গাত্রৈঃ সরোমোদগমৈঃ, কণ্ঠেন স্বরগদগদেন নয়নেনোদ্গীর্ণ বাষ্পাম্বুনা। নিত্যং ত্বচ্চরণারবিন্দযুগলধ্যানামৃতাস্বাদিনা, অস্মাকং সরসীরুহাক্ষ সততং সম্পদ্যতাং জীবিতম্ ॥ ১৮ ॥ যৎকৃষ্ণ প্রণিপাত ধূলিধবলং তদ্বর্ষ তদ্বৈ শির, স্তে নেত্রে তমসোজ্ঝিতে সুরুচিরে যাভ্যাং হরির্দৃশ্যতে। যা বুদ্ধি বিমলেন্দুশঙ্খধবলা যা মাধবধ্যায়িনী, যা জিহ্বাঽমৃতবর্ষিণী প্রতিপদং যা স্তৌতি নারায়ণং ॥ ১৯ ॥ জিহ্বে কীর্ত্তয় কেশবং মুররিপুং চেতো ভজ শ্রীধরং, পাণিদ্বন্দ্ব সমর্চ্চয়াচ্যুত কথাং শ্রোত্রদ্বয়ং ত্বং শৃণু। কৃষ্ণং লোকয় লোচন দ্বয় হরে গচ্ছাঙ্ঘ্রিযুগ্মালয়ং জিঘ্র ঘ্রাণ মুকুন্দ পাদতুলসীং মূর্দ্ধন্নমাঽধোক্ষজম্ ॥ ২০ ॥ আম্নায়াঽভ্যসনান্যরণ্যরুদিতং বেদব্রতান্যন্বহং, মেদশ্ছেদ ফলানি পূর্ত্তবিধয়ঃ সর্ব্বং হুতং ভস্মনি। তীর্থানামবগাহনানি চ গজস্নানং বিনা যৎপদ, দ্বন্দ্বাম্ভোরুহ সংস্মৃতিং বিজয়তে দেবঃ সনারায়ণঃ ॥ ২১ ॥ মদন পরিহরস্থিতিং মদীয়ে, মনসি মুকুন্দ পদারবিন্দধাম্নি। হরনয়নকৃশানুনা কৃশোঽসি, স্মরসি ন চক্রপরাক্রমং মুরারেঃ ॥ ২২ ॥ নাথে ধাতরি ভোগিভোগ শয়নে নারায়ণে মাধবে, দেবে দেবকিনন্দনে সুরবরে চক্রায়ুধে শার্ঙ্গিণি। লীলাশেষজগৎপ্রপঞ্চজঠরে বিশ্বেশ্বরে শ্রীধরে, গোবিন্দে কুরু চিত্তবৃত্তি মচলামন্যৈস্তু কিং বর্ত্তনৈঃ ॥ ২৩ ॥ মাদ্রাক্ষং ক্ষীণ পুণ্যান্ ক্ষণমপি ভবতো ভক্তি হীনান্ পদাব্জে, মাশ্রৌষং শ্রাব্যবন্ধং তবচরিত মপাস্যান্যদাখ্যান জাতম্। মাস্ প্রাক্ষং মাধবত্বামপি ভুবনপতে চেতসাঽপহ্নুবানান্, মাভূবংত্বৎসপর্য্যা পরিকররহিতো জন্মজন্মান্তরেপি ॥ ২৪ ॥ মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে, মৎ

প্রার্থনীয় মদনুগ্রহ এষ এব। ত্বদ্‌ভৃত্য ভৃত্যপরিচারক ভৃত্যভৃত্য, ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মরলোকনাথ॥ ২৫॥ তত্ত্বং ব্রুবাণানি পরং পরস্তা, মধুক্ষরন্তীব মুদাবহানি। প্রাবর্ত্তয় প্রাঞ্জলি রস্মি জিহ্বে, নামানি নারায়ণ গোচরাণি॥ ২৬॥ নমামি নারায়ণ পাদপঙ্কজং, করোমি নারায়ণ পূজনং সদা। বদামি নারায়ণ নাম নির্মলং, স্মরামি নারায়ণ তত্ত্বমব্যয়ং॥ ২৭॥ শ্রীনাথ নারায়ণ বাসুদেব, গোবিন্দ দামোদর চক্রপাণে। শ্রীপদ্মনাভাচ্যুত কৈটভারে, কংসঘ্ন পদ্মাপ্রিয়শার্ঙ্গপাণে॥ ২৮॥ অনন্ত বৈকুণ্ঠ মুকুন্দ রাম, জনার্দ্দনানন্দ নিরাময়েতি। বক্তুং সমর্থোপি ন বক্তি কশ্চি, দহো জনানাং ব্যসনাভিমুখ্যম্॥ ২৯॥ ভক্তাপায়-ভুজঙ্গ-গারুড়মণি স্ত্রৈলোক্য রক্ষামণি, র্গোপীলোচন চাতকাম্বুদমণিঃ সৌন্দর্য্য মুদ্রামণিঃ। যঃ কান্তামণিরুক্মিণীধনকুচদ্বন্দ্বৈক ভূষামণিঃ, শ্রেয়ো দেবশিখামণির্দিশতু নো গোপাল চূড়ামণিঃ॥ ৩০॥ শত্রু-চ্ছেদৈকমন্ত্রং সকলমুপনিষদ্ বাক্যসম্পূজ্য মন্ত্রং, সংসারোচ্ছেদ মন্ত্রং সমুচিত তমসঃ সংঘনির্য্যাণ মন্ত্রম্। সর্ব্বৈশ্বর্য্যৈক মন্ত্রং ব্যসনভুজগ সন্দষ্টসন্ত্রাণমন্ত্রম্, জিহ্বে শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রং জপ জপ সততং জন্ম সাফল্য মন্ত্রম্॥ ৩১॥ ব্যামোহ প্রশমৌষধং মুনিমনোবৃত্তি প্রবৃত্ত্যৌষধং, দৈত্যেন্দ্রার্ত্তিকরৌষধং ত্রিভুবনে সঞ্জীবনৈকৌষধং। ভক্তাত্যন্তহিতৌষধং ভবভয়প্রধ্বংসনৈকৌষধং, শ্রেয়ঃ প্রাপ্তিকরৌষধং পিব মনঃ শ্রীকৃষ্ণদিব্যৌষধম্॥ ৩২॥ কৃষ্ণ ত্বদীয় পদ পঙ্কজপঞ্জরান্ত, মদ্যৈব মে বিশতু মানস রাজহংসঃ। প্রাণ প্রয়াণ সময়ে কফবাতপিত্তৈঃ, কণ্ঠাবরোধনবিধৌ স্মরণং কুতস্তে॥ ৩৩॥ চেতশ্চিন্তয় কীর্ত্তয়স্বরসনে নম্রীভবত্বং শিরো, হস্তাবঞ্জলিসম্পুটং রচয়তং বন্দস্বদীর্ঘং বপুঃ। আত্মন্ সংশ্রয় পুণ্ডরীকনয়নং নাগাচলেন্দ্র স্থিতং,

ধন্যং পুণ্যতমং তদেবপরমং দৈবং হি সংসিদ্ধয়ে॥ ৩৪॥ শৃণ্বন্ জনার্দ্দন কথা গুণকীর্ত্তনানি, দেহেন যস্য পুলকোদ্গমরোমরাজিঃ। নোৎপদ্যতে নয়নয়োর্বিমলাম্বুমালা, ধিক্ তস্য জীবিতমহো পুরুষাধমস্য॥ ৩৫॥ অন্ধস্য মে হৃতবিবেকমহাধনস্য, চৌরৈঃ প্রভো বলিভিরিন্দ্রিয় নামধেয়ৈঃ। মোহান্ধকূপকুহরে বিনিপাতিতস্য, দেবেশ দেহি কৃপণস্য করাবলম্বম্॥ ৩৬॥ ইদং শরীরং শতসন্ধিজর্জ্জরং পতত্যবশ্যং পরিণামপেশলম্। কিমৌষধং পৃচ্ছসি মূঢ় দুর্ম্মতে, নিরাময়ং কৃষ্ণরসায়নং পিব॥ ৩৭॥ আশ্চর্য্য মেতৎ হি মনুষ্যলোকে, সুধাং পরিত্যজ্য বিষং পিবন্তি। নামানি নারায়ণ গোচরাণি ত্যক্ত্বান্যবাচঃ কুহকাঃ পঠন্তি॥ ৩৮॥ ত্যজন্তু বান্ধবাঃ সর্ব্বে নিন্দন্তু গুরবোজনাঃ। তথাপি পরমানন্দো গোবিন্দো মম জীবনং॥ ৩৯॥ সত্যং ব্রবীমি মনুজাঃ স্বয়মূর্দ্ধবাহু, র্যো যো মুকুন্দ নরসিংহ জনার্দ্দনেতি। জীবো জপত্যনুদিনং মরণে রণে বা, পাষাণকাষ্ঠসদৃশায় দদাত্যভীষ্টং॥ ৪০॥ নারায়ণায় নম ইত্যমুমেব মন্ত্রং, সংসার ঘোর বিষনির্হরণায় নিত্যং। শৃণ্বন্তু ভব্যমতয়ো যতয়োঽনুরাগা, দুচ্চৈস্তরা মুপদিশাম্যহমূর্দ্ধবাহুঃ॥ ৪১॥ চিত্তং নৈব নিবর্ত্ততে ক্ষণমপি শ্রীকৃষ্ণ পাদাম্বুজাৎ, নিন্দন্তু প্রিয়বান্ধবা গুরুজনা গৃহ্ণন্তু মুঞ্চন্তু বা। দুর্বাদং পরিঘোষয়ন্তু মনুজা বংশে কলঙ্কোঽস্তু বা, তাদৃক্ প্রেমধরানুরাগমধুনা মত্তায় মানং তু মে॥ ৪২॥ কৃষ্ণো রক্ষতু নো জগত্রয়গুরুঃ কৃষ্ণং নমধ্বং সদা, কৃষ্ণেনাখিল শত্রবো বিনিহতাঃ কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ। কৃষ্ণাদেব সমুত্থিতং জগদিদং কৃষ্ণস্য-দাসোঽস্ম্যহং, কৃষ্ণে তিষ্ঠতি বিশ্বমেতদখিলং হে কৃষ্ণ রক্ষস্ব মাম্॥৪৩॥ হে গোপালক হে কৃপাজলনিধে হে সিন্ধুকন্যাপতে, হে কংসঘাতক হে গজেন্দ্রকরুণাপারীণ হে মাধব। হে রামানুজ হে জগত্রয়গুরো-

হে পুণ্ডরীকাক্ষ মাং, হে গোপীজননাথ পালয় পুরং জানামি ন ত্বাং বিনা ॥ ৪৪ ॥ দারা বারাকরবরসুতা তে তনূজো বিরিঞ্চিঃ, স্তোতাবেদস্তব সুরগণা ভৃত্যবর্গঃ প্রসাদঃ। মুক্তির্মায়া জগদবিকলং তাবকীদেবকীতে, মাতামিত্রং বলরিপুসুত স্তত্বদন্যং ন জানে ॥৪৫॥ প্রণামমীশস্য শিরঃফলং বিদু, স্তদর্চ্চনং পাণিফলং দিবৌকসঃ। মনঃ ফলং তদ্‌গুণ তত্বচিন্তনং, বাচঃফলং তদ্‌গুণ কীর্ত্তনং বুধাঃ ॥৪৬॥ শ্রীমন্নাম প্রোচ্য নারায়ণাখ্যং, কে ন প্রাপ্তা বাঞ্ছিতং পাপিণোপি। হা নঃ পূর্ব্বং বাক্ প্রবৃত্তা নতস্মিং, স্তেন প্রাপ্তং গর্ভবাসাদি দুঃখম্ ॥ ৪৭ ॥ ধ্যায়ন্তি যে বিষ্ণুমনন্ত মচ্যুতং, হৃৎপদ্মমধ্যে সততং ব্যবস্থিতং। উপাসকানাং প্রভুমীশ্বরেশ্বরং, তে যান্তিসিদ্ধিং পরমাং তু বৈষ্ণবীং ॥ ৪৮ ॥ স ত্বং প্রসীদ ভগবন্ কুরুমযানাথে, বিষ্ণো কৃপাং পরমকারুণিকঃ খলুত্বং। সংসার সাগর নিমগ্নমনন্ত দীন, মুদ্ধর্তুমর্হসি হরে পুরুষোত্তমোঽসি ॥ ৪৯ ॥ ক্ষীরসাগর তরঙ্গ-সীকরাসা, বতারকিত চারু মূর্ত্তয়ে। ভোগি ভোগ শয়নীয় শায়িনে, মাধবায় মধুবিদ্বিষে নমঃ॥ ৫০ ॥ অলমলমলমেকা প্রাণিনাং পাতকানাং, নিরসন বিষয়ে যা কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি বাণী। যদি ভবতি মুকুন্দে ভক্তিবানন্দসান্দ্রা, করতল কলিতাসা মোক্ষ সাম্রাজ্য লক্ষ্মীঃ ॥ ৫১ ॥ যস্যপ্রিয়ৌ শ্রুতিধরৌ কবিলোকবীরৌ মিত্রে দ্বিজন্মবর পার্শ্বচয়াবিভূতাং। তেনাম্বুজাক্ষচরণাম্বুজ ষট্‌পদেন রাজ্ঞাকৃতাকৃতিরিয়ং কুলশেখরেণ॥ ৫২ ॥ মুকুন্দমালাং পঠতাং নরাণা, মশেষসৌখ্যং লভতে নকঃস্বিৎ। সমস্ত পাপক্ষয়মেত্য দেহী, প্রয়াতি বিষ্ণোঃ পরমং পদং তৎ ॥ ৫৩ ॥

ইতি কুলশেখর কৃতং মুকুন্দমালা স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।
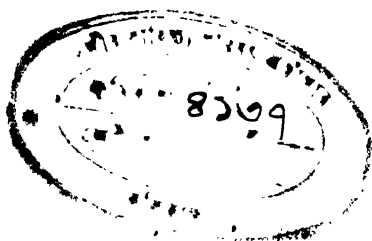
শ্রীগুণরাজখান কৃত।

শ্রীলক্ষ্মীচরিত্র।

। । । । সঙ্গিনী ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবায় নমঃ।

শ্রীগুণরাজখান কৃত।

লক্ষ্মীচরিত্র।

প্রণমহে নারায়ণ লক্ষ্মীকান্ত পতি।
তদন্তরে প্রণমহে দেবি সরস্বতী॥ ১॥
গণেশ দেবতা বন্দো গৌরীর নন্দন।
হরগৌরী প্রণমহ যত দেবগণ॥ ২॥
আদ্যগুরু বন্দো পিতৃ মাতৃর চরণে।
সরস্বতীদেবী কৃপা করহ আমারে॥ ৩॥
সে বাক্য না আইসে মুখে লওয়াইবা সত্বরে।
তুমার চরণে আমি করি নমস্কারে॥ ৪॥
যেবা পড়ে যেবা শুনে শুদ্ধ হয় মতি।
যেবা পূজে সরস্বতী পুরুষ তেজন্তি॥ ৫॥
তাহার বৃত্তান্ত কহি শুন সাবধানে।
লক্ষ্মীর চরিত্র কিছু শুন এক মনে॥ ৬॥
মেরু সিংহাসনে প্রভু আছএ বসিয়া।
লক্ষ্মীরে জিজ্ঞাসা কৈলা কৌতুক করিয়া॥ ৭॥
সব পুরে বেড়াও তুমি ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া।

কোন দোষে যাও তুমি পুরুষ তেজিয়া ॥ ৮ ॥
তার বিবরণ কিছু কহত আপনে।
তোমার চরিত্র কিছু শুনি এ শ্রবণে ॥ ৯ ॥
এতেক শুনিয়া তবে লক্ষ্মীদেবী হাঁসে।
আমার চরিত্র কথা শুন হৃষীকেশে ॥ ১০ ॥
চিন্তাযুক্ত হইয়া যেবা থাকে নিরন্তর।
পদের উপরে পদ রাখয়ে দুষ্কর ॥ ১১ ॥
বাসি পুষ্প পৈরে যেবা নিদ্রা যায় ঊষাতে।
ভগ্ন আসনে বসি যেবা খায় ভাতে ॥ ১২ ॥
অকুমারী নারী যেবা জনে বল করে।
তাহারে ত্যজিয়ে আমি শুন দামোদরে ॥১৩॥
মায় সতমায় যেবা বল করে।
পুনি পুনি বলি আমি ছাড়িয়ে তাহারে ॥১৪॥
ত্রাসিত হইয়া যেবা করয়ে ভোজন।
স্নান করিয়া যেবা করে তৈল আচরণ ॥ ১৫ ॥
অন্ধকারে শুতে যেবা তৃণ ছিড়ে নোখে।
আপন কুবেশ করে ভূমিতলে লেখে ॥ ১৬ ॥
আপন অঙ্গেতে যেবা অঙ্গ বাজায়।
সঞ্চরিত ধন তার বিনাশ হইয়া যায় ॥ ১৭ ॥
পামর জনের সনে বিবাদ করয়ে।

তাহারে ছাড়িযে আমি শুন নারায়ণে ॥ ১৮ ॥
আপনে খাইতে যে ব্যাজন আচরে।
তাহার শরীরে আমি না যাই কোন কালে॥ ১৯॥
সর্ব্বক্ষণ ভোজন বিস্তর করে যেবা জনে।
এমত লক্ষণ যার দেখি সর্ব্বক্ষণে ॥
তার ঘরে না যাই আমি শুন নারায়ণে ॥ ২০ ॥
নৈস্থত তুরণ জল দ্বারে তুসারে পালায়।
ত্রাসিত হইয়া যেবা বড় গ্রাসে খায় ॥ ২১ ॥
নিরবধি চিন্তাযুক্ত থাকে যেবা জন।
তিতা খাটে বসি যেবা করয় ভোজন ॥ ২২ ॥
প্রদীপের তৈল যেবা অঙ্গেতে লাগায়।
সঞ্চরিত ধন তার বিনাশেতে যায় ॥ ২৩ ॥
আপনে তুলিয়া পুষ্প যেবা গাঁথি গলে পৈরে।
সন্ধ্যাকালে প্রদীপ না দেখি যার ঘরে ॥ ২৪ ॥
আপনে চন্দন পিষি পৈরে যেবা জন।
তাহারে ত্যজিযে আমি শুন গদাধর ॥ ২৫ ॥
পুরুষ চরিত্র এবে হৈল সমাধান।
নারীর চরিত্র কথা শুন ভগবান ॥ ২৬ ॥
স্বামী করি চিন্তা করে যেবা জন।
পতিব্রতা বলি তারে শুন নারায়ণ ॥ ২৭ ॥

দেব পূজা আদির ফল শত গুণ হয় ।
স্বামীর সেবা করিলে বহু ফল হয় ॥ ২৮ ॥
স্বামী ইচ্ছা যেবা পালে সর্ব্বক্ষণ ৭
তাহার ঘরে থাকি আমি শুন নারায়ণ ॥ ২৯ ॥
আরাধিবে স্বামী যেই পতিব্রতা নারী ।
দেবতা আদির প্রিয় সত্ত্ব গুণে করি ॥ ৩০ ॥
বিধিমতে দেব পূজি যেই ফল পাই ।
তাহা হতে অধিক এই শুনহ গোসাঞি ॥৩১॥
স্বামী বিনে নারীর নাহিক দেবতা ।
স্বরূপে তোমাতে কহি সুতত্ত্ব কথা ॥ ৩২ ॥
শুদ্ধ বাদী নারী কহে প্রিয়বাদিনী ।
স্বামীতে মুখ্য তত্ত্ব নারীর ভাজনি ॥ ৩৩ ॥
নাভি গভীর যার দশন সম যুতি ।
তাহার শরীরে সত্য আমার বসতি ॥ ৩৪ ॥
স্বামীর আজ্ঞা যে পালে সর্ব্বক্ষণ ৭
সেইত সুভাগ্য নারী আমার লক্ষণ ॥ ৩৫ ।
গোগৃহ পুরস্কার করে যেই জন ।
ধন ধান্যে পুত্র পৌত্রে বাড়ে অনুক্ষণ ॥ ৩৬ ॥
স্বামীরে ভকতি করি ভোজন করায় ।
তাহার ঘরেত থাকি আমি সর্ব্বদায় ॥ ৩৭ ॥

এই সব তত্ত্ব যেই নারীগণে জানে।
তাহার শরীরে আমি থাকি সর্ব্বক্ষণে ॥ ৩৮ ॥
ধৌত বস্ত্র পরিধান নিত্য অভিলাষি।
শুন প্রভু সর্ব্বক্ষণ তথা আমি বসি ॥ ৩৯ ॥
পতিব্রতা দৃঢ়ভাব হয় যেই জন।
দুই কুল উদ্ধারিবে রাখিবে আপন ॥ ৪০ ॥
সুতন্বী আশয়ে যার চিকন দশন।
অলক্ষী চরিত্র গোসাঞি হয়ত সেজন ॥ ৪১ ॥
উচ্চ কপোল যার মলিন বদন।
পিঙ্গল কেশ যার ডাগর লোচন ॥ ৪২ ॥
পৃথিবীতে ভর দেয় খায় বড় গ্রাসে।
তিলেক না থাকি আমি সেই নারীর পাশে॥৪৩॥
পায়ে পায়ে ঘষে যেবা বাক্য গড়া জানি।
সেই নারী বলি গোসাই বড় অলক্ষিণী ॥ ৪৪ ॥
স্বামীর বচন যেবা নাহি লয় মনে।
অলক্ষণী সেই নারী শুন নারায়ণে ॥ ৪৫ ॥
তোমাতে কহিনু গোসাই স্বরূপ বচন।
স্বামী সেবা বিনে নারীর কি ফল জীবন ॥৪৬॥
কাঁণে বাহি যার দুই গুটা গণ্ড ॥
অলক্ষণী সেই নারী বিহা হৈলে রণ্ড ॥ ৪৭ ॥

গুহ্যমূল বড় যার ডাগর লোচন।
সেই নারী অলক্ষীণী শুন নারায়ণ ॥ ৪৮ ॥
পাপেতে যেই নারীর নিত্য যায় চিত।
দুর্ভাগিনী সেই নারীকুল বিবর্জ্জিত ॥ ৪৯ ॥
নানা অলঙ্কার পৈরে সুবেশ করিয়া।
পাপ জন্য মাত্র যে দূষ্যাকৃতি হইয়া ॥ ৫০ ॥
স্বামীকে নিন্দে যেই সেবে অন্য জন।
অলক্ষিনী সেই নারী শুন নারায়ণ ॥ ৫১ ॥
স্বামীর বাক্য অন্যথা করে যেই জন।
দুষ্টমতি সেই জন শুন নারায়ণ ॥ ৫২ ॥
স্বামীর ইচ্ছা না পালে যেই অভাগিনী।
সেই নারী ছাড়ি আমি শুন চক্রপাণি ॥ ৫৩ ॥
স্বামীরে গালি দেয় গুরুজন দূষে।
তাহার ঘরেত আমি না থাকি কোন অংশে ॥ ৫৪ ॥
আর যত দোষ গুণ কহিতে না পারি।
বিষ্ণু বলে আর কিছু কহত সুন্দরী ॥ ৫৫ ॥
লক্ষ্মী বলে আর কিছু শুন গদাধর।
অল্পমাত্র কহিবাম না পারি বিস্তর ॥ ৫৬ ॥
আকাশের তারা যদি করিযে গণন।
তবে সে কহিতে পারি সে সব বচন ॥ ৫৭ ॥

কুক্কুর পরশে যেবা চণ্ডাল পরশে।
মত্ত হৈয়া যায় যেবা রজস্বলা পাশে ॥ ৫৮ ॥
নাপিত বাড়ীতে গিয়া ক্ষুর কর্ম্ম করে।
আছুক মনুষ্যের কায ইন্দ্রের প্রাণ হরে ॥৫৯॥
মোর এক নিবেদন শুন দামোদর।
যেবা তিথিতে যেবা ফল না করি ভোজন ॥৬০॥
প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড না করিব ভোজন।
দ্বিতীয়াতে ব্যাকুড় না খাইব বুদ্ধ জন ॥ ৬১ ॥
তৃতীয়াতে পরলতি খাইলে চক্ষু হয় শূন্য।
চতুর্থীতে মূলা খাইলে হয়ত নির্ম্মূল ॥ ৬২ ॥
পঞ্চমীতে শ্রীফল খাইলে কলঙ্কিনী হয়।
ষষ্ঠিতে জামীর খাইলে উদর ভঙ্গ হয়ে ॥ ৬৩ ॥
সপ্তমীতে তাল খাইলে পায় বড় দুঃখ।
অষ্টমীতে নারিকেল খাইলে হয় মহারোগ ॥৬৪॥
নবমীতে লাউ খাইলে গোমাংস ভক্ষণ।
দশমীতে কলা খাইলে হয় শুক্র ক্ষরণ ॥৬৫॥
একাদশীতে অন্ন খাইলে স্বর্গেতে না যায়।
দ্বাদশীতে শশা খাইলে বড় লজ্জা পায় ॥ ৬৬ ॥
ত্রয়োদশীতে করিল খাইলে বড় পায় দুঃখ।
চতুর্দ্দশীতে মান খাইলে বড় পায় দুঃখ ॥ ৬৭ ॥

অমাবস্যাতে মাংস খায় বড় হয় রোগ।
সঞ্চিত ধন তার হয়ত নির্মূল ॥ ৬৮ ॥
শুন গোসাই তোমার সেবা করে ভক্তজনে।
তাহারে না ছাড়ি আমি শুন নারায়ণে ॥ ৬৯ ॥
তুমারে পূজয়ে যেবা হইয়া সদয়।
তাকে বড় তুষ্ট আমি কহিনু নিশ্চয় ॥ ৭০ ॥
বিরল দশন যার ফলা দুই দাঁত।
নিরবধি থাকি আমি তাহার সাক্ষাৎ ॥ ৭১ ॥
হাত পাও ছোট বড় প্রণমে যে নারী।
আমার লক্ষণ সেই শুন প্রাণ হরি ॥ ৭২ ॥
নাভী গম্ভীর যার পদ্মলোচন।
শ্যামবর্ণ ধারা সেই হংস গমন ॥ ৭৩ ॥
এসব লক্ষণ যেবা নারীগণে ধরে।
নিরবধি থাকি আমি তাহার শরীরে ॥ ৭৪ ॥
এসব চরিত্র যেবা করে নিরন্তরে।
নিরবধি থাকি আমি তাহার বাসরে ॥ ৭৫ ॥
লক্ষ্মী চরিত্র যেবা লিখিয়া রাখয়।
ধনে ধান্যে পুত্র পৌত্রে সদায় বাড়য় ॥ ৭৬ ॥
তার ঘরে লক্ষ্মীদেবী সদা অধিষ্ঠান।
কহিলাম তত্ব কথা শুন ভগবান ॥ ৭৭ ॥

দিবারাত্রি পড়ে যেবা প্রভাত বিকালে।
যে জনে শুনে পড়ে তুষ্ট আমি তারে॥ ৭৮॥
শ্রীহরি চরণযুগে আমার নমস্কার।
যাহার চরণে লক্ষ্মী হইলা প্রচার॥ ৭৯॥
গুণরাজ খান ভণে গোবিন্দ চরণে।
লক্ষ্মীর চরিত্র কথা হৈল সমাধানে॥ ৮০॥

ইতি গুণরাজখান কৃত লক্ষ্মীচরিত্র সমাপ্ত।

স্কন্দপুরাণের মূল অবলম্বনে যে গুণরাজখান লক্ষ্মীচরিত রচনা করিয়াছেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। নিম্নে স্কন্দপুরাণস্থ লক্ষ্মী কেশব সম্বাদ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল;—

শ্রীসূতউবাচ। মেরুপৃষ্ঠে সুখাসীনাং লক্ষ্মীং পৃচ্ছতি কেশবঃ। কেনোপায়েন দেবি ত্বং নৃণাং ভবসি নিশ্চলা॥ ১॥ শ্রীরুবাচ—শুক্লাঃ পারাবতা যত্র গৃহিণী যত্র বোজ্জ্বলা। অকলহা বসতির্যত্র তত্র কৃষ্ণ বসাম্যহম্॥ ২॥ ধান্যং সুবর্ণসদৃশং তণ্ডুলা রজতোপমাঃ। অন্নাঞ্চবাতুষং যত্র তত্র কৃষ্ণ বসাম্যহম্॥ ৩॥ যঃ সম্বিভাগী প্রিয়বাক্যভাষী বৃদ্ধোপসেবী প্রিয়দর্শনশ্চ। অল্পপ্রলাপী নচ দীর্ঘসূত্রী, তস্মিন্ সদাহং পুরুষে বসামি॥ ৪॥ চিরং

স্নাতি দ্রুতং ভুঙ্‌ক্তে, পুষ্পং প্রাপ্য ন জিঘ্রতি। যো ন পশ্যেৎ স্ত্রীয়ং নগ্নাং নিয়তং সচ মে প্রিয়॥ ৫॥ যো ধর্ম্মশীল বিজিতেন্দ্রিয়শ্চ বিদ্যাবিনীতো ন পরোপতাপী। অগর্ব্বিতো যশ্চ জনানুরাগী, তস্মিন্ সদাহং পুরুষে বসামি॥ ৬॥ ত্যাগঃ সত্যঞ্চ শৌচঞ্চ ত্রয়ঃ এতে মহাগুণাঃ। যঃ প্রাপ্নোতি গুণানেতান্ শ্রদ্ধাবান্ সচ মে প্রিয়ঃ॥ ৭॥ সর্ব্ব-লক্ষণ মধ্যেতু ত্যাগ এব বিশিষ্যতে। কালে দেশেচ পাত্রেচ সচ ত্যাগ প্রশস্যতে॥ ৭॥ নিত্যমামলকে লক্ষ্মীর্নিত্যবসতি গোময়ে। নিত্যং শঙ্খে চ পদ্মেচ নিত্যং শ্রীশুক্লবাসসি॥ ৯॥ বসামি পদ্মোৎপল মধ্যভাগে বসামি চন্দ্রেচ মহেশ্বরে চ। নারায়ণেচৈব বসুন্ধরায়াং, বসামি নিত্যোৎসব মন্দিরেষু॥ ১০॥ যথোপদিষ্টা গুরুভক্তিযুক্তা পত্যুর্ব্বচো নাক্রমতে চ নিত্যম্। নিত্যঞ্চ ভুঙ্‌ক্তে পতি ভুক্ত শেষং, তস্যা শরীরে নিয়তং বসামি॥ ১১॥ তুষ্টা তথা যা প্রিয়বাদিণী চ, সৌভাগ্যযুক্তা চ সুশোভনা চ। লাবণ্যযুক্তা প্রিয়দর্শনা যা, পতিব্রতা যা চ বসামি তাসু॥ ১২॥ ইত্যাদি—

VADE MECUM

ব্রহ্ম কায়স্থ

নিম্ন লিখিত ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

দেব শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ বর্ম্মা।

সজ্জনতোষনী কার্য্যালয়,

১৮১ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট,

বিডন স্কোয়ার ডাকঘর,

রামবাগান, কলিকাতা।

মূল্য—।৵৹

কাপড়ে বাঁধা—৸৵৹

ভিঃ পিঃ কমিশন

ও

ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি সজ্জনতোষনী কার্য্যালয় ১৮১ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, রামবাগান, বিডন স্কোয়ার পোষ্ট আফিস, কলিকাতা, ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

ভক্তিগ্রন্থ।

১। শ্রীপদ্মপুরাণ (সম্পূর্ণ সংস্কৃত মূল বঙ্গাক্ষরে, সূচীপত্র সহ) ৫৫০০০ শ্লোক, ১৯২২ পৃষ্ঠা ডিমাই ৮ পেজী, সুন্দর ও যত্নের সহিত মুদ্রিত। ভাল কাগজে ৬৲ হরিদ্রাবর্ণ কাগজে ৩॥০ কাপড়ে বাঁধা লইলে আরও ।৵০ করিয়া অধিক পড়ে।

২। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ কৃত মূল, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত বিশদ ভাবা ভাষ্য সহ, সমগ্র সুন্দর অক্ষরে দুই খণ্ডে উত্তম কাপড়ে বাঁধা। এতৎ সহ অন্যান্য আরও ৮ খানি ভক্তিগ্রন্থ উক্ত পুস্তকে সংযুক্ত আছে, যথা— ১। শ্রীআম্নায় সূত্র, ২। হরিভক্তি কল্পলতিকা ৩। শ্রীতত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদ শতদূষণী, ৪। ঈশোপনিষৎ ভাষ্য ও টীকা সহ, ৫। মনঃসন্তোষিণী, ৬। ষোড়শ গ্রন্থ, ৭ শ্রীলক্ষ্মী-চরিত্র, ৮। শ্রীরাধিকা সহস্র নাম, শ্রীবালকৃষ্ণ সহস্র নাম ও শ্রীগোপাল সহস্র নাম। সমগ্র মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ সহ, ভাগবতের বিশুদ্ধ ভক্তি মার্গের, শ্লোক গুলি সংগৃহীত হইয়া, সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্ব

নির্দ্দেশিত হইতেছে। বিংশ কিরণে পুস্তক খানি সম্পূর্ণ হইয়াছে। একটী একটী বিষয় লইয়া এক একটী কিরণ লিখিত হইয়াছে। যথা ১। প্রমাণ নির্দ্দেশ, ২। ভাগবতার্কোদয়, ৩। ভাগবত বিবৃতি ৪। ভগবৎস্বরূপ তত্ত্ব, ৫। ভগবৎশক্তি তত্ত্ব, ৬। ভগবদ্রসতত্ত্ব ৭। জীবতত্ত্ব, ৮। বদ্ধজীব লক্ষণ, ৯। ভাগ্যবজ্জীব লক্ষণ, ১০। শক্তিপরিণাম, ১১। অভিধেয় বিচার, ১২। সাধন ভক্তি, ১৩। ঐকান্তিকী নামাশ্রয়, ১৪। ভক্তি প্রাতিকূল্য বিচার, ১৫। ভক্ত্যানুকূল্য বিচার, ১৬। ভাবোদয় ক্রম, ১৭। প্রয়োজন বিচার, ১৮ সিদ্ধ প্রেম রস মহিমা ১৯। সিদ্ধ প্রেমরস গরিমা ২০। রস মধুরিমা। কাপড়ে বাঁধা মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

৪। শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মূল, বলদেব বিদ্যাভূষণ ভাষ্য ও শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর কৃত বিষদ অনুবাদ সহ মূল্য ১।০, ঐ উত্তম কাপড়ে বাঁধা ১৸০। শ্রীমধ্বাচার্য্য কৃত গীতাভাষ্য মূল্য ॥০ সতন্ত্র। মূল, মধ্ব ভাষ্য ও বিদ্যাভূষণ ভাষ্য গীতা একত্রে কাপড়ে বাঁধা মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

৫। শ্রীশ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্তৃক সরল বঙ্গ ভাষায় প্রণীত। নীতি, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, মুক্তি, ভক্তি ও প্রীতি সম্বন্ধীয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ এই গ্রন্থে প্রমাণ মালার সহিত বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। পরমার্থ ধর্ম্মনির্ণয়, গৌণ বিধি, পুণ্যকর্ম্ম, বর্ণবিচার, আশ্রম বিচার, আহ্নিক, পাপ বিচার, বৈধীভক্তি ও তাহার লক্ষণ ভক্তি অনুশীলন বিধি, অনর্থবিচার, রাগানুগাভক্তি, ভাবভক্তি, ভাবুক লক্ষণ, জ্ঞান বিচার, রতিবিচার প্রেমভক্তি রস, সাধারণ রস, উপাসনা মাত্রের রসত্ব, শান্তরস, প্রীত ভক্তিরস বিচার প্রভৃতির সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

যাঁহারা বৈষ্ণবদিগের শাস্ত্র আলোচনা করিতে ও তাঁহাদিগের পবিত্র ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রথমে এই গ্রন্থ খানি পাঠ করিবেন। সম্পূর্ণরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়া ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তম কাপড়ে বাঁধা স্বর্ণাক্ষরে নাম সহ মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৬। শ্রীব্রহ্মসংহিতা, মূল (সটিক ও সানুবাদ) মূল্য ১৲

৭। শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত মূল (সটীক ও সানুবাদ) মূল্য ১৲।

৮। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। আর্য্য শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। বৈষ্ণবতত্ত্বই আর্য্য ধর্ম্মের পরম ও চরমাংশ, তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিচার করা হইয়াছে। শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, শৈব ও বৈষ্ণব সকলেই এই গ্রন্থে নিজ নিজ অধিকার বিচার করিবেন। অবতার বিচার, অভিধেয় বিচার, আত্ম তত্ত্ব, আর্য্য-শব্দ, আশ্রম ধর্ম্ম, ভারতীয় ইতিহাস, কর্ম্মকাণ্ড, কান্তভাব, কুতর্ক নিবারণ, কৃষ্ণতত্ত্ব, খ্রীষ্টের বাৎসল্য রস, গুরুবিচার, চন্দ্রবংশ, চৈতন্য প্রভু, জীবশক্তি, জ্ঞান, তন্ত্র তাৎপর্য্য, দর্শনশাস্ত্র, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, প্রেমভক্তি, ব্রহ্মতত্ত্বভক্তি, রতি রস, বর্ণধর্ম্ম, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি সুবিস্তৃত উপক্রমণিকা ও উপসংহার সহ ১০টী অধ্যায় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, নিম্নে অনুবাদ প্রদত্ত আছে। মূল্য ১৲ টাকা।

৯। শ্রীশ্রীহরিনাম চিন্তামণি। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত সরল পদ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে শ্রীনাম মাহাত্ম্য সূচনা, নাম গ্রহণ বিচার, নামাভাস বিচার, নামাপরাধ, সাধুনিন্দা, দেবান্তরে স্বাতন্ত্র্য, অনাপরাধ, গুর্ব্ববজ্ঞা, শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দা, নামে অর্থবাদ অপরাধ,

। নামবলে পাপবুদ্ধি, শ্রদ্ধাহীনজনে নামোপদেশ, অন্য শুভকর্ম্মের সহিত নামকে তুল্য জ্ঞান, নামাপরাধ প্রমাদ, অহং মম ভাবাপরাধ, সেবাপরাধ ও ভজন প্রণালী প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মুখ নিসৃত নাম সম্বন্ধীয় যাবতীয় সিদ্ধান্ত শ্রীমহাপ্রভু শ্রবণ করিতেছেন। যাঁহাদিগের হরিনামে কিছু মাত্র শ্রদ্ধা আছে এই পুস্তক খানি তাঁহাদের হৃদয়ের ধন। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

১০। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ স্মরণমঙ্গল স্তোত্রং, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত মূল ও শ্রীবাচস্পতি কৃত সংস্কৃত টীকা, ইংরাজী প্রস্তাবনা সহ। পুস্তক খানি সংস্কৃতাক্ষরে মুদ্রিত কাপড়ে বাঁধা ১৲ এক টাকা মাত্র। ঐ পুস্তকের হিন্দি (ব্রজভাষায়) অনুবাদ সতন্ত্র ⁄০ এক আনা মাত্র।

১১। শ্রীসৎক্রিয়া সারদীপিকা। শ্রীমদ্গোপাল ভট্ট গোস্বামী কৃত। সরল বঙ্গভাষায় অনুবাদ সহ। বৈষ্ণব স্মৃতি মতে যাঁহারা সংস্কারাদি করিবেন তাঁহাদিগের এই পুস্তকের মত গ্রহণ নিতান্ত প্রয়োজন। প্রত্যেক বৈষ্ণবের গৃহে সৎক্রিয়াসার দীপিকা থাকা আবশ্যক। কাপড়ে বাঁধা মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

১২। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সহস্র নাম—মূল ও অনুবাদ সপ্রমাণ। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

১৩। শ্রীভজন রহস্য— অষ্ট নাম সাধন, সংক্ষেপে অর্চ্চন পদ্ধতি সহ সরল পদ্যে লিখিত, শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত। মূল্য ॥৶০ দশ আনা মাত্র।

১৪। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বিজয় (বঙ্গ ভাষায় আদি পদ্য গ্রন্থ) মূল্য ৷৹ আট আনা মাত্র।

১৫। শ্রীশ্রীবিষ্ণু সহস্র নাম। মূল বলদেব ভাষ্য ও অনুবাদ মূল্য ৷৹ আট আনা মাত্র।

১৬। শ্রীগৌর বিরুদাবলী—বঙ্গানুবাদ সহ মূল্য ।৴৹ পাঁচ আনা মাত্র।

১৭। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য। প্রমাণ খণ্ড ও পরিক্রমাখণ্ড। শ্রীনবদ্বীপ ধাম মণ্ডলের মানচিত্র সহ, পদ্যে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত। মূল্য ।৹ চারি আনা মাত্র।

১৮। প্রেম প্রদীপ, (উপন্যাস) শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত মূল্য ।৹ চারি আনা মাত্র।

১৯। ভাবাবলী মনঃশিক্ষা ও শিক্ষাষ্টক। একত্রে পুঁথির আকারে ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ।৹ চারি আনা মাত্র।

২০। শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত মূল, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত অনুবাদ সহ। মূল্য ।৹ চারি আনা মাত্র।

২১। সজ্জনতোষনী পত্রিকা। ৪র্থ খণ্ড হইতে ১৭শ খণ্ড পর্য্যন্ত। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৲ ডাক মাশুল সতন্ত্র ৵৹।

২২। কল্যান কল্পতরু। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত। দ্বিতীয় সংস্করণ ক্ষুদ্র আকারে ১০০ খণ্ড একত্র লইলে মূল্য ১৷৴৹ এক টাকা নয় আনা।৹ এক খণ্ডের মূল্য ।৹ চারি আনা মাত্র।

জ্যোতিষ গ্রন্থ।

১। সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

২। সিদ্ধান্তশিরোমণি (গোলাধ্যায়) ভাস্করাচার্য্য কৃত মূল ও তদীয় বাসনাভাষ্য এবং সিদ্ধান্তসরস্বতী কৃত বিশদ বঙ্গানুবাদ ও বিস্তৃত পরিশিষ্ট সহ। কাপড়ে বাঁধা মূল্য ১৲ ডাঃ মাঃ ৵০

৩। উডুদায় প্রদীপ বা লঘুপারাশরী (কেবল বিয়াল্লিশ) মূল টীকা ও বঙ্গানুবাদ। বৃহৎ পারাশরী হইতে বিংশোত্তরীয় দশাধ্যায়ের কিয়দংশ উদ্ধৃত। মূল্য ।০।

৪। লঘুজাতক, মূল, ভট্টোৎপল কৃত টীকা ও সিদ্ধান্ত সরস্বতী কৃত অনুবাদ। মূল্য ।৴০ ডাঃ মাঃ ৵১০।

৫। পাশ্চাত্য গণিত,—চন্দ্রার্ক স্পষ্ট। শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী সঙ্কলিত বিলাতীমতে সহজে চন্দ্র সূর্য্যের স্ফুটসারিনী মূল্য ॥০।

৬। ভৌমসিদ্ধান্ত। বিলাতীমতে মঙ্গলস্ফুট গণনা মূল্য ॥৵০

৭। আর্য্যসিদ্ধান্ত। আর্য্যভট কৃত মূল সমগ্র জ্ঞমদীশ্বরের টীকা ও বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ মূল্য ৸০।

৮। জ্যোতিস্তত্ত্ব (শ্রীরঘুনন্দন কৃত মূল ও অনুবাদ সহ) কাপড়ে বাঁধা পূর্ব্বার্দ্ধ মূল্য ২৲ সম্পূর্ণ কাগজে ২।০।

৯। Book of Fate by K. Dutt M. A. B. L.

১০। বঙ্গে পঞ্জিকা সংস্কার। শ্রীযুত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। বর্ত্তমান পঞ্জিকা সংস্কারকগণের মতের সহিত ঋষিগণের সিদ্ধান্ত সকলের সমালোচনা। মূল্য ।০।

১১। জ্যোতির্ব্বিদ্ ১ম ও ২য় বর্ষ একত্রে ৩৲ ডাঃ মাঃ ।০।

১২। জন্মপত্রিকা বা কোষ্ঠি লিখিবার ফরম প্রতি খণ্ড ৴৫

কাব্য ও সামাজিক গ্রন্থ।

১। বিজন গ্রাম ও সন্ন্যাসী, (পদ্য) মূল্য ।০।

২। দত্তবংশমালা (বালিদত্ত সমাজের বংশাবলী) মূল্য ১।০

৩। বঙ্গে সামাজকতা। সিদ্ধান্ত সরস্বতী কৃত। সামাজিক প্রবন্ধে প্রচলিত ধর্ম্ম সম্প্রদায়গণের বিবরণ। মূল্য ॥০।

৪। মেঘদূত (উত্তর ও পূর্ব মেঘ) মূল সংস্কৃত বঙ্গাক্ষরে ।০

শ্রীশ্রীমায়াপুর নবদ্বীপধামে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ জন্মভিটায় স্থাপিত

শ্রীশ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলমূর্ত্তির

ক্যাবিনেট সাইজ ফটোগ্রাফ, মূল্য ।৵০।

(মিনার্ভা প্রেস।)
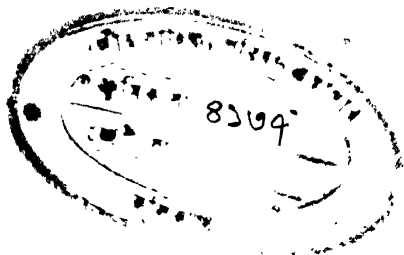
শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রোদ্ধৃতং

শ্রীবালকৃষ্ণসহস্রনাম

স্তোত্রং।

অথ গোপাল স্তোত্রং। নবীননীরদশ্যামং নীলেন্দীবর-লোচনং। বল্লবীনন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপালরূপিণং॥ স্ফুরদ্বর্হদলোদ্বদ্ধনীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজং। কদম্বকুসুমোদ্বদ্ধবনমালা-বিভূষিতং॥ গণ্ডমণ্ডলসংসর্গিচলৎকুঞ্চিতকুন্তলং। স্থূলমুক্তা-ফলোদারহারোদ্দ্যোতিতবক্ষসং॥ হেলাঙ্গদতুলাকোটিকিরী-টোজ্জ্বলবিগ্রহং। মন্দমারুতসংক্ষোভচলিতাম্বরসঞ্চয়ং॥ রুচি-রৌষ্ঠপুটন্যস্ত বংশীমধুরনিঃস্বনৈঃ। লসদ্‌গোপালিকাচেতো মোহয়ন্তং পুনঃ পুনঃ॥ বল্লবীবদনাম্ভোজ মধুপানমধুব্রতং। ক্ষোভয়ন্তং মনস্তাসাং সস্মেরাপাঙ্গবীক্ষণৈঃ॥ যৌবনোদ্ভিন্ন-দেহাভিঃ সংসক্তাভিঃ পরস্পরং। বিচিত্রাম্বরভূষাভির্গোপনারী-ভিরাবৃতং॥ প্রভিন্নাঞ্জনকালিন্দীজলকেলিকলোৎসুকং। যোধ-য়ন্তং ক্বচিদ্গোপান্ ব্যাহরন্তং গবাঙ্গণং॥ কালিন্দীজলসংসর্গি শীতলানিলসেবিতে। কদম্বপাদপচ্ছায়ে স্থিতং বৃন্দাবনে ক্বচিৎ॥ রত্নভূধরসংলগ্নরত্নাসনপরিগ্রহং। কল্পপাদপমধ্যস্থহেমমণ্ড-পিকাগতং॥ বসন্তকুসুমামোদসুরভীকৃতদিঙ্মুখে। গোবর্দ্ধন-গিরৌ রম্যে স্থিতং রাসরসোৎসুকং। সব্যহস্ততলন্যস্ত গিরি-বর্য্যাতপত্রকং। খণ্ডিতাখণ্ডলোন্মুক্তমুক্তাসারঘনাঘনং॥ বেণু-বাদ্যমহোল্লাসকৃতহুঙ্কারনিঃস্বনৈঃ। সবৎসৈরুন্মুখৈঃ শশ্বদ্‌গোকুলৈ-রভিবীক্ষিতং॥ কৃষ্ণমেবানুগায়দ্ভিস্তচ্চেষ্টাবশবর্ত্তিভিঃ। দণ্ড-পাশোদ্যতকরৈঃ গোপালৈরুপশোভিতং॥ নারদাদ্যৈর্মুনি-শ্রেষ্ঠৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ। প্রীতিসুস্নিগ্ধয়া বাচা স্তূয়মানং পরাৎপরং॥

শ্রীবালকৃষ্ণ সহস্রনাম।

বালকৃষ্ণঃ সুরাধীশো ভূতাবাসো ব্রজেশ্বরঃ। ব্রজেন্দ্রনন্দনো নন্দী ব্রজাঙ্গনবিহারণঃ॥ গোগোপগোপিকানন্দকারকো ভক্তবর্দ্ধনঃ। গোবৎসপুচ্ছ সংকর্ষ জাতানন্দভরোঽজয়ঃ॥ রিঙ্গমাণগতিঃ শ্রীমানতিভক্তিপ্রকাশনঃ। ধূলিধূষরসর্ব্বাঙ্গো ঘটীপীতপরিচ্ছদঃ॥ পুরটাভরণঃ শ্রীশো গতির্গতিমতাং সদা। যোগীশো যোগবন্দ্যশ্চ যোগাধীশো যশঃপ্রদঃ॥ যশোদানন্দনঃ কৃষ্ণো গোবৎস পরিচারকঃ। গবেন্দ্রশ্চ গবাক্ষশ্চ গবাধ্যক্ষো গবাম্পতিঃ॥ গবেশশ্চ গবীশশ্চ গোচারণপরায়ণঃ। গোধূলিধামপ্রিয়কো গোধূলিকৃতভূষণঃ॥ গোরাম্ভো গোরসাশোগো গোরসাক্ষিতধামকঃ। গোরসাস্বাদকো বৈদ্যো বেদাতীতো বসুপ্রদঃ॥ বিপুলাংশো রিপুহরো বিক্ষরো জয়দো জয়ঃ। জগদ্বন্দ্যো জগন্নাথো জগদারাধ্যপাদকঃ॥ জগদীশো জগৎকর্ত্তা জগৎপূজ্যো জয়ারিহা। জয়তাং জয়শীলশ্চ জয়াতীতো জগদ্বলঃ॥ জগদ্ধর্ত্তা পালয়িতা পাতা ধাতা মহেশ্বরঃ। রাধিকানন্দনো রাধাপ্রাণনাথো রসপ্রদঃ॥ রাধাভক্তিকরঃ শুদ্ধো রাধারাধ্যো রমাপ্রিয়ঃ। গোকুলানন্দদাতা চ গোকুলানন্দরূপধৃক্॥ গোকুলেশ্বরকল্যাণো গোকুলবরনন্দনঃ। গোলোকাভিরতিঃ স্রগ্বী গোলোকেশ্বরনায়কঃ। নিত্যং গোলোকবসতি নিত্যং গোগোপনন্দনঃ। গণেশ্বরো গণাধ্যক্ষো গণানাং পরিপূরকঃ। গুণীগুণোৎকর্ষো গণ্যো গুণাতীতো গুণাকরঃ। গুণপ্রিয়ো গুণাধারো গুণারাধ্যো গণা-

গ্রণীঃ॥ গণনায়কো বিঘ্নহরো হেরম্ব পার্ব্বতীসুতঃ। পর্ব্বতাধি-নিবাসী চ গোবর্দ্ধনধরো গুরুঃ ॥ গোবর্দ্ধনপতিঃ শান্তো গোবর্দ্ধন-বিহারকঃ। গোবর্দ্ধনো গীতগতি র্গবাক্ষো গোবৃষেক্ষণ ॥ গভস্তি-নেমির্গীতাত্মা গীতগম্যো গতিপ্রদঃ। গবাময়ো যজ্ঞনেমি র্যজ্ঞাঙ্গো যজ্ঞরূপধৃক্ ॥ যজ্ঞপ্রিয়ো যজ্ঞহর্ত্তা যজ্ঞগম্যো যজুর্গতিঃ। যজ্ঞাঙ্গো যজ্ঞগম্যশ্চ যজ্ঞপ্রাপ্যো বিমৎসরঃ॥ যজ্ঞান্তকৃৎ যজ্ঞগুহ্যো যজ্ঞা-তীতো যজুঃপ্রিয়। মনুর্মন্বাদিরূপী চ মন্বন্তর বিহারকঃ॥ মনু-প্রিয়ো মনোর্বংশধার মাধবমাপতিঃ। মায়াপ্রিয়ো মহামায়ো মায়াতীতো ময়ান্তকঃ॥ মায়াভিগামীমায়াখ্যো মহামায়াবরপ্রদঃ। মহামায়াপ্রদো মায়ানন্দো মায়েশ্বরঃ কবিঃ॥ করণং কারণং কর্ত্তা কার্য্যং র্কর্ম্ম ক্রিয়া মতিঃ। কার্য্যাতীতো গবাং নাথো জগন্নাথো গুণাকরঃ॥ বিশ্বরূপো বিরূপাখ্যো বিদ্যানন্দো বসুপ্রদঃ। বাসু-দেবো বশিষ্ঠেশো বাণীশো বাক্‌পতির্মহঃ॥ বসুদেবো বসুশ্রেষ্ঠো দেবকীনন্দনোহরিহা। বসুপাতা বসুপতি র্বসুধাপরিপালকঃ॥ কংসারি কংসহন্তা চ কংসারাধ্যো গতি র্গবাং। গোবিন্দো গোমতাংপালো গোপনারীজনাধিপঃ॥ গোপীরতো রুক্নথধারি, হরিজগদ্‌গুরুঃ। জানুজঙ্ঘান্তরালশ্চ পীতাম্বরধরোহহরিঃ॥ হৈয়ঙ্গ-বীন সন্তোক্তা পায়সাশো গবাং গুরুঃ। ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মণাহরাধ্যো নিত্যং গোবিপ্রপালকঃ॥ ভক্তপ্রিয়ো ভক্তলভ্যো ভক্ত্যাতীতো ভুবাঙ্গতিঃ। ভূর্লোকপাতা হর্ত্তা চ ভূগোলপরিচিন্তকঃ॥ নিত্যং ভূর্লোকবাসী চ জনলোক নিবাসকঃ। তপোলোকনিবাসী চ বৈকুণ্ঠো বিষ্টরশ্রবাঃ॥ বিকুণ্ঠবাসো বৈকুণ্ঠবাসী হাসী রসপ্রদঃ। রসিকাকৌপিকানন্দদায়কো বালধৃগ্বপুঃ। যশস্বী যমুনাতীর পুলিনে হতীবমোহনঃ। বস্ত্রহর্ত্তা গোপিকানাং মনোহারী বরপ্রদঃ॥

দধিভক্ষো দয়াধারো দাতা পাতা হৃতাহৃতঃ। মণ্ডপো মণ্ডলাধীশো রাজরাজেশ্বরো বিভুঃ। বিশ্বধৃক্ বিশ্বভুক্ বিশ্বপালকো বিশ্ব-মোহনঃ। বিদ্বৎপ্রিয়ো বীতহব্যো হব্যগব্যকৃতাশনঃ॥ কব্যভুক্ পিতৃবর্ত্তী চ কব্যাত্মা কব্যভোজনঃ। রামো বিরামো রতিদো রতিভর্ত্তা রতিপ্রিয়ঃ॥ প্রদ্যুম্নোহক্রূরদম্যশ্চ ক্রূরাত্মা ক্রূরমর্দ্দনঃ। কৃপালুশ্চ দয়ালুশ্চ শয়ালুঃ সরিতাংপতিঃ॥ নদীনদবিধাতা চ নদীনদবিহারকঃ। সিন্ধুঃ সিন্ধুপ্রিয়ো দান্তঃ শান্তঃ কান্তঃ কলা-নিধিঃ॥ সন্ন্যাসকৃৎ সতাংভর্ত্তা সাধূচ্ছিষ্টকৃতাশনঃ। সাধুপ্রিয়ঃ সাধুগম্যো সাধ্বাচার নিষেবকঃ॥ জন্মকর্ম্মফলত্যাগী যোগী ভোগী মৃগীপতিঃ। মার্গাতীতো যোগমার্গো মার্গমাণো মহোরবিঃ॥ রবিলোচনো রবেরংশভাগী দ্বাদশরূপধৃক্। গোপাল বালগোপালো বালকানন্দদায়কঃ॥ বালকানাংপতিঃ শ্রীশো বিরতিঃসর্ব্বপাপিনাং। শ্রীলঃ শ্রীশ্চ শ্রীযুতশ্চ শ্রীনিবাসঃ শ্রিয়ঃপতিঃ॥ শ্রীদঃ শ্রীশঃ শ্রিয়ঃ-কান্তো রমাকান্তো রমেশ্বরঃ। শ্রীকান্তো ধরণীকান্তো উমাকান্তপ্রিয়ঃ প্রভুঃ॥ ইষ্টোঽভিলাষীবরদো বেদগম্যো দুরাশয়ঃ। দুঃখহর্ত্তা দুঃখনাশো ভবদুঃখ নিবারকঃ॥ যথেচ্ছাচারনিরতো যথেচ্ছাচার সুপ্রিয়ঃ। যথেচ্ছালাভসন্তুষ্টো যথেচ্ছস্থমনোহস্তরঃ॥ নবীন-নীরদাভাসো নীলাঞ্জনচয়প্রভঃ। নবদুর্দ্দিনমেঘাভো নবমেঘচ্ছবিঃ রুচিৎ॥ স্বর্ণবর্ণো হ্যাসধারী দ্বিভুজো বহুবাহুকঃ। কিরীটধারী-মুকুটো মূর্ত্তিপঞ্জরসুন্দরঃ॥ মনোরথপথাতীতকারকো ভক্তবৎসলঃ। কম্বান্নভোক্তা কপিলো কপিশো গরুড়াত্মকঃ॥ সুবর্ণঃ পর্ণো হেমাভঃ পূতনান্তক ইত্যপি। পূতনাস্তনপাতাচ প্রাণান্তকরণো রিপোঃ॥ বৎসনাশো বৎসপালো বৎসেশ্বর বসূত্তমং। হেমাভো হেমকণ্ঠশ্চ শ্রীবৎসঃ শ্রীমতাংপতিঃ॥ সনন্দনপথারাধ্যো ধাতু ধাতুমতাংপতিঃ।

সনৎকুমার যোগাত্মা সনকেশ্বররূপধৃক্ ॥ সনাতনপদোদাতা নিত্যংশ্চৈবসনাতনঃ। ভাণ্ডীর বনবাসী চ শ্রীবৃন্দাবননায়কঃ ॥ বৃন্দাবনেশ্বরীপূজ্যো বৃন্দারণ্যবিহারকঃ। যমুনাতীরগোধেনুপালকো মেঘমন্মথঃ ॥ কন্দর্পদর্পহরণো মনোনয়ননন্দনঃ। বালকেলিপ্রিয়ঃ কান্তো বালক্রীড়াপরিচ্ছদঃ ॥ বালানাংরক্ষকো বালা ক্রীড়াকৌতুককারকঃ। বাল্যরূপধরো ধন্বী ধানুষ্কী শূলধৃক্ বিভুঃ ॥ অমৃতাংশোহমৃতবপুঃ পীযূষপরিপালকঃ। পীযূষপায়ী পৌরব্যানন্দনো নন্দিবর্দ্ধনঃ ॥ শ্রীদামাংশুকপাতা চ শ্রীদামপরিভূষণঃ। বৃন্দারণ্যপ্রিয়ঃ কৃষ্ণঃ কিশোরকান্তরূপধৃক্ ॥ কামরাজঃ কলাতীতো যোগিনাং পরিচিন্তকঃ। বৃষেশ্বরঃ কৃপাপালো গায়ত্রীগতিবল্লভঃ ॥ নির্ব্বাণদায়কো মোক্ষদায়ী বেদবিভাগকঃ। বেদব্যাসপ্রিয়োবেদ্যো বৈদ্যানন্দপ্রিয়ঃ শুভঃ ॥ শুকদেবগয়ানাথো গয়াসুরঃ গতিপ্রদঃ। বিষ্ণু জিষ্ণু গরিষ্ঠশ্চ স্থবিষ্ঠশ্চ স্থবীয়সাং ॥ বরিষ্ঠশ্চ যবিষ্ঠশ্চ ভুয়িষ্ঠশ্চ ভুবঃপতিঃ। দুর্গতের্নাশকো দুর্গপালকো দুষ্টনাশকঃ ॥ কালীয়সর্পদমনো যমুনানির্ম্মলোদকঃ। যমুনাপুলিনে রম্যে নির্ম্মলে পাবনোদকে ॥ বসন্তং বালগোপালরূপধারী গিরাংপতিঃ। বাগ্দাতা বাক্প্রদো বাণীনাথো ব্রাহ্মণরক্ষকঃ ॥ ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মকৃদ্ব্রহ্ম ব্রহ্মকর্ম্ম প্রদায়কঃ। ব্রহ্মণ্যদেবো ব্রহ্মণ্যদায়কো ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ ॥ স্বস্তি প্রিয়োঽস্বস্থধরোস্বস্থনাশো ধিয়াংপতিঃ। ক্বণন্নূপুরধৃক্বিশ্বরূপী বিশ্বেশ্বর শিবঃ ॥ শিবাত্মকো বাল্যবপুঃ শিবাত্মা শিবরূপধৃক্। সদাশিবপ্রিয়োদেবঃ শিববন্দ্যো জগৎশিবঃ ॥ গোমধ্যবাসী গোবাসী গোপগোপীমনোস্থবঃ। ধর্ম্মো ধর্ম্মধুরীণশ্চ ধর্ম্মরূপো ধরাধরঃ ॥ স্বোপার্জ্জিতযশাঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনো নন্দিরূপকঃ। দেবহূতিজ্ঞানদাতা যোগসাঙ্খ্যনিবর্ত্তকঃ ॥

তৃণাবর্ত্তপ্রাণহারী শকটাসুরভঞ্জনঃ। প্রলম্বহারী রিপুহা তথা ধেনুকমর্দ্দনঃ॥ অরিষ্টনাশনোঽচিন্ত্যঃ কেশিহা কেশিনাশনঃ। কঙ্কহা কংসহা কংসনাশনো রিপুনাশনঃ॥ যমুনাজলকল্লোলদর্শী হর্ষীপ্রিয়ংবদঃ। স্বচ্ছন্দহারী যমুনাজলহারী সুরপ্রিয়ঃ। লীলাধৃতবপুঃ কেলিকারকো ধরণীধরঃ। গোপ্তা গরিষ্ঠো গতিদো গতিকারী গয়েশ্বরঃ॥ শোভাপ্রিয়ঃ শুভকরো বিপুলশ্রীপ্রতাপনঃ। কেশিদৈত্যহরো দানী দাতা ধর্ম্মার্থসাধনঃ॥ ত্রিসামা ত্রিককুৎসামঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদীপনঃ। সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো বৌদ্ধরূপী জনার্দ্দনঃ॥ দৈত্যারিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পদ্মনাভোচ্যুতোঽসিতঃ। পদ্মাক্ষঃ পদ্মজাকান্তো গরুড়াসনবিগ্রহঃ॥ গারুৎমতধরো ধেনুপালকঃ সুগুপ্তবিগ্রহঃ। আর্ত্তিহা পাপহানেহা ভূতিহা ভূতিবর্দ্ধনঃ॥ বাঞ্ছাকল্পদ্রুমঃ সাক্ষান্মেধাবী গরুড়ধ্বজঃ। নীলঃশ্বেতঃ সিতঃকৃষ্ণো গৌরঃ পীতাম্বরচ্ছদঃ॥ ভক্তার্ত্তিনাশনো গীর্ণঃ শীর্ণোজীর্ণতনুচ্ছদঃ। বলিপ্রিয়ো বলিহরো বলিবন্ধনতৎপরঃ॥ বামনোবামদেবশ্চ দৈত্যারিঃ কঞ্জলোচনঃ। উদীর্ণঃ সর্ব্বতো গোপ্তা যোগগম্যঃ পুরাতনঃ॥ নারায়ণো নরবপুঃ কৃষ্ণার্জ্জুনবপুর্ধরঃ। ত্রিনাভিস্ত্রিবৃতাং সেব্যো যুগাতীতো যুগাত্মকঃ॥ হংসো হংসী হংসবপুর্হংসরূপী কৃপাময়ঃ। হরাত্মকো হরবপুর্হরভাবনতৎপরঃ॥ ধর্ম্মরাগো যমবপুস্ত্রিপুরান্তকবিগ্রহঃ॥ ইন্দ্রযজ্ঞহরো গোবর্দ্ধনধারী গিরাংপতিঃ। যজ্ঞভুগ্‌যজ্ঞকারী চ হিতকারী হিতান্তকঃ॥ অক্রূরবন্দ্যো বিশ্বরুগশ্বাহারী হয়াত্মকঃ। হয়গ্রীবঃ স্মিতমুখো গোপীকান্তোঽরুণধ্বজঃ॥ নিরস্তসাম্যাতিশয়ঃ সর্ব্বাত্মাসর্ব্বখণ্ডনঃ। গোপীপ্রীতিকরো গোপীমনোহারীহরির্হরিঃ। লক্ষ্মণোভরতোরামঃ শত্রুঘ্নোনীলরূপকঃ। হনুমজ্জ্ঞানদাতাচ জানকীবল্লভো গিরিঃ॥ গিরিরূপী

গিরিমখোগিরিযজ্ঞ প্রবর্ত্তকঃ। গিরেরঙ্গধরো গোপগোপীগো-তাপনাশনঃ॥ ভবাব্ধিপোতঃ শুভকৃৎ শুভভুক্ শুভবর্দ্ধনঃ। বরারোহো হরিমুখো মণ্ডুকগতিলালসঃ। নেত্রবদ্ধক্রিয়েৎ গোপ-বালকো বালকো গুনঃ। গুণার্ণবপ্রিয়ো ভূতনাথো ভূতাত্মকশ্চসঃ। ইন্দ্রজিদ্ ভয়দাতা চ যজূষাং পতিরপ্পতিঃ। গীর্ব্বাণবন্দ্যো গীর্ব্বাণ-গতিরিষ্টো গুরুর্গতিঃ॥ চতুর্মুখস্তুতিমুখো ব্রহ্মনারদসেবিতঃ। উমাকান্তধিয়ারাধ্যো গণনাগুণসীমকঃ॥ সীমান্তমার্গো গণিকা-গণমণ্ডলসেবিতঃ। গোপীদৃক্পদ্মমধুপো গোপীদৃঙ্মণ্ডলেশ্বরঃ॥ গোপ্যালিঙ্গনকৃদ্গোপীহৃদয়ানন্দকারকঃ। ময়ূরপুচ্ছশিখরঃ কঙ্কণা-ঙ্গদভূষণঃ॥ স্বর্ণচম্পকসন্দোলঃ স্বর্ণনূপুরভূষণঃ। স্বর্ণতাটঙ্ককর্ণশ্চ স্বর্ণচম্পকভূষিতঃ॥ চূড়াগ্রার্পিতরত্নেন্দ্রসারঃ স্বর্ণাম্বরচ্ছদঃ: আজানু-বাহুঃ সুমুখো জগজ্জননতৎপরঃ॥ বালক্রীড়াতিচপলো ভাণ্ডীর-বননন্দনঃ। মহাশালঃ শ্রুতিমুখোগঙ্গাচরণসেবনঃ॥ গঙ্গাম্বুপাদঃ করজাকরতোয়াজলেশ্বরঃ। গণ্ডকীতীরসম্ভূতো গণ্ডকীজলমর্দ্দনঃ॥ শালগ্রামঃ শালরূপীশশিভূষণভূষণঃ। শশিপাদঃ শশিনখোবরার্হো যুবতীপ্রিয়ঃ॥ প্রেমপ্রদঃ প্রেমলভ্যো ভক্ত্যাতীতো ভবপ্রদঃ। অনন্তশায়ীশবকৃচ্ছয়নো যোগিনীশ্বরঃ॥ পূতনাশকুনিপ্রাণহারকো ভবপালকঃ। সর্ব্বলক্ষণলক্ষণ্যো লক্ষ্মীমান্ লক্ষ্মণাগ্রজঃ॥ সর্ব্বাত্ম-কৃৎসর্ব্বগুহঃ সর্ব্বাতীতোঽসুরান্তকঃ। প্রাতরাশনসম্পূর্ণোধরণীরেণু গুণ্ঠিতঃ। ইজ্যো মহেজ্যঃ সর্ব্বেজ্য ইজ্যরূপীজ্যভোজনঃ। ব্রহ্মা-র্পণপরোনিত্যং ব্রহ্মাগ্নিপ্রীতিলালসঃ॥ মদনো মদনারাধ্যো মনো-মর্থনরূপকঃ। নীলাঞ্চিতাকুঞ্চিতকোবালবৃন্দাবিভূষিতঃ॥ স্তোক-ক্রীড়াপরোনিত্যং স্তোকভোজনতৎপরঃ। ললিতাবিশখাশ্যামলত বন্দিতপাদকঃ॥

শ্রীমতী প্রিয়কারী চ শ্রীমত্যা পাদপূজিতঃ। শ্রীসংসেবিতপাদাব্জো বেণুবাদ্যবিশারদঃ॥ শৃঙ্গবেত্রকরো নিত্যং শৃঙ্গবাদ্যপ্রিয়ঃ সদা। বলরামানুজঃ শ্রীমান্ গজেন্দ্রস্তুতপাদকঃ॥ হলায়ুধঃ পীতবাসা নীলাম্বর পরিচ্ছদঃ। গজেন্দ্রবক্ত্রো হেরম্বো ললনাকুলপালকঃ। রাসক্রীড়াবিনোদশ্চ গোপীনয়নহারকঃ। বলপ্রদো বীতভয়ো ভক্তার্ত্তি পরিনাশনঃ॥ ভক্তপ্রিয়ো ভক্তিদাতা দামোদর ইভস্পৃতিঃ। ইন্দ্রদর্পহরোঽনন্তো নিত্যানন্দশ্চিদাত্মকঃ॥ চৈতন্যরূপশ্চৈতন্যশ্চেতনা গুণবর্জ্জিতঃ। অদ্বৈতাচারনিপুণোদ্বৈতঃ পরমনায়কঃ। শিবভক্তিপ্রদোভক্তো ভক্তানামন্তরাশয়ঃ। বিদ্বত্তমো দুর্গতিহা পুণ্যাত্মা পুণ্যপালকঃ॥ জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ কনিষ্ঠশ্চ নিষ্ঠোঽতিষ্ঠ উমাপতিঃ। সুরেন্দ্রবন্দ্যচরণো গোত্রহা গোত্রবর্জ্জিতঃ॥ নারায়ণপ্রিয়ো নারশায়ী নারদসেবিতঃ। গোপালবালসংসেব্যঃ সদানির্ম্মলমানসঃ॥ মনুমন্ত্রো মন্ত্রপতি র্ধাতা ধামবিবর্জ্জিতঃ। ধরাপ্রদো ধৃতিগুণো যোগীন্দ্রঃ কল্পপাদপঃ। অচিন্ত্যাতিশয়ানন্দরূপী পাণ্ডবপূজিতঃ। শিশুপাল প্রাণহারী দন্তবক্রনিসূদনঃ॥ অনাদিরাদিপুরুষো গোত্রী গাত্রবিবর্জ্জিতঃ। সর্ব্বাপত্তারকো দুর্গো দুষ্টদৈত্যকুলান্তকঃ। নিরন্তরঃ শুচিমুখো নিকুম্ভকুলদীপনঃ। ভানুর্হনুর্দ্ধনুঃ স্থাণুঃ কৃশানুঃ কৃতমূর্দ্ধনুঃ॥ জন্মুর্জন্মাদিরহিতো জাতিগোত্রবিবর্জ্জিতঃ। দাবানল নিহন্তা চ দনুজারির্বকাপহা॥ প্রহ্লাদভক্তো ভক্তেষ্টদাতা দানবগোত্রহা॥ সুরভির্হ্রপো দুগ্ধহারী শৌরিঃ শুচাং হরিঃ॥ যথেষ্টদোঽতিসুলভঃ, সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বতোমুখঃ। দৈত্যারিঃ কৈটভারিশ্চ কংসারিঃ সর্ব্বতাপনঃ॥ দ্বিভুজঃ ষড়্ভুজো হস্তভূর্জো মাতলি সারথিঃ। শেষঃ শেষাধিনাথশ্চ শেষী শেষান্তবিগ্রহঃ॥ কেতুর্ধরিত্রীচারিত্র শ্চতুর্মূর্ত্তিশ্চতুর্গতিঃ। চতুর্দ্ধা চতুরাত্মা চ চতুর্বর্গ-

প্রদায়কঃ॥ কন্দর্পদর্পহারী চ নিত্যঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ। শচীপতি
পতির্নেতা দাতা মোক্ষগুরুর্দ্বিজঃ॥ হৃতস্বনাথোঽনাথস্য নাথঃ
শ্রীগরুড়াসনঃ। শ্রীধরঃ শ্রীকরঃ শ্রেয়ঃ পতির্গতিরপাংপতিঃ॥
অশেষবন্দ্যো গীতাত্মা গীতাগানপরায়ণঃ। গায়ত্রীধামশুভদো
বেদামোদপরায়ণঃ॥ ধনাধিপঃ কুলপতি র্বসুদেবাত্মজোঽরিহা।
অজৈকপাৎ সহস্রাক্ষো নিত্যাত্মা নিত্যবিগ্রহঃ॥ নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ
স্থাণুরজোঽগ্নির্গিরিনায়কঃ। গোনায়কঃ শোকহন্তা কামারিঃ কাম-
দীপনঃ। বিজিতাত্মা বিধেয়াত্মা সোমাত্মা সোমবিগ্রহঃ। গ্রহরূপী
গ্রহাধ্যক্ষো গ্রহমর্দ্দনকারকঃ॥ বখানসঃ পুণ্যজনো জগদাদি র্জগৎ-
পতিঃ। নীলেন্দীবরভো নীলবপুঃ কামাঙ্গনাশনঃ॥ কামবীজান্বিতঃ
স্থূলঃ কৃশঃ কৃশতনুর্নিজঃ। নৈগমেয়োঽগ্নিপুত্রশ্চ ষাণ্মাতুর উমা-
পতিঃ॥ শুকবেশাধ্যক্ষশ্চ তথা নকুলনাশনঃ। সিংহোহরীন্দ্রঃ
কেশীন্দ্রহন্তা তাপনিবারণঃ॥ গিরীন্দ্রজা পাদসেব্যঃ সদা নির্ম্মল-
মানসঃ। সদাশিবপ্রিয়ো দেবঃ শিবঃ সর্ব্বউমাপতিঃ॥ শিবভক্তো
গিরামাদিঃ শিবারাধ্যো জগদ্গুরুঃ। শিবপ্রিয়ো নীলকণ্ঠঃ শিতি-
কণ্ঠউষাপতিঃ॥ প্রদ্যুম্নপুত্রো নিশঠঃ শঠঃ শঠধনাপহা। ধূপপ্রিয়ো
ধূপদাতা গুগ্গুল গুরুধূপিতঃ॥ নীলাম্বরঃ পীতবাসা রক্তশ্বেত পরি-
চ্ছদঃ, নিশাপতির্দিবানাথো দেবব্রাহ্মণপালকঃ॥ উমাপ্রিয়ো
যোগিমনোহারীহারবিভূষিতঃ। খগেন্দ্রবন্দ্যপাদাব্জঃ সেবাতপপরা-
ঙ্মুখঃ॥ পরার্থদোঽপরপতিঃ পরাৎপরতরো গুরুঃ। সেবাপ্রিয়ো
নির্গুণশ্চ সগুণঃ শ্রুতিসুন্দরঃ॥ দেবাধিদেবো দেবেশো দেবপূজ্যো
দিশাপতিঃ। দিবঃ পতির্বৃহদ্ভানুঃ সেবিতোঽভিমতদায়কঃ। গোতমা-
শ্রমবাসী চ গোতম শ্রীনিষেবিতঃ। রক্তাম্বরধরো দিব্যো দেবী
পাদাব্জপূজিতঃ। সেবিতার্থপ্রদাতা চ সেবা সেব্য গিরীন্দ্রজঃ॥

ধাতুর্মনো বিহারী চ বিধাতা ধাতুরুত্তমঃ॥ অজ্ঞানহন্তা জ্ঞানেন্দ্র-বন্দ্যো বন্দ্যধনাধিপঃ। অপাং পতি র্জলনিধি র্ধরাপতিরশেষকঃ॥ দেবেন্দ্রবন্দ্যো লোকাত্মা ত্রিলোকাত্মা ত্রিলোকপাৎ। গোপাল-দায়কো গন্ধপ্রদো গুহ্যকসেবিতঃ॥ নির্গুণঃ পুরুষাতীতঃ প্রকৃতেঃ পরউজ্জ্বলঃ। কার্ত্তিকেয়োঽমৃতাহর্ত্তা নাগারি র্নাগহারকঃ। নাগেন্দ্র-শায়ী ধরণীপতিরাদিত্যরূপকঃ। যশস্বী বিগতাশী চ কুরুক্ষেত্রা-ধিপঃ শশী॥ শশকারিঃ শুভাচারো গীর্ব্বাণগণসেবিতঃ। গতি-প্রদো নরসখঃ শীতলাত্মা যশঃপতিঃ॥ বিজিতারি র্গণাধ্যক্ষো যোগাত্মা যোগপালকঃ। দেবেন্দ্র সেব্যো দেবেন্দ্রপাপহারী যশো-ধনঃ॥ অকিঞ্চনধনঃ শ্রীমানমেয়াত্মা মহাদ্রিধৃক্। মহাপ্রলয়কারী চ শচীসুতঃ জয়প্রদঃ॥ জনেশ্বরঃ সর্ব্ববিধিরূপী ব্রাহ্মণপালকঃ। সিংহাসননিবাসী চ চেতনারহিতঃ শিবঃ॥ শিবপ্রদো দক্ষযশহন্তা ভৃগুনিবারকঃ। বীরভদ্রভয়াবর্ত্তঃ কালঃ পরমনির্গুণঃ॥ উদূ-খলনিবদ্ধশ্চ শোকাত্মা শোকনাশনঃ। আত্মযোনিঃ স্বয়ং জাতো বৈশ্বানঃ পাপহারকঃ॥ কীর্ত্তিপ্রদঃ কীর্ত্তিদাতা গজেন্দ্রভুজপূজিতঃ। সর্ব্বান্তরাত্মা সর্ব্বাত্মা মোক্ষরূপী নিরায়ুধঃ॥ উদ্ধবজ্ঞানদাতা চ যমলার্জ্জুনভঞ্জনঃ॥

ইতি শ্রীবালকৃষ্ণসহস্রনাম সম্পূর্ণ।

যঃ পঠেৎ পাঠয়েদ্বাপি শৃণুয়াৎ শ্রাবয়ীত বা। কিম্ফলং লভতে দেবি, বক্তুং নাস্তি মম প্রিয়ে। দ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যাং বা সপ্তম্যাং রবিবাসরে। পক্ষদ্বয়ে চ সম্প্রাপ্য হরিবাসর মেবচ॥ য পঠেৎ শৃণুয়াদ্বাপি নক্সসুন্তস্ত বিদ্যতে॥ সত্যং সত্যং মহেশানি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ। একাদশ্যাং শুচিভূর্ত্বা সেব্যা ভক্তির্হরে শুভা।

শ্রুত্বা নামসহস্রাণি নরো মুচ্যেত পাতকাৎ ॥ নাতঃ পরতরং স্তোত্রং নাতঃ পরতরো মন্ত্রঃ। নাতঃ পরতরো দেবো যুগেষ্বপি চতুর্ষ্বপি ॥ হরিভক্তেঃ পরা নাস্তি মোক্ষশ্রেণী নগেন্দ্রজে। বৈষ্ণবেভ্যঃ পরং নাস্তি প্রাণেভ্যোহপি প্রিয়া মম ॥ বৈষ্ণবেষু চ সঙ্গো মে সদা ভবতু সুন্দরি। যস্তবংশে কচিদ্দৈবাৎ বৈষ্ণবো রাগবর্জ্জিতঃ ॥ ভবেত্তদ্বংশকে যে যে পূর্ব্বেস্যুঃ পিতরস্তথা। ভবন্তি নির্ম্মলাস্তেহি যান্তি নির্ব্বাণতাং হরেঃ ॥ বহুনা কিমিহোক্তেন বৈষ্ণবানাস্তু দর্শনাৎ। নির্ম্মলাঃ পাপরহিতাঃ পাপিনঃ স্যু র্ন সংশয়ঃ ॥ কলৌ বালেশ্বরো দেবঃ কলৌ গঙ্গৈব কেবলা। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

শ্রীবালকৃষ্ণস্য সহস্রনাম্নঃ, স্তোত্রস্য কল্পাখ্যসুরদ্রুমস্য। ব্যাসো বদত্যখিলশাস্ত্রনির্দ্দেশকর্ত্তা শৃণ্বন্ শুকং মুনিগণেষু সুরর্ষিবর্য্যঃ ॥ পুরামহর্ষয়ঃ সর্ব্বে নারদং দণ্ডকে বনে। জিজ্ঞাসন্তি স্বভক্ত্যা চ গোপালস্য পরাত্মনঃ ॥ নাম্নঃ সহস্রং পরমং শৃণু দেবি সমাসতঃ। শ্রুত্বা শ্রীবালকৃষ্ণস্য নাম্নঃ সাহস্রকং প্রিয়ে ॥ ব্যপৈতি সর্ব্বপাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ। কলৌ বালেশ্বরো দেবঃ কলৌ বৃন্দাবনং বনং। কলৌ গঙ্গা মুক্তিদাত্রী কলৌ গীতা পরাগতিঃ ॥ নাস্তি যজ্ঞাদি কার্য্যাণি হরের্নামৈব কেবলং। কলৌ বিমুক্তয়ে নৃণাং নাস্ত্যেব গতি অন্যথা ॥

অস্য শ্রীবালকৃষ্ণস্য সহস্রনামস্তোত্রস্য নারদঋষিঃ, শ্রীবালকৃষ্ণো দেবতা, পুরুষার্থসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রধৃত শ্রীবালকৃষ্ণসহস্রনাম সম্পূর্ণ।
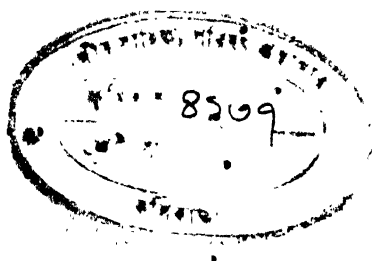
শ্রীশ্রী

রাধিকা সহস্রনাম।

মহাদেবোক্ত শ্রীশ্রীরাধিকাসহস্রনাম মাহাত্ম্য।

যঃ পঠেৎ পাঠয়েদ্বাপি তস্য তুষ্যতি মাধবঃ॥ কিং তস্য যমুনাভির্বা নদীভিঃ সর্ব্বতঃ প্রিয়ে। কুরুক্ষেত্রাদিতীর্থে চ যস্য তুষ্টো জনার্দ্দনঃ॥ স্তোত্রস্যাস্য প্রসাদেন কিং ন সিদ্ধতি ভূতলে। ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চ্চাস্যা ক্ষত্রিয়া জগতীপতিঃ॥ বৈশ্যো নিধিপতি র্ভূয়াৎ শূদ্রো মুচ্যেত জন্মতঃ। রাধানামসহস্রস্য সমানং নাস্তি ভূতলে॥ স্বর্গে বাপ্যথ পাতালে গিরৌ বা জলতোঽপি বা। নাতঃ পরং স্তবং স্তোত্রং তীর্থং নাতঃ পরং পরং। একাদশ্যাং শুচি র্ভূত্বা যঃ পঠেৎ সুসমাহিতঃ। তস্য সর্ব্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাচ্ছৃণুয়াদ্বা সুশোভনে। দ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যাং বা তুলসীসন্নিধৌ শিবে। যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদ্বাপি তস্য তত্তৎ ফলং শৃণু॥ অশ্বমেধং রাজসূয়ং বার্হস্পত্যং তথাত্রিকং। অতিরাত্রং বাজপেয়মগ্নিষ্টোমং তথা শুভং॥ কৃত্বা যৎ ফলমাপ্নোতি শ্রুত্বা তৎফলমাপ্নুয়াৎ। কার্ত্তিকে চাষ্টমীং প্রাপ্য পঠেদ্বা শৃণুয়াদপি॥ সহস্রযুগ কল্পান্তং বৈকুণ্ঠ-বসতিং লভেৎ। ততশ্চ ব্রহ্মভবনে শিবস্য ভবনে পুনঃ॥ সুরাধিনাথ ভবনে পুনর্যাতি সলোকতাং॥ গঙ্গাতীরং সমাসাদ্য যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদপি। বিষ্ণোঃ সারূপ্য মায়াতি সত্যং সত্যং সুরেশ্বরি। মম বক্ত্রগিরে র্জাতা পার্ব্বতীবদনাশ্রিতা॥ রাধানাম সহস্রাখ্যা নদী ত্রৈলোক্যপাবনী। পঠ্যতেহি ময়া নিত্যং ভক্ত্যা শক্ত্যা যথোচিতং॥ মম প্রাণ সমং হ্যেতৎ তব প্রীত্যা প্রকাশিতং। নাভক্তায় প্রদাতব্যং পাষণ্ডায় কদাচন। নাস্তিকায় বিরাগায় রাগযুক্তায় সুন্দরি। তথাদেয়ং মহাস্তোত্রং হরিভক্তায় শঙ্করি। বৈষ্ণবেষু যথাশক্তি দাত্রে পুণ্যার্থশালিনে॥ রাধানাম সুধাবারি মম বক্ত্রসুধাম্বুধেঃ। উদ্ধৃতাঽসৌ ত্বয়া যত্নাৎ যতঃ ত্বং বৈষ্ণবাগ্রণীঃ॥ বিশুদ্ধসত্ত্বায় যথার্থবাদিনে দ্বিজস্য সেবা নিরতায়মন্ত্রিণে। দাত্রে যথাশক্তি সুভক্তমানসে রাধাপদধ্যান পরায় শোভনে॥ হরি পাদাব্জ মধুপমনোভূতায় মানসে। রাধাপাদ সুধাস্বাদশালিনে বৈষ্ণবায় চ। দদ্যাৎ স্তোত্রং মহাপুণ্যং হরিভক্তিপ্রসাধনং। জন্মান্তরং ন পশ্যন্তি রাধাকৃষ্ণ পদার্থিনঃ॥ কৃষ্ণপ্রাণা বৈষ্ণবা হি তেষাং রক্ষার্থ মেব হি। শূলং ময়া ধার্য্যতে হি নান্যথা মৈত্রকারণং। হরিভক্তি দ্বিষামর্থে শূলং সন্ধার্য্যতে ময়া। শৃণু দেবি যথার্থং মে গর্দ্দিতং ত্বয়ি সুব্রতে।

শ্রীশ্রীরাধিকাসহস্রনাম্‌।

শ্রীরাধা রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা কৃষ্ণসংযুতা। বৃন্দাবনেশ্বরী কৃষ্ণ-প্রিয়া মদনমোহিনী। শ্রীমতী কৃষ্ণকান্তা চ কৃষ্ণানন্দপ্রদায়িনী॥ যশস্বিনী যশোগম্যা যশোদানন্দবল্লভা। দামোদরপ্রিয়া গোপী-গোপানন্দকরী তথা॥ কৃষ্ণাঙ্গবাসিনী হৃদ্যা হরিকান্তা হরি-প্রিয়া। প্রধানগোপিকা গোপকন্যা ত্রৈলোক্যসুন্দরী॥ বৃন্দাবন-বিহারী চ বিকাশিতমুখাম্বুজা। গোকুলানন্দকর্ত্রী চ গোকুলানন্দ দায়িনী॥ গতিপ্রদা গীতগম্যা গমনাগমনপ্রিয়া। বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুকান্তা বিষ্ণোরঙ্গ নিবাসিনী॥ যশোদানন্দপত্নী চ যশোদা-নন্দগেহিনী। কামারিকান্তা কামেশী কামলালসবিগ্রহা॥ জয়-প্রদা জয়া জীবা জীবানন্দপ্রদায়িনী। নন্দনন্দনপত্নী চ বৃষভানু-সুতা শিবা॥ গণাধ্যক্ষা গবাধ্যক্ষা গবাং গতিরনুত্তমা। কাঞ্চনাভা হেমগাত্রা কাঞ্চনাঙ্গদধারিণী॥ অশোকা শোকরহিতা বিশোকা শোকনাশিনী। গায়ত্রী বেদমাতা চ বেদাতীতা বিদুত্তমা॥ নীতিশাস্ত্রপ্রিয়া নীতিগতি র্মতিরভীষ্টদা। বেদপ্রিয়া বেদগর্ভা বেদমার্গ প্রবর্দ্ধিনী॥ বেদগম্যা বেদপরা বিচিত্রকনকোজ্জ্বলা। তথোজ্জ্বলপ্রদা নিত্যা তথৈবোজ্জ্বলগাত্রিকা॥ নন্দপ্রিয়া নন্দ-সুতারাধ্যাহনন্দপ্রদা শুভা। শুভাঙ্গী বিমলাঙ্গী চ বিলাসিন্যপরা-জিতা॥ জননী জন্মশূন্যা চ জন্ম মৃত্যুজরাপহা। গতির্গতিমতাং ধাত্রী ধাত্র্যানন্দ প্রদায়িনী॥ জগন্নাথপ্রিয়া শৈলবাসিনী হেম-সুন্দরী॥ কিশোরী কমলা পদ্মা পদ্মহস্তা পয়োদদা॥ পয়-

স্বিনী পয়োদাত্রী পবিত্রা সর্ব্বমঙ্গলা। মহাজীবপ্রদা কৃষ্ণ-কান্তা কমলসুন্দরী॥ বিচিত্রবাসিনী চিত্রবাসিনী চিত্ররূপিণী। নির্গুণা সুকুলীনা চ নিষ্কুলীনা নিরাকুলা॥ গোকুলান্তরগেহা চ যোগানন্দকরী তথা। বেণুবাদ্যা বেণুরতি র্বেণুবাদ্যপরায়ণা॥ গোপালস্যপ্রিয়া সৌম্যরূপা সৌম্যকুলোদ্বহা। মোহাঽমোহা বিমোহা চ গতিনিষ্ঠা গতিপ্রদা॥ গীর্ব্বাণবন্দ্যা গীর্ব্বাণা গীর্ব্বাণগণ সেবিতা। ললিতা চ বিশোকা চ বিশাখা চিত্রমালিনী॥ জিতে-ন্দ্রিয়া শুদ্ধসত্বা কুলীনা কুলদীপিকা। দীপপ্রিয়া দীপদাত্রী বিমলা বিমলোদকা॥ কান্তারবাসিনী কৃষ্ণা কৃষ্ণচন্দ্র প্রিয়া মতিঃ। অনু-ত্তরা দুঃখহন্ত্রী দুঃখকর্ত্রী কুলোদ্বহা॥ মতি র্লক্ষ্মীর্ধৃতির্লজ্জা কান্তিঃ পুষ্টিঃ স্মৃতিঃ ক্ষমা। ক্ষীরোদশায়িনী দেবী দেবারিকুলমর্দ্দিনী॥ বৈষ্ণবী চ মহালক্ষ্মীঃ কুলপূজ্যা কুলপ্রিয়া। সংহর্ত্রী সর্ব্বদৈত্যানাং সাবিত্রী বেদগামিনী॥ বেদাতীতা নিরালম্বা নিরালম্বগণপ্রিয়া। নিরালম্বজনৈঃ পূজ্যা নিরালোকা নিরাশ্রয়া॥ একাঙ্গা সর্ব্বগা সেব্যা ব্রহ্মপত্নী সরস্বতী। রাসপ্রিয়া রাসগম্যা রাসাধিষ্ঠাতৃদেবতা॥ রসিকা রসিকানন্দা স্বয়ং রাসেশ্বরী পরা। রাসমণ্ডলমধ্যস্থা রাসমণ্ডলশোভিতা॥ রাসমণ্ডলসেব্যা চ রাসক্রীড়ামনোহরা। পুণ্ডরীকাক্ষনিলয়া পুণ্ডরীকাক্ষগেহিনী॥ পুণ্ডরীকাক্ষ সেব্যা চ পুণ্ডরীকাক্ষবল্লভা। সর্ব্বজীবেশ্বরী সর্ব্বজীববন্দ্যা পরাৎপরা॥ প্রকৃতিঃ শম্ভুকান্তা চ সদাশিব মনোহরা। ক্ষুৎপিপাসা দয়া নিদ্রা ভ্রান্তিঃ শ্রান্তিঃ ক্ষমাকুলা॥ বধূরূপা গোপপত্নী ভারতীসিদ্ধ-যোগিনী। সত্যরূপা নিত্যরূপা নিত্যাঙ্গী নিত্যগেহিনী॥ স্থান-দাত্রী তথা ধাত্রী মহালক্ষ্মীঃ স্বয়ংপ্রভা। সিন্ধুকন্যা স্থানদাত্রী দ্বারকাবাসিনী তথা॥ বুদ্ধিঃ স্থিতিঃ স্থানরূপা সর্ব্বকারণকারণা।

ভুক্তিপ্রিয়া উক্তগম্যা ভক্তানন্দপ্রদায়িনী ॥ ভক্তকল্পদ্রুমাতীতা তথাতীতগুণা তথা। মনোধিষ্ঠাতৃদেবী চ কৃষ্ণপ্রেমপরায়ণা ॥ নিরাময়া সৌম্যদাত্রী তথা মদনমোহনী। একাহনংশা শিবা ক্ষেমা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী ॥ ঈশ্বরী সর্ব্ববন্দ্যা চ গোপনীয়া শুভঙ্করী। পালিনী সর্ব্বভূতানাং তথাকামাঙ্গহারিণী ॥ সদ্যোমুক্তিপ্রদাদেবী বেদসারা পরাৎপরা। হিমালয়সুতা সর্ব্বা পার্ব্বতী গিরিজা সতী ॥ দক্ষকন্যা দেবমাতা মন্দলজ্জা হরেস্তনুঃ। বৃন্দারণ্যপ্রিয়া বৃন্দা বৃন্দাবনবিলাসিনী ॥ বিলাসিনী বৈষ্ণবী চ ব্রহ্মলোকপ্রতিষ্ঠিতা। রুক্মিণী রেবতী সত্যভামা জাম্ববতী তথা। সুলক্ষণা মিত্রবিন্দা কালিন্দী জহ্নুকন্যকা। পরিপূর্ণা পূর্ণতরা তথা হৈমবতী গতিঃ ॥ অপূর্ব্বা ব্রহ্মরূপা চ ব্রহ্মাণ্ডপরিপালিনী। ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডমধ্যস্থা ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডরূপিণী ॥ অণ্ডরূপাহণ্ডমধ্যস্থা তথাণ্ডপরিপালিনী। অণ্ডবাহ্যাহণ্ডসংহর্ত্রী শিবব্রহ্মহরিপ্রিয়া ॥ মহাবিষ্ণুপ্রিয়া কল্পবৃক্ষরূপা নিরন্তরা। সারভূতা স্থিরা গৌরী গৌরাঙ্গী শশিশেখরা ॥ শ্বেতচম্পকবর্ণাভা শশিকোটীসমপ্রভা। মালতীমাল্যভূষাঢ্যা মালতী মাল্যধারিণী। কৃষ্ণস্তুতা কৃষ্ণকান্তা বৃন্দাবনবিলাসিনী ॥ তুলস্যধিষ্ঠাতৃদেবী সংসারার্ণবপারদা। সারদাহহারদাহম্ভোদা যশোদাগোপনন্দিনী। অতীতগমনা গৌরী পরানুগ্রহকারিণী ॥ করুণার্ণবসম্পূর্ণা করুণার্ণবধারিণী। মাধবী মাধবমনোহারিণী শ্যামবল্লভা ॥ অন্ধকারভয়ধ্বস্তা মঙ্গল্যা মঙ্গলপ্রদা। শ্রীগর্ভা শ্রীপ্রদা শ্রীশা শ্রীনিবাসাহচ্যুতপ্রিয়া ॥ শ্রীরূপা শ্রীহরা শ্রীদা শ্রীকামা শ্রীস্বরূপিণী শ্রীদামানন্দদাত্রী চ শ্রীদামেশ্বরবল্লভা ॥ শ্রীনিতম্বা শ্রীগণেশা শ্রীস্বরূপাশ্রিতা শ্রুতিঃ। শ্রীক্রিয়া রূপিণী শ্রীলা শ্রীকৃষ্ণভজনান্বিতা ॥ শ্রীরাধা শ্রীমতী শ্রেষ্ঠা শ্রেষ্ঠরূপা

শ্রুতিপ্রিয়া। যোগেশা যোগমাতা চ যোগাতীতা যুগপ্রিয়া॥ যোগপ্রিয়া যোগগম্যা যোগিনীগণবন্দিতা। জবাকুসুমসঙ্কাশা দাড়িমী কুসুমোপমা॥ নীলাম্বরধরা ধীরা ধৈর্য্যরূপধরা ধৃতিঃ। রত্নসিংহাসনস্থা চ রত্নকুণ্ডলভূষিতা॥ রত্নালঙ্কারসংযুক্তা রত্নমাল্যধরা পরা। রত্নেন্দ্রসারহারাঢ্যা রত্নমালাবিভূষিতা॥ ইন্দ্রনীলমণিন্যস্তা পাদপদ্মশুভা শুচিঃ। কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী চ অমাবস্যা ভয়াপহা॥ গোবিন্দরাজগৃহিণী গোবিন্দগণপূজিতা। বৈকুণ্ঠনাথগৃহিণী বৈকুণ্ঠপরমালয়া। বৈকুণ্ঠদেবদেবাঢ্যা তথা বৈকুণ্ঠসুন্দরী। মদালসা বেদবতী সীতা সাধ্বী পতিব্রতা॥ অন্নপূর্ণা সদানন্দরূপা কৈবল্যসুন্দরী। কৈবল্যদায়িনী শ্রেষ্ঠা গোপীনাথমনোহরা॥ গোপীনাথেশ্বরী চণ্ডী নায়িকানয়নান্বিতা। নায়িকা নায়কপ্রীতা নায়কানন্দরূপিনী॥ শেষা শেষবতী শেষরূপিণী জগদম্বিকা। গোপালপালিকা মায়া জায়াহনন্দপ্রদা তথা॥ কুমারী যৌবনানন্দা যুবতী গোপসুন্দরী। গোপমাতা জানকী চ জনকানন্দকারিণী॥ কৈলাসবাসিনী রম্ভা বৈরাগ্যকুলদীপিকা। কমলাকান্তগৃহিণী কমলা কমলালয়া॥ ত্রৈলোক্যমাতা জগতামধিষ্ঠাত্রী প্রিয়াহম্বিকা। হরকান্তা হররতা হরানন্দপ্রদায়িনী॥ হরপত্নী হরপ্রীতা হরতোষণতৎপরা। হরেশ্বরী রামরতা রামা রামেশ্বরী রমা॥ শ্যামলা চিত্রলেখা চ তথা ভুবনমোহিনী। সুগোপী গোপবণিতা গোপরাজ্যপ্রদা শুভা॥ অঙ্গাবপূর্ণা মাহেয়ী মৎস্যরাজসুতাসতী। কৌমারী নারসিংহী চ বারাহী নবদুর্গিকা॥ চঞ্চলাচঞ্চলামোদা নারী ভুবনসুন্দরী। দক্ষযজ্ঞহরা দাক্ষী দক্ষকন্যা সুলোচনা॥ রতিরূপা রতিপ্রীতা রতিশ্রেষ্ঠা রতিপ্রদা। রতির্লক্ষণগেহস্থা বিরজা ভুবনেশ্বরী॥ শঙ্কাস্পদা হরের্জায়া জামাতৃকুলবন্দিতা।

বকুলা বকুলামোদধারিণী যমুনা জয়া॥ বিজয়া জয়পত্নী চ যমলা-র্জ্জুনভঞ্জিনী। বক্রেশ্বরী বক্ররূপা বক্রবীক্ষণবীক্ষিতা॥ অপরা-জিতা জগন্নাথা জগন্নাথেশ্বরী যতিঃ॥ খেচরী খেচরস্তুতা খেচরত্ব প্রদায়িনী॥ বিষ্ণু বক্ষঃস্থলস্থা চ বিষ্ণুভাবনতৎপরা। চন্দ্র-কোটীসুগাত্রী চ চন্দ্রানন মনোহরা॥ সেবা সেব্যা শিবা ক্ষেমা তথা ক্ষেমঙ্করা বধূঃ॥ যাদবেন্দ্রবধূঃ সেব্যা শিবভক্তা শিবান্বিতা॥ কেবলা নিষ্কলা সূক্ষ্মা মহাভীমাঽভয়প্রদা। জীমূতরূপা জৈমূতী জিতামিত্র প্রমোদিনী॥ গোপালবণিতা নন্দা কুলজেন্দ্রনিবাসিনী। জয়ন্তী যমুনাঙ্গী চ যমুনাতোষকারিণী॥ কলিকল্মষভঙ্গা চ কলি-কল্মষনাশিনী। কলিকল্মষরূপা চ নিত্যানন্দকরী কৃপা॥ কৃপা-বতী কুলবতী কৈলাসাচলবাসিনী। বামদেবী বামভাগা গোবিন্দ প্রিয়কারিণী॥ নরেন্দ্রকন্যা যোগেশী যোগিনী যোগরূপিণী। যোগসিদ্ধা সিদ্ধরূপা সিদ্ধিক্ষেত্র নিবাসিনী॥ ক্ষেত্রাধিষ্ঠাতৃরূপা চ ক্ষেত্রাতীতা কুলপ্রদা। কেশবানন্দদাত্রী চ কেশবানন্দদায়িনী॥ কেশবা কেশবপ্রীতা কেশবী কেশবপ্রিয়া। রাসক্রীড়াকরী রাস-বাসিনী রাসসুন্দরী॥ গোকুলান্বিতদেহা চ গোকুলত্বপ্রদায়িনী। লবঙ্গ নাম্নী নারঙ্গী নারঙ্গ কুলমণ্ডনা॥ এলালবঙ্গ কর্পূর মুখবাস মুখান্বিতা। মুখ্যা মুখ্যপ্রদা মুখ্যরূপা মুখ্যনিবাসিনী॥ নারায়ণী কৃপাতীতা করুণাময়কারিণী। কারুণ্যা করুণা কর্ণা গোকর্ণানাগ কর্ণিকা॥ সর্পিনী কৌলিনী ক্ষেত্রবাসিনী জগদন্বয়া। জটীলা কুটিলা নীলা নীলাম্বরধরা শুভা। নীলাম্বর বিধাত্রী চ নীলকণ্ঠ-প্রিয়া তথা। ভগিনী ভাগিনী ভোগ্যা কৃষ্ণভোগ্যা ভগেশ্বরী॥ বলেশ্বরী বলারাধ্যা কান্তা কান্ত নিতম্বিনী। নিতম্বিনী রূপবতী যুবতী কৃষ্ণপীবরী॥ বিভাবরী বেত্রবতী শঙ্কটা কুটিলালকা। নারা-

ম্বণপ্রিয়া শৈলা স্বক্কণী পরিমোহিতা ॥ দৃক্‌পাত মোহিতা প্রাত-রাশিনী নবনীতিকা। নবীনা নবনারী চ নারঙ্গফলশোভিতা। হৈমীহেমমুখী চন্দ্রমুখী শশি সুশোভনা। অর্দ্ধচন্দ্রধরা চন্দ্রবল্লভা রোহিণী তমিঃ ॥ তিমিঙ্গিল কুলামোদ মৎস্যরূপাহঙ্গ হারিণী। কারণী সর্ব্বভূতানাং কার্য্যাতীতা কিশোরিণী ॥ কিশোর বল্লভা কেশকারিকা কামকারিকা। কামেশ্বরী কামকলা কালিন্দী কুলদীপিকা ॥ কালিন্দ তনয়াতীরবাসিনী তীর গেহিনী। কাদম্বরী পানপরা কুসুমামোদধারিণী ॥ কুমুদা কুমুদানন্দা কৃষ্ণেশী কামবল্লভা। তর্কালী বৈজয়ন্তী চ নিম্বদাড়িম্বরূপিণী ॥ বিল্ববৃক্ষ-প্রিয়া কৃষ্ণাম্বরা বিল্বোপমস্তনী। বিল্বাত্মিকা বিল্ববপু বিল্ববৃক্ষ নিবাসিনী ॥ তুলসীতোষিকা তৈতিলানন্দ পরিতোষিকা। গজ-মুক্তা মহামুক্তা মহা মুক্তি ফলপ্রদা ॥ অনঙ্গ মোহিনী শক্তিরূপা শক্তি স্বরূপিণী। পঞ্চশক্তি স্বরূপা চ শৈশবানন্দকারিণী ॥ গজেন্দ্র গামিনী শ্যামলতাহনঙ্গলতা তথা। যোষিৎশক্তি স্বরূপা চ যোষিদা-নন্দকারিণী ॥ প্রেমপ্রিয়া প্রেমরূপা প্রেমানন্দ তরঙ্গিণী। প্রেমহারা প্রেমদাত্রী প্রেমশক্তিময়ী তথা ॥ কৃষ্ণ প্রেমবতী ধন্যা কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী। প্রেমভক্তিপ্রদা প্রেমা প্রেমানন্দ তরঙ্গিণী ॥ প্রেমক্রীড়াপরীতাঙ্গী প্রেমভক্তিতরঙ্গিণী। প্রেমার্থ দায়িনী সর্ব্বশ্বেতা নিত্য তরঙ্গিণী ॥ হাবভাবান্বিতা রৌদ্রা রুদ্রা-নন্দ প্রকাশিণী। কপিলা শৃঙ্খলা কেশপাশ সম্বন্ধিনী ঘটী ॥ কুটীরবাসিনী ধূম্রা ধূম্রকেশা জলোদরী। ব্রহ্মাণ্ড গোচরা ব্রহ্ম-রূপিণী ভবভাবিনী ॥ সংসার নাশিনী শৈবা শৈবলানন্দদায়িনী। শিশিরা হেমরাগাঢ্যা মেঘরূপাহতি সুন্দরী ॥ মনোরমা বেগবতী বেগাঢ্যা বেদবাদিনী। দয়ান্বিতা দয়াধারা দয়ারূপা সুসেবিনী ॥

কিশোরসঙ্গসংসর্গা গৌরচন্দ্রাননা কলা। কলাবিনাথবদনা কলানাথাধিরোহিণী॥ বিরাগকুশলা হেমপিঙ্গলা হেমমণ্ডনা। ভাণ্ডীর তালবনগা কৈবর্ত্তী পীবরী শুকী॥ শুকদেবগুণাতীতা শুকদেবপ্রিয়াসখী। বিকলোৎকর্ষিণী কোষা কৌবেয়াম্বরধারিণী॥ কোষাবরী কোষরূপা জগদুৎপত্তিকারিকা। সৃষ্টি স্থিতিকরী সংহারিণী সংহারকারিণী॥ কেশশৈবলধাত্রী চ চন্দ্রগাত্রা সুকোমলা। পদ্মাঙ্গরাগ সংরাগা বিন্ধ্যাদ্রি পরিবাসিনী॥ বিন্ধ্যালয়া শ্যামসখী সখী সংসাররাগিণী। ভূতা ভবিষ্যা ভব্যা চ ভব্যগাত্রা ভবাতিগা॥ ভবনাশান্তকারিণ্যা কাশরূপা সুবেশিনী। রতিরঙ্গ পরিত্যাগা রতিবেগা রতিপ্রদা॥ তেজস্বিনী তেজরূপা কৈবল্যপথদা শুভা। ভক্তিহেতু মুক্তিহেতু লঙ্ঘিনী লঙ্ঘনক্ষমা॥ বিশালনেত্রা বৈশালী বিশালকুলসম্ভবা। বিশালগৃহবাসা চ বিশালবদরী রতিঃ॥ ভক্ত্যাতীতা ভক্তিগতি র্ভক্তিকা শিবভক্তিদা। শিবশক্তিস্বরূপা চ শিবার্দ্ধাঙ্গবিহারিণী॥ শিরীষকুসুমামোদা শিরীষকুসুমোজ্জ্বলা। শিরীষমৃদ্বী শৈরীষী শিরীষকুসুমাকৃতিঃ॥ বামাঙ্গহারিণী বিষ্ণোঃ শিবভক্তি সুখান্বিতা। বিজিতা বিজিতামোদা গগণা গণতোষিতা॥ হয়াস্যা হেরম্বসুতা গণমাতা সুখেশ্বরী। দুঃখহন্ত্রী দুঃখহরা সেবিতেপ্সিত সর্ব্বদা॥ সর্ব্বজ্ঞত্ব বিধাত্রী চ কুলক্ষেত্রনিবাসিনী। লবঙ্গা পাণ্ডবসখী সখীমধ্যনিবাসিনী॥ গ্রাম্যাগীতা গয়া গম্যা গমনা তীর্থনির্ভরা। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী গঙ্গা গঙ্গাজলময়ী তথা॥ গঙ্গেরিতা পূতগাত্রা পবিত্রকুলদীপিকা। পবিত্রগুণশীলাঢ্যা পবিত্রানন্দদায়িনী॥ পবিত্রগুণসীমাঢ্যা পবিত্রকুলদীপনী। কল্পমাত্রা কংসহরা বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী॥ গোবর্দ্ধনেশ্বরী গোবর্দ্ধনহাস্যা হয়াকৃতিঃ। মীনাবতারা মীনেশী গগণেশী হয়া গজী॥ হরিণীহারিণী

হাবধারিণী কনকাকৃতিঃ। বিদ্যুৎপ্রভা বিপ্রমাতা গোপমাতা গয়েশ্বরী॥ গবেশ্বরী গবেশী চ গবীশী গতিবাসিনী। গতিজ্ঞা গীতকুশলা দনুজেন্দ্রনিবারিণী॥ নির্ব্বাণধাত্রী নৈর্ব্বাণী হেতুযুক্তা গয়োত্তরা। পর্ব্বতাধিনিবাসা চ নিবাসকুশলা তথা॥ সন্ন্যাসধর্ম্মকুশলা সন্ন্যাসেশী শরন্মুখী। শরচ্চন্দ্রমুখী শ্যামহারা ক্ষেত্রনিবাসিনী॥ বসন্তরাগ সংরাগা বসন্তবসনাকৃতিঃ। চতুর্ভুজা ষড়্ভুজা চ দ্বিভুজা গৌরবিগ্রহা। সহস্রাস্যা বিহাস্যা চ মুদ্রাস্যা মুদদায়িনী। প্রাণপ্রিয়া প্রাণরূপা প্রাণরূপিণ্যপাবৃতা॥ কৃষ্ণপ্রীতা কৃষ্ণরতা কৃষ্ণতোষণ তৎপরা। কৃষ্ণপ্রেমরতা কৃষ্ণভক্তা ভক্তফলপ্রদা॥ কৃষ্ণপ্রেমা প্রেমভক্তা হরিভক্তিপ্রদায়িণী। চৈতন্যরূপা চৈতন্যপ্রিয়া চৈতন্যরূপিণী॥ উগ্ররূপা শিবক্রোড়া কৃষ্ণক্রোড়া জলোদরা। মহোদরী মহাদুর্গকান্তারসুস্থবাসিনী॥ চন্দ্রাবলী চন্দ্রকেশী চন্দ্রপ্রেমতরঙ্গিণী। সমুদ্রমথনোদ্ভূতা সমুদ্রজলবাসিনী॥ সমুদ্রামৃতরূপা চ সমুদ্রজলবাসিকা। কেশপাশরতা নিদ্রা ক্ষুধা প্রেমতরঙ্গিকা॥ দূর্ব্বাদল শ্যামতনু দুর্ব্বাদলতনুচ্ছবিঃ। নাগরী নাগরীরাগা নাগরানন্দকারিণী॥ নাগরালিঙ্গনপরা নাগরাঙ্গনমঙ্গলা। উচ্চনীচা হৈমবতীপ্রিয়া কৃষ্ণতরঙ্গদা॥ প্রেমালিঙ্গনসিদ্ধাঙ্গী সিদ্ধসাধ্যে বিলাসিকা। মঙ্গলামোদ জননী মেখলামোদধারিণী। রত্নমঞ্জীরভূষাঙ্গী রত্ন ভূষণভূষণা। জম্বালমালিকা কৃষ্ণপ্রাণা প্রাণবিমোচনা॥ সত্যপ্রদা সত্যবতী সেবকানন্দদায়িকা। জগদ্যোনি জগদ্বীজা বিচিত্র মণিভূষণা॥ রাধারমণকান্তা চ রাধ্যা রাধনরূপিণী। কৈলাসবাসিনী কৃষ্ণপ্রাণসর্ব্বস্বদায়িনী॥ কৃষ্ণাবতারনিরতা কৃষ্ণভক্ত ফলার্থিনী। যাচকা যাচকানন্দকারিণী যাচকোজ্জ্বলা॥ হরিভূষণ ভূষাঢ্যাহিনন্দযুক্তাহর্দ্র পাদগা। হৈহৈহ তালাধরা

থৈ থৈ শব্দ শক্তি প্রকাশিনী॥ হে হে শব্দ স্বরূপাচ হী হী বাক্য বিশারদা। জগদানন্দকর্ত্রী চ সান্দ্রানন্দবিশারদা॥ পণ্ডিতা পণ্ডিত গুণা পণ্ডিতানন্দকারিণী। পরিপালনকর্ত্রী চ তথা স্থিতিবিনোদিনী॥ তথা সংহারশব্দাঢ্যা বিদ্বজ্জনমনোহরা। বিদুষাং প্রীতিজননী বিদ্বৎপ্রেমবিবর্দ্ধিনী॥ নাদেশী নাদরূপা চ নাদবিন্দু বিধারিণী। শূন্যস্থানস্থিতা শূন্যরূপপাদপবাসিনী॥ কার্ত্তিকব্রতকর্ত্রী চ বসনাহারিণী তথা। জলাশয়া জলতলা শিলাতলনিবাসিনী॥ ক্ষুদ্রকীটাঙ্গসংসর্গা সঙ্গদোষ বিনাশিনী। কোটীকন্দর্পলাবণ্যা কন্দর্পকোটি সুন্দরী॥ কন্দর্পকোটীজননী কামবীজপ্রদায়িনী। কামশাস্ত্রবিনোদা চ কামশাস্ত্রপ্রকাশিনী॥ কামপ্রকাশিকা কামিন্যণিমাদ্যষ্টসিদ্ধিতা। যামিনী যামিনীনাথবদনা যামিনীশ্বরী॥ যাগযোগহরা ভুক্তিমুক্তিদাত্রী হিরণ্যদা। কপালমালিনী দেবী ধামরূপিণ্যপূর্বদা॥ কৃপান্বিতা গুণা গৌণ্যা গুণাতীত ফলপ্রদা। কুষ্মাণ্ডভূতবেতালনাশিনী শরদান্বিতা॥ শীতলা শবলা হেলা লীলা লাবণ্যমঙ্গলা। বিদ্যার্থিনী বিদ্যমানা বিদ্যা বিদ্যাস্বরূপিণী॥ আন্বীক্ষিকী শাস্ত্ররূপা শাস্ত্রসিদ্ধান্তকারিণী। নাগেন্দ্রা নাগমাতা চ ক্রীড়াকৌতুকরূপিণী॥ হরিভাবনশীলা চ হরিতোষণতৎপরা। হরিপ্রাণা হরপ্রাণা শিবপ্রাণা শিবান্বিতা॥ নরকার্ণবসংহন্ত্রী নরকার্ণব নাশিনী। নরেশ্বরী নরাতীতা নরসেব্যা নরাঙ্গনা॥ যশোদানন্দন প্রাণবল্লভা হরিবল্লভা। যশোদানন্দনা রম্যা যশোদানন্দনেশ্বরী॥ যশোদানন্দনা ক্রীড়া যশোদাক্রোড়বাসিনী। যশোদানন্দনপ্রাণা যশোদানন্দনার্থদা॥ বৎসলা কোশলা কালা করুণার্ণবরূপিণী। স্বর্গলক্ষ্মী ভূমিলক্ষ্মীর্দ্রৌপদী পাণ্ডবপ্রিয়া॥ তথার্জ্জুনসখী ভৌমী ভৈমী ভীমকুলোদ্বহা। ভুবনা মোহনা ক্ষীণা পানাসক্তরা

তথা। পানার্থিনী পানপাত্রা পানপানন্দদায়িনী। দুগ্ধমন্থনকর্ম্মাঢ্যা দধিমন্থনতৎপরা॥ দধিভাণ্ডার্থিনী কৃষ্ণক্রোধিনী নন্দনাঙ্গনা। ঘৃতলিপ্তা তক্রযুক্তা যমুনাপারকৌতুকা॥ বিচিত্রকথকা কৃষ্ণ হাস্যভাষণ তৎপরা। গোপাঙ্গনাবেষ্টিতা চ কৃষ্ণসঙ্গার্থিনী তথা॥ রাসাসক্তা রাসরতি রাসবাসক্ত বাসনা। হরিদ্রা হারিতা হারীণ্যানন্দার্পিতচেতনা॥ নিশ্চৈতন্যা চ নিশ্চেতা তথা দারুহরিদ্রিকা। সুবলস্যস্বসা কৃষ্ণভার্য্যা ভাষাতিবেগিনী॥ শ্রীদামস্য সখী দাম দামিনী দামধারিণী। কৈলাসিনী কেশিনী চ হরিদম্বরধারিণী॥ হরিসান্নিধ্যদাত্রী চ হরিকৌতুক মঙ্গলা। হরিপ্রদা হরিদ্বারা যমুনাজলবাসিনী॥ জৈত্রপ্রদা জীতার্থী চ চতুরা চাতুরীতমী। তমিস্রাহতপরূপা চ রৌদ্ররূপা যশোহর্থিনী॥ কৃষ্ণার্থিনী কৃষ্ণকলা কৃষ্ণানন্দবিধায়িনী। কৃষ্ণার্থবাসনা কৃষ্ণরাগিণী ভবভাবিণী॥ কৃষ্ণার্থরহিতা ভক্তা ভক্তভক্তি শুভপ্রদা। শ্রীকৃষ্ণরহিতা দীনা তথা বিরহিণী হরে॥ মথুরামথুবারাজগেহভাবনভাবনা। শ্রীকৃষ্ণভাবনামোদা তথোন্মাদবিধায়িনী॥ কৃষ্ণার্থব্যাকুলা কৃষ্ণসারচর্ম্মধরাশুভা। অলকেশ্বরপূজ্যা চ কুবেরেশ্বরবল্লভা॥ ধনধান্য বিধাত্রী চ জায়া কায়া হয়া হয়ী। প্রণবা প্রণবেশী চ প্রণবার্থস্বরূপিণী। ব্রহ্মবিষ্ণুশিবার্দ্ধাঙ্গহারিণী শৈবশিংসপা। রাক্ষসীনাশিনীভূতপ্রেতপ্রাণবিনাশিনী। সংকলেপ্সিতদাত্রী চ শচী সাধ্বী অরুন্ধতী। পতিব্রতা পতিপ্রাণা পতিবাক্যবিনোদিনী॥ অশেষসাধনী কল্পবাসিনী কল্পরূপিণী॥

ইতি শ্রীরাধিকাসহস্রনামং সম্পূর্ণং।
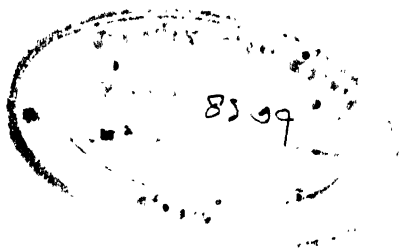
শ্রীশ্রীগোপাল

সহস্রনাম

স্তোত্রম্।

অথ ধ্যানম্।

কস্তুরীতিলকং ললাটপটলে বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভং
নাসাগ্রে বরমৌক্তিকং করতলে বেণুং করে কঙ্কণং।
সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দনং সুললিতং কণ্ঠে চ মুক্তাবলিং
গোপস্ত্রীপরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপাল চূড়ামণিঃ॥

ফুল্লেন্দী বরকান্তি মিন্দুবদনং বর্হাবতংস প্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদার কৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরং।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চিততনু গো গোপো সংঘাবৃত
গোবিন্দং কলবেণু বাদনপরং দিব্যাঙ্গ ভূষস্তজে।

শ্রীগোপাল সহস্রনাম।

ওঁ ক্লীং দেবঃ কামদেবঃ কামবীজ শিরোমণিঃ।

শ্রীগোপালো মহীপালঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ। ধরণীপালকো ধন্যঃ পুণ্ডরীকং সনাতনম্॥ ১॥ গোপতি ভূর্পতিঃ শাস্তা প্রহর্ত্তা বিশ্বতো মুখঃ। আদি কর্ত্তা মহাকর্ত্তা মহাকালঃ প্রতাপবান্॥ ২॥ জগজ্জীবো জগদ্ধাতাজগদ্ভর্ত্তা জগদ্বসুঃ। মৎস্যো ভীমঃ কুহূভর্ত্তা হর্ত্তা বারাহ মূর্ত্তিমান্॥ ৩॥ নারায়ণো হৃষীকেশো গোবিন্দো গরুড়ধ্বজঃ। গোকুলেন্দ্রো মহাচন্দ্রঃ শর্ব্বরীপ্রিয় কারকঃ॥ ৪॥ কমলামুখলোলাক্ষঃ পুণ্ডরীক শুভাবহঃ। দুর্ব্বাসাঃ কপিলো ভৌমঃ সিন্ধু সাগর সঙ্গমঃ॥ ৫॥ গোবিন্দো গোপতির্গোত্রঃ কালিন্দী প্রেম পূরকঃ। গোপস্বামী গোকুলেন্দ্রো গোবর্দ্ধন বরপ্রদঃ॥ ৬॥ নন্দাদি গোকুলত্রাতা দাতা দারিদ্র্য ভঞ্জনঃ। সর্ব্বমঙ্গল দাতাচ সর্ব্ব-কাম প্রদায়কঃ॥ ৭॥ আদি কর্ত্তা মহী ভর্ত্তা সর্ব্ব সাগর সিন্ধুজঃ। গজ গামী গজোদ্ধারী কামী কাম কলানিধিঃ॥৮॥ কলঙ্ক রহিতশ্চন্দ্রো বিম্বাস্যো বিম্বসত্তমঃ। মালাকারঃ কৃপাকারঃ কোকি-লাম্বর ভূষণঃ॥ ৯॥ রামো নীলাম্বরো দেবো হলী দুর্দ্দম মর্দ্দনঃ। সহস্রাক্ষঃ পুরীভেত্তা মহামারী বিনাশনঃ॥ ১০॥ শিবঃ শিবতমো ভেত্তা বলারাতি প্রপূজকঃ। কুমারী বরদায়ী চ বরেণ্যো মীন-কেতনঃ॥ ১১॥ নরো নারায়ণো ধীরো রাধাপতি রুদারধীঃ। শ্রীপতিঃ শ্রীনিধিঃ শ্রীমান্মাপতিঃ প্রতিরাজ হা॥ ১২॥ বৃন্দাপতিঃ কুল গ্রামী ধামী ব্রহ্ম সনাতনঃ। রেবতীরমণো রামশ্চঞ্চলশ্চারু-লোচনঃ॥ ১৩॥ রামায়ণ শরীরোয়ং রামী ১০০ রামশ্রিয়ঃ পতিঃ।

শর্ব্বরঃ শর্ব্বরী শর্ব্বঃ সর্ব্বত্র শুভদায়কঃ॥ ১৪॥ রাধারাধায়িতো রাধী রাধাচিত্ত প্রমোদকঃ। রাধারতি সুখোপেতো রাধামোহন তৎপরঃ॥ ১৫ ॥ রাধাবশীকরো রাধাহৃদয়াম্ভোজ ষট্পদঃ। রাধালিঙ্গন সম্মোহো রাধানর্ত্তন কৌতুকঃ॥ ১৬ ॥ রাধাসঞ্জাত সম্প্রীতী রাধাকাম ফলপ্রদঃ। বৃন্দাপতিঃ কোশনিধিঃ কোক-শোক বিনাশকঃ॥ ১৭॥ চন্দ্রাপতিশ্চন্দ্রপতিশ্চণ্ডকো দণ্ডভঞ্জনঃ। রামো দাশরথী রামো ভৃগু বংশ সমুদ্ভবঃ॥ ১৮॥ আত্মারামো জিতক্রোধো মোহো মোহান্ধভঞ্জনঃ। বৃষভানুর্ভবোভাবঃ কাশ্যপিঃ করুণানিধিঃ॥ ১৯ ॥ কোলাহলোহলীহালীহেলী হলধর প্রিয়ঃ। রাধামুখাব্জ মার্ত্তণ্ডোভাস্করো রবিজো বিধুঃ॥ ২০ ॥ বিধি বিধাতা বরুণো বারুণো বারুণীপ্রিয়ঃ। রোহিণী হৃদয়ানন্দী বসুদেবাত্মজো-বলিঃ॥ ২১॥ নীলাম্বরো রৌহিণেয়ো জরাসন্ধবধোহমলঃ। নাগো-নবাম্ভো বিরুদো বীরহাবরদো বলী॥ ২২॥ গোপথো বিজয়ী বিদ্বান্ শিপিবিষ্টঃ সনাতনঃ। পশুরামবচো গ্রাহী বরগ্রাহী শৃগাল হা॥ ২৩॥ দমঘোষোপদেষ্টাচ রথগ্রাহী সুদর্শনঃ। বীর-পত্নী যশস্ত্রাতা জরাব্যাধি বিঘাতকঃ॥ ২৪॥ দ্বারকা বাসতত্ত্বজ্ঞো হুতাশন বরপ্রদঃ। যমুনা বেগসংহারী নীলাম্বর ধরঃ প্রভুঃ॥ ২৫॥ বিভুঃ শরাসনো ধন্বীগণেশো গণনায়কঃ। লক্ষ্মণো লক্ষ্মণো লক্ষো রক্ষো বংশ বিনাশনঃ॥ ২৬॥ বামনো বামনীভূতো বমনো বম-নারুহঃ। যশোদানন্দনঃ কর্ত্তাযমলার্জ্জুন মুক্তিদঃ॥ ২৭॥ উলূখলী মহামানী দামবদ্ধাহ্বয়ী শমী। ভক্তানুকারী ভগবান্ ২০০ কেশ-বোঽচল ধারকঃ॥ ২৮॥ কেশিহামধুহামোহী বৃষাসুর বিঘাতকঃ। অঘাসুর বিনাশী চ পূতনা মোক্ষদায়কঃ॥ ২৯॥ কুব্জা বিনোদী ভগবান্ কংস মৃত্যু মহা মখী॥ ৩০॥

অশ্বমেধো বাজাপেয়ো গোমেধো নরমেধবান্। কন্দর্পকোটিলাবণ্য-শ্চন্দ্রকোটিসুশীতলঃ॥ ৩১॥ রবিকোটি প্রতীকাশো বায়ুকোটি-মহাবলঃ। ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ড কর্ত্তা চ কমলাবাঞ্ছিত প্রদঃ॥ ৩২॥ কমলীকমলাক্ষশ্চ কমলামুখলোলুপঃ। কমলা ব্রতধারী চ কমলাভ পুরন্দরঃ॥ ৩৩॥ সৌভাগ্যাধিকচিত্তোয়ং মহামায়ী মহোৎকটঃ। তারকারিঃ সুরত্রাতা মারীচক্ষোভকারকঃ॥ ৩৪॥ বিশ্বামিত্র প্রিয়ো দান্তো রামো রাজীবলোচনঃ। লঙ্কাধিপকুলধ্বংশী বিভীষণবরপ্রদঃ॥ ৩৫॥ সীতানন্দকরো রামো বীরো বারিধিবন্ধনঃ। খরদূষণসংহারী সাকেতপুরবাসনঃ॥ ৩৬॥ চন্দ্রাবলীপতিঃ কূলঃ কেশীকংসবধোঽমরঃ। মাধবো মধুহা মাধ্বী মাধ্বীকোমাধবো মধুঃ॥ ৩৭॥ মুঞ্জাটবীগাহমনো ধেনুকারির্ধরাত্মজঃ। বংশীবটবিহারী চ গোবর্দ্ধন বনাশ্রয়ঃ॥ ৩৮॥ তথাতালবনোদ্দেশী ভাণ্ডীরবনসংখহা। তৃণাবর্ত্তকথাকারী বৃষভানুসুতাপতিঃ॥ ৩৯॥ রাধাপ্রাণময়ো রাধাবদনাব্জ মধুব্রতঃ। গোপীরঞ্জনদৈবজ্ঞো লীলাকমলপূজিতঃ॥ ৪০॥ ক্রীড়াকমলসন্দোহো গোপিকা প্রীতিরঞ্জনঃ। রঞ্জকো রঞ্জনো রঙ্গো রঙ্গীরঙ্গমহীরুহ॥ ৪১॥ কামঃ কামারিভক্তোঽয়ং পুরাণ পুরুষঃ কবিঃ। :নারদো দেবলো ভীমো বালো বালমুখাম্বুজঃ॥ ৪২॥ অম্বুজো ব্রহ্মসাক্ষী চ যোগিদত্তবরো মুনিঃ। ঋষভঃপর্ব্বতো গ্রামো নদীপবনবল্লভঃ॥ ৪৩॥ পদ্মনাভঃ সুরজ্যেষ্ঠো ব্রহ্মা (৩০০) রুদ্রোঽহিভূষিতঃ। গণানাং ত্রাণকর্ত্তা চ গণেশো গ্রহিলো গ্রহী॥ ৪৪॥ গণাশ্রয়ো গণাধ্যক্ষঃ ক্রোড়ীকৃত জগত্রয়ঃ। যদিবেন্দ্রো দ্বারকেন্দ্রো মথুরাবল্লভোধুরী॥ ৪৫॥ ভ্রমরঃ কুন্তলীকুন্তীসুতরক্ষী মহামণী। যমুনা বরদাতা চ কশ্যিপস্য বরপ্রদ॥ ৪৬॥ শঙ্খচূড়বধোদ্দামো গোপীরক্ষণ তৎপরঃ।

পাঞ্চজন্য করোরামী ত্রিরামী বনজো জয়ঃ। ৪৭ ॥ ফাল্গুনঃ ফাল্গুনসখো বিরাধবধকারকঃ। রুক্মিণীপ্রাণনাথশ্চ সত্যভামাপ্রিয়ঙ্কর ॥ ৪৮ ॥ কল্পবৃক্ষো মহাবৃক্ষো দানবৃক্ষো মহাফলঃ। অঙ্কুশো ভূস্বরো ভার্মো ভামকো ভ্রামকো হরিঃ ॥ ৪৯ ॥ সবলঃ শাশ্বতো বীরো যদুবংশীশিবাত্মকঃ। প্রদ্যুম্নবলকর্ত্তা চ প্রহর্ত্তা দৈত্যহা প্রভুঃ ॥ ৫০ ॥ মহাধনো মহাবীরো বলমালাবিভূষণঃ। তুলসীদাম শোভাঢ্যো জালন্ধর বিনাশনঃ ॥ ৮১ ॥ শূরঃ সূর্য্যোমৃকণ্ডশ্চ ভাস্করো বিশ্বপূজিতঃ। রবিস্তমোহা বহ্নিশ্চ বাড়বো বড়বানলঃ ॥৫২॥ দৈত্যদর্পবিনাশী চ গোরুড়ো গোরুড়াগ্রজঃ। গোপীনাথো মহীনাথো বৃন্দানাথোঽবরোধকঃ ॥ ৫৩ ॥ প্রপঞ্চীপঞ্চরূপশ্চ লতাগুল্মশ্চ গোপতিঃ। গঙ্গা চ যমুনারূপো গোদাবেত্রবতি তথা ॥ ৫৪ ॥ কাবেরী নর্ম্মদা তাপী গণ্ডকী সরযূ স্তথা। রাজসস্তামসঃ সত্বী সর্ব্বাঙ্গী সর্ব্বলোচনঃ ॥ ৫৫ ॥ সুধাময়ো মৃতময়ো যোগিনীবল্লভং শিবঃ। বুদ্ধো বুদ্ধিমতাংশ্রেষ্ঠো বিষ্ণু জিষ্ণুঃ (৪০০) শচীপতিঃ ॥ ৫৬ ॥ বাশী বংশধরো লোকো বিলোকো মোহনাশনঃ। রবরাবো রবোরাবো বালো বালবলাহকঃ ॥ ৫৭ ॥ শিবো রুদ্রোনলো নীলো লাঙ্গুলী লাঙ্গুলাশ্রয়ঃ। পারদঃ পাবনো হংসো হংসারূঢ়ো জগৎপতিঃ ॥ ৫৮ ॥ মোহিনীমোহনোমায়ী মহামায়ো মহামখী। বৃষো বৃষাকপিঃ কালঃ কালোদমন কারকঃ ॥ ৫৯ ॥ কুব্জাভাগ্যপ্রদো বীরো "রজক" ক্ষয়কারকঃ। কোমলো বারুণো রাজা জলজো জলধারকঃ ॥ ৬০ ॥ হারকঃ সর্ব্বপাপঘ্নঃ পরমেষ্টো পিতামহঃ। খড়্গধারী কৃপাকারী রাধারমণ সুন্দরঃ ॥ ৬১ ॥ দ্বাদশারণ্য সম্ভোগো শেষ নাগ ফণালয়ঃ। কামঃ শ্যামঃ সুখঃ শ্রীদং শ্রীপতি শ্রীনিধিঃ কৃতি ॥ ৬২ ॥

হরির্হরো নরো নারো নমোত্তম ইষুপ্রিয়ঃ। গোপালী চিত্তহর্ত্তা চ কর্ত্তা সংসার তারকঃ॥ ৬৩॥ আদিদেবো মহাদেবো গৌরী গুরুরনাশ্রয়ঃ। সাধুর্মধুর্বিধুর্ধাতা ভ্রাতাহক্রূর পরায়ণ॥ ৬৪॥ রোলম্বী চ হয়গ্রীবো বানরারি র্বনাশ্রয়ঃ। বনং বনী বনাধ্যক্ষো মহাবন্দ্যো মহামুনিঃ॥ ৬৫॥ স্যমন্তকমণি প্রাজ্ঞো বিজ্ঞো বিঘ্নবিঘাতকঃ। গোবর্দ্ধনোবর্দ্ধনীয়ো বর্দ্ধনী বর্দ্ধনপ্রিয়ঃ॥ ৬৬॥ বর্দ্ধন্যো বর্দ্ধনো বর্দ্ধী বার্দ্ধিন্যঃ সুমুখপ্রিয়ঃ। বর্দ্ধিতো বৃদ্ধকো বৃদ্ধো বৃন্দারকজনপ্রিয়ঃ॥ ৬৭॥ গোপালরমণীভর্ত্তা সাম্বকুষ্ঠ বিনাশনঃ। রুক্মিণীহরণঃ (৫০০) প্রেমপ্রেমী চন্দ্রাবলীপতিঃ॥ ৬৮॥ শ্রীকর্ত্তা বিশ্বভর্ত্তা চ নারায়ণো নরোবলী। গণোগণপতিশ্চৈব দত্তাত্রেয়ো মহামুনিঃ॥ ৬৯॥ ব্যাসো নারায়ণোদিব্যো ভব্যো ভাবুকধারকঃ। শ্বঃশ্রেয় সংশিবং ভদ্রং ভাবুকং ভবিকং শুভং॥ ৭০॥ শুভাত্মকঃ শুভঃ শাস্তা প্রশাস্তা মেঘনাদহা। ব্রহ্মণ্য দেবো দীনানামুদ্ধারক রণক্ষমঃ॥ ৭১॥ কৃষ্ণঃ কমলপত্রাক্ষঃ কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ। কৃষ্ণঃ কামীসদাকৃষ্ণঃ সমস্তপ্রিয়কারকঃ॥ ৭২॥ নন্দো নন্দীমহানন্দী মাদীমাদনকঃ কিলী। মিলীহিলীগিলী গোলী গেলো গোলালয়ো গুলী॥ ৭৩॥ গুগ্গুলীমারকীশাখী বটঃ পিপ্পলকঃ কৃতী। ম্লেচ্ছহা কালহর্ত্তা চ যশোদা যশ এব চ॥ ৭৪॥ অচ্যুতঃ কেশবো বিষ্ণু র্হরিঃ সত্যোজনার্দ্দনঃ। হংসো নারায়ণো লীলো নীলো ভক্তিপরায়ণঃ॥ ৭৫॥ জানকীবল্লভো রামো বিরামো বিঘ্ননাশনঃ। সহস্রাংশু র্মহাভানু র্বীরবাহু র্মহোদধিঃ॥ ৭৬॥ সমুদ্রোব্ধিরকূপারঃ পারাবারঃ সরিৎ-পতিঃ। গোকুলানন্দকারী চ প্রতিজ্ঞা পরিপালকঃ॥ ৭৭॥ সদারামঃ কৃপারামো মহারামো ধনুর্ধরঃ। পর্ব্বতঃ পর্ব্বতাকারো গয়োগেহো দ্বিজপ্রিয়ঃ॥ ৭৮॥ কম্বলাশ্চতরোরামো রামায়ণ প্রবর্ত্তকঃ। দ্যোদিঃ

বৌদিবসোদিব্যো ভব্যোভাবি ভয়াপহঃ॥ ৭৯ ॥ পার্ব্বতীভাগ্য সহিতো ভ্রাতা (৬০০) লক্ষ্মীবিলাসবান্। বিলাসী সাহসী সর্ব্বী গর্ব্বী গর্ব্বিতলোচনঃ॥ ৮০ ॥ মুরারি র্লোক ধর্ম্মজ্ঞো জীবনো জীবনান্তকঃ। যমো যমাদির্যমনো যামী যামবিধায়কঃ॥ ৮১ ॥ বসুলীঃ পাংসুলীঃ পাংসুঃ পাণ্ডুরর্জ্জুনবল্লভঃ। ললিতা চন্দ্রিকা মালী মালীমালাম্বুজাশ্রয়ঃ॥ ৮২ ॥ অম্বুজাক্ষো মহাযক্ষো দক্ষশ্চিন্তা-মণি প্রভুঃ। মণির্দ্দিনমণিশ্চৈব কেদারো বদরীশ্রয়ঃ॥ ৮৩ ॥ বদরীবনসংপ্রীতো ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ। অমরারিনিহন্তা চ সুধাসিন্ধুবিধূদয়ঃ॥ ৮৪ ॥ চন্দ্রোরবিঃ শিবঃশূলী চক্রীচৈব গদাধরঃ। শ্রীকর্ত্তা শ্রীপতিঃ শ্রীদঃ শ্রীদেবো দেবকীসুতঃ॥ ৮৫ ॥ শ্রীপতিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পদ্মনাভো জগৎপতিঃ। বাসুদেবোঽপ্রমেয়াত্মা কেশবো গরুড়ধ্বজঃ॥ ৮৬ ॥ নারায়ণঃ পরং ধাম দেবদেবো মহেশ্বরঃ। চক্রপাণিঃ কলাপূর্ণো বেদবেদ্যো দয়ানিধিঃ॥ ৮৭ ॥ ভগবান্ সর্ব্বভূতেশো গোপালঃ সর্ব্বপালকঃ। অনন্তো নির্গুণো-ঽনন্তো নির্ব্বিকল্পো নিরঞ্জনঃ॥ ৮৮ ॥ নিরাধারো নিরাকারো নিরাভাসো নিরাশ্রয়ঃ। পুরুষঃ প্রণবাতীতো মুকুন্দঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৮৯ ॥ ক্ষণাবনিঃ সার্ব্বভৌমো বৈকুণ্ঠো ভক্তবৎসলঃ। বিষ্ণুর্দামো-দরঃ কৃষ্ণো মাধবো মথুরাপতিঃ॥ ৯০ ॥ দেবকী গর্ভ সম্ভূতো যশোদাবৎসলো হরিঃ। শিবঃ সঙ্কর্ষণঃ শম্ভুর্ভূতনাথো দিবস্পতিঃ ॥ ৯১ ॥ অব্যয়ঃ সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞো নির্ম্মলো নিরুপদ্রবঃ (৭০০)। নির্ব্বাণ নায়কো নিত্যো নীলজীমূতসন্নিভঃ॥ ৯২ ॥ কলাক্ষয়শ্চ সর্ব্বজ্ঞঃ কমলারূপতৎপরঃ। হৃষীকেশঃ পীতবাসাবসুদেব প্রিয়া-ত্মজঃ॥ ৯৩ ॥ নন্দগোপকুমারার্য্যো নবনীতাশনঃ প্রভুঃ। পুরাণ পুরুষঃ শ্রেষ্ঠঃ শঙ্খপাণিঃ সুবিক্রমঃ॥ ৯৪ ॥

অনিরুদ্ধশ্চক্ররথঃ শার্ঙ্গপাণি শ্চতুর্ভুজঃ। গদাধরঃ সুরার্ত্তিঘ্নো গোবিন্দো নন্দকায়ুধঃ ॥ ৯৫ ॥ বৃন্দাবনচরঃ শৌরির্বেণুবাদ্য বিশারদঃ। তৃণাবর্ত্তান্তকো ভীম সাহসো বহু বিক্রমঃ ॥ ৯৬ ॥ শকটাসুর সংহারী বকাসুর বিনাশনঃ। ধেনুকাসুর সংঘাতিঃ পূতনারি নৃকেশরী ॥ ৯৭ ॥ পিতামহোগুরুঃ সাক্ষী প্রত্যাগাত্মা সদাশিবঃ। অপ্রমেয় প্রভুঃ প্রাজ্ঞো প্রতর্ক্যঃ স্বপ্নবর্দ্ধনঃ ॥ ৯৮ ॥ ধন্যো মান্যোভবো ভাবো ধীরঃ শান্তো জগদ্গুরুঃ। অন্তর্যামীশ্চরো দিব্যো দৈবজ্ঞো দেবতাগুরুঃ ॥ ৯৯ ॥ ক্ষীরাব্ধি শয়নো ধাতা লক্ষ্মীবাল্লক্ষ্মণাগ্রজঃ। ধাত্রী পতি রমেয়াত্মা চন্দ্রশেখর পূজিতঃ ॥ ১০০ ॥ লোকসাক্ষী জগচ্চক্ষুঃ পুণ্যচারিত্র কীর্ত্তনঃ। কোটি মন্মথ সৌন্দর্য্যো জগন্মোহনবিগ্রহঃ ॥ ১০১ ॥ মন্দস্মিত তমো গোপো গোপিকা পরিবেষ্টিতঃ। ফুল্লারবিন্দনয়নশ্চাণুরান্ধ্র নিসূদনঃ ॥ ১০২ ॥ ইন্দীবরদলশ্যামো বর্হিবর্হাবতংসকঃ। মুরলী নিনদাহ্লাদো দিব্য মাল্যো বরাশ্রয়ঃ ॥ ১০৩ ॥ সুকপোল যুগঃ সুভ্রূযুগলঃ সুললাটকঃ। কম্বুগ্রীবো বিশালাক্ষোলক্ষ্মীবান্ শুভলক্ষণঃ ॥ ১০৪ ॥ পীনবক্ষা শ্চতুর্বাহুশ্চতুর্মূর্ত্তিস্ত্রিবিক্রমঃ। কলঙ্করহিতঃ শুদ্ধো দুষ্ট শত্রু নিবর্হণঃ ॥ ১০৫ ॥ কিরীট কুণ্ডল ধরঃ কটকাঙ্গদমণ্ডিতঃ। মুদ্রিকাভরণো পেতঃ কটি সূত্র বিরাজিতঃ ॥ ১০৬ ॥ মঞ্জীররঞ্জিত পদঃ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ। বিন্যস্ত পাদ যুগলো দিব্য মঙ্গল বিগ্রহঃ (৮০০) ॥ ১০৭ ॥ গোপিকা নয়নানন্দঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ। সমস্তজগদানন্দঃ সুন্দরোলোক নন্দনঃ ॥ ১০৮ ॥ যমুনা তীর সঞ্চারী রাধা মন্মথ বৈভবঃ। গোপনারী প্রিয়ো দান্তো গোপী বস্ত্রাপহারকঃ ॥ ১০৯ ॥ শৃঙ্গার মূর্ত্তিঃ শ্রীধামাতারকো মূলকারণং। সৃষ্টিসংরক্ষণোপায়ঃ ক্রূরাসুরবিভঞ্জনঃ ॥ ১১৪ ॥ নরকাসুরহারী চ মুরারি বৈরি মর্দ্দনঃ।

আদিতেয় প্রিয়ো দৈত্য ভীকরশ্চেন্দুশেখরঃ॥ ১১১॥ জরাসন্ধ কুলধ্বংসী কংসারাতিঃ সুবিক্রমঃ। পুণ্যশ্লোকঃ কীর্ত্তনীয়ো যাদবেন্দ্রো জগন্নুতঃ॥ ১১২॥ রুক্মিণীরমণঃ সত্যভামা জাম্ববতীপ্রিয়ঃ। মিত্রং বিন্দানাগ্নিজিতী লক্ষ্মণা সমুপাসিতঃ॥ ১১৩॥ সুধাকর কুলে জাতোঽনন্ত প্রবলবিক্রমঃ। সর্ব্বসৌভাগ্যসম্পন্নো দ্বারকায়ামুপস্থিতঃ॥ ১১৪॥ ভদ্রা সূর্য্য সুতানাথো লীলা মানুষ বিগ্রহঃ। সহস্র ষোড়শ স্ত্রীশোভোগ মোক্ষৈক দায়কঃ॥ ১২৫॥ বেদান্তবেদ্যঃ সম্বেদ্যো বৈধ ব্রহ্মাণ্ডনায়কঃ। গোবর্দ্ধন ধরোনাথঃ সর্ব্বজীব দয়াপরঃ॥ ১১৬॥ মূর্ত্তিমান্ সর্ব্বভূতাত্মা আর্ত্তত্রাণ পরায়ণঃ। সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বসুলভঃ সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদঃ॥ ১১৭॥ ষড়্গুণৈশ্বর্য্য সম্পন্নঃ পূর্ণ কামোধুরন্ধরঃ। মহানুভাবঃ কৈবল্যদায়কো লোকনায়কঃ॥ ১১৮॥ আদিমধ্যান্ত রহিতঃ শুদ্ধ সাত্বিক বিগ্রহঃ। অসমান সমস্তাত্মা শরণাগত বৎসলঃ॥ ১১৯॥ উৎপত্তি স্থিতি সংহার কারণং সর্ব্বকারণং। গম্ভীরঃ সর্ব্বভাবজ্ঞঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ॥১২০॥ বিষ্বক্সেনঃ সত্যসন্ধঃ সত্যবান্ সত্যবিক্রমঃ। সত্যব্রতঃ সত্যসংজ্ঞঃ সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণঃ॥ ১২১॥ আপন্নার্ত্তি প্রশমনোদ্রৌপদীমানরক্ষকঃ। কন্দর্পজনকঃ প্রাজ্ঞো জগন্নাটক বৈভবঃ॥ ১২২॥ ভক্তিবশ্যো গুণাতীতঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রদায়কঃ। দমঘোষ সুতদ্বেষী বাণবাহু বিখণ্ডনঃ॥ ১২৩॥ ভীষ্মভক্তিপ্রদোদিব্যঃ কৌরবান্বক নাশনঃ। কৌন্তেয় প্রিয়বন্ধুশ্চ পার্থস্যন্দন সারথিঃ॥১২৪॥ নারসিংহো মহাবীর স্তম্ভজাতো মহাবলঃ। প্রহ্লাদবরদঃ সত্যোদেব পূজ্যো (৯০০) ভয়ঙ্করঃ॥ ১২৫॥ উপেন্দ্র ইন্দ্রাবরজো বামনো বলিবন্ধনঃ। গজেন্দ্রবরদঃ স্বামী সর্ব্বদেব নমস্কৃতঃ॥ ১২৬॥

শেষপর্য্যঙ্কশয়নো বৈনতেয় রথো জয়ী। অব্যাহতবনৈশ্বর্য্য সম্পন্নঃ পূর্ণমানসঃ॥ ১২৭ ॥ যোগেশ্বরেশ্বরঃ সাক্ষীক্ষেত্রজ্ঞো জ্ঞান দায়কঃ। যোগি হৃৎপঙ্কজাবাসোযোগমায়া সমন্বিতঃ ॥ ১২৮ ॥ নাদবিন্দুকলাতীত শ্চতুর্বর্গ ফলপ্রদঃ। সুষুম্নামার্গসঞ্চারী দেহস্যা-ন্তর সংস্থিতঃ ॥ ১২৯॥ দেহেন্দ্রিয় মনঃ প্রাণসাক্ষীচেতঃ প্রসাদকঃ। সূক্ষ্মঃ সর্ব্বগতো দেহো জ্ঞান দর্পণগোচরঃ ॥ ১৩০ ॥ তত্ত্বত্রয়াত্মকো ব্যক্তঃ কুণ্ডলীসমুপাশ্রিতঃ। ব্রহ্মণ্যঃ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞঃ শান্তো দান্তো গতক্লমঃ॥ ১৩১ ॥ শ্রীনিবাসঃ সদানন্দী বিশ্বমূর্ত্তির্মহাপ্রভুঃ। সহস্র-শীর্ষাপুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ॥ ১৩২ ॥ সমস্ত ভুবনাধারঃ সমস্ত-প্রাণরক্ষকঃ। সমস্তসর্ব্বভাবজ্ঞো গোপিকা প্রাণবল্লভঃ ॥ ১৩৩ ॥ নিত্যোৎসবো নিত্যসৌখ্যো নিত্য শ্রীর্নিত্যমঙ্গলঃ। ব্যূহার্চ্চিতো জগন্নাথঃ শ্রীবৈকুণ্ঠ পুরাধিপঃ ॥ ১৩৪ ॥ পূর্ণানন্দ ঘনীভূতো গোপ-বেশধরো হরিঃ ॥ ১৩৪ ॥ কলাপ কুসুমশ্যামঃ কোমলঃ শান্ত-বিগ্রহঃ ॥ ১৩৫ ॥ গোপাঙ্গনাবৃতোঽনন্তো বৃন্দাবন সমাশ্রয়ঃ। বেণুবাদরতঃ শ্রেষ্ঠো দেবানাং হিতকারকঃ॥ ১৩৬ ॥ বালক্রীড়া সমাসক্তো নবনীতস্য তস্করঃ। গোপাল কামিনী জারশ্চৌর জার শিখামণিঃ॥ ১৩৭ ॥ পরংজ্যোতিঃ পরাকাশঃ পরাবাসঃ পরিস্ফুটঃ। অষ্টাদশাক্ষরো মন্ত্রো ব্যাপকো লোকপাবনঃ॥ ১৩৮ ॥ সপ্তকোটি মহামন্ত্র শেখরো দেবশেখরঃ। বিজ্ঞান জ্ঞান সন্ধান স্তেজোরাশি র্জগৎপতিঃ ॥ ১৩৯ ॥ ভক্তলোক প্রসন্নাত্মা ভক্ত মন্দার বিগ্রহঃ। ভক্ত দারিদ্র্য দমনো ভক্তানাং প্রীতিদায়কঃ॥ ১৪০ ॥ ভক্তাধীন মনাঃ পূজ্যোভক্তলোক শিবঙ্করঃ। ভক্তাভীষ্টপ্রদ সর্ব্বভক্তাঘৌঘ নিকৃন্তনঃ ॥১৪১॥ অপার করুণাসিন্ধু র্ভগবান্ ভক্ততৎপরঃ ॥ ১৪২ ॥ (১০০০)॥

ইতি শ্রীরাধিকানাথ সহস্রনামকীর্ত্তিতং। স্মরণাৎ পাপরাশীনাং খণ্ডনং মৃত্যুনাশনং ॥ ১ ॥ বৈষ্ণবানাং প্রিয়করং মহারোগ নিবারণং। মানসং বাচিকং কায়ং যৎ পাপং পাপসম্ভবং ॥ ২ ॥ সহস্রনামপঠনাৎ সর্ব্বং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ। মহাদারিদ্র্যযুক্তো যো বৈষ্ণবোবিষ্ণু ভক্তিমান্ ॥ ৩ ॥ কার্ত্তিক্যাং সংপঠেদ্রাত্রৌ শতমষ্টোত্তরং ক্রমাৎ। পীতাম্বর ধরোঃ ধীমান্ সুগন্ধি পুষ্পচন্দনৈঃ ॥ ৪ ॥ পুস্তকং পূজয়িত্বা তু নৈবেদ্যাদিভিরেব চ। রাধাধ্যানঙ্কিতো ধীরো বনমালা-বিভূষিতঃ ॥ ৫ ॥ শতমষ্টোত্তরং দেবি পঠেন্নাম সহস্রকং। চৈত্র শুক্লে চ কৃষ্ণে চ কুহু সংক্রান্তিবাসরে ॥ ৬ ॥ পঠিতব্যং প্রযত্নেন ত্রৈলোক্যং মোহয়েৎ ক্ষণাৎ। তুলসীমালয়াযুক্তো বৈষ্ণবো ভক্তি তৎপরঃ ॥ রবিবারে চ শুক্রে চ দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে ॥ ৭ ॥ ব্রাহ্মণং পূজয়িত্বা চ ভোজয়িত্বা বিধানতঃ। পঠেন্নাম সহ-স্রঞ্চ ততঃ সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৮ ॥ মহানিশায়াং সততং বৈষ্ণবো যঃ পঠেৎ-সদা। দেশান্তর গতা লক্ষ্মীঃ সমাযাতি ন সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥ ত্রৈলোক্যে চ মহা দেবি সুন্দর্য্যঃ কামমোহিতাঃ। মুগ্ধাঃ স্বয়ং সমায়ান্তি বৈষ্ণবং চ ভজন্তি তাঃ ॥ ১০ ॥ রোগী রোগাৎ সমুচ্চেতে বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ। গুর্ব্বিণী জনয়েৎ পুত্রং কন্যাবিন্দাতি সৎপতিং। রাজানো বশ্যতাং যান্তি কিং পুনঃ ক্ষুদ্র মানবাঃ ॥ ১১ ॥ সহস্রনাম শ্রবণাৎ পঠনাৎ পূজনাৎ প্রিয়ে। ধারণাৎ সর্ব্ব-মাপ্নোতি বৈষ্ণবোনাত্র সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥ বংশীবটেচান্য বটে তথা পিপ্পলকেথবা। কদম্বপাদপতলে গোপাল মূর্ত্তি সন্নিধৌ। যঃ পঠেৎ বৈষ্ণবো নিত্যং সযাতি হরিমন্দিরং ॥ ১৩ ॥ কৃষ্ণেনোক্তং রাধিকায়ৈঃ ময়ি প্রোক্তং পুরা শিবে। নার দায় ময়াপ্রোক্তং নারদেন প্রকাশিতং ॥ ১৪ ॥ ময়াত্বয়ি বরারোহে প্রোক্তমেতৎ সুদুর্লভং। গোপনীয়ং প্রযত্নেন প্রকাশ্যং ন কথংচন ॥ ১৫ ॥ শঠায় পাপিনে চৈব লম্পটায় বিশেষতঃ। ন দাতব্যং ন দাতব্যং ন' দাতব্যং কদাচন। দেবং শিষ্যায় শান্তায় বিষ্ণুভক্তিরতায় চ ॥ ১৬ ॥ গোদান ব্রহ্ম যজ্ঞাদেবাজপেয শতস্য চ। অশ্বমেধ সহস্রস্য ফলং পাঠে ভবেদ্ ধ্রুবং ॥ ১৭ ॥ একাদশ্যাং নরঃস্নাত্বা সুগন্ধি দ্রব্যতৈলকৈঃ। আহারং ব্রাহ্মণে দত্বা দক্ষিণাং স্বর্ণভূষণং। ততঃ আরম্ভ কর্ত্তাসৌ সর্ব্বং প্রাপ্নোতিমানবঃ ॥ ১৮ ॥ শতাবৃত্তং সহস্রঞ্চ যঃ পঠেৎ বৈষ্ণবো জনঃ ॥ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রস্য প্রসাদাৎ সর্ব্বমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯ ॥ যদ্গৃহে পুস্তকং দেবি পূজিতং চৈব তিষ্ঠতি। ন মারী ন চ দুর্ভিক্ষং নোপসর্গ ভয়ং ক্বচিৎ। সর্পাদিভূত যক্ষাদ্যানশ্যন্তি নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥ শ্রীগোপাল মহাদেবি বসেৎতস্য গৃহে সদা। গৃহে যত্র সহস্রং চ নাম্নাং তিষ্ঠতি পূজিতং ॥ ২১ ॥

শ্রীশ্রীগোক্রমচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীশ্রীগোপাল সহস্রনাম স্তোত্রম্।
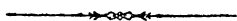
কৈলাস শিখরে রম্যে গৌরী পৃচ্ছতি শঙ্করং। ব্রহ্মাণ্ডাখিল নাথস্ত্বং সৃষ্টিসংহারকারকঃ। ত্বমেব পূজ্যসে লোকৈর্ব্রহ্মবিষ্ণু-সুরাদিভিঃ॥ নিত্যং পঠসি দেবেশ কস্য স্তোত্রং মহেশ্বর। আশ্চর্য্যমিদমত্যন্তং জায়তে মম শঙ্কর। তৎপ্রাণেশ মহাপ্রাজ্ঞ সংশয়ং ছিন্ধি শঙ্কর॥ শ্রীমহাদেব উবাচ। ধন্যাসিকৃত পুণ্যাসি পার্ব্বতি প্রাণবল্লভে। রহস্যাতিরহস্যঞ্চ যৎপৃচ্ছসি বরাননে॥ স্ত্রীস্বভাবান্মহাদেবি পুনস্ত্বং পরিপৃচ্ছসি। গোপনীয়ং গোপনীয়ং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ॥ দত্তেচ সিদ্ধি হানিঃ স্যাত্তস্মাদ্ যত্নেন গোপয়েৎ। ইদং রহস্যং পরমং পুরুষার্থ প্রদায়কং। ধন রত্নৌঘ মাণিক্য তুরঙ্গ-মগজাদিকং। দদাতি স্মরণাদেব মহামোক্ষ প্রদায়কং॥ ততেহং সংপ্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বাবহিতা প্রিয়ে। যোসৌ নিরঞ্জনোদেব শ্চিৎস্বরূপা জনার্দ্দনঃ॥ সংসার সাগরোত্তারকারিণায় সদা নৃণাং। শ্রীরঙ্গাদিক রূপেণ ত্রৈলোক্যং ব্যাপ্যতিষ্ঠতি। ততোলোকা মহামূঢা বিষ্ণু ভক্তি বিবর্জ্জিতাঃ॥ নিশ্চয়ং নাধিগচ্ছন্তি পুনর্নারায়ণো হরিঃ॥ নিরঞ্জনো নিরাকারো ভক্তানাং প্রীতিকামদঃ। বৃন্দাবন

বিহারায় গোপালং রূপমুদ্বহন্॥ মুরলী বাদনাধারী রাধায়ৈ প্রীতিমাবহন্। অংশাংশেভ্যঃ সমুন্মীল্য পূর্ণরূপকলাযুতঃ॥ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রোভগবাননন্দ গোপবরোদ্যতঃ॥ ধরণী রূপিণী মাতা যশোদানন্দদায়িনী। দ্বাভ্যাং প্রযাচিতো নাথো দেবক্যাং বসুদেবতঃ। ব্রহ্মণাভ্যর্থিতো দেবো দেবৈরপি সুরেশ্বরি॥ জাতোবন্যাং মুকুন্দোপি মুরলী বেদরেচিকা। তয়া সার্দ্ধং বচঃ কৃত্বা ততো জাতো মহীতলে॥ সংসার সার সর্ব্বস্বং শ্যামলং মহদুজ্জ্বলং। এতজ্জ্যোতিরহং বেদ্যং চিন্তয়ামি সনাতনং॥ গৌরতেজোবিনা যস্তু শ্যামতেজঃ সমর্চয়েৎ। জপেৎবা ধ্যায়তে বাপি সভবেৎ পাতকী শিবে। সব্রহ্মহাসুরাপী চ স্বর্ণস্তেয়ী চ পঞ্চমঃ। এতৈ র্দোষৈ র্বিলিপ্যেত তেজোভেদান্মহেশ্বরি॥ তস্মাজ্জ্যোতিরভূদ্দ্বেধা রাধামাধবরূপকং॥ তস্মাদিদং মহাদেবি গোপালেনৈব ভাষিতং। দুর্ব্বাসসোমুনের্মোহে কার্ত্তিক্যাং রাসমণ্ডলে॥ ততঃ পৃষ্টবতী রাধা সন্দেহ ভেদমাত্মনঃ। নিরঞ্জনাৎ সমুৎপন্নং ময়াধীতং জগন্ময়ি। শ্রীকৃষ্ণেন ততঃ প্রোক্তং রাধায়ৈ নারদায় চ। ততোনারদতঃ সর্ব্বং বিরলা বৈষ্ণবাস্তথা। কলৌজানন্তি দেবেশি গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ॥ শঠায় কৃপণায়াথ দাম্ভিকায় সুরেশ্বরি। ব্রহ্মহত্যামবাপ্নোতি তস্মাৎ যত্নেন গোপয়েৎ॥

[অস্য শ্রীগোপাল সহস্রনাম স্তোত্রমন্ত্রস্য, শ্রীনারদ ঋষিঃ, অনুষ্টুপ্ছন্দঃ, শ্রীগোপালো দেবতা, কামোবীজং, মায়া শক্তিঃ, চন্দ্রঃ কীলকং, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রভক্তিরূপ ফল প্রাপ্তয়ে শ্রীগোপালসহস্রনাম জপে বিনিয়োগঃ।]

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রীয়

শ্রীশ্রীকৃষ্ণাষ্টোত্তর শত নাম স্তোত্রং।

॥ওঁ॥ শ্রীকৃষ্ণঃ কমলানাথো বাসুদেবঃ সনাতনঃ। বসুদেবাত্মজঃ পুণ্যো লীলামানুষবিগ্রহঃ॥ শ্রীবৎসকৌস্তভধরো যশোদাবৎসলো হরিঃ। চতুর্ভুজাত্তচক্রাসি গদাশঙ্খাম্বুজায়ুধঃ॥ দৈবকীনন্দনঃ শ্রীশো নন্দগোপপ্রিয়াত্মজঃ। যমুনাবেগসংহারী বলভদ্রপ্রিয়ানুজঃ॥ পূতনাজীবিত হরঃ শকটাসুরভঞ্জনঃ। নন্দব্রজজনানন্দী সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ॥ নবনীতনবাহারী মুচুকুন্দপ্রসাদকঃ। ষোড়শ স্ত্রী সহস্রেশ স্ত্রিভঙ্গো মধুরাকৃতিঃ॥ শুকবাগমৃতাব্ধীন্দু র্গোবিন্দো গোবিদাং পতিঃ। বৎস পালনসঞ্চারী ধেনুকাসবভঞ্জনঃ॥ তৃণীকৃততৃণাবর্ত্তো যমলার্জ্জুন ভঞ্জনঃ। উত্তানতালভেত্তা চ তমালশ্যামলাকৃতিঃ॥ গোপগোপীশ্বরো যোগী সূর্য্যকোটী সমপ্রভঃ। ইলাপতিঃ পরং জ্যোতি র্যাদবেন্দ্রো যদূদ্বহঃ॥ বনমালী পীতবাসাঃ পারিজাতাপহারকঃ। গোবর্দ্ধনাচলোদ্ধর্ত্তা গোপালঃ সর্ব্বপালকঃ॥ অজো নিরঞ্জনঃ কামজনকঃ কঞ্জলোচনঃ। মধুহা মথুরানাথো দ্বারকানায়কো বলী॥ বৃন্দাবনান্ত সঞ্চারী তুলসীদাম ভূষণঃ। শ্যমন্তকমণের্হর্ত্তা নর নারায়ণাত্মকঃ॥ কুব্জাকৃষ্ণাম্বরধরো মায়ী পরমপূরুষঃ। মুষ্টিকাসুর চানূরমল্লযুদ্ধবিশারদঃ॥ সংসারবৈরিঃ কংসারি র্মুরারি র্নরকান্তকঃ। অনাদি ব্রহ্মচারী চ কৃষ্ণাব্যসন

কর্ষকঃ॥ শিশুপাল শিরশ্ছেত্তা দুর্য্যোধনকুলান্তকৃৎ। বিদুরাক্রূর-বরদো বিশ্বরূপ প্রদর্শকঃ॥ সত্যবাক্ সত্যসঙ্কল্পঃ সত্যভামারতো জয়ী। সুভদ্রাপূর্ব্বজো বিষ্ণু ভীষ্মমুক্তি প্রদায়কঃ। জগদ্গুরু র্জগন্নাথো বেণুবাদ্য বিশারদঃ॥ বৃষভাসুর বিধ্বংসী বাণাসুর-বলান্তকৃৎ॥ যুধিষ্ঠির প্রতিষ্ঠাতা বর্হিবর্হাবতংসকঃ। পার্থসারথি রব্যক্তো গীতামৃত মহোদধিঃ॥ কালীয় ফণীমাণিক্য রঞ্জিত শ্রীপদা-ম্বুজঃ। দামোদরো যজ্ঞভোক্তা দানবেন্দ্র বিনাশনঃ। নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম পন্নগাসন বাহনঃ। জলক্রীড়াসমাসক্ত গোপীবস্ত্রাপ-হারকঃ। পুণ্যশ্লোকস্তীর্থকরো বেদবিদ্যা দয়ানিধিঃ। সর্ব্বতীর্থা-ত্মকঃ সর্ব্বগ্রহরূপী পরাৎপরঃ॥ ইত্যেবং কৃষ্ণদেবস্য নাম্নামষ্টোত্তরং শতং। কৃষ্ণেণ কৃষ্ণভক্তেন শ্রুত্বা গীতামৃতং পুরা॥ স্তোত্রং কৃষ্ণ প্রিয়করং কৃতং তস্মান্ময়া পরং। কৃষ্ণ নামামৃতং নাম পরমানন্দ দায়কং॥ * * * ॥ কৃষ্ণায় যাদবেন্দ্রায় জ্ঞানমুদ্রায় যোগিনে। নাথায় রুক্মিণীশায় নমো বেদান্তবেদিনে ॥ওঁ॥

[শ্রীকৃষ্ণস্যাষ্টোত্তর শত নাম্নাং শ্রীশেষ ঋষি রনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণো দেবতা।

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে চতুর্থ রাত্রে উমা মহেশ্বর সংবাদে ধরণীশেষ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণাষ্টোত্তর শত নামস্তোত্রং সমাপ্তম্।